সাহিত্যপ্রকাশিকা

চতুর্থ খণ্ড

সাহিত্যপ্রকাশিকা—৪

হরিদেবের রচনাবলী

রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
সম্পাদিত

বিশ্বভারতী। শান্তিনিকেতন

কুলেঁ কূল মা হোই রে মুঢ়া উজুবাট সংসারা
বাল ভিণএকু বাক ণ ভুলহ রাজপথ কণ্টারা ॥

বাম দাহিণ দো বাটা চ্ছাড়ী শান্তি বুলথেউ সংকেলিউ
ঘাস ন গুমা খড়তড়ি নো হোই আখি বুজিঅ বাট জাইউ ॥

॥ যাঁহার আশীর্বাদে

সাহিত্যের পথে প্রবর্তনা লাভে ধন্য হইয়াছি

সেই

কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথের

প্রথম† সাক্ষাৎ-সম্পর্ক-পূত স্মৃতির উদ্দেশে ॥

† ২৭-৮-১৯৩৭

॥ স্বীকৃতি ॥

হরিদেবের রচনাবলীর আদর্শ পুঁথিগুলি, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, তাঁহার সংগ্রহের বহু পুঁথির সহিত, বিশ্বভারতীকে দান করায়, ব্যবহারের সুযোগ লাভ করিয়াছি।

'বঙ্গীয় শব্দকোষ'কার স্বর্গত পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের তেইশে পৌষ পর্যন্ত, মূল গ্রন্থের এক তৃতীয়াংশের প্রুফ-সংশোধনে সাহায্য করিয়াছিলেন; আটাশে পৌষ তাঁহার মহাপ্রয়াণ ঘটে; বিরানব্বই বৎসর বয়সেও, তাঁহার মনীষা অক্ষুণ্ণ ছিল।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়, সমগ্র গ্রন্থখানির মূল পাঠের বিশুদ্ধি রক্ষায় স্থলে স্থলে সহায়তা করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর সংস্কৃত পুঁথির সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র মহাশয়ের এবং গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত মহাশয়ের সাহায্যও নানাভাবে পাইয়াছি। এতদ্ব্যতীত, তথ্যসংগ্রহে, তথ্যনির্দেশে ও তত্ত্বব্যাখ্যায় যাঁহাদের সহযোগিতা লাভ করিয়াছি তাঁহাদের নামোল্লেখ যথাস্থানে করা হইয়াছে।

শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয়, ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায়, অশ্ববাহন কালুরায় ও অগ্নি-সোম-রূপা শীতলার চিত্র এবং হরিদেবের বাসগ্রামের সংস্থানাদি রেখাঙ্কিত করিয়া গ্রন্থখানির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছেন।—ইঁহাদের প্রত্যেককে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

শান্তিনিকেতন,
চৈত্র-সংক্রান্তি,
বঙ্গাব্দ ১৩৬৬।

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথির
অবেক্ষক ও সম্পাদক

সূচীপত্র

ভূমিকা

কালী-পদ (হরিদেব-রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত রচিত)

॥ অধ্যাপকঃ পরিক্লেশাদকস্য করকমলেষু ॥

ভূমিকা

॥ পুঁথি-সংগ্রহ ॥

প্রস্তুত গ্রন্থে হরিদেবের মুদ্রিত সমগ্র রচনাবলীর মূল পুঁথির মালিকানা বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের। বিশ্বভারতীর বাঙ্গালা পুঁথিবিভাগে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে 'তপনমোহন-সংগ্রহ' নামে প্রায় তিন শত পুঁথির একটি সংগ্রহ স্থানলাভ করে। ইহার সংক্ষিপ্ত[1] ও বিশদ[2] পরিচয় মুদ্রিত হইয়াছে বিশ্বভারতীর 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থাবলীর প্রথম দুই খণ্ডে। ধর্মঠাকুরের সমস্যার বিচিত্র আলোকপাত করিয়াছে 'যাদুনাথের ধর্মপুরাণ'; এই পুরাণখানির আদর্শ পুঁথি এই সংগ্রহের[3]। 'সাহিত্যপ্রকাশিকা' গ্রন্থমালার তৃতীয় খণ্ডে সে-পুঁথি ছাপা হইয়াছে[4]। বর্তমান খণ্ডে এই সংগ্রহের অনালোচিত রচনাসম্ভার— দ্বিজ হরিদেবের রচনাবলী[5] মুদ্রিত হইল। ইহার সংগ্রাহক শ্রীযুক্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বিবৃতি[6] হইতে জানা যায়, হরিদেবের পুঁথি তিনি স্বয়ং হস্তগত করিয়াছিলেন হরিদেবের বাসগ্রাম, বর্তমান হাওড়া জেলার খোড়হাট হইতে।

॥ পরিচয় ॥

রায়মঙ্গল

ক. পুঁথিসংখ্যা ১৪১। কবির স্বহস্তলিখিত আদর্শ পুঁথি।—প্রস্তুত গ্রন্থের ৫-১৬৭ ও ২৭৫-৩১০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই পুঁথিখানির বিশদ পরিচয় 'পুঁথি-পরিচয়' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে[7] ৩৪০-৪২ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে। রায়মঙ্গল রচনার শকাব্দ[8] ও কবি হরিদেব শর্মার স্বাক্ষর[9] আলোচ্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আলোকচিত্রে দ্রষ্টব্য।

খ. পুঁথিসংখ্যা ৭১৫ (ক)। প্রস্তুত গ্রন্থের ১৬৮ হইতে ১৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৩৯-৪০ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় মিলিবে। বর্তমান গ্রন্থের ৩১১

---

১ দ্র. পুঁ-প ১, পৃ ২১৯-২৭ ২ দ্র. ঐ ২, ভূ. পৃ ৩,: (সূচী) পা-টী ৩

৩ দ্র. ঐ ১, পৃ ২২০-২১ ; ঐ ২, পৃ ১৩৭ ৪ ভাদ্র ১৩৬৪ : অগাস্ট ১৯৫৮

৫ 'পুঁথি-পরিচয়' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে হরিদেবের রচনার পরিচয় ১৯৫১ ও ১৯৫৮ সালে যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত ও বিশদভাবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে।

৬ দ্র. আ-বা-প, ২৭ আশ্বিন ১৩৫৮ ৭ বিশ্বভারতী-প্রকাশিত ১৩৬৪।১৯৫৮

৮ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৬৬ ৯ ঐ, পৃ ১৩৮

পৃষ্ঠায় [গ. ঐ ঐ (খ) পুঁথির ; ৩১১-১৩ পৃষ্ঠায় [ঘ. ঐ ঐ (গ) পুঁথির এবং ৩১৩-১৪ পৃষ্ঠায় [ঙ. ঐ ঐ (ঘ) পুঁথির[১] মুদ্রিত অংশ যথাক্রমে পাওয়া যাইবে।

শীতলামঙ্গল

ক. পুঁথিসংখ্যা ৮৬৭। প্রস্তুত গ্রন্থের ১৭৫ হইতে ২২৬ এবং ৩১৫ হইতে ৩১৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৬৮-৭১ পৃষ্ঠায় এই পুঁথিখানির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

খ. পুঁথিসংখ্যা ৮৯৫। এই গ্রন্থের ৩২০ হইতে ৩২২ পৃষ্ঠা ; পরিচয়ের জন্য ৩২০ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শীতলার পাড়িগান

ক. পুঁথিসংখ্যা ৮৭৪। বর্তমান গ্রন্থের ২২৯ হইতে ২৭২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। এই পুঁথির পরিচয় পাওয়া যাইবে 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৭২ হইতে ৩৭৭ পৃষ্ঠায়।

এতদ্ব্যতীত রায়মঙ্গলের বন্দনা-অংশে[২] যে কয়খানি বিচ্ছিন্ন পুঁথির পাঠ-পাঠান্তর গৃহীত হইয়াছে তাহার পরিচয় মিলিবে 'পুঁথি-পরিচয়' দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থের যথাক্রমে ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠায়। প্রস্তুত গ্রন্থের পাদটীকায় অ-সঙ্কেতে এই সকল পুঁথির পাঠ-পাঠান্তর বিবেচিত হইয়াছে।

॥ বয়স ॥

রায়মঙ্গল

ক. আমাদের ব্যবহৃত রায়মঙ্গলের আদর্শ পুঁথিখানি কবি হরিদেবের স্বহস্তলিখিত,[৩] স্বাক্ষরিত[৩] এবং গ্রন্থরচনাকালের শকাঙ্কযুক্ত[৪]। পুঁথির এক স্থানে[৫] হরিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বলরামের হস্তাক্ষর আছে বলিয়া মনে করি। তাহা ছাড়া, পুঁথিখানিতে কবির ঘরোয়া হিসাবপত্র[৬] ও যত্রতত্র সন তারিখ[৭] লেখা আছে। ইহার পূর্বাপর সময়সীমা যথাক্রমে ১১২৮ হইতে ১১৩৬ বঙ্গাব্দ। পক্ষান্তরে, রায়মঙ্গলগ্রন্থের রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার হইতে 'বাণ বেদ

---

১ বিচ্ছিন্ন টুকরা : দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থের পৃ ১৩৭, ৩১১ ও ৩১৩, পা-টী ২ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৫-৯

৩ ঐ, পৃ ১৩৮ (আলোকচিত্রে তুলনায় হস্তাক্ষর দ্রষ্টব্য)

৪ ঐ, পৃ ৬৩ 'বাণ বেদ ঋতু চন্দ্র শক পরিমিত এই শকে হরিদেব সমাপিল গীত'

৫ দ্র. মূল পুঁথির ২০ ক, খ পৃষ্ঠা ৬ দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩০৮-১০

৭ ঐ, পৃ ২৮০ (মূল পুঁথি, পৃ ৮১ গ, ঘ) ই.

ঋতু চন্দ্র' শকের বামাগতিতে পাওয়া যায় ১৬৪৫ শকাব্দ, ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ বা ১১৩০-৩১ বঙ্গাব্দ। গ্রন্থরচনা ও গ্রন্থের প্রতিলিপি সমকালীন হওয়ায়, উপরন্ত, আদর্শ অনুলিপিতে কবির স্বাক্ষর থাকায়, এই পুঁথিখানি যে কবির নিজেরই হাতের লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবকাশ থাকে না।

অনুমান হয়, ১১২৮ বঙ্গাব্দ হইতে হরিদেব রায়মঙ্গলের খসড়া-রচনায় হাত দিয়াছিলেন এবং রচনা সমাপ্ত করিয়াছিলেন ১১৩১ বঙ্গাব্দে ; অর্থাৎ সুবৃহৎ রায়মঙ্গল সম্পূর্ণ করিতে কবির প্রায় তিন বৎসর সময় লাগিয়াছিল। রচনার পরেও, ১১৩৬ সাল পর্যন্ত এই মূল পুঁথিখানি ঘরোয়া হিসাবপত্র ও দলিলদস্তের সহিত অন্ততঃ চার পাঁচ বৎসর একাদিক্রমে কবিবংশে ব্যবহৃত হইত, মনে হয়। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্তভাবেই করা যায়, হরিদেবের রায়মঙ্গলের আদর্শ পুঁথির বয়স ১৭২১ খৃষ্টাব্দ হইতে আজ পর্যন্ত, ২৩৯ বৎসর।

খ. এই প্রতিলিপিখানির বয়স আনুমানিক ১৫০ বৎসরের অনধিক। এই পুঁথিতেও হরিদেবের রায়মঙ্গলের রচনাকালজ্ঞাপক শকাঙ্ক[১] আছে; [গ-পুঁথির বয়সও খ-পুঁথির অনুরূপ; [ঘ এবং ঙ পুঁথির পত্র দুইখানি ক-পুঁথির বিচ্ছিন্নাংশ; সুতরাং এইগুলি ক-পুঁথিরই সমকালীন।

শীতলামঙ্গল

ক. এই গ্রন্থের আদর্শ প্রতিলিপির ২৯-এর গ-ঘ পৃষ্ঠায়[২] একরারনামা-পত্রের একখানি খসড়া আছে। এই একরারনামা বর্তমান কলিকাতা-অঞ্চলের ধোপাপাড়া, খিদীপুর,[৩] মণিখালি, কুড়নগর ও জগন্নাথনগরের 'যুগী'-গোষ্ঠীর। একরারনামা-রচনার তারিখ ১২১৯ বঙ্গাব্দের ১১ কার্ত্তিক। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যায়, এই পুঁথির অনুলিপি ঐ সময়ের আনুমানিক কিছু পূর্বে এবং মূল রচনার কিঞ্চিদূন এক শতাব্দী পরে হইয়াছিল। তাহা হইলে, আদর্শ পুঁথির লিপি ন্যূনাধিক দেড় শত বৎসর পূর্বের, এই সিদ্ধান্ত স্বচ্ছন্দেই করা যাইতে পারে।

খ. এই অনুলিপিখানির বয়স এক শত বৎসরের অনধিক[৪]।

শীতলার পাড়িগান

ক. আমাদের আদর্শ এই প্রতিলিপিখানি দেড় শত বৎসর পূর্বে অনুলিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করি[৫]।

---

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩১১ : পাঠ 'বনে' স্পষ্টতঃই 'বাণ' ২ ঐ, পৃ ৩১৮-১৯

৩ সুপরিচিত বর্তমান 'খিদিরপুরের' অত্র ব্যুৎপত্তি সম্ভবতঃ অর্বাচীন কালের যোজনা

৪ দ্র. পুঁ-প ৭, পৃ ৩৭১ ৫ ঐ ঐ, পৃ ৩৭২

'খাড়ি' ও 'জাগরণে' শীতলামঙ্গল-অংশে বলরামের উল্লেখ নাই ; ইহা কেবল হরিদেবের ভনিতাঙ্কিত। ইহাতে হরিদেবের বা বলরামের রচিত কোনও 'কালীপদ' বা 'বিষ্ণুপদী'ও নাই ; তৎপরিবর্তে আছে, ধুয়ারূপে রামপ্রসাদ[১] ও কমলাকান্তের[২] জ্ঞাত ও অজ্ঞাতপূর্ব পদাবলী। এই সকল ধ্রুবপদসংযোজন, আদর্শের মর্যাদানুসরণে, পরবর্তীকালের গায়ন বা লিপিকারদের কীর্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। হরিদেবের রচিত[৩] শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলী এবং বলরাম[৪] ও কৃষ্ণরামের[৫] কেবল বৈষ্ণবপদাবলী তাঁহাদের বাড়ির মূল পুঁথিতেই মাত্র মিলিয়াছে। ভাবসাম্যহেতু, পরবর্তীকালের গায়ন-লিপিকার কর্তৃক রামপ্রসাদ বা কমলাকান্ত এই গ্রন্থে স্থানলাভ করিয়াছেন তাঁহাদের জনপ্রিয়তার সুযোগে।

॥ সম্পাদনরীতি ও ভাষা ॥

ভ্রাতা বলরামের সহযোগে লিখিত কিন্তু হরিদেবের স্বহস্তলিখিত 'রায়মঙ্গলের' পুঁথিখানি তাঁহাদের ব্যবহারিক দপ্তররূপে গণ্য হইত। ১১২৮ হইতে ১১৩৬ বঙ্গাব্দ[৬] (খৃ. ১৭২১-২৯) পর্যন্ত তাঁহারা এই পুঁথিখানিতে সংযোজন-সংশোধন করিয়াছেন ; তাঁহাদের ধন-দৌলতের লেনদেনের জমাখরচ[৭] এবং গৃহস্থালীর খুঁটিনাটি হিসাবপত্র[৮] টুকিয়া রাখিয়াছেন। একখানি সংক্ষিপ্ত চিঠির খসড়ায়[৯] ২৩৩ বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা গদ্যের দুর্লভ কিঞ্চিৎ নিদর্শনও দেখা যায়। শীতলামঙ্গলের অর্বাচীন প্রতিলিপিতে একখানি একরারনামার খসড়াও[১০] নানা দিক্ হইতে লক্ষণীয়। পুঁথির যোড়াঁজ পাতার ভিতরদিকের সাদা পৃষ্ঠাগুলি এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে আলোচ্য গ্রন্থখানি রচিত ও লিপিকৃত হওয়ায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্ত্য-মধ্যযুগের বাঙ্গালা ভাষার বৈশিষ্ট্য ইহাতে প্রত্যাশিত। এই প্রত্যাশা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও, যাহা পাওয়া যায়, বাঙ্গালা ভাষার শব্দবিচারে ও ধ্বনিবিচারে তাহার মূল্য অনেক।

সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিও সেকালে বাঙ্গালা লেখায় ('ভাষা রচনায়') বিভিন্ন উপভাষা বা বিভাষার প্রভাবে প্রাকৃত-অপভ্রংশের পথ স্বাভাবিকভাবেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। ছন্দঃ-রচনায় শ্লথতা এবং তৎসম তদ্ভব দেশী বিদেশী নির্বিচারে শব্দের বর্ণনে (বানানে)

---

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ২৫৮-৫৯, ২৬৩, ২৬৪ ২ ঐ, পৃ ২৪২, ২৪৩, ২৫০, ২৫৭-৫৮, ২৭০-৭১
৩ ঐ, পৃ ৯৪, ১২৭ ; ১৪০, ১৫০, ৩১১, ৩১৪ ৪ ঐ, পৃ ১২৫, ১২৫ ৫ ঐ, পৃ ১০৫
৬ ঐ, পৃ ২৮০ পা-টী ; পৃ ৩০৮ ৭ ঐ, পৃ ৩০৮-১০ ৮ ঐ, ঐ
৯ ঐ, পৃ ৩০৯ ১০ ঐ, পৃ ৩১৮-১৯

স্বেচ্ছানুসারিতা অধুনা-সংগৃহীত প্রায় সব পুঁথিতেই দেখা যায়। বাঙ্গালা পদ-বিভাগে, বিশেষণ- ও লিঙ্গ-ব্যবহারে, ক্রিয়াবিশেষণ, বচন, কারক-বিভক্তি, অনু- ও উপসর্গ, সর্বনাম ও ক্রিয়ার ভাব-কালাদির বিচারে নব নব নিয়মের অনুপ্রবেশ স্বতন্ত্র লক্ষিত হয়; বিভিন্ন স্বর- ও ব্যঞ্জন ধ্বনির সংযোজনেও পরিবর্তন লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে; প্রত্যয়বিচারে ও সমাস, সন্ধি, অক্ষর-পরিবৃতি (*accentuation*) ইত্যাদির[১] প্রয়োগে মূল সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম হইতে তাহারা তখন অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছিলেন এবং সর্বোপরি মনে রাখিতে হইবে, রাজভাষা উর্দু'র (*Hindustani*) প্রভাব তখন পুরাদস্তুর।

সেকালের পাঠশালে বাঙ্গালা পঠন-পাঠনের 'ধারা'-অনুসারে, প্রাকৃত বাঙ্গালা ('ভাষা') ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ বাঁধা ছক আয়ত্ত করিয়াই লিপিকারগণ নিজেদের অভিমত[২] বানান লিখিতেন। সম্মুখে আদর্শ থাকিলেও, লিখনভঙ্গীতে 'আত্মজ্ঞানই'[৩] অধিক বলবৎ দেখা যায়। কৈফিয়তও খুবই জোরালো[৩]। ইহাতে পণ্ডিত-অপণ্ডিত লিপিকারের কোনও ইতরবিশেষ দেখা যায় না।

তৎসম শব্দের বানানে এই পুঁথিতে কতকগুলি নিয়মিত ভুল যথাযথ অনুসৃত হইয়াছে। এই জাতীয় ভুল বানান সেকালের চলিত (*standard*) বিবেচনা করিয়া, সমকালীন পুঁথিসম্পাদনে তাহার বদল করা হয় নাই[৪]; কিন্তু অনিয়মিত ভুল সংশোধিত হইয়াছে[৫]— লেখকের শৈথিল্য বিবেচনা করিয়া। কতকগুলি তৎসম বানানের পরিবর্তন করা হইয়াছে অংশতঃ[৬] এবং কতকগুলির পরিবর্তন করা হইল সম্পূর্ণভাবে[৭]। অর্থবোধের নিমিত্ত এই রীতি অবলম্বন ব্যতীত উপায় দেখা যায় না। যেখানে তৎসম শব্দ তৎকাল-প্রচলিত প্রাকৃত-অপভ্রংশের আকার গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল স্থলে শব্দের বানান যথাযথ[৮] রাখা হইয়াছে; কিন্তু যেখানে অর্থান্তর ঘটার আশঙ্কা, সেই সমস্ত ভুল বানান অংশতঃ[৯] বা পুরাপুরি[১০] সংশোধন করিয়া, মূল পাঠ পাদটীকায় দেখাইয়াছি।

১ তা-ই অনুসরণে লিখিত।

২ দ্র. পুঁ-প ২, পৃ ৩৩৪ বানান শিখিলে কিছু নাই অগোচর, 'অবোহেলে' চালাইবে পুথির অক্ষর।

৩ দ্র. ঐ, পৃ ২৪০ 'আদরসে করিয়া দৃষ্ট লিখিলাঙ পুথি, শোধন করিবে লিপি দোস থাকে জদি। জিম হেন কেত্রি তাঁর মনে ভঙ্গ হয়, মুনির মনে ভ্রম হয় সাস্ত্রে হেন কয়। সর্বেতে সকলে বিজ্ঞ নাহিক সংসারে, লিখিলাঙ আপনার জ্ঞান অনুসারে'।

৪ যেমন 'শার্দুল' (পৃ ৮) ই.   ৫ পৃিতি (পৃ ৩৮), প্রিতি (পৃ ১৫৭) ই.

৬ নৃপমনি (পৃ ১২৫), তপমুনি (পৃ ১৮৩) ই.   ৭ ধুলি (পৃ ৩১) ই.

৮ কুম্ভাকার (পৃ ৩৩), অস্চযিতে (পৃ ৩৯), অচ্ছযিত (পৃ ২৬৮) ই.

৯ জলে (পৃ ৪৩), শব (পৃ ২৫৮) ই.   ১০ বিনা (পৃ ৩০) ই.

পুঁথির বানানে দেখা যায়, সর্বত্রই বিপর্যয়। বিশেষতঃ সেকালের যুক্তাক্ষরের স্বল্পতার কারণে স্থানে স্থানে এই বিপর্যয় গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণযোগ, সেকালের অনেক পুঁথিতেই পাওয়া যায়। হরিদেবেও আছে। নমুনাস্বরূপে সে বানানও[১] রাখা হইল। ব্যঞ্জনবর্ণে দ্বিত্ব স্বরবর্ণযোগও[২] ভূরিভূরি দেখা যাইবে। অতিরিক্ত স্বরের আগমও[৩] নিয়মিত আছে।—এতদ্ব্যতীত 'ল' 'ন', 'তু' 'ও', 'মু' 'ব' ইত্যাদি অক্ষর-পরিচয়ের প্রাথমিক জ্ঞান লইয়াই পুঁথি-পড়ায় হাত দিতে হয়। এইগুলিকে আলোচয়িতব্যরূপে অবতারিত করিয়া ভিজে কম্বল ভারি করার সার্থকতা দেখি না। আলোচ্য গ্রন্থের পাদটীকা ও শব্দকোষ[৪]-অংশ পর্যবেক্ষণসাপেক্ষে অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক বোধ করি। অন্যত্র এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিয়াছি[৫] ও করিতেছি[৬]।

দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত পুরাতন বাঙ্গালা পুঁথির পাঠ-সম্পাদনের বিজ্ঞানসম্মত কোনও রীতি নির্দিষ্ট হয় নাই। সেই কারণ আমাদের অবলম্বিত এই পদ্ধতি উপযোগী বিবেচিত হইলে, এই বিষয়ে নিয়ম নির্ণয়ের মূল সূত্র পাওয়া যাইতে পারে, আশা করি।

ইহা ছাড়া, এই রচনায় শব্দচয়ন, পদবিন্যাস ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য এবং স্থানে স্থানে বিলক্ষণ সাহিত্যোৎকর্ষও পরিলক্ষিত হয়। এই বিষয়ে যথাযথ আলোচনা 'সংক্ষেপসার'-অংশের পাদটীকায় মিলিবে।

॥ গ্রন্থকার ॥

হরিদেবের স্বহস্তলিখিত পুঁথিতে তাঁহাদের পরিচয় অনেক-কিছু পাওয়া গিয়াছে। ভনিতা-প্রয়োগ হইতে কবিকথা সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।—হরিদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ, কারণ তিনি নিজেকে 'দ্বিজ হরিদেব'[৭] বলিয়াছেন: 'শ্রীহরিদেবস্য শঙ্করশর্ম্মণঃ'[৮] বলিয়া পুঁথির এক স্থানে নিজের নামসহিও করিয়াছেন। হরিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বলরাম[৯]। বলরামের রচনাংশ[১০] ও উৎকৃষ্ট কয়েকটি বৈষ্ণব পদ[১১] ('বিষ্ণুপদী') মূল রায়মঙ্গল গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। তাঁহার রচনাশৈলী হরিদেবের রচনারীতি অপেক্ষা উন্নততর। বলরামের অন্য

---

১ বাজের (পৃ ২৭২) ই.   ২ ছোটে (পৃ ১৮৬), জোবাব (পৃ ১৯০), পাছোয়ে (পৃ ২৩৩) ই.

৩ ডাকিইলা (পৃ ২৭৭), রাখিইল (পৃ ৩০০), ডাকিইল (পৃ ৩০১) ই.   ৪ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩২৫-৭৩

৫ বংগদত্ত নবদ্বীপ-অভিভাষণ 'সেকালের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিদ্যাসাগর' (দ্র. সজ্জন, কার্ত্তিক ১৩৬৩, পৃ ৪-১৪)

৬ 'শিক্ষাপ্রকরণ', চি-প-স ১ম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)   ৭ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৬ ই.

৮ ঐ, পৃ ১৭৮ ও আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য   ৯ ঐ, পৃ ১১০

১০ পৃ ২৮-২৯, ২৯-৩০, ৩১-৩২, ৪০-৪১, ৪৪, ৪৫-৪৬, ৫১-৫৩, ৫৫, ৫৯-৬০, ৬৬, ১২৫   ১১ পৃ ১১৫, ১২৫

কবি হরিদেবের বাসগ্রাম ঘোড়হাটি

[সাহিত্যপ্রকাশিকা, চতুর্থ খণ্ড, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৭
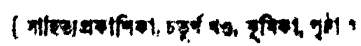
বৈষ্ণব পদ অদ্যাবধি আর পাওয়া যায় নাই; ইহাতে মনে হয়, রায়মঙ্গলে সমকালীন ভাবরূপারোপের জন্যই গায়নরূপে যেন তাঁহার এই প্রয়াস। হরিদেবের রায়মঙ্গলে দ্বিজ বলরামের ভনিতা পাওয়া যায় উনিশ বার[১]।

হরিদেবের পিতার নাম 'রামকৃষ্ণ'[২] কিংবা 'কৃষ্ণরাম'[৩]। কবি নিজেকে 'শ্রীবিদ্যাধরের পুত্র'[৪] বা 'শ্রীবিদ্যাধরের সুত'[৫] বলিয়া দুই স্থানে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু 'শ্রীবিদ্যাধর' হরিদেবের পিতার নাম নহে বলিয়াই মনে করি; ইহা কবির কাব্যাধিদেব দক্ষিণরায়ের নাম। গ্রন্থের দুই স্থানে[৬] দক্ষিণরায় আত্মপরিচয় প্রদানকালে নিজের নাম 'বিদ্যাধর' বলিয়াছেন। সুতরাং স্থির করা যায়, 'শ্রীবিদ্যাধর' হরিদেবের পারমার্থিক পিতা—'পূর্বজন্মসংস্কার'-জনক, 'সঙ্কট'-ত্রাতা, 'ব্রতা'ধিদেবতার নাম; ইহলোকের পিতার নাম নহে। হরিদেবের পিতার অসংশয়িত নাম—'রামকৃষ্ণ'[২]। এই 'রামকৃষ্ণ' নামকেই ঘুরাইয়া 'কৃষ্ণরামে' পরিবর্তিত করিয়া সম্ভবতঃ টাইল দেখানো হইয়াছে। দ্বিজ কৃষ্ণরামের ভনিতায় একটি বৈষ্ণব পদ[৭] আছে। এই পদটি হরিদেবের পিতার রচনা বলিয়াই অনুমান হয়; অন্যথায়, 'দ্বিজ কৃষ্ণরাম' একজন স্বতন্ত্র বৈষ্ণব পদকর্তা এবং হরিদেবের কোনও বর্ষীয়ান্ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হইবেন।

হরিদেবের মাতার নাম ভাগ্যবতী[৮]। দক্ষিণরায়ের নিকট রঘুরামের জন্য কবি মঙ্গল-কামনা করিয়াছেন[৯]। রঘুরাম হরিদেবের পুত্র হওয়া সম্ভব। গ্রন্থের এক স্থানে 'বরজী বলরাম' নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়[১০]। গোমস্তা পাটোয়ারবর্গের সহিত এই নামের উল্লেখ থাকায়, মনে হয়, ইনি জমিদারিসংক্রান্ত কোনও অবাঙালী কর্মচারী।

কবির বাসগ্রাম ঝোড়হাট[১১]। এ সংবাদ গ্রন্থের বহু স্থলেই[১১] মিলিবে। এই গ্রাম[১২] বর্তমান হাওড়া জেলার সদর মহকুমার শাঁকরাইল থানার অন্তর্গত। গ্রামেই ডাকঘর আছে। ঝোড়হাট গত ১৩৫১ সালে ৫,৮৪২ জন লোকের বসতিপূর্ণ প্রকাণ্ড গণ্ডগ্রাম ছিল। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু[১৩] মহাশয়ের অঙ্কিত স্কেচ্ হইতে এই গ্রামের এবং সেকালের 'ফলতার বিলের' অবস্থান[১৩] দেখা যাইবে।

হরিদেব একস্থলে বলিয়াছেন, 'ফলতার বিলে'[১৪] দক্ষিণরায় তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন।

---

১ পৃ ২৭, ২৯, ৩০, ৩২, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৫২, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৬০, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ১২৫, ১২৫

২ পৃ ১২০ ৩ পৃ ১০৫ ৪ পৃ ২০ ৫ পৃ ৭৪ ৬: পৃ ১৩৫, ২৯২ ৭ পৃ ১০৫

৮ পৃ ১১০ ৯ পৃ ২৯০ ১০ পৃ ২৭৫ ১১ পৃ ২৭, ৭৪, ১২০, ২৭৫, ২৯৮

১২ দ্র. *Cen. 1951, How, p. 170*

১৩ নন্দলাল বসু মহাশয়ের নিবাসগ্রাম 'বালীপুর' (বাহুপুর) -রাজগঞ্জ হরিদেবের ঝোড়হাট হইতে মাত্র এক মাইল দূরে। এই সকল স্থানের অবস্থান তাঁহার অঙ্কিত স্কেচে দ্রষ্টব্য। হাওড়া-শিবপুর হইতে ঝোড়হাটের দূরত্ব দশ মাইল।

১৪ এতদ্ভ গ্রন্থ, পৃ ১০, তু. *Cen. 1951, How, p. liii*, দ্র. নন্দলাল-কৃত স্কেচ।

এই 'ফলতার বিল' সেকালে বলা হইত বর্তমান খাঁকিরাইলের কিছু উপরে, হুগলী নদীর সহিত সরস্বতী নদীর মধ্য সংযোগস্থলকে। পরে, সেই বিল কাটিয়া গঙ্গাস্রোতের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। ফলে, বর্তমানের হুগলী নদীর স্রোত এই 'কাটিগঙ্গার' খাতেই প্রবাহিত হইতেছে। আত্মকাহিনীতে হরিদেব বলিয়াছেন, বাস্তবাড়ির চণ্ডিঘরে[১] রাত্রে স্বপ্নে দক্ষিণরায় তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। কবির এই কথার সমর্থন পাওয়া যায় 'স্বপনে শিখাইল'—অন্যত্র[২] তাঁহার এই উক্তি হইতে। আবার দুই স্থানে লিখিয়াছেন,— দক্ষিণ-রায় তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন সন্ধ্যাকালে পথমধ্যে[৩]। এই সকল বিবৃতি হইতে মনে করিতে হয়, দক্ষিণরায় হরিদেবকে দেখা দিয়াছিলেন মোট তিন বার,— ১. নিজবাড়ির চণ্ডিঘরে, ২. ফলতার বিলে ও ৩. পথমধ্যে। যাহাই হউক, এই সকল উক্তির যাথার্থ্যসম্পর্কে সন্দিহান হইলে, একথা না বলিয়া উপায় থাকে না যে, কবি হরিদেব যাহাই বলুন, দক্ষিণরায় তাঁহাকে কোনও স্থানেই দেখা দেন নাই। বরং 'দাণ্ডা'[৪] বা *convention* সামলাইতে গিয়া কবি যেন আপনার অজ্ঞাতসারেই বেসামাল হইয়া গিয়াছেন। তবে ইহাও ঠিক যে, স্বপ্নাদেশে কাব্যরচনার কাহিনী, প্রাচ্য[৫] ও পাশ্চাত্ত্য[৬] কোনও সাহিত্যেই অপ্রতুল নহে।

হরিদেব জাতিতে ব্রাহ্মণ। তবে কুলীন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কি না সন্দেহ আছে। কবি নিজেকে 'শাস্ত্রহীন মূর্খ হত'[৭] বলিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র রচনাবলী পাঠ করিয়া তাঁহাকে 'মূর্খ' আদৌ মনে হয় না এবং তিনি 'শাস্ত্রহীনও' নহেন। ইহাও ঠিক যে, হরিদেব 'শাস্ত্রহীন' না হইলেও, ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রকে যেভাবে বে-পরোয়া মোচড় দিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য-পুরাণকাহিনীর রূপান্তরসমূহ তিনি হয়তো অধুনালুপ্ত বা আপাত-অজ্ঞাত ভিন্ন উৎস হইতে আহরণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-পুরাণসম্পর্কে তাঁহার যেরূপ দৃষ্টিভঙ্গী, তাহাতে ব্রাহ্মণ্য অপেক্ষা লৌকিক প্রভাবই বেশী দেখা যায়। অব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যাবলীর প্রভাবও তাঁহার মানসপরিবর্তনের হেতু হইতে পারে। আমাদের আলোচ্য রচনায় এইরূপ জটিল দেবভাবনার বিশ্লেষণ যথাস্থানে করিতে চেষ্টা করিতেছি।

---

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৮   ২ ঐ, পৃ ২১৬   ৩ ঐ, পৃ ১১, ৯২

৪ দাণ্ডা7 ডাণ্ডা7 ডাঁডা7 ডাঁড়া—রাঢ়দেশে শস্যক্ষেত্রে জলসেচনের উদ্দেশ্যে খাত পয়ঃপ্রণালীর নাম 'ডাঁড়া'। ধর্মীয় আচরণের অনুবৃত্তিতে পুরাতন পদ্ধতির ধারাবাহিকতাহেতু সুকুমার সেন কর্তৃক (বা-সা-ই ১ম, ৫সং, পৃ ৩৩৮) এই শব্দের প্রয়োগ সার্থক বলিয়া মনে করি।

৫ কাব্যপ্রেরণাসম্পর্কে বাল্মীকি, ব্যাস প্রভৃতির উক্তি স্মরণীয়।

৬ এই বিষয়ে হোমর, কেড্‌মন প্রভৃতির প্রথম প্রেরণালাভের কাহিনী তুলনীয়।   ৭ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৭৩,৭৮

হরিদেব নিজেকে 'শিশুবুদ্ধি'[১] বা 'শিশুমতি'[২] বলিয়াছেন ; 'বালকেরে কর দয়া'[৩]—এই উক্তিও আছে। ইহা নিছক মৌখিক বিনয় না হইলে, ইহাতে এই অনুমান করা যায় যে, কবি অল্পবয়সে তাঁহার গ্রন্থাবলী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রায়মঙ্গল-রচনার খসড়ায় ও মৃগ-রচনার স্থানে স্থানে আবোলা-আকার এই অনুমানের সমর্থক।

'নূতন মঙ্গল'[৪] লিখিয়াছেন হরিদেব—ইহা তাঁহার নিজেরই উক্তি। প্রায় সকল পুরাতন কবিই এই ধরণের কথা বলিয়া থাকেন। তবে পার্থক্য এই,—হরিদেব তাঁহার রচনায় আদর্শ গ্রন্থকারের কোনও উল্লেখ তদীয় গ্রন্থে করেন নাই ; এবং এযাবৎ যে দুইখানি খণ্ডিত দক্ষিণরায়মঙ্গলের কথা জানা গিয়াছে, তাহাদের কোনটির সহিত হরিদেবের রচনার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই এবং সাদৃশ্য থাকিতেও পারে না। সুতরাং আলোচ্য গ্রন্থ যে 'নূতন মঙ্গল' সে কথা মানিয়া লইতে আপাততঃ কোনও বাধা নাই। হরিদেবের রচনার তুলনামূলক উৎস সন্ধান যথাক্রমে করা যাইতেছে।

হরিদেব বলিয়াছেন, দৈবলিখিত পূর্বজন্মের সংস্কার[৫] হইতেই তিনি গ্রন্থরচনায় 'প্রবৃত্ত' হইয়াছেন। এইভাবে কবিত্বপ্রেরণা-লাভের কথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-নির্বিশেষে আমরা পূর্ব ও উত্তরকালের অনেক কবির মুখেই শুনিয়াছি। মানবজীবনে কবিত্বশক্তিকে অলৌকিক আবির্ভাবরূপে গণ্য করিয়া তাহার উৎসনির্ণয়ে, প্রত্যক্ষ জগতের ব্যাখ্যায় কিনারা করিতে না পারিয়া, পরোক্ষ অতীত জীবনের সংস্কার বা দৈবশক্তিরূপে স্বীকার করার প্রবণতা পৃথিবীর বহুদেশেই[৬] প্রচলিত আছে। এবং হরিদেব সেই চিরন্তন পথই অনুসরণ করিয়াছেন।

কবির ধর্মমত

হরিদেবের ধর্মমত আলোচনার আরম্ভেই বলা দরকার, এযাবৎ যে পদ্ধতিতে প্রাচীন বাঙ্গালী কবির ধর্মমত আলোচিত হইয়া আসিয়াছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীরই আমূল পরিবর্তন আবশ্যক। কোনও কবির ধর্মমত আলোচনা করিতে চাহিলে তাঁহার রচনাবলী হইতে তথ্য-

---

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ১০, ১৮, ২২ ২ ঐ, পৃ ৮৩, ৮৩, ১২৭, ৩০৭ ৩ ঐ, পৃ ৮০

৪ ঐ, পৃ ২৭৮ ৫ ঐ, পৃ ২৯২

৬ *'That a god inspired his soul expresses the ordinary belief of early historical times'* (*E. B.*)। বিহারীলালের 'সারদা' বা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনদেবতা' এই সনাতন মনোভাবেরই আধুনিক রূপান্তর। একালের সমালোচকদের মতেও, 'যথার্থ কাব্যসৃষ্টির জন্য চাই স্রষ্টার প্রাক্তন সংস্কার এবং অসামান্য প্রতিভা' (বীরবল)। এই সঙ্গে কোলরিজ, ষ্টিভেনসন, আর্চার প্রভৃতির স্বপ্নে বহু কবিতার ও গল্পের প্লট-রচনার প্রেরণালাভের প্রসঙ্গ তুলনীয়।

সংগ্রহ করা ব্যতীত অন্য প্রত্যাশিত উপায় সচরাচর মিলে না। তবে ইহাও ঠিক যে, বিশেষ সতর্কতার সহিত এই তথ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে হয়।

বাঙ্গালার পলিমাটীর ধর্ম হইতেছে—সমন্বয়ের ধর্ম। বাঙ্গালীর দৃষ্টি বিরোধের নহে, সাম্প্রদায়িকতার বা আত্মসঙ্কোচনের নহে;—এই দৃষ্টি ধর্মমতে অবিরোধের[১] বা সর্ব ধর্মে সমদর্শনের[২]। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য, স্ত্রী অথবা পুরুষ দেবতার উপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্থলবিশেষে, আপাতপ্রতিকূলতার মধ্য দিয়া, ভক্তির অগ্নিপরীক্ষায় আনুকূল্যের ঔজ্জ্বল্যই সর্বত্র প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। আরও লক্ষণীয় যে, ভারতীয় স্বকীয় সার্বজনীন ভাবভাণ্ডারের সুচিরকালের সঞ্চয় হইতে মঙ্গলকাব্যের সকল কবিই যেন তাঁহাদের রচনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এবং মনে হয়, এই ভাবস্বরূপের ক্রমপরিণতির পর্যায়-নিরূপণেই প্রাচীন কবির রচনা-আলোচনার নিগূঢ় সার্থকতা।

এই আলোচনার আর একটি দিক্ আছে। যে সকল মঙ্গলকাব্যে (যেমন ধর্ম-, দক্ষিণরায়-, শীতলামঙ্গল ইত্যাদি) কেবল পুরুষ বা কেবল স্ত্রী দেবতার একক প্রাধান্য অথবা যেখানে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় দেবতারই দ্বৈত নেতৃত্ব (যেমন চণ্ডী-, মনসামঙ্গল ইত্যাদি), সেখানে যাবতীয় বিভেদ ও বিভীষিকার সৃষ্টি, ভক্তির অটলতা যাচাই করিয়া, শেষ পর্বে ব্রতদাস বা ব্রতদাসীকে স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্যই।

হরিদেব দক্ষিণরায়[৩] বা দক্ষিণেশ্বরের[৪] পাঁচালী রচনা করিয়াছেন; সুতরাং তিনি শৈব[৪] অথবা গাণপত্য,[৫]—এই অনুমান করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে, 'শীতলামঙ্গল' রচনা করায়, তিনি শাক্ত, সে ধারণাও অসঙ্গত নহে। অপূর্ব 'কালীপদ' বা শাক্ত পদাবলী হরিদেবের ভনিতায়[৬] তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছে। এদিকে, তাঁহার স্বহস্তলিখিত পুঁথির যত্রতত্র, 'শ্রীরাম',[৭] 'শ্রীহরি',[৮] 'শ্রীকৃষ্ণ'কেও[৯] স্মরণ করা হইয়াছে দেখা যায়। 'শ্রীরাম' তাঁহাদের গৃহদেবতা, পুঁথির প্রায় প্রতি পত্রের আরম্ভে পুটিত 'শ্রীরামঃ' উল্লেখ হইতে তাহাই মনে করিতে হয়। সুতরাং হরিদেব বৈষ্ণব ছিলেন, এই

১ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৫৮ ২ চি-প-স ১খ, পৃ ৬৫-৬৮

৩ হরিদেবের মতে, দক্ষিণরায় শিবের সন্তান (দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৫৮)

৪ দ্র. ঐ, ঐ। দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ে সর্বত্রই 'দক্ষিণেশ্বর' সর্বাংশে শিবমাহাত্ম্য লাভ করিয়াছেন।

৫ 'গণেশমন্ত্রে ও গণেশের ধ্যানোল্লেখে এই দেবতার পূজা হয়' (সা-প-প, ১৩০৩, পৃ ২২৯)। হরিদেব এই ঐতিহ্যের আদি পুরাণকার। তাঁহার মতে, গণেশের মূল মুণ্ডই দক্ষিণের দেবতা শিবসুত হড়মুড়াক্ষেত্র দক্ষিণরায় (প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩৯)। পরে, আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৬ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ২৪, ১২৭ ৭ ঐ, পৃ ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১ ই.

৮ ঐ, পৃ ৩১৮, ৩২০, ৩২২ ৯ মূল পুঁথি, পৃ ২০ক

বিশ্বাসেও বাধা নাই। হরিদেবের রচিত অতুলনীয় বৈষ্ণব পদাবলী[১] ('বিষ্ণুপদী') তাঁহার গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ। হরিদেবের পিতার এবং অগ্রজ বলরামের ভনিতাতেও[২] উপাদেয় নূতন বৈষ্ণব পদাবলী ('বিষ্ণুপদী') মিলিয়াছে। অর্থাৎ বৈষ্ণবতাই তাঁহাদের বাড়ির পরিবেশ। এতদ্ব্যতীত হরিদেবের সমগ্র রচনাবলীতে বৈষ্ণব[৩] শাক্ত[৪] রামায়েৎ[৫] ও শৈব[৬] পদাংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে আখ্যানভাগের ধ্রুবপদরূপে। তাঁহার শীতলামঙ্গলের পুঁথির লিপিকার[৭] ছিলেন সম্ভবতঃ খুরুটের (হাওড়া) রামকান্তনাথ পণ্ডিত অথবা তৎপুত্র বদ্রি- বা বদ্রিনাথ গায়েন। সাক্ষ্য প্রমাণে[৮] দেখা যায়, এই পুঁথিখানি 'যুগী'দেরই অধিকারে ছিল। এদিকে 'যুগী'গণ শীতলার গানে প্রবণতা দেখাইলেও, ধর্মে তাঁহারা নাথসম্প্রদায়ভুক্ত—এই সংবাদ সর্বজনবিদিত; অথচ কমলাকান্তের[৯] ও রামপ্রসাদের[১০] জ্ঞাত ও অজ্ঞাতপূর্ব পদাংশ ও পদাবলী হরিদেবের শীতলামঙ্গলের অর্বাচীন প্রতিলিপিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে 'যুগী' প্রতিলিপিকারদের মাধ্যমেই।

এই সকল তথ্য হইতে অনায়াসে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বাঙ্গালার প্রাচীন লৌকিক ধর্ম-সংস্কৃতির পোষ্টা, রচয়িতা, ধারক ও বাহকগণ তাঁহাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মানসসম্পন্ন ছিলেন। বিশেষতঃ, পশ্চিমবঙ্গের বনেদী গ্রামসমূহে পৌরাণিক ও লৌকিক দেব দেবীর সংস্থান ও পূজাব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, গ্রাম্য সমাজে কুলীন 'ব্রাহ্মণ' এবং অব্রাহ্মণ 'পণ্ডিত' এই সকল দেবতার পূজারীরূপে একই আসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। এমনকি, মুচি পণ্ডিত 'পূর্ণবেশে' অর্থাৎ 'ভর'-আক্রান্ত অবস্থায় পৌছিলে, পূজার সময় যে-কোনও দেবমন্দিরের ব্রাহ্মণ পূজারীকে আসন ছাড়িয়া দিতে হয়[১১] এবং সেই দেব বা দেবীর পূজায় তখন সেই অস্পৃশ্য 'পণ্ডিতেরই' পূর্ণ অধিকার[১২]। যে-কোনও

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ১৪০, ১৫০, ৩১১, ৩১৪   ২ ঐ, পৃ ১০৫, ১২৫, ১২৫

৩ ঐ, পৃ ৭, ৪২, ১৩৩, ১৪৮, ২৮৫, ২৯২, ২৯৪, ২৯৮, ২৯৯

৪ ঐ, পৃ ২৬৭, ২৬৯, ২৭৭   ৫ ঐ, পৃ ৯৫, ১৪৯, ২৮৪, ৩১২-১৩

৬ ঐ, পৃ ২৬৫। শ্রীহরিহর দুর্গাঠাকুর দক্ষিণরায় শ্রীরাম,—এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া আছেন দেখা যাইবে (মূল পুঁথি, পৃ ৪৪ক)

৭ তু. পুঁ-প ১, পৃ ২১৯; ঐ ২, পৃ ১২৪, ১৫৪   ৮ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩১৮-১৯

৯ ঐ, পৃ ২৪২, ২৪৩, ২৫০, ২৫৭-৫৮, ২৭০-৭১   ১০ ঐ, পৃ ২৫৮-৫৯, ২৬৩, ২৬৪

১১ ইহার সহিত তুলনীয়, তামিল দেশের অত্যন্ত শুদ্ধাচারী কোন কোনও শৈব মন্দিরে বিশেষ বিশেষ পূজা-উৎসবে অস্পৃশ্য 'পারিয়ারা' প্রভুত্ব করেন (দ্র. *O. R. I, pp. 26-27*: তু. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩৩৭)। প্রসঙ্গতঃ ইহাও স্মরণীয় যে, যাদুনাথের মতে, ব্রাহ্মণ-মুনি রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা অপেক্ষা সদাডোমের ধর্মপূজা অধিক শক্তিশালী ও আশুসিদ্ধিপ্রদ (দ্র. সা-প্র ৩, প্রবে, পৃ ২)।

১২ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত তারকদাস মোহান্তের (ছোটবৈনান-বর্ধমান) বিবৃতি হইতে লিখিত।

'বার-উয়ারি' দেবমন্দিরে দেখা যাইবে, 'বুড়ো' শিবের বা 'বুড়ো' ধর্মের উভয় পার্শ্বে পরিকরদেবতারূপে স্থানলাভ করিয়া আছেন, প্রাচীন অর্বাচীন লৌকিক অসংখ্য দেব দেবী। অর্থাৎ বাঙালীর আচারগত ও গোষ্ঠিগত ধর্মস্বাতন্ত্র্য এই সকল দেউল-দেহারার বেদীতে আসিয়া, মিলিয়া মিশিয়া যেন সার্বজনীনতা লাভ করিয়াছে। সমগ্র জাতির এই ধর্মসমন্বয়ের প্রবণতাই, কালে কালে বিশেষ কবির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে আলোচ্য এই সকল লৌকিক রীতিগত রচনাবলীর আকারে।

॥ সেকালের সমাজচিত্র ॥

হরিদেবের রচনায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দক্ষিণবঙ্গের ভাগীরথীর পশ্চিম-কূলের কিছু কিছু স্থানীয় সংবাদ আহরণ করা যায়। সেই সময়ের সমাজচিত্রও ইহাতে দুর্লক্ষ্য নহে। সেকালের দিল্লীশ্বর বা বাঙ্গালার নবাব, কড়োরি, শিকদার, পাটোয়ার, মকদ্দম এবং ব্রাহ্মণাদি গ্রামের প্রজা সকলেই কবির বিশ্বাসে, সর্বশক্তিমান্ দক্ষিণরায়ের কৃপাভাক্।

ঝোড়হাট গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থবাড়ীর সন্তান কবি হরিদেব। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামও কবি। তাঁহারা বাস করেন টঙ্গিঘরে[১] অর্থাৎ দোতলা-তেতলার সুউচ্চ দালানে। মুদ্রিত হিসাবপত্র হইতে দেখা যায়, তাঁহাদের বেশ বড়ো রকমের জোত-জমা[২] ছিল। তাঁহারা নিজ-হালে চাষ চষিতেন,—এই কথা মুকুন্দরামের মতো[৩] হরিদেব আত্মকাহিনীতে খুলিয়া না বলিলেও, কৃষিই যে তাঁহাদের প্রধান জীবিকা ছিল, তাহা তাঁহাদের হিসাবপত্র[৪] হইতেই বোঝা যায়। সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ বলিতে, পশ্চিমবঙ্গে খেত-খামার লইয়া যে একান্নবর্তী পরিবার বোঝায়, হরিদেব সেইরূপ এক গৃহস্থবাড়িরই সন্তান ছিলেন, একথা নিশ্চিত। একালের মতো সেকালের সমাজব্যবস্থাতেও রাঢ়-অঞ্চলের গণ্ডগ্রামে এইরূপ মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অপ্রতুলতা ছিল না।

সেকালে কুলীন কন্যাদের অনেককেই অবিবাহিত থাকিতে হইত, তাহার পরোক্ষ প্রমাণ মিলে একটি আখ্যায়িকায়[৫]। আর একটি সূত্র হইতে সেকালের সতীদাহ-প্রথার ইঙ্গিত[৬] পাওয়া যায়।

আলোচ্য রায়মঙ্গলের এক স্থলে[৭] সেকালের শিক্ষাব্যবস্থার বর্ণনা আছে। এই বর্ণনা পূর্বরীতি অনুযায়ী হওয়াই অধিকতর সম্ভব। কবিকঙ্কণে আমরা অনুরূপ বর্ণনা[৮] পাই।

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৮ ২ ঐ, পৃ ৩০৮-১০ ৩ ঐ. ক-চ, পৃ ৩ 'দামিন্যায় চাষ চষি'

৪ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩০৮-১০ ৫ ঐ, পৃ ১০১ ৬ ঐ, পৃ ৮২

৭ ঐ, পৃ ১২৫ ৮ ক-চ, পৃ ২১৫-১৬

তবে ইহাও ঠিক যে, অবাস্তবতা হইতে রীতির উৎপত্তি হয় না। ভারতীয় চতুষ্পাঠি-পদ্ধতিতে বিদ্যাচর্চার যে পাঠ্যতালিকা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম দেখিয়াছিলেন, হরিদেবও তাহারই ধারা অনুবর্তন করিয়া থাকিবেন। তন্ত্র[১], জ্যোতিষাদি[২] অধ্যয়নেরও আভাস পাওয়া যায়। সেকালের সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা[৩]-সম্পর্কে বিশ্বভারতী যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন[৪] তাহা হইতেও হরিদেবের বর্ণনার যাথার্থ্যই সপ্রমাণ হয়।

সেকালের ধর্মচিন্তা হরিদেবের রচনায় কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহা পূর্বে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। প্রসঙ্গতঃ একটি কথা স্মরণ রাখিতে হয়,—হাজার হাজার বৎসরের সুপ্রাচীন বিমিশ্র ঐতিহ্যবাহী যে ধর্মসংস্কার এই জাতীয় রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার পর্যবেক্ষণ বিশেষ প্রণিধানসহকারে করার প্রয়োজন আছে এবং প্রসঙ্গতঃ সে চেষ্টা করা যাইতেছে।

॥ হরিদেবের রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গল ॥

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য লইয়া অদ্যাবধি যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের কেহ পূর্বে দ্বিজ হরিদেবের সন্ধান পান নাই। পূর্বোক্ত রায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গলের পরিচয়ও ইতঃপূর্বে কাহারও জানা ছিল না। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে[৫] হরিদেব সর্বপ্রথম আধুনিককালের গবেষকদের গোচরে আসেন ; এবং দুঃখের বিষয়, জল্পনা-কল্পনায় ও আপ্তবাক্যের[৬] অন্তরালে ইতোমধ্যেই ইনি যেন আত্মপরিচয় হারাইতে বসিয়াছিলেন।

ধর্ম- মনসা- ও চণ্ডীমঙ্গলাদির মতো, লৌকিক বাঙ্গালা সাহিত্যে 'রায়মঙ্গল' নামে সর্বাবয়ব একটি বিশাল সাহিত্য আছে ; পঞ্চাননরায়[৭], দক্ষিণরায়,[৮] কালুরায়[৯] প্রভৃতি বিভিন্ন দেবতার মাহাত্ম্যকাহিনীকে আশ্রয় করিয়া ইহার বিস্তার। এতন্মধ্যে 'শাড়ি' ও 'জাগরণে' দ্বাদশ পালায় হরিদেবের নামাঙ্কিত 'দক্ষিণরায়মঙ্গল' মিলিতেছে তাহার মৌলিক রূপে।

পৌরাণিক পরিপ্রেক্ষিত ও পার্শ্বচরিত্রাদি ব্যতীত, হরিদেবের পরিকল্পিত রায়মঙ্গলের এগারো পালায় 'সারি' ও দ্বাদশে 'জাগরণের' মূলতঃ পালাবিভাগ এইরূপ,—[১. যেহেতু গোপী চিত্রবতীর তপস্যা[১০] [২. হড়মুড়া-ক্ষেত্রপালের জন্ম[১১] [৩. কপিলা-মহুরথ-কাহিনী[১২]

---

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩২৭ ই. ২ ঐ, পৃ ১৭২ ই. ৩ চি-প-স ২, পৃ ৮৭-১২২, ৪৪৯-৫৩

৪ খৃ ১৯৫১ ৫ পুঁ-প ১, পৃ ২১৯-২০

৬ 'হরিদেবের গ্রন্থে কৃষ্ণরামের প্রভাব সুস্পষ্ট (ক-কৃ-গ্র, ভূ. পৃ ১৸৴০)। ৭ পুঁ-প ২, পৃ ১৪৩-৫৫

৮ ঐ, পৃ ১১৩-২৪ ৯ সা-প-প ৬৩, ১সং, পৃ ১৭-২৪ ; ঐ ২সং, পৃ ৮৩-৯১

১০ প্রস্তুত গ্রন্থ, আরম্ভক-পৃ ৫ ১১ ঐ, পৃ ২৬ ১২ ঐ, পৃ ৪০

[৪. দক্ষিণেশ্বর-কালুরায়-কথা[১] [৫. দক্ষিণরায়ের পুত্র ভৈরব বেতালের অরণ্যাধিকারলাভ[২] [৬. কামপুরের প্রমীলাপালা[৩] [৭. রাক্ষসী ও কামাখ্যারাজ বলিভদ্রপালা[৪] [৮. নলরাজা ও বিষ্ণুবিপ্রের পুত্রের কাহিনী[৫] [৯. হিজুলিরাজ নৃসিংহপালা[৬] [১০. যশোরেশ্বর মদনপালা[৭] [১১. খাড়িনারাজ ভদ্রেশ্বর-বাণেশ্বর-সালবানপালা[৮] এবং [১২. খাড়িনার রত্নাকর-বণিকপালা[৯]।— এই পালাসমূহ মূল গ্রন্থে এবং রায়মঙ্গলের খসড়া-পাঠান্তর ও হরিদেব-রচিত 'জাগরণ'-অংশের অদ্যাবধিপ্রাপ্ত বিচ্ছিন্ন কিয়দংশ 'পরিশিষ্টে' মুদ্রিত হইয়াছে। এই সঙ্গে হরিদেবের 'শীতলামঙ্গলের' পুঁথিরও বিচার-বিশ্লেষণ করা গেল।

হরিদেবের শীতলামঙ্গল-গ্রন্থ সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। হরিদেবের রায়মঙ্গলসম্পর্কে যদিও যৎকিঞ্চিৎ জল্পনা[১০] হইয়াছে, তাঁহার 'শীতলামঙ্গল' এখনও সন্ধানী-দৃষ্টির অগোচরে। এই শীর্ষকে শীতলার সম্পূর্ণ 'অষ্টমঙ্গলা' গানের কোনও হদিশই ইতঃপূর্বে কেহ পান নাই। ১৯৫১ ও ১৯৫৮ সালে হরিদেবের রায়মঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁহার শীতলামঙ্গলের পরিচয় বিশ্বভারতী প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হরিদেবের শীতলামঙ্গল-রচনার রীতি নির্ধারণ করিতে গিয়া, প্রথমেই বিনা দ্বিধায় বলা যায়, পূর্ণাঙ্গ শীতলামঙ্গল-রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্যে হরিদেবের দ্বিতীয় নাই। হরিদেবের ভনিতাঙ্কিত সাতটি পালায় শীতলার 'সারি'গান এবং অষ্টম পালায় 'জাগরণ' প্রস্তুত গ্রন্থের মূলে ও পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। কবি হরিদেবের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া, দেবী শীতলাকে তাঁহার স্বরূপে চিনিবার সুযোগ মিলিল। তাঁহার শীতলামঙ্গলের মৌলিক পালাবিভাগ এইরূপ,—[১. শীতলার জন্মপালা[১১] [২. ব্রহ্মাপুরপালা[১২] [৩. জরাসন্ধপালা[১৩] [৪. নাগপুরপালা[১৪] [৫. ভদ্রকপালা[১৫] [৬. গন্ধর্বপালা[১৬] ও [৭. হস্তি-পালায়[১৭] 'সারি'গান সমাপ্ত এবং [৮. মুকুন্দ-মুরারি-গুণার্ণবপালায়[১৮] 'জাগরণ' সম্পূর্ণ।

গ্রন্থকার-সমস্যা

হরিদেবের রচনাদ্বয়ের এককর্তৃত্বের সূত্র নিরূপণ করিতে গেলে, সর্বাগ্রে ভনিতা-বিচারের প্রয়োজন হয়। গ্রন্থকারের স্বহস্তলিখিত পুঁথিতে তাঁহার বিশিষ্ট-পরিচয়সম্বলিত ভনিতাবলী যেরূপ পাওয়া যায়, তাহার অর্বাচীন প্রতিলিপিতে সেরূপ আশা করা যায়

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৫১ ২ ঐ, পৃ ৬৭ ৩ ঐ, পৃ ৮০ ৪ ঐ, পৃ ১০০
৫ ঐ, পৃ ১১২, ২৮৮ ৬ ঐ, পৃ ১২৫ ৭ ঐ, পৃ ১৩৯ ৮ ঐ, পৃ ১৫৭
৯ ঐ, পৃ ১৬৮ ১০ সা-প-প ৬৩, ১ম সং, পৃ ১৮; কৃ.রা, পৃ ৯৪ ১১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ২২৯
১২ ঐ, পৃ ২০২ ১৩ ঐ, পৃ ২৩৫ ১৪ ঐ, পৃ ২৫৭ ১৫ ঐ, পৃ ২১৩ ১৬ ঐ, পৃ ২৬১
১৭ ঐ, পৃ ২৭৭ ১৮ ঐ, পৃ ১৭৫

না। এই হেতু হরিদেবের 'রায়মঙ্গলের' ভনিতার বৈচিত্র্যাবলী তাঁহার 'শীতলামঙ্গলের' অপ্রাচীন অনুলিপিতে মিলে না; এমনকি, তাঁহার রায়মঙ্গলের খণ্ডিত উত্তরকালের অনুলিপিতেও আদর্শ ভনিতার পার্থক্য[১] ঘটিয়া গিয়াছে, দেখা যায়। পরবর্তী যুগের পুরুষানুক্রমিক গায়ন-লিপিকারদের ভ্রান্তি, বিস্মৃতি, সরলীকরণ বা মূল কাহিনীমাত্রের সংক্ষেপানুসরণ করিবার অথবা প্রক্ষেপের প্রবণতা হইতেই এইরূপ পরিবর্তন ঘটে, তাহা নিঃসন্দেহ। বাঙ্গালা সাহিত্যে কৃত্তিবাস হইতে প্রাগাধুনিক অসংখ্য কবির ভনিতাবিচারে ইহার নজির মিলিবে।

ভাষা সাম্য

হরিদেবের উভয় রচনায় ভাষার সাম্য প্রচুর পরিলক্ষিত হয়। প্রস্তুত 'শব্দকোষ : টীকা-টিপ্পনী'[২]-অংশ লক্ষ্য করিলে তাহার অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। শব্দসঞ্চয়নে বা বাক্যাংশ, প্রবাদ-প্রবচন ও পরিভাষাদির প্রয়োগে আলোচ্য রচনাদ্বয়ে আশ্চর্য ঐক্য রহিয়াছে। তবে ইহাও ঠিক যে, হরিদেবের রায়মঙ্গল অপেক্ষা শীতলামঙ্গলে ভাষার বাঁধুনি বেশি। কারণ অনুমান হয়, শীতলামঙ্গল কবির অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। রায়-মঙ্গলে সম্ভবতঃ কাব্যরচনায় হরিদেবের হাতেখড়ি হইয়াছিল। অথবা ইহা গ্রন্থের মূল খসড়া বলিয়া ইহাতে মার্জনা করিবার অবকাশ মিলে নাই। 'জাগরণ'-পালার বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ ব্যতীত,[৩] হরিদেবের রায়মঙ্গলের অর্বাচীন অন্য প্রতিলিপি অদ্যাবধি না-পাওয়ায়, আপাততঃ ইহাই নির্ধারণ করিতে হয়। তাঁহার শীতলামঙ্গলের অপ্রাচীন প্রতিলিপি হইতে সুসম্বদ্ধ পাঠ উদ্ধার করিয়া আমাদের এই সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গত্যন্তর দেখিতেছি না।

ভাব-সাম্য

হরিদেবের পূর্ববর্তী দক্ষিণরায়মঙ্গল-কার কৃষ্ণরাম দাস কায়েস্থ[৪] খণ্ডিত[৫] পাঁচালী প্রবন্ধ[৬] লিখিয়াছিলেন; কৃষ্ণরামের প্রায় অনুরূপ ভাবানুসরণে রচিত কবি রুদ্রদেবের মাত্র তিনটি পালার[৭] পরিচয় মিলিতেছে। কিন্তু হরিদেবের 'পরিত্রাণ ব্রতকথার'[৮] উপস্থাপনা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত। রচনারীতির দিক্ হইতে বিচার করিলে, হরিদেবের দৃষ্টি মঙ্গলকাব্য-কলার ছকে বাঁধা (*conventional*), সে বিষয়ে মতদ্বৈধের কোনও অবকাশ

---

১ দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ১৮৮ 'কবিতা রচিল হরি' ২ ঐ, পৃ ৩২৩-৭৬ ৩ ঐ, পৃ ১৬৮-৭২, ৩১১

৪ পুঁ-প ২, পৃ ১১৩। ইহাই কবির পুরা নাম; 'দাস' তাঁহার পদবী নহে (দ্র. ঐ, পৃ ১২০, ১২৪)

৫ বা-সা-ই ১ম, ২সং, পৃ ৫৫২ ৬ ঐ, ঐ, পৃ ৫৪৯

৭ সা-প্র ৫, ১২১-৪৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ৮ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৮

নাই। কিন্তু তাঁহার ভাবদৃষ্টির অনুসরণ করিতে গিয়া মনে হয়,—'এহ বাহ্য'; তাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ অন্যত্র। সর্বভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্য জানপদ-অধ্যাত্ম দর্শনের গভীরতর এই দৃষ্টি, প্রধান মঙ্গলকাব্যকারগণের মতো তিনি লাভ করিলেন কোন্ প্রাচীনতর প্রবাহ হইতে, তাহার সর্বতঃ সন্ধান আবশ্যক।

একখানি বাঙ্গালা 'আগম গ্রন্থে'[১] চণ্ডীমঙ্গলকে 'চণ্ডিকা-পুরাণ' বলা হইয়াছে; মনসা-মঙ্গলের নামান্তর 'পদ্মাপুরাণ'; ধর্মঠাকুরের পূজাপ্রচারসম্পর্কে কয়েকখানি মূল্যবান্ পুরাণগ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত[২] হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রধান মঙ্গলকাব্যসমূহ সাধারণতঃ সংস্কৃত পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত। রামায়ণ, মহাভারত ও বিভিন্ন পুরাণ, লৌকিক কবিদের কাব্যপ্রেরণার সুচির-কালের শাশ্বত প্রস্রবণ। হরিদেব তাঁহার রচিত কাব্যকে 'পুরাণ[৩]ভারতী' বা 'ইতিহাসে[৪] পুরাণকথা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণরায়মঙ্গল-কাব্য সৃষ্টি-প্রতিসৃষ্ট্যাদি পঞ্চলক্ষণযুক্ত[৫] পুরাণবিশেষ। সুতরাং হরিদেবের রায়মঙ্গলকে বাঙ্গালা 'রায়পুরাণ' বলা যাইতে পারে। 'বিষয়সূচী'-প্রকরণে সংক্ষিপ্তভাবে ও 'সংক্ষেপসারে' এই সিদ্ধান্তের বিশদ পরিচয় মিলিবে। হরিদেবের এই রচনাদ্বয়ে দক্ষিণেশ্বরের ও শীতলার পূজা-প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং জাতীয় জানপদ অধ্যাত্মবোধের বিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষিত হইবে।

হরিদেবের দৃষ্টিতে দক্ষিণরায়-কালুরায়[৬] ও শীতলা[৭] ভ্রাতা ও ভগিনী সম্পর্কিত এবং একে যেন অন্যের পরিপূরক। তত্ত্বতঃ উভয় গ্রন্থের যথেষ্ট ঐক্য আছে; উপরন্তু, হরিদেব স্থানীয় পূর্বরীতি (*Convention*) অনুসারেই এইরূপ রচনাবলীতে দেবপরিক্রমা করিয়াছেন। এইস্থলে ইহাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, হরিদেব কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল বা কালুরায়মঙ্গলাদি স্বতন্ত্র শীর্ষকে না লিখিলেও, ঐ সমস্ত রচনার আদল অথবা পূর্বরূপ তাঁহার এই সুবৃহৎ কাব্যদ্বয়ের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে, দেখা যাইবে। তাহার বিশ্লেষণ পরে করিতেছি। যাহাই হউক, এই ধরণের দ্বাদশ অথবা অষ্ট পালায় পাড়ি[৮] ও জাগরণের[৯] রীতিগত রচনার[১০] সীমিত ক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষ প্রদর্শনের সুযোগ নাই; তবু, প্রতি পালায় পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান-অবতারণার মাধ্যমে, যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য ও দার্শনিক তত্ত্বাবলীর ইঙ্গিত, বিভিন্ন উপমা-উৎপ্রেক্ষায় আভাসিত হইয়া থাকে, তাহার সামগ্রিক ও যথার্থ অনুশীলন এখনও হয় নাই।

১ সা-প্র ৫, পৃ ১১৮ ২ ব্র-ধ (ব-সা-প-প্রকাশিত, ১৩৫১); সা-প্র ১ (বিশ্বভারতী-প্রকাশিত, ১৩৬৫)

৩ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৭৩, ৩১৩ ৪ ঐ, পৃ ১২৬, ৩২৯

৫ 'সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ, বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ (কূর্ম, পূর্ব ১-১২)

৬ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৫৮ ৭ ঐ, পৃ ২৩০ ৮ ঐ, পৃ ১৬৭ ৯ ঐ, পৃ ২২১-২৪

১০ তু. বা-ধ (সা-প্র ৩), পৃ ৯৫-১০১

লৌকিক কাব্যের 'অষ্টাদশ ভাটদেশ',[1] 'দক্ষিণ পাটন'[2] বা 'হাকণ্ড'[3] অতি অদ্ভুত স্থান। এবং ইহাও ঠিক যে, পৃথিবীর মানচিত্রে ইহাদের অন্বেষণ পণ্ডশ্রমমাত্র[4]। এই উজান-ভাটীতে[5] 'প্রাণীর' নিত্য আনাগোনা; এই নৌকার কর্ণধার স্বয়ং ধর্মরায়[6]। এখানকার 'মূলার পাটনের'[7] হদিশ পাইতে চাহিলে, যমুনার জল বাহিয়া পাড়ি দিতে হয় মধ্যসমুদ্রে[8]। সর্বস্থানসার 'হাকণ্ডে'[9] দিব্য 'বল্লুকা'[10]-সরোবরের অবস্থান; পর্বতপ্রমাণ ঝরণা[11] ঝরে সেখানে সর্বক্ষণ। সেই ঝরণাধারার নীচে পাষাণে বাঁধা পাঁচটি ঘাট। ঝরণাবারির রঙের বদল হয় প্রভাতে সন্ধ্যায়। নিশাভাগ রাত্রে সেই জলে ফোটে গঙ্গাধারার নির্মলতা। অপরূপ সেই জলে দেখা যায় 'পদ্মের বৃক্ষ'; চারিটি তাহার ডাল; তাহাতে ফুল ফোটে চারি বর্ণের। সেই পুষ্পে পূজা করিতে হয় ধর্মরাজের। কিন্তু 'বারমতি'[12] পূজা পূর্ণ করিতে চাই 'আত্মের কমল' এবং নিজমুণ্ড-বলিদানে এই চরম পূজার পরম ফল 'পশ্চিমোদয়'। এইরূপ 'ধর্ম-যোগের' সাধনা-সম্পর্কে প্রত্যেক ধর্মমঙ্গলকারেরই এই একই সুরের কথা[13]। যাহাই হউক, ভারতীয় তথা বাঙ্গালীর জন-জীবনে সর্বজনলভ্য সুপ্রাচীন একটি অমৃতসরোবর[14]-নিঃসৃত সঞ্জীবনীস্রোত অব্যাহতরূপে ধারা-উপধারাসমন্বিত গঙ্গা-যমুনার[15] মতোই প্রত্যক্ষতঃ অদ্যাবধি প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে। দেবপূজার ঐতিহ্যরূপে প্রাণসঞ্চারিণী এই ধারা, বিভিন্ন কালের বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতে, ব্রাহ্মণ্য অব্রাহ্মণ্য নানা শাখায় বিচিত্ররূপে পরিপুষ্ট হইয়াছে। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে 'শাড়ি' ও 'জাগরণে' এই সকল দেবতত্ত্বাধিকৃত সাঙ্কেতিক রচনার অনুধাবন করিলে, সাহিত্যের প্রাণপরিচয়ের ইতিহাস নূতন আদর্শে লিখিবার প্রয়োজন অনুভূত হইবে। সর্বোপরি ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে, ভারতবর্ষের প্রাগাধুনিক কোনও প্রাদেশিক সাহিত্যই

১ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩২৬-২৭ ২ ঐ, পৃ ৩৪৫-৪৬

৩ সা-প্র ৩ (বা-ধ), ভূ. পৃ ৪৫-৪৬ ৪ গৌ-বি, ভূ. পৃ ৬৫-৬

৫ 'জুয়ারে আইলে প্রাণি ভেড্যা হবে ভাটা, বুঝিয়া করহ কাষ্য পথে আছে কাঁটা (সা-প্র ৫, ধ-বৈ-জা-পা, পৃ ১১); প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩২৯ দ্র. 'উজানি'

৬ 'ধর্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটালি'—শূ-পু, পৃ ৫৩। কায়া-পাটনের এই বাণিজ্যে ময়নার যুবরাজ লাউ-আদিত্য লাউসেনও 'সদাগর' (সা-প্র ৫, বৈ-ধ-জা-পা, পৃ ৭৩ ই.)

৭ প্রস্তুত গ্রন্থ, দ্র. পৃ ৩৩২ 'মোল্লার পাটন' ৮ ঐ, দ্র. পৃ ১০৭-১০; গৌ-বি, পৃ ১২৯

৯ সা-প্র ৫ (ধ-বৈ-জা-পা, পৃ ৭৩-৭৪)। ঘনরামের দৃষ্টিতে 'হাকণ্ড'—'আনন্দ কন্দ' (শ্রীধম, পৃ ২৩৭),—আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪৪-৪৬। হাকণ্ড=মুণ্ডক বা 'শিরোব্রত'-বি. (ভূ. উপ, পৃ ১১)।

১০ দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ১৮-১৯ ১১ তু. ইরাণী 'অনাহিতা'—*E. R. E.*, *iv*, *p.* 414

১২ পুণা জেলায় 'বারামতী' নামে নগর আছে (*Shi*, *p.* 90 ই. দ্র.)। ১৩ দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪৪-৪৬

১৪ প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩২৬ দ্র. 'অমরের জল' ১৫ ঐ, পৃ ৩৩৯ দ্র. 'যমুনা পূর্বেতে যেন'

॥ বিষয়সূচী ॥

রায়মঙ্গল

শাড়ি

শার্দূল-কায়া ত্যাগ করিয়া নারদের স্বরূপপ্রকাশ—শাপমুক্ত কপিলার বৈকুণ্ঠগমন ৪৯ ক্ষীরোদ-সমুদ্র মন্থনের জন্ম পক্ষিগণকর্তৃক লঙ্কা হইতে টক-আনয়ন ৫০

চতুর্থ পালা : ক্ষীরোদমন্থনোদ্যোগ ৫১ মন্থনে লক্ষ্মী প্রভৃতির উদ্ভব—দেবাসুরের যুদ্ধ ৫২ বিহিতের জন্ম নারদের আগমন ৫৩ ইন্দ্রকর্তৃক সুরপুরে পুষ্পবন-সৃষ্টি ৫৪ ব্রহ্মা-কর্তৃক মধুমক্ষিকা-সৃষ্টি— পোকগণ-কর্তৃক মধুসঞ্চয়— অসুরকর্তৃক মধুবন নষ্ট— ইন্দ্রের নিকট মধুপোকের অভিযোগ ৫৫ মধুপুষ্পবনে দেবাসুরের যুদ্ধ ৫৬ দেবতাগণের পরাজয়—শিবসকাশে দেবগণের নিবেদন ৫৭ উর্বশীরূপে অম্বিকার শিবসমীপে গমন—শিবের চন্দ্রসম বীর্যপাত—দক্ষিণেশ্বর ও যমজ সহোদর কালুরায়ের জন্ম—শিবকর্তৃক দক্ষিণেশ্বরকে শার্দূল ও ইন্দ্রকর্তৃক কালুরায়কে তুরঙ্গ-বাহন-প্রদান ৫৮ উভয় বীরের পুষ্পবনে গমন ও অপেক্ষা—দূতগণকর্তৃক অসুরপতিকে সংবাদপ্রদান ৫৯ অসুরগণের রণসজ্জা—ক্রুদ্ধ দক্ষিণেশ্বরের শরীর হইতে অসংখ্য ক্ষেত্রপালের জন্ম ৬০ দক্ষিণেশ্বর কালুরায়কে বাঘ-সাজন করিতে আদেশ দেন— বাঘসৈন্যের সমরপ্রবেশ ৬১ রায়মল্ল দৈত্যপতিকে নিধন করেন—সুরনারীগণের মঙ্গলাচরণ ৬২ মধুপোক পুনরায় পুষ্পবনের অধিকার পায়—দক্ষিণরায় পূজা লইতে অমরনগরে যান—দেবগণ বৈদিকমতে দক্ষিণরায়ের পূজা করেন ৬৩ শিবের বরে রায় ভাটীর রাজার পূজা পাইবেন— দক্ষিণে দক্ষিণরায় ভাটীর ঈশ্বর হইবেন— সুর নর সকলে তাঁহার প্রত্যক্ষে পূজা করিবে—রায় শার্দূল লইয়া দক্ষিণ দেশে চলেন— ক্ষেত্রপাল নন্দী ভৃঙ্গী প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গকে বিদায় দিয়া কালুরায়ের পরামর্শে দক্ষিণরায় সহজভাবে মর্তে আগমন করেন ৬৪ আগমের পুঁথি লইয়া দ্বিজরূপে উভয় রায়ের অষ্টাদশ ভাটদেশ-ভ্রমণ— সাগরসঙ্গমে গঙ্গাস্নান— ব্রহ্মার যজ্ঞকথা— দক্ষকে শিবের প্রণাম না করা ৬৫ অপমানে দক্ষের প্রতিশোধ-চিন্তা ৬৬

পঞ্চম পালা : দক্ষযজ্ঞে মহাদেব অনিমন্ত্রিত—সতী শত ভগিনীকে যাইতে দেখেন ৬৭ শিবকে অনুমতি দিতে সতীর অনুরোধ ৬৮ নন্দীভৃঙ্গীসঙ্গে যাইতে শিবের অনুমতিপ্রদান ৬৯ সতীর দক্ষালয়যাত্রা— দক্ষের শিবনিন্দা ৭০ বীরভদ্রের দক্ষযজ্ঞভঙ্গ ৭১ শিবসকাশে বীরভদ্রের প্রত্যাবর্তন ৭২ শিবস্তোত্র—বৃত্রাসুর-উপাখ্যান ৭৩ দক্ষের ছাগমুণ্ড ৭৪ দক্ষের জীবন্যাসে দেবগণের হর্ষ ৭৫ দেবতাদের কলঙ্কাপনয়ন-কাহিনী—সতীদেহস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ ৭৬ হেমন্তগৃহে সতীর জন্ম ৭৭ দেবীর অষ্টাঙ্গে অষ্ট সিদ্ধপীঠের উদ্ভব—শার্দূলের জন্মবিবরণ ৭৮ কালুরায়ের সহিত দক্ষিণরায়ের গভীর অরণ্যে ভ্রমণ— মধুপোককে আশ্বাস-দান—মধুবন-সৃষ্টি— দক্ষিণরায়ের সুত ভৈরব-বেতাল— ভৈরবকে অরণ্যাধিকার দিয়া উভয়ের অষ্টাদশ ভাটদেশ- ভ্রমণ ৭৯

ষষ্ঠ পালা : অভয়াসঙ্গীত ৮০ পীর-প্রসঙ্গ— উভয়ের মিত্রতা— শার্দূল-কেশরী-যুদ্ধ—

পুরীমধ্যে বিষ্ণুকুণ্ড—রাজাকে কৃষ্ণের দর্শনদান ১১২ কৃষ্ণলীলা-কথন ১১৩ তাম্রধ্বজ-আখ্যান—সত্রাজিৎ-উপাখ্যান—জরাসন্ধকাহিনী ১১৪ নলরাজার পূজাগ্রহণের পরামর্শ ১১৫ দক্ষিণরায়-কালুরায়ের ছায়ার ভবনে গমন ও পরিচয়প্রদান ১১৬ ছায়ার সহিত যুদ্ধ ১১৭ উভয় পক্ষে হর ও হরির যুদ্ধ—ভবানীকর্তৃক যুদ্ধভঞ্জন ১১৮ নলসন্নিধানে রায়ের গমন—আত্মপরিচয়-প্রদান—রাজাকে ব্রতপালনের অনুরোধ ১১৯ গোবিন্দ নলরাজাকে ক্ষেত্রপালপূজা করিতে উপদেশ দেন—নলকর্তৃক সাড়ম্বরে পুত্রবলিদানপূর্বক রায়পূজা ১২০ রায়পূজা করায় নলরাজা কৃষ্ণের দ্বারী হন ১২১ অবতারকথন—ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য ১২২ নলরাজা দ্বিখণ্ডিত হইয়া পুনর্জীবন লাভ করিয়া জয় বিজয় হন ১২৩ দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের হিজুলিতে নৃসিংহের স্থানে পূজা লইতে গমন ১২৪

নবম পালা : হিজুলিতে নৃসিংহের পূজা লইতে বিপ্ররূপে রায়ের গমন—গৃহশিক্ষকের বেশে রায়ের উপনীতি ১২৫ রায়কর্তৃক নৃসিংহের সন্তানদের গৃহশিক্ষকতা—উষা-অনিরুদ্ধ-কাহিনী ১২৬ পীতাম্বর-ষড়ানন-যুদ্ধ ১২৭ উষা-অনিরুদ্ধের দ্বারকাবাস— নন্দীরূপে বাণের কৈলাসগমন—পরীক্ষিত-উপাখ্যান ১২৮ কুমারী কন্যার সন্তানলাভের স্বপক্ষে পুরাণ-প্রমাণ ১২৯ রাজার ক্রোধ—ব্রাহ্মণবধে সমরসজ্জা—হিজুলি শহরে মহাযুদ্ধ ১৩০ দক্ষিণরায় কালুরায়ের মাধ্যমে বাঘ স্মরণ করেন ১৩১ কালুরায়ের আদেশে বাঘগণের হিজুলিগমন—ফকিরবেশী কালুরায়ের নৃপতিসমীপে হরিণ চালাইয়া উপনীতি—রাজার হরিণপ্রার্থনা ১৩২ অপ্রাপ্তিতে হিজুলিতে যুদ্ধ ১৩৩ কালুরায়কর্তৃক নৃসিংহের কন্যাপ্রার্থনা—দুই-স্বামী ভানুমতী-উপাখ্যান ১৩৪ রাজকর্তৃক রায়ের পরিচয়লাভ ১৩৫ রায়কর্তৃক মৃত নৃপসেনার জীবন্যাস—কালকেতুর সহিত চণ্ডীর বিড়ম্বনাপ্রসঙ্গ—রায়মাহাত্ম্য-বর্ণন ১৩৬ সাড়ম্বরে রায়পূজা ১৩৭ রাজার পূজায় তুষ্ট হইয়া রায় তাঁহাকে নিজের পাত্র করিয়া নাম দিলেন 'রূপরায়'—শার্দূলকে মেষে রূপান্তরিত করিয়া পূজা লইতে রায়ের যশোরভুবনে গমন— যশোরেশ্বরের নিকটে রায় পূজাগ্রহণ করিবেন ১৩৮

দশম পালা : পিঙ্গলচ্ছন্দে শিবস্তোত্র ১৩৯ মেষপাল লইয়া রায়ের দক্ষিণদেশে গমন—জগাতি দান চাহে—জগাতির নিকট রায়ের ভারতকথন ১৪০ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড—অক্রূর-সংবাদ ১৪১ জগন্নাথমাহাত্ম্য—শার্দূল-কর্তৃক জগাতি-বধ—তরী লইয়া ধীবরের উপস্থিতি ১৪২ কৈবর্তের জন্ম-আদ্যকথা ১৪৩ নাবিকের নিকট রায়ের আত্মপরিচয়-প্রদান—নাবিকের রায়পূজা—নৃপতির মুসলমান ফৌজের অসহিষ্ণুতা ১৪৪ তাহারা পূজামণ্ডপ কলুষিত করে—কোটালের পরামর্শে যশোরেশ্বর ধীবরগণকে বন্দী করেন—রায় নাবিকগণকে কালকেতু-চণ্ডীর ও কলিঙ্গ-রাজের বিড়ম্বনার কাহিনী বলেন ১৪৫ নৃপতির দূতগণ ধীবরদিগকে ধরিতে যায়—দক্ষিণরায় নিজগাত্র হইতে শার্দূল সৃজন করিয়া দূতগণকে প্রতিহত করেন ১৪৬ ধীবরদিগকে বর দিয়া

দক্ষিণরায়ের কৈলাসগমন—নৃপসেনাগণ ধীবরদিগকে বন্দী করিয়া দ্বাদশ বৎসর কারাগারে রাখে ১৪৭ কারাগারে বন্দীদের রায়-চিন্তা—রায় খড়ি পাতিয়া যশোরদেশের কাহিনী জ্ঞাত হয়েন— রায় মেষরূপী শার্দূল সঙ্গে লইয়া যশোরে গমন করেন— সুন্দরী ষোড়শীরূপে রায়ের রাজসন্নিধানে গমন ১৪৮ ষোড়শী ধীবর-দান চাহেন ১৪৯ ষোড়শীরূপী রায়ের আত্মপরিচয়-প্রদান ১৫০ রায় বিফল হইয়া বিপ্ররূপে পুনরায় রাজসমীপে গমন করেন ১৫১ জঙ্গলরাজ দক্ষিণেশ্বরকর্তৃক বিপ্ররূপে রাজসমীপে নিজ স্ত্রীর রাজভবন হইতে উদ্ধারপ্রার্থনা— রাজার ক্রোধ ১৫২ দক্ষিণরায় সসৈন্যে রাজপুরী আক্রমণ করেন— শার্দূলবাহন রায়ের নিকট যশোরেশ্বর গলায় কুঠার বাঁধিয়া আসিয়া পরিহার প্রার্থনা করেন ১৫৩ রায় ধীবর-সমর্পণ করিতে বলেন— রায়ের আত্মপরিচয়-প্রদান— রাজার অনুরোধে অমৃতকুণ্ডের জল দিয়া মন্ত্র পড়িয়া রায়কর্তৃক মৃত সৈন্যের জীবন্যাস ও রাজার ধীবরসমর্পণ— পুত্রবলিদান দিয়া যশোরেশ্বরের সাড়ম্বরে রায়পূজা—রায়কর্তৃক মৃত পুত্রের জীবন্যাস ১৫৪ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা-প্রসঙ্গ—খালাস হইয়া ধীবর রায়ের নিত্যপূজা করে ১৫৫ রায়পূজায় নাবিক ধনবান্ হয়— রাজা মদন নিজপুত্রের স্কন্ধ ও মুণ্ড যুক্ত করেন— রায় অমরের জল দিয়া মন্ত্রসঞ্চার করিয়া তাহাতে জীবন্যাস করিলেন ১৫৬

একাদশ পালা : খাড়িনার রাজা ভদ্রেশ্বরের পিতৃকর্মে মীনের অভাব—ধীবর রাজাকে বলেন, রায়ের কৃপার জন্য মাছের ব্যবসায় বন্ধ ১৫৭ ভদ্রেশ্বর রায়পূজা করিবেন—বিশ্বকর্মা-কর্তৃক স্বর্ণদেউল-নির্মাণ ১৫৮ রাজার রায়স্তব ১৫৯ রায়ের বরে রাজার সন্তানলাভ—ইন্দ্রের রায়পূজা ১৬০ ইন্দ্রের দুই পুত্র প্রবর ও মালাধরের পুষ্পচয়নে গমন—পুষ্প অপ্রাপ্তিতে রায়ের শাপ—রাজা ভদ্রেশ্বরের স্ত্রীর গর্ভ—সাধভক্ষণ ১৬১ জাতকৃত্য ১৬২ বিধির ললাটলিখন ১৬৩ স্বর্ণপিঞ্জরগঠন— ভদ্রেশ্বরের মৃত্যু—দুই পুত্র বাণেশ্বর ও সালবানের পিতৃকৃত্য—স্বর্ণ-দেউল-দানে রায়পূজা পিতার মৃত্যুর কারণ শ্রবণে বাণেশ্বরের ক্রোধ— শিবসেবক বাণেশ্বরকর্তৃক রায়ের মন্দিরধ্বংস ১৬৪ নাবিক রত্নাকরের রায়পূজা— কোটাল রত্নাকরকে রাজসমীপে আনয়ন করে—রাজা রত্নাকরকে বন্দী করেন ১৬৫ কারাগারে রত্নাকরের রায়ধ্যান —পিতা শিবের সহিত দক্ষিণেশ্বর পরামর্শ করেন—বিপ্ররূপে রায় খাড়িনায় গিয়া রাজাকে 'সন্ধি' কহেন— রত্না শিবভক্ত বলিয়া রায় তাহার মুক্তি চাহেন ১৬৬ কারাগার হইতে রত্নাকরের মুক্তি ১৬৭

—শাড়ি সমাপ্ত।

জাগরণ

খাড়িনা নগরের ধার্মিক রাজা বাণেশ্বর—পাত্রের নিকট শিবপূজার মাহাত্ম্যশ্রবণ ১৬৮ শিবসেবক বাণরাজা ও উষা-অনিরুদ্ধ-কাহিনী ১৬৯ পৌরাণিক বাণের অনুসরণে রাজার

সহস্রশিরস্থাপন-চিন্তা— কোটাল মৌয়ালদিগকে ধরিয়া আনে— কাষ্ঠ-মোম-মধুসংগ্রহে মৌয়ালদিগের অক্ষমতাজ্ঞাপন—স্বর্ণপিঞ্জর ধরিলে প্রতিশ্রুতিপালন ১৭০ রত্নাকর স্বর্ণপিঞ্জর ধরেন ১৭১ সহস্র তরণী সাজাইয়া রত্নাকরের যাত্রার আয়োজন— দিন-নিরূপণের জন্য গণক ব্রাহ্মণ হরিশকে আহ্বান ১৭২...

পরিশিষ্ট (গ)

খাড়ি-জড়ির ঘাটে শত মধুকর ভাসে—যাত্রার উদ্যোগ—রতার জননী নৌকাপূজা করেন—রত্নাকরের যাত্রা—রতার মাতা কর্ণধারের নিকট রত্নাকরকে সমর্পণ করিয়া বনদেবতা ও পক্ষ-পীরসম্পর্কে সাবধান করিয়া দেন ৩১১... রত্নাকরের কথা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হন—পাত্রের পরামর্শে কোটালপরিবেষ্টিত রত্নাকরকে পিতৃতর্পণ করিতে অনুমতিপ্রদান ৩১২...রত্নাকর তর্পণ করিবেন— রত্নাকর কারাগারে রায়-পদ চিন্তা করায় রায়ের আসন টলে— কালুরায় ক্ষেত্রপালকে রতার মশানের কথা গণিয়া নিবেদন করেন—রায় উচাটিত হইয়া উঠেন ২৯৪ ক্ষেত্রপাল ক্রোধে ব্যাঘ্রচমূ ডাকেন—বিভিন্ন প্রকারের বাঘ আসে ২৯৫ ... রায় বিপ্রবেশে উপস্থিত হইয়া শ্বেতমাছিরূপে রতার নিকটে গেলেন—রত্নাকর নৃপসমীপে যান—রতা রাজাকে দক্ষিণেশ্বরের পূজা করিতে বলায় রাজা ক্রুদ্ধ হন ২৯৫ মশান হইতে রক্ষার নিমিত্ত রতা রায়-পদ চিন্তা করিলে তাঁহার নিকটে ব্যাঘ্রফৌজ আসে ২৯৬ ...রায় রতার নিকটে গিয়া তাঁহার দুর্দশার কথা জিজ্ঞাসা করেন—রতা শার্দূলকর্তৃক সৈন্যভক্ষণের কথা বলেন— বাঘেশ্বর ক্রুদ্ধ হইলে মহাযুদ্ধ হয় ৩১৩ বিভিন্ন প্রকারের বাঘ আসে ৩১৪ ...রাজা রায়ের স্তব করেন ৩১২ গলায় কুঠার বাঁধিয়া রায়ের নিকট রাজার ক্ষমাপ্রার্থনা ৩১৩...

পরিশিষ্ট (ক)

ত্রিদেব-সৃষ্টির পরে, ব্রহ্মা মহাদেবকে প্রজাপালন করিতে বলেন—হিমালয় হিজুলি শহরে থাকেন—মহেশ্বরের নির্দেশে দক্ষযজ্ঞবিনাশহেতু দেবতা ও অপদেবতাগণের হিজুলিযাত্রা—শিব কপিলাকে ডাকেন ২৭৫ মুনিগণ অশুভ লক্ষণ দেখেন—হিজুলির দক্ষরাজা ও তাঁহার স্ত্রী কঙ্কালমালন শিবকে কন্যাদান করিবেন ২৭৬

—প্রথম পালা সমাপ্ত।

কালী চামুণ্ডা চণ্ডিকা প্রভৃতির যজ্ঞধ্বংসে যাত্রা—দেবতাগণের হিজুলিতে উপনীতি—কঙ্কালমালিনী যজ্ঞের আরম্ভ করেন ২৭৬ বিধিমত দক্ষযজ্ঞ হয়—চামুণ্ডা চণ্ডিকা কালী, দানব

পিচাশ ডাকিয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করেন ২৭৭ চণ্ডীর নিকট দক্ষ তাঁহার যজ্ঞবিনাশ-কারণ জানিতে চাহেন—চণ্ডিকা বলেন, তাঁহার স্বামীকে দক্ষের কন্যাদান করা উচিত—বিশ্বনাথকে অম্বিকা-দান করিতে দক্ষের প্রতিশ্রুতি— বিশ্বনাথের বিবাহের পাকা-কথা ২৭৮ শিবের বিবাহসজ্জা—দক্ষগৃহে শিবের বিবাহ—নীত-আচরণে শিবের ক্রোধ—মহাযুদ্ধ ২৭৯

[—দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত।

কপিলাকে মর্তে পাঠাইয়া শিবের রোদন—'মঙ্গলা'বৃষ-সঙ্গে কপিলার গমন ও নন্দন-প্রসব ২৮০ বিশ্বনাথের কপিলা ও ময়ূরথের যুদ্ধকাহিনী-শ্রবণ ২৮১ ময়ূরথের সহিত যুদ্ধে বাহার হাজার বাঘের গমন ২৮২ ব্যাঘ্রচমূর আত্মপরিচয়-প্রদান ২৮৩ ময়ূরথের সহিত যুদ্ধ-বাধান ২৮৪ ময়ূরথ মাতার নিকটে যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করে ২৮৫ ক্ষেত্রপাল-রূপরায়-কথা ২৮৬ রায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ময়ূরথকে ছলনা করেন ২৮৭ রায়ের নিকটে ময়ূরথের আত্মকাহিনী-বর্ণন—উভয়ের পরিচয় ২৮৮

—তৃতীয় পালা সমাপ্ত।

কপিলা-ব্রতের পরে সমুদ্রমন্থনের সূচনা—দ্বাদশ বৎসরের শুষ্ক সমুদ্রে রক্তের সঞ্চার ২৮৮ মন্থনের পরামর্শ ২৮৯ দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন— সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মী 'উচ্চৈঃশ্রবাদির' উদ্ভব—কালকূট বিষপানে শিবের মোহ—নারদের নিকটে সংবাদশ্রবণে পার্বতীর ক্রন্দন ও মহেশ্বরকে দেখিবার বাসনা—পার্বতীর ঘর্ম হইতে দক্ষিণেশ্বরের জন্ম—কালুবীরের উত্থান পৃথিবী ফুঁড়িয়া ২৯০ পার্বতীর নিকটে উভয়ের পরিচয়-প্রদান ২৯১ দেবসভায় দক্ষিণরায় ও কালুরায়—দুই রায় মহেশ্বরকে বাঁচাইতে তক্ষককে ডাকেন—তক্ষক শিবের পাদুকায়ে কামড়াইলে কাশীর বিশ্বনাথ উত্থিত হইলেন— ক্ষেত্রপালের মহিমাবৃদ্ধি ২৯২ মাহেশ্বরীর কৈলাসগমন ২৯৩ পঞ্চপাণ্ডব হস্তী লইয়া সরোবরের তীরে গমন করেন—রাজহংসরূপে ধর্মঠাকুরের ছলনা—জলাঘাতে সহদেবের মৃত্যু ২৯৩ বিশ্বনাথ প্রাণ পাইয়া ক্ষেত্রপালকে অষ্টাদশ ভাটীর রাজা করেন—শিব দক্ষিণ অরণ্যের পীরকে যুদ্ধে হারাইতে বলেন—কালুরায়কে হিজুলির দেবতা করা হইল—হিজুলি হইতে রাজা দক্ষকে হিমালয়ে যাইবার আদেশ দেওয়া হইল—কালু হিজুলি শহরে ও দক্ষিণ-ঈশ্বর দক্ষিণে প্রেরিত হইলেন—ক্ষেত্রপালগণকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেবগণের প্রয়ান ২৯৪

[—চতুর্থ পালা সমাপ্ত।

রাজা নল মৃগয়ায় যান—বিষ্ণু-বিপ্রের বাটিতে উপনীত—ব্রাহ্মণী প্রসব হইয়াছেন ২৯৬ বিপ্র জাতকর্ম করেন—বাসরে বাঘে খাইবে বলিয়া শিশুর ললাটে বিধাতার লিখন—নৃপতি নিশি-জাগরণ করেন—রাজা তাঁহাদিগকে নিজ আবাসে লইয়া যান— বিপ্রকুমারকে রাজা শতধারী

মন্দিরে রাখেন—দ্বাদশ বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ দিবেন ২২৭ অদত্তা যোগ্য-কন্যার সন্ধান ২২৮ বিবাহকৃত্য ২২৯ স্ত্রী-আচারাদি ৩০০ বাসরে কন্যার অনুরোধে বিপ্রসুতের অঙ্গার দ্বারা চিত্রে শার্দূল-লিখন—প্রাণ পাইয়া পুতুল ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করে ৩০১ সংবাদে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যাঘ্র বধিতে যান—ব্যাঘ্র ভয় পাইয়া শার্দূল-কায়া ত্যাগ করিয়া চতুর্ভুজ বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে ৩০২ রাজাকে রায় স্বপ্নে দক্ষিণেশ্বরের পূজা করিতে বলেন—রায়ের কথায় রাজা নল ক্রুদ্ধ হইলে রায়ের শরীর হইতে অসংখ্য ক্ষেত্রপাল জন্মিয়া পুরীমধ্যে যুদ্ধ করেন ৩০৩ উভয় ভক্তপক্ষে হর ও হরিতে ঘোরতর যুদ্ধ হয় ৩০৪ রণমধ্যে পার্বতী উদয় হইয়া বিবাদভঞ্জন করেন—হর কৈলাসে ও হরি দ্বারকায় যান ৩০৫ রাজা নল রায়পূজা করেন—নৃপতির ভক্তিতে রায় কৃপা করিয়া বিপ্রসুতকে বাঁচাইয়া দেন—রায়পূজাহেতু নল বৈকুণ্ঠে কুবের হইয়া থাকেন—তিনি শিবের ভাগিনা হন ৩০৬ রাজাকে স্বর্গে রাখিয়া রায় মর্তে সকল ভক্তকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ৩০৭

—অষ্টম পালা সমাপ্ত।

শীতলামঙ্গল

শাড়ি

শীতলার জন্মপালা : দেব-নিরঞ্জনের সৃষ্টিপত্তন— ব্রহ্মার পালন-কর্তৃত্ব— ব্রহ্মাকে নারদের ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে অনুরোধ—ব্রহ্মযজ্ঞে দেবতা ও মুনি-ঋষিদের আগমন—স্বর্গের কপিলা যজ্ঞস্থান শুদ্ধ করিলেন—আম্রকাষ্ঠে সুমেরুপর্বত সাজাইয়া সোমযজ্ঞ হইল—ব্রহ্মা শিবকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে বলিলেন—হরি ও শক্তিকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্রছালে বসিয়া পঞ্চানন রুদ্ররূপে যোগ আরম্ভ করিলেন ২২৯ দ্বাদশ সূর্যের অগ্নি-সোম উদ্ভূত হওয়ায় সৃষ্টিধ্বংসের আশঙ্কা—দেবগণের বিনয়ে যোগভঙ্গ হওয়ায় শিবের ঘর্ম টলিল—সেই ঘর্ম অগ্নিশালে ফেলিতেই অযোনিসম্ভবা কন্যা বসন্তজননী যাজ্ঞসেনী জন্মিলেন—কন্যাকে শিব পালন করিতে দিলেন ব্রহ্মা ও সাবিত্রীকে ২৩০ শীতলার রূপবর্ণনা ২৩১ যজ্ঞের অঙ্গার হইতে শিব বসন্ত-সৃষ্টি করিলেন—চৌষট্টি নামের ও বর্ণের অগ্নির বাহন চৌষট্টি বসন্ত হইল—জ্বরাসুর ও বসন্তরায়ের জন্ম দিয়া শিব শীতলাকে দিলেন—শিব জ্বরাসুরকে সকলের শরীরভোগের অধিকার দেন—শিবের আদেশে বসন্তের মাধ্যমে শীতলার পূজাপ্রচার হইবে ২৩২

ব্রহ্মাপুর-পালা : ব্রহ্মাপুরে শীতলা থাকেন—ব্রহ্মা সিদ্ধির নিমিত্ত দ্বাদশ হাজার বৎসর তপস্যা করিতে যান—নারদ সাবিত্রী ও শীতলার মধ্যে ঝগড়া বাধান ২৩২ উভয়ের যুদ্ধ হয়—

সাবিত্রী দানব দৈত্য ডাকেন—শীতলা ডাকেন জরাসুর ও বসন্তগণকে— বসন্তরাজ হবেক বসন্ত-দাহনে সকলকে ছারখার করান—সাবিত্রীও ধ্বংস হয়েন—দেবতারা চিন্তিত হইয়া নারদকে ডাকেন—ব্রহ্মা শীতলাকে 'আন্ত' 'অনান্ত' বলিয়া স্তব করেন—ব্রহ্মা নারদকে কৈলাসে পাঠাইলেন হরকে আনিতে ২৩৩ শিব আসিয়া শীতলাকে বলিলেন, সাবিত্রীকে রক্ষা করিলে ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করিবেন—শীতলা উগ্রচণ্ডা-কোপ সংবরণ করিয়া হুহুকার দ্বারা বসন্তগণকে অন্তীভূত করিয়া লইলেন—বীজমন্ত্রপূত মহাপুষ্প জলে দিতেই সকলে মহাজীবন পাইল—সকলে শীতলার স্তব করিল—ব্রহ্মা শীতলাকে মলয়শিখরে গিয়া থাকিতে বলেন—শিব শীতলার দিকে তাকাইলে শীতলার সখী 'হিঙিকার' জন্ম হইল— শীতলা হিঙিকাকে লইয়া মলয়পর্বতে থাকিবেন— শীতলা পঞ্চাননের নিকট পূজাতত্ত্ব জানিতে চাহেন—শিব অষ্টাহ পূজার বিবরণ কহেন ২৩৪

জরাসন্ধ-পালা : স্বর্গদ্বারে রাজা বৃহদ্রথ— শনিশাপে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ২৩৫ অরিষ্টদেবতা-পূজা—পরিত্রাণ-চিন্তা—শীতলা-ভগবতীর উচাটন— আকাশবাণী— মুনির আবাসে জরাসন্ধনামক পুত্রপ্রাপ্তি-বর ২৩৬ উভয় রানী, ইন্দ্রফল ও বল্লুকার জল লইয়া রাজার মুনিসকাশে গমন— মুনি মলয়বাসিনী শীতলাপূজার উপদেশ দেন ২৩৭ উভয় রানীর ইন্দ্রপ্রেরিত ফলভক্ষণ—এক পুত্রের অর্ধ-অঙ্গে উভয় রানীর গর্ভে জন্মলাভ—শীতলাকর্তৃক প্রাণদান—জরাসন্ধ খাণ্ডবদাহন করিবেন—রানীদ্বয় পঞ্চ মাসে কপিলার দুগ্ধসহযোগে পঞ্চ আম্রফল খান ২৩৮ মাঘী দশমীতে উভয় রানী প্রসব হন—জরাসন্ধ গহন কাননে পরিত্যক্ত—শীতলা কপিলার দুগ্ধদ্বারা তাহাকে জোড়াইয়া নাম রাখেন 'জরাসন্ধ'—বৃহদ্রথের নিকট শীতলা পরিচয় দেন ২৩৯ রাজার শীতলা-স্তব সনাতনী আত্মাশক্তিরূপে— তিনি শীতলাপূজা করেন বল্লুকার জল জবা শতদলাদির উপচারে—শীতলা জরাসন্ধকে রাজ্যভার দিলেন—একদা শিকারে গিয়া জরাসন্ধ খাণ্ডবরাজ শ্বেতের সন্ধান পান— রাজা শ্বেত শূকরবদন ও মৃত-মাংস ভক্ষণ করেন—কুরুমুখে দান করায় ও অন্নদান না করায় তাঁহার এই বিকৃতি ২৪০ বল্লুকার জল দিয়া শিবপূজা করিয়া ও বশিষ্ঠকে দান দিয়া তিনি উদ্ধার পাইলেন—খাণ্ডবরাজ জরাসন্ধের রাজ্য আক্রমণ করেন ২৪১ জরাসন্ধকে দেখিয়া খাণ্ডবরাজ ভয় পান—উভয়ের পরিচয় হয়—পরস্পরের রাজ্যাধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব বাধে ২৪২ জরাসন্ধ শীতলা-স্তব করেন—হিঙিকার নিকটে সংবাদ শুনিয়া শীতলা বসন্ত-সৈন্য ডাকেন ২৪৩ বসন্তরায় খাণ্ডবদাহন করিলেন ২৪৪ খাণ্ডবরাজ জরাসন্ধের নিকটে রক্ষা-প্রার্থনা করেন— জরাসন্ধ তাঁহাকে শীতলাপূজা করিতে বলেন—খাণ্ডবরাজ শীতলা-স্তব করেন—শীতলা অমৃতকুণ্ডের জল দিয়া মৃত রাজপুরীর প্রাণ দান করিলেন ২৪৫ খাণ্ডবরাজ গণ্ডার মহিষ মেষ অজা বলি দিয়া, মস্তকে ধুনা পোড়াইয়া শীতলাপূজা করিয়া বরলাভ করিলেন—শীতলার বরে খাণ্ডবরাজ্যে

'মূলার পাটন' হইল—বারি-সিংহাসনরূপে শীতলা তথায় রহিলেন—কলিকালে গুণার্ণবের ক্লেশের ইঙ্গিত—খাণ্ডবপালা সমাপ্ত ২৪৬

নাগপুর-পালা : নাগলোকে শীতলার পূজা লইবার বাসনা—হিতির পরামর্শে পাতালনাগের পুরে গমনোদ্যোগ—নাগপ্রধানের নাম পাণ্ডরি—অনন্তনাগের সমান তাঁহার সম্মান—শীতলাসমীপে নারদের আগমন—নারদ শীতলাকে পথে বলিরাজার পূজাগ্রহণ করিতে বলেন—জরাসুর ও বসন্তগণ লইয়া শীতলা পুষ্পরথে পাতালের বলির নিকটে পৌছিলেন—বলির প্রশ্ন ২৪৭ বলির স্তুতি—শীতলার পরিচয়—দেবীর গমন—নাগলোক-দর্শন—বিভিন্ন ফণীর বর্ণনা ২৪৮ ফণিগণ শীতলার রথ আটক করে—শীতলা ব্রণগণকে ডাকেন নাগপুরী দাহন করিতে—চৌষট্টি বসন্তসহ জরাসুর নাগপুরী আক্রমণ করে—অষ্ট-নাগ নয়-বোড়া সকলে আক্রান্ত হয় ২৪৯ অনন্ত বাসুকি নাগও ভয় পান—মহী কম্পিত হয়—শিব সচকিত হইয়া নারদমুনিকে ডাকিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—শিবের আদেশে নারদ নাগপুরে গমন করিয়া নাগপুরী ছারখার দেখিলেন ২৫০ মুনি নাগপুরে শীতলাপূজার প্রবর্তন করেন—নারদ ও বাসুকির স্তবে শীতলা শান্ত হন—দেবী পাণ্ডরি-নাগের কন্যাকে জরাসুরের সহিত বিবাহ দিতে বলেন—বিবাহ দিলে শীতলা নাগরাজকে বর দিবেন—নাগপালা সাঙ্গ ২৫১ শীতলার স্তোত্র ২৫২

ভল্লুক-পালা : ভল্লুকশহরে থাকেন সুষেণনন্দন—তাঁহার মন্ত্রী জাম্বুবান—শীতলা সেখানে পূজা লইবেন ২৫৩ মলয়শিখর হইতে শীতলা ভৈরবীবেশে পুষ্পরথে চলিলেন—ভল্লুকেরা কিচিমিচি করিয়া চাঁদ ধরিতে চাহে ২৫৪ ভল্লুকরাজের নিকটে সংবাদ যায়—রাজাদেশে সকলে চাঁদ ধরিতে যায়—শীতলা ভল্লুকবসতিতে অবতীর্ণ হইলেন—বুড়া মন্ত্রী জাম্বুবান চিন্তিত ২৫৫ দেবীর বর্ণ দেখিয়া সকলের ত্রাস হইল—শীতলা স্মরণ করিলে জরাসুর বসন্তভার লইয়া তাঁহার নিকট পৌছিলেন ২৫৮ দেবীর আদেশে বসন্তসেনা ভল্লুকশহর ধ্বংস করে ২৫৯ ভল্লুকরাজ চিন্তিত—সীতাহরণ-কাহিনী ২৫৬ ঐ অনুবৃত্তি ২৫৭ জরাসুর ও ভল্লুকরাজের কথোপকথন ২৫৮ বদন্তরায় ভল্লুকরাজকে শীতলাপূজা করিতে বলেন—বৈদিক মতে শক্তিমুক্তিভক্তি-দাত্রী শীতলাপূজার জন্য মুনি-ঋষিদের ডাকা হয় ২৫৯ যথাবিধি পূজায় দেবীর আজ্ঞায় ইন্দ্রের অমৃতবৃষ্টিতে মৃত-পুরী প্রাণ পায়—দেবীর বরে ভল্লুকশহরে দণ্ডে দণ্ডে জয় হইবে—বুড়া জাম্বুবান শীতলার স্তব করিলে দেবী মলয়শিখরে যান ২৬০

গন্ধর্ব-পালা : নারদের পরামর্শে শীতলা গন্ধর্বনগরে পূজা লইতে যাইবেন—গন্ধর্বনগরীর রাজা হাহা হুহু—ভৈরবীবেশে শীতলা তথায় গমন করিবেন ২৬১ গন্ধর্বরাজ শীতলার আগমনে চমৎকৃত হইয়া তাঁহার পরিচয় মাগেন—শীতলাপূজার কথা শুনিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হন—শীতলা অপমানিতা হইয়া অন্তর্হিত হইলেন ২৬২ হিতি দাসী জরাসুরকে ডাকিতে

শীতলাকে পরামর্শ দেন ২৬৩ বসন্তরায় বসন্তগণকে ডাকিলেন— সকলে গিয়া গন্ধর্বপুর আক্রমণ করিল ২৬৪ গন্ধর্বরায় শিবপূজা করেন— শিব নারদের সহিত পরামর্শ করেন— শিব স্বয়ং গন্ধর্বপুরী রক্ষা করিতে যান— গন্ধর্বরাজকে শিব শীতলার পূজা করিতে উপদেশ দেন— শিব শীতলার সহিত মলয়শিখরে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন ২৬৫ শিবের অনুরোধে শীতলা মৃত গন্ধর্বপুরীর প্রাণদান করেন— ইন্দ্র মেঘ ডাকিয়া অমৃতকুণ্ডের জল বর্ষণ করিয়া অস্থি-ছাড়া পচা মড়া জিয়াইলেন— গন্ধর্বরায় চমৎকৃত হইয়া শীতলাপূজা করিলেন গণ্ডার মহিষ মেষ অজা বলি দিয়া— শীতলার আদেশে বসন্তরায়ের সহিত রাজকন্যা উর্বশীর বিবাহ দিতে হইবে— যথানীত্ত বিবাহ হইল— শীতলা প্রসন্ন হইয়া মলয়পর্বতে গমন করিলেন ২৬৬

হস্তিপালা : ইন্দ্রসভায় ইন্দ্রপুত্র কলাধরের নৃত্য— পারিজাতহরণ-প্রসঙ্গ— দুর্বাসা আগমোক্ত চূড়ামণিতীর্থ-প্রসঙ্গ কহেন—চূড়ামণি-সুরধনীর জন্মবিবরণ ২৬৭ পারিজাতহরণ-কথা ২৬৮ নারদ ইন্দ্রসভা হইতে মলয়শিখরে শীতলার নিকট গমন করেন—নারদ শীতলাকে স্বর্গে গিয়া পুরন্দরের কুঞ্জর-সহিত সুরালয়ের পূজা লইবার পরামর্শ দেন—জ্বরাসুর ও ব্রণ-বসন্ত লইয়া রাসভবাহনে যাত্রায় হিতিকার সহিত শীতলার পরামর্শ ২৬৯ কুঞ্জরসমেত স্বর্গ ছারখার করিতে শীতলা গমন করেন—'তিনমুণ্ড' ষট্-চক্ষু ষড়্ভুজ জ্বরাসুর ধাবিত হইয়া কুঞ্জরকে আক্রমণ করিলেন—ঐরাবত প্রাণত্যাগ করিল ২৭০ ইন্দ্রের আদেশে নারদ শিবকে আনিতে যান—শিব সুরপুরীতে পৌছিলেন—ইন্দ্র তাঁহার স্তব করিলে শিব ইন্দ্রকে শীতলার পূজা করিতে বলিয়া মলয়শিখরে শীতলার নিকটে গেলেন— ঐরাবত মরিলে অনাবৃষ্টি হইয়া সৃষ্টি ধ্বংস হইবে—পিতার অনুরোধে শীতলা কুঞ্জরকে জিয়াইয়া ইন্দ্রের পূজা লইতে ইন্দ্রনগরে গমন করিলেন— ব্রহ্ম-কমণ্ডলুর জল দিয়া শীতলা কুঞ্জরকে ও ইন্দ্রপুরীর সকলকে জিয়াইলেন ২৭১ ইন্দ্ররাজ চমৎকৃত হইয়া গন্ধ-চন্দনাদি নানা উপহারে শীতলাপূজা করিলেন—ইন্দ্রপুরে পূজা লইয়া সকলকে জীবিত করিয়া শীতলা মলয়শিখরে আসিয়া রত্নসিংহাসনে বসিলেন ২৭২

জাগরণ

মুকুন্দ-মুরারি-গুণার্ণবপালা : শীতলা-বন্দনা ১৭৫ মলয়শিখরে শীতলা ও হিতিকা উপবিষ্ট—পৃথিবীতে শীতলাপূজা প্রবর্তনের নিমিত্ত উভয়ের পরামর্শ—উজানি-নগরে রাজা বিক্রমকিশোর শীতলার পূজা করেন না— তিনি শিবভক্ত— তাঁহাকে বিড়ম্বিত করিয়া পূজা আদায় করিবার সিদ্ধান্ত ১৭৬ মহারাজা শীতলাকে চিনেন না—তিনি দুঃখী জনকে দয়া করিবেন— উজানির ধীবরনন্দন মুকুন্দ ও মুরারি মুদবিত্র—দুই ভাই যমুনা-নীরে জাল আড়িয়া মৎস্য ধরে— শীতলা স্বর্ণবারি-রূপে তাহাদের জালে থাকিবেন— সেথান থাকিয়া

গগনপথে তাহাদের দুঃখমোচনের উপদেশ দিবেন ১৭৭ রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের বন্দী করিবেন—কারাগারে শীতলাকে তাহারা স্মরণ করিলে তিনি অধিষ্ঠিত হইয়া রাজপুরী দাহন করিবেন—তাহাই হইল— মুকুন্দ-মুরারির জালে যুগল-ভাণ্ড উঠায় তাহারা তাহা জলে ফেলিতে চায়— শীতলা নিবৃত্ত করেন ১৭৮ মৃত্তিকাভাণ্ড লইয়া বাড়িতে গিয়া পূজা করিলে বর পাইবে—আকাশবাণী শুনিয়া দুই ভাই কনকবারি লইয়া গিয়া যথাবিধি পূজা করে নানা বাদ্যরবে ১৭৯ বাদ্যরবে আকৃষ্ট হইয়া কোটাল জেলের বাড়ি আসিয়া তাহাদের বৈভব দেখিয়া চমৎকৃত হয়— স্বর্ণ-সিংহাসনে স্বর্ণ-বারি সুরঙ্গ সিন্দূরমণ্ডিত দেখিল ১৮০ কোটাল ও মুকুন্দ-মুরারির কথোপকথন—কোটাল পূজাবিধি জানিতে চাহে—বারি না দিলে তাহাদের প্রাণবধ করিবে—রাজাকে সংবাদ দেয় কোটাল ১৮১ রাজসেনা ধীবরদের বাড়ি-ঘর বেড়িল—প্রতিমা ও বারি লইল—রাজা ধীবরদের বন্দী ও নির্যাতন করেন—স্বর্ণকার ডাকাইয়া বারি পোড়াইতে গেলে শীতলা অন্তর্ধান করিলেন ১৮২ শীতলা পলায়ন করিয়া সখী হিঙ্গি-কাকে সকল ঘটনা বলেন— হিঙ্গিকা জরাসুরকে ডাকিতে বলেন— শীতলা তাহাকে ব্রণদল ডাকিতে বলেন—বসন্তগণ আসিল ১৮৩ নানা প্রকারের বসন্ত আসে ১৮৪ শীতলা প্রত্যেকের দর্প শুনিতে চাহিলে প্রত্যেকে নিজদর্প প্রকাশ করে ১৮৫ ধীবরদ্বয়কে বাধিয়া বিক্রমকেশরের পুরী ছারখার করিতে শীতলা আদেশ করেন—জরাসুর সদলে সদস্তে দ্রুত চলেন ১৮৬ রাজপুরীর সকলে ধ্বংস হয় ১৮৭ রাজার প্রধান পুত্র গুণার্ণব শীতলাপূজা করিবেন—হিঙ্গিকা তাহাকে উপদেশ দিতে শীতলাকে পরামর্শ দেন ১৮৮ শীতলা অবতীর্ণ হইয়া গুণার্ণবকে শীতলাপূজা করিতে বলেন—মুসুড়ি-পাটনে দুর্জয় রাজার ভবন হইতে শীতলার বারি আনিয়া অর্চনা করিতে উপদেশ দেন—মুকুন্দ-মুরারির নিকটে গুণার্ণবের আগমন—তাহাদিগকে পাটনে যাইতে অনুরোধ— ব্রণগণকে ফলাকার করিয়া উপহার সাজানো হয় ১৮৯ ছদ্মবেশে জরাসুরাদির নৌযাত্রা—উজানি কাতকা ইত্যাদি সহর-উত্তরণ ১৯০ সাগরে গঙ্গাজন্ম-শ্রবণ ১৯১ কপিল মুনির শাপ ১৯২ ভগীরথ-জন্ম ১৯৩ ভগীরথের গঙ্গা-আনয়ন ১৯৪ হেতেগড়ে হাতীর মৃত্যু ১৯৫ ত্রিবেণীর উৎপত্তি— সগরবংশ-উদ্ধার ১৯৬ গুণার্ণবের উৎকল-অতিক্রম—কৃষ্ণলীলা-কথন ১৯৭ জলধিকূলে অক্ষয়বটমূলে জগন্নাথক্ষেত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নের চারি যুগের বিষ্ণুর ও বিমলা-দেবীর মন্দিরনির্মাণ ১৯৮ সেতুবন্ধ—রামলীলা-কথন ১৯৯ ঐ অনুবৃত্তি ২০০ বিভিন্ন হ্রদ দহ পার হইয়া চলেন ২০১ শঙ্খদহের পরে মুসার পাটনে উপনীত— রাজা দুর্জয় সচকিত হইয়া কোটালকে ডাকিয়া সংবাদ লইতে পাঠান ২০২ কোটাল-গুণার্ণব-প্রসঙ্গ ২০৩ কোটাল গুণার্ণবকে ধরিয়া লইয়া যায়—গুণার্ণব রাজাকে শীতলার কথা বলেন— রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া গুণার্ণবকে নির্যাতন করিলে গুণার্ণব শীতলা-স্মরণ করেন ২০৪ গুণার্ণবকর্তৃক শীতলার স্তব শ্রীরামের ও সুন্দরের দোহাইয়ে

২০৫ শীতলা অবহিত হন—রাজাকে গিয়া স্বপ্ন কহিতে হিতি শীতলাকে পরামর্শ দেন ২০৬ শীতলা 'জটাবুড়ী' ব্রাহ্মণীবেশে রাজাকে স্বপ্নকথা কহেন—পাত্র স্বপ্ননিন্দা করে ২০৭ দেবীর আদেশে জরাসুর চৌষট্টি বসন্ত লইয়া মৃন্নার পাটন আক্রমণ করেন ২০৮ রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর বিলাপ—হিতিকার পরামর্শে শীতলা রাজকন্যাকে উপদেশ কহিবেন ২০৯ শীতলা স্বরূপে মৃন্নার পাটনে রাজকন্যাকে ছলনা করিতে যান—তাঁহার পিতার অপরাধের কথা বলেন—গুণার্ণবকে মুক্ত করিয়া রাজা যেন তাঁহার কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেন—স্বর্ণের ঝারা-ঝারাও দেন—চন্দ্রমুখী হাসিয়া শীতলার কৃপা মাগেন—শীতলা তুষ্ট হইয়া ব্রণগণকে সংবরণ করেন—রাজা হৃষ্ট হইয়া শীতলাপূজা করেন—গুণার্ণবকে মুক্ত করিলেন ২১০ পুরোহিত ডাকাইয়া শুভলগ্নে রাজা কন্যাদান করেন ২১১ বেদের বিধানে বিবাহকৃত্য ২১২ বাসর—গুণার্ণব দ্বাদশ বৎসর শীতলাকে ভুলিয়া থাকেন—হিতির পরামর্শে শীতলা ব্রাহ্মণীরূপে গুণার্ণবকে উপদেশ কহিতে যান ২১৩ গুণার্ণবকে স্বপ্নে শীতলার উপদেশ-কথন—গুণার্ণব দেশে ফিরিতে চাহেন—শাস্ত্রীয় নজিরে চন্দ্রমুখীর সহগমন-প্রার্থনা ২১৪ বারমাসী-কথন—রাজরানী কন্যাকে এবং ঘরজামাই হইয়া গুণার্ণবকে নিবৃত্ত করিতে চাহেন ২১৫ গুণার্ণবের প্রত্যাবর্তনোদ্যোগ—শীতলার বারা লইয়া মৃন্নার পাটন বাহিয়া যান ২১৬ বিভিন্ন হ্রদ-নদ পার হইয়া শ্রীক্ষেত্রে আগমন ২১৭ সাগরসঙ্গম হেতেগড় খুনিএগা বোড়াল কুমল রসাঘাট কালীঘাট ভবানীপুর চিৎপুর দক্ষিণ সহর ত্রিবেণী ইত্যাদি পার হন ২১৮ হুগলী পার হইয়া নিজঘাটে উপনীত হইলেন—সাত ডিঙ্গার ধন ভাণ্ডারে তোলা হয়—গুণার্ণব পিতাকে শীতলাপূজা করিয়া মৃতপুরীর জীবন্যাস করিতে বলেন—সপুত্র রাজা পাঁচখানি গ্রাম মাগিতে চলেন—পঞ্চগ্রাম মাগিয়া বিক্রমকিশোর অবন্তীনগরে ষোড়শ উপচারে শীতলার পূজা করেন ২১৯ গণ্ডায় মেষ মহিষ অজা বলিদান হয়—শীতলা তুষ্ট হইয়া রাজপুরীতে অবতীর্ণ হন—নব হাজার মাছি শীতলার অঙ্গে ভন ভন করে—শীতলা পূর্ণবেশে বসেন—তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গেরা পুষ্প-জল পাইলে শীতলা সকলকে প্রাণদান দিলেন—বিক্রমকিশোরকে শীতলা অষ্টমঙ্গলা কহিতে লাগিলেন ২২০ রাজা সিংহাসনে শীতলার বারি বসাইয়া পূজা করিলেন—রাজাকে শীতলা ব্রতকথা শুনাইলেন—অষ্টমঙ্গলা : সৃষ্টিপত্তন (১) ২২১ ব্রহ্মাপুর-পালা (২)—জরাসন্ধ-পালা (৩)—নাগপুর-পালা (৪) ২২২ হরুক-পালা (৫)—গন্ধর্ব-পালা (৬)—চন্দ্রিপালা (৭) ২২৩ মুকুন্দ-মুরারি-গুণার্ণবপালা (৮)—কলিচরিত্র-কথন ২২৪ ঐ অনুবৃত্তি ২২৫ কলি এড়াইতে রাজার স্বর্গকামনা—রাজা সপুত্রী স্বর্গে যান—ইন্দ্র পুষ্পবৃষ্টি করেন—বায়ুবেগে পুষ্পরথ যায়—মন্দাকিনীতে দেহ-পালটন হয়—স্বরপুরে রত্নসিংহাসনে রাজা শাস্তিতা—দাসদাসীগণ সেবারত—কবির সর্বার্থ আশীর্বাদ-প্রার্থনা ২২৬

পরিশিষ্ট (ঘ)

চারি ধারায় গঙ্গার উৎপত্তি ৩১৫ পাতালে সগরবংশ-উদ্ধার ৩১৬ সুন্দরের দোহাইয়ে গুণার্ণবের শীতলা-স্তব ৩১৭

পরিশিষ্ট (ঙ)

বিড়ম্বনাব্যতীত পূজা-প্রতিষ্ঠা হয় না—উজানি-নিবাসী সুদরিদ্র মুকুন্দ-মুরারি যমুনায় জাল ফেলিয়া মাছ ধরে ৩২০ শীতলা তাহাদের কৃপা করিতে স্বর্ণবারি-রূপে তাহাদের জালে থাকিবেন ৩২১ মৎস্যের বদলে স্বর্ণ-বারি জালে উঠিয়াছে দেখিয়া উভয় ভ্রাতার জল্পনা—মলয়বাসিনী শীতলার আত্মপরিচয়-দান ও বর প্রদানের আশ্বাস দিয়া তাহাদিগকে যুগল-ভাণ্ড ঘরে লইয়া যাইতে বলেন ৩২২

॥ আখ্যানভাগের বস্তু-সংক্ষেপ ॥

তুলনামূলক আলোচনা

রায়মঙ্গল

গ্রন্থারম্ভে গণেশ-বন্দনা[১]। এই বন্দনা বেদ-পুরাণসম্মত। শনি-দৃষ্টিতে গণেশের মূল মুণ্ড[২] উড়িয়া যাওয়া এবং পবন[৩] কর্তৃক তাঁহার স্কন্ধে কুঞ্জরের মুণ্ড-সংযোজন[৪] করার প্রসঙ্গ এই বন্দনায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

বীণাপাণি-বন্দনা। হরিদেবের সরস্বতী কোকিলবাহিনী[৫]। খণ্ডিত। শ্রীকৃষ্ণশিবদুর্গা-বন্দনায়[৬] কবির সংস্কৃত-জ্ঞানের পরিচয় পরিস্ফুট।

গৌরচন্দ্রিকার ধ্রুবপদ। গোরার গুণে গগনের চন্দ্র সূর্য তারা এবং পাতালের বাসুকি সকলেই আনন্দাশ্রু মোচন করিতেছেন।

দিক্‌পাল-বন্দনা[৭]। আদি-খণ্ডিত। প্রাপ্ত অংশে দেখা যায়, দেবীপীঠের[৮] সংখ্যাধিক্য[৮]। লৌকিক পুরুষ দেবতার মধ্যে ধর্ম,[৯] দক্ষিণরায়[১০] ও খাঁড়ু[১১] আছেন। প্রধান পীরগণও[১১]

---

১ পৃ ৫-৬ ২ দ্বিতীয় পালার সমাপ্তিতে এই মুণ্ডের রূপান্তর-সম্পর্কে অভিনব তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে।

৩ অন্যত্র 'পবন-নন্দন' (পৃ ৩১); পুরাণমতে, 'বিষ্ণু'। তু. বৈদিক রুদ্রসম্পৃক্ত 'মরুৎ' (দ্র. ঋক্ ২-৩৪-১)। বেদে মরুদ্গণ রুদ্রের 'গণ'। সুতরাং রুদ্র-'গণপতির' ভাবনাই এখানে প্রাধান্য। ৪ দ্র. পৃ ২১১; সা-প্র ৩, পৃ ৯৯

৫ 'কোকিলবাহিনী' (ক্র-ধ ১৪, ১ম, পৃ ৯); 'ইন্দ্রের বাহন' (সা-প্র ৩, পৃ ৬৩), ঋগ্বেদে ইনি নিত্য চৈতন্যময়ী ও জলপ্রবাহরূপিণী (৫-৪২-৬) এবং বিদ্যুন্ময়ী (৬-৪৯-৭)। পরবর্তিকালে সরস্বতী অর্থাৎ ভাষা বা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। হরিদেবের এই বন্দনা-পারম্পর্যের তাৎপর্য-আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য। ৬ পৃ ৬-৭

৭ প্রাচীন পূজাপদ্ধতিতে ইন্দ্রবরুণাদি দশ দিক্‌পালের পূজার ব্যবস্থা আছে। তাহারই অনুসরণে লৌকিক দিক্‌পাল দেববন্দনা প্রবর্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন কবির বাসগ্রামের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানীয় দেবদেবীগণই বাঙ্গালা পুরাতন কাব্যে আসন দখল করিয়া আছেন। হরিদেবের উল্লিখিত দেবতা ও দেবপীঠসমূহের মধ্যে কতকগুলির খ্যাতি এখনও অব্যাহত (দ্র *Cen. How, 1951, pp. 161-63*)

৮ তু. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৯-১০। রাঢ়ে সম্ভবতঃ আদিম আর্য ও আদিমতার প্রভাবহেতু এই আধিক্য।

৯ হাওড়া জেলার গ্রামের ধর্মঠাকুর বাঁকুড়ারায় বাদের দেবতা (দ্র. *Cen. How, 1951, pp. XIX-XX*) হুগলী-বর্ধমান সীমান্ত-অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। তন্মধ্যে বাঁকারায় এবং কুড়ুকনী ধর্মঠাকুর অন্যতম আছেন (পাল্লীশ্রী-লাইব্রেরীর পুঁথি-সংগ্রাহক শ্রীমান রামরতন রায়ের লিখিত বিবরণ হইতে)।

১০ তু. 'অবলবসতি বলো ঠাকুর দক্ষিণরায়, যেই স্থানে বাঘে মানুষে কথা কয়' (পুঁ-প ২, পৃ ১২৮), নিলণ্ড্রে (৩-১৬) রুদ্র ব্যাঘ্রের দেবতা। তাঁহার নামাবলীর মধ্যে ক্ষেত্রপতি, 'অরণ্যপতি', 'বনপতি' ই. অন্যতম।

১১ দ্র. পৃ ৩৩৬-৩৭। 'দন্তাকর্ণ' শিবের অন্যতম 'গণ' (দ্র. কূর্ম, পূর্ব, ১৬-১৮৩)।

১২ ইঁহাদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্র পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ৬-১১ এবং সা-প্র ৫, ভূমিকায় কবি কৃষ্ণরামদাসের রায়মঙ্গলের আলোচনা (অষ্টম)।

বন্দিত হইয়াছেন। রীতিগতভাবে শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্য, নিত্যানন্দ ও জলধিকূলের জগন্নাথও বিরাজিত।

আত্মকাহিনী[১]। হরিদেব শুইয়া আছেন টঙ্গিঘরে। দক্ষিণরায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে শিয়রে বসিয়া রাত্রে স্বপ্নে তাঁহাকে 'পরিত্রাণ ব্রত'[২] রচনা করিতে কহিলেন। কথায় কথায় রাত পোহাইল। দিন দুপুরে 'ফুলতলায়' কবিকে সেখানকার দক্ষিণেশ্বর শার্দূলবাহন হইয়া দেখা দিলেন। কবি ভীত ব্যাঘ্র-চমূ দর্শনে। দক্ষিণরায় কবিকে তখন 'মহামন্ত্র'[৩] দান করিয়া তাহা 'রচনা' করিতে আদেশ করিলেন। এই 'পরিত্রাণ ব্রত'[২] হরিদেবের মুখে শুনিতে দক্ষিণরায়ের বাসনা। কিন্তু কবি এই গুরুভার বহনে কাতর। এই মনোভাব দেখিয়া, দক্ষিণরায় কবির মুখে ফুঁক[৪] দিতেই বলীয়ান্ হইয়া কবি হুঙ্কার[৫] ছাড়িলেন। 'বিপক্ষ' ঘটিলে,[৬] তাঁহাকে স্মরণমাত্র তিনি সঙ্কটত্রাণ করিবেন— এই বর দিয়া, রায় কবিকে তাঁহার মা ডাকিতেছেন, এই অছিলায় 'কুন্দল' এড়াইয়া, শার্দূলগণসমেত অন্তর্ধান করিলেন। হরিদেব বলেন,—পূর্বজন্মের সংস্কারবশে[৭] তাঁহার এই রচনা, ঘোর কলি হইতে উদ্ধারের[৮] প্রত্যাশায়।

দক্ষিণরায়-বন্দনা[৯]। হরিদেবের দৃষ্টিতে দক্ষিণেশ্বর শিবের সন্তান। তাঁহার মাথায় জড়িত পাগ ('স্বর্ণচিরা'[১০]) গায়ে খাসা জোড়া,[১১] কপালে চন্দনতিলক, তিনি তীক্ষ্ণ নানা অস্ত্র ও ধনুকবাণধারী এবং শার্দূলবাহন[১২] ক্ষেত্রপাল[১৩]। তাঁহার কর্ণমূলে মুক্তা, কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র,[১৪] ভুজ আজানুলম্বিত, অঙ্গে নানা রত্নালঙ্কার[১০] এবং উভয় গণ্ড সিন্দূরমণ্ডিত। দুই হাতে ঢাল তলোয়ার এবং বাহনরূপে ব্যাঘ্র পাইয়া ইনি দেবতাদের অগ্রে গমন করিলেন। ইহার

---

১ পৃ ৮-৯। প্রথম প্রকাশিত পূ-প ২, পৃ ৩৪০-৪১

২ দ্র. পৃ ৩৫২। 'দেহরোগ' ও 'পাপরোগ' হইতে পরিত্রাণ। ইহা বৈদিক রুদ্র দেবতার সহিত দক্ষিণরায়ের সম্পর্কের সূত্র (দ্র. সাহি, ১, ১, পৃ ১)। ৩ দ্র. পৃ ৩৬১

৪ 'ফুংক্রে করি বল'—সাপের বিষ-নামানোর বাঙ্গালা মন্ত্র, (দ্র. পূ-প ১, পৃ ১২৫) ৫ দ্র. পৃ ৩৭৫

৬ দক্ষিণরায়ের পালা-গানের আসরে হরিদেব প্রতিপক্ষ কর্তৃক আহুত হইলে। ইহাতে প্রমাণ হয়, কবি বায়ং পালা গায়নও ছিলেন।

৭ দ্র. পৃ ৩৫৩, দ্র পৃ ৮, ৯ ৮ দ্র. 'পরিত্রাণ ব্রত' (পৃ ৩৫২) ও ২ সংখ্যক টিপ্পনী। ৯ পৃ ৯-১০

১০ দ্র. পৃ ৩৭২। বৈদিক রুদ্র দেবতার অনুরূপ মুকুট, অলঙ্কার ও নিষ্কমালার বর্ণনা (দ্র. *R-S, pp. 29-30*)। বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

১১ ধর্মঠাকুরকেও এই বেশে দেখা যায় (স-প ১৭, ১সং, দ্র. পৃ ৮০)। ১২ শার্দূলরূপী রুদ্রের।

১৩ নিঘণ্টুতে (৫-১৩) বাস্তু রুদ্র কৃষির দেবতা ও ক্ষেত্রপতি। ফলতঃ, ধানচাষী ও মধুসেবী রুদ্র-শিবের পুত্র বাঙ্গালী দক্ষিণরায় ধানক্ষেত ও মধুবন রক্ষা করেন। ১৪ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ

দেহের বর্ণ শত চন্দ্রকে টেকা দেয়,[১] চরণকমল বর্ণ অপেক্ষাও লাল। শার্দূল বাহন লইয়া ইনি অমরনগরে গিয়া সমস্ত জ্ঞানী-গুণীকে রক্ষা করিলেন। বৃষারূঢ় শিব-শক্তি দেখিলেন, দেবগণ সকলে দক্ষিণরায়কে প্রণাম করিতেছেন।

হরিদেব বলেন,—ফলতার বিলে[২] দক্ষিণরায় তাঁহাকে দেখা দিয়া, সঙ্গীত রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে তিনি সেই প্রথম 'প্রবর্ত্ত'[৩] হইলেন [॥১॥]

গীত-আরম্ভ[৪]। সৃষ্টিপত্তন-কাহিনী[৫]। নাগ নর দেবপুরী সুমেরুশিখর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অনিল অনল—কিছুই যখন প্রলয়কালে ছিল না তখন ছিলেন মাত্র 'নিরঞ্জন'[৬]। নিরঞ্জনের কর্তৃত্বে সৃষ্টিপত্তন। উলূকবাহন[৭] যুগপতি চারি যুগ জলে স্থিতি করিলেন। সমস্ত শূন্যাকার[৮] দেখিয়া মায়াধর নৈরাকার-দেবের সৃষ্টিচিন্তা হইল। অনাদ্য উলূকমুনিকে[৯] কহিলেন,—তিনি প্রথমে মুনিগণকে[১০] সৃজন করিয়া তাহার পরে, নরের পোষণের নিমিত্ত 'সত্যবাদী' কপিলাকে[১১] জন্ম দিবেন। তদনন্তর দশ দিক্, ইন্দ্র বহ্নি কুবের বরুণ জন্মিলেন। দিকপালগণ এবং পিতৃপতি নিঋর্তি সৃষ্ট হইলেন। মৃত্যু ও জীবন জাত হইল। সকলের মৃত্যুর হেতুস্বরূপ যমের জন্ম হইল। অনাদি গোসাঞি সত্যবাদী কপিলাকে বলিলেন নরলোকের পোষণ[১১] করিতে। ব্রহ্মাকে বলিলেন, পৃথিবীতে অগ্নিপ্রচার[১২] করিতে। বিষ্ণুকে দিলেন সৃষ্টির ভার[১৩] এবং ব্রহ্মাকে কহিলেন পূজার[১৪] প্রচার-কথা [॥২॥]

---

১ অর্থাৎ ধবলবর্ণ ২ পূর্বে দ্র. ভূ. পৃ ৭-৮ ; পা-টী ১৩, ১৪

৩ পৃ ৩৫৩। তখন কবির বয়স অল্প হওয়াই স্বাভাবিক। ইহাও লক্ষণীয় যে, কৃষ্ণরাম দাসের কল্পনায় দক্ষিণরায়ের সহিত হরিদেবের কল্পনার মৌলিক পার্থক্য আছে। হরিদেবের রচনা হইতে ইতিহাস নিষ্কাশন করা দুরূহ। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে বৈদিক ও পৌরাণিক। পক্ষান্তরে, ইহা নিম্নবঙ্গের বিধ্বস্ত সুপ্রাচীন রাজবংশাদির বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহ্যাবলম্বিত হওয়া অসম্ভব নহে। হরিদেবের রায়মঙ্গলকে স্বচ্ছন্দে 'রায়-পুরাণ' বলা যাইতে পারে।

৪ পৃ ১০-১৩ ৫ এই বিবরণ শ্রুতি ও বিভিন্ন পুরাণসম্মত।

৬ 'একোঽপি সন্ মহাদেবস্ত্রিধাসৌ সমবস্থিতঃ, সর্গ-রক্ষা-লয়গুণৈর্নির্গুণোঽপি নিরঞ্জনঃ'।—কূর্ম, পূর্ব, ৯-৫৩

৭ দ্র. পৃ ৩৩০ ৮ দ্র. ঋক্, ১০-১২৯-৩

৯ সা-প্র ৩, পৃ ১৪১ ; শ্রীধ-পু, ভূ. পৃ ২৷৶-৷৶৹

১০ ভূ. ক-চ, পৃ ৯ ; ব্র-ধ ১ম, ১সং, পৃ ২৬

১১ অথ, বি, ৮-৫-৪-১-১০ ; দ্র. আলোচনা চি-প-স ১ম, পৃ ৯২ পা-টী। কপিলা=বৈদিক 'পৃশ্নি' (দ্র. ম-বি, পৃ ২৯৭)।

১২ ব্রহ্মা হইলেন অগ্নিষ্টোম (মনু ২-১৪৩) যজ্ঞের ঋত্বিক্। বিপ্রদাসের কল্পনায়, অগ্নি ব্রহ্মার পুত্র এবং ব্রাহ্মণ (ম-বি, পৃ ২১)।

১৩ কিন্তু মূলতঃ ইনি সৃষ্টির পালক (ভূ. পৃ ২৭৫)। ১৪ ধর্মপূজার

সৃষ্টির পূর্বে কেবল ছিল জল[১]। বিধাতা স্থল সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র করিলেন পুষ্প-বৃষ্টি ও মনুষ্য-সৃষ্টি। ব্রহ্মার চারি মুখে বেদ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ[২] ও নানা জাতির সৃষ্টি হইল।

হিরণ্যকৌশিক[৩] দৈত্য যুদ্ধ করিয়া স্বর্গ মর্ত জয় করিলেন। তৎপুত্র প্রহ্লাদ। কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি সমস্ত শত্রু নিধন করিয়া দেবসমাজ প্রসন্ন করিলেন।

ঋষিগণের অবিরাম ধ্যানে অদিতির গর্ভে ভানুর জন্ম হইল। প্রচণ্ড তেজে পৃথিবী পোড়ে। পৃথিবী সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মাদি দেবগণ চিন্তিত।

বিনতার দুই ডিম্ব[৪]। এক ডিম্ব-জাত সর্পগণ বলীয়ান্ হইল। আর এক ডিম্ব বিনতা ভাঙিলেন। জন্মমাত্র অরুণ শীতে কম্পিত। তজ্জন্য ভানু জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন। কশ্যপের[৫] ঘরে দিবাকরের জন্ম হইল।—এই পুরাণকাহিনী ॥৩॥

ভক্ত প্রহ্লাদের আহ্বানে নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকৌশিক-বধ। ইন্দ্রের পুষ্প-বৃষ্টি। দেবগণের নৃত্যগীত। প্রসঙ্গতঃ গঙ্গা-জন্ম[৬]। সরস্বতীর সহিত বিষ্ণু গান করেন। পঞ্চমুখ শিবের আলাপে বিষ্ণু দ্রব হইলেন। ব্রহ্মলোক হইতে গঙ্গাবতরণ মৃত-সগরবংশে প্রাণ-সঞ্চলনের জন্য।

পক্ষি-অবতারে বিষ্ণুরূপী গরুড়ের জন্মে ডিম্ব ছারখার হইল। দ্বিতীয় তপনের ন্যায় তেজস্বী গরুড় ক্ষুধার্ত। স্বর্গে ইন্দ্রের আহার-দান। পবন অপেক্ষা দ্রুতগামী গরুড়ের গতিবেগ মেরুশীর্ষবিদীর্ণকারী ॥৪॥

বিনতার শাপমুক্তির জন্য ইন্দ্রের নিকট গরুড়ের নিবেদন। বিষ্ণুশাপ খণ্ডন করিয়া ইন্দ্রকর্তৃক গরুড়ের চক্ষুদান ॥৫॥

শঙ্খ-তুলসী-কাহিনী[৭]। শঙ্খাসুর 'হিরণ্যকৌশিক' দৈত্যের পুত্র; তাহার স্ত্রী লক্ষ্মী-স্বরূপিনী বৃন্দা। শঙ্খাসুর থাকে জলে; কৃষ্ণভক্ত কোয়লা কুমলি থাকে বনে। বনে চরে তাহারা বিষ্ণুর আদেশে। শঙ্খাসুর তাড়া দেয়। পক্ষী উধাও হইয়া গিয়া কৃষ্ণকে কাহিনী বলে। গোবিন্দের স্মরণ হয় পূর্বকথা। তিনি মারিতে যান শঙ্খাসুরকে[৮]। শঙ্খাসুর গৃহে নাই জানিয়া, তাহার রূপে হরি বৃন্দার নিকট গিয়া তাঁহার সতীত্ব হরণ

---

১ ভারতীয় এই সৃষ্টিতত্ত্বের সহিত বহির্ভারতীয় বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিপত্তন-কাহিনীর সাদৃশ্য দেখা যায় (E. R. E.) ২ এই বর্ণনা ঋগ্বেদ, মহাভারত, গী ও মনু ই. র সদৃশ

৩ হিরণ্যকশিপু। মহাভারতাদির সুপরিচিত কাহিনী। নরব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণরায়ের প্রসার-অবতারণাহেতু মনে হয়, গ্রন্থারম্ভে নৃসিংহ-অবতারের এই পরিপ্রেক্ষিত-সৃষ্টি।

৪ পৃ ১৩-১৫ ৫ মহা ও মার্ক-পু-র কাহিনী

৬ বৃহ-পু-র বর্ণনার সহিত কিছু পার্থক্য আছে।

৭ দ্র. পৃ ৩৬৫ ৮ দ্র. বা-ধ, পৃ ৭৫-৬ (সা-প্র ৩)

করেন। শঙ্খাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া গোবিন্দের সহিত যুদ্ধ করিয়া, নিহত হইয়া জলে পড়ে। শঙ্খাসুর হইবে শঙ্খ এবং বৃন্দা হইবে তুলসী ॥৬॥

বৃন্দার করুণা। গোবিন্দ তুলসীর সতীত্ব লঙ্ঘন করিলে, সুমেরুচূড় শশিমুখ শঙ্খাসুরের মৃত্যু হইল। বৃন্দাকে গোবিন্দের তত্ত্বোপদেশ। বৃন্দার শাপে গোবিন্দ পাষাণ হইলেন[১] ॥৭॥

নারায়ণ তুলসী-সৃষ্টি করেন[২]। বিষ্ণুপূজায় তুলসী অপরিহার্য, কিন্তু শঙ্খবাজনা হয় না। শিবের কৈলাসে তুলসীর জন্ম হইল।

গোবিন্দের নির্দেশে কোরলা কুরলি ধরিতে গেল শঙ্খাসুরকে। কিন্তু শঙ্খাসুর ধরিল পক্ষকে। কুরলি গেল উড়িয়া। দুই ছানা তাহার ক্ষুধায় কাতর। মাতার নিকট পিতার নিধনবার্তা শুনিয়া তাহারা বধ করিতে যায় শঙ্খাসুরকে। শঙ্খাসুর একটি ছানা ভক্ষণ করে। বিষ্ণু দেখা দেন শার্ঙ্গপাণি হইয়া। ভয় পাইয়া শঙ্খাসুর ছানা উগরাইয়া দিল। মুক্ত হইয়া সেই শাবক শঙ্খাসুরকে ধরিয়া বৃক্ষের উপর বসিয়া খাইল। শঙ্খ বাজিতে লাগিল বাতাস পাইয়া[৩] ॥৮॥

বলি-ছলন[৪]। কাণাশুক্র-কথা। বামন-আকারে গোবিন্দ ত্রিপাদ ভূমি চাহিয়া বলির মাথায় পদ দিলে, বলি পক্বাধ্যাপক লইয়া পাতালে চলিলেন। দেব দামোদরের পদ গেল ব্রহ্মলোকে মেরুশৃঙ্গে ব্রহ্মার গোচরে। ধাতা সেই পাদপদ্ম পূজা করিলেন একান্ত জানিয়া। সকল ব্রহ্মলোকে জল চাহিয়া অবশেষে কমণ্ডলু নাড়িলে, তিনি গঙ্গাকে দেখিতে পাইলেন। ব্রহ্মা সেই গঙ্গোদক হরিপদে দিলে,—সীতা ভদ্রা অলকানন্দা ও বঙ্ক্ষু[৫] নদীর উৎপত্তি হইল। এই চারি নদী অবতীর্ণ হইল পৃথিবীতে; স্বর্গ উদ্ধারের জন্য রহিলেন মন্দাকিনী ॥৯॥

গঙ্গা ব্রহ্মলোকে আসিলে শিব মাথায় তুলিয়া লইলেন। গঙ্গাকে দেখিয়া ফণিগণ গর্জন করিতে লাগিল। গঙ্গা গরুড় স্মরণ করিলেন। গরুড়ের নাদে সর্প ভয় পাইল। গঙ্গা রহিলেন শিবের জটায়।

কৈলাসে শিব পশুপতি। গোপী চিত্রবর্তী[৬] তপস্যায় রত প্রয়াগে। চিত্রবতীর কঠোর তপস্যায় শিব বিচলিত হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন ॥১০॥

বরদাতা শিবের উদ্দেশে আগমনী-স্তোত্র পিঙ্গলচ্ছন্দে ॥১১॥

১ ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে এই কাহিনী আছে। কিন্তু হরিদেবের বর্ণনায় ইহার যথেষ্ট রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে। প্রচলিত লৌকিক আখ্যানের সংযোজনই এই পরিবর্তনের হেতু মনে করি।

২ পৃ ১৫-১৯   ৩ দ্র. পৃ ৩৫৬ 'বাতাস পাইয়া শঙ্খ'

৪ ব্রহ্ম-পু, ১১ এবং পদ্ম-পু, উ, ৫৩, ২৪০ অংশে এই প্রসঙ্গ সবিস্তার মিলিবে।

৫ দ্র. 'বঙ্ক্ষু' (পৃ ৩৫৪); শ্রীভা, ৫-১৭-৮।—হরিদেবের বর্ণনায় যৌক্তিকতা লক্ষণীয়।

৬ আদিম আর্য গো-পূজক 'আভীর' জাতির মুখপাত্রস্থানীয়া। পরে আলোচনা দ্র.।

শিবের সাক্ষাতে গোপীর নিবেদন,[১]—গোপধেনু-রক্ষার্থ তাঁহার জন্ম। সেই কারণ কপিলাধেনু-প্রার্থনা। ডাঁশ মাছি মশা[২] হইতে ধেনুর নিরাপত্তা-প্রসঙ্গ। কপিলার পৃথিবী-আগমন-আশঙ্কায় শিবের রোদন এবং প্রেরণ করিবার প্রতিশ্রুতি। শিব অষ্ট বসুগণকে আদেশ করিলেন বশিষ্ঠের কামধেনু[৩] আনিবার জন্য। বসুগণের প্রস্তাবে বশিষ্ঠ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে শাপ দিলেন এবং ধ্যানযোগে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে আনিলেন। কৈলাসে কাপলা শ্রীরাম-তুলসী খাইলে শিব শাপ দিয়া তাঁহাকে মর্তে পাঠাইলেন ॥১২॥

গঙ্গা শিবকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহার জটায় বাস আর কত দিন। শিবের পরামর্শে গঙ্গা দেবকন্যারূপে অরণ্যমধ্যে দেখা দিলেন শান্তনুকে। শান্তনু[৪] গঙ্গাকে ঘরে লইয়া গেলেন। গঙ্গার গর্ভে জন্ম হইবে অষ্ট বসুর ॥১৩॥

গঙ্গা বসুগণকে গর্ভে ধরিয়া একে একে সকলকে গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। শান্তনু ত্যাগ করেন গঙ্গাকে। মাত্র ভীষ্ম রহিলেন অবশিষ্ট। গঙ্গা পুনরায় গেলেন শিবের শিরে। ভবানীকে ভার্যারূপে পাইবার জন্য শিব যোগস্থ। বাণ হানিলেন কামদেব। বিশ্বনাথ ক্রোধে কামকে পোড়াইয়া, পুনরায় বর দিলে, কামদেব দ্বারকায় কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর সন্তান[৫] হইলেন ॥১৪॥

ঈশান আছেন একভাবে। ব্রহ্মা ও হরি আদ্যাশক্তিকে কহিলেন, কায়া পাল্টাইয়া শঙ্করকে ভজনা করিতে। জগজ্জননী আদ্যাশক্তি, সাবিত্রী কমলা ও সতী—এই তিন মূর্তিতে তিন স্থানে তিন পুত্রের সহিত গৃহবাস[৬] করিলেন।

একদা ব্রহ্মার সদনে বিষ্ণু শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে বাহন নাই কাহার। ব্রহ্মা শিবকে কহিলেন, বিষ্ণুর বাহন কশ্যপ-পুত্র গরুড়[৭]। ব্রহ্মার বাহন সমুদ্রমন্থনে জন্মিবে[৮] এবং শিবের বাহন হইবে কপিলা হইতে। শিব পুনরায় তপ আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্র পারিজাত দিলেন নারদকে। নারদ দিলেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণু দিলেন রুক্মিণীকে। পারিজাতহরণ-প্রসঙ্গ[৯]। বিষ্ণুর বাহন নাগান্তক গরুড় ॥১৫॥

গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইলেন। তারকাসুরনিধন-প্রসঙ্গ[১০]। মুকুন্দের রক্ষণাবেক্ষণ হইতে শিবসুত কার্ত্তিক-কর্তৃক তারকাসুর-বধ ॥১৬॥

১ পৃ ২০-২২ ২ ধ-পু-বি ও হরষরল তুলনীয়। দ্র. পৃ ৩৪৩

৩ দ্র. কথ-সাং-কেরা, ১৮; রা (১-১-৫৩); কালি-পু, অ ৮১; ক-সা (১৭-১৩৪) ও কু-উ (৫৪) ই.

৪ মহাভারতের সুপ্রসিদ্ধ আখ্যান ৫ প্রদ্যুম্ন; দ্র. হরি, ১৪৮, ১৫০, ১৬০; ভাগ-১০-১৭; বিষ্ণু-পু, ৪-১৫ ই.।

৬ এই আত্মকথার প্রাগাধুনিক বাঙালা সাহিত্যের উপজীব্য কয়েকটি বিশিষ্ট কাহিনীর প্রধান দেবদেবী-ভূমিকার জড় মিলিবে। তুলনায় বহির্ভারতীয় আখ্যানাবলীরও সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

৭ পৃ ২২-২৪ ৮ ইহা নূতন কল্পনা। তু. পৃ ৫২ ৯ দ্র. মহা, ভাগ, বিষ্ণু-পু, হরি, অ ১৬৪ ই.

১০ অথবা 'তারকাক্ষ'। মহা (শল্য, অনুশাসন), মৎস্য-পু (১৪৭-৬০) ও শিব-পু, ই. দ্র.

গরুড় পেলেন বিষ্ণুর সাক্ষাতে[১]। গুরুনির্ণয়[২]। ইন্দ্র দেবরাজ। বৃহস্পতি[৩] দেবতার গুরু। হরি হর ভগবতী এক অঙ্গ ॥১৭॥

হরি, হর ও ভগবতীর স্তোত্র ॥১৮॥

কৈলাসশিখরে হরি হর ভগবতী একাঙ্গ। দক্ষের[৩] ঘরে মহামায়ার অধিষ্ঠান। তাঁহার সহিত শিবের বিবাহ। কৈলাসে শিব নন্দী-ভৃঙ্গী-সমেত; বাহন তাঁহার বৃষ[৪]। সেই হেতু সেখানে কপিলার[৫] অবস্থান।

এইখানে প্রথম পালার সমাপ্তি ॥১৯॥

পালাশেষে হরিদেব ব্রাহ্মণ, করোড়ি,[৬] শিকদার[৭] এবং দ্বিজোত্তমের[৮] জন্ত দক্ষিণরায়ের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করিয়াছেন। প্রথম পালা সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পালা

ঈশানের বিবাহ। দক্ষের শতপুত্র। সৃষ্টির জন্ত তাহাদের তপস্যায় গমন। মৈনাক-জন্ম[৯]। মৈনাকের পক্ষকর্তন। মৈনাকের পক্ষিরূপে আত্মগোপন। সখা বরুণ। শত্রু মারিতে যান বিধাতা। দক্ষের ঘরে মহামায়ার জন্ম ॥১॥

বিশ্বনাথের বিবাহ। মনুর কন্যা প্রসূতি[১০]। দক্ষের একশত দুহিতা। দক্ষ শম্ভু প্রভৃতি দেবগণকে কন্যা দান করিলেন। ধর্ম[১১] প্রভৃতি জামাতা[১১] হইলেন। দক্ষজায়ার গর্ভে মহামায়ার জন্ম। ভগবতীর দীপ্তি চন্দ্রতুল্য। এই অংশ বলরামের রচনা ॥২॥

মহামায়ার নাম হইল সতী[১২]। সতী শঙ্কর-চরণ পূজা করেন। মৃত্তিকা-শঙ্কর পূজা

১ পৃ ২৪-২৭। ইহা ভয়সমত বর্ণনা ২ ঋক্ ১-২-১৯০, ৪-৫০-১-৯ এবং রামা, মহা ও বিভিন্ন পুরাণ দ্রষ্টব্য।

৩ অদিতির অন্যতম পুত্র (ঋক্ ২-২৭-১), ই.

৪ মহা, অনু. ৭৭। বৈদিক রুদ্র বৃষভবাহন ছিলেন না। তিনি চড়িতেন মৃগরথে। তিনি স্বয়ং ছিলেন বৃষ। রুদ্র মরুদ্গণের পিতা। 'পৃশ্নি' তাহাদের মাতা। এই পৃশ্নি গাভী। এইজন্য মরুদ্গণ 'গোমাতরঃ'। ঋগ্বেদে রুদ্রকে 'বৃষভ' বলা হইয়াছে। পরবর্তী সংহিতায় 'পশুপতি' নাম. তাঁহাকে পশুর সহিত যোগযুক্ত বোঝায়। গাভী অথবা 'গোবৃষ' রুদ্রের নিকট উৎসর্গ করা হইত। এইরূপে গোকুল সহিত যোগ থাকাতে তাঁহাকে বৃষদেবতা বলিয়াই মনে হয়। পরে, রুদ্রে দেবভাবনা ঘনীভূত হইলে, মূল বৃষত্ব গৌণ হইয়া পড়িল। রুদ্র হইলেন 'বৃষভলাঞ্ছন' বা 'বৃষভকেতন' অথবা 'বৃষভবাহন' (দ্র. R-B, p. 31)।

৫ হরিদেবের মতে, মঙ্গলা (পৃ ২৮০) বা মঙ্গলের মাতা ৬ দ্র. পৃ ৩২১ ৭ দ্র. পৃ ৩৭১ 'সিকদার'

৮ দ্র. পৃ ৩৪৭ ৯ রামা, সুন্দর ১। হরিদেবের বর্ণনায় কিছু পার্থক্য আছে।

১০ বৈরাজ মনুর পত্নী 'শতরূপা' হইতে 'প্রসূতির' জন্ম (পদ্ম, সৃষ্টি, ৩)।

১১ মহা, শান্তি ২০৭; হরি ৩; ভাগ-৪র্থ ১-সমস্ত বর্ণনা। কূর্মাদি বিভিন্ন পুরাণে বর্ণনায় বৈচিত্র্য আছে।

১২ কালি-পু ৪১-৪৪; কল্প-পু, মাহে-কেদা, ২০-২২; শিব-পু ১০-সমস্ত বর্ণনা।

করেন সখীগণের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে। সতী যৌবনে তপস্বিনী হইলেন। সমাধিতে সর্বদা ত্রিলোচনকে চিন্তা করেন। আত্মাশক্তি ভগবতী মন্দাকিনী-তীরে তপস্যা করিতে গেছেন শঙ্করের জন্য। ভাগিনা নারদ শিবকে এই সংবাদ দিয়া, সতীকে ছলিতে পরামর্শ দিলেন ॥৩॥

ব্রাহ্মণের বেশে শিব সতীকে ছলনা করেন। শিব শিবনিন্দা করেন ব্যাজস্তুতিতে[১]। নারায়ণী ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ॥৪॥

সতীকে ছলনা করিয়া শিব কৈলাসে গেলেন। সতী ফিরিয়া আসিলেন দক্ষের ঘরে। যৌবনপ্রাপ্তা দেখিয়া দক্ষ বরের অনুসন্ধান করিতেছেন। ব্রহ্মা শিবের জন্য সুপারিশ করিলেন ॥৫॥

ব্রহ্মা হংসবাহে আরোহণ করিয়া সতীর বিবাহের জন্য ঘটকালি করিতে চলিলেন শিব সকাশে। শিব নিরঞ্জনপূজা[২] করিতেছেন। ইন্দ্রের স্তব শুনিয়া শিবের সমাধি ভাঙিল। শিব ব্রহ্মাকে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসিলেন ॥৬॥

শিব রাজি হইলেন। ব্রহ্মার প্রস্তাবে দক্ষ-দম্পতি খুশি হইলেন। রানী নানাবিধ মঙ্গল আচার করিলেন। কনক-বাদি[৩] গঠিত হইল। বিভিন্ন দেবতাদের আগমন হইল দক্ষভবনে। দশ জন দিক্পাল আসিলেন; ঋষিগণ আসিলেন। এদিকে শিব বিবাহ-সজ্জা করিতেছেন ॥৭॥

শিবের বিবাহসজ্জা[৪], নারদের পরামর্শমতো। নন্দী ভৃঙ্গী ভূত প্রেত ভৈরব খেচর সঙ্গে লইয়া বৃষবাহন শিবের গমন। সঙ্গে চলেন নারদ আলকুশী লইয়া ॥৮॥

শিবের বিবাহযাত্রা সদলে। স্বর্গে মর্তে ক্রিয়াকাণ্ড। স্ত্রীলোকগণের নীত-ক্রিয়া-আচরণ। বৈদিকমতে কন্যাদান। সতীর বেশবিন্যাস ॥৯॥

আত্মাশক্তির সজ্জা। তুলনায় শিবের কুৎসিত আকার দেখিয়া নারীগণের শিবনিন্দা ॥১০॥

শিবের রূপবর্ণনা দ্বারা নারীগণের শিবনিন্দা। দক্ষের অভ্যর্থনা। রমণীদের ঔষধ-প্রকরণ। ঔষধ ছোঁয়াইতে ফণী-গলায় উলঙ্গ শিব। নারদের আলকুশী-উড়ান ও রমণীদের লইয়া রঙ্গ ॥১১॥

১ পরবর্তী বাঙালা 'হরমঙ্গল' কাব্যে এই অংশ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

২ পৃ ৩০০, 'ওঁ নিরঞ্জন নিরাকার নিরাবাস মহাত্মনে, সর্বদেবপ্রধানায় নিরঞ্জনায় নমোস্তু তে' :— (ধ-পূ-বি, পৃ ৮৩)। নিরঞ্জন সর্বদেবপ্রধান— এই ভাবটি বাঙালা দেশের ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতো বহির্বঙ্গেও সুপরিচিত (দ্র. কবী, পৃ ৫২-৫৮)। ভক্তের লেখকা বাঙালারী কমঠাঙ্গে ধর্মঠাকুরের সম্পর্কে আলোচনা অন্যত্র (সা-প্র ৫, ভূমিকা) দ্রষ্টব্য। ৩ ইহাই পরে, বণিকরায়ের ও শীতলার 'বারা'।

৪ এই বর্ণনার সহিত বিজয়গুপ্তের 'শিবের গীতের' বিশেষ সাদৃশ্য আছে (দ্র. সা-প্র ৩)।

রমণীদের সতীকে ধিক্কার। প্রসূতির ক্রন্দন। সতীর প্রবোধদান। সতী খেতমাছি[১] হইয়া শিবের কপালে বসিয়া পরামর্শ দেন। শিবের মদনমোহনরূপ। পতি ও পত্নীর মর্যাদা-নির্ণয়। সতী শিবের ছামনি। শিবের তিন পুরুষের[২] নাম। কন্যা-সমর্পণ। ফুলসজ্জা। সুরতভাণ্ডব। বিদায় ॥১২॥

শিব-সতীর বিদায়। কৈলাসে উভয়ের গৃহবাস। মৈথুনে অগ্নিরূপী কার্তিকের জন্ম[৩]। তারক-নিধনের জন্য দেবগণের বাহন ও অস্ত্রদান। ময়ূর[৪] ও গরুড়[৫] কার্তিকের সখা হইয়া[৬] তারকনিধনে[৬] সহগমন করে ॥১৩॥

ময়ূরে চড়িয়া গরুড়কে সঙ্গে লইয়া কার্তিক তারকবধ করিতে চলিলেন। উভয়ের যুদ্ধ ও তারকনিধন। শিবের জটায় পার্বতী ও গঙ্গার কোন্দল[৭] হয়। পার্বতী গঙ্গাকে 'সতিনী' বলেন। গঙ্গা দুর্গাকে বলেন 'খুড়ী'[৮] ॥১৪॥

শিবের মধ্যস্থতা ও উভয়ের কোন্দলভঞ্জন। সত্যের কপিলা[৯]-প্রসঙ্গ। ধেনুকে শঙ্করের পৃথিবী গমনের অনুরোধ। ভগবতীর রোদন। গণেশের[১০] জন্মকথা। মৃত্তিকার মূর্তিনির্মাণ। চিত্রের পুতলিতে শিবকর্তৃক জীবন্যাস। দেবগণ ও শনির আগমন। শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড অপসারণ। দেবীর করুণা। হনুমানকর্তৃক উত্তর শিয়রে নিদ্রিত কুঞ্জরের মুণ্ড কাটিয়া আনয়ন। বিধিকর্তৃক কুঞ্জরের মুণ্ড গণেশের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া জীবন্যাস[১১]। পূজাগ্রভাগ স্বীকার করিয়া দেবতাগণের সম্মান। আচম্বিতে উচাটিত

১ দ্র. পৃ ৩৬৮ ২ বাজসনেয়ী সংহিতায় রুদ্র চর্ম- বা কৃত্তিবাস, নীলকণ্ঠ ও সিতিকণ্ঠ। মনে হয়, ইহা অগ্নিরই রূপক—অগ্নি ও অঙ্গার হৃদয়ে কালো ফোঁটা-কাটা 'বাঘ'চর্মের মতো, অগ্নির মধ্যে কৃষ্ণ আভা যেন 'নীলকণ্ঠ' এবং ধূমায়মান বহ্নি যেন 'সিতিকণ্ঠ'।

৩ শত-ব্রা ও তৈত্তি-সং-সম্মত 'অগ্নি'স্বরূপ স্কন্দ-কুমারের বর্ণনা। মহাভারত ও রামায়ণের স্কন্দ-উপাখ্যান হইতে বিভিন্ন পুরাণাদিতে নানা কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। (দ্র. *R-S, pp. 71-77*)

৪ মৎস্যপুরাণে (১৫৯ অ) কুক্কুট ও ময়ূর উভয়ই কার্তিকের বাহন।

৫ স্বীয় পুত্র ময়ূরকে প্রদান করেন (বাম-পু, ৫৭)। ৬ স্কন্দ, মহা, ই. দ্র.।

৭ তু. ক-চ (পৃ ৮০-১), ই.; তু. ব্রহ্ম-বৈ. পু-র (প্রকৃতি ১১ অ) গঙ্গা ও রাধার বিরোধ।

৮ মুকুন্দরামের মতে, 'বহিনী' (পৃ ৮০)।

৯ ইনি বৈদিক 'পৃশ্নি'; বিষ্ণু-পু. ও মহাভারতে, দক্ষকন্যা, কশ্যপ-পত্নী। এই কপিলা হইতে অপ্সরাগণ, গন্ধর্বগণ, গো, অমৃত প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। বাঙলা সাহিত্যে 'কপিলামঙ্গল' নামে স্বতন্ত্র রচনা পাওয়া যায় (বা-সা-ই ১ম, ২সং, পৃ ৮০২)। হরিদেব রায়মঙ্গলে স্বতন্ত্র কপিলামঙ্গল-কাহিনীটিকে তাঁহার আখ্যানের পালাবিশেষে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। দ্বিজমাধবের ও ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলেও এই কাহিনী আছে (ম-বি, পৃ ২২-২৬; ম-ম, পৃ ৩৯৭, ৪১২)। ১০ এই বর্ণনা শিব-পু-সম্মত।

১১ ইহা পরবর্তী মর্ত্য সকল জীবন্যাসের সূত্র।

গণেশের মুণ্ড দক্ষিণে পড়িয়া দেবতা হইল; এবং তাহার নাম হয় শিবসুত হড়মুড়া[1] ক্ষেত্র। রূপ-রায়ের[2] সঙ্গে তিনি সর্বক্ষণ থাকিবেন ॥১৫॥ দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত।

তৃতীয় পালা

শিবের শাপে ভগবতী সতী গো-রূপা হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া গোপের ভবনে ধেনুরূপে রহিলেন। পূর্বে গোপী চিত্রবতী[3] তপ করিয়াছিলেন; সেই পুণ্যফলে কপিলা[4] আসিলেন। চিত্রবতী ভক্তি করিয়া সেবা করেন। নিজ সাত সুতে ডাকিয়া চিত্রবতী কপিলাকে যত্ন করিতে বলিলেন। সাত জনে হৃষ্ট হইয়া চামর-ব্যজন করিতে লাগিল। ময়ূরপুচ্ছ-দ্বারা গোশালা ছাইল; হেমগড়া বাঁধিল; চন্দনকাষ্ঠে সুবাসিত ধূম দিল; কোমল তৃণ যোগাইতে লাগিল। কপিলা হৃষ্ট হইয়া গোপী চিত্রবতীর সেবা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। তুষ্ট হইয়া কপিলা গোপীকে বর দিলেন। কপিলার বরে তাঁহার ষোল শত পাল হইল। পাল-বৃদ্ধিতে চিত্রবতী অনেক রাখাল নিযুক্ত করিলেন ॥১॥

কপিলা-ধেনু চিত্রবতী-গোপীর গৃহে বাস করেন নিত্যসেবা[5] গ্রহণ করিয়া। বধূগণ বিরক্ত হইয়া এই সেবা হইতে নিস্কৃতি চাহিল। তুঁষের ধোঁয়া-দেওয়া, মুক্তকেশে রোদন করা, গোহালে মুড়ি খাওয়া—এই সব অমঙ্গল-কৃত্য করিতে লাগিল। গরুর গায়ে কাঁটার ঘা মারিতে লাগিল। গোয়ালে ভাজা পোড়া চর্বণ করিতে লাগিল। এত অপমানহেতু কপিলা গোহাল ছাড়িয়া চলিলেন। কপিলা একাকী ভ্রমণ করিতে[6] চোরাধেনু আসিয়া মিলিত হইল। চোরাধেনু কপিলাকে কুমন্ত্রণা দিল। কুমন্ত্রণা দিয়া, চুরি করিয়া ধান খাইতে পরামর্শ দিল। ফলে, উভয়ে বিনোদ ব্রাহ্মণের[7] ক্ষেতে উপনীত হইয়া পাকা ধান খাইবার কালে, দণ্ডহস্ত ব্রাহ্মণের নিকট ধরা পড়িল। ব্রাহ্মণ পৈতার বন্ধনে কপিলাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন ॥২॥

---

১ সম্ভাবিত ব্যুৎপত্তি, এইরূপ হইতে পারে,—*গণ্ডমুণ্ডিক > হণ্ডমুণ্ডিঅ > হঁড়মুড়িঅ > হড়মড়া, হড়মুড়া = গজমস্তক গণেশ। ২ হিজলির রাজা 'নৃসিংহের' রূপান্তর 'রূপ রায়'। তাঁহার প্রসঙ্গ নবম পালায় দ্রষ্টব্য।

৩ কপিলামঙ্গলের সূত্রধারিকার নাম মথুরাবাসিনী হরিহর-গোপপত্নী 'লীলাবতী' (দ্র. বি-ভা-পু, সংখ্যা ৩৪)। কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে হরিদেবের বিবৃত নামই দেখা যায়। উভয়ের আখ্যানভাগেও ভাবগত সাদৃশ্য আছে। হরিবংশে (১৩০) শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিণীর কন্যা চিত্রবতী। যাহাই হউক, হরিদেব মথুরা বা বৃন্দাবনের বদলে চিত্রবতীকে তপস্যা করাইয়াছেন প্রয়াগে (পৃ ১৮)। কূর্ম পুরাণের মতে, প্রয়াগে কপিলা-ধেনু দান করিলে ধেনুর অসংখ্য রোমের পরিমাণ বৎসর রুদ্রলোকে বাস হয় এবং প্রয়াগে বৃষে আরোহণ করিয়া গমন করিলে প্রায় অনন্ত নরকবাস অবশ্যম্ভাবী (পূর্ব, ৩২-৪৩.৭, ঐ ৩৮-২-৩)। গোপ-জাতীয়দের এই বিধি-নিষেধ, জাতীয় কোনও প্রাচীন টোটেম টাবুর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ হওয়া অসম্ভব নহে (তু. *Gaya, pp. 17-18*)।

৪ গোপগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'সুরভি' (দেবী-ভা, ৯-৪৯)। কপিলামঙ্গলেও মনসামঙ্গলে কপিলা ও সুরভি অভিন্না (পৃ ৩০২ ইং.)। ৫ তু. ম-ম, পৃ ৩০১। ৬ ম-ম-তে, বঙ্কুরার ঘাটে বনগমনকালে (দ্র. পৃ ৩০৪)। ৭ বিপ্রদাসের মতে, 'সুবর্ণ বিজয়' (দ্র. পৃ ২২)।

চোরাধেনু পলাইয়া গেল। কপিলার লাগ পাইয়া ব্রাহ্মণ কপিলাকে বাঁধিতে গেল। কিন্তু দড়ি পুনঃপুনঃ জুড়িয়াও কুলায় না। তখন ব্রাহ্মণ নিজ কণ্ঠের পৈতা দ্বারা দৃঢ় জড়াইয়া বন্ধন করিতে, কপিলা ভয় পাইলেন; পাছে যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া যায় ॥৩॥

বৈষ্ণব পদাংশের ধুয়া। কপিলা শোচনা করিতে লাগিলেন। তুলসীভক্ষণহেতু এই বিপদ্‌। ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মণ গোহালে আগড় তুলিয়া দিলেন। কপিলার নয়ন হইতে নীর খসিল। সেই নীর হইতে গোহালে রক্ত-কাকনের[১] সৃষ্টি হইল। কপিলা ভাবিতে ভাবিতে দশভুজা-মূর্তি ধারণ করিয়া, গোহালে সিংহে আরোহণ করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণী গোহাল ঝাঁটাইতে আসিয়া গোহালে 'দশভুজা' দেখিলেন। ব্রাহ্মণী আগড় ঘুচাইয়া চরণে ধরিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন; পৈতার বন্ধন মুক্ত করিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণও আসিয়া পৌঁছিলেন। উভয়ে কপিলার নিকট অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন[২] ॥৪॥

কপিলা তাঁহার অকারণ বন্ধনের জন্য ব্রাহ্মণকে শাপ দিলেন। যত অনাচার ব্রাহ্মণের দ্বারা সংঘটিত হইবে; শাপ দিয়া গোহাল ছাড়িয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কপিলা বিশ্বনাথের নিকট কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। দৈববাণী পাইয়া কপিলা গর্ভবতী[৩] হইলেন। দশ মাস হইলে কপিলা পুত্র প্রসব করিলেন—নাম মনুরথ[৩]। শিশুকে গহন কাননে রাখিয়া কপিলা চরিতে যান ॥৫॥

ইন্দ্র নারদকে বলিলেন, পৃথিবীতে গিয়া কামধেনুকে সঙ্গে করিয়া সুরপুরে আনিতে। নারদ শিবকে জিজ্ঞাসা করিয়া হৃষ্ট হইয়া, সাহসে গমন করিলেন ॥৬॥

কপিলা কাননে শিশু রাখিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া চরিতে গেলেন। নারদ দুর্জয় শার্দূল-[৪] রূপে তথায় উপস্থিত হইলেন; ধেনুর নিকট লাফ দিয়া পড়িয়া তাহাকে খাইতে চাহিলেন। শিশুকে রাখিয়া ফিরিয়া আসিলে, কপিলা তাহার পরে খাইতে বলিলেন। কপিলার কথা

১ রূপকথার অবতারণা।

২ ম-ম-তে এই আখ্যান সম্পূর্ণ নাই। চোরা-ভাইয়ের কাহিনীতে বৈচিত্র্য আছে। সে একদা কালিকার হাসন হুসেনের মসুরি কাপাস খাইয়াছিল (পৃ ৬০৮)। কিন্তু, দ্বিজদাসের বর্ণনার সহিত হরিদেবের বর্ণনার ঐক্য আছে।

৩ ম-ম-তে দাস-রূপী শিববীর্য ভক্ষণ করিয়া (ঐ, পৃ ৬০৩)। দ্বিজদাস বর্ণনায় বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার মতে, ব্রহ্মার কিঞ্চিত 'চন্দ্র'যোগে চণ্ডীর গর্ভ হয়। চণ্ডী গঙ্গাহ্রদে স্নান করিয়া শিবাদনকে মোহিত করেন। গোপ তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রসবদ্বার রুদ্ধ করিলেন। অবশেষে দেবীকে কাতর দেখিয়া দ্বার ছাড়িলে, চণ্ডীর গর্ভপাত হইল বালুকার মধ্যে। কপিলা সেই জল খাইয়া গর্ভবতী হইয়া মনুরথকে প্রসব করিয়াছিলেন। তৃষার্ত মনোরথ বালুকা-সমুদ্রের জল সব খাইয়াছিল (পৃ ২১-২৩)। তুলনায় দেখা যায় (ম-বি, পৃ ৩৩৭), কপিলা বৈদিক পৃশ্নির রূপান্তর; ইনি মরুদ্গণের মাতা। মরুৎ ও মনোরথ অভিন্ন; তু. 'মনোজুবো যান্ মরুতো রথেষু আ' (ঋক্ ১-৮৫-৪ ম)। ৪ ক্ষেমানন্দের মতে, এই কাহিনী পদ্মপুরাণ-সম্মত (পৃ ৩১০)।

শুনিয়া নায়কের বিশ্বাস হইল না। কপিলা প্রাণের কারণে ধর্মচ্যুত হইবেন না। কপিলা মৃত-সকাশে পৌঁছিলেন। এদিকে কপিলাপুত্র মহুরথ তৃষার্ত হইয়া সমুদ্রবারি[১] শুষিয়া লইয়াছে। বিলম্বের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, কপিলা পুত্রকে শার্দূলের নিকট সত্যবন্দী হওয়ার কথা বলিলেন। মহুরথ জননীর নিকট শার্দূল-জন্ম শুনিতে চাহিল ॥৭॥

মহাকায় মহুরথ কাননে মাতাকে হারাইয়া তৃষ্ণায় সমুদ্র শুষিল[২]। পুত্র স্তন্যপান না করিয়া মাতাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। সমুদ্র শুষ্ক দেখিয়া কপিলা তাহা দুগ্ধে পূর্ণ করিলেন[৩]। পুত্রকে স্তন পান করাইয়া কপিলা বাঘের নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে চাহিলেন। কপিলা ব্রহ্মতত্ত্ব কহিয়া পুত্রকে শান্ত[৪] করিলেন। কপিলা বলিলেন, দেবীর বিড়ম্বনায় ধর্মের কথা ভাবিয়া শার্দূলের জন্ম[৫] হইল। মহুরথ মাতার সহিত গিয়া ব্যাঘ্রকে দেখিতে চাহে[৬]; হেলায় শার্দূল বধ করিতে তাহার বাসনা। পুত্রস্নেহাতুরা কপিলা ভয় পাইলেন ॥৮॥

মহুরথ জননীর কথা গ্রাহ্য না করিয়া উভয় বিশাল শৃঙ্গ উঠাইয়া কৈলাসপর্বত-তুল্য শরীর বাড়াইয়া গর্জন করিয়া শার্দূলের নিকট পৌঁছিল, জননীকে পিছু রাখিয়া। কপিলাকে দেখিয়া বাঘ গর্জন করিয়া দাঁত কাঁকাইতে লাগিল। মহুরথ ভয় না পাইয়া তাহাকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। মহুরথ তর্জন গর্জন করিতে করিতে বসিয়া রহিল সুমেরু পর্বতের মতো। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল[৭] ॥৯॥

উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। দেবগণ চমকিত। কমঠের পৃষ্ঠ[৮] নড়ে, বাসুকি গড়ল ছাড়ে, গিরিবর থরথর কম্পিত হয়। উভয়ের যুদ্ধ দর্শনে কপিলা বিস্ময় ॥১০॥

১ ম-ম, পৃ ৪১৪— 'মহুকায় মীর'।

২ ঐ, ঐ 'আড়াই নিঃশ্বাসে'। মধুকায় স্নান করিলে অমর হওয়া যায় ('যাহাতে করিলে স্নান জিতে নারে যম' ঐ, পৃ ঐ)। ৩ 'এক বাঁটের দুধে কৈল জলধিপূরণ' (ঐ, পৃ ৪১৫)।

৪ 'দক্ষিণ গহনপথে ব্যাঘ্র দুর্জন তাতে নিবেশিয়া আছে চিরকাল', 'গহনে নাহিক গম্য তাতে অতিশয় রম্য তাহাতে শার্দূল মহাবলি, সত্য করিব আমি দক্ষিণ গহনে তুমি না যাইও পুত্র মনোরথ' (ঐ, পৃ ৪১৬)।

৫ বিপ্রদাসের মতে, গন্ধর্বকুমারী তিলোত্তমাকে দেখিয়া ব্রহ্মার শুক্রপাত হয়। ব্রহ্মা 'শুক্রপাত হাতে দিল কমণ্ডলু-জল, জন্মিল দুরন্ত ব্যাঘ্র দেখি ভয়ঙ্কর'।—পৃ ২১। ব্রহ্মার দুই কুমার 'দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছ পদতলে' অর্থাৎ আদিত্য ও অগ্নির সহজাত ব্যাঘ্র। অগ্নি ('শুক্র') ও মেঘ ('গর্জিত'—'বড় প্রাণ উড়ে ব্যাঘ্র ব্রহ্মার বাতাস, দিবস নিকট গ্রহ বিপরীত-কায়।—পৃ ২১)-এর সংযোগে ব্যাঘ্রের সৃষ্টি। উৎপত্তির দিক ও বাঘ সমকোণাকৃত। পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য। তু. ম-ম, পৃ ৪১৮ 'চন্দিন ধর্মের কোনা' শব্দগুলি ইহার শুদ্ধ পাঠ—'চণ্ডিল ধর্মের কোণা'। মহীশূর রাজ-পুত্রের শার্দূলরূপে দমে মাংসভক্ষণ, মূলক আখ্যান।

৬ ম-ম, পৃ ৪২১ 'সম্ভব বধিব তারে পাঠাইব যমঘর দেখি চল দক্ষিণ-গহনে'।

৭ 'ক্ষীরোদসমুদ্রতীরে'—ঐ, পৃ ৪২৩। ৮ তু. 'কূর্ম্মের পিঠে নড়ে বসুমতী' ই.—পূ-প ২, পৃ ২৫৩।

উভয়ের পুনর্বার যুদ্ধ হয়। মহুরথের পরাক্রম দেখিয়া শার্দূলরূপী নারদ বিপদ্ ভাবেন; উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ছট্‌ফট্ করিতে করিতে বনে লুকাইলেন; শার্দূল-কায়[1] ত্যাগ করিয়া মুনি-রূপ গ্রহণ করিয়া হাতে শিঙা ডমরু লইয়া কপিলাকে ছলনা করিতে আসিলেন ॥১১॥

ব্রহ্মাপুত্র নারদ শিবের ভাগিনা। বীণা বাজাইয়া হরিগুণ গাহিতে গাহিতে কৌতুকে কপিলার নিকট আসিলেন। কপিলা সপুত্র মুনির চরণে প্রণত হইলেন। নারদ কপিলাকে বৈকুণ্ঠ যাইতে বলিলেন। প্রসঙ্গতঃ কপিলার আত্মকথা কহিলেন। উভয়ে আনন্দে নারদের সহিত সুরপুরে গমন করিলেন। কপিলাকে দেখিয়া দেবগণ তুষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ করিলেন। কপিলার কথা শুনিয়া নারদ ক্ষীরোদসমুদ্র[2] মন্থনের কথা[2] বলিলেন দেবগণকে। দেবতারা পক্ষিগণকে ডাকিলেন টক্[3] আনিবার জন্য ॥১২॥

পক্ষ-সজ্জা (সাজনি)। জটায়ু সম্পাতি সুপারুণ শঙ্খচিল ভোমচিল সারস কোকিল তিত্তির খঞ্জন ময়ূর রাজহংস টিয়া তোতা বুকুড়ি শুখিকা কাক বক হাড়িগিল খরহংস বুলবুল তালচাকা মৎস্যরঙ্গা দইয়াল টুনটুনি ছাতারিয়া পেঁচা বাদুড় কোয়লা কুরলি বাবুই বাঁশচুয়া রায়মণি—এই সকল পক্ষী শিবের বচন শুনিয়া হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত হইল। ইহাদের মধ্যে সকলে মিলিয়া টিয়া[4] পাখীকে এই উদ্দেশ্যে আকাশে উড়াইল। টিয়া লঙ্কায়[5] প্রবেশ করিয়া সযত্নে তেঁতুল আনিল। ক্ষীরোদসমুদ্র-বরাবর উড়িবার কালে শরচান-তাড়িত হইয়া[6] ভয় পাইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্রের দুগ্ধের উপর তেঁতুল ফেলিয়া পলাইয়া, টিয়া শীঘ্র দেবতা-গোচরে উপনীত হইয়া সমস্ত কহিল। সমস্ত শুনিয়া শিব[7] পুলকিত হইলেন এবং পক্ষীদের বিদায় করিয়া, মন্থন করিবার জন্য দেবতারা সাজিলেন ॥১৩॥ তৃতীয় পালা সমাপ্ত।

চতুর্থ পালা

ক্ষীরোদমন্থন। মন্থনদণ্ড ও পাশভাণ্ড-চিন্তা ॥১॥

পাশভাণ্ড হইলেন বসুমতী। বাসুকি সর্প হইলেন ছান্দনপাশ। মন্দার পর্বত হইল মন্থন-দণ্ড। সপ্তদ্বীপা পৃথিবী হইল ভাণ্ড। সুরাসুরের মন্থন। প্রথমে উঠেন লক্ষ্মী, দ্বিতীয়ে সুধাকর, তৃতীয়ে পারিজাত, চতুর্থে ঐরাবত, পঞ্চমে উচ্চৈঃশ্রবা[8] ষষ্ঠে ধন্বন্তরি, সপ্তমে চাঁদ

১ বিপ্রদাসের মতে, 'সর্বর্ব হইয়া বাঘ গেল ইন্দ্রপুরে' (পৃ ২৩)।

২ ক্ষীরোদসমুদ্র=বঙ্গোপসাগর (ম-ম, পৃ ৪১৩, ৪২৬ ই., বা-সা-ই., ১খ, ২সং, পৃ ১২৭)। স্বর্গের কপিলা এই সমুদ্র তাঁহার দুগ্ধে পূর্ণ করিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্তের মতে, শিব কপিলাকে ইহা দুগ্ধে পূর্ণ করিতে বলেন, মনসার পুত্র নাগগণের পোষণের নিমিত্ত (বি-ম, পৃ ১৯৭)। ৩ ক্ষীরসমুদ্র দধি করিয়া মন্থনের উদ্দেশ্যে।

৪ দ্র. বি-ম, পৃ ২৩। ৫ বিপ্রদাসে, 'মহীরাজ' (পৃ ঐ)। ৬ দুর্বাসার শাপে (পৃ ঐ)।

৭ ব্রহ্মা (পৃ ঐ)। ৮ দ্র. অথর্ব, বিরাজ্ সূক্ত, বি-ম, পৃ ২৯-৩০।

অধিকারী, অষ্টমে পারিজাত, নবমে ষোলকলা-সমন্বিত চন্দ্র, দশমে সরস্বতী উঠিলেন, একাদশে উঠিল বিষ[১]। শিবের বিষপান ॥২॥

পৌরাণিক বর্ণনার অনুসরণ। সুধাভাগ চাওয়ায় শত বৎসর দেবাসুরের যুদ্ধ। নারদের মধ্যস্থতা ॥৩॥

পৌরাণিক বর্ণনার অনুবৃত্তি। বিধাতার আজ্ঞায় পুষ্পবন ও নানাবিধ পুষ্পের জন্ম হইল। বিধাতা নিজ গাত্রমলা দিয়া মধুমক্ষিকা[২] সৃজন করিলেন এবং অমৃতভাণ্ড প্রক্ষালন করিয়া পুষ্পবনে মধু ছড়াইয়া দিলেন। পুষ্পবনের অধিকার দেওয়া হইল মধুমক্ষিকাকে ॥৪॥

দেবতারা মধুমক্ষিকাকে কহিলেন, পুষ্পবনে গিয়া মধু সৃজন করিতে। তাহাই হইল। এদিকে, মধুবনে অসুর ধাইয়া আসিল। তাহারা মধুর আস্বাদ পাইয়া মধুবন নষ্ট করিতে লাগিল। ভয়ে মক্ষিকাগণ পলাইল ॥৫॥

মধুমক্ষিকারা মধুবন ত্যাগ করিয়া দেবস্থানে গিয়া অসুরের অত্যাচার বর্ণনা করিল। শোকের করুণা-বাণী শুনিয়া দেবগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জা করিলেন ॥৬॥

যুদ্ধসাজনি। ইন্দ্র সগর্বে সাজিলেন। এবং দেবতাগণ রথে চড়িয়া মধুপুষ্পবনে উপনীত হইলেন। মধু[২] নামে অসুরের সহিত মহাযুদ্ধ হইল। দেবতাগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন ॥৭॥

দেবতাগণ শিবের[৩] নিকট গিয়া মধুদৈত্য[৩]-নিধনের পরামর্শ চাহিলেন। অম্বিকার রূপ ধরিয়া উর্বশী শিবের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিব[৪] কামাতুর হওয়াতে চন্দ্রসম তাঁহার বীর্য[৪] মাটিতে পড়িল। তাহা হইতে দুই সহোদর[৪] জন্মগ্রহণ করিল। দেবগণ হৃষ্ট হইয়া ধবল[৪]বর্ণ সন্তানের নাম রাখিলেন দক্ষিণ ঈশ্বর[৪] এবং কৃষ্ণ[৪] বর্ণের সন্তানের নাম রাখিলেন কালু[৪]। দেবতাগণ তাঁহাদের বস্ত্র অস্ত্র যোগাইলেন। দক্ষিণরায়কে শার্দূল[৪]

১ স্কন্দ-পু-মতে, সমুদ্রমন্থন = কালকূট-আবির্ভাব (মাহে কেশ, ৯-১০০)।

২ মধুকীট। তু. একার্ণবে যোগনিদ্রাগত বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে উৎপন্ন মধু ও কৈটভ। এই কাহিনী সম্ভবতঃ সৃষ্টির কোনও এক আদি যুগের কীট-ভীতির ইঙ্গিত বহন করে যাহা মধুকৈটভের সহিত সংযুক্ত। পুরাণমতে, বিষ্ণু মধুকৈটভকে বধ করেন। হরিদেবের এইরূপ উপস্থাপনা অভিনব।

৩ পৌরাণিক মধুদৈত্য শিবের সহিত সম্পর্কহীন।

৪ শাংখায়ন শ্রৌতসূত্রে 'ভব' ও 'শর্ব'কে রুদ্র-শিবের দুই পুত্র বলা হইয়াছে। এবং তাঁহাদিগকে শিকারোক্ত ব্যাধের অনুরূপ দেখা যায় (৪-২০-১)—*Ve-My*, p 75। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁহাদিগকে অগ্নির সহিত অভিন্ন বলিয়া, তাঁহাদের মূল পুজাস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।—অগ্নি এক দেবতা: তাঁহার পরিচয়ে—পূর্বদেশের লোকেরা তাঁহাকে বলে 'শর্ব', বাহীকরা বলে 'ভব', অন্যেরা পশুপতি, রুদ্র, অগ্নি (১-৭-৩-৮)—*S-B (We.)*, p. 70।—বৈদিক রুদ্রের পূর্বদেশীয় দুই পুত্র ভব ও শর্বকে যথাক্রমে দক্ষিণেশ্বর ও কালুরায় বলিয়া চিহ্নিত করা যাইতে পারে।

বাহন দিলেন শিব। কালুরায়কে ইন্দ্র বাহন দিলেন অশ্ব[১]। এইরূপে তাঁহাদের বাহন যোগাইয়া তাঁহাদিগকে দেবপুরী রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। দুই সহোদর যথাক্রমে শার্দূল ও তুরঙ্গ বাহন পাইয়া হৃষ্ট হইয়া পুষ্পের নিকটে গিয়া নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া রহিলেন ॥ ৮ ॥

অনেক শার্দূল লইয়া দক্ষিণরায় অসুর বধ করিতে অপেক্ষা করিলেন। এদিকে মধু-দৈত্যের দূতেরা প্রভুকে বিপদ-সঙ্কেত নিবেদন করিল। বিবরণ শুনিয়া অসুর ক্রুদ্ধ হইল ॥৯॥

অসুর যুদ্ধসজ্জা করিল। দক্ষিণরায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রায়ের শরীর হইতে অসংখ্য ক্ষেত্রপাল[২] জন্মিল। উভয়ের যুদ্ধ ॥১০॥

দক্ষিণরায় কালুরায়কে আজ্ঞা করিলেন, বাঘগণকে সাজন করিতে। বিভিন্ন প্রকারের বাঘ[৩] আসিয়া পৌঁছিল ॥১১॥

বাঘ-সেনা ও অসুর-সেনায় ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রায়মল্ল দৈত্যপতিকে নিধন করিলেন। সুরপুরে অমরগণ নাচেন ॥১২॥

মঙ্গল। দৈত্য নিধনে অমরাবতীতে সুরনারীগণ মঙ্গলকৃত্য করিতেছেন। দেবতাগণ দক্ষিণেশ্বরকে পরামর্শ দিলেন, মধুপেকে আশ্বাস দিয়া পুষ্পবন প্রত্যর্পণ করিয়া অমর নগরে[৪] পূজা[৪] লইতে। তাহাই হইল। দক্ষিণরায় মধুমক্ষিকাগণকে আনিয়া নির্ভয়ে বিবিধতে মধুসৃষ্টি করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং চলিলেন অমরভুবনে পূজা লইতে ॥১৩॥

ভব ও শর্বের রূপ ভেদ ও বাহনযোগে তাঁহাদিগকে দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের যথাযথ পূর্বপুরুষ বলিয়া অনুমান করা যায়। ভব ও শর্ব মূলে দুই পৃথক দেবতা হইলেও সম্প্রদায় ও চরিত্রসাম্যে তাঁহারা পরস্পরে মিশিয়া গিয়াছেন এবং দক্ষিণেশ্বর ও কালুরায়েও আমরা এইরূপেই সংযোজনের কল্পনা করিয়া লইয়াছি। ভব ও শর্ব উভয় দেবতা আদিতে বৈদিক-আর্য-মণ্ডলের বাহিরে (সম্ভবতঃ আদিম আর্য কর্তৃক) পূজিত হইতেন। অথর্ববেদে ভব ও শর্ব দেবতা সম্পর্কে যে বিবরণ আছে, তাহা দক্ষিণেশ্বর ও কালুরায়ের চরিত্রবর্ণের প্রায় অনুরূপ। ভব (=দক্ষিণেশ্বর) আকাশ পৃথিবী দ্যৌ-এর (১১-২-২৭) অধিপতি (৩-১৩-২)। শর্ব (=কালুরায়) ধনুর্ধর বন (৬-৯৩-১)। সর্বোত্তম ধনুর্ধরদের মধ্যে উভয়েই অব্যর্থসন্ধানী (৩-২৮-২)। তাঁহাদের উগ্রতা ও তীক্ষ্ণতার নিকট কোনও দেব বা মানবের পরিত্রাণ ছিল না (৩-২৮-৫)। অথর্ববেদে তাঁহারা যথার্থ মৃত্যুদেবতা এবং যমের যথার্থ দোসর (দ্র. *R-S, pp. 32-4*)। পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১ ইন্দ্রের সঙ্গে অশ্ব-যোগের প্রসঙ্গ রামায়ণে ও ভাগবতে আছে। অহি-হন্তা 'পেড় পৈদ্ব' নামক অশ্বের সহিত ইন্দ্রের যোগ দেখা যায় ঋগ্বেদে (১-১১৭-৯, ১-১১৮-৯)। হরিদেবের মতে, কালুরায় বাহন 'তুরঙ্গ' পাইয়াছিলেন ইন্দ্রের নিকট হইতে। কালুরায়ের অশ্বপ্রীতি বর্তমানেও কিছুমাত্র কমে নাই (দ্র. বা-প-প ৩৮, ২, পৃ ৮৫)।

২ গ্রামদেবতারা প্রায়শঃই ক্ষেত্রপাল দেবতা হন। ব্রহ্ম-পু-মতে, শিব গৌরী গণেশাদি দেবতা ও মাতৃকা সকলেই ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রপালেভ্যঃ নমঃ (৭-৩৩)।

৩ কৃষ্ণরায় ও রূপদেবের বাঘগণের সহিত হরিদেবের বাঘগণের তুলনামূলক আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৪ আগের পৃষ্ঠায় ৪ সংখ্যক টীকা দেখুন।

স্বর্গের দেবরাজ রায়-পূজা করিলেন বৈদিকমতে[১]। বর দিয়া দক্ষিণরায় শার্দূল বাহনে শিবের নিকট গেলেন ; শিবকে যুদ্ধবিবরণ কহিলেন। শুনিয়া শিব খুশি হইলেন ; খুশি হইয়া বর দিলেন, ভাটির[২] রাজন[৩] রায়ের পদ পূজা করিবে ; দক্ষিণে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর[২] হইবেন। এবং সমস্ত সুর নর তাঁহাকে প্রত্যক্ষ-পূজা করিবে। এই বর লাভ করিয়া হৃষ্ট হইয়া দক্ষিণরায় শার্দূল লইয়া দক্ষিণ দেশে চলিলেন ॥১৪॥

শার্দূলবাহন দক্ষিণরায় অনেক বাঘ ক্ষেত্রপাল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল ভৈরব ভৈরবী[৪] সিদ্ধাগণ[৫]সহ ভাটিতে চলিলেন। এতো সমারোহ দেখিয়া কালুরায় দক্ষিণরায়কে লজ্জা দিলেন। তাহাতে দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপালগণকে[৪] বিদায় করিলেন এবং বাঘগণ নিজ নিজ বনে প্রবেশ করিল ॥১৫॥

দক্ষিণরায় ও কালুরায় দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া অষ্টাদশ ভাটিদেশ[২] ভ্রমণ করেন। রায়ের কণ্ঠে যজ্ঞসূত্র[৬] ; পরিধানে শুক্ল ধুতি ; ভালে ফোঁটা ; কক্ষতলে আগমের[৬] পুঁথি। উত্তরে সাগরতীরে মুনি[৭] সন্নিধানে গিয়া গঙ্গাস্নান করিলেন ॥১৬॥

ব্রহ্মার যজ্ঞকথা। যজ্ঞে বিভিন্ন দেবগণ আসিয়া যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করিলেন। দক্ষ আসিলেন। দক্ষ আসিয়া ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন ॥১৭॥

কিন্তু শিব শক্রতায় দক্ষকে প্রণাম করিলেন না। দক্ষের অজা-বিবাদহেতু ছাগল-বদন[৮] হইবে বলিয়া ঈশান তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই। লজ্জা পাইয়া দক্ষ নিজ দেশে গিয়া শিবহীন যজ্ঞ আরম্ভ করিবেন। গ্রন্থরচনা-কাল ॥১৮॥ চতুর্থ পালা সমাপ্ত।

১ বৈদিক দেবতার উত্তরকালীন ছায়া বলিয়া। দ্র. ভূ. পৃ ৩৭, পা-টী ৪।

২ ইহা সুন্দরবন ও সমুদ্রনদীপবর্তী ভূভাগের প্রাচীন নাম। এই অঞ্চল 'আঠারো ভাটি' নামেও পরিচিত ছিল। ইহার পূর্বসীমা মেঘনা নদ এবং পশ্চিমে হিজলি পরগণা। বর্তমানে বাখরগঞ্জ ও খুলনা জেলার দক্ষিণাংশকে 'ভাটি' বলে। ভাটি অর্থে নিম্নভূমি, 'দক্ষিণ' দেশ (যো·পা·টী)। বাঙ্গালী শিব ভিক্ষা মাগিয়া 'উজান ভাটি'তে ভ্রমণ করেন (ক· চ, পৃ ৩০), দ্র. পৃ ৩২০-২১ 'অষ্টাদশ ভাটদেশ'।

৩ বাণেশ্বর (দ্র. একাদশ পালা ও জাগরণ) ; মতান্তরে, 'ধর্মেশ্বর'।

৪ রুদ্রের 'গণ' এবং ক্ষেত্রপাল দেবতা। ৫ ইহা নাথযোগের সহিত যোগাযোগের ইঙ্গিত।

৬ ইহা দক্ষিণরায়ের পরিকল্পনায় বৈদিক ও তান্ত্রিক যোগসূত্রের বিশিষ্ট প্রমাণ। 'ভাটি'দেশের ধর্মঠাকুরকেও অনুরূপ বেশে দেখা যায়, দ্র. আলোচনা সা-প্র ৫, ভূ।

৭ পাতালে কপিল মুনির নিকটে। 'সাগরসঙ্গম' অন্যতম শাক্তপীঠ (দ্র. Ś-P, p. 95, ই.)। এই ভূসংস্থান এতদঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীনত্বদ্যোতক।

৮ বায়ু- ও কালি-পু-তে দক্ষের যজ্ঞনাশের কথা আছে, কিন্তু ছাগমুণ্ডের কথা নাই। পরে, অন্যান্য পুরাণে দক্ষের ছাগমুণ্ডের আখ্যায়িকা রচিত হয়। প্রচলিত আখ্যায়িকা ভাগবত পুরাণের।

পঞ্চম পালা

দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ। দক্ষযজ্ঞে নারদ সদাশিবকে নিমন্ত্রণ করিলেন না। নারদ ধর্মের বাড়ী উপস্থিত হইয়া সব কথা কহিলে, দক্ষের দশ জন দুহিতা শুনিলেন ॥১॥

দক্ষযজ্ঞে দক্ষের শত নন্দিনী গমন করিলেন। সতী সকল ভগ্নীকে যাইতে দেখিলেন ॥২॥

শিব ও সতীতে কথোপকথন হইতেছে। সতী পিতৃযজ্ঞে যাইতে চাহেন; মৃত্যুভয়ে অবিচলিত দেখিয়া, অবশেষে শিব তাঁহাকে অনুমতি দিলেন ॥৩॥

সদাশিব সতীকে বাপগৃহে যাইতে অনুমতি দিয়া, সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গীকে পাঠাইয়া দিলেন ॥৪॥

নন্দী ভৃঙ্গী ও দানাগণকে সঙ্গে লইয়া ভবানী বৃষবাহনে চলিলেন। সতীকে শিব বলিলেন, সতী দশ-অবতারী[১]। শিব তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন; সেইজন্য শিবের কণ্ঠে হাড়মালা[২]। সতী দক্ষভবনে পৌঁছিলেন। সতীকে দেখিয়া দক্ষ বিমর্ষ হইলেন ॥৫॥

দক্ষ শিবনিন্দা করিলেন। সতী যোগে দেহত্যাগ করেন। নন্দী ভৃঙ্গী ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষের যজ্ঞস্থল অপবিত্র করিল। শিবের জটা হইতে যমসম বীরভদ্রের[৩] জন্ম হইল ॥৬॥

শিব বীরভদ্রকে দক্ষযজ্ঞ নাশ করিতে আদেশ করিলেন ॥৭॥

নন্দী বীরভদ্র একত্র হইয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া ব্রাহ্মণকে[৪] বধ করিতে যায় এবং তাহাকে অপমান[৪] ও তাহার জাতি নাশ[৪] করে। দক্ষযজ্ঞ নাশ[৪] করিয়া সকলে শিব-সমীপে উপস্থিত হইল ॥৮॥

দানাগণ দক্ষমুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। সকলে শিবসমীপে পৌঁছিল। দেবতাগণ সদাশিবকে বলিলেন, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি[৫] যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি আদিত্যবংশীয় প্রসিদ্ধ মুনি। সূর্য ও চন্দ্র তাঁহার সহচর ॥৯॥

দেবতাগণ স্তব করিয়া, শিবকে ঋষ্যশৃঙ্গ-যজ্ঞের[৫] কথা বলিলেন ॥১০॥

দেবতাগণ শিবকে বৃত্রাসুর-উপাখ্যান[৬] বলিতেছেন। বৃত্রাসুর পরম বৈষ্ণব ও মহা-যোদ্ধা। ইন্দ্র তাহাকে বধ করিলেন[৬]। রাম সীতা ও লবকুশ-যুদ্ধের উল্লেখ। শুক্রসুতা দেবযানিকে যযাতি বিবাহ করিলেন[৭]। কশ্যপমুনিকে ঋষ্যশৃঙ্গ লইয়া গেলেন। কশ্যপের শাপ-প্রসঙ্গ। দেবতাগণ রক্ষা হেতু শিবকে বলিলেন ॥১১॥

---

১ দ্র. পৃ ৩২৬ ২ পৃ ৩২১-২৬ ৩ মতান্তরে, রুদ্রের রোমজাত 'গণপতি' বি.।

৪ ইহা বৈদিক ব্রাহ্মণ্য সমাজের সহিত বেদাচারবহির্ভূত শৈবধর্মের সংঘাতের প্রমাণ।

৫ ইনি কাশ্যপের পৌত্র ও বিভাণ্ডকের পুত্র। অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ তিনি অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের রাজ্যে যজ্ঞ করেন। দশরথ ইঁহার দ্বারা 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ' করাইয়াছিলেন (রামা)।

৬ দ্র. বরুণবংশজাত বিশ্বরূপের ঔরসে প্রজাপতি ত্বষ্টার পত্নী [illegible] গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অধিপতি হন; ইন্দ্র অগ্নি ও বরুণকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। পরে ইনি [illegible] দেবীর বলে নিহত হন (মহা. ২৮)। ৭ ইহা রামা, ভাগ, মহাভা, বিষ্ণু-পু, ই. বিস্তৃত সুপরিচিত আখ্যান।

শিব যজ্ঞশালে উপনীত হইলেন। দেবগণ ব্রহ্মার নন্দনকে প্রাণদান দিতে শিবকে অনুরোধ করিলেন। দক্ষের ছাগল-বদন হইবে শিবনিন্দাহেতু। স্তবং[1] ও বলি[2]-প্রসঙ্গ। অগ্নির বাহন ছাগলের মুণ্ড[3] ছেদন করাইয়া শিব দক্ষের স্কন্ধে জুড়িয়া প্রাণদান দিলেন। দক্ষ সর্বাঙ্গসুন্দর, কিন্তু বদন বিকৃত ॥১২॥

দেবতাগণ আনন্দিত হইয়া শিবশক্তির স্তব করেন। ইন্দ্র করেন পুষ্পবৃষ্টি ॥১২॥

পাষাণী অহল্যা-প্রসঙ্গ। অহল্যা শাপমুক্ত হইলেন সীতার সেবা[4] করিয়া। দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা-হরণ ও অন্য দেবতাদের কলঙ্ক[5]-কাহিনী। ভগবতীর বরে এক-চক্ষু ইন্দ্র সহস্রলোচন হইলেন। সতীকে ত্রিশূল উপরে লইয়া শিব ভ্রমণ করেন। ভগবতী অষ্টসিদ্ধা[6] ॥১৩॥

সতীকে কাঁধে করিয়া শিব নিজসুখে ও কৌতুকে নৃত্য-গীতসহযোগে এক যুগ ভ্রমণ করেন। আদ্যাশক্তি নিজ কায়া ত্যাগ করিয়া হেমন্তের ঘরে জন্ম নিলেন। চিন্তিত দেবগণের পরামর্শ ॥১৪॥

দেবীর অষ্টাঙ্গ[7] খসিয়া পড়িল। তাহাতে সিদ্ধস্থান[7] হইল। ভগবতী অষ্টসিদ্ধা। কালীঘাটে ব্রহ্মা অজ বলি দিয়া কালীর মুণ্ড[8]-মূর্তির পূজা করিলেন। ছিমুলাটে[9] তিনি দেবী

---

১ রামা, পদ্ম-পু ই. ধৃত আখ্যান। ২ হরি. মহাভা. বায়ু-পু, রামা, ই. দ্র.।

৩ ঋগ্বেদে (১০-১৬-১, ৪) অগ্নি ও অজের যোগাযোগ দেখা যায়। অজ এখানে অগ্নিরই অংশবিশেষ (আলোচনা দ্র. R-S, p. 13)। অগ্নির বাহন ছাগল—ইহা পরবর্তী গৃহ্য সংহিতায় আছে। অজ অর্থে ছাগ ও ব্রহ্মা দুইই বোঝায়। দক্ষ ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার স্কন্ধে ব্রহ্মা-স্বরূপ অগ্নিবাহন ছাগমুণ্ড—এই রূপক তাৎপর্যপূর্ণ। ঋগ্বেদে ও ব্রাহ্মণাদির সূত্রে দেখা যায়, যজ্ঞরূপী প্রজাপতি তাঁহার কন্যা উষার সহিত অবৈধ সংসর্গ করিয়াছিলেন। সেইজন্য দেবতাগণের অনুরোধে, রুদ্র তাঁহার তীর দ্বারা প্রজাপতিকে নিহত করেন।—ইহাই পরবর্তী পৌরাণিক দক্ষযজ্ঞনাশ কাহিনীর বীজ (আলোচনা দ্র. (Ś-P, pp. 5-7 ; R-S, pp. 76-80)। দক্ষের ছাগমুণ্ডের প্রসঙ্গ, 'ধর্মপূজা-বিধানে' (পৃ ১৭৭-৭৯) 'ছাগবক্ত্র'-প্রকাশে ধ্বনিত হইয়াছে মনে করি। এখানে পাত্রপাত্রী, পিতা-পুত্রীর বদলে মাতা ও পুত্র। ইহাদিগকে উদ্ধার পাইতে 'বারাণসের জলে' ঝাঁপ দিয়া মরিতে আদেশ দিয়াছেন ধর্মরাজ।—কিন্তু এই অজের রূপ বড়ো আশ্চর্য,—ইহার বত্রিশ দন্তে বত্রিশ শঙ্খ বাজে; ইহার জিহ্বাতে বসেন সরস্বতী, চারি জঙ্ঘায় চারি পর্বত; নাভিতে বিষ্ণু; শিঙে গাছ; বহির্দ্বারে 'বাণসেন'; লেজে পবন; স্কন্ধে কার্তিক এবং দুই চক্ষে জ্বলে চন্দ্র সূর্য।

৪ দ্র. পৃ ৩২৭ ৫ দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ১৭ ৩-৪; ব-ম, পৃ ৫০০। আদি কলঙ্কী প্রজাপতি।

৬ দ্র. পৃ ৩২৬, (আলোচনা দ্র. Ś-P, pp. 20, ই.)।

৭ দ্র. পৃ ঐ। শাক্ত তীর্থের সহিত মাতৃদেবীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যোগকল্পনা, তান্ত্রিক 'পীঠন্যাসের' সহিত সম্পৃক্ত। বিভিন্ন সাধকের বিভিন্ন সিদ্ধিস্থান হইতে আঞ্চলিক পীঠস্থানসমূহের উৎপত্তি। বৌদ্ধস্তূপ স্থাপনার সহিত ইহার যোগও থাকিতে পারে, ইহা বহির্ভারতীয় পুরাণকাহিনীও স্মরণ করায় (আলোচনা দ্র. Ś-P, p. 7)।

৮ দ্র. পৃ ৩৩২, পৃ ৩৩১, (দ্র. Ś-P, pp. 67, ই.)। ৯ পৃ ৩১৫, (দ্র. ঐ, পৃ ৮৫, ই.)।

কাত্যায়নীর পূজা করিলেন; দেবীর সঙ্গে লক্ষ লক্ষ ডাকিনী যোগিনী। তমলিপ্তে[১] দেবী মাহেশ্বরী বর্গভীমা; বিধাতা স্বয়ং তাঁহার পূজা করেন। ক্ষীরগ্রামে[২] নারায়ণী যোগসিদ্ধা; ব্রহ্মা করপুটে তাঁহাকে পূজা করিলেন। কাঁউরে[৩] 'ভগ'-বতী কামিখ্যা; ব্রহ্মা পূজা করিলেন ফুল জল দিয়া। মৌলায়[৪] জগজ্জননী রঙ্কিণী; ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করিলেন। জ্বালামুখীতে[৫] মাহেশ্বরী উর্ধ্বমুখী; বিধাতা স্বয়ং তাঁহার পূজা করেন।— এই অষ্টসিদ্ধা ভগবতী সংসারে স্থাপিতা হইলেন ॥১৫॥

সংসারে অষ্টসিদ্ধা ভগবতী স্থাপিত হইলেন। কালুরায় ও দক্ষিণরায় দক্ষযজ্ঞ-বিবরণ শুনিয়া[৬] উভয়ে নানা দেশ ভ্রমণ করিলেন; অরণ্যে প্রবেশ করিয়া শার্দুলের দেশে উপনীত হইলেন। শার্দুলের শব্দ শুনিয়া দক্ষিণরায় কালুরায়ের নিকট শার্দুলের জন্ম-বিবরণ[৭] শুনিতে চাহিলেন। কালুরায় দ্বীপীর জন্ম-বিবরণ কহিলেন। সূর্যবংশীয় সুরথ[৮] যখন ভগবতীর পূজা করেন, তখন ভগবতীর অঙ্গে ঘাম[৮] হইয়াছিল। সেই ঘাম হইতে[৮] শার্দুলের জন্ম। ভগবতীর আদেশে বাঘের ছানা হয় এক যুগান্তরে[৯]। উভয়ে আরও গহনে চলিলেন; বনের মধ্যে গহন না দেখিয়া অরণ্যে অটবীর সৃজন করিলেন। শাল পিয়াল গাম্ভারী সুন্দরী তাল হেতাল নানা জাতির বৃক্ষ সৃষ্ট হইল। মধুপোকে গহন রক্ষার ভার দিলেন। পোকগণ বনে উপনীত হইলে, ব্রহ্মা প্রথমে মধুসৃষ্টি করিলেন। গহন বনে দক্ষিণরায় শার্দুলবাহন হইয়া, সঙ্গে কালুরায় ভাইকে লইয়া বসিয়া রহিলেন। বনে রহিলেন ক্ষেত্রপাল দক্ষিণরায়। তাঁহার পুত্রের নাম হইল ভৈরব-বেতাল[১০]। কালুরায় ও ক্ষেত্রপতি অনেক দেশ ভ্রমণ করিলেন। ভৈরবকে গহনের ভার দিয়া তাঁহারা অষ্টাদশ ভাটদেশে গমন করিলেন। দক্ষিণরায় কালুরায়কে পূজার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে দুর্গম গহনে প্রবেশ করিলেন ॥১৬॥

পঞ্চম পালা সমাপ্ত।

১ পৃ ৩৪৩; (দ্র. *Ś-P, pp. 97*, ই.)। ২ পৃ ৩৩৫; (দ্র. ঐ, পৃ ৮৯, ই.)।

৩ প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক পীঠ কামরূপ (দ্র. ঐ, পৃ ৮৭, ই.)।

৪ বর্ধমান শহর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রায় আট মাইল দূরে দামোদরতীরে অবস্থিত গ্রাম।

৫ দ্র. পৃ ৩৪২; (দ্র. *Ś-P, pp. 86*, ই.)।

৬ বামন পুরাণ (৫) মতে, দক্ষযজ্ঞস্থলে শঙ্করের দেহ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া শর্ব ও ভবের উৎপত্তি। চরিত্রধর্মে ভব ও শর্বকে আমরা যথাক্রমে দক্ষিণরায় ও কালুরায় বলিয়া চিহ্নিত করি। এই সাজাত্যহেতুই মনে হয়, 'উভয়ের দক্ষযজ্ঞ শুনিবার বাসনা। ৭ দ্র. পৃ ৩৪৯ 'দ্বীপী হইল' এবং পরবর্তী টীকা।

৮ এই কাহিনী কোনও পুরাণে নাই। রুদ্রজ বাঘ অবশ্যই রুদ্রের ঔরসও সন্তান—সম্ভবতঃ এই অনুমান।

৯ মনে হয়, ইহা লৌকিক বিশ্বাসের কাব্যরূপ। তু. 'বাঘ-বিয়ানী' স্ত্রীলোক :—দ-রা।

১০ কালি-পু (৪৭-৫০) মতে, তারাবতীর গর্ভে মহাদেবের ঔরসে ভৈরব ও বেতাল নামে দুই পুত্র জন্মে। মনুষ্যলোকে ইঁহারা ভৃঙ্গি ও মহাকাল নামক শিবপুত্রদ্বয়। কিন্তু হরিদেবে এই কল্পনার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখা যায়।

ষষ্ঠ পালা

অষ্টপদী ভগবতী-স্তোত্র। হরিদেব অভয়াসঙ্গীত[1] গাহিলেন।

দক্ষযজ্ঞ-কথা সমাপ্ত হইল। দক্ষিণরায় ও কালুরায় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কাননে চেলাগণের[2] সহিত দেখা হইল। চেলাগণের সহিত কালুরায়ের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধ-হত চেলাগণ খোদা স্মরণ করিলেন। একজন চেলা একদিল ঈশ্বর অর্থাৎ পীরের[3] গোচরে রায়ের কথা কহিলেন। ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া পীর[3] রায়ের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। উভয়ের পরিচয় ও মিত্রতা[4] হইল। দক্ষিণরায় অষ্টাদশ ভাটদেশ পাইলেন। শার্দুল সিংহে যুদ্ধ হইল। সিংহ[5] ভগবতীর নিকটে গেল। দক্ষিণরায় কার স্থানে পূজা লইবেন কালুরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন। কামপুরে প্রিবীলার[6] নিকট পূজা লইবার কথা হইল। প্রিবিলা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জুনের জন্মকথা ॥১॥

যথাক্রমে পঞ্চপাণ্ডবের জন্মকাহিনী-বর্ণনা। যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা। দুর্যোধনের চক্রান্তে বনগমন। দ্রৌপদী-বিবাহ। নাগ বন্দীকরণ। উলুপী[7]-অর্জুন-বিবাহ। বভ্রুবাহন[7]-জন্ম ও তাঁহার শিবপূজা। যুধিষ্ঠিরের ধর্মানুগত্য[8] ও যজ্ঞ-আরম্ভন ॥২॥

যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞারম্ভে বিদুরের পরামর্শ। দ্বারকায় আমন্ত্রণ-প্রেরণ। কৃষ্ণ যজ্ঞশালে ব্রাহ্মণসেবাতে রহিলেন। অশ্ব-গলে পত্রলিখন। অশ্বের রক্ষণভার অর্জুনের। নানা দেশ-ভ্রমণ। হংসধ্বজের রাজ্যে গমন। সুরথ সুধন্বা অশ্ব রাখেন। ধৃত যজ্ঞাশ্বের জন্য যুদ্ধ ॥৩॥

সুরথ সুধন্বাসহ হংসধ্বজের সহিত পার্থের যুদ্ধ হইল। হংসধ্বজপুত্র সুরথ সুধন্বার মুণ্ড কাটা গেল। কাটামুণ্ড ভূমিতে পড়িয়া 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে। কৃষ্ণ রাজার মন বুঝিতে সেই মুণ্ড রথের উপর ফেলিয়া দিলেন। মুণ্ড দেখিয়া হংসধ্বজ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই মুণ্ড প্রয়াগতীর্থে

১ মুকুন্দরামের ভণিতার প্রভাবজাত। ২ ইহারা কালুরায়ের সহিত সম্পর্কহীন মুসলমান।

৩ সম্ভবতঃ বড়খাঁ গাজী। কৃষ্ণরাম ও রুদ্রদেবের পীরপ্রসঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৪ এই উক্তিতে প্রত্যেক রায়মঙ্গল কাব্যেরই মতৈক্য দেখা যায়। ইহা পূর্ববর্তিকালের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।

৫ তু. ক-চ, পৃ ৩৫ 'সিংহ তুমি মহাতেজা হইলে পশুর রাজা টিকা দিল ভবানী ললাটে'। এই ভবানী বা ভগবতী পশুদের মাতা বৈদিক অন্নদাত্রী 'অরণ্যানী' (দ্র. সাহি, ১, ১, পৃ ৩)।

৬ এই আখ্যান সম্পূর্ণ লৌকিক। প্রমীলা-অনিরুদ্ধের যজ্ঞাশ্ব-বন্ধনের মাধ্যমে বিবাহের পৌরাণিক প্রসঙ্গ (তু. গর্গ-অশ্ব, ১৭)। 'কামপুর' মনে হয়, 'কামরূপ'।

৭ এই কাহিনীও অর্ধ-অপৌরাণিক। অর্জুন-উলূপীর পুত্রের নাম ইরাবান্ (দ্র. মহা, বিষ্ণু-পু)।

৮ যাদুনাথ ইঁহাকে বসুকাকুলে মুণ্ডবলিদানে ধর্মঠাকুরের যাজক পূজা করাইয়াছেন (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৯৮-৯৯)।

সেই 'কুণ্ড' ভাঙিয়া পোড়াইয়া ফেলিল[১]। প্রিবিল্যা ব্যাকুল হইলেন। কালুরায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। রায় বাঘগণকে ডাকিলেন প্রিবিল্যার পুরী ভক্ষণ করিতে ॥১৭॥

কালুরায় বাঘগণকে ডাকিলেন। বিভিন্ন প্রকারের বাঘ আসিয়া পৌঁছিল। তাহারা কাঁড়ুর নগরের সকলকে ভক্ষণ করিল। প্রিবিল্যা কাঁদিতে লাগিলেন ॥১৮॥

রামায়ণের ধুয়া : সীতা হারাইয়া রামের ব্যাকুলতা-প্রসঙ্গ। প্রিবিল্যা শোকাকুলা হইয়া কাঁদিতেছেন। রায় তাঁহাকে মায়ানিদ্রায় অভিভূত করিলেন। ক্ষেত্রপতি ব্রাহ্মণবেশে তথায় পৌঁছিয়া, দক্ষিণেশ্বরের পূজা করিতে বলিলেন। তাহাতে মৃত সৈন্যেরা প্রাণ পাইবে ॥১৯॥

প্রিবিল্যা জাগিয়া রায়ের স্তব করিলেন। রায় পূর্ববেশে নিজ মূর্তি দেখাইলেন। তিনি মৃত সৈন্যদের জিয়াইয়া দিবেন ॥২০॥

প্রিবিল্যা কামবাণ মারায়, রায় ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিয়া পুরী ধ্বংস করিয়াছেন। পরে সদয় হইয়া, প্রিবিল্যাকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষিণেশ্বর শ্মশানে গিয়া, অস্থিসমূহ সংগ্রহ করিয়া, অমৃতকুণ্ডের জল[২] ছিটাইতেই, সকল সেনা স্বরূপে জাগিয়া উঠিল। প্রিবিল্যা খুশি হইয়া দক্ষিণরায়ের পূজা করিলেন ॥২১॥

অঙ্গন্যাস[৩]ও ভূতশুদ্ধি[৩] পঞ্চ দেবাদি পূজা করিয়া অজা মেষ মহিষ বলি দিয়া মহাসমারোহে প্রিবিল্যা দক্ষিণরায়ের পূজা করায়, উভয়ে কাঁড়ুরে অধিষ্ঠান করিলেন ॥২২॥

রায় প্রিবিল্যার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে বর দিলেন। ধনে পুত্রে ঐশ্বর্যে[৪] কাঁড়ুর নগর ভরিয়া উঠিবে। অতঃপর তিনি কোন্ গ্রামে পূজা লইবেন, প্রিবিল্যাকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাক্ষসীভুবনে[৫] গিয়া পূজা লইতে বলিলেন। রায় আসিয়া ঘাটে পৌঁছিলেন। মৃত ধীবরদের প্রাণদান দিলেন। নাবিকেরা বিবিধ বিধানে রায়পূজা করিয়া, উভয়কে পার করিয়া দিল ॥২৩॥ ষষ্ঠ পালা সাঙ্গ।

---

১ ইহা লৌকিক আখ্যান। আদিম 'যোনিকুণ্ড' ও 'ধর্মকুণ্ড'-পূজার (দ্র. *Ś.P. pp. 7-8*) উপর ইহা শৈবধর্মের প্রভাব সূচিত করে।

২ দ্র. পূর্ব পৃষ্ঠার পা-টী ৩।

৩ ইহা পুরাপুরি তান্ত্রিকমতে পূজা।

৪ বৈদিক রুদ্র কৃষির দেবতা। দক্ষিণরায় রুদ্র-পুত্র। সুতরাং দক্ষিণরায়কে পূজায় প্রীত করিলে লক্ষ্মীলাভ হওয়া সম্ভব।

৫ অগ্নিপুরাণে (৫২) যে 'রাক্ষসীর' উল্লেখ আছে তিনি চৌষট্টি যোগিনীর অন্যতমা মাতৃকা। হরিদেবের উদ্দিষ্ট কামাখ্যা নগরের রাক্ষসেরা কিরাতগোষ্ঠীর কোনও জাতি হইতে পারেন (তু. *H.A, pp. 42, 58; J. A. S. B. 1898, p. 56*)।

সপ্তম পালা

ত্রিবিদ্যার পূজা লইয়া উভয় রায় কামিখ্যা নগরে রাক্ষসদের পূজা লইতে চলিলেন। এই সময় দক্ষিণরায় কানুরায়ের নিকট পূতনানিধন-কাহিনী[১] শুনিলেন; রাক্ষসী-মায়ায় হস্তিনানগরের রাজা চন্দ্রকেতুর[২] ব্রাহ্মণবধের প্রসঙ্গও শ্রবণ করেন ॥১॥

হস্তিনায় চন্দ্রকেতুর ধর্মপূজা[২]-প্রসঙ্গ। চন্দ্রকেতুর সভায় এক ব্রাহ্মণ[২] উপনীত হইলেন। রাজা ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিলেন। ইতঃমধ্যে রাক্ষসী 'কালনিমা' ষোড়শী কুমারীর রূপ ধরিয়া[২] রাজসভায় পৌঁছিল। রাক্ষসী রাজাকে বুঝাইল, সে এই সমাগত ব্রাহ্মণের ভার্যা; ব্রাহ্মণ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে মন্দ বলিলেন। রাজা রাক্ষসীর কথায় প্রত্যয় করেন। তিনি উভয়কে একত্র রাত্রিযাপন[২] করিতে বলেন ॥২॥

রাক্ষসী রাত্রে ব্রাহ্মণের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া, তাঁহাকে বধ করিয়া পলায়ন করিল[২]। সকালে রাজা ব্রহ্মবধ দেখিয়া বিষণ্ণ হইলেন। চন্দ্রকেতু ব্রাহ্মণকে জিয়াইবার জন্য মড়া কোলে[২] করিয়া ছয় মাস[২] ভ্রমণ করিলেন। ব্রাহ্মণকে বিশ্বনাথ জিয়াইলেন। রাজা রাজ্যপাট দিয়া ব্রাহ্মণকে রাখিলেন। কালনিমার যজ্ঞ-উপাখ্যান[৩]। পরাশরযজ্ঞ[৪]-কথা। মরীচি ব্রহ্মার পুত্র। মরীচির পুত্র কশ্যপ। বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়নন্দন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধ করেন। বশিষ্ঠের শত পুত্র নিহত হয়। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ। তাড়কা রাক্ষসীর যজ্ঞ-লঙ্ঘন। বিশ্বামিত্রের শ্রীরামলক্ষ্মণ-আনয়ন। তাড়কা-নিধন। বিশ্বামিত্রের যজ্ঞকথা[৫] ॥৩॥

পরাশর-যজ্ঞকথা[৪]। বশিষ্ঠমুনির পুত্র 'শক্তি'। অশ্বমেধের যজ্ঞ[৬]। হস্তিনার রাজা সৌদাস[৭] যজ্ঞের সামগ্রী খাইতে চাহেন; শক্তির শাপ পাইয়া তিনি রাক্ষস হইলেন। শক্তিকে সৌদাস সংহার করিল। শক্তির স্ত্রীর গর্ভে পরাশরের জন্ম। পরাশরের যজ্ঞ।

১ রাক্ষসীবধের সাদৃশ্যহেতু এইরূপ প্রসঙ্গ সমূহের অবতারণা।

২ মহাভারতের দ্রোণপর্বে (৩৮) এক চন্দ্রকেতু দুর্যোধনের পক্ষে কুরুক্ষেত্র সমরে অভিমন্যুহস্তে নিহত হন। বাঙলা সাহিত্যে চন্দ্রকেতুর নানারূপে উল্লেখ নানা স্থানে বর্তমান (দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ১৪, পা টী ৪)। হরিদেবের উল্লিখিত 'দেশবা'র (পৃ ২১৮) রাজা চন্দ্রকেতুর প্রতিষ্ঠা আছে (দ্র. *Cen, 1951, 24 Par, p. 359*)। চন্দ্রকেতুর গড়ে সম্প্রতি শুঙ্গ যুগের প্রত্নবস্তুসমূহের আবিষ্কারও এইস্থলে উল্লেখযোগ্য। যদুনাথের মতে, তিনি ধর্মঠাকুরের মন্দির ভাঙিয়া ছারখার করিয়াছিলেন। হরিদেবের রাণেশ্বরের চরিত্রের সহিত তাঁহার মিল আছে। ধর্মমতে ইঁহারা ছিলেন পরমধার্মিক। আলোচ্য ব্রাহ্মণবধের উপাখ্যানে রূপকথার এবং মঙ্গল-কাহিনীর মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

৩ ইহা অজ্ঞাতপরিচয় উপাখ্যান। ইনি 'কালনেমী' হইলে (দ্র. রামা, উত্তরা ৩, হরি; লি; বিষ্ণু; ব্রহ্ম; বায়ু ও স্কন্দ, ই.)।

৪ মহাভারত (আদি ১৭৮-৮৩), বিষ্ণু (১ম-১), ও লিঙ্গ-পুরাণে (৬৩১-৪) বিবৃত আখ্যানভাগে মোটামুটি সাদৃশ্য আছে,—পরাশর ঋষির পিতা শক্তি, রাক্ষসহস্তে নিহত হইলে, তাঁহার মাতা অদৃশ্যন্তী তাঁহাকে প্রসব করেন। তিনি স্বীয় পিতামহ বশিষ্ঠের নিকট পিতার নিধনবৃত্তান্ত শুনিয়া, রাক্ষসবধের জন্য এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

৫ রামা, মহা-দির সুপরিচিত আখ্যান। ৬ দ্র. রামা, বিষ্ণু-পু ই.। ৭ রামা (উত্তর ৭৮); মহা (আশ্র ৫৭, ৫৮); স্কন্দ (নাগ ৫৩) দ্র.।

যজ্ঞে মন্ত্রের প্রভাবে রাক্ষসনিধন। পরাশরের পুত্র ব্যাস। ব্যাসের নন্দন শুকদেব। তিনি পরীক্ষিৎকে পুরাণ-কথা কহেন। ইন্দ্রের পুত্রের নাম বৃহন্নলা[১]। পার্থ সুভদ্রাহরণ করেন। তাঁহার পুত্র অভিমন্যু। তাঁহার পুত্র পরীক্ষিত ॥৪॥

পরাশর-যজ্ঞকথা শেষ। চিত্ররথের কন্যা চিত্রাঙ্গদা[২]। তিনি অর্জুন-গৃহিণী। অর্জুনের শাপে চিত্রাঙ্গদা[৩] কুম্ভীরিণী হন[৩]। রাজা বলিভদ্র[৪] সুবিখ্যাত। বলিভদ্র রাক্ষসী-নিধনের জন্য রায়ের পূজা করেন। কালুরায় বলেন, পবনের পুত্র ভীম। দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে মারিতে চাহেন। পঞ্চ পাণ্ডব তপোবনে গেলেন। হিড়িম্বা হিড়িম্ব দুই ভাই বহিন। ভীমকে ভজিতে হিড়িম্বা মায়াবিনী হইল। ভীম হিড়িম্বাকে নিধন করিলেন। তাহার পুত্র ঘটোৎকচ। এই কথা শুনিতে শুনিতে দক্ষিণরায় ও কালুরায় কামিখ্যায় পৌঁছিলেন ॥৫॥

রাক্ষসিনী-উপাখ্যান। মায়াকরী সুন্দরী সাজিয়া দূরে থাকিয়া দুই সহোদরকে[৩] দেখিতে লাগিল। সুন্দরী দক্ষিণরায়ের বাম পাশে আসিয়া বসিল। মোহিনীর বেশ দেখিয়া দক্ষিণরায় কামেতে আকুল হইলে, শুক্র টলিয়া[৫] পড়িল। দক্ষিণরায়কে 'উগ্র' দেখিয়া কালুরায় ধৈর্য ধরিয়া, তাঁহাকে রাক্ষসীর মস্তক ছেদন করিতে অনুরোধ করিলেন ॥৬॥

দ্বিজ কৃষ্ণরাম রচিত একটি নূতন বৈষ্ণব পদ বা 'বিষ্ণুপদী'। কালুরায় দক্ষিণরায়কে উগ্র দেখিয়া সবিনয়ে কিছু বলিলেন; রাক্ষসীকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তাহার ব্যবহারে বেশ্যার[৩] লক্ষণ দেখিলেন। প্রসঙ্গতঃ মনসামঙ্গলের উল্লেখ। বিষহরি চাঁদ-বেণের নিকটে গিয়া শঙ্খচিলরূপে তাঁহার মহাজ্ঞান হরণ[৬] করিয়া লইয়াছিলেন। এই বলিয়া

১ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটপুরীতে অর্জুনের ছদ্মনাম।

২ দ্র. মহা (আদি, ২১৫) ও বায়-পু (৬২-৬৫)-তে ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী আছে। হরিদেবের বর্ণনা মহাভারতের অনুগ।

৩ ইহা লৌকিক কাহিনী। বামন-পুরাণে (৬২-৬৫) চিত্রাঙ্গদার বানরযোনি-প্রাপ্তির প্রসঙ্গ আছে।

৪ ইহা অপৌরাণিক চরিত্র; কোনও কিরাত রাজকাহিনীর রূপান্তর হইতে পারে।

৫ লাউসেন-কর্পূরসেনের অনুরূপ ব্যবহার (দ্র. 'সুরিক্ষা' পালা)। ধর্মমঙ্গলের কাঠামোয় সুরিক্ষাও গণিকা। সহজিয়া বাউলদের সন্ধা-ভাষায় শুক্র অর্থে 'চন্দ্র' (তা-উ-স, ১ ভা, পৃ ১১৩-১৪)। হরিদেব একাধিক স্থলে (পৃ ৫৮ ই.; দ্র. পৃ ৩৫০-১) নিশাকরসম বীর্য বলিয়াছেন। মুকুন্দরাম এই 'চাঁদ' ঘরে রাখিয়া, স্ত্রীলোককে 'বাঘ-জেলের' সঙ্গে মুখ মাখিবার টোটকা বাৎলাইয়াছেন, বশীকরণের উদ্দেশ্যে (ক-চ, পৃ ১৭১; তু. 'একজেলের আঠা'—ব-শ্রা)। পুরুষের পক্ষে ইহা টলিয়া পড়া সাধনমার্গে 'মহাজ্ঞান'-হরণ-তুল্য অনিষ্টকারক। সেইজন্য কালুরায়ের এই উপদেশ।

৬ চাঁদবেণের 'গাদির' রূপে মহাজ্ঞান হরণকালে মনসার আচরণের অনুরূপ এই কাহিনী (তু. বি-ম, পৃ ৯১ ই.; ম-ম, পৃ ৪৩৩ ই.)। শঙ্খচিলের প্রসঙ্গের আলোচনার জন্য দ্র. সা-প্র ৩, তু. পৃ ২৮ ও পা-টী ৩, পৃ ২৯। তু. ব-ম, পৃ ৪৪১-২।

কালুরায় ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসীর মুণ্ড কাটিয়া ফেলিলেন। তাহাকে নিহত দেখিয়া রাক্ষসীগণ দৌড়িয়া আসিল। কালুরায় ব্রহ্ম-অস্ত্রে অসংখ্য রাক্ষস নিধন করিলেন। বলিভদ্র মহারাজা এই সব দেখিয়া, রায়ের চরণে স্তব করেন ॥৭॥

বলিভদ্রের স্তব শুনিয়া উভয়ে রাজাকে রাজ্য করিতে বলিলেন। তিনজনের কথোপকথন-কালে, পুনরায় রাক্ষসী সাজিয়া আসিল ॥৮॥

মায়াবিনীকে আসিতে দেখিয়া উভয় রায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার নিধন-চিন্তা করিলেন। অগ্নি-অস্ত্রে[১] কালুরায় তাহাদের বধ করিলেন। মধুকৈটভ-প্রসঙ্গ। অভয়া দুর্গা অসুর নাশিয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা[২] করিয়াছিলেন। বলিভদ্রকে রায় রায়পূজা করিতে বলিলেন। রাজা নল[৩] সুপ্রসেন[৪] সুরেকা[৫] শ্রীবৎস-চিন্তা[৬] রাম-অবতারে রাক্ষসবধ ও জানকী-উদ্ধার—এই সমস্ত প্রসঙ্গ শুনিয়া রাজা বলিভদ্র রায়ের চরণে পড়িলেন ॥৯॥

রাজা বলিভদ্র মার্কণ্ডের চণ্ডীর সুরথ-সমাধির[৭] অনুসরণে রায়ের শরণাগত। দক্ষিণরায় রাজা বলিভদ্রের প্রতি সদয় হইলেন। রায় তাঁহাকে পদ্মদহের[৮] বারা-বারা[৮] আনিতে বলিলেন। রাজা ধীবরকে[৯] ডাকিলেন; পকতরী সাজাইয়া দক্ষিণ পাটনে[১০] পাঠাইয়া দিলেন। রায়মণি বাউলিয়া[১১] পাঠাইয়া সপ্তমধুকর সাজাইয়া দিলেন। নাবিকগণ রায়পদে প্রণাম করিয়া, যমুনার জল বাহিয়া চলিতে লাগিল। তাহারা গঙ্গার জন্মবিবরণ শুনিতে চাহিল। কর্ণধার কহিল, বিষ্ণু-দ্রবময়ী গঙ্গা কমণ্ডলে ছিলেন। বলিকে ছলিতে ত্রিপাদধারিণী গঙ্গা ব্রহ্মার গোচরে গেলেন। ভগীরথ তথায় যাওয়ায়, ব্রহ্মা তাহাকে

১ ইঁহারা জলসম্পৃক্ত দেবতা হওয়ায় অগ্নিবাণের কল্পনা, যথাযথ।

২ মহা, শান্তি ২২৭, ৩১৮। মধুকৈটভকে বধ করেন বিষ্ণু, দুর্গা নহেন।

৩ পৌরাণিক একাধিক নলরাজার সন্ধান মিলে। হরিদেবের উদ্দিষ্ট নল, মনে হয়, নলকূবর (তু. মহা, সভা ৪৮)। ৪ সম্ভবতঃ প্রসেন। হরি, বিষ্ণু-পু, ভাগ, মহা, ই. দ্র.। ৫ বলিরাজার স্ত্রী (মহা, আদি ১০৪), ই.।

৬ বিষ্ণু-পু, কাশী-মহা, ই. বিবৃত কাহিনী। ৭ মার্ক-চ-র সুপরিচিত আখ্যান।

৮ পদ্ম=অথর্ববেদের বিরাজ্ সূক্তে (৮-১৪-৫-৬) গন্ধর্ব ও অপ্সরাদের সহিত সম্পৃক্ত 'পুষ্করপর্ণম্ পাত্রম্' উল্লেখ আছে। পুরাণে স্বর্ণরূপ-কমলযুক্ত জাম্বনালবিশিষ্ট অষ্টদলযুক্ত অতি শুভ্র কর্ণিকাযুক্ত পদ্মের কল্পনা (দ্র. কূর্ম-পু, উপরি, ১১-৪৪-৫৩)। নদীস্রোতে পদ্ম-জন্ম ও গঙ্গা-যমুনার হ্রদযুক্ত পদ্মসম্পর্কে দ্র. *S-W, J-A-S-B, 1938, pp. 194-96*। দহ='বার উগ্রম্' (অথ, ১০-৪-৩-৪)=প্রাবৈদিক নাগদের অধিকৃত 'যমুনাদহ'='যমড় পুষ্করী' (*Epi-In, IX, p. 247*), তু. 'বন-পুকুর' গ্রন্থ (দ্র. বি-ম, তু. পৃ ৩৮, পৃ ৩০১)। বারা=বরণা বট (পৃ ৩৫২)। বারা=সং 'বাটি' (=ছোট বট); বারা (প্রাকৃত) বড়ো বট (=বরুণ)। 'বারা' দ্ব্যর্থক শব্দ; (১) সুরা বা বিষ জাতীয় উগ্র বারিবাচক ('বার উগ্রম্'—অথ, ১০-৪-৩-৪) এবং (২) সোম বা আরোগ্যপ্রদ বারিবাচক ('তেজসো বলায়'—ঋক, ২-৩৯-১৪)। 'বর্ণবারি' ও 'সুরভাণ্ড' সম্পর্কে আলোচনা শীতলামঙ্গল-প্রসঙ্গে পরে দ্রষ্টব্য। ৯ তু. মনসামঙ্গলের 'জালু মালু' (আলোচনা দ্র. বি-ম, পৃ ৩০২)। ১০ পৃ ৩৫৫

১১ বাদা-আলিয়া7বা(আ)ওলিয়া। ইঁহাদের ব্যবহৃত নৌকাদিগের নাম, 'বাউলে' (হ-বা)।

পদ্মদহে দাঁড়াইয়া পদ্মপত্রে রহিলেন; পদ্মপত্রে বসিয়া রায় কামিনীরূপে নাবিকগণকে কামবাণ হানিলেন। সকলে পরাঘাতে ফিরিয়া চাহিয়া, কামিনীকে দেখিয়া অজ্ঞান হইল। সকলে না বুঝিয়া কামিনীর রূপে মুগ্ধ হইয়া ধরায় ধরিতে গেল। নাবিকগণের ব্যবহার দেখিয়া রায় ক্রুদ্ধ হইয়া নৌকা ডুবাইলেন। দুই জন জীবিত থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল ॥১১॥

সপ্তম তরণী রসাতলে[১] গেলে ক্ষেত্রপতি সমুদ্রকে বলিলেন, বায়ু বরুণ সহযোগে ঝড় বৃষ্টি[১] করিতে। রায়ের আদেশ সকলে[২] সমুদ্রে আসিয়া ঝড় বৃষ্টি করিলেন; সমুদ্রের উপরে সকলে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। সেই ঝড় জলে যমুনার জল[৩] আকাশ পাতালে উঠিল। মেঘগণ অবিশ্রান্ত জল বর্ষণ করিল। প্রলয় বাতাসে জলজন্তু জীবনের আশা ছাড়িল। দিন দুপুরে ঘোর অন্ধকার হইল। যমুনার জলে সূর্যের কিরণ নাই। প্রলয়-সূর্যের তেজে কেহ নিস্তার পায় না। নাগ নর দৈবপুরী সুমেরুশিখর অনিল অনল গন্ধর্ব অমর সমস্ত জলজন্তু অস্থির হইল। নাবিকগণ বিপদে ঠেকিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। গঙ্গার বৃত্তান্ত-কথা শুনিয়াও এত দুঃখ কেন, ভাবিতে পারিল না। অবশেষে রায় সদয় হইলেন। কবি হরিদেব ক্ষেত্রপতির[৪] নিকট পদ্মদহের[৫] কারা-বারা[৬] প্রার্থনা করিতেছেন ॥১২॥

মেঘগণকে বিদায় করিয়া দক্ষিণরায় নাবিকগণকে সদয় হইলেন। জলজন্তুগণ জলে লুকাইল। রায় কৌতুকে নাবিকগণকে কহিলেন, তাহারা এই বনে[৫] পুষ্প কারা-বারা[৬] পাইবে। এই বলিয়া রায় হৃষ্ট হইয়া মায়া করিয়া, স্বয়ং দিয়া কারা-বারারূপে[৬] জলের উপরে ভাসিয়া[৬] উঠিলেন। রত্নময় কারা-বারা জলেতে ভাসিতে লাগিল। নাবিকগণ ফিরিয়া[৭] চাহিলে পদ্ম[৭] দেখিতে পাইল; তাহারা অপরূপ কারা-বারা দেখিয়া যত্ন করিয়া তুলিয়া আনিল।

১ তু. ক-চ, পৃ ২২৯; বি-ম, পৃ ১৪৭ 'রসাতলে ফিরি ডিঙ্গা রসাতল গেল', ই.। ২ দ্র. ক-চ, পৃ ২৩০।

৩ দ্র. পৃ ৩২৯ 'যমুনা পুরেতে গেল'। 'উগ্র বায়' বহন করিবার সম্ভাবনায় সম্ভবতঃ বিদ্যাধরীবাহী যমুনার এই যোগদান (দ্র ভূ পৃ ৫৯, পা-টী ৮)।

৪ 'ক্ষেত্রপতি' অর্থাৎ দক্ষিণরায় কারা-বারার অধিপতি। বৈদিক 'ত্বষ্টা' অনুরূপ আদিত্য বা অসুর বা বৃত্র (ঋক ১-৩২-৪)। তিনি ছিলেন সুখ্য ও আরোগ্যের প্রতীক শ্বেত সোম ('শ্বেত কলস'—ঋক্‌, ৯-৭৪-৮ক) কলসের অধিকারী ও রক্ষক (বি-ম, ভূ, পৃ ৪৮)। এখানে দক্ষিণরায় যেন বৈদিক ত্বষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

৫ কৃষ্ণরামের এই বনের বর্ণনা মুকুন্দরামের 'ওহনে কাননী' বর্ণনার প্রতিধ্বনিমাত্র।

৬ হরিদেবের কল্পনায় সমুদ্রের জলে পদ্মবনে রত্নময় কারা-বারারূপে স্বয়ং ক্ষেত্রপতির ভাসিয়া ওঠা তাৎপর্যপূর্ণ। বাঘ ও কুমির মূর্তিসমূহের নিদর্শন ব্যতীত, কুষাণ হইতে গুপ্তযুগে দেখা যায়, ঐশ্বর্য, ধান ও আরোগ্যের দেবতার পূজার প্রাচীনতম প্রতীক হইতেছে—ঘট। বিক্রমাদিত্য মহানগরকে পূজক ঘটবারি পূজার প্রসঙ্গ আছে। একটি ঘট ঐশ্বর্য ও ধানের দেবী লক্ষ্মীর এবং অন্যটি দুর্ভাগ্য ও ব্যাধির দেবী জেষ্ঠার (দ্র. বি-ম, ভূ. পৃ ৩৩-৯)। দক্ষিণরায় ও শীতলার 'বারায়' অনুরূপ পরিকল্পনাই লক্ষ্য করা যায়। ৭ পৃ ৩৩৪ 'ফিরিয়া চাহিতে পদ্ম'

রায়কে পূজা করিয়া বারা-বারা লইয়া নাবিকগণ উত্তরমুখে চলিল ; দিনরাত্রি নৌকা বাহিয়া তাহারা কামাখ্যা[১]-ভুবনে পৌছিল। রাজা বলিভদ্র সমস্ত শুনিয়া বিশেষ হৃষ্ট হইলেন ॥১৩॥

দিব্য বারা-বারা পাইয়া রাজা হৃষ্ট হইয়া বিধিমতে পূজা করিলেন। তাঁহার সহিত পুরীখণ্ডও সানন্দে যোগ দিল। ঘট আবাহন করিয়া ভূতশুদ্ধি[২] আচমন[৩] ও অঙ্গন্যাস[৪] করা হইল। দিব্য বারা-বারা দিয়া রাজা হৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরের পূজা করিলেন। গণেশের[৫] ধ্যান করিয়া, সূর্যপদে[৫] মনশুদ্ধি করিয়া, শিবের[৫] চরণে ফুল দিয়া, বিষ্ণু[৫]-প্রতি ফুল দিয়া, ভগবতীর[৫] পূজা করিয়া, তাহার পরে দক্ষিণরায়ের[৫] পূজা করিলেন। মেষ মহিষ বাদ্যভাণ্ড মহোৎসবে পূজা হইল। রাজা স্তব করিলেন। ভাট কায়বার[৬] পড়ে। বাদ্যভাণ্ড[৭] গীত নাট[৮] কীর্তন[৯]-আনন্দে মহোৎসব চলে। রায় রাজার ভক্তিতে প্রীত হইয়া আশীর্বাদ করেন। দক্ষিণরায় রাজাকে রাজ্যপাট দিলেন এবং রাজা হইয়া চিরকাল জীবিত থাকিয়া তাঁহাকে রামরূপে প্রজাপালন[১০] করিতে বলিলেন। বলিভদ্রকে আশ্বাস দিয়া, রায় হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কোথায় পূজা লওয়া যায়। বলিভদ্র দক্ষিণরায়কে বলিলেন, নলরাজের বাড়ি গিয়া পূজা লইতে। উভয়ে হৃষ্ট হইয়া তথায় গমন করিলেন ॥১৪॥ সপ্তম পালা সমাপ্ত।

অষ্টম পালা

ধার্মিক রাজা নল[১১] মৃগয়ায় গেলেন। কামের নন্দন বনবাসে আসিয়াছেন। রাজা ব্রাহ্মণকে দণ্ডবৎ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে অনিরুদ্ধ বলেন, তাঁহার পিতামহ কৃষ্ণ। তাঁহার কীর্তিকথা। তিনি কালিদহে ঝাঁপ[১২] দিয়াছিলেন। মহামায়া তাঁহার হরি-বংশ রক্ষা করিলেন। কৃষ্ণ কংসবধ করিলেন। নলরাজা কৃষ্ণের কৃপা চাহিলেন। নল ও দময়ন্তী যথাক্রমে নারায়ণ ও লক্ষ্মীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥১॥

রাজার পুরীর ভিতর বিষ্ণুকুণ্ড[১৩] হইল। রাজা কেবল 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলেন। সহসা কৃষ্ণ

১ এই বর্ণনা তান্ত্রিক যোগের সহিত সম্পর্ক সপ্রমাণ করে।

২ দ্র. ত-প, পৃ ৪৪ ই ; ত-সা, পৃ ১০৫, ১০৯ ৩ ঐ-সা, পৃ ১০৬ ৪ ঐ, পৃ ১৪০ ই.

৫ গাণপত্য, সৌর, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত—হিন্দু সর্বদেব ও সর্ব বর্ণের সমন্বয়ে দক্ষিণরায়ের পূজা। ইহাই বাঙালী দেবভাবনার বৈশিষ্ট্য।

৬ দ্র. পৃ ৩৩২ ৭ তু. 'আড়াই কাঠি ঢুমশি, ধুধুলা (সা প্র ৩, পৃ ১৩৮-৩৯)

৮ আলোচনা দ্র. প্রা-বা-বা, পৃ ৪৮-৫০ ৯ চৈতন্যপরবর্তী বাঙালী ধর্মোৎসবের বৈশিষ্ট্য। ১০ দ্র., পৃ ৩৩৪

১১ মহাভারতীয় নিষাধরাজ নল-দময়ন্তী আখ্যানে হরিদেবের সংযোজিত অংশ নাই (তু. মহা, বন ৫২-৭৯)।

১২ পৃ ৩০৩ ; তু. 'কালিদহে দিল ঝাঁপ কমল দেখিয়া'।

১৩ ইহা জীবৎকুণ্ডের নামান্তর। আলোচনা দ্র. ভূ পৃ ৫৫, পা টী ৩ ; তু. ম-অ, পৃ ১১৮ 'অজিতারী শিবকুণ্ড', পৃ ১১৬ 'মৃতসঞ্জীবনী কুণ্ড'।

রাজাকে দেখা দিলেন ; তাঁহার বুকে বসিয়া বর দিতে চাহিলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের পূজার কথা কহেন ॥২॥

যৌবেশ্বজ[১] বিষ্ণুপূজা করিয়াছিলেন। বলিকে ছলিতে বিষ্ণুর বামনরূপ। কৈলাসে চরণ দেখিয়া ভাগীরথী কমণ্ডলু হইতে বিষ্ণুপদে আশ্রয় নিলেন। সুরথ সুধন্বাকে অর্জুন বধ করিলেন ; মৃত্যুকালে কৃষ্ণনাম করায় বিশ্বনাথের বুকে সুধন্বা কণ্ঠমালা হইয়া রহিলেন। যৌবেশ্বজ কৃষ্ণপূজা করিলেন। তাঁহার পুত্র তাম্রধ্বজ[১]। তিনিও কৃষ্ণভক্ত। কংসবধ-প্রসঙ্গ ॥৩॥

নলরাজাকে তাম্রধ্বজ-ছলন-কাহিনী বলেন। সুধন্বা শিবের গলায় রহিলেন। কৃষ্ণ তাম্রধ্বজের দক্ষিণ অঙ্গ দান মাগিলেন। রাজা নিজ মাথায় করাত বসাইলেন। কৃষ্ণ গিয়া তাঁহাকে শান্ত ও তাঁহার কল্যাণ করিলেন। সত্রাজিৎ-প্রসঙ্গ[২]। বলি-পুত্র[২] সত্রাজিৎ। নারায়ণ তাঁহাকে দেখা দিলেন। কন্যা সত্যভামাকে কৃষ্ণের সঙ্গে দিলেন ॥৪॥

বিদর্ভ[৩]-উপাখ্যান। কন্যা রুক্মিণী[৪]। শিবভক্ত। কৃষ্ণ বিবাহ করিলেন। জরাসন্ধ[৫] কৃষ্ণসঙ্গে রণ করেন ; কংসসনে আত্মীয়তা। তিনি মগধেশ্বর। জরা নামে রাক্ষসী ছিল। দুই অংশে জন্ম হৈল। মায়াবিনী পুত্র লইয়া দিল। নলের নিকটে ছায়া[৬] বাজিরূপে রহিলেন। বিপক্ষে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি। দুই ভাই যুক্তি করিয়া নলরাজের সদনে যাইবেন ॥৫॥

নল-দময়ন্তী নিত্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করেন। হর হরি যুদ্ধ হয়। নারদের কথায় দুর্গা সমরে আসিয়া উদয় হইবেন। অর্জুনের বুকে সুধন্বা মরিলে, কাটামুণ্ড 'গোবিন্দ' বলে। সেই মুণ্ডমালা[৭] শিবের গলায়[৭]। এই বলিয়া দুই ভাই ছায়ার দুয়ারে পৌঁছিলেন ॥৬॥

১ ভারতে (১০-৫৯) মুর দৈত্যের তনয় 'তাম্রের' প্রসঙ্গ আছে। এই তাম্র যুদ্ধ করিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হন। হরিদেবের হাতে ইঁহারাই সম্ভবতঃ 'যৌবেশ্বজ', 'তাম্রধ্বজ' হইয়াছেন।

২ যদুবংশীয় নিঘ্নের ('বলি' নহেন) পুত্র। সূর্যোপাসক। সূর্য তাঁহাকে একটি মণি প্রদান করেন। সেই মণি হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত এবং দেশে ব্যাধিভয় ছিল না। সত্রাজিৎ ভ্রাতা প্রসেনকে সেই মণি প্রদান করেন (হরি, ৩৮, বিষ্ণু-পু, ই. দ্র.)। সত্রাজিতের কন্যা সত্যভামা (মৎস্য-পু ৪৫, ই.)।

৩ যদুবংশীয় জ্যামঘ ও তৎপত্নী চৈত্রার পুত্র (মৎস্য-পু ৪৪)। ৪ ইঁহার পিতা বিদর্ভরাজ ভীষ্মক, 'বিদর্ভ' বংশজ (মৎস্য-পু ৪৬)। ৫ দ্র. মহা, সভা ১৩-২৩। পরে, শীতলামঙ্গল আলোচনায় দ্র.।

৬ ইনি পূর্বগামী পৌরাণিক (হরি, ২৫, ভাগ ৬-৬, ৮-১৩) 'ছায়া' নহেন। ইহা লৌকিক আখ্যান।

৭ বৈদিক রুদ্র মৃত্যুর দেবতা। তিনি ভূত-প্রেতপরিবৃত ও শ্মশানবাসী। মুণ্ডমালা পরিয়া তিনি শবের উপর নৃত্য না-করিলেও, বা নরকপালে অন্নগ্রহণ না করিলেও, রুদ্র মালা পরিতেন, 'অর্হন্ নিষ্কং যজতং বিশ্বরূপম্' (২-৩৩-১০)। 'নিষ্কং বিশ্বরূপম্' কথার নানা অর্থ নানা জনে করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা নানা রঙের অস্থের মালা এবং ঋগ্বেদের (১০-১৩৬-৭) বিষপায়ী ছিল বলেই। এই ধারণা পরে, মুণ্ডমালা ও করোটিপাত্রে রূপান্তরিত হইয়াছে, মনে হয়, উপনিষদ রচনাকালে 'পাশুপত' সম্প্রদায়ের প্রভাবে (দ্র. *R-S, p. 19*)।—এই কল্পনার সহিত পরে তান্ত্রিক 'ধর্ম'-দর্শনের মিলনে বাঙ্গালা সাহিত্যে মুণ্ডপূজায় (আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, প্রবে., পৃ ২-৫) গভীরতর ব্যঞ্জনা রূপায়িত হইয়াছে (দ্র. ভূ. পৃ ৫৩, পা-টী ১)।

ছায়া উভয়কে দেখিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রায় পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেন, আঠার ভাটি তাঁহাকে মান্য করে এবং তাঁহার পিতা ত্রিলোচন; তাঁহাকে নলরাজা পূজা করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়াছেন ॥৭॥

ছায় ক্রুদ্ধ হইয়া রথে চড়িয়া কালুরায়ের সহিত যুদ্ধ করে। তাহাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থরহরি কম্পমান। গোবিন্দ আসিয়া যুদ্ধ করেন ॥৮॥

উভয় পক্ষে কৃষ্ণ ও শিবে যুদ্ধ হয়। নারদমুনি কৈলাসে গেলেন। দুর্গাকে রণাঙ্গনে উলঙ্গ[১] হইতে বলিলেন। ভবানী রণাঙ্গনে গেলেন ॥৯॥

গৌরী দিগম্বরী হইলেন। যুদ্ধ ভঙ্গ হইল। উভয় রায় নল রাজার নিকটে পৌঁছিলেন। দক্ষিণরায় আত্মপরিচয় দিলেন ॥১০॥

রায় বলিলেন, নলরাজার নিকটে তিনি নিজ-ভক্তের জন্য আসিয়াছেন। নলরাজাকে রায় তাঁহার পূজা করিতে আদেশ করিলেন, অন্যথায় তাঁহার বিপদ ঘটিবে। নল গোবিন্দ স্মরণ করিলে, গোবিন্দ আসিয়া শিবসুত ভাটিরাজ ক্ষেত্রপালপূজা করিতে বলিলেন ॥১১॥

কৃষ্ণের বচন শুনিয়া রাজা রায়পূজা করেন, বিষ্ণুমন্দিরে অজা মেষ মহিষ বলি দিয়া; আতব-তণ্ডুল রম্ভা নারিকেলাদিও পূজা-উপচার। সুবর্ণের বারি স্থাপন করিলেন। আপন হস্তে রাজা পুত্র কাটিয়া[২] আখণ্ড রম্ভার পত্রে রুধির রাখিলেন। পুনরায় দক্ষিণরায় তাহাকে বাঁচাইয়া[৩] দিয়া আপন মহিমা প্রচার করিলেন ॥১২॥

নলরাজা রায়ের পূজা করিয়া কৃষ্ণের দুয়ারী হইলেন। তিনি কৃষ্ণের সমান রায়ভক্ত। সমুদ্রমন্থন হইতে স্বর্গের কপিলা মর্ত্তে আসিলেন। নলরাজা রায়পূজা করিয়া কৃষ্ণের নিকটে রহিলেন। তিনি ধ্রুবার সমান বৈষ্ণব ॥১৩॥

নলরাজাকে হিরণ্যাক্ষ-হিরণ্য-নিধনকথা বলা হইয়েছে। বরাহ অবতারে[৪] হিরণ্যাক্ষ-বধ। নৃসিংহ অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ। শঙ্খাসুর-প্রসঙ্গ। নলরাজা কৃষ্ণের দুয়ারী জয়-বিজয়[৫] ॥১৪॥

নলরাজা রায়-বিষ্ণমানে তুইখান হইয়া, প্রাণদান পাইয়া জয়-বিজয়[৫] হইলেন ॥১৫॥

---

১ ইহা লৌকিক কাহিনী। তু. ম-ম, পৃ ১২২-২৩।

২ তু. হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা (সা-প্র ৩, পৃ ৮০ ই. দ্র.)। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রবলিদান-মানতে বরুণপূজার প্রসঙ্গ আছে। এই উপাখ্যানের জের দেখা যায়, বাঙ্গালার ধর্মঠাকুরে, এবং দ্বিতীয়, এই দক্ষিণরায়ের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে। ৩ ইহা ধর্মঠাকুরের অনুরূপ আচরণ (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৮৮ ই.)।

৪ দ্র. দেবী-ভা, ৮-২; পদ্ম-পু, সৃষ্টি ৩, বিষ্ণু-পু, ১-৩ ই., স্কন্দ-পু, বায়ু-পু, ই.।

৫ তু. সা-প্র ৩, পৃ ১৪০ 'কাল কেমন মারী'।

নলরাজা জয়-বিজয় হইয়া রহিলেন। তাঁহার কথা শেষ হইল। এবারে নৃসিংহের স্থানে[১] পূজা লইবার পরামর্শ হয়।১৬। অষ্টম পালা সমাপ্ত।

নবম পালা

নলরাজার পূজা লইয়া উভয় রায়মহাশয় বিপ্ররূপে হিজলিতে গমন করেন। নৃসিংহের স্থানে[১] দক্ষিণরায় ছেলে পড়ানোর কাজ করিবেন। কালুরায়ের এই পরামর্শে, দক্ষিণরায় অতি মনোহর বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া হিজিলি[২] পৌঁছিলেন। বিপ্র[৩] দেখিয়া সকলে নমস্কার করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রায় রাজাকে বলিলেন, তিনি তাঁহার আবাসে গৃহশিক্ষকতা[৪] করিতে আসিয়াছেন।১।

দ্বিজ বলরাম-রচিত দুইটি নূতন বৈষ্ণব পদ। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া রাজা তাঁহার সাত পুত্রকে পড়াইতে তাঁহাকে সবিনয়ে মনোনীত করিলেন। শিশুগণকে রায় অভিধান, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি সর্ব শাস্ত্র পড়াইলেন। মহাভারতের কথা ইতিহাসে বিবৃত হইতেছে।২।

ইতিহাসে পুরাণ-কথা[৪]। স্বপ্নে ঊষা-অনিরুদ্ধে বিবাহ[৫] হইল। সেইভাবে ব্রাহ্মণরূপী রায় রাজাকে বলিলেন, গৃহশিক্ষককে জামাতা[৬] করিয়া রাখিতে। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধের দুর্গতির কথা বিবৃত করিলেন। নারদের নিকটে সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ বহ্নিগড়ে[৭] দর্শন দিলেন। কৃষ্ণ গরুড়কে পক্ষ দ্বারা সমুদ্রের জল আনিতে বলিলেন। গরুড় সমুদ্রজল আনিয়া[৭] বহ্নিগড়ে দিলেন। বাণযাত্রী ষড়ানন[৮] আসিয়া আছেন। কৃষ্ণের সহিত কার্তিকের যুদ্ধ হয়।৩।

---

১ কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে এই কাহিনী নাই (দ্র. বা-সা-ই, ১ম, ২সং, পৃ ৫৫১)। তাঁহার কালিকামঙ্গলেও নাই। আলোচ্য 'নৃসিংহের পালাকে' দ্বিজদেব কালিকামঙ্গলের ছক কাটিয়াছেন, স্বতন্ত্র নামে 'কালিকামঙ্গল' জাতীয় গ্রন্থ রচনা না করিয়া।

২ হিজলি প্রাচীন 'ভাটি' দেশের পশ্চিম সীমান্ত (দ্র. ভূ. পৃ ১০, পাদটীকা ২)। ভাগীরথী ও রূপনারায়ণের সঙ্গমস্থল হইতে বালেশ্বর পর্যন্ত ভূখণ্ডের নাম ছিল হিজলি। মধ্য-যুগে হিজলি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। ইয়োরোপীয় পর্যটকগণের বিবরণীতে ও বিভিন্ন পর্তুগীজ মানচিত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায় (পরে দ্রষ্টব্য)।

৩ কালিকামঙ্গল-বিদ্যাসুন্দর পাঁচালী সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা (দ্র. বা-সা-ই, ১ম, ২সং পৃ ৮২৪-২৮)।

৪ দ্র. পৃ ৩২৯, ৩৩০ ৫ ঊষা-অনিরুদ্ধের আদর্শে বিদ্যাসুন্দরের পরিকল্পিত সৃষ্টি। বিদ্যাসুন্দর পালার এবং আলোচ্য 'নৃসিংহ পালার' ইহাই অন্যতম উৎস বলিয়া মনে করি। তু. ম-ম, পৃ ৬৯-৭১।

৬ দেবতার অধিকারে এই দাবী এতো সহজে করা হইয়াছে।

৭ দ্র. পৃ ৩৩৩, ম-র, পৃ ১১২ 'গরুড় সমুদ্রজল সিঁচেন আপুনি'।

৮ কার্তিক বাণযাত্রী—কোনও পুরাণে এই আখ্যান নাই। মহা (সভা ৩৮) মতে, দেবাসুর-সমরে বাণ কার্তিকেয়কে সাহায্য করিয়াছিলেন। (ঐ ৩৭)-এ দেখা যায়, বাণ-সেনা কার্তিকেয় কর্তৃক নিহত হইলেন।

হরিদেবের রচিত একটি নূতন কালী-পদ। কৃষ্ণের সহিত কার্ত্তিকের যুদ্ধ হইতেছে। উভয়ের কটু-কথন। কার্ত্তিক অস্থির হইলেন। বাণরাজা যুদ্ধে আসিলে নারায়ণ তাঁহার হস্ত কাটেন। বাণ শিব স্মরণ করিলে শিব আসিলেন। হর-হরিতে যুদ্ধ দেখিয়া নারদ[1] ক্রুদ্ধ হইয়া কৈলাসে আসিলেন। অভয়া দিগম্বরী হইয়া যুদ্ধ ভঙ্গ করিলেন। অনিরুদ্ধ নাগপাশে বন্দী হইলেন। নারায়ণ উষা-অনিরুদ্ধকে লইয়া দ্বারকায় গেলেন। শিব[1] বাণকে নন্দী[1] করিয়া কৈলাসে পৌছিলেন ॥৪॥

যদুবংশধ্বংস-উপাখ্যান। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ[2]। পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু। বিশালাক্ষীরূপে মাতার হিমালয়কে ছলনা; শুম্ভ নিশুম্ভ তাঁহাকে হরণ করিতে চাহে। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মধু কংস প্রভৃতি অসুরের বংশ ধ্বংস[2] হইল। ব্রহ্মশাপ কখনও খণ্ডন[2] হয় না। এই কথা পুরাণের দৃষ্টান্তে[2] ব্রাহ্মণ রাজাকে বুঝাইলেন। ইন্দ্রের প্রতি গৌতমের শাপ[2]-প্রসঙ্গ কহিলেন। ইহা বলিয়া তাঁহার অনন্তা কন্যা সন্তান প্রসব[3] করিবে, এই অভিশাপ দিলেন ॥৫॥

রাজা ভীত হইলেন। কুন্তীর কথা। তাম্রখোলে[4] কর্ণকে ভাসাইবার বিবরণ ॥৬॥

ক্রুদ্ধ নৃপতির আদেশে কোটাল ঘোরতর মশান তৈয়ারী করিল। সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে বধ করিতে যায়। রায় ইহা দেখিয়া হনুমান[4] স্মরণ করিলেন। হনুমান ঘোর নাদ করিলেন। হনুমানে[4] কোটালে যুদ্ধ হইল। ঝড়ের[4] বেগে বায়ু বহিতে লাগিল ॥৭॥

ধেনুরূপে বীর বাথানে আসিলেন[6]। রায় হনুমানকে বলিলেন, পিতার সম্বন্ধে হনুমান

আলোচ্য গ্রন্থে অবতারিত বাণ-প্রসঙ্গের সহিত কেমানন্দের মনসামঙ্গলের উষাহরণ পালার (পৃ ৩৩-১২৯) তুলনা করা যায়। উভয়ের অবতারিত কাহিনী ও ভাষাগত সাদৃশ্য দেখিয়া মনে হয়, উভয়ে যেন একই উৎস হইতে এই আখ্যানের সূত্র আহরণ করিয়াছেন। কেমানন্দের 'শিবজ্বর' ও 'বিষ্ণুজ্বরে' প্রসঙ্গ হরিদেবের শীতলামঙ্গলের আলোচনায় পরে দ্রষ্টব্য।

১ স্কন্দ ও মৎস্য পুরাণ মতে, শিবের পরামর্শে নারদ বাণের স্ত্রীকে নানাবিধ ব্রত উপবাসাদি করিতে বলেন। তাহাতে বাণপুরীতে অমঙ্গল প্রবেশ করে এবং বায়ুকে সহায় করিয়া অগ্নি বাণের পুরী ধ্বংস করেন। কালি-পু (অ ৪৫-৪৯) মতে, অসুর বাণ পরজন্মে শিবের 'মহাকাল' হন। কূর্মপুরাণ (পূর্ব, ১৮-১-৭) মতে, অসুর বাণ শঙ্করের অতিশয় ভক্ত। ত্রিভুবনবিজয়ী বাণ অবশেষে ইন্দ্রপীড়ক হওয়ায়, দেবগণের অনুরোধে, মহেশ্বর একটি শর দ্বারা বাণের পুরী দগ্ধ করেন। বাণের স্তবে তুষ্ট হইয়া রুদ্র বাণকে নিজের 'গাণপত্য পদে' সংযোজিত করিলেন। হরিদেবের ও কেমানন্দের বর্ণনা (ম-ম, পৃ ১২৫) কূর্মপুরাণানুসারী।

২ ইহা ব্রাহ্মণের একচ্ছত্র মাহাত্ম্যবর্ণনা।

৩ বিদ্যাসুন্দরকাহিনী:অপেক্ষা কিঞ্চিৎ মার্জিতরূপ (দ্র. ম-ম, পৃ ৮০)। ৪ দ্র. পৃ ৩৫৩-৫৫

৫ গণেশের জন্য গজমুণ্ড সংগ্রহের সময় হরিদেব ইঁহাদিগকেই স্মরণ করিয়াছেন (দ্র. সূ. পৃ ৩৩, পা-টী ৩)।

৬ এই ছত্রটি পালাগায়কের সুর।

তাঁহার ভাই[১]। নৃসিংহের স্থানে রায় যুদ্ধ করিলেন। মহাবীর হনুমান যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। মহাযুদ্ধে হিজুলি শহর অন্ধকার হইল। রাজা কোটালকে ডাকিলেন। হনুমান রণে ভঙ্গ দিলেন। নৃসিংহের কন্যা পিতাকে বলিলেন, তিনি গর্ভবতী হইয়াছেন; এবং তাঁহার মৃগমাংস খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে ॥৮॥

রায় রাজার নিকটে বসিয়া কালুরায়কে স্মরণ করিলেন। রায় ছায়ারূপে তাঁহাকে দেখিলেন। তিনি বাঘ সাজন করিতেছেন। কালুরায়ের হাঁকে বিভিন্ন প্রকারের বাঘ আসিয়া পৌছিল। রায় সমস্ত বাঘকে মৃগরূপ ধরিতে বলিলেন। তাহাই হইল[২] ॥৯॥

কালুরায়[৩] বাঘগণকে[৩] বলিলেন, মৃগরূপে[৩] হিজুলিতে[৩] যাইতে। বাঘগণ পবনবেগে হিজুলিভবনে পৌছিল। কালুরায় ফকিরের[৩] বেশ ধরিয়া নৃপতি-সাক্ষাৎ দিয়া হরিণ চালনা করিলেন। নৃপতি ভিক্ষুককে[৩] একটি হরিণ চাহিলেন। কালুরায় বলিলেন, যে দেশে দক্ষিণ-রায়ের পূজা হয়, সেদেশে তিনি হরিণ দিলে কত ধন পাইবেন। রাজা বলেন, তিনি মৃগপ্রতি এক টাকা দিবেন। কালুরায় বলিলেন, তিনি মৃগপ্রতি এক লক্ষ টাকা চাহেন। ইহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালদের ডাকিয়া তাঁহাদিগকে মারিতে বলিলেন ॥১০॥

নৃপতির আদেশে প্রচণ্ড যুদ্ধ হইল। কালুরায়ের আজ্ঞা পাইয়া ছদ্মবেশী সমস্ত বাঘ[৩] প্রলয় সময়ে ঝাঁপাইয়া পড়িল ॥১১॥

বৈষ্ণব পদাংশের ধুয়া। বাঘের কথা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। এদিকে যুদ্ধে শার্দূলগণ কোটালদিগকে সংহার করিল। বাঘের শব্দ শুনিয়া সকলের মুখে ধুলা উড়িল। অরুণ সমান[৩] ফকিরকে[৩] দেখিয়া রাজা কাছে ডাকিলেন। অনুশোচনায় তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। ফকির[৩] নৃপকন্যাকে চাহিলেন। ইহাতে রাজা যুক্তসংযুক্ত বক্ষিসমান ক্রুদ্ধ হইলেন। রাজা

১ দ্র. পৃ ৩৩। দক্ষিণরায়ের পিতা শিব। শিব রুদ্ররূপে মরুদ্গণের পিতা। এই সূত্রে পবন (অথবা লোকবিশ্বাসে 'পবননন্দন') দক্ষিণরায়ের ভ্রাতা (দ্র. ভূ. পৃ ৩৪, পা-টী ৩)।

২ এই আখ্যানে 'কালুরায়মঙ্গলের' জোড়াতালি আছে (তু. সা-প-প ৬৩, ২, পৃ ৮৩-৯১)। বলা বাহুল্য, হরিদেবের রচনাসমূহে দ্বিজ নিত্যানন্দের 'কালুরায়মঙ্গল' অথবা কবি শ্রীবল্লভের 'কালুরায়ের গীত' (সা-প-প ৬২, ২, পৃ ৮৬-৮৯) ঢুকাইয়া দিয়াছে (এই অংশে ও পরে দ্র.)।

৩ কালু-ফকিরের বেশ ধরিয়া বাঘ-মৃগ চালনাকারী কালুরায় 'গাজী' বা 'খাঁ' জাতীয় মৌলিক মুসলমান দেবতা নহেন; কালুরায় কুম্ভীরবাহন প্রাগভক্তনবগণ্ড মহাদেবের বর্মীঠাকুর, তিনি অপ্সরাধিপতি 'কবল ঈশ্বর' 'খাড়েশ্বর' অর্থাৎ ঝাড়ফুঁক করিয়া বিষ নামানো বা ভূত তাড়ানোর (*to exorcise*) দেবতা। কালুরায় শিবদূত (পৃ ৫৮), শিবানুচর; ভবানী বা কালিকা তাঁহার মাতা। তাঁহার ভালে শশধর, পরনে পাটাম্বর এবং গলায় রুদ্রাক্ষমালা (সা-প-প ৬২, ২, পৃ ৮৫; ঐ ৬৩, ১, পৃ ২০)। তিনি বিবাবিভক্ত রুদ্র-শিবের নবমূর্তি বাঘরথী পুত্র শর্ব (ব্রহ্মা-পু, ২১); তিনি ভব বা শত চন্দ্রোপম পদ্মধর দক্ষিণরায়ের বয়স্য বসুপাত্রী সহোদর (বায়-পু. ৭, আগে ও পরে দ্রষ্টব্য)। পদ্মদহে দক্ষিণরায়ের 'বারা' আনিতে গেলে, সম্ভবতঃ এই ধারেতেই কালুরায়ের 'বারাত' আনিবার বিধি।

অবোধ ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ভগদত্তরাজার ভানুমতী[১] নামে কন্যা ছিল; রাজা এক যোজন পরিমাণ রাধাচক্র[২] করিলেন। সেইরূপ লক্ষ্য বিঁধিয়া কন্যাগ্রহণ করিবার পণ করিয়াছেন নৃসিংহরাজা। ভানুমতী-উপাখ্যান[১]। রায় ক্রুদ্ধ হইয়া, যে কন্যার দুইটি স্বামী, রাজাকে তাহার কথা বলিলেন ॥১২॥

ভানুমতীর স্বয়ম্বর-প্রসঙ্গ। জরাসিন্ধুর গুণ কর্ণ পুনঃপুনঃ বিঁধিলে, ভানুমতী কর্ণকে বরণ করিলেন। জরাসিন্ধু ও কর্ণের যুদ্ধ হইল। ভানুমতীকে লইলেন দুর্যোধন। বিদুর-বিপ্র[৩]-প্রসঙ্গ ॥১৩॥

রাজা বিপ্রের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। তখন রায় বলিলেন, তাঁহার নাম বিদ্যাধর, তাঁহার পিতার নাম গদাধর। শিব তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বর। নলরাজার প্রসঙ্গ তিনি সবিস্তর কহিলেন। নৃসিংহের নিকটে আসিয়াছেন তিনি ব্রতের জন্য। তখন রাজা হৃষ্ট হইয়া কোটালকে বলিলেন, রত্নময় ঝারা-বারা সত্বর আনিতে। পাত্র রাজাকে বলিলেন, বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করিতে ॥১৪॥

রাজা দক্ষিণরায়কে বলিলেন, তাঁহার মৃত সৈন্য জিয়াইতে। রায় সকলকে জিয়াইয়া দিলে, রাজা যথাবিধি রায়পূজা করিলেন। দক্ষিণরায় বলিলেন, কালকেতুর সহিত চণ্ডী বিড়ম্বনা[৪] করিলেন। কালকেতু গৃধিনীরূপিণী[৪] চণ্ডীকে ধরিয়া আনিল। চণ্ডী ষোড়শী

হরিদেব, বল্লভ ও বিদ্যাবন্দ যেভাবে কালুরায়কে বাঘ ও বাঘিনী সম্পর্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, কালুরায় বাগড়ি বা ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলের (অষ্টম-নবম শতাব্দীর গৌড়াধিপ ধর্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে সর্বপ্রথম উল্লিখিত—দ্র. 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীন ভূগোল' (বসাক), প-ব-সং, পৃ ৭৭৪-৭৭) ব্যাঘ্র-কুলদেবতারূপে কোনও কৌম নরপতির (ইনি সমুদ্রগুপ্তের শিলালেখে উল্লিখিত (খৃ ৩৫০-৭০) বহবিজয়ী 'মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ' নহেন—দ্র. আমাকে লিখিত ভারতের সরকারী প্রত্নলেখতত্ত্ববিদ দীনেশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের ৩-১২-১৯৬০ তারিখের পত্র) কুলদেবতা ছিলেন। কুলদেবতা ও কৌমিক পর্বাতে দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের পৌণ্ড্রালী বিভিন্ন জাতি (আগরি, সদ্গোপ, মাহিষ, বাগদী, বীরবংশী, ই.) অদ্যাবধি বাঘের পরিচয় বহন করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্থানের নামে ও ব্যক্তির নামেও বাঘ ও কালুরায়ের বহু নিদর্শন আছে (পরে দেখুন)। একাত্ত সাদৃশ্যে ও সাধারণ ভাটিঅঞ্চলে হিন্দুদের কালুরায়, খাড়ির দক্ষিণরায়ের 'একাত্ম' অনুচর ও সখা সহোদর বলিয়াছেন (পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। ১ হরিদেবের বর্ণিত এই উপাখ্যান অপৌরাণিক (তু. হরি, ১৪৭, কৃষ্ণ-মঙ্গ, ৭২)। 'ভানমতীর' নামে খ্যাত খেলাধূলার জাতি এখনও দক্ষিণরাঢ়-অঞ্চলে লোকমুখে প্রচলিত আছে।

২ দ্র. পৃ ৩৬৮-৫। অজয়-আসানসোল অঞ্চলের কোনও কোন গ্রামে ধর্মঠাকুরের গাজন-অনুষ্ঠানে এখনও 'রাধাচক্র বাণে' সন্ন্যাসী ভক্তাদের কৃচ্ছ্র কৃত্যানুষ্ঠান হইয়া থাকে (শ্রীমান্ সুনীলকুমার রায়ের লিখিত বিবৃতি হইতে)। ৩ মহা, আদি ১০ ই. দ্র.।

৪ সাজনের মতে, গোধা 'সাধ্বীর' প্রতীক। পুরাণে গোধা চণ্ডিকার প্রতীকে পরিণত। দেবী চণ্ডিকা স্বর্ণগোধিকার রূপ ধারণ করিয়া কালকেতুকে কৃপা করিয়াছিলেন—এতৎপ্রসঙ্গে কবু ১০-৪৮-১০-১১ আলোচনীয় (দ্র. ব-চ, পৃ ৬১)।

কন্যারূপে বসিয়া রহিলেন। ইহা দেখিয়া ফুল্লরা বিস্মিত হইয়া কালকেতুস্থানে সত্বর গিয়া, স্বামীকে সমস্ত বলিলেন। অবশেষে চণ্ডী তাঁহাকে ধন দিয়া কল্যাণে রাখিলেন ॥১৫॥

ত্রিবিক্রমাদি তাঁহাকে অনুরূপভাবে পূজা করিয়াছেন। হস্তিনা ত্রিগর্ত[1] লাহোর[1] দিল্লী[1] ইত্যাদি অনেক পল্লী ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তিনি হিজুলিতে আসিয়াছেন, বিড়ম্বনা করিয়া রাজা নৃসিংহের মন বুঝিতে। দেব দৈত্যাদি, নল প্রভৃতি রাজা তাঁহার পূজা করিয়াছেন; কামিখ্যায় উৎসব হইয়াছে। ইহা শুনিয়া রাজা রায়পূজা করিবার জন্য দেব-বারা গঠন করিলেন ॥১৬॥

দেব-বারা গঠন করিয়া, ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি, অজা মেষ মহিষ, কর্পূর তাম্বূল গন্ধ দূর্বা, গীত নাট বেদধ্বনি শঙ্খধ্বনি ইত্যাদি উপচারে রাজা নৃসিংহ রায়পূজা করিলেন ॥১৭॥

রাজার ভক্তি দেখিয়া রায় সুখী হইয়া তাঁহাকে নিজ পাত্র করিলেন; তাঁহাকে অমর বর দিয়া, তাঁহার নাম দিলেন 'রূপ রায়'[2]। ব্রতকথা শুনিতে চাহিলে, রাজা রায়কে দক্ষিণ পাটনে যাইতে বলিলেন। শার্দূলকে দেবে পরিণত করিয়া রায় যশোর[3]-ভুবনে যাইবেন। সেখানে গিয়া উপসত্তি কহিয়া তিনি মদনের[3] নিকটে পূজা লইবেন। যশোরে বিপরীত ঘটনা ঘটিবে। রাজাকে পাত্র করিয়া দক্ষিণেশ্বর চলিলেন ॥১৮॥ নবম পালা সমাপ্ত।

দশম পালা

শিবসজ্জে শিবস্তোত্র। হরিদেবরচিত দুইটি নূতন 'বিষ্ণুপদী'[4] বা বৈষ্ণব পদ। পাত্রের বচন শুনিয়া দক্ষিণরায় দেবগণ সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে চলিলেন; মহাদেশ নদ নদী পার হইয়া জগাতির[5] স্থানে পৌঁছিলেন। মহাদানী দান চাহিলে রায় বলিলেন, ব্রাহ্মণের

১ দ্র. পৃ ৩৪৫

২ হিজলির রাজ-পরিবারে এখনও কালুরায়-দক্ষিণরায়ের 'মঠ' আছে (শ্রীমান্ অসীমকুমার বন্দ-প্রদত্ত সংবাদ)। হরিদেব রচিত আলোচ্য এই 'নৃসিংহ' পালাটিই 'রূপ রায়' সম্পর্কে 'কাব্যকাহিনীর সাহিত্যিক নিদর্শন' (দ্র. সা-প-প ৩২, ২, পৃ ৮১)। এই পালাটিকে 'রূপরায়-মঙ্গল' বলা যাইতে পারে।

৩ পরবর্তী দশম পালায় হরিদেব, মদন ও নিত্যানন্দের রচিত 'কালুরায়-মঙ্গল'-কাব্যের, মাহে ও যশোরে আত্মসাৎ করিয়াছেন। হরিদেব রাজা মদনকে যশোরে বসাইয়াছেন (দ্র. 'দেবমন্দির'—বা-সা-ই ১ম, ২য়, পৃ ৮২৩; আলোচনা দ্রষ্টব্য 'মারবজ্জলকালে রাজা মদন রায়'—শ্রীকালিদাস দত্ত লিখিত প্রবন্ধ, শারদীয় 'লোকপ্রকাশ' ১৩৬৬)। মদনে ও নিত্যানন্দে স্থান ও পাত্রে ভেদ থাকিলেও, কালুরায়ের কুম্ভিরে বাঘকে দেবে রূপান্তরের কাহিনী মোটামুটি একই।

৪ মধ্বাচার্য কৃত বৈষ্ণবপদ-সংকলিত একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'বিষ্ণু-পদ' (ভা-উ-স ১, পৃ ১৩৬-৩৭)। 'বৈষ্ণব পদ' হলে, বাঙ্গালায় 'বিষ্ণুপদী' শব্দের ব্যবহার, সম্ভবতঃ উক্ত গ্রন্থের প্রভাবজাত। গঙ্গার নামান্তর 'বিষ্ণুপদী'। বিষ্ণুপদনিঃসৃত 'বৈষ্ণব পদের' ধারাবাহিক বিমলতা। এই সাদৃশ্যে এইরূপ নামকরণ সার্থক।

৫ হরিদেব জগাতি বা ঘাটোয়ালের কোনও পরিচয় দেন নাই। মদন বলেন, তাহার নাম হীরা পাটনী এবং নিত্যানন্দ বলেন, সে ছিল জাতিতে 'বাগদি'।

দান রাজাও গ্রহণ করেন না। জগাতি মহাভারতের কথা উল্লেখ করিয়া, যমুনার ঘাটে দানী নন্দনন্দনের প্রসঙ্গ[১] বলিলেন[১] ॥১॥

বিপ্র দানীকে পুরাণ-কথা কহিতেছেন। কৃষ্ণলীলা-প্রসঙ্গ; গোপী-লীলা, শকটভঞ্জন, কংসবধ ইত্যাদি। কৃষ্ণ[২] ওড়িষ্যায় জগন্নাথ[২]-রূপে স্থিতি করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন[২]-রাজা বিষ্ণু-পূজা করিয়া নারায়ণকে স্থাপনা করিলেন, দক্ষিণ সমুদ্রতীরে অক্ষয়বটের[২] মূলে; এবং সে দেশের নাম হইল দ্রবিড়[৩]দেশ। জগন্নাথক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ শূদ্রে সব একাকার ॥২॥

রায়মহাশয় জগাতিকে এই সব বলিয়া, তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু জগাতি না ছাড়ায়, তিনি বাঘ লেলাইয়া, জগাতিবধ করিয়া, বাঘ লইয়া দক্ষিণ দেশে[৪] গেলেন। বহু পুণ্যস্থল এড়াইয়া, রায় সমুদ্রতটে[৪] পৌছিলেন। মেষ সঙ্গে লইয়া 'মহাপ্রভু' সিন্ধুতটে[৪] বসিয়া। ঘাটে নৌকা নাই। দৈবযোগে নৌকা দেখিলেন। ব্রাহ্মণ দেখিয়া নাবিক নমস্কার করিল। ধীবর নাবিক ধন চাহিলে, রায় নাবিকের জন্মকথা[৫] বলিলেন। মীনগন্ধা[৫]-উপাখ্যান ॥৩॥

পরাশরের সহিত সিন্ধুজলে মীনগন্ধার দরশন। মীনগন্ধাকে পদ্মগন্ধা করিয়া ছলনা। ইহাই কৈবর্তের জন্মের আত্মকথা[৫]। গান্ধারী শান্তনু ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডবদের প্রসঙ্গ ॥৪॥

নাবিক ব্রাহ্মণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, দক্ষিণরায় সবিস্তর বলিলেন; তাঁহার সহোদর কালুরায় এবং পিতা গঙ্গাধর। তাহাতে নাবিক হৃষ্ট হইয়া রায়ের পূজা করিতে চাহিল এবং যথাবিধি আয়োজনে পূজা করিল। রাজার দূত সেই স্থান দিয়া যাইবার সময়, বিবিধ বিধানে ধীবরের পূজা দেখিল; দেখিয়া তথায় হানা দিল। নৃপতির সেনাগণ তোবা তোবা[৬] করিতে লাগিল ॥৫॥

---

১ ইহা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'দানখণ্ড' স্মরণ করায়।

২ তু. 'জগন্নাথ রূপে আম ওড়িশাতে আর, হিন্দু মুসলমান সর্ব করি একাকার' (ক-ক, 'ষোল পাঁজা'), দ্র. পৃ ৩২৫ 'অক্ষয় বট', পৃ ৩৪৪ 'তাম্র দেউল'।

৩ দ্র. পৃ ৩৪৭ 'দৃবির ভুবন'। ৪ যশোরের নাবে, রায় দক্ষিণ সমুদ্রতটেই পৌঁছিয়াছেন।

৫ অপ্সরা অদ্রিকা ব্রহ্মশাপে মৎসীরূপে যমুনাতে বাস করিত। রাজা উপরিচরবসুর বীর্য পান করায় তাহার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। ধীবরেরা সেই মাছ ধরিয়া তাহার উদরে মনুষ্যসন্তান দেখিয়া রাজাকে সংবাদ দেয়। রাজা তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া, কন্যার নাম রাখেন মৎস্যগন্ধা বা সত্যবতী। মতান্তরে, পূর্বকন্যা কালিন্দাই, পরাশর মুনির অভিলাষ পূরণের জন্য, ইন্দ্রাদেশে মৎসীগর্ভে জন্মলাভ করেন। দাসরাজের পিতার আদেশে সত্যবতী যমুনাতে নৌকাবাহনের কাজ করিতেন। পরাশরের ঔরসে সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে প্রসব করেন (মহাভা, শিব-ধর্ম, হরি, ই. দ্র.)। এই কাহিনীই অপভ্রংশের প্রবাহ বাহিয়া আসিয়া মনসামঙ্গলের (ম-বি, পৃ ৯-১২) কালিদহ-পথের জোকা নদীতে শিব-ভোমনি আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছে, মনে করি।

৬ হরিদেবের মতে, এই মুসলমান সৈন্য যশোরের রাজা মদনের এবং খতাবজাই ইহারা হিন্দুদেবদ্বেষী বিদ্বেষী।

যত তোবা তোবা করে, তত আল্লা স্মরণ করে। এবং বলে, লক্ষ লক্ষ পীর, অসংখ্য পীরাণী, তাঁহাদের পূজা কর। হিন্দুর কৃত পূজা করিয়া নাবিকদের কোন মঙ্গল হইবে না। কোরাণে বা কাজীর নিকটে ফতোয়া লইয়া, ইলাহি মহম্মদ একদিল ঈশ্বরকে পূজা করিলে তবেই রক্ষা[১]। এই বলিয়া পূজাসম্ভারের উপর উপদ্রব চালাইল ; সরা-ভরা রুধির দেখিয়া তাহারা তোবা তোবা করিয়া আল্লাকে স্মরণ করে। কাটা ছাগল দেখিল। পূজোপকরণ অমৃত অর্থাৎ মদ্য পান করিল। দুগ্ধ দধি খাইয়া ফেলিল এবং হাতে মুগুরিয়া লাঠি লইয়া সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া[২] রাজা মদনের নিকটে অগ্রসর হইল ॥৬॥

কোটালগণ যশোরেশ্বরের নিকটে গিয়া সকল ধীবরকে বন্দী করিতে বলিল। এদিকে নাবিকগণ রায়ের যথাবিধি পূজা স্তব করিয়া বর চাহিলে, রায় বলিলেন, কালকেতুকে চণ্ডী ধন দিয়াছিলেন। কিন্তু তোমাদিগকে ধন দিলে, রাজা বধ করিবেন। কালকেতুকেও রাজা 'নিধন' করিয়াছিলেন ; এবং কলিঙ্গরাজাকে চণ্ডী করিয়াছিলেন বিড়ম্বনা[৩] ॥৭॥

নৃপদূতগণ ধীবর ধরিতে গেল। দক্ষিণরায় চিন্তা করেন। রায় নিজ গাত্রজাত ব্যাঘ্রসেনা এবং রূপান্তরিত আতব তণ্ডুল হইতে ভীমরুল[৪]-সেনা দ্বারা যবনসৈন্য পরাজিত করিলেন। যবনসৈন্য বিপদে পড়িয়া আল্লা এবং মহম্মদ-ঠাকুরকে স্মরণ করিল। বাঘেরা যাবতীয় যবনসৈন্য খাইয়া ফেলিল। তন্মধ্যে একজন পলাইয়া নৃপতিকে সমস্ত সংবাদ দিল ॥৮॥

নাবিকেরা এইসব দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরের স্তব করিল। ধীবরদিগকে বর দিয়া দক্ষিণেশ্বর কৈলাসশিখরে[৫] গেলেন। এদিকে নৃপসৈন্য নাবিকদিগকে ধরিতে যায়। বিভিন্ন যবনসেনা গিয়া ধীবরকে বন্ধন করিল। নৃপসমীপে বন্দী আনিলে, তাহাকে বার বৎসর[৬] কারাগারে বন্দী রাখিতে আদেশ করিলেন ; এবং পরীক্ষা-দাপকে বন্দী খালাস পাইবে, বলিলেন ॥৯॥

গৌরচন্দ্রিকার ধুয়া। কারাগারে বন্দী হইয়া নাবিক রাত্র দিন রায়পদ ভাবনা করেন। তিনি রায়কে অর্ধনারীশ্বর[৭] বলিয়া স্তব করিলেন ; স্তবে তুষ্ট করায়, রায়ের আসন টলিল। খড়ি[৮] পাতিয়া রায় গণিয়া বুঝিলেন, বাংলাদেশে বিপদ ঘটিয়াছে ॥১০॥

---

১ ইহা ইসলাম ধর্মপ্রচারক গাজী ফকিরদের প্রচারকার্য স্মরণ করায়।

২ এইভাবেই সেকালের মুসলমান ফৌজেরা ধর্মঠাকুরের গাজন ও অন্য দেবদেবীর মন্দির আক্রমণ করিত (দ্র. শূ-প ১, পৃ ৭৭-৮০)। ৩ দ্র. ক-চ, পৃ ১০৫-৬।

৪ দ্র. দু. পৃ ৪৭, পা-টী ২ ; তু. ক-রা (সা-প্র ৫), পৃ ১৩৬ ই.। ৫ পিতার নিকটে।

৬ ইহা মঙ্গলকাব্যের রীতিগত ও পরিমিত বৎসরসংখ্যা।

৭ দ্র. কূর্ম, পূর্ব, ১১-১-১৫। ৮ তু. 'খড়িমাটি' (রা-অ, পৃ ১২)।

সঙ্গে মেষ লইয়া দক্ষিণরায় যশোরে গেলেন। মেষগণ আগে আগে দৌড়াইতেছে; ঠিক দেখিতে যেন অগ্নিশিখা[১]। রায় মেষরূপী শার্দূলগণকে বনে স্থিতি করিতে বলিলেন এবং নিজে ষোড়শী[২] কন্যারূপে[২] রাজার নিকটে গিয়া উপনীত হইবেন, ভাবিলেন। রায় অর্ধ-নারীর রূপ ধরিয়া যশোররাজের সমীপে গিয়া সলজ্জে একটি ভিক্ষা চাহিলেন। ভিক্ষার উদ্দিষ্ট বস্তু হইল বন্দী ধীবর। রাজা ষোড়শীর পরিচয় চাহিলেন ॥১১॥

হরিদেবরচিত রামায়ণের ধ্রুবপদ। ষোড়শীরূপী রায় নিজ পরিচয় দিলেন এইভাবে: তাঁহার পিতা গঙ্গাধর, স্বামীরা ঘোষাল,[৩] স্বামীর যন্ত্রণা, তাঁহার সাত সতীন, তাহাদের অত্যধিক পীড়ন, তৈল বিনে কেশে জটা, কর্ণে তালা, বাপেরা কাশ্যপগোত্রীয় এবং স্বামীরা ঘোষাল[৩]। সুতরাং তিনি রাজার নিকটে থাকিতে চাহেন। কিন্তু রাজা পরের স্ত্রী রাখিতে নারাজ, তাহার 'স্বামীদের' গঞ্জনার ভয়ে। ইহাতে ষোড়শী বলিলেন, ত্রিভুবনে তাঁহার কেহ নাই; যশোররাজ যেন তাঁহাকে কৃপা করিয়া ধীবরদান করেন। ইহা শুনিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন। ষোড়শী স্তব্ধ হইয়া সবিনয়ে কহিলেন, শৃঙ্গারে কি সুখ, তিনি তাহা জানেন না। রাজা পুনরায় তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১২॥

হরিদেবরচিত একটি বৈষ্ণব পদ। ষোড়শীরূপী রায় যশোররাজের নিকটে ধীবরকে পুনরায় যাচিঞা করিলেন। কথা শুনিয়া রাজা ও মহাপাত্র ক্রুদ্ধ হইলেন। ষোড়শীর প্রতি তাঁহাদের ঘোরতর সন্দেহ ঘটিল এবং তাঁহাকে মাতৃসম্বোধন করিয়া, বিদায় হইতে বলিলেন। রায় ফিরিয়া আসিয়া, কালুরায়ের সঙ্গে যুক্তি করিয়া, পুনরায় বিপ্ররূপে[৪] তথায় গমন করিবেন ॥১৩॥

কালুরায়ের কথা শুনিয়া রায় বিপ্ররূপ ধারণ করিলেন। তাঁহার শরীর সুকোমল পদ্মের পাপড়ির মতো শুভ্র ও সুন্দর হইয়া গেল। হাতে তাঁহার আসা[৫]-বাড়ি। এইরূপে তিনি যশোরে পৌঁছিলেন। রাজা ব্রাহ্মণ দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বিপ্র বলিলেন, রাজভবনে তাঁহার পত্নী আছে; আপন ভাল চাহিলে, তাঁহাকে যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়; অন্যথায় সমূহ বিপদ। তিনি জঙ্গল-রাজা দক্ষিণেশ্বর; তাঁহার সেবক ধীবর[৬]। ধীবরকে ছাড়িয়া না দিলে রাজার মৃত্যু অবধারিত ॥১৪॥

১ মেষ অজ-বর্গের জন্তু। এই বর্ণনা ঋগ্বেদের অগ্নি-অজ সংযোগ স্মরণ করায় (১০-১৬-১, ৪); (দ্র. সু. পৃ ৫১, পা-টী ৩)।

২ ইহা মঙ্গলচণ্ডীর ষোড়শীরূপ ধারণের অনুরূপ (ক-চ, পৃ ৮১)।

৩ দ্র. পৃ ৩৭৩ 'স্বামীরা ঘোষাল'। এই পরিচয় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনার আদলে রচিত।

৪ বসন্ত ও নিত্যানন্দের মতেও 'ব্রাহ্মণবেশে'।

৫ ধর্মঠাকুরের ও সত্যনারায়ণের হাতে 'আসাবাড়ি' প্রসিদ্ধ। 'আসা' ও 'সোঁটা' ত্রিপুরার রাজচিহ্ন, এই চিহ্নদ্বয় মুসলমান বাদশাহ-প্রদত্ত বলিয়া বিশ্বাস (দ্র. রা-মা, ১ম, পৃ ১৬১)।

৬ শীতলারও ধীবরপ্রীতি পরে দেখা যাইবে।

ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া পাত্র মিত্র সকলে বলিলেন, তাঁহার পত্নী সেখানে নাই। ব্যথিত হইয়া রায় ধীবর চাহিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের এই গুপ্তকথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন; দক্ষিণরায়কে অপমান করিলেন। রায় ইহা শুনিয়া অগ্নিশর্মা হইয়া শিবের সাক্ষাতে গিয়া বলিলেন, যশোররাজ শিবনিন্দা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া শিব ভালে করাঘাত করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দানাগণকে ডাকিলেন। দানব পিচাশ আসিল; এবং তাহারা মড়াকাঠ লইয়া ধাবিত হইল। ভূতেরা গায়ে ধুলা মাখিয়া জটা জড়াইয়া মড়া কাঁধে[১] লইয়া চলিতে লাগিল। শিব কালীকে ডাকিলেন। কালী[২] বসিয়াছিলেন শ্মশান জাগাইয়া। তিনি দানাসৈন্য[৩] পরিচালনা করিয়া যশোরে রওনা হইলেন ॥১৫॥

দানাসৈন্য লইয়া রায়মহাশয় শার্দূলবাহনে[৪] যশোরে পৌছিলেন; পৌছিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাগণকে যশোরভুবন ধ্বংস করিতে আদেশ দিলেন। শার্দূলগণও হাঁক ডাক করিয়া সব নষ্ট করিতে লাগিল। কিন্তু দানাগণ বন্দী ধীবরের সন্ধি পাইল না; তাহারা পাত্র মিত্র প্রজাবর্গ ধ্বংস করিল। তখন যশোররাজ গলায় কুঠার বাঁধিয়া[৫] রায়ের সমুখে মরিতে আসিলেন। যদি রায় তাঁহার সেনাগণকে রক্ষা না করেন, তিনি আত্মহত্যা করিবেন। রায় বলিলেন, যশোরেশ্বর অহংকৃত; তিনি যেন ধীবর সমর্পণ করেন ॥১৬॥

১ নকল মৃতদেহ ও কাগজ নরমুণ্ড সহযোগে গাজনকৃত্য, রাঢ়ে এখনও একাধিক স্থলে প্রচলিত আছে (দ্র. প-র-সং, শ্রেণী ৪, ২; পৃ ১০২)।

২ বৈদিক রাত্রি-দেবতার (রাত্রির অধঃস্থ দেবসত্তা) সহিত অবৈদিক দেবাংশ মিশিয়া 'কালরাত্রি' (রাত্রির ভীতি অংশের বিগ্রহ, অমাবস্যা রাত্রির অধিকারিণী রূপের) দেবতার বা উপদেবতার সৃষ্টি। ইনিই পরবর্তিকালের 'কালী'। মহাভারতে (শল্য), ইনি কার্তিকেয়ের অনুচরী মঙ্গলদায়িনী মাতৃকা বি. (পরে, আলোচনা দ্রষ্টব্য)। 'ধমসুরী' (∠-বি—দ্র. তু. পৃ ৪৬ দেবী কালীরূপে কোনও কোন স্থানে (মজিলপুর, চব্বিশ পরগণা) হইয়াছেন শীতলার সহচরী আরোগ্যদেবী। কোনও কোন মনসামঙ্গলে (দ্র. পুঁ-প ১, পৃ ৩৪) 'বড়বুড়ী খোবানী' (নেতো), অর্থাৎ মনসার সহচরী আরোগ্যদায়িনী বা রজকপার্ষিকা দেবতা। পক্ষান্তরে, মনসা শীতলার সহচরী, বটবৃক্ষবাসিনী, মুণ্ডরূপিণী 'ডাকিলে কালী' (*'ডাঙ্গর' নামে অধুনালুপ্ত আদিবাসিদিগেরে পূজিতা কোনও মৌলিক দেবী; তু. *ডিঙ্গলে ~ কুমড়া ~ নৃমুণ্ড) প্রভৃতি মঙ্গলবারে বিশেষভাবে পূজিতা হইতেছেন, বীরভূম বোলপুরের ত্রিশূলাপটী অঞ্চলে, সাঁওতাল মধ্যে ডোম বাগদী হইতে ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক জাতির মঙ্গলদাত্রী গ্রামদেবীরূপে (শ্রীমান্ হেমগোপাল ঘোষের সহায়তায় মৎকর্তৃক ৩০-১২-১৯৫৯ তারিখে পরিদৃষ্ট)। রামাই পণ্ডিতের ধর্মপুরাণে, 'ডাকর মুখচুরী' ধর্মঠাকুরের 'জননী' (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৯)। এতদ্ব্যতীত সিদ্ধেশ্বরী কালী (গ্রামবাসিনী), রক্ষাকালী (বার-উয়ারি), বুড়ো কালী (পঞ্চ-'মুণ্ডীর' আসনস্থিতা), ক্ষ্যাপা কালী (মস্তকে সর্পশোভিতা) ইত্যাদি অসংখ্যরূপে দেবী কালী রাঢ়ের বিভিন্ন গ্রামে পূজিতা হইতেছেন। ৩ শিবের 'গণ' বি.।

৪ মনে হয়, ভব ও শর্বের শার্দূলসারূপ্য হইতে শার্দূলের অবশেষে এইরূপ বাহনে পরিণতি (তু. তু. পৃ ৪০ পা-টী ৪; ঐ, পৃ ৭৫, পা-টী ৬)। ৫ দ্র. পৃ ৩৩৫

রাজার স্তব শুনিয়া রায়ের মন নরম হইল ; পূর্ব পরিচয় দিয়া, তিনি রাজার সেনাগণকে অমৃতকুণ্ডের[১] জল ছিটাইয়া মন্ত্র পড়িয়া জিয়াইয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া নৃপ হৃষ্ট হইয়া ধীবরকে ছাড়িয়া দিলেন। ধীবর খালাস হইয়া বাড়ি গেল। রায় তাহার কল্যাণ করিলেন ॥১৭॥

বিবিধ বিধানে রাজা রায়ের পূজা করিলেন ; বিনা সূতায় গাঁথা পুষ্পের মালা[২] ও পুত্র বলিদান[৩] দিয়া পূজা করিলেন। পুত্র বলিদানের পরে, রাজা অজ্ঞান হইলেন। রাজার ভক্তিতে সুখী হইয়া অমরকুণ্ডের জল দিয়া রায় তাঁহাকে জিয়াইয়া দিলেন ॥১৮॥

করুণা রাগ। পুত্র বলিদান দিয়া রাজা বিলাপ করিয়া অচেতন হইলেন। নৃপপত্নী হাতে কুঠার বাঁধিয়া আসিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইহা হরিশ্চন্দ্র মহারাজার পুত্র-বলিদানে ধর্মপূজার অনুরূপ। কিন্তু যেহেতু ধর্মঠাকুর মৃত পুত্রকে জিয়াইয়া দিয়াছিলেন, দক্ষিণরায়েরও উচিত[৪] তাঁহার দৈববলে পুত্রকে জিয়াইয়া দিয়া, স্বমহিমা প্রচার করা ॥১৯॥

ধীবর[৫] খালাস পাইয়া বাড়ি গেল। নাবিক[৫] রায়ের নিত্যপূজা করেন। রায়পূজা করিয়া ধীবর কুবেরসদৃশ ধনবান হইল। নৃপতিকে কাতর দেখিয়া রায় রাজা মদনকে বলিলেন, তাঁহার পুত্রের স্কন্ধ[৬] ও মুণ্ড[৬] যুক্ত[৬] করিতে। রাজা বিষণ্ণ হইয়া[৬] পুত্রের স্কন্ধ মুণ্ড আনিলেন এবং রায় অমরের জল[৬] দিয়া মন্ত্র পড়িয়া তাহার জীবন্যাস[৬] করিলেন ॥২০॥

দশম পালা সমাপ্ত।

একাদশ পালা

খাড়িনা[৭] নগরের রাজা ভদ্রেশ্বর[৮]। তিনি পিতৃকর্ম[৯] করেন। সব উপকরণ আছে, মাছের অভাব[৯]। ভৃত্য যায় ধীবরসদনে। কালু নাবিক বলে, প্রত্যহ রায়পূজা করায় মাছের

১ দ্র. ভূ. পৃ ৫৫, পা-টী ৪। ২ তু. 'বৈশৃতি পুষ্পের মালা' বা 'আলগ ছাতি' ই.। ৩ তু. হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা (সা-প্র ৩, ৫)। ৪ ধর্মঠাকুরের সহিত দক্ষিণরায়ের ইহা পূর্ণ সমন্বয় প্রচেষ্টার পরিচায়ক।

৫ হরিদেবের নাবিক, জাতিতে ধীবর ; বলরামের হীরা পাটনী (সম্ভবতঃ মালা), নিত্যানন্দের হীরা পাটনী জাতিতে 'বাগতি'। ৬ তু. কাহ্নিলের চর্যা,—'কাহ্নবিলোএ মা হোহি বিসন্না' (চ-প, পৃ ১০২)।

৭ পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির 'খাড়ি'-বিষয় (বিজয় সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন) ; 'খাড়ি'-মণ্ডল (লক্ষ্মণসেনের সুন্দরবন তাম্রশাসন) ; ডাকার্ণবে 'খাড়ি' চৌষট্টি পীঠের অন্যতম। ইহা বর্তমান ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার একটি পরগণা। (দ্র. *Ins-Beng, vol. III, pp. 170, 60-61*)। চব্বিশ পরগণা জেলায় সম্ভবতঃ বর্তমান 'খাড়ি' গ্রামই (∠'খাটিকা'—*estuary*) আদিগঙ্গা বা প্রাচীন ভাগীরথীর 'খাড়ি'-স্থান ও খাড়িমণ্ডলের প্রধান নগর ছিল। হরিদেবের 'খাড়ি জোড়ি' (পরে, পৃ ৩১১ দ্রষ্টব্য):এই স্থানকেই নির্দেশ করিতেছে, মনে হয়। প্রাচীন 'চিত্তাড়ি-খাত', বর্তমানের 'চিতাড়ি-খাল' (দ্র. ঐ, পৃ *170*), হরিদেবের উক্তিই 'জোড়ি' বা জোলি (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৫১০ 'জোলির মাঠ'। জোল বা নীচু জমি সাধারণতঃ নদী খাল আদের ইত্যাদির মজা 'খাত' হইতে সৃষ্ট হইয়া থাকে) হওয়া অসম্ভব নহে।

৮ মতান্তরে, খাড়িরাজ ধনেশ্বর, (বলরামের কালুরায়ের গীতে বিধৃত : দ্র. সা-প-প ৬২, ২, পৃ ৮৬ ই.)। তাঁহার জাতি বণিক্, ধর্মে তিনি বৈষ্ণব।

৯ হরিশ্চন্দ্রের পিতৃকর্মেও মাছের অভাব হইয়াছিল। ধীবর মাছ আনিতে পারে নাই (সা-প্র ৩, পৃ ৮০)।

ব্যবসা সে ছাড়িয়া দিয়াছে[১] এবং দক্ষিণরায় তাহাকে কৃপা[২] করিয়াছেন। ভদ্রেশ্বর ধীবরের সংবাদ শুনিয়া পুলকিত হইয়া, রায়ের পূজা করিবেন এবং সোনার মন্দির করিয়া দিবেন, স্থির করিলেন। কুটুম্ব-ভোজন করাইয়া তিনি কোটালকে বলিলেন, ধীবরকে আনিতে। ধীবর খাড়িনা শহরে পৌছিল। রাজা তাহাকে সব জানাইলেন ॥১॥

রাজা তাহাকে দুঃখ-বিমোচনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। ধীবর বলিলেন, শিবসুত আঠার ভাটির রাজা দক্ষিণরায়কে পূজার এই ফল। তিনি অসুর ধ্বংস করিয়া ছায়ারূপে[৩] বিচরণ করেন। ধীবরের কথা শুনিয়া রাজা দক্ষিণরায়ের পূজা করিতে মনস্থ করিলেন। স্বর্ণমন্দির-দানে পুরীর ভিতরে নিত্যপূজা করিবেন, স্থির হইল। ধীবর বাড়ি ফিরিল। রাজা পূজার জন্য যুক্তি করিতেছেন ॥২॥

রাজা বিশ্বকর্মাকে স্মরণ করিলে, কৈলাসে তাঁহার আসন টলিল। তিনি গণিয়া প্রস্তুত হইয়া খাড়িনা নগরে চলিলেন। রাজা তাঁহাকে স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করিতে বলিলেন ॥৩॥

রাজার আদেশে বিশ্বকর্মা স্বর্ণ-দেহারা নির্মাণ[৪] করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ কাটিয়া ও ছিঁচিয়া মন্দির গঠন চলে। স্বর্ণের পাটা, চারি চৌকাঠ, চারি পাড়, দেওয়াল ও চাল নির্মিত হইল; কুলুঙ্গি কাটা হইল; বাঘ, শৃগাল, সিংহাদির দেওয়ালচিত্র করা হইল; সুবর্ণের বারা নির্মিত হইল। রাজা খুশী হইলেন ॥৪॥

সুবর্ণমন্দির দেখিয়া খাড়িশ্বর কামিলাকে বসন ভূষণাদি দান করিলেন। কামিলা বিদায় হইল। রাজা হেমবারা-বারা[৫] স্থাপন করিলেন। কৈলাসে[৬] রায়ের[৬] আসন টলিল। রায়ের অনুরোধে কালুরায় গণিয়া খাড়িনার সমাচার পাইলেন। নিজ অক্ষজাত[৬] শার্দূলবাহনে দক্ষিণরায় রাজার সদনে পৌছিলেন। রাজা তাঁহাকে স্বর্ণ-মন্দিরের সিংহাসনে বসাইলেন ॥৫॥

১ দক্ষিণরায়ের কৃপাপ্রাপ্ত হইলে, মাছের ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতে হয়।

২ দক্ষিণরায়ের কৃপা মাছের ব্যবসায়ের প্রতিকূল। ধীবরদের এই টাবু, ইঁহাদের সুপ্রাচীন সভ্যতা ও ধর্মের ঐতিহ্যসম্মত। বাঘ-সম্প্রদায়ে মাছের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে (তুলনামূলক আলোচনা দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ প ৬)। তান্ত্রিক যোগরূপকে মৎস্য=মন (দ্র. সা প্র ৩, ভূ. পৃ ২৮, পা-টী ১)। কৈবর্ত ধীবর নাবিকদের প্রাচীনতম উল্লেখ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে আলোচনা দ্র. *Cen*. *1951, Mid. pp. XV-XVI*।

৩ দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১০৭

৪ এই অংশ সেকালের বাঙ্গালা মন্দিরনির্মাণের মূল্যবান্ আদর্শ (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১০৮)।

৫ দ্র. ভূ. পৃ ৫৯, পা-টী ৮, ই.।

৬ শিবের পুত্ররূপে কৈলাসবাস করেন দক্ষিণরায়। দ্র. ভূ. পৃ ৫৭, পা-টী ৪। দক্ষিণরায়ের শরীরজ বাঘ তাঁহার বাহন (তু. ভূ. পৃ ৪০, পা-টী ৪, ঐ পৃ ৭৩, পা-টী ৪)।

রাজা রায়ের স্তব করিলেন। রায় বলিলেন, রাজার পুত্র[১] হইবে। স্বর্ণমন্দির দান পাইয়া রায় রাজাকে আশীর্বাদ করেন। রায় ইন্দ্রভুবনে গেলেন। ইন্দ্র তাঁহার নিত্যপূজা[২] করেন এবং তাঁহার দুই পুত্র[৩] তাঁহাকে পুষ্প যোগাইয়া থাকেন ॥৬॥

ইন্দ্র রায়কে স্তব করেন। নিজ দুই পুত্রকে অবিলম্বে ফুল আনিতে বলিলেন। পিতার আদেশে উভয়ে ফুল তুলিতে গেল। রায়ের শাপে তাহারা ফুল পাইল না। রায় তাঁহাদের শাপ[৩] দিলেন, মর্ত্তে মানুষ হইয়া জন্ম লইতে। উভয়ে নৃপতিনন্দন হইবে, রায়ের ঘর ভাঙ্গিবে, নৃপপত্নী বিমলার[৪] জঠরে উভয়ে জন্মিবে ॥৭॥

তাহাই হইল। বিমলার গর্ভে বাণেশ্বর[৫] দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। রানীর পাঁচ মাসে সাধ[৬] হইল। রানী রীতিমত সাধের খাদ্য ভক্ষণ করিলেন। দশ মাসে প্রসববেদনা উপস্থিত হইল ॥৮॥

দাসী ধাই ডাকিয়া আনিল। ক্ষেত্রপালের বরে বাণেশ্বর[৫] ও সালবান[৭] জন্মগ্রহণ করিল। বিমলা খুসী হইলেন। নর্তা[৮], ষষ্ঠী[৯]-পূজাদি হইল। বিভিন্ন স্ত্রী-আচারও[১০] পালিত হইল ॥৯॥

সূতিকাঘরে বিধি অধিষ্ঠান হইয়া ভাগ্যলিপি[১১] লিখিলেন; কিন্তু তাহা দুরাচার[১২]। নবজাতক সঙ্কটে[১৩] হরের কুমার[১৩] পূজা করিবে; তাহার কন্যা বিবাহ দিবে রতার পুত্রকে।

---

১ ধর্মঠাকুরও পুত্রবরদাতা দেবতা। ২ দ্র. তু. পৃ ৪৭, পা-টী ৪।

৩ মুকুন্দরামের সূত্রে হরিদেব এইরূপ পরিকল্পনা করিয়া থাকিবেন।

৪ খাড়িরাজ ভদ্রেশ্বরের স্ত্রীর নাম 'বিমলা'; তাঁহাদের দুই পুত্রের নাম বাণেশ্বর ও সালবান; পাত্রের নাম অরবিন্দ; কোটালের নাম ভদ্র।

৫ ইনি খাড়িমণ্ডলের বাণরাজা। আলোচ্য বাণরাজার মত বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্গত আর এক স্থানে (বর্তমান বর্ধমান জেলার রায়না থানার কাইতি গ্রামে,—অনেক দিবস বাড়ী 'কাইতি' শ্রীরামপুর—শ্র ধ ১৭, ১ সং, পৃ ১৮) বাণরাজার সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রহিয়াছে (দ্র. 'কাইতি চাপিয়া বন্দ বাণরাজার পাট, উদ্ধারিল পোতা বন্দ বেহুলার ঘাট'—ঐ, পৃ ১৫)। আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, তু. পৃ ৩৮, পা টী ৫।

৬ আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৮৯।

৭ 'সালিবাহন' নাম ইতিহাসে সুপরিচিত হইলেও *pi-Indi, vol. XIV, p. 157 ; H-A-I-D, p. 461*) এবং কেহ কেহ ইঁহাকে শশাঙ্ক বা একাদশ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন মনে করিলেও, আলোচ্য খাড়ির রাজা সালবানের সহিত ইঁহাদের সম্পর্কনির্ণয় গবেষণাসাপেক্ষ।

৮ আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৯২-৩। ৯ দ্র. ঐ, পৃ ৯০। ১০ দ্র. ঐ, পৃ ৯২, পা-টী ২।

১১ ভাগ্যলিপি রচনার বিশ্বাস এখনও অটুট আছে (দ্র. পৃ ৩৩১ 'করে অসি মসীপত্র')। ১২ পৃ ৩৪৭।

১৩ শিব হইতে শিবসুতের পূজা (তু. 'সঙ্কটমোচন' (কালিকামঙ্গল রুদ্র-শিব) - 'কপালমোচন' তীর্থ—দ্র. কূর্ম, উপরি, ৩১)।

সে রত্নার জন্ম মশান[১] করিবে; রায়ের স্বর্ণমন্দির ভাঙিবে[২]; নানা দুঃখ পাইয়া পৃথিবীতে থাকিবে। রাত্রি প্রভাত হইল। ভদ্রেশ্বর কোটালকে ডাকিলেন। পাত্র অরবিন্দ[৩] ও কোটাল ভদ্র[৩] রাজার নিকট পৌঁছিল। রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্বর্ণপিঞ্জর[৪] কিভাবে লিখিত হইবে। বিশ্বকর্মাকে ডাকিতেই তিনি খড়ি গণিয়া খাড়িনায় আসিলেন। রাজাদেশে তিনি পিঞ্জর তৈয়ারী করিলেন ছাঁচের[৫] নির্মাণে। সুবর্ণপিঞ্জর রাজা রায়কে দান[৬] দিলেন ॥১০॥

বিশ্বকর্মাকে রাজা ভদ্রেশ্বর নানা ধন দিয়া বিদায় করিলেন। এদিকে বাণেশ্বর ও সালবান দিন দিন বাড়িতেছেন। ভদ্রেশ্বর বৃদ্ধ হইয়া মহাবায়ু[৭]-ব্যাধিতে মারা গেলেন। উভয়ে শ্রাদ্ধাদি করিলেন। বাণেশ্বর শুনিলেন, তাঁহার পিতা দক্ষিণরায়কে স্বর্ণদেউল[৮] দিয়া পূজা করায় তাঁহার মৃত্যু[৮] হইয়াছে। ইহা শুনিয়া বাণেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া রায়ের মন্দির ভাঙিয়া[৯] খানখান করিলেন। হাজার ভার জতু[১০] আনিয়া স্বর্ণমন্দিরে লেপিয়া দিয়া[১০] মন্দিরে ঘৃত ও অগ্নিসংযোগ করিলেন ॥১১॥

দক্ষিণরায়কে ধরিয়া[১১] আনিবার জন্য বাণেশ্বর কোটালকে আদেশ[১১] দিলেন। দুঃখী নাবিক রত্নাকর রায়পূজা[১২] করে। তাহার পুত্রলাভের[১২] বাসনা ছিল। তাহার স্ত্রী কমলা[১৩] পুত্র গুণাকরকে[১৪] কোলে করিয়া সমুখে দাঁড়াইয়া স্তব করে। কোটাল সেখানে রত্নাকরকে রায়পূজারত দেখিয়া, মুগুরিয়া লাঠি লইয়া সব ভাঙিয়া চুরিয়া রত্নাকরকে ধরিয়া রাজার নিকটে আনিল। রাজার প্রশ্নে, রত্না রায়পূজার[১৫] কথা[১৫] বলিল; এবং অপুত্রক রত্না রায়বরে পুত্র[১২] পাইয়াছে, সে কথাও বলিল। রাজা রত্নাকরকে শিবপূজা করিতে উপদেশ দিয়া বন্দী করিলেন। রত্নাকর বন্দী হইয়া দক্ষিণেশ্বরকে ভাবিতে লাগিল ॥১২॥

---

১ দ্র. পৃ ৩৬১। ২ পৃ ৩৫৯। ৩ এই নাম কাল্পনিক বলিয়াই মনে হয়।

৪ ইহা সূর্য-রথের প্রতীক (তু. 'যেন রবিরথ সাজে'—ক-চ, পৃ ১৪১)। ৫ পৃ ৩৭০।

৬ খাড়িরাজ ভদ্রেশ্বর দক্ষিণরায়কে 'স্বর্ণরথ' উপহার দিলেন (তু. ভূ. পৃ ৪৫, পা-টী ৫)। ৭ পৃ ৩৬১।

৮ অরণ্যদেবতা দক্ষিণরায়ের মন্দির-বাস অপ্রীতিকর (তু. সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩০-৩১)। ৯ দ্র. পৃ ৩৬৪।

১০ মহাভারতের সূত্রে (আদি ১৪৩, ৫৭), মুকুন্দরামের মাধ্যমে (ক-চ, পৃ ১৮২, ৮৩) মনে হয়, এই ব্যবস্থা।

১১ সম্ভবতঃ 'খাড়ির বাড়ি' (দ্র. বা-ম. পৃ ২০) হইতে ঐতিহাসিক রাজা দক্ষিণরায়কে। রুদ্রদেবের মতে, 'গড় দুয়ার' পার হইয়া খাড়িতে প্রবেশ করিতে হইত (দ্র. সা-প্র ৫, পৃ ১৫৩)। এই গড়বাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাতার ইতিহাস অনুসন্ধানযোগ্য।

১২ কৃষিদেবতা রুদ্র-শিবের পুত্রত্ব হেতু সম্ভবতঃ দক্ষিণরায়েরও পুত্রদানের ক্ষমতা।

১৩ রত্নাকর নাবিকের গৃহিণীর নাম কমলা—ইহা সার্থক পরিকল্পনা।

১৪ ইহা কাল্পনিক নাম হইলেও, কবির 'শীতলামঙ্গলের' বিক্রমকেশরীর পুত্রের নামের ('গুণার্ণব') সহিত সামঞ্জস্য আছে। ১৫ নাবিকদের মাধ্যমে দক্ষিণরায়ের পূজার প্রচার।

রত্নাকরের ভাবনায়, রায় পিতার নিকটে গিয়া সকল বৃত্তান্ত বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া, রায় বিপ্ররূপে শিবের কথা রাজাকে কহিতে খাড়িনায় চলিলেন ॥১৩॥

রায় রাজাকে বলেন, রত্নাকর শিবপূজা করে; সন্ধি না জানিয়া তাহাকে বন্দী করা হইয়াছে। রত্নার সন্তান হইল শিবপূজা করিয়া। রত্নাকে ছাড়িয়া না দিলে রাজার সমূহ সঙ্কট। ইহা শুনিয়া বাণেশ্বর ভীত হইয়া, তাঁহার স্তব করিয়া, অরবিন্দ-পাত্রকে বলিলেন, রত্নাকরকে খালাস করিয়া দিতে। শিব সমস্ত শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া সবান্ধব রাজাকে বর দিলেন এবং ক্ষেত্রপালকে বলিলেন, ভাটির রাজা তাঁহাকে পূজা[১] করিবেন। দক্ষিণে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর হইবেন এবং তাঁহাকে সমস্ত সুর নর প্রত্যাকে[১] পূজা করিবে। তিনি দক্ষিণরায়কে এই বর দিলেন এবং বাণেশ্বর[২] শিবপূজা[২] করিয়া বড় ধর্ম[২] করেন, বলিলেন ॥১৪॥ একাদশ পালা সমাপ্ত।

অথ সারি[৩] সমাপ্ত

॥ অথ জাগরণ[৪] আরম্ভ ॥

খাড়িনা[৫] নগরে রাজা বাণেশ্বর[৬] দিনরাত্র ধর্ম কর্ম চিন্তা করেন। পাত্র অরবিন্দের[৭] নিকটে ধর্ম-উপাখ্যান[৮] শুনিতে চাহেন। অরবিন্দ কহিলেন,—ব্রহ্মার পূজা[৯] করিতে হয় বাট হাজার[৯] বৎসর, বিষ্ণুপূজা[১০] এক শত[১০] বৎসর যাবৎ,—ইহা রাজার পক্ষে সম্ভব নহে। শিব তুষ্ট হন দ্বাদশ[১১] বৎসর পূজা পাইলে। সুতরাং শিবপূজাই[৮] তাঁহার পক্ষে বড় ধর্ম। রাজা জানিতে চাহিলেন, কে কে শিবপূজা করিয়াছেন। পাত্র বলেন, মহিষাসুরের[১২] পিতা জম্ভু[১২] শিবের সেবক হইয়া দেবতা-জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মহিষাসুরকে[১৩] যুদ্ধবর

---

১ পূর্বে দ্র. ভূ. পৃ ৪১, পা-টী ২, ৩।

২ পরমমাহেশ্বর বাণেশ্বরের কীর্তিকলাপ খাড়িমণ্ডলের দ্বাদশ শতাব্দীর মহামাণ্ডলিক 'পরমমাহেশ্বর' মহারাজাধিরাজ 'ডোম্মন পাল' (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১১৪) প্রভৃতিকে স্মরণ করায়। বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশপরগণা জেলার 'রাক্ষসখালি' দ্বীপে ডোম্মন পালের (দ্বাদশ শতক) তাম্রলেখ পাওয়া গিয়াছে। এই 'রাক্ষসখালি' গ্রাম হরিদেবের উল্লিখিত 'রাক্ষসীভুবনের' (দ্র. ভূ. পৃ ৫৬, পা-টী ৫) বাস্তব ইঙ্গিত বহন করে বলিয়া মনে করি।

৩ পৃ ৩১০, ই.। ৪ পৃ ৩৪০। মহরম পর্বের শেষ রজনীর নামও 'জাগরণ' (ব-বা, ১৭-৭-১৯৫৯ দ্রষ্টব্য)।

৫ দ্র. ভূ. পৃ ১৪ পা-টী ৭। ৬ দ্র. ভূ পৃ ১৬ পা-টী ৫। ৭ দ্র. ভূ. পৃ ১৭ পা-টী ৩।

৮ দ্র. পৃ ৪৪১। ৯ ব্রহ্মার 'কল্প'-অনুমিত এই পরিমাণ (দ্র. বিষ্ণু-পু. ৬-৩)।

১০ ব্রহ্মার এক বৎসরে বিষ্ণুর এক দিন (দ্র. স্কন্দ-নাগ ১৮৬), সম্ভবতঃ এইরূপ কল্পিত গণনায়।

১১ বিভু সদাশিব তাঁহার দক্ষিণাঙ্গ হইতে ব্রহ্মা, বামাঙ্গ হইতে হরি এবং পৃষ্ঠদেশ হইতে মহেশ্বর, এই তিন পুরের সৃষ্টি করেন (পদ্ম, পাতা, ৬৯)। ব্রহ্মা ঊর্ধ্ববাহু ও নিরম্বু হইয়া একাহারে দ্বাদশ বৎসর মহাদেবের ধ্যান করেন (স্কন্দ-আব-রেবা, ৩১)। বিস্তৃত আলোচনা দ্র. পৃ ৩৪৭-৪৮।

১২ মার্ক-পু-মতে, জম্ভের পিতা মহিষাসুর। ১৩ দ্র. কালি-পু।

দিয়া শিব স্বর্গে গেলেন। অতঃপর যথাক্রমে সুরথ শ্রীবৎস[1] রাবণ বলি অর্জুনপুত্র[2] বৃষকেতু[3] সুধন্বা শিবপূজা করিয়াছিলেন। হংসধ্বজ ক্রুদ্ধ হইয়া সুধন্বার মুণ্ড প্রয়াগে শিবের নিকটে ফেলিয়া দিলেন। শিব সেই মুণ্ড কণ্ঠমালা[4] করিয়াছিলেন। সুতরাং রাজা বাণেশ্বর যেন একভাবে শিবপূজা[5] করেন ॥

পাত্রের বচন শুনিয়া রাজা তুষ্ট হইলেন। তিনি শিবপূজায় রত হইলেন। শিবের বরে বাণের সহস্র হাত[6] হইল। সহস্র হাত পাইয়া বাণ শিবের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। শিব ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ দেন, নারায়ণ তাঁহাকে বধ করিবেন। উষা[7] শিবের আরাধনা করেন। হর হরির যুদ্ধাদি। সুতরাং বাণ যেন শিবপূজা করেন। বাণকে শীঘ্র কাষ্ঠ[8] আনিয়া সহস্র ঘর বাঁধিয়া সহস্র শিব[9] স্থাপন করিতে বলিলেন। বাউনিয়া[10] আনিতে বলিলেন। শত ভার মোম[8] মধু[8] ও কাষ্ঠ[8] আনাইতে[8] বলিলেন। পাত্রের বচনে রাজা তুষ্ট হইয়া কোটাল ভদ্রকে বাউল আনিতে বলিলেন ॥

রাজার আদেশ পাইয়া কোটাল চলিল মৌয়াল[11] ধরিতে। যাদব মাধবাদি কৃষ্ণরাম হরিহর ডিগাই গাজাই গোলাখা গোলাবালি প্রভৃতি বাউলগণকে লইয়া কোটাল রাজার নিকটে পৌঁছিল। রাজা তাহাদিগকে কাষ্ঠ মধু মোম সত্বর আনিতে আদেশ করিলেন। বাউলগণ তাহাদের অসামর্থ্য[12] জানাইল। রাজা ভয় দেখাইলেন। রাজার কথা শুনিয়া অরবিন্দ বলিলেন, রাজার অধিকৃত স্বর্ণপিঞ্জর[13] কোটালের হাতে দিয়া ভ্রমণ করাইতে; যে স্বর্ণপিঞ্জর ধরিবে, সেই সহস্র ঘরের কাষ্ঠ আনিয়া দিবে। তাহাই হইল ॥

কোটাল স্বর্ণপিঞ্জর লইয়া ভ্রমণ করেন। কোটালের কথা শুনিয়া রত্নাকর[14] স্বর্ণপিঞ্জর ধরিলে, কোটাল তাঁহাকে রাজদরবারে লইয়া গেল। রাজার আদেশে রত্নাকর রাজী হইয়া কাণ্ডারী আনাইয়া সপ্ত মধুকর[15] সাজাইতে বলিলেন। কোটাল গিয়া কাণ্ডারী ধরিয়া আনিল। তাহার নাম কন্দর্প[16]। সহস্র তরণী সাজাইয়া নৌকায় মাঝিগণসহ কাণ্ডারী রাজার নিকটে গেল। কাণ্ডারী রাজাকে দিন স্থির করিতে বলিলেন ॥

১ দ্র. বিষ্ণু-পু। কাশীরামদাসের মহাভারতের বনপর্বে এই উপাখ্যান আছে। মূল মহাভারতে নাই (দ্র. চ বো ২, পৃ ৬৫৭)। ২ বভ্রুবাহন। ৩ কর্ণের পুত্র। বাঙ্গালা 'শিশুবোধকে' ধৃত গল্প।
৪ পূর্বে দ্র.। ৫ পৌরাণিক বংশের সহিত সাযুজ্য রাখিয়া। ৬ দ্র. ম-ম, পৃ ৫৩।
৭ পূর্বে দ্র. (তু. ম-ম, পৃ ৫১ ই.)।
৮ অকলবিদেরের আদিম এক একটি পেশা বা টেক্‌নোলজিকাল পদ্ধতি এইরূপেই লৌকিক ধর্মকৃত্য ও ধর্মবিশ্বাস বিজড়িত হইয়া বহমানিত হইয়া থাকে।
৯ দ্র. পৃ ২১০, সদাশিব বা মহাকালের অবস্থানের তাত্ত্বিক আলোচনা, দ্র. সা-প্র ৩, তৃ. পৃ ৪১।
১০ পৃ ৩৫৬। ১১ পৃ ৫৬২। ১২ পূর্বে দ্র.।
১৩ পূর্বে দ্র.। তু. 'সুবর্ণ চাকড়া' (ক-ভ, পৃ ২২১)। ১৪ 'জাগরণ' পালায় সুবর্ণার বণিক্‌।
১৫ মনে হয়, সদাগরী নৌকার সাধারণ নাম ছিল 'মধুকর' (দ্র. ম-বাং-বা, পৃ ৫৭)।
১৬ চরিত্রবলে কাণ্ডারী 'কন্দর্প' অত্যন্ত ক্রোধী।

রাজাজ্ঞায় ভৃত্য গণকের[১] বাড়ি পৌছিল। গণকঠাকুরের নাম হরিশ[২]। তিনি খুশি হইয়া পঞ্জিকার খুঙ্গি-পুঁথি বগলে লইয়া খাড়িনা নগরে রাজার নিকটে পৌছিলেন॥…

পরিশিষ্ট (ক)

রায়মঙ্গল

ত্রিদেব-সৃষ্টির পরে, ব্রহ্মা শিবকে[৩] প্রজাপালনে সহায় হইতে বলিলেন। হিমালয়[৪] হিজুলি[৫] শহরে থাকেন। হিজুলিতে দক্ষ[৪]-রাজার যজ্ঞে দেবতাগণ যাইবেন। শিব বিষ্ণুকে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কারণে চামুণ্ডা চণ্ডী কালী[৬] সকলকে হিজুলিতে যাইতে বলিলেন। দানা রাক্ষসগণ চলিল॥

বিষ্ণু শিবকে ডাকিলেন সৃষ্টির জন্য ; শিবের মনে পড়িল, সত্যের কপিলার[৭] কথা।

---

১ এতৎসম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৮৭-৮৮।

২ গণকঠাকুরের নাম 'হরিশ'। 'ঋষি' অর্থবাচক এই নাম সার্থক (তু. ব-শ, পৃ ৩১৪০)।

৩ পৃ ২৭৫। রুদ্র-শিবের সর্বময় কর্তৃত্বস্বীকার।

৪ হিমালয় ও দক্ষ উভয়ে অভিন্ন—গৌরীর পিতৃত্বে (তু স্কন্দ-মাহে-কেদা ২১)।

৫ হরিদেবের মতে, হিমালয় বা দক্ষরাজার বসতি ছিল হিজুলিতে (তু. ক-চ, পৃ ১৯৯, ২২৯ 'হিমাই থাকেতে —'ডাহিনে' (ইণ্ডিয়ান প্রেস)—রহে, হিজলীর পথ')। দক্ষরাজাকে হিমালয়ে পাঠাইয়া, হিজুলি শহরে কালুরায়ের স্থান করা হয়। 'ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট প্রকাশ' গ্রন্থে নারায়ণ 'হিজ্জলবনকে' 'কুলস্থান' বলিয়াছেন। 'কুলস্থান' অর্থে গ্রন্থকার নারায়ণের পরিবারবর্গের আবাস। নারায়ণ লক্ষ্মণসেন-বল্লালসেনের সমকালীন (দ্র. *H-B, vol. I, p. 636*)। এই 'হিজ্জলবন' নগর রাঢ়ে অবস্থিত। সমুদ্রতীরবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলেই সাধারণতঃ হিজল-বন হইয়া থাকে। এই সূত্রে বর্তমান মেদিনীপুরের 'হিজলি' শহরকেই আমরা প্রাচীন 'হিজ্জলবন' বলিয়া চিহ্নিত করি। হরিদেবের উল্লিখিত হিজলিতে দক্ষরাজার কাহিনী, হিজলির আরও প্রাচীনত্ব নির্দেশ করে। এই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যাবলম্বিত স্থানেই মুসলমান আমলে সলিম খানের জমিদারি ছিল (দ্র. *H-B, vol. II, p. 236*); ইংরাজেরা ইহা অধিকার করেন এবং ছাড়িয়া যান (দ্র. ঐ, ঐ, পৃ *365*)। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মানচিত্রে সমুদ্রগর্ভ হইতে হিজলি দ্বীপের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করা যায় (দ্র. ভূ. পৃ ৬৫, পা-টী ২)। কিন্তু অল্পকালেই কোনও স্থান প্রসিদ্ধ হইতে পারে না। এবং প্রসিদ্ধ না হইলে মুকুন্দরাম হিজলির উল্লেখ করিতেন না; 'দেশাবলী বিবৃতি' গ্রন্থেও 'হিজ্জল' নামে ইহা বর্ণিত হইত না। মনে হয়, ভূমিনিমজ্জনাদি প্রাকৃতিক কারণে প্রাচীন হিজলির এইরূপ আকার দেখা গেলেও, ইহার ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। দক্ষরাজার কাহিনীতে হরিদেব মনে হয়, এইরূপ কোনও সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন। আরও লক্ষণীয় যে, হরিদেব 'হিজলিকে' সর্বত্র 'হিজুলি' বলিয়াছেন। 'জুলি', 'জোলো' বা 'ঝোড়ী' প্রত্যয়ান্ত (দ্র. বা-স্থা-সূ, পৃ ২৬-২৭) নাম মূলতঃ আর্যেতর সূত্রাগত হওয়াও অসম্ভব নহে (পূর্বে ও পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

৬ ক্ষেত্রপাল দেবতাগণকে। ৭ দ্র. ভূ. পৃ ৩৭, পা-টী ১১ ; পৃ ৪০, পা-টী ৭ ; পৃ ৪৪, পা-টী ৩

নারদ শান্তনাদি মুনিগণকে শিব ডাকিলেন। মুনিগণ শিবকে গগনের ঘোরদণ্ড ঐরাবত[১] দেখাইলেন। নারদ মামা শিবের বিবাহসম্বন্ধ করিতে চাহিলেন। হিজুলির রাজা দক্ষ। তাঁহার স্ত্রীর নাম কঙ্কালমালন[২]। নারদ বলেন, দক্ষ এক কন্যার সহিত শিবের বিবাহ[৩] দিতে চাহেন। দক্ষযজ্ঞের নিমন্ত্রণে মুনি ঋষি ও দেবতাগণ হিজুলিতে আসিলেন। পঠমঞ্জরী[৪] রাগ। প্রথম পালা সমাপ্ত।

ভূত পিচাশ চামুণ্ডা চণ্ডিকা শ্মশানকালী সকলে যজ্ঞে চলেন।

কালী নিজ পরিচয় দেন।

দেবগণ যাত্রা করিয়া হিজুলি পৌছিলেন। দক্ষ অভ্যর্থনা করিলেন। কঙ্কালমালিনী[২] যজ্ঞ আরম্ভ করেন। দেবগণ মুনি ঋষি চারিদিকে বসিয়া বেদ উচ্চারণ করেন। চামুণ্ডা চণ্ডিকা দানবে চড়িয়া বিল্বপত্র তণ্ডুল ঘৃত ও দিবকাষ্ঠ লইয়া আসেন।

ধানশী[৫] রাগ। কৃষ্ণ-কালী-পরাংশের ধুয়া। মুনিগণের বেদধ্বনি সহযোগে যজ্ঞ হইতেছে। চামুণ্ডা চণ্ডিকার আনীত ঘৃত বিষ হোমাগ্নিতে ফেলিয়া দিতেই[৩] চণ্ডী দক্ষযজ্ঞ বিনাশের জন্য দানা ডাকিলেন। চামুণ্ডা, চণ্ডিকা কালী[৩] দানাগণকে ডাকিয়া দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিলেন। দক্ষযজ্ঞ বিনষ্ট হইল।

দক্ষযজ্ঞ বিনাশের হেতু চণ্ডিকা[৩] দক্ষকে বলিলেন, তাঁহার স্বামীকে দক্ষের কন্যাদান করা উচিত। দক্ষ স্বীকৃত হইলেন অম্বিকা-দান করিতে এবং সম্মত হইয়া দক্ষরাজা সভামধ্যে তুলসী[৬] দিয়া শপথ করিলেন।

---

১ পৃ ২১০। বজ্রাদি প্রতি কাম্যেষণার পরিণামে বিচ্ছিন্নমুণ্ডা অশুভ ঐরাবত (দ্র. ভূ. পৃ ৫৮, পা-টী ২)। ঐরাবতসংযুক্ত চামুণ্ডা মূর্তি দ্র. *A-S M. Vol. I, pl. no. 30, Intro, pp. 69-70*।

২ দ্র. পৃ ৩৪১। কোনও কোন পুরাণের (তু. বৃহ-পু, মধ্য, ৬) মতে, দক্ষালয় ও দক্ষযজ্ঞস্থান 'কনখল'। দক্ষের স্ত্রীর আলোচ্য নামের সহিত এই স্থাননামের যোগ থাকিতে পারে।

৩ শিবের বিবাহে নারদ ও চণ্ডীর ঘটকালি, প্রমথাদিগণ-পরিবৃত শিবের বৃষপৃষ্ঠে দক্ষযজ্ঞমণ্ডপে আগমন, দক্ষের কন্যাসম্প্রদানাদি হরিদেবের এই বর্ণনার জন্য (তু. কাব-মাহে-কেদা ২৫-২৭, মাহে-কুমা ২৫, ২৬, ব্রহ্ম-পু, ২১)। দ্র ভূ. পৃ ৭২, পা-টী ২। হরিদেবের 'কালী' উমা-হৈমবতীর সহিত নিঃসম্পর্কিতা। তিনি কালিদাসের ('কালী কপালাভরণা চকাশে') অনুসরণে, উমার সহিত বিবাহে শিবের বরযাত্রার প্রমথগণের সহিত কালীকেও চলাইয়াছেন। কালী কর্তৃক দক্ষযজ্ঞবিনাশের এইরূপ অভিনব কারণনির্দেশ, কোনও পুরাণে পাই নাই। ইহা বৈদিক অবৈদিক ধর্মীয় সংঘাতের প্রসঙ্গবিশেষ বলিয়াই অনুমান হয় (দ্র. ভূ. পৃ ৫০, পা-টী ৪)।

৪ দ্র. পৃ ৫৫১।

৫ সং ধনাশ্রী—রাগিণী-বি, ধানশী। ইহার সময় রাত্রি চতুর্থ প্রহর, ২টি কোমল রি ও ধ, কড়ি ম, জাতি সম্পূর্ণ (গীতসার)। ৬ পৃ ৩৪৪। সেকালের সমাজের বিবাহানুষ্ঠানের কৃত্য-বি.।

দক্ষ ত্রিলোচনকে কন্যাদান করিবেন। শিবকে কন্যাদান করিয়া দক্ষ স্বর্গে যাইবেন। শিব নানা ভূত পিচাশাদি অনুচরদের ডাকিলেন। হিজুলি শহরে মুনি ঋষিদের লইয়া দক্ষ বিধিমতে কন্যাসম্প্রদান করিবেন।

শিবের সাজ[১]। তিনি দেবগণকে সঙ্গে লইয়া হিজুলি পৌছিলেন। দক্ষ তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতেছেন।

বৈদিক মন্ত্রে[২] এবং স্ত্রী-আচার[৩]-সহযোগে কন্যাদান হইতেছে। ছামুনি[৪] নাড়িতে শিব ক্রুদ্ধ হইয়া শিবের জটা[৫] ছিঁড়িলেন। মহাযুদ্ধ হইল। শিব শুম্ভ নিশুম্ভ বীরকে এবং চামুণ্ডা চণ্ডিকাকে ডাকিলেন। অম্বিকা মহাযুদ্ধে অবতীর্ণা হইলেন।... [—দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত।

পশুপতি আত্মঘাতী হইয়া কাঁদিতেছেন, কপিলাকে[৬] মর্তে পাঠাইয়া। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ ক্রন্দনের হেতু জিজ্ঞাসা করেন। বৃষ সঙ্গে দিতে, কপিলা আনন্দে চলিয়া গিয়া উত্তম নন্দন[৭] প্রসব করিয়াছে। শিব কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্ছিত হইলেন।

বিষ্ণু কপিলার কথা শোনেন নারদের মুখে। ত্রিলোচন বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন।

ব্রহ্মা বিষ্ণুর পরামর্শে বিশ্বনাথের মন দৃঢ় হইল। গৌরী শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যের কপিলা কোথায়। নারদ মধুরথের হাম্বা রবের কথা এবং শার্দূলের সহিত যুদ্ধবিবরণ কহিলেন। কপিলাতে দুগ্ধ[৮] সমর্পিত হইল। দুই বাঁট মধুরথ খাইয়া শার্দূলের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুগ্ধ মধুর অমৃতরূপ[৮]।

মধুরথ ও শার্দূল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। কপিলা যুদ্ধকাহিনী না শুনিয়া, স্বয়ং সমুদ্র শুষ্ক[৯] দেখিলেন। মধুরথ স্বশক্তিতে রায়ের আশ্রম ভাঙ্গে[১০]। আড়াই দিবসেই[১১] ষাঁড় কুতূহলে বেড়ায়। দক্ষিণরায় শার্দূল ডাকেন। সোনা রূপা[১২] বাঘ চলে; তাহারা রায়ের চড়ন-ঘোড়ায় স্থায়। বিভিন্ন প্রকারের বাঘ চলে।

---

১ তু. পূ-প ২, পৃ ৩১২-১৩। ২ অবৈদিক দেবতার বৈদিক আভিজাত্য প্রতিষ্ঠার জন্য।

৩ সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। ৪ পৃ ৩৩১। ৫ দক্ষযজ্ঞনাশের অনুসরণে।

৬ তু. পৃ ৪২, পা-টী ১; ঐ পৃ ৪৪, পা-টী ৩, ই.। ৭ দ্র. ঐ. ঐ।

৮ দুগ্ধ=মধু=সোম। সোমের সহিত রুদ্র-শিবের সম্পর্ক আছে (বি-র, তু. পৃ ৩৬)। আলোচনা দ্র. তু. পৃ ৪০, পা-টী ৪; পৃ ৪৪, পা-টী ৩ ই.।

৯ ক্ষীরোদসমুদ্র=আকাশসমুদ্র=সোমের ধাম (ঋক্ ৯-৮৮-৮)। সোমকে তাহার পিতা দোহন (বা শোষণ) করিলেন ('দুহ ঈং পিতা দুহ ঈং পিতুর্জাম্'—ঋক্ ৯-৯৮-৮)। তু. 'ধনপুত্র ব্রতের' ছড়া,—'শুনবী কল্পী ন' ন' করে, রাজার বেটা পক্ষী মারে। মারল পক্ষী, শুকোর বিল, সোনার কৌটো, রূপোর খিল'। ই.

১০ রিপুভাবে উদ্ধারের আশায়। ১১ 'আড়াই দিনের পুত্র বেটী বনে খুন্যা'—ধ-ম, পৃ ৪১০।

১২ দক্ষিণরায়ের পরিকর ও পাত্র 'সোনা রায়' ও 'রূপ রায়ের' রূপান্তর বলিয়াই অনুমান করি।

বাঘেরা স্ব স্ব আত্মকাহিনী রায়সমীপে নিবেদন করে। দেখিয়া শুনিয়া রায় বিশেষ খুশি হন॥

ঝাপান[১]। দক্ষিণরায় শার্দূলবাহনে অবতীর্ণ হইয়া নিজ মঙ্গলগান নিজ গণসমেত যেন শ্রবণ করেন। কালুরায়ের কথা শুনিয়া দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হইলেন। তাঁহার আশ্রয় ভাঙিয়াছে, মধুরথের এত যোগ্যতা। মধুরথ নির্ভয় হইয়া বনে বেড়ায়। একদিন শার্দূলের সহিত দেখা হইল। সোনা রুপা বাঘের সহিত মধুরথের যুদ্ধ[২] হইল॥

সোনা রুপা ও মধুরথে মহাযুদ্ধ হইল। বাঘ হীরা নীলা মধুরথের সহিত তাড়কার সমান যুদ্ধ করিয়া নিহত হইল। অতঃপর সমুদ্রকালা যুদ্ধ শুরু করিল॥

যুদ্ধ-ঝাপান[১]। রামায়ণের ধুয়া। দুগ্ধপান না করায় মুনার বুক শুখাইল। যথাক্রমে চাঁদা চিলা রাচমল্ল যুদ্ধ করিল। সমুদ্র শুখানো[৩] দেখিয়া কপিলা তাহা দুগ্ধে পূর্ণ করিলেন। শার্দূল দেখিয়া কপিলা ভয় পাইলেন॥

গৌরচন্দ্রিকার ধুয়া। কপিলা মধুরথকে দুগ্ধ খাওয়াইলেন। মধুরথ সমুদ্র ও যুদ্ধকথা কহিল॥

মধুরথ পূর্বকথা কহিতেছে॥

ঐ অনুবৃত্তি।

রামায়ণের ধুয়া। সীতা পাতালপুরী যাইতে, রঘুনাথ হস্তে তাঁহার কেশ ধারণ করিয়া রহিলেন। সীতাহীন বসুমতীতে ধর্মঘট[৪] স্থাপিত হইল। মাতা সীতাকে কোলে করিলেন। মস্তায় বাসুকি নাগকে নিজভাগে[৫] দেখিয়া, বসুমতী সীতাকে সন্তানবৎ পালন করিলেন॥…

বাঘের সহিত দেখা হওয়ায় রায় চিন্তা করিলেন। রূপরায়ের[৬] সহিত তাঁহার বিশেষ কথা হইল। কালুরায় বলিলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে রায়কে যাইতে: মধুরথকে ছলনা

---

১ দ্র. পৃ ৬৮৩। (১) সর্পদষ্ট করে মুরলী বসাইয়া 'বোরখ ঝাঁপ' করানো হয়, নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। (২) 'হাঁড়ী ঝাঁপে', নূতন উনান কাটিয়া নূতন হাঁড়ী বসাইয়া জ্বাল দিলে, হাঁড়ীর রং যদি কালো হয়, রোগীর অবশ্যমৃত্যু; লাল হইলে, নিরাময় অবশ্যম্ভাবী। বিষমুক্তির নিমিত্ত 'ঝাপানে' এইরূপ বিবিধ কৃত্য আছে (বর্ধমান ছোটবৈনানের গুণিন শ্রীবংশী কৌড়া-কথিত, ৪-১ ১৯৬০)।

২ বাঘে-মানুষে এই যুদ্ধ হইতে, পরে, হাল জোড়াইয়া, মন-পবনকে কুবাণ করিয়া, বাঙালা সাহিত্যে বিবিধ যোগরূপকের অবতারণা, দেখা যায় (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ১-৭ ২)।

৩ তু. ম-বি, পৃ ২৫-২৬। যোগরূপকে ইহার ব্যঞ্জনা,—'সরোবর শুখাইল জল দৈবে দিল ছিলে' (গো-বি, পৃ ৯১)।

৪ পৃ ৩৫৯। সীতার (=যোগ=লক্ষ্মী) 'বিসর্জন'-অন্তে, পৃথিবীতে 'ধর্মঘট' (=বারুণী) স্থাপিত হইল; তাহা বিষঘট বা উগ্র বারা (দ্র. ভূ. পৃ ৭৯, পা-টী ৮), তাহাই রামরাজ্য ধ্বংসের হেতু।

৫ রাম-সীতার কাহিনীকে সমুদ্রমন্থনের রূপকের সহিত সমন্বয়ের প্রয়াস।

৬ পাঠ। ইনি হিজলির রাজা বৃসিংহের রূপান্তর।

করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে রায় হাথে আসাবাড়ি[১] লইয়া মাথায় বিনোদচূড়া[১] সাজাইয়া গগনপথে গমন করিলেন। ক্ষেত্রপাল শার্দূলবাহনে ময়ূরথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। ময়ূরথ ভয় পাইল। রায় তাহাকে দেব-অংশ[২]-জাত বলিয়া প্রশংসা করিলেন। ময়ূরথ রায়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল॥

ময়ূরথ আত্মপরিচয় দিতেছে। দ্রৌপদীর অনুরূপ, পঞ্চ ষাঁড় সহযোগে কপিলা হইতে নিজ জন্মকাহিনী বর্ণনা॥

ক্ষেত্রপাল ও ময়ূরথে পরিচয় হইল। দক্ষিণরায় কৈলাসে ফিরিয়া, কালুরায়কে[৩] হিজুলি[৩] শহরে গিয়া[৩] নির্ভয়ে থাকিতে বলিলেন॥ তৃতীয় পালা সমাপ্ত।

কপিলার ব্রত[৪] সমাপ্ত হইলে, মন্থনের কথা[৫] মনে হইল। সমুদ্র শুষ্ক[৬] ছিল বার[৭] বৎসর। অমর কপিলা তৃষার্ত ছিলেন। সেই হইতে সমুদ্র দুগ্ধসৃষ্টি[৮] করিলেন। কিন্তু সহসা উল্কাপাত বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝনা সমেত সমুদ্রে রক্তবৃষ্টি[৯] হইল। ত্রিদেব দুর্বাসার[১০] পরামর্শ চাহিলেন।

১ সত্যনারায়ণের প্রকারভেদ। ২ দ্র. ভূ. পৃ ৪৪, পা-টী ৩।

৩ পয়োধিকূলবাসী, ব্যাঘ্রপালক, বাগদী-পাটনীর দেবতা, কাড়েশ্বর (দক্ষিণ-বর্ধমানে বাগদীদের মধ্যে এখনও এই নাম সুপ্রচলিত। কাড়=‘কাট’=তুল. কাস্তার। কাট=দ-বিটপ-‘আগণা’—দ্র. *Ins-Beng, vol. III, p. 83*; ‘অটব্যরণ্য’—দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৭৯। যোগরূপক ‘কাড়’ :—‘শকতি কুড়ারি লয়া বান্ধী গেল ‘কাড়ে’, মহালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে’—দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ১—ক ৮), শিবসুত কালুরায় (বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের এক রাজার ‘কালুমল্ল’ নাম পাওয়া যায়) হিজুলিতে গিয়া বাস করিবেন। হরিদেবের মতে, ‘হিমালয়’ (‘দক্ষরাজ’) ছিলেন হিজুলি শহরে (পৃ ২৭৫); তাঁহাকে (সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের ‘হিমাইকে’) হিমালয়ে পাঠানো হইবে।

৪ বিপ্রদাসের দৃষ্টিতে কপিলা আদ্যাশক্তি ‘উমা’ (তু ‘পৃথ্বি’)। তিনি ভুবনপোষণকারিণী। স্থির হইয়া ক্ষীরদানে তিনি সমুদ্রকে পরিত্রাণ করেন। কপিলাপুত্র মনোরথ নিজ পোষণের নিমিত্ত আড়াই নিঃশ্বাসে ইহা শোষণ করিয়াছিল। কপিলা ইহা একধার দুগ্ধে পূর্ণ করেন (বি-ম, পৃ ২৫-৬)। তু. ‘পুণ্যিপুকুর ব্রত’, ‘গোকাল ব্রত’ ও ‘মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রত’; প্রচলিত এই সকল মেয়েলী ব্রতের মধ্যে রায়মঙ্গল, মনসামঙ্গল বা কপিলামঙ্গলাদিতে বিধৃত ‘কপিলা-মনোরথ’ কাহিনীর রূপ বা রূপান্তর দুর্লক্ষ্য নহে।

৫ পৌরাণিক উদ্দেশ্য, অমৃতপ্রাপ্তি ও লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার; (কিন্তু মনসামঙ্গলের মতো রায়মঙ্গলে ইহার বিপরীত ফল দেখা যায়)।

৬ আকাশ বা ক্ষীরোদসাগরের ক্ষরিত জল অহি পান করায় সমুদ্র শুষ্ক। বিষধর পিঙ্গলা বা পূর্বদাড়ী সহস্রারক্ষরিত সুধা পান করায় কায়সমুদ্র শুষ্ক। মনসা- ও রায়মঙ্গলে ইহা মনোরথ কর্তৃক শোষিত।

৭ দ্বাদশ রাশিস্থ বা দেহস্থ সূর্য (নাড়ী)।

৮ ‘একধার দুগ্ধে পুরিয়া উঠিল সিন্ধু’—ম-বি, পৃ ২৬।

৯ ‘সমুদ্রে জন্মিল বিষ কপিলার ক্ষীরে’—ঐ, পৃ ১২৫। ১০ তু. ঐ, পৃ ২৬।

তিনি প্রচণ্ড-রাজার দৈত্যগণকে সেই রুধির ভক্ষণ[১] করাইয়া, সমুদ্রে পুনরায় দুগ্ধ সংযোজন করিয়া পূর্ণ[২] করিতে বলিলেন। অকস্মাৎ দৈববাণী শুনিয়া বাঞ্ছার কারণ পক্ষী সুধাবচনী[৩] আহার আনিতে গেল। [সিংহল[৪] হইতে আনীত তেতুলের[৫]] এক গাঁট দুগ্ধসমুদ্রে পড়িতেই তাহা দধিপূর্ণ হইল।

সমুদ্রের রক্ত দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ভয় পাইয়া দুর্বাসাকে কহিলেন। তাঁহার পরামর্শে দৈত্যরাজ প্রচণ্ডের রাক্ষসগণ রুধির ভক্ষণ করিলে, পুনরায় ঘোর অন্ধকার বিদ্যুৎ ঝঞ্ঝা[১] উল্কাপাত সহসা হইতে লাগিল। নারদের পরামর্শে দেবগণ মন্থন করিতে চলিলেন।

দেবগণ মুনিগণ মন্থন করিতে চলিলেন। দৈত্যরাজ প্রচণ্ড বাসুকি মন্দার নাগকে ডাকিলেন। সকলে ক্ষীরোদের কূলে গেলেন। দেব দৈত্যের মিলনে মন্থন আরম্ভ হইল।

লক্ষ্মী উচ্চৈঃশ্রবা সরস্বতী পারিজাত উঠিল মন্থনে...

মন্থনে শিব মূর্ছিত[৬] হইলেন। নারদ হিমালয়ে পার্বতীর নিকটে পৌছিলেন।

নারদ মায়ীকে সংবাদ দিলেন, শিব কালকূট বিষ পান করিয়া মূর্ছিত[৬] হইয়াছেন। শুনিয়া, অভয়া পার্বতী ক্রন্দন করিয়া মহেশ্বরকে দেখিতে যাইতে চাহিলেন। নারদ মায়ীকে প্রতারণা করিয়া ললাটের ঘর্ম[৭] পুঁছিয়া মাটীতে ফেলিতে বলিলেন। তাহাতে দক্ষিণেশ্বরের জন্ম[৭] হইল। এবং কালুবীর উঠিলেন[৮] পৃথিবী ফুঁড়িয়া। উভয়কে দেখিয়া ক্রন্দন করিয়া, পার্বতী দুই ভাইয়ের কাহিনী জিজ্ঞাসা করিলেন।

কালুরায়ের জন্ম হইল ক্ষিতিতলে[৮]। রায়-ক্ষেত্রপাল কালুরায়কে বিশেষ কথা কহিলেন। উভয়ে গিয়া পার্বতীর ক্রন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মহামায়া মন্থনে মোহিত শিবের কথা বলিলেন। পার্বতীও আত্মপরিচয় দিলেন। রায় বলিলেন, তাঁহার জন্ম হইয়াছে ঘর্ম-ক্ষেদনে[৭]। মহামায়া তাঁহার মাতা[৭] এবং শিব তাঁহার পিতা[৭]।

---

১ মার্ক-পু (৫১) মতে, জাতহারিণীর অন্যতম পুত্রের নাম 'প্রচণ্ড'। তাঁহার দৈত্যেরা বিষাক্ত রুধির ভক্ষণ করিয়াছিল।

২ চন্দ্র ও সূর্য নাড়ীর সহায়ে কালিমা যৌত হইলে সুষুম্নাতে জীবাত্মা পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করেন।

৩ সুধা উত্তোলনের প্রয়োজনে যোগাযোগকারিণী পক্ষিণীর এই নাম যথাযথ।

৪ দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ. ৪ ৫-৬। ৫ 'তেতুলি'—বি-ম, পৃ ২৬।

৬ দ্র. ম-বি, পৃ ৩৪ 'বিভোরে আসব হরিল চেতন অঙ্গ কাঁপে থর থর। ভাবি ঈশপতি যোগাসনে স্থবি উত্তজ্ঞান ভাবে মনে, করি মূল-সন্ধি মন-বায়ু বন্দী চলি পড়ে ত্রিলোচনে'; পূ-প ১, পৃ ৩২ 'ঢুলিঞা পড়িল হর, কাপে সব অঙ্গ আর, হলাহল খাইঞা গরলে'।

৭ হরিদেবের কল্পনায়, হরবীর্য—দেবীর ঘর্ম। দ্র. 'ললাটের ঘর্মে হয় থামাই পড়িলা', 'ললাটের ঘর্মে হয় ঝাঁপা পড়িলা'—বি-ম, পৃ ১৮, ১৫৮। ইহা কালুরায়ের লৌকিক জন্মকাহিনীর প্রতি ইঙ্গিত হইতে পারে।

ক্ষেত্রপাল মায়ের নিকটে পিতার পূর্বকাহিনী শুনিতে চাহিলেন। পার্বতী বলিলেন, মন্থনের বৃত্তান্ত। চারি জনে সুরলোকে গেলেন ॥

ক্ষীরোদসাগরকূলে ইন্দ্র ও বিষ্ণু উভয়ের পরিচয়[১] জিজ্ঞাসা করিলেন। রায় বলিলেন, তাঁহার পিতা মহেশ্বর, মাতা কাত্যায়নী এবং তাঁহার নাম বিদ্যাধর[২]। নারদ বলিলেন, দুই ভাই শিবকে জিয়াইতে[৩] আসিয়াছেন। শিবকে জিয়াইতে উভয়ে তক্ষক[৪] সর্পকে ডাকিলেন। সর্পরাজ আসিলে, দক্ষিণরায় তাঁহার পিতাকে জিয়াইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তক্ষক পাদুকায় কামড় দেওয়ামাত্র কাশীর বিশ্বনাথ[৫] উঠিলেন। বিশ্বনাথ জীবিত হইলে, দেবগণ ক্ষেত্রপালের মহিমা বাড়াইলেন ॥

গৌরচন্দ্রিকা। শিব জীবিত হইলে অভয়া পুত্রের[৬] সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। অযোধ্যায় তিনি রামরূপে প্রজা পালন[৭] করিলেন। হস্তিনায় ধর্ম-পুত্র যুধিষ্ঠির ঝারী লইয়া[৮] পঞ্চ ভাই এক সঙ্গে সরোবরের কূলে গেলেন। সেখানে মায়া-ধারী[৯] ধর্ম ছলনা করিতে রাজহংসের[৯] রূপ ধরিলেন। সহদেব জল আনিতে গিয়া, জলের আঘাতে মারা গেলেন। কাত্যায়নী এই কথা বলিলে, ক্ষেত্রপাল তাহা শুনিলেন এবং দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥

বিশ্বনাথ প্রাণদান পাইয়া রায়কে বলিলেন, তাঁহাকে অষ্টাদশ[১০] ভাটীর[১০] অধিকার দেওয়া

১ অবৈদিক সূত্র হইতে আগত বলিয়া।

২ দ্র. ভূ. পৃ ৭। 'মহাগুণী' পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রাণসঞ্চারের মহাবিদ্যার অধিকারী (তু. ম-বি, পৃ ১২১)। ৩ দক্ষিণেশ্বর কর্তৃক মনসার ভূমিকাগ্রহণ।

৪ কশ্যপ ও কদ্রুর পুত্র (বিষ্ণু, ১-১৫) মহাভারতের (আদি, ৩৫) তক্ষক রাজা পরীক্ষিতকে দংশন করেন। লিঙ্গপুরাণের (৫৫) তক্ষক ছিলেন শিবোপাসক। কূর্মপুরাণের (৪৩) তক্ষক, বাসুকি, কম্বলীল প্রভৃতি দ্বাদশ নাগ ক্রমে ক্রমে সূর্যদেবকে বহন করেন। এতদ্ব্যতীত, তক্ষকের পাতালগমন ও খাণ্ডবদহনকালে কুরুক্ষেত্রগমন ইত্যাদি কাহিনী পাওয়া যায়। কালীদহনিবাসিনী সুমঙ্গলা বিষহরি (পুঁ-প ১, পৃ ২২) 'মহাজ্ঞান' 'ব্রহ্মচ্ছলে' বিষ কাড়িয়া (ম-বি, পৃ ৩৯) শিবকে বিষযুক্ত করিয়াছিলেন। দক্ষিণরায় মহাজ্ঞানী বিদ্যাধরের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও, বিষ অপ-নয়নের উদ্দেশ্যে তক্ষককে ডাকিলেন। ইহাতে মনসার সহিত দক্ষিণরায়ের মৌলিক পার্থক্য সুস্পষ্ট।

৫ তু. 'কালকূট বিষপান কেন কৈলে ত্রিনয়ান উঠ হর 'কাশী-বিশ্বনাথ' (ম-ম, পৃ ২৩)। কাশীর সহিত শিবের সম্পর্ক সম্পর্কে দ্র. কূর্ম, পূর্ব, ৩০। 'অবিমুক্ত তত্ত্বাধিষ্ঠিত (ঐ ৩০, ৬৩) বিশ্বনাথ।

৬ গণপতি ও স্কন্দের রূপান্তর। ৭ পৃ ৩৬৪। ৮ পৃ ৩৫৮ 'ঝিপী লইয়া যুধিষ্ঠির'।

৯ পৃ ৩৬১। অসুরের শক্তি মায়া, দেবের মহিমা কায়া ('অসুরস্য মায়া, দেবস্য কায়া'); ঋগ্বেদের পুরাতন অংশে ভয়ের দেবতা বরুণ 'অসুর' (দ্র. সাহি. ১, ১, পৃ ১) পরবর্তিকালে ধর্মঠাকুরে অন্তর্লীন হইয়াছেন।

১০ দ্র. ভূ. পৃ ৪৯, পা-টী ২। ভাটিদেশের পশ্চিম সীমায় 'ছিজলি' এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমায় 'খাড়ি'। ছিজলিতে কালুরায়ের এবং খাড়িতে দক্ষিণরায়ের পীঠস্থান। পঞ্চদশ শতকের তিব্বতী ঐতিহাসিক তারানাথ গঙ্গাযুদ্ধের দীপাকরকে

উচিত। ক্ষেত্রপাল[১] পিতাকে বলিলেন,[১] দক্ষিণ অরণ্যে একজন পীর[১] আছেন। এই সংবাদে শিব বলিলেন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অধিকার লইতে। সব শুনিয়া দেবগণ বলিলেন, কালুরায়কে হিজুলির দেবতা করিয়া পাঠাইতে। হিজুলির[২] দক্ষরাজা[২] হিমালয়ে[২] যাউক। তাহা হইলে, হিজুলি শহরে[২] কালুর স্থান[২] হইবে; এবং দক্ষিণেশ্বরকে দক্ষিণে পাঠানো হউক। এইরূপে দেবগণ ক্ষেত্রপালকে স্থাপন করিয়া, সকলে পুলকিত হইয়া বৈকুণ্ঠে চলিলেন। বৈষ্ণব পদাংশের ধুয়া।... [—চতুর্থ পালা সমাপ্ত।

'বাটি' বলিয়াছেন। আবুল ফজল 'বাটী' বা 'ভাটীকে' সুবে বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত, লিখিয়াছেন। 'ভাটি' সমতটে অবস্থিত। 'সমতট' অর্থে সমুদ্রতটের সঙ্গে সমান অর্থাৎ জোয়ারের জল যে-পর্যন্ত প্রবেশ করে (বা-ই, পৃ ১০৪-৫)। 'আঠার' শব্দের কেহ কেহ অর্থ করেন—'অনেক' (আমাকে লিখিত ভারতের বর্তমান সরকারী প্রত্নলেখতত্ত্ববিদ মহাশয়ের ১৫-১২-১৯৫৯ তারিখের পত্র)। তিনি প্রসঙ্গতঃ সমাবিষ্কৃত ষষ্ঠ শতকের একটি লেখে উল্লিখিত 'আঠার' আটবিক-রাজ্য সমন্বিত ডোমালী মহারাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন; ইহা পরবর্তী ওড়িশা 'অঠর গড়-জাতের' অনুরূপ। ওড়িশা ও বিহারের দক্ষিণ-পূর্বাংশ মধ্যযুগে 'ঝারখণ্ড' (অরণ্যভূমি) নামে পরিচিত ছিল (দ্র. ঐ, ৩-১২-১৯৫৯ তারিখে লিখিত)। যাহাই হউক, এই অষ্টাদশ সংখ্যা আঠার নলা, আঠার ভাটি হইতে আঠার মঙ্গলকোঠ, আঠার বারা, আঠার আউলিয়া, আঠার বিদ্যা, আঠার কমল, আঠার বায়ু, আঠার দেহচক্র ইত্যাদি অসংখ্য রূপে ভৌগোলিক তথ্য হইতে দার্শনিক তত্ত্বে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যায়। হরিদেব শিবসুত দক্ষিণরায়কে আঠার ভাটির অধিকার দিয়াছেন; আরও অনেকেই দিয়াছেন। যাহাই হউক, প্রসঙ্গ আলোচনায় মনে রাখা দরকার, ধর্মঠাকুরের সহিত 'বার', শিবের 'পাঁচ', চণ্ডী-মনসার 'আট', ষষ্ঠীর 'ছয়' ইত্যাদি বিভিন্ন গুহ্যসংখ্যার প্রতি প্রায় প্রত্যেক দেবদেবীর একটি নিগূঢ় সম্পর্ক আছে।

১ হরিদেবের দক্ষিণরায় পীর সম্পর্কে পূর্বেই ওয়াকিবহাল, দেখা যাইতেছে। এই অংশই কৃষ্ণরাম ও রুদ্রদেবের গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য। পীরের প্রতিপক্ষী হড়মুড়া (দ্র. ভূ. পৃ ৪৩, পা-টী ১, পৃ ৩৭৫) ক্ষেত্রপাল দেবতার তান্ত্রিক ধ্যান ও প্রতিমূর্তি দ্র. *A-S-M. Vol. I, pp. XXXIV-XXXV, pl. no. 13.*

২ দ্র. ভূ. পৃ ৮০, পা-টী ৫। সাঁওতালেরা অ-সাঁওতাল ভূমিকে বলে 'দিকু' (*Cen, 1951, Mid, pp. XV-XVI, XL*)। এই অঞ্চল কোল-অধ্যুষিত হইবার পূর্বের কোনও প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতি, আদিবাসী লোককথার মাধ্যমে সঞ্চারিত হওয়ায় ইহা নিদর্শন হইতে পারে। দেবতা কালুরায়ে পরবর্তিকালে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ভাগ বসাইয়াছেন। দক্ষকে হিমালয়ে পাঠাইয়া দিবার মধ্যে, এতদঞ্চলে সুপ্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্যের অপসারণের প্রচেষ্টা আছে। পরে, মুসলমানযুগে 'তাজ খাঁ মসনদ-ই-আলা' প্রভৃতির অধিকারে, হিন্দুদের তরফ হইতে সম্ভবতঃ 'কাঠেশ্বর' (কাঠ=মদন—দ্র. *Ins.-Ben, vol. III, p. 83*) কালুরায়কে হিজলির গ্রামদেবতা করা হয়, নৃসিংহের রাজপরিবারের মাধ্যমে (দ্র. ভূ. পৃ ৬৯, পা-টী ২) এবং স্বভাবতঃই ইনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই দেবতা হইয়া পড়েন।

রাজা[১], খুশি হইয়া মৃগয়ায়[২] গেলেন। মৃগয়ায় কিছু পাওয়া গেল না। সেই বনে 'বিষ্ণু' নামে[২] এক গরীব ব্রাহ্মণ[২] বাস করেন। রাজা তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত[২] হইলেন। সেই দিন ব্রাহ্মণী প্রসব[২] হইয়াছেন। রাজা সমস্ত সংবাদ জানিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে বলিলেন, দুয়ারে শয়ন করিতে। ছয় দিনে ষাটীরাকালে বিধাতা নবজাতকের ভাগ্যলিপি[৩] লিখিতে আসিবেন ॥১॥

সন্ধ্যাকালে বিপ্র আসিয়া ষষ্ঠীপূজা করিলেন; অন্য নীতক্রিয়া করিলেন। হাতে অসি ও মসীপাত্র[৩] মাটিতে রাখিয়া, ব্রাহ্মণ উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিলেন। নলরাজা দুয়ারে শুইয়া আছেন। বিধাতা আসিয়া রাজাকে উঠিতে বলিলেন। 'নৃপতি' অর্ধ অঙ্গ গঠন করিলে, প্রদীপ নিভিয়া গেল। তাহাতে বিধি উল্টা লিখিলেন,—বাসরে তাহাকে বাঘে খাইবে[৪]। রাজা জাগরণ[৫] করিয়া রাত কাটাইলেন এবং ব্রাহ্মণকে সকল কহিলেন ॥২॥

রাজা ব্রাহ্মণকে স্বপ্নকথা বলিলেন। তাঁহার পুত্রের বিবাহকালে বিপদ—ইহাই ললাট-লিখন; তাহাকে বাসরে বাঘে খাইবে। রাজা ব্রাহ্মণকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়া সস্নেহে রাখিতে চাহেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী রাজার সহিত গেলেন। রাজা বলিলেন, তিনি বিপ্র-পুত্রের বিবাহ দিবেন দ্বাদশ[৬] বৎসরকালে। রাজা খুশি হইয়া তাঁহাদের আনিয়া, শত-দেউড়ি[৭] মন্দিরে[৭] ব্রাহ্মণকুমারকে রাখিলেন; বিবাহের সম্বন্ধহেতু ও লগ্ন ক্ষণ দেখিবার জন্য রাজা হৃষ্ট হইয়া পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিলেন ॥৩॥

নৃপতির আদেশে ব্রাহ্মণ কোনও বিপ্রকন্যাকে তেতর করেন। ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কন্যার পিতা বলেন, উপযুক্ত পাত্র পাইলে তিনি কন্যাদান করিবেন। ব্রাহ্মণ রাজার নিকটে গিয়া সব বলিলে, রাজা সাড়ম্বরে বর সাজ করাইলেন ॥৪॥

বৈষ্ণব পদাংশের ধুয়া। রাজা বিপ্রকুমারকে সাজাইতে বলিলেন। পাটের দোলায় চড়িয়া বিপ্রসুত বিবাহ করিতে চলিতেছেন ॥৫॥

যথানীত শুভলগ্নে বিবাহ হইতেছে। ব্রাহ্মণ কন্যাসম্প্রদান করিতেছেন ॥৬॥

জামাতা-অর্চন হইল। স্ত্রী-আচার, বহ্নি-নমস্কার, ক্ষীরভোজন, নিশিযাপন, সমস্ত চুকিল। প্রভাতে জামাতাবিদায়। রাজা বরকন্যা আনাইয়া নিজ স্বর্ণমন্দিরে রাখিয়া দিলেন দাস-

---

১ পৃ ২৯৬। ২ মনসামঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে অজ্ঞাতমূল কাহিনী। কেদারনাথের লখিন্দর প্রসঙ্গের সহিত ইহার মিল আছে। ৩ দ্র. পৃ ৩৩১ 'করে অসি মসীপত্র', তু. ম-ম, পৃ ২১৩।

৪ দ্র. ম-ম, ঐ 'বাসরে মরিবে সর্পাঘাতে'। ৫ পৃ ৩৪০।

৬ দ্র. তু. পৃ ৭৮, পা-টী ১১, ঐ, পৃ ৮৪, পা-টী ৭, পৃ ৩৪৭-৪৮।

৭ লোহার বাসরের বিকল্প (তু. ম-ম, পৃ ২৩১ ই.)।

দাসী পরিবেষ্টিত করিয়া। কন্যা-বর যৌতুক খেলেন। নিদ্রালসে উভয়ে শয়ন করেন। বিপদ ঘনাইতেছে ॥৭॥

হরিদেব-রচিত নূতন বৈষ্ণব পদের ধুয়া ॥ ৮ ॥

শার্দুল দেখিতে কেমন, কন্যা স্বামীকে তাহা লিখিয়া দেখাইতে সাধ জানাইলেন। ব্রাহ্মণকুমার অঙ্গার দ্বারা আঁগারি বাঘ[1] সেই বাসঘরে চিত্রিত[2] করিল। সেই চিত্র বাঘ সহসা প্রখর হইয়া, দাঁত ঝাঁকাইয়া বিপ্রকুমারের গায়ে লাফাইয়া[1] পড়িয়া তাহাকে বধ করিয়া, ভক্ষণ করিয়া, ঘোর গর্জন করিতে লাগিল। দুর্গম বা দুর্জয় বাঘ দেখিয়া সকলে ভীত চকিত হইল ॥৮॥

বিপ্রসুতা সকাতরে কাঁদিতে লাগিল। তাহার ক্রন্দন শুনিয়া নলরাজা দ্রুত স্বর্ণমন্দিরে গেলেন; তথায় বিপ্রসুতকে না দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। রাজা স্বামী কামদেবকে[২] জিজ্ঞাসা করিলেন। কামদেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শক্তিশেল[৩] হাতে করিয়া, শার্দুল বধ করিতে গেলেন; তখন বাঘ ভীষণ ভয় পাইয়া, চতুর্ভুজ[৪] বিষ্ণুমূর্তি ধারণ করিয়া নলরাজাকে স্বর্গ-বাসের বর দিলেন ॥৯॥

রাজা বাঘ-পর্ব শেষ করিয়া শয়ন করিলেন। এমন সময় দক্ষিণেশ্বর বিপ্ররূপে তাঁহাকে স্বপ্ন কহিতে গেলেন, যেন তিনি দক্ষিণরায়ের পূজা করেন। রাজা তাঁহাকে ব্রহ্মবধের পাপ হইতে উদ্ধারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, রায় পুনরায় বলিলেন, দক্ষিণেশ্বরের পূজা করিতে। তখন রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া, পায়ে ধরিয়া, ব্রাহ্মণকে আটকাইয়া রাখিয়া, স্বামী কামদেবকে ডাকিলেন, ব্রাহ্মণকে বধ করিতে। বেকায়দায় পড়িয়া রায় কম্পিত হইয়া, অঙ্গ নাড়া দিতেই, রায়ের শরীর[৫] হইতে অসংখ্য বীর ক্ষেত্রপাল[৫] জন্মিল। রায় তাঁহাদিগকে আদেশ দিলেন, রাজাকে বধ করিতে। নলরাজার পুরীর মধ্যে কামদেব ও ক্ষেত্রপালের ঘোরতর যুদ্ধ হইল ॥১০॥

উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে। যুদ্ধে নলরাজা 'পিতা' কৃষ্ণকে[৫] রক্ষার্থ ডাকিলে, বিষ্ণু অবতীর্ণ হইলেন। দক্ষিণেশ্বর ডাকিলেন, তাঁহার পিতা শিবকে। শিব চিতাভস্ম মাখিয়া সত্বর পৌঁছিয়া গেলেন ॥১১॥

রণমধ্যে পিতাপুত্রে একত্র হইলেন। হরের আক্রমণে কামদেব রণে ভঙ্গ দিলেন।

১ ইহা সোহা কর্তৃক বাঘমূর্তি-চিত্রণ ও তাহার পরিণাম এবং লখিন্দরের বাসরের কাহিনীর অপূর্ব সংমিশ্রণ।

২ এই সম্পর্ক-কল্পনা লৌকিক।

৩ মধুরথ-পালার বাঘের পরিবর্তে, বিষ্ণু। ৪ দ্র. তু. পৃ ১৯, ঐ, পৃ ৩৮, পা-টী ২।

৫ ইহা লৌকিক বিশ্বাস (তু. লী-কো, পৃ ৬৫৭-৬০)।

ক্ষেত্রপালে ও কামদেবে যুদ্ধ হইল ; হর ও হরিতে যুদ্ধ হইল। নারদ মামীকে ডাকিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রে উলঙ্গ[১] করাইয়া যুদ্ধ বন্ধ করাইলেন ॥১২॥

দুর্গা রণমধ্যে দিগম্বরী[২] হইলেন। হর ও হরি রণে ভঙ্গ দিলেন। কামদেবকে বিষ্ণু দ্বারকায় লইয়া গেলেন। হর অভয়াকে সঙ্গে করিয়া গেলেন কৈলাসে। রায় একাকী তাঁহার ব্যাঘ্র-ফৌজ ডাকিয়া রাজার প্রজাগণকে ধরিতে বলিলেন। রাজা দক্ষিণেশ্বরের পূজা করেন—পুত্র বলি[৩] দিয়া। রাজা স্বহস্তে আপন তনয় বলি দিলেন। রাজার ভক্তি দেখিয়া রায় সুখী হইয়া, তাঁহাকে কৃপা করিয়া, বিপ্রসুত জিয়াইয়া[৩], নৃপসুত জিয়াইয়া[৩] প্রত্যর্পণ করিয়া রাজাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন ॥১৩॥

রায় নলরাজার পূজা লইলেন। এইবার জগদীশ্বরী লক্ষ্মীর বরদানের পালা।

লক্ষ্মী[৪] আসিয়া দময়ন্তীর নিকটে বসিয়া নলকে কহিলেন, তাঁহাকে তিনি ধনাধিপতি[৪] করিয়া দিবেন ; রায়পূজাহেতু তাঁহার মর্ত্যজন্ম ; পূর্বজন্মে তিনি ছিলেন ব্যাধ[৫]। নারায়ণের বরে তাঁহার মঙ্গল হইল। লক্ষ্মীর সেবা[৫] করায় কামদেব তাঁহার দ্বারী[৫] হইয়াছিলেন ; এতদিনে পাপমুক্তি হইল। তিনি কুবের[৬] হইয়া বৈকুণ্ঠে থাকিবেন। তিনি হইলেন ধনাধিপতি,[৬] তাঁহার স্থিতি হইবে স্বর্ণ-কলসে[৬] ; সেই হইতে তিনি হইলেন শিবের ভাগিনা[৬] এবং পৃথিবীর সকলে তাঁহাকে ভাবনা করিবে। রাজা রহিলেন বৈকুণ্ঠে। ভবানীর শাপে শিব অন্ধ[৭]। রাজাকে স্বর্গে রাখিয়া তিনি পৃথিবীতে আসিলেন এবং তাঁহার পুত্রগণকে স্থাপ্য করিয়া রাখিলেন ॥১৪॥ অষ্টম পালা সমাপ্ত।

---

১ দ্র. ভূ. পৃ ৬৩, ৬৮, পা-টী ১। এই সূত্রে নাথ-সাহিত্যে দেবী দুর্গার দুর্গতির স্মৃতি দেখা যায়। সেই দুর্গতির পরিণতিতে, দেবীর রূপান্তর, নরলোভী রাক্ষসীরূপে (দ. লো ধ, পৃ ১৮-২১)। পরে দ্রষ্টব্য।

২ দ্র. ভূ. পৃ ৬৪, পা টী ২।

৩ দ্র. ঐ, ঐ, পা-টী ৩।

৪ লক্ষ্মী রুদ্র-শিবের কন্যা, দক্ষিণরায় পুত্র। রুদ্র কৃষির দেবতা। নল দক্ষিণরায়ের পূজা করায়, লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া তাঁহাকে ধনকুবের করিবেন। লক্ষ্মীর সেবক রাজা নল দক্ষিণরায়ে আশ্বিন-সংক্রান্তিতে ('নল-সংক্রান্তি') এখনও প্রতিবৎসরে কৃষকগণ কর্তৃক অর্চিত হইয়া থাকেন,—'আশ্বিনের জল পাতালের নল, ধান ফলে গল গল'—এই মন্ত্রের দ্বারা।

৫ হরি (১৫) মতে, নল রাজের বংশধর নিষধের পুত্র। মহাভা (বন ৫২-৭৯) মতে, নিষধ দেশের রাজা বীরসেনের পুত্র নল। এই 'নিষধ'-সংযোগেই, নলকে লোকবিশ্বাসে 'নিষাদ' বা ব্যাধ বানাইয়াছে, মনে করি। লক্ষ্মীর সেবা করায়, কামদেব তাঁহার দ্বারী—ইহাও অপৌরাণিক কাহিনী।

৬ ধনের প্রতীক স্বর্ণকলসধারী যক্ষরাজ কুবের, শিবের ভাগিনা—ইহা লৌকিক বিশ্বাস।

৭ ইহা মনসামঙ্গলের কাহিনী স্মরণ করায়।

পরিশিষ্ট (খ)

এই অংশে[1] ১১৩২-১১৩৬ বঙ্গাব্দে লিখিত হরিদেবের ঘরোয়া জমি-জমার ও তাঁহাদের উৎপন্ন ধান্য খড়ের হিসাব[2] মুদ্রিত হইয়াছে ; ৩০৯ পৃষ্ঠায় ১১৩৩ বঙ্গাব্দের একখানি পত্রের[3] নমুনা আছে এবং তাঁহার গ্রহোল্লিখিত অষ্ট পীঠের[4] হিসাব রহিয়াছে ; হিসাবে একটি পীঠের অভাব দেখা যায় ॥

পরিশিষ্ট (গ)

কোটাল ভদ্র[5] কাণ্ডারীসমেত শত মধুকর[6] আনে। খাড়ি-জোড়ির[7] ঘাটে সহস্র তরী ভাসিতে দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইল। সহস্র বাউলিয়া[8] এবং নাবিকগণ সহস্র রইঘর[9] বাঁধিল। বাইশ[10] কুঠার দা ইত্যাদি অসংখ্য অস্ত্র নৌকায় তুলিল। ভক্ষ্যদ্রব্য লইল প্রচুর। রত্তার মা হৃষ্ট হইয়া বিভিন্ন গন্ধপুষ্পে নৌকাপূজা[11] করিলেন। রত্নাকর শুভক্ষণে শিবপূজা[12] করিয়া নৌকায় উঠিয়া বিদায় মাগিল। গ্রন্থরচনাকাল।

রত্তার মা কর্ণধারদের নিকটে রত্নাকরকে সমর্পণ[13] করিয়া, বনদেবতা[14] ও পঞ্চপীর[15] সম্পর্কে সাবধান করিয়া দিলেন···

হরিদেব-রচিত একটি নূতন বৈষ্ণব-পদ। রত্নাকরের কথায় রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালকে আদেশ দিলেন, তাহাকে বধ করিতে। খাড়িনা-নগরে যুদ্ধ হইল। সেনাগণকে দেখিয়া

---

১ পৃ ৩০৮-১০। ২ চি-প-স প্রথম খণ্ড-গ্রন্থে এই অংশের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

৩ ঐ। ৪ কবির হিসাবে একটি পীঠ কম আছে। আলোচনা পূর্বে (ভূ. পৃ ৫১-২ ও পা-টী) দ্রষ্টব্য।

৫ পৃ ৩১১। কোনও অজ্ঞাত ঐতিহাসিক এই নাম। ৬ দ্র. ভূ. পৃ ৭৭, পা-টী ১৫।

৭ খাড়ীমণ্ডলের প্রধান নগর এবং তৎসংলগ্ন 'জোল'। পূর্বে দ্র.। ৮ দ্র. ভূ. পৃ ৫৯, পা-টী ১১।

৯ পৃ ৩১১, দ্র. ক-চ, পৃ ২২৭। ১০ পৃ ৩১৬। তু. 'বাণী যেন বাড়ে' (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ১-ক ৮)।

১১ পৃ ৩৫৩। ১২ রত্নাকর শিব ও শিবদূত দক্ষিণরায় উভয়েরই সেবক।

১৩ ইহা খুল্লনার শ্রীমন্তকে চণ্ডীর নিকটে 'হাথে হাথে সমর্পণ' মনে করায় (দ্র. ক চ, পৃ ২২৬)।

১৪ দক্ষিণরায়, কালুরায়াদি।

১৫ গাজেন পীর, শাহজঙ্গীন, সেকেন্দর, বড়খাঁ গাজী ও কালু গাজী (শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু-বিবৃত, ১৪-১০-১৯৫৯। এই বিষয়ে তাঁহার প্রবন্ধ 'দক্ষিণ পরগণার পীর গাজী বিবি' (সাপ্তাহিক ২৪ পরগণা, শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬৬, পৃ ১৫১-১৫৯) দ্রষ্টব্য। পশ্চিমবঙ্গের 'বনদেবতা' সম্পর্কে আলোচনা দ্র. প-ব-স, পৃ ৬৩৯-৬৩। ; হরিদেব 'হারংদুয়ার' উল্লেখ (পৃ ১৮৭, ৩৭৫) করিয়াছেন। বাঘবশকারী বা বাঘবিতাড়ক ফকিরদের জমায়েত-স্থানকে 'হারং (aurrung)' বলে (দ্র. *Cen. 1951, 24 Par, p. CXXIII* ই.)। হরিদেব সম্ভবতঃ এইরূপ ফকিরদের নির্দেশ করিয়া থাকিবেন)।

রত্নাকর রাজাকে বলিল, সে মৃত্যুর পূর্বে পিতৃ-তর্পণ[১] করিবে; পাত্রের পরামর্শে অনুমতি মিলিল, কোটাল-পরিবেষ্টিত হইয়া তর্পণ করিবার ॥৩৪॥

পাত্র[২] রত্নাকে বধ করিতে নিষেধ করিলেন। রত্নাকরকে তর্পণ করিতে দিলেন, পরীক্ষিৎ-রাজার ব্রহ্মশাঁপ স্মরণ করাইয়া। রত্নাকর কোটালপরিবৃত হইয়া দিবারাত্র রায়কে স্মরণ করে। রায়ের আসন টলে; তিনি কালুরায়কে কারণ জিজ্ঞাসা করেন ॥৫০॥

বৈষ্ণব পদাংশের ধুয়া। রত্নার মশান হইবে বলিয়া দক্ষিণরায়ের আসন টলে। কালুরায় খড়ি[২] পাতিয়া গণিয়া সবিস্তর বলিলেন। বাণেশ্বরের নিকটে রায়-কথা বলায়, রত্নাকরের বিপত্তি ঘটিয়াছে। কালুরায়ের কথা শুনিয়া দক্ষিণরায় ক্রোধে বাঘগণকে ডাকেন ॥৫১॥···

কালুরায় বাঘ হাঁকিলে[৩] নানা প্রকারের বাঘ আসিয়া পৌঁছিল।···

রায় বিপ্রমূর্তি[৪] ধরিয়া রত্নার সমুখে গিয়া, নিজ 'অপরাধ' জিজ্ঞাসা করিলেন। রত্নাকর ব্রাহ্মণ দেখিয়া একান্তনির্ভর নিবেদন জানাইল। রায় শ্বেতমাছির[৫] রূপে 'শ্বেতছলে' রত্নার ললাটে বসিলেন। রত্না স্তবভঙ্গ করিয়া রাজার নিকটে গেল ॥

রত্নাকর রাজাকে সবিনয়ে বলিল, সে পিতৃলোকে তর্পণ করিয়াছে। রাজা ক্ষেত্রপালের[৬] পূজা করিলে, তাঁহার পরলোকে স্বর্গবাস হইবে। রাজা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া রত্নাকে মশানে বধ করিতে চাহেন। রত্নাকর বিপাকে রায়-পদ ভাবে। রত্নাকর মশান হইতে নিস্তারের নিমিত্ত রায়-চিন্তা করিলে, নানা বাঘ সেখানে লাফ দিয়া আসে[৭]।

রাজার কথা শুনিয়া রায় ক্রোধে ডাক দিলে, বিভিন্ন বাঘ মশানে আসিয়া পৌঁছে। ··

রায় ক্রুদ্ধ[৮] হইয়া বাঘ লইয়া খাড়িনায় রত্নার নিকটে গেলেন। জিজ্ঞাসায় রত্নার সমাচার জ্ঞাত হইলেন। রত্না বলিল, বাঘে সব সেনা ভক্ষণ[৮] করিয়াছে। জীবিত একজন রাজাকে সংবাদ[৯] দেওয়ায় বাণেশ্বর[১০] ক্রুদ্ধ[১০] হইলেন। খাড়িনা-নগরে যুদ্ধ হইল। দক্ষিণরায় হৃষ্ট হইয়া বাঘ ডাকিলেন ॥৩৫॥

রণে রাজার পাইক সেনা ঢাক ঢোল, রায়বেঁশে ঢাল খাঁড়া লইয়া ঠাঁঠ[১০] পৌঁছিল। রায় দুঃখিত হইয়া রত্নার নিকটে আসিলেন। বাঘে সমস্ত সেনা বধ করে।···

হরিদেবের রচিত একটি নূতন বৈষ্ণব পদ[১১]।···

সমস্ত[১২] সৈন্য নিহত দেখিয়া রাজা বাণেশ্বর[১২] রায়ের স্তব করেন। তিনি রায়ের কৃপাপ্রার্থী ॥৩৬॥

১ ইহা শ্রীমন্তের তর্পণ স্মরণ করায় (দ্র. ক-চ, পৃ ২৫১-৭৬)। ২ পৃ ২৯৯, ৩১৪। দ্র. ভূ. পৃ ৭১, পা-টী ৮।
৩ দ্র. ভূ, পৃ ৬৭-৮, পা-টী ৩। ৪ দ্র. ভূ. পৃ ৪৯, পা-টী ৬। ৫ পৃ ৩৩৮।
৬ শিবসুত দক্ষিণরায় (দ্র. ভূ. পৃ ১৮-১৯)।
৭ মুকুন্দরাম এই ক্ষেত্রে দানা ও দেবীগণকে আনিয়াছেন, বাঘের বদলে; কিন্তু স্বভাবে উভয়ের সোসাদৃশ্য অছিল। ৮ পৃ ৩১৩। ভু. ভূ. পৃ ৭১। ৯ ভু. ভূ. পৃ ঐ। ১০ পৃ ৩০৩, পৃ ৩১৪। ১১ পৃ ৩১৬।
১২ পৃ ৩১২।

হরিদেবের রামায়ণী পদ[১]।

গলায় কুঠার[২] বাঁধিয়া খাড়িয় ঈশ্বর[৩] বাণেশ্বর[৪], রায়ের নিকটে সকাতরে অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন।...

পৃ ৩১২। ২ পৃ ৩১৩। দ্র. পৃ ৩৩৫। ৩ অ. হু. পৃ ৭৪, পা-টী ৭, ৮। ৪ ঐ পৃ ৭৬, পা-টী ৫।

শাড়ি[1]

। শীতলার জন্মপালা ।

দেবসভা। ব্রহ্মার সাক্ষাতে দেবগণ আনন্দিত। নারদ আসিলেন। তিনি সৃষ্টি-পত্তন[2] কহিতেছেন,—স্বর্গ মর্ত পাতালাদি উৎপত্তি হইল শক্তি[3] হইতে। যুগেশ্বর ধর্ম আগম-পুরাণ[4] সৃষ্টি করিলেন। সপ্তম পাতাল চন্দ্র-সূর্য দশ দিক্‌পাল সপ্ত সমুদ্র ঋষি মুনি গন্ধর্ব নাগ নর স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষী সমস্তই সৃজন করিয়াছেন স্বয়ং প্রভু দেব-নিরঞ্জন[2] ধর্ম[3]। তিনি ব্রহ্মাকে দিলেন পালনের অধিকার; এইভাবে ত্রিভুবন রক্ষিত হইল। নারদ ব্রহ্মাকে ব্রহ্মযজ্ঞ[4] করিতে অনুরোধ করিলেন। যজ্ঞ আরম্ভ হইবে। ব্রহ্মা নারদকে ভার দিলেন সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে। স্বর্গ মর্ত পাতালের সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। নারদ কৈলাসশিখরে গেলেন হরগৌরী আনিতে। যোগেশ্বর বিনা যজ্ঞ হয় না; প্রমাণ, দক্ষ-রাজার ছাগমুণ্ড[5]। পবন[6] ডাকিয়া দিলেন স্বর্গের কপিলাকে[7]। কপিলার গোময় গোমূত্রে স্থান শুদ্ধ হয়। যোজনপ্রমাণ স্থলে যজ্ঞ আয়োজিত হইল। দেবগণ চারিদিকে বসিলেন। আম্রকাষ্ঠে[8] সুমেরুপর্বত[9] সাজানো হইল; সেই রূপে জ্বলিল আগম সত্যের সোম[10]। প্রজাপতি শিবকে যজ্ঞ আরম্ভ করিতে বলিলেন। শিব আদেশ পাইয়া, হরিকে অঙ্কে ও শক্তিকে সঙ্গে লইয়া কুণ্ডপালে ব্যাঘ্রছালে পঞ্চানন-রুদ্ররূপে[11] পঞ্চমুখে যোগ আরম্ভ করিলেন। দ্বাদশ সূর্যের সোম[12] জলন্ত অনলে পরিণত হইল। অগ্নি ও সোমের ক্রম[13] দেখিয়া দেবতাগণ চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা শিবকে আপন সৃষ্টি না পোড়াইতে অনুরোধ করিলেন। দেবগণ স্তব করিয়া শিবকে যোগ[14] সম্বরণ[15] করিতে অনুরোধ

---

১ পৃ ২২৯। পৃ ৩৬৪-৬৬। ২ দ্র. তু. পৃ ১৬, পা-টী ৫,৮।

৩ ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে পাই, ধর্মের বিষ (প্রাচীনতম অর্থে, রেতস্‌) পান করিয়া কেতকা ('শক্তি')। ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিদেবের জন্ম দিয়াছিলেন (ক্র ধ ১৭, ১৯, তু. পৃ ১)।

৪ যজ্ঞরূপী নারায়ণই ব্রহ্মার সৃষ্টিকারী। প্রজাপতি উদ্বুদ্ধ হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানপূর্বক নারায়ণের আরাধনা করেন (মহাভা, শান্তি, ৩৪০)। পরবর্তী কাহিনী দক্ষিণদেশের নিজস্ব।

৫ তু. পৃ ৫১, পা-টী ৩। ৬ তু. পৃ ৩৪, পা-টী ৩।

৭ তু. পৃ ৩৬, পা-টী ১১; ঐ পৃ ৪০, পা-টী ৪। ৮ পৃ ৩৩৬। ৯ পৃ ৩৭২। ১০ পৃ ৩২৭।

১১ মহাভারতে (অনু, ১৭) শিব পঞ্চানন। ভব ও শর্বকে আত্মসাৎ করিয়া বৈদিক রুদ্র ত্রিমুখ হইয়া থাকিবেন (*R-S, p. 49*)। তিলোত্তমার রূপদর্শন লালসায় শিব চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ হন ব্রহ্মার মুণ্ড ছিন্ন করিয়া (মৎস্য-পু, ৩)। ১২ পৃ ৩৩৮। ১৩ পরাক্রম।

১৪ ঋগ্বেদে যোগধর্মের আভাস আছে। যোগীরা রুদ্রের সহিত সম্পৃক্ত। মহেঞ্জোদড়োর মুদ্রায় যোগীর মূর্তি বৈদিক রুদ্রের হওয়াই সম্ভব; রুদ্র মুনিগণের মিত্র ও সখী (*R-S, pp. 49-50*)।

করিলেন। শিবের যোগ ভঙ্গ হইল। তাঁহার ঘর্ম[১] টলিল[১]; ঘর্ম মুছিয়া অগ্নিশালে ফেলিলেন। শিবের সেই ঘর্ম হইতে যোগবলে অযোনিসম্ভবা কন্যার[২] জন্ম হইল। তাঁহার নাম যজ্ঞসেনী এবং তিনিই মাতা বসন্তজননী শীতলা[৩]।

সেই কন্যাকে[৪] বিষ্ণু ব্রহ্মার[৪] নিকট সমর্পণ[৪] করিলেন। সাবিত্রী[৪] তাঁহাকে পালন করিবেন। তিনি রাসভবাহনা[৫] অরুণবরণা[৬] এলাইতকেশা[৭] মার্জনী[৭] ও কুম্ভধৃতা[৭]। শিব[৮] বলিলেন, এই কন্যার[৯] নাম শীতলা[১০]। যজ্ঞোদ্ভূতা[১১] এবং অগ্নি[১১] সংযোগহেতু তাঁহার মস্তকে সুবর্ণের[১১] কুলা[১১]। ইনি অগ্নিস্বরূপা[১১]।

দেবগণ যজ্ঞে আহুতি দিয়া ও ভক্ষণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। শিব যজ্ঞকুণ্ড হইতে যজ্ঞের অঙ্গার হস্তে লইয়া বসন্তের[১২] সৃষ্টি[১২] করিলেন। চৌষট্টি[১৩] বসন্ত অগ্নির বাহন[১২] হইল; তাহারা নানা জাতির ও চৌষট্টি প্রকারের নামধারী। এই নাম গুণানুসারী। জ্বরাসুর[১৪] ও বসন্তরায়ের সৃষ্টি করিয়া শিব শীতলাকে দিলেন। তাঁহাদের প্রকাণ্ড শরীর দেখিয়া দেবতাগণ ভীত হইলেন। শিবের বরে, দেবতা গন্ধর্ব নাগ নর নির্বিশেষে প্রত্যেকের দেহভোগ জ্বরাসুরের। শীতলা তাঁহার পিতা শিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে ত্রিভুবনে তাঁহার পূজার প্রচার

১ ঘর্ম শুক্রবীজ। দ্র. বৃ পু ৮২, পা-টী ৭, ঐ পৃ ৯৯, পা-টী ৩। ২ পৃ ৩২৫, তু পৃ ১৮-১৯।

৩ তু স্কন্দ পু (আব খণ্ড-১২, ঐ প্রভা প্রভা) ১৩৫। মতে, মকটেশ্বর তীর্থে শীতলা দেবীর অবস্থান। শিশু-দিগের বিস্ফোট নিরাময়ের জন্য ঐ স্থানে মসুর কুট্টন করিতে হয়। হরিদেবের এই কল্পনা সম্পর্কে আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

৪ পৃ ৩৩১; পৃ ৩২৫, ৩৬৭; সাবিত্রী পুরিপন্থী কাহারা সবিতার কন্যা (ভাগ, ৬-১৮-১)।

৫ কবিরাজের মতে, রাসভ বসন্তের রূপান্তর (সা প প, ১৩০৪, পৃ ৩৬)। এতদ্ব্যতীত শীতলা উলূকবাহনা ও নিম্ববৃক্ষস্থা (দ্র. ঐ)।

৬ শীতলা সবিতৃকন্যা সাবিত্রীর দুহিতা হওয়ায় সূর্যসম্পর্কিতা, অরুণবর্ণ তাহারই প্রতীক। কৃষ্ণরামের দৃষ্টিতে শীতলা 'দর্পকিলণা রাউল' (দ্র. কৃ গ্রী, পৃ ২৬২)।

৭ এগুলি কোন আভিচারিক ক্রিয়ার অঙ্গ কি। দ্র. পৃ ৩৭১ এবং পূর্বে ও পরে দ্রষ্টব্য। ৮ রুদ্র-শিব।

৯ শিবের ঘর্ম বা বীর্যজাতা। ১০ পৃ ৩৯৬ দ্র.।

১১ যজ্ঞ = অগ্নি ('হব্যবাহন'), অগ্নি, অশনি ও সূর্য—অগ্নির এই রূপত্রয় (ঋক্, ১০-৮৮-১)। অগ্নি = ঘর্ম বা দাহ (দ বৃ. পৃ ৮৫, পা-টী ৪)। স্বর্ণ-কুলা সূর্যের প্রতীক। কুলার সহিত ধান্যের ও অলক্ষ্মীর সম্পর্ক আছে (সা-প-প. ১৩০৪, পৃ ৪৫)। রুদ্র কৃষির দেবতা; রুদ্রকন্যা শীতলার অঙ্গ 'ধান চাবা'-শোভিত (দ্র. কৃ-গ্রী, পৃ ২৫১)। শীতলা যমের ভাগিনী, শঙ্করগৃহিণী, সদাশিবা (ঐ, পৃ ২৭৭-৭৯) অর্থাৎ চণ্ডী বা দুর্গার প্রকারভেদ।

১২ বসন্ত অগ্নির অঙ্গার এবং বাহন—তাপের সমতা ও চরিত্রধর্মে ইহা সার্থক পরিকল্পনা।

১৩ চৌষট্টি যোগিনীর অনুসরণে।

১৪ পৃ ৩৪১-৪২। হরিদেবের রূপকল্পনার বৈশিষ্ট্য, পরে দেখুন।

হইবে। শিব বলিলেন, তিনি বসন্তমাতা[১]; বসন্ত হইতে সর্বত্র তাঁহার পূজার প্রচার হইবে। হরগৌরী কৈলাসে গেলেন। শীতলা-ভগবতী রহিলেন ব্রহ্মাপুরে। শীতলা ব্রহ্মার পুরীতে থাকেন; ব্রহ্মা যান যোগসিদ্ধির[২] কারণে; দ্বাদশ[২] হাজার বৎসর ব্যাপী যোগের কারণে গেলেন ব্রহ্মা ॥

। ব্রহ্মাপুর-পালা ।

সাবিত্রী ও শীতলা দুইজনে থাকেন। নারদ ঝগড়া বাধান। মাতাপিতার ঘরে বাস করিলে কন্যাকে সকলে উপহাস করে[৩] ও তাহার গুণপনা প্রকাশ হয় না[৩]; পূজাও প্রচার হয় না। তখনই ঝগড়া বাধিল শীতলা ও সাবিত্রীর মধ্যে। মায়ে ঝিয়ে কেহ কম যান না। সাবিত্রী ডাকেন দানব দৈত্যে, শীতলা ডাকেন জরাসুর বসন্তগণে। শীতলার আদেশে বসন্তরায়[৪] দানব দৈত্যগণকে ধরিয়া ছারখার[৫] করিল; সাবিত্রী-মাতাও ছারখার[৫] হইলেন। নারদ গিয়া ব্রহ্মাকে সংবাদ দিলেন। কাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মা শীতলার স্তব করেন তাঁহাকে, আদ্য-অনাদ্য[৬] ও অনন্তরূপিণী বলিয়া। ব্রহ্মার আজ্ঞায়, শিবকে আনিতে নারদ কৈলাসে গেলেন, ব্রহ্মাপুর রক্ষার জন্য। ইহা হইতে ত্রিভুবনে শীতলাপূজা প্রকাশ হইবে ॥

শিবসকাশে নারদ আসিয়া সকল কহিলেন। শিব ব্রহ্মাপুরে আসিলে, ব্রহ্মা শিবকে স্তুতি করেন, নিজ পুরী রক্ষার নিমিত্ত। শীতলাকে শিব বলিলেন, সাবিত্রীকে রক্ষা করিলে, ব্রহ্মা শীতলাপূজা করিবেন। শিবের কথা শুনিয়া, শীতলা আপন উগ্রচণ্ডা[৬] ক্রোধ সম্বরণ করিলেন। তিনি হুহুঙ্কারে[৭] বসন্তসমূহকে অঙ্গে করিয়া[৮] লইলেন; বীজমন্ত্র[৯] জপিয়া, জলে মহাপুষ্প[৯] দিতেই, সকলে মহাজীবন[৯] পাইল। ব্রহ্মা শীতলাকে মলয়াশিখরে[১০] গিয়া থাকিতে বলিলেন। হিতিকার[১১] জন্ম[১১] হইল, শিব[১১] শীতলার পানে চাহিতেই[১১]। ব্রণগণ বসন্তরায় ও জরাসুর লইয়া শীতলা হিতিকাসঙ্গে আনন্দে মলয়াবাসে রহিলেন। শিব শীতলা-পূজার কারণ-তত্ত্ব কহেন। বৃহদ্রথ, জরাসন্ধ, মুকুন্দ-মুরারি প্রভৃতির 'অষ্টাহ পূজা'-প্রসঙ্গ[১২] কহিলেন শিব। মাতা আনন্দে ঘর গেলেন ॥

১ রুদ্রকন্যা শীতলা অগ্নিসম্ভব বসন্তের জনয়িত্রী।

২ তু. ধ-পূ-বি, পৃ ২১৫ -১৭। ৩ ইহা বাঙ্গালীর সমাজাচারের প্রতিফলন। তু. ভূ. পৃ ১২-১৩।

৪ নবাগত দেবতাগণ সাধারণতঃ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া থাকেন।

৫ ধর্মকামিন্যা শীতলা। এই সূত্রে তাঁহার উলূকবাহনের সার্থকতা (দ্র. ভূ. পৃ ৯৫, পা-টী ৫)।

৬ শীতলা 'দক্ষিণ কালিকা' (সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৭০) চণ্ডী (দ্র. ভূ. পৃ ৯৫, পা-টী ১১)।

৭ পৃ ৩৭৫। ৮ স্বগোত্রা বলিয়া। ৯ পৃ ৩৬৫ 'শং শং'।

১০ পৃ ৩৬০-৬১। ধর্মপূজা-বিধানে 'মলয়জ' 'সীতলের' ইঙ্গিত আছে (দ্র. পৃ ২৩)।

১১ ইহা 'ভূতবান্' যমধর্মী রুদ্রের কল্যাণকৃতি (তু. *R-S, pp. 5–9*), কন্যার সহযোগে। ১২ প্রসঙ্গাবলী যথাস্থানে দ্র.।

। জরাসন্ধ-পালা ।

রাজা বৃহদ্রথ[১] স্বর্গের দুয়ারে[১] অবস্থিত। তিনি দেবতাবিখ্যাত ও ইন্দ্রসম তেজস্বী। একদিন মহারাজা দেবসভায় সমাসীন। ইন্দ্রের অপ্সরা নৃত্যরতা। দেবগণ নৃত্যমোহিত ও পুষ্পবর্ষণরত। শনি উপবিষ্ট ব্রহ্মচারীর রূপে। শনি সেই পুষ্পে আঘ্রাণ লইয়া এক ব্রাহ্মণকে দিলেন। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে শাঁপ দিলেন, রাজা বৃহদ্রথ[১] দ্বাদশ[১] বৎসর বনচারী[১] হইবেন। রাজার সহিত উভয় রানী[১] বনগমন করিলেন; রাজ-আভরণের পরিবর্তে দণ্ডীবেশ[২] ধরিলেন। ব্রাহ্মণের বাক্য অখণ্ডনীয়। ব্রহ্ম-শাঁপে ইন্দ্রপুত্রের কুম্ভীর-জন্ম[২] হইয়াছিল। শনির শাঁপে রাজা অসহনীয় দুঃখভোগ করেন। তিনি মনে মনে অরিষ্ট[৩] দেবতার পূজা করিলেন।

রাজা ইষ্টপূজা করেন। তিন প্রাণী রোদন করেন তরুতলে। শীতলা ছিতিকাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। শীতলা অলক্ষ্যে রাজাকে দৈববাণী কহিলেন। রাজা মুনির আবাসে গেলেন। মুনি পুত্রবর দিবেন; ফলে, জরাসন্ধ[৪] নামে পুত্রের জন্ম হইবে। শীতলা গেলেন মলয়াশিখরে, রাজা রানী গেলেন মুনির[৫] আশ্রমে। ইন্দ্র[৬] ফল পাঠাইলেন। বসুকার[৭] জল[৭] লইয়া মুনি আসিলেন। মুনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, রাজা সমুদয় বিবরণ কহিলেন।

মুনি ফিরিয়া দেখেন, তাঁহার আশ্রমে তিনজন বসিয়া আছেন। উত্তরে, রাজা শনির শাঁপে[৮] তাঁহার দ্বাদশ বৎসর বনবাসের কথা বলিলেন। মুনি বলেন, তাঁহার বচনে রাজা শনি-শাঁপ হইতে মুক্ত হইবেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বায়ু-পুরাণের একটি আখ্যান[৯] বিবৃত করেন,—ব্রহ্মশাঁপে ইন্দ্র-রাজার বিড়াল-জন্ম[৯] হইয়াছিল এবং কালিকার ব্রত[৯] করায় তিনি শাঁপ-মুক্ত[৯] হইয়াছিলেন। এখন হইতে মলয়াবাসিনী দেবীর পূজা করিলে রাজা বিপন্মুক্ত হইবেন। মুনি তিন দিন উপবাসী আছেন। স্বর্গ হইতে ইন্দ্র ফল পাঠাইয়া থাকেন; মুনি তপস্যা করিয়া সন্ধ্যাকালে ফল খান। সেদিনেও ইন্দ্র তিনটি ফল পাঠাইয়াছেন এবং

১ পৃ ২৩৫, ৩৭২।

২ ভাগবতে আছে, দেবলমুনির শাঁপে গন্ধর্ব হূহূ কুম্ভীর হন (দ্র. জী-কো, পৃ ১৩১)। পাণ্ড্য দেশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যশাঁপে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. ঐ)। সম্ভবতঃ ইহারই ফলশ্রুতিতে হরিদেবের এই অভিনব কল্পনা ৩ পৃ ৩৬৩।

৪ পৃ ৩৪০। তু. মহা, সভা ১৬-২৩। হরিদেবের মতে, শীতলা ইঁহাদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী। বাঙ্গালা মন্ত্রেও 'জরাসিন্ধুকে' স্মরণ করা হইয়াছে (পুঁ-প ১, পৃ ১১৯)। ৫ চণ্ডকৌশিক। ৬ মূলে, দৈবক্রমে।

৭ পৃ ৩৫৫। ইহা ক্ষীরোদ-সমুদ্রের ক্ষীর (দ্র. তু. পৃ ৪৬, পা-টী ২)।

৮ যাদুনাথের হরিশ্চন্দ্রের ভাগ্যে, ধর্মঠাকুরের শাঁপে (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১০ ই.)। ৯ পৃ ৩২৯।

সেই তিনটি ফল চারিজনে ভাগ করিয়া খাইবেন। মুনি প্রথম ফল লইলেন, তাহার পরে লইলেন রাজা এবং শেষ ফলটি দুইজন রানী দুই ভাগ করিয়া খাইবেন। মুনি বলিলেন, ইহাতে রানীদের উভয় গর্ভে এক পুত্র অর্ধ-অঙ্গ করিয়া জন্মিবে। মুনিবাক্য অখণ্ডনীয়। রানী শর্বাণী[১] ও সুধনীর[১] দুই গর্ভে এক পুত্র হইবে; মলয়াবাসিনী শীতলা[২] আসিয়া তাহার জীবন্যাস করিবেন। সেই পুত্র জরাসন্ধ হইতে[৩] খাণ্ডব দাহন[৩] হইবে।

উভয় রানীর গর্ভে জরাসন্ধ বাড়িতে লাগিলেন। যথাক্রমে পঞ্চম মাসে তাঁহারা কপিলার দুগ্ধ[৪] সহযোগে পঞ্চফল[৫] খাইলেন। মলয়াবাহী মাঘের দশমী তিথিতে[৬] উভয় রানীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। প্রসবান্তে, সন্তানের অর্ধ-অর্ধ অঙ্গ দেখিয়া উভয়ে ক্রন্দন করিয়া সন্তানকে বনবাস দিলেন। গহন বনে জরা উপবাসী[৭] পড়িয়া থাকে তিন দিন[৭]। হিড়িকাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ জানিলেন শীতলা। সখীর বচনে তিনি ভৈরবীর[৮] বেশে রাসভবাহনে[৯] খাণ্ডববনে পৌঁছিয়া দুই-অঙ্গ শিশুর ক্রন্দন শুনিলেন। শীতলা দুই হস্তে দুই অঙ্গ জোড়াইয়া শিশুর মুখে দিলেন কপিলার দুগ্ধ[১০]। শিশু সম্মুখে দাঁড়াইল। শীতলা তাহার নাম রাখিলেন জরাসন্ধ[১১] এবং সে হইল খাণ্ডববনের[১১] জগতবিখ্যাত রাজা[১১]। শীতলা[১২] মায়ারূপে শিশুকে কোলে লইয়া রানীদের কোলে দিলেন। রাজা-রানী শীতলার পরিচয় পাইয়া শীতলার স্তব ও পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন,—শীতলা আদ্যের অনাদ্যা[১৩], ব্রহ্ম সনাতনী[১৩], আগম[১৪] পুরাণ[১৪] ও চারিবেদের অধিষ্ঠাত্রী[১৫]। শীতলার পূজা[১৬] করিলে শনি-শাপ[১৬] মুক্ত[১৬] হয়। রাজা একচিত্ত হইয়া শীতলা-নারায়ণীর[১৭] পূজা করেন, দশ লক্ষ জবা[১৭] নানা বনফল বিল্ব শতদল[১৮] ও যমুনার জল[১৯] দিয়া। বৃহদ্রথ-পালা সাঙ্গ।

জরাসন্ধকে তপোবনে রাজ্যভার[২০] দিয়া শীতলা মলয়াশিখরে গেলেন। রাজা-রানী গৃহে ফিরিলেন; জরাসন্ধ বাড়িতে লাগিল। একদা খাণ্ডবরাজ হস্তিযূথ লইয়া শিকার

১ ইঁহারা কাশীরাজের যমজ কন্যা। ২ মূলে, জরা রাক্ষসী। ৩ পৃ ৩৩৪। এই কল্পনা মৌলিক।
৪ পৃ ৩৩১। দ্র. তু. পৃ ৯৭, পা-টী ৭। ৫ পৃ ৩৪১। ৬ পৃ ৩৬১। পরে দ্রষ্টব্য।
৭ দৈবকৃপা-লাভের সূচনাস্বরূপে। ৮ দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা ভৈরবী শীতলা।
৯ রাসভসম্পৃক্তা শীতলামূর্তি, দ্র. *A-S-M, vol. I, pl. no. 51*; প-ব-স, প্লেট সং ৩১।
১০ ক্ষীরোদসমুদ্রের প্রাণপোষক ক্ষীর। ১১ ইহা অপৌরাণিক কল্পনা। ১২ মূলে, রাক্ষসী জরা।
১৩ দ্র. তু. পৃ ৯৬, পা-টী ৫। ১৪ তন্ত্রোক্ত অষ্ট যোগিনীর অন্যতমা ভৈরবী শীতলা।
১৫ শ্রীধর্মপুরাণে দেবীকে অথর্ব বেদের অধিষ্ঠাত্রী বলা হইয়াছে (পূ-প ১, পৃ ৭৬)।
১৬ শনি অষ্ট রুদ্রের প্রথম রুদ্রের পুত্র। তাঁহার মাতার নাম সুবর্চলা (মার্ক ৫৩, বায়ু ২৭, কূর্ম ১০, ই.)। শীতলা রুদ্রকন্যা। এই সম্বন্ধে উভয়ে ভ্রাতা ও ভগিনী। সুতরাং একের পূজায় অপরের প্রসন্ন হওয়া সম্ভব।
১৭ রামা, ৭-৩৫-২৩। ১৮ পৃ ৩৬৫। ১৯ তু. পৃ ৯৭, পা-টী ৭। ২০ ইহা লৌকিক কল্পনা।

করিতে গেলেন; কিন্তু বন বেড়িয়া শিকার মিলে না। তিনি ক্ষুধার্ত হইয়া বনফলের সন্ধান করিতে গিয়া দেখিলেন,—পর্বতে এক রাজা বসিয়া আছেন; তাঁহার বর্ণ স্বর্ণের ন্যায়, তাঁহার মুখ শূকরের মত এবং তিনি মৃতের মাংস খাইতেছেন। তাঁহার নাম শ্বেতরাজা[১]। খাণ্ডবরাজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আত্মপরিচয় দেন,—তিনি রজত কাঞ্চন দান করিয়াছেন কুক্ষমুখে। সেইজন্য তাঁহার বদন শূকরের ন্যায় এবং তিনি অন্নদান করেন নাই বলিয়া তাঁহাকে সেই পাপে মৃতের মাংস খাইতে হইতেছে। ভারতে অন্নদানের তুল্য কোন দান নাই। এই সময় অগস্ত্যমুনি সেখানে আসিয়া কদাচার দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর জন্মের কথা কহেন। রাজা লক্ষ্মীর অন্বেষণ করেন। মুনি শ্বেতরাজাকে তণ্ডুল ভিক্ষা দেন। সেখানে বশিষ্ঠ আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি বিল্বদল দিয়া শিবপূজা করেন এবং কোন অর্ঘ্য না পাইলে, পূজা করেন কেবলমাত্র বন্ধুকার জল দিয়া। শ্বেতরাজার নিকট বশিষ্ঠ অর্ঘ্য ভিক্ষা লইতেই একগুণে শতগুণ হইল।—এই কাহিনী আছে শ্রীমদ্ভাগবতে ও বাল্মীকি-রামায়ণে। খাণ্ডবরাজ শিকার অন্বেষণ করিয়া বনে বনে ফিরিতেছেন। নবলক্ষ যোজন বনরাজ্যে জরাসন্ধ ইন্দ্র-অবতারতুল্য। জরাসন্ধের সভা সুরপুরীর সমান। বনমধ্যে ঘোর শব্দ শুনিয়া জরাসন্ধ হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। দূত নিবেদন করিল, খাণ্ডবরাজ জরাসন্ধের রাজ্য বেষ্টন করিয়াছে। জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইলেন। এমন সময় খাণ্ডবরাজ জরাসন্ধকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন; জরাসন্ধ যেন সুমেরু[২]-পর্বতে[২] বসিয়া আছেন। ইহা দেখিয়া খাণ্ডবরাজ প্রমাদ গণিলেন। উভয়ের পরিচয় হইল। শীতলা জরাসন্ধকে রাজ্যভার দিয়াছেন জানিয়া খাণ্ডবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

কমলাকান্তের রচিত একটি নূতন শাক্ত[৩] পদ।

জরাসন্ধ ও খাণ্ডবরাজের যুদ্ধ হইতেছে। জরাসন্ধ শীতলা-জপ করেন। মলয়াশিখরে শীতলা-ভগবতী[৪] আসিলেন। শীতলার অর্ধ অঙ্গ শীতল[৫], অর্ধ অঙ্গ অনল[৫]। তিনি মনের

---

১ পৃ ৩৭২। স্কন্দ-নাগ, ১০৩; রামা-উত্ত, ৯০, ৯১ ও পদ্ম-সৃ, ৩৬-বিবৃত আখ্যান-মতে, রাজা সুদেবের পুত্র স্ব-আত্মজ শ্বেত। দান-ধর্ম না থাকায়, ব্রহ্মার বিধানে শ্বেতরাজাকে নিজ শব ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি করিতে হইত এবং ব্রহ্ম-বরে শবের ভক্ষিত অংশ পুনরায় সম্পূর্ণতা লাভ করিত। একদা অগস্ত্য তাঁহার উপহার গ্রহণ করিলে, শ্বেত-নরপতি মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ২ অটল হইয়া।

৩ শীতলা 'দক্ষিণ কালিকা'। এই হেতু 'কালী-পদের' ধুয়া-সংযোজনের সার্থকতা।

৪ শীতলা ও চণ্ডী অভিন্না (ভূ. পৃ ১৫, পা-টী ১১)।

৫ পৃ ৩২৬। বৈদিক রুদ্রের ধ্বংস ও কল্যাণাত্মক রূপভাবনার বিবর্তনে, রুদ্রকন্যা শীতলার এই রূপকল্পনার বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্রষ্টব্য।

আনন্দে রত্নসিংহাসনে বসিয়া। তাঁহার নিকট অমঙ্গল বার্তা পৌছিল। মলয়েশ্বরীর হুকারে বসন্তরায় চৌষট্টি বসন্তফৌজ লইয়া অভিযান শুরু করিলেন।

কমলাকান্ত-রচিত একটি শাক্ত-পদ।

শীতলার আজ্ঞায় বসন্তসেনা খাণ্ডববনে চলিল। শনিদৃষ্টিতে পৃথিবী ভস্ম[১] হওয়ার মতো বসন্তরায় খাণ্ডব দাহন করিলেন। খাণ্ডবরাজ পরাজয় স্বীকার করিলে, জরাসুর শীতলা-পূজার পরামর্শ দিলেন। খাণ্ডবরাজ গলবস্ত্র হইলেন।

নারদ ইন্দ্রালয় হইতে শীতলার নিকট পৌছিয়া খাণ্ডব-দাহনের কথা জানাইলেন। শীতলা ভৈরবী[২]-বেশে তথায় চলিলেন। খাণ্ডবরাজ শীতলাকে আদ্যের অনাদ্যা[৩] ব্রহ্ম সনাতনী[৩] বলিয়া স্তব করিলেন। শীতলা অমৃতকুণ্ডের[৩] জল বর্ষণ[৩] করিয়া রাজপুরী জিয়াইয়া[৩] তুলিলেন। রাজা দশ লক্ষ জবা বিল্বদলে ও গণ্ডার[৪] মহিষ[৪] মেষ[৪] ও অজা[৪] বলিদান দিয়া, শঙ্খ[৫] ঘণ্টা বাজাইয়া, মাথার উপরে আশী মণ ধূনা[৬] পোড়াইয়া দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়া বর লাভ করিলেন। দেবী বর দিয়া বলিলেন, তদবধি মুল্লার পাটনের[৭] উদ্ভব[৭] হইবে এবং সেই দেশে বাবি[৮] সিংহাসন[৮] থাকিবে এবং কলিকালে গুণার্ণব[৯] অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। এই বলিয়া শীতলা অন্তর্ধান করিয়া মলয়ানগরীতে পৌছিলেন।

। নাগপুর-পালা।

নাগলোকে[১০] শীতলার পূজার প্রচার হয় না। হিড়ি-দাসী বলেন,—পাণ্ডরি[১১] নাগ[১১] নাগপ্রধান; অনন্ত[১২]-সমান পূজ্য। রথসজ্জায়[১৩] দেবী নাগলোকে যাত্রা করিবেন, এমন সময়

---

১ তু. স্কন্দ-আব-চতু ৫০। ২ তু. পৃ ৯৬, পা-টী ৫।

৩ পৃ ৩২৮। তু. পৃ ৫৫, পা-টী ৪। রুদ্রকল্প পাঠ, তু. 'উদ নো বীরান্ অর্পয় ভেষজেভির্ ভিষক্তমম্ ত্বা ভিষজাম্ শৃণোমি'—ঋক্, ২-৩৩-৪।

৪ মার্শালের মতে, শিবের যোগিরাজ রূপ ব্যতীত, তিনি 'পশুপতি' এই রূপ ধারী, বাঘ, গণ্ডার ও মহিষ তাঁহার সহিত বিশেষভাবে সম্পৃক্ত (*M-I, v. I. I, p. 54*)। মেষ ও অজা সম্পর্কে আলোচনা দ্র. তু. পৃ ৫১, পা-টী ৩, ঐ পৃ ৭২, পা-টী ১। ৫ পৃ ৩৯৫। ৬ পৃ ৩৫০। ৭ পৃ ৩৬৯।

৮ পৃ ৩৫৭, ৩৫৬; তু. পৃ ৫৯, পা-টী ৮ এবং পরে আলোচনা দ্র.।

৯ পৃ ৩৩৬, তু. পৃ ৭৭, পা-টী ১৪। ১০ পাতাল (মহা, ১-৯৫, হরি ৩)।

১১ কশ্যপ-পত্নী কদ্রুর অন্যতম পুত্র (মহা, আদি ৩৫), নাগরাজ ঐরাবতের বংশীয় 'পাণ্ডর নাগ' জনমেজয়ের সর্পসত্রে বিনষ্ট হইয়াছিলেন (ঐ, ঐ ৫৭)।

১২ কশ্যপ ও কদ্রুর অন্যতম পুত্র। স্ত্রী তুষ্টি। মহাতাল নামক পাতালে অনন্তের বাস (ব্রহ্ম-বৈ)। ব্রহ্মার আদেশে তাঁহার মস্তকে পৃথিবী-ধারণ। ইঁহার নামান্তর 'শেষ'। বিষ্ণু ও ব্রহ্মার আদেশে তিনি সমুদ্রমন্থনের জন্য মন্দরপর্বত উত্তোলন করেন (মহা)। সূর্যের নামান্তর 'অনন্ত' (ঐ)।

১৩ শকট (ঋক্ ৩-১৪-৫); শরীর রথ (কঠ-উ. ৩-৩); আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, তু. পৃ ৪১, পা-টী ৫।

নারদ হাজির। পাতালে বলিরাজ[১] আছেন। বিষ্ণুর সহিত বলি শীতলার পূজা[২] করিবেন। ছিতি ও কান্তি[৩] দুই দাসী লইয়া, ব্রণগণ জরাসুর বসন্তরায় সমেত শীতলা নাগপুরে চলেন। পুষ্পরথে রত্নসিংহাসনে আসীন হইয়া শীতলা বলির দুয়ারে দর্শন দিলেন।

বলি শীতলাকে দেখিয়া তটস্থ হইলেন। শীতলা পরিচয় দিয়া, শনি-পীড়ার দুঃখ, বৃহদ্রথ-পুত্র জরাসন্ধ-জীবন্যাস ও খাণ্ডববন-প্রসঙ্গ বলেন। এবার তাঁহার নাগপুরী-অভিযান। বলি দশকুমার[৪] ন্যায় শীতলার[৪] পূজা করিলেন। দুর্জয় ভুজঙ্গগণ পর্বতের চূড়া[৫] ধরিয়া আছে। ঢ়াঁড়ুল পাঁড়ুল শঙ্খচূড় প্রভৃতি নাগগণ[৬] শীতলার পথ আগলিল[৭]। শীতলা ব্রণগণকে ডাকিলেন; নাগপুরী দাহন করিলে নাগের পূজা মিলিবে।

দেবীর আজ্ঞায় জরাসুরসমেত বসন্ত-ফৌজ চলিল। অষ্ট নাগ[৮] নয় বোড়া[৯] সকলকে গিয়া বসন্তে ধরিল। শীতলার ক্রোধে পাতালপুরী মরিল। শিব ধ্যানে সব জানিলেন। নারদকে ডাকিয়া শিব বারতা জিজ্ঞাসা করিলেন। কবি সকল মর্ম জানিতে বলিতেছেন ধ্যানযোগে[১০]।

কমলাকান্ত-রচিত নূতন শাক্ত-পদ।

শিব ধ্যানযোগে সব জানিলেন। তিনি নারদকে পাঠাইলেন পাতালে। নারদ স্বচক্ষে নাগপুরে ছারখার[১১]-অবস্থা দেখিলেন। এই অবস্থায় নারদ নাগপুরে শীতলাপূজার প্রচার[১২] করিলেন। নাগরাজ নারদকে পুরোহিত হইয়া শীতলাপূজা করিতে বলিলেন। নারদ স্মরণ করিলে, শীতলা শূন্যমার্গে[১৩] রথভরে[১৩] পাতালে গেলেন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া। পাতালে জয়ধ্বনি পড়িল। অনন্ত বাসুকি স্তব করিলেন। শীতলা নাগেশ্বরকে কহিলেন, জরাসুরে[১৪] কন্যাদান[১৫] করিতে। নাগরাজ স্বীকার করিলে, নাগপুরে অমৃতবৃষ্টি হইল। তাহাতে,

১ দ্র. তু. পৃ ৩৮, পা-টী ১।

২ হরিদেবের দৃষ্টিতে, দক্ষিণরায়ের মতো 'দক্ষিণ কালিকা' শীতলাও সর্বদেবশ্রেষ্ঠ।

৩ কুবেরে, 'কান্তি' গন্ধকন্যা, নামান্তর, শশী (দ্র. জী-কো, পৃ ২৬৫)। শীতলার দাসীত্বে ইঁহার রূপায়ণ সার্থক। ৪ শীতলা দুর্গা (তু. পৃ ২২, পা-টী ১১)।

৫ পৃ ৩১২। পাতালে ভুজঙ্গের সুমেরুশিখর ধরার কল্পনায়, হরিদেব স্পষ্টতই কালভৈরব প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। বিপ্রদাসের মতে, কালি নাগের আবাস, মলয়শিখর (ম-বি. পৃ ৪০)।

৬ তু. পৃ-প ১, পৃ ৩৪, ই.। ৭ মনসার সহিত বৈসাদৃশ্য। ৮ পৃ ৩২৬। ৯ পৃ ৩২০।

১০ পৃ ১৫০। কাহিনীর তথ্যাভিমুখিনতা।

১১ তু. 'ছারে আর খারে তুলিয়া দিল জাল, অহর্নিশি কোটে আল বৈসে যত কাল' (গো-বি, তু. পৃ ১-ক ৮)।

১২ তু. মাণিক গাঙ্গুলীর 'শীতলামঙ্গল' (ব-সা-প-প্র ২, ১৩২১, পৃ ৩০-৩৪)।

১৩ তু. সা-প্র ৩, তু. পৃ ৪২, পা-টী ১; ঐ, পৃ ৪১, পা-টী ৪।

১৪ হরিবংশে (হরি ১৭৯) ও বিষ্ণুপুরাণে (৫-৩৩) 'জ্বরের' রূপ-বর্ণনা আছে (পরে দ্র.)। 'শিবজ্বর' অপেক্ষা 'বিষ্ণুজ্বর' অধিকতর পরাক্রমশালী (দ্র. ম-ম, পৃ ১২৩)। বিস্তৃত আলোচনা পরে দ্র.।

১৫ জরাসুরের সহিত নাগ-কন্যার বিবাহের কল্পনা হরিদেবের নিজস্ব বলিয়া মনে হয়।

অস্থি-ছাড়া ছয় মাসের পচা মড়া[১] নিদ্রা ত্যজিয়া উঠিল। ফলে, শারদীয়া দশভুজা[২]-পূজার মতো বিল্বদল[৩], নীল-কমল[৩] ও সহস্র লক্ষ জবা[৩] দ্বারা শীতলাপূজা হইল। পাণ্ডরি-নাগের কন্যার সহিত শীতলা-পুত্র জরাসুরের বিবাহ হইল ; নাগপুর প্রাণদান পাইল। দেবী বর দিয়া মলয়াভুবনে চলিলেন। সহস্রফণ বাসুকি[৪] শীতলার স্তব করিলেন। নাগ-পালা সাঙ্গ হইল।

শীতলাস্তোত্র। এই অংশ ভনিতাহীন ; ইহা লিপিকরের প্রক্ষেপ হইতে পারে।

। ভল্লুক[৫]-পালা।

ক্ষিতি-কান্তি দাসীসঙ্গে রত্নসিংহাসনে শীতলা উপবিষ্টা। নারদ পৌঁছিলেন। সকলেই শীতলার পূজা করিয়াছেন। ভল্লুক-শহরে পূজা হয় নাই কেন ; শীতলার চিন্তা। ভল্লুক-শহরের রাজা ত্রেতাযুগের রামভক্ত সুষেণ-নন্দন ; জাম্বুবান তাঁহার মন্ত্রী। বলি-ছলন বা অসুর-দমনের মতো ভল্লুকরাজকে শীতলা ছলনা করিবেন। পুষ্প-রাশার বা চন্দ্র-তারকার অনুরূপ বসন্তের রথসজ্জা করিয়া শীতলা চলিলেন ভৈরবীর বেশে। বসন্ত রথ চালায়[৬] ; পবন ডাকে[৭] কোকিলের স্বরে[৭]।

পুষ্পরথ পবনপথে[৭] শূন্যে[৭] উঠে পবনের ভরে। পর্বতে চন্দ্রোদয়ের মতো শোভা ; যেন চন্দ্র খসিয়া পড়ে, যেন রবির কিরণ ঝড়িতে থাকে এবং দেবীর মনে সঙ্কলনী[৮]-স্তব। সকলে বিস্মিত হইয়া হাত বাড়াইয়া চাঁদ ধরিতে মন্ত্রণা করে। কিন্তু মাতার হুঙ্কার-রবে সকলের শঙ্কা জন্মে। রাজার নিকট সংবাদ যায়। শূন্যমার্গের রথ ধরিতে সকলেরই বাসনা ; কিন্তু দ্বি-লক্ষ[৯] যোজনে থাকিয়া চাঁদ ঝিকিমিকি করে, ধরিতে না পারিয়া সকলে প্রমাদ গণে।

সকলে জল্পনা করে,—বুঝি আকাশে চাঁদ উঠিল ; যেন সুমেরুপর্বত[১০] গগনে উদয়[১০] হইয়াছে। বসন্তজননী মায়া করিয়া পুষ্পরথ হইতে নামিলেন। তাঁহার করাল বদন, বিকট

১ পৃ ২৫১। পৃ ৩১৮। ২ তু. পৃ ১৫, পা-টী ১১।

৩ দেবী দুর্গার পূজায় বিহিত পুষ্পাবলি। ৪ দ্র. ভী-কো, পৃ ১৪৩-৪৪।

৫ ঋক্ষ (ভল্লুক)-রাজ জাম্ববানের প্রসঙ্গ (দ্র. চরি-হরি ৩৮)।

৬ পৃ ৩৫৫। ৭ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪১, পা-টী ৬, ৪ ; ঐ পৃ ৪২, পা-টী ১।

৮ প্রাণসঙ্কলনী-শাস্ত্র ভারতীয় যোগশাস্ত্রে সুপরিচিত (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ক ২-৫)।

৯ তু. 'তিন লক্ষ যোজন' (সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪১, পা-টী ৫)।

১০ এই উৎপ্রেক্ষার সহিত তু. দারকের চর্যাগীতি, 'উদি গেল চন্দা রবি অন্তাস্থে, গগনশিখর মাঝে পবন হেভারে' (চ-প, পৃ ১১৬)।

দশন, পিঙ্গল লোচন[১] এবং হাতে মার্জনী[২] ও কলস[৩]। ভগবতীর ভক্ত ছলনার মতো[৪] জম্বুক-রাজ্যের বিধ্বস্ত পরিস্থিতি। সকলে ভীত এবং চিন্তান্বিত। ইনি কে। দেবীর বিকট মূর্তি ও বর্ণচ্ছটা দেখিয়া সকলের ত্রাস লাগিল। ভয়ঙ্কর বিনা, কেহ পূজা করে না। শীতলা হুহুঙ্কারে সকল ফৌজ ডাকিলেন। যোগবলে যোগেন্দ্র-শহরে জরাসুর সব জানিয়া, সঙ্গে বসন্তসেনা লইয়া শীতলাসকাশে হাজির। পঙ্গপোকার মতো ব্রণগণের কুচকাওয়াজে উল্কাপাত ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া গেল ॥

রামপ্রসাদের একটি কালী-পদ ॥

বসন্তের ডাক : মহলা[৫] ॥

চৌষট্টি বসন্ত শীতলার নিকট নিজ নিজ গুণপনা প্রকাশ করিতে লাগিল। দেবীর আদেশে তাহারা জম্বুক-শহরে গিয়া আপতিত হইল। পাহাড়পর্বতসম-শরীর জম্বুকগণ বনমধ্যে গড়াগড়ি দিয়া কাঁদে। চৌষট্টি বসন্ত সকলকে ধরিল। ভীত জম্বুকরাজ জরাসুরকে উৎপাতের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহপীড়া বিদূরিত করিতে শীতলার পূজা অপরিহার্য, এ কথা জানাইলেন জরাসুর জম্বুকরাজকে ॥

রামায়ণ-কাহিনী। সীতাহরণ-প্রসঙ্গ। শিবশক্তির পূজা করিয়া রাম রাবণবধ ও সীতা-উদ্ধার করিয়াছিলেন। শক্তি বিনা মুক্তি নাই। সুতরাং শীতলাপূজা করিলে জম্বুক-পুরী প্রাণদান পাইবে ॥

কমলাকান্তের একটি পদ ॥

জম্বুকরাজ অযোনিসম্ভবা শীতলার পূজা করিলে মুক্তি পাইবেন। রামের পুরোহিত বশিষ্ঠ-মুনি[৬] আসিয়া শীতলা-পূজা[৬] করিলেন। শতদল পদ্ম, বিল্বদল ইত্যাদি যথাবিধি উপচারে শীতলাপূজা হইল। জম্বুক-শহরে জাম্বুবান[৭] পূজা করিতেই, ছয় মাসের মড়া[৭] প্রাণদান[৭] পাইয়া

---

১ এই পংক্তি দ্রষ্টব্য, শীতলা = কালিকা।

২ পৃ ৩৭১। দক্ষিণ রাঢ়ে দীপান্বিতার সন্ধ্যায় অগ্নিক্রীড়ার ('এঁজোল পেঁজোল') কৃত্য প্রচলিত আছে। এই ক্রীড়ায় ব্যবহৃত দণ্ডাবশিষ্ট দণ্ডের আঘাতে কুলা বাজাইয়া, অন্ধকারকালে, ডাঁশ মশা মাছি সম্বৎসরের জন্য বিতাড়ন করা হয়।—এই কৃত্য স্পষ্টতঃই দক্ষিণ কালিকার সহিত শীতলার সম্পর্কের সূচক।

৩ শীতলার 'কুম্ভখণ্ড মূর্তি' (সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৭০), কৃষ্ণরামের দৃষ্টিতে, শীতলা 'হেমকুম্ভ কাঁখে' (দ্র. কৃ-গ্র, পৃ ২৫১) এবং শীতলার বাস 'শতকুম্ভ' বেষ্টিত প্রাচীরবেষ্টিত মন্দিরে (দ্র. ঐ, পৃ ২৬৪)।

৪ মার্কণ্ডেয় পুরাণের উপমা। ৫ পৃ ৩০১।

৬ রামায়ণ-কাহিনীর সহিত শীতলার কাহিনী মিলাইবার চেষ্টা।

৭ জাম্ববান্ জম্বুকরাজ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র; লঙ্কাসমরে রামচন্দ্রের মন্ত্রী। সীতান্বেষণে দক্ষিণ দিকে প্রেরিত অঙ্গদাদির ইনি সহচর ছিলেন (রা, ৪-৪১-২; কৃ ৫৫)। ব্রহ্মাপুত্র জাম্ববানের যথার্থ-কল্প ব্রহ্মাকর্তা শীতলাপূজা।

উঠে। মৃতের উপর দেবীর আজ্ঞায় ইন্দ্র[১] অমৃত-বৃষ্টি[১] করিলে, গলিত শরীরসকল জোড়া লাগিয়া উঠিয়া বসিল। পূজা লইয়া ভগবতী ভল্লুককে বর দিলেন, তাহার শহরে দণ্ডে দণ্ডে[২] জ্বর[২] হইবে। জাম্বুবান শীতলা-স্তব করেন। শীতলার বিশেষ মহিমা হইতেছে, তিনি গলিত মাংসেও প্রাণসঞ্চার করিতে সমর্থ। বুড় জাম্বুবানের স্তবে তুষ্ট হইয়া সানুচরা শীতলা মলয়াশিখরে গেলেন। ভল্লুকের পালা সাজ হইল ॥

॥ গন্ধর্ব[৩]-পালা ॥

হিঙ্গি ও শীতলা সমাসীন। নারদ উপস্থিত। গন্ধর্ব-নগরে[৪] পূজা লইতে যাইতে বলেন। গন্ধর্ব-নগরে হাহা হুহু[৫] রাজা আছে। তাহার দশ হাজার কন্যা[৬], স্বর্গ-বিদ্যাধরীর অনুরূপ। আশী যোজন পর্বত তাহার অধিকার ; সকলে তাহার প্রতাপে কাঁপে। দুর্বাসা:-মুনির বরে গন্ধর্বরাজ দেবতাকে মানে না, পূজা করে না[৭]। নারদের বাক্য শুনিয়া শীতলা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার পুরী বিনষ্ট করিতে চাহেন। হিঙ্গিকার পরামর্শে পূর্ববৎ জ্বরাসুরাদিকে লইয়া অভিযান শুরু করিলেন। ইহা যেন রক্তবীজ বধ করিতে স্বয়ং মুণ্ডমালিনী কালীর[৮] রণযাত্রা ॥

রাসভবাহনে ভৈরবীর বেশে শীতলা দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া, রাবণের লঙ্কাপুরী পার হইয়া[৯] গন্ধর্বপুরে পৌঁছিলেন। গন্ধর্বরাজ মন্দিরের চূড়ার[১০] অনুরূপ[১০] অটল।

---

১ তু. 'ইন্দ্রজল' (দ্র. সা-প্র ৩, প্রব, পৃ ৪)।

২ লৌকিক বিশ্বাসজাত এই কল্পনা।

৩ ঋগ্বেদ (১-১৬৩-২) দিব্য-গন্ধর্ব সূর্যের অশ্বের নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (*S-E-D*)।

৪ ভাগবতে (৪-১১-১২, ৫-১৪-৫) 'অবিদ্যারচিতস্বপ্ন' গন্ধর্বনগরোপমম্' বলা হইয়াছে।

৫ হাহা ও হুহু দুইজন গন্ধর্বের নাম। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে উহারা সূর্যরথে বাস করেন। তাঁহারা স্বর্গের এক দেবসভার শ্রেষ্ঠ গায়ক। উভয়ে নরিষ্টার বা দক্ষকন্যা প্রধার, মতান্তরে, কপিলার পুত্র (বায়ু ৫২, ৬৯ ; বিষ্ণু ২-১০ ; কূর্ম ৪১ , কালিকা ২৪ ; মহা, আদি ৬৫, ই. দ্রষ্টব্য)। হাহা হুহু চিত্ররথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব। রামায়ণ (৩-২০-২৮) ও মহাভারতে (১-৬৬-৬৮) গন্ধর্বী ঘোটকজাতির মাতা ; আলোচ্য পালায় ঘোটকরাজো রাসভবাহনা শীতলার কৃপাবর্ষণ-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইতেছে। হাওড়া অঞ্চলে 'হু' নামে এক দেবতা আছেন। কার্তিক-সংক্রান্তিতে এবং অগ্রহায়ণের প্রথম রবিবারে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দুই কন্যা 'হু' দেবতার পূজা করায়, ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্যলাভ করেন। 'হু' দেবতাকে কেহ বলেন সূর্য, কেহ বলেন দুর্গা, ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে ইঁহার আর্যেতর বুৎপত্তিও কল্পিত হইয়াছে (দ্র. *Cen, 1951, How, p. XX*)। আমার মনে হয়, ইনি গন্ধর্বরাজ হুহু।

৬ এই সংখ্যা-গণনা হরিদেবের মৌলিক কল্পনা। ৭ ইহা অপৌরাণিক কল্পনা।

৮ দ্র. বাম-পু ৫৬ ; দেবীভা ৫-২৯ ; মার্ক ৮৮। ৯ এই কল্পনা মৌলিক। ১০ অটল।

মায়াছলে শীতলা-ভগবতী পর্বতে নামিলেন। তিনি রাজাকে আত্মপরিচয় দিয়া, তাঁহার পূজা করিতে বলিলেন। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্যাধরগণকে[১] আদেশ দিলেন, শীতলাকে ধরিতে। তখন শীতলা রুষ্ট হইয়া অন্তর্ধান করিলেন।

হিড়িকার পরামর্শে, পূর্ববৎ বসন্তফৌজ ডাকিয়া, জরাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া, শীতলার আদেশে অভিযান চালাইলেন।

রামপ্রসাদ-রচিত একটি শাক্ত-পদ।

বসন্তসেনা ঝড় বৃষ্টি উল্কাপাত সমেত প্রলয়-প্রভাবে চলিতেছে।

রামপ্রসাদ-রচিত একটি শাক্ত-পদ।

লঙ্কাকাণ্ড ও কুরুক্ষেত্র রণের বা কাত্যায়নীর রক্তবীজবধের ন্যায়, শীতলার ক্রোধে গন্ধর্বপুরে আক্রমণ চলিল। গন্ধর্ব-রাজ পর্বতে বসিয়া শিবপূজা[২] করেন।

শিবপূজার বীজমন্ত্র[৩]।

শিব যোগবলে সকল অবগত হইয়া, স্বয়ং গন্ধর্বপুরী রক্ষা করিতে গমন করিলেন। গন্ধর্বরাজ শিবকে দেখিয়া, গড় করিলে, শিব উপদেশ দিলেন শীতলাপূজা[৪] করিতে। রাজা বলিলেন, বিদ্যাধরীরা প্রাণদান পাইলে তবে তিনি শীতলাপূজা করিবেন। শিব গেলেন মলয়াভুবনে। শিবকে দেখিয়া বসন্তকুমারী[৫] তাঁহাকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতার পরামর্শে, শীতলা ভৈরবীর বেশে রাসভবাহনে গন্ধর্বনগরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি ইন্দ্রকে আজ্ঞা দিয়া মেঘগণকে ডাকাইলেন। অমৃতকুণ্ডের জল[৬] বর্ষণ করিতেই, অস্থিছাড়া পচা মড়া চেতন পাইল। ইহা দেখিয়া রাজা চমৎকৃত হইয়া লক্ষ লক্ষ পণ্ডার মহিষ মেষ অজা, পদ্ম বিল্বদল জবা দিয়া, শঙ্খ ঘণ্টা সহযোগে শীতলার পূজা[৭] করিলেন। শীতলা রাজা হাহা হুহুকে বলিলেন, তাঁহার কন্যা উর্বশীকে[৮] বসন্তরায়ের নিকট সমর্পণ করিতে। তাহাই হইল। গন্ধর্বপুরে প্রাণদান দিয়া ভগবতী অন্তর্ধান করিয়া মলয়া-পর্বতে গিয়া বসিলেন।

---

১ দেবতাদের শ্রেণীবিশেষের নাম। চিত্ররথ, গন্ধর্ব বিদ্যাধর ও কিন্নরগণের অধিপতি ছিলেন (পদ্ম, সৃষ্টি ৭)। ২ ইহা অপৌরাণিক কল্পনা। ৩ পৃ ৩৫৪, ৩৫৮।

৪ পিতা, কন্যার রূপকে প্রচার করিয়াছেন। ৫ পৃ ৩৫৭-৫৮। ৬ 'ইন্দ্রজল' পূর্বে দ্র.। ৭ পূর্বে দ্র.।

৮ বায়ুপুরাণ মতে, অনাদিনিধন নারায়ণের উরু হইতে সর্বাঙ্গসুন্দরী অপ্সরা উর্বশী প্রাদুর্ভূত হন। ঋগ্বেদে উর্বশীর উল্লেখ (৭-৩৩-১১) আছে। ইহার সহিত গন্ধর্ব-সংযোগের উল্লেখ দেখা যায়, হরিবংশে। কিন্তু আলোচ্য পরিকল্পনা মৌলিক।

। হস্তি[১]-পালা।

একদিন ইন্দ্রসভায় পারিজাত[২]-হরণের[২] কথা হইতেছে। শিব ও দুর্গা সেখানে পৌঁছিলেন। অন্যান্য দেব ঋষিও চলিলেন। দেবসভায় ইন্দ্ররাজ বসিয়া। ইন্দ্রপুত্র জলাধর নৃত্যরত; বিদ্যাধরীগণও নৃত্যপরা। এমন সময় শূন্যভরে পারিজাতপুষ্প-বৃষ্টি হইল। ইহা দেখিয়া দেবতাগণ জয়ধ্বনি দিলেন। ইন্দ্র পারিজাত মালা গাঁথিয়া ভাবিলেন, পারিজাত মালা কাহাকে সমর্পণ করিবেন। দুর্বাসা আগমের বাণী[৩] শুনাইলেন। আগমে চূড়ামণি-তীর্থকে[৪] সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। শিব গঙ্গাকে জটায় ধরিয়া গঙ্গাধর নাম পাইয়াছেন। আগমেতে চূড়ামণি-গঙ্গার[৪] বর্ণনা আছে। ভগীরথ সে গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনিলেন। দুর্বাসার কথা শুনিয়া, দেবগণ সেইরূপ নারায়ণে মাল্য সমর্পণ করিতে বলেন।

শাক্ত পদাংশের ধুয়া।

মালা নারায়ণকে দেওয়া হইল। তিনি রুক্মিণীকে দিলেন। নারদ সত্যভামার সহিত বিবাদ বাধাইলেন। হরি চক্র-হাতে ইন্দ্রের নগরে পারিজাত আনিতে গমন করেন। নিশীথে ইন্দ্র বজ্র-হাতে পুষ্পমালক[৫] পাহারা দিতেছেন। এমন সময় পুষ্পমালকে চক্রধর বিষ্ণুর প্রবেশ। উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধ[৬] বাধিল। দেবতারা ভীত ও চমৎকৃত হইলেন। কৈলাসে সংবাদ দেন নারদ। শিব দুর্গা আসিয়া রণ থামাইলেন।

নারদ তথা হইতে মলয়াশিখরে পৌঁছিলেন। শীতলাকে বলেন, যদি শীতলা স্বর্গপুরে যান, তাহা হইলে, ইন্দ্র তাঁহার কুঞ্জর[৬] ও মুষালয়[৬] সহিত পূজা করিবেন। ফলে, সর্বলোকে তাঁহার পূজার প্রচার হইবে। দাসীর সহিত পূর্ববৎ যুক্তি চলে।

শাক্ত পদাংশের ধুয়া।

শীতলা স্বর্গদ্বারে যাইতে চাহেন। নারদ পারিজাত-হরণ করেন। তিনি ইন্দ্রের কুঞ্জরকে বসন্তে দাহন করিতে বলেন। হিতিকা রথের সাজন করিয়া দেন। শীতলার রূপ দ্বাদশ সূর্যের উদয়তুল্য পিঙ্গল[৭] বর্ণ; যেন কাত্যায়নী মুণ্ডমালা পরিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ ও রক্তবীজ

---

১ ঋগ্বেদে (৮-৩৩-৮) হস্তী ও ইন্দ্র অভিন্ন। পুরাণে হস্তী ইন্দ্রের বাহন (তু. কৃ. পৃ ৪০, পা-টী ৪)। দেবতা হইতে, অপূর্ণ ও তির্যক মানব এবং মনুষ্যেতর প্রাণিসমাজের উপর দেবীর কৃপার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, পরে দ্রষ্টব্য।

২ দেবাসুরের সমুদ্র-মন্থনকালে জাত (ভাগ, ৮-৮; বিষ্ণু ১-৯)। ইহা চতুর্দশ রত্নের একতম (মহা, ১-১৮; ভা, ৮-৮)। ইন্দ্র নন্দনে পারিজাত রোপণ করেন। কৃষ্ণ সত্যভামার প্রার্থনায় ইহা দ্বারকায় আনয়ন করেন (হরি ১৩৪; মহা, ২৩৮০)। ৩ পৃ ৩২৭। ৪ পৃ ৩৩৮।

৫ দ্র. পদ্ম, উত্তর ৮৮; স্কন্দ, বিষ্ণু, কার্তি ১৩। পরবর্তী 'ধর্মপুরাণ' ও 'হরমঙ্গল'-সাহিত্যে (দ্র. পু-প ২, পৃ ৩১০) পুষ্পমালক-প্রসঙ্গের ইহাই সূত্র বলিয়া মনে করি। ৬ পৃ ৩৩৩। ৭ রক্তের বর্ণের অনুরূপ।

বধিতে যাইতেছেন। সিঁদুর বর্ণ[1] দেখিয়া কুঞ্জর ক্রুদ্ধ হইয়া রাসভকে ধরিল। তখন মেষবাহনা[1] শীতলা রুষ্ট হইয়া, জরাসুর ও ব্রণভার লইয়া, কুঞ্জরসহিত স্বর্গ ছারখার করিতে আদেশ দিলেন। ত্রিবক্ত্র[২] ষট্‌চক্ষু ষড়্‌বাহু রাহুবৎ জরাসুর ক্রোধভরে ধাবিত হইলেন। তাঁহার আক্রমণে ঐরাবত প্রাণ তেজিল॥

কমলাকান্তের রচিত একটি শাক্ত-পদ॥

ইন্দ্রনগরে প্রমাদ পড়িলে দেবগণ চিন্তিত। নারদ যান শিবকে আনিতে। নারদ গিয়া সকল কহিলে, শিব গৃহস্থালী গুছাইয়া সগণে ইন্দ্রপুরে আসিলেন। ইন্দ্র আদ্যোপান্ত জানাইলেন। ইন্দ্রকে শীতলাপূজা করিতে বলিয়া, শিব ত্বরায় চলিলেন মলয়াশিখরে। শীতলার প্রশ্নে শিব বলিলেন, কুঞ্জর মরিলে সৃষ্টি মরিবে[৩] এবং জল-বিনা সংসার অনাবৃষ্টি[৩] হইবে। শীঘ্র কুঞ্জরকে জিয়াইলে, কুঞ্জরবাহন ইন্দ্র শীতলার পূজা করিবেন। বাপের কথা এড়াইতে না পারিয়া, শীতলা-ভগবতী ইন্দ্র-নগরে চলিলেন ভৈরবীরূপে, উলঙ্গ[৪]-বেশে, পিঙ্গল বরণে, মার্জনী-কলস-করে ও রাসভবাহনে॥

ইন্দ্র স্তব করেন[৫] শীতলার। শীতলা ব্রহ্ম-কমণ্ডলুর জল[৬] লইয়া ছিটাইয়া দিতেই, ছয় মাসের মড়াগণ যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিয়া, ইন্দ্র চমৎকৃত হইয়া কুঞ্জর[৭] সঙ্গে লইয়া, শীতলার যথাবিধি পূজা করিলেন[৭]॥ ইন্দ্রভুবনে পূজা পাইয়া, মৃতের প্রাণসঞ্চলন করিয়া শীতলা মলয়াশিখরে আসিলেন। হস্তি-পালা সমাপ্ত হইল॥

---

১ 'ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়'—সম্ভবতঃ এই প্রবচনের ভিত্তিতে এই কল্পনা। হস্তী ও নাগ সমার্থক এবং উভয়েই বৃষ্টির দেবতা (ম-চ, পৃ ৪০০-১)। হরিদেবের কল্পনায় হাতী ও নাগ সম্পর্কিত। শীতলা মেষবাহনা—ইহা তাঁহার বৈদিক রূপভাবনার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত।

২ পালা-জ্বরের প্রতিষেধকরূপে, ধুতুনী-ডাঙ্গা, কাঁটাকাটি ও অন্যান্য সহযোগে 'তেমাথা' আইলে ভুক করার বিধি এখনও দক্ষিণ রাঢ়ে প্রচলিত আছে। ৩ পৃ ৩৩৩।

৪ আসামে মনসার নাম 'জিপবরী' (ম-বি, পৃ ২৩৩)—শীতলা (তু. সা-প প, ১৩০৪, পৃ ৪৮)। তু. তু. পৃ ৯০, পা-টী ১। ৫ দেবরাজের উপরে দেবীর স্থান।

৬ ইহা 'ইন্দ্রজল', 'অমরের জল' 'জিয়ৎ-কুঁড়' বা 'বেহ-কুঁড়ের' জলেরই নামান্তর।

৭ লৌকিক কবির দৃষ্টিতে, তাঁহার আরাধ্যিকাত্রী দেবী শীতলা স্বর্গরাজ্য জয় করিলেন। বীরবলী বা ডোম-পূজিতা মনসা-শীতলার হস্তিবাহন বা হলনরূপে রক্ষিত হস্তিমূর্তি 'ডাকিলে কালীর' সন্নিহিত শীতলামন্দিরে রহিয়াছে (গোপপুর জিপুলাপটী-অঞ্চলে মৎকর্তৃক পরিদৃষ্ট)। এই রূপে, শীতলা—মনসা (তু. *I-B-B-S-D-M*, p. 220)। শীতলার সহিত দশ ও আট উভয় সংখ্যার যোগ আছে। অষ্টসংখ্যা ধরে, ইনি নাগবাহনা মনসা (তু. পৃ ৯৮, পা-টী ৬) এবং আটে (তু. 'শীতলাষ্টমী'), ইনি চণ্ডী (তু. পৃ ৯৫, পা-টী ১১)।

শীতলামঙ্গল

জাগরণ[১]

। মুকুন্দ-মুরারি-কৃপার্ণব পালা ।

শীতলা-বন্দনা। শীতলার রূপে অভিনবত্ব। ইহা বৈদিক ও পৌরাণিক দেবী-কল্পনার ইঙ্গিতবাহী। শীতলা ব্রণের[২] মাতা, ব্রহ্মার কন্যা। ব্রহ্মযজ্ঞে শেষবেলার[৩] আহুতি[৩] হইতে তাঁহার জন্ম। হাতে তাঁহার স্বর্ণ-মার্জনী,[৪] মাথায় স্বর্ণের কুলা[৫], বাহন তাঁহার রাসভ[৬]। অনুচর তাঁহার বসন্তগণ[৫] এবং বর্ণ তাঁহার অরুণ অপেক্ষাও লোহিত[৭]। কেশ চমরীর শোভা জয় করে। শীতলার সঙ্গে ব্রণ ব্যাধি দেখিয়া, দেবগণ সুখী হইয়া, তাঁহার নাম রাখিলেন শীতলা[৮]। শীতলা ত্রিগুণধারিণী[৮], সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী[৮]। তিনি স্বাহা,[৮] তিনি স্বধা[৮] তিনি শ্রী[৮] তিনি উমেশ্বরী[৮] এবং বিষ্ণু-পুরাণে[৮] তাঁহার মহিমার বর্ণনা আছে। অতঃপর শীতলার রূপবর্ণনা সাধারণ রীতিগত বর্ণনার অনুরূপ।

একদা ভগবতী-শীতলা তাঁহার সখী হিঙ্গিকার সহিত মলয়াশিখরে উপবিষ্ট। তিনি সখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পৃথিবীতে তাঁহার কিভাবে পূজার প্রচার হইবে। হিঙ্গিকা বলিলেন, উজানীর[৯] রাজা বিক্রমকিশোর[১০] শীতলার পূজা করেন না; সেখানে কেবলমাত্র মহাদেবের পূজা[১১] হয়।

বিক্রমকিশোর[১০] শীতলাকে চেনেন না। সুতরাং তিনি প্রথমে যেন দুঃখিজনে দয়া করেন। মুকুন্দ ও মুরারি[১২] নামে অতি দুঃখী[১৩] দুই ধীবর[১৪] উজানীতে[৯] বাস করে। তাহারা উভয়ে যমুনার জলে[১৫] জাল পাতিয়া[১৫] মাছ ধরে[১৫]। শীতলা যেন

---

১ পৃ ১৭৫। পৃ ৩৪০। ২ ব্রহ্ম-বক্তাগ্নির ক্ষারজাত বিস্ফোটক ব্যাধিগণ।

৩ অন্ত্যেষ্টি। ৪ পৃ ৩৭১। ৫ পৃ ৩৭১-৭২। আগে দ্রষ্টব্য।

৬ 'কদা যোগো বাজিনো রাসভস্য' (ঋক্, ১-৩৪-৯)। বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৮-৪-১০) অগ্নির অশ্বরূপের উল্লেখ আছে। রামায়ণে (২-৭১-১৫) রাসভযুক্ত রথের প্রসঙ্গ দেখা যায়। 'নীলকণ্ঠের' সহিত অশ্বতর ও গর্দভের সম্পর্ক রহিয়াছে (নী-ক্র-উ, ৩, ৫)। সুতরাং রাসভ অশ্বেরই প্রকারভেদ। লৌকিক বিশ্বাসে, গাধার দুধ বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক। ৭ রুদ্রের বর্ণের অনুরূপ।

৮ শীতলা আদি-শক্তি দেবী দুর্গার অনুরূপ (*R-S, p. 67*)। তিনি অগ্নি-শ্রী, মাতৃকাদি, তিনি লক্ষ্মী-স্বরূপা। বিষ্ণু-পুরাণে শীতলার বর্ণনা নাই; স্কন্দ-পুরাণে আছে। ৯ পৃ ৩৫৯। ১০ পৃ ৩৫৭।

১১ মুকুন্দরামের পরিকল্পনার অনুসরণে। ১২ এই নামযুক্ত শীতলার গান অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

১৩ তু. ব-সা-স-প্র ২, ১৩৫১, পৃ ৫-৭, জোম কাদুবীয়ের বর্ণনা।

১৪ পৃ ৩৫০ 'ধীবরকন্যার পূজা'। ১৫ পৃ ৩৫৯।

১৫ পৃ ৩৩৯। সা-প্র ৩, কু. পৃ ২৮, পা-মী ৩, তু. 'পাঁড়শিখরে পাখি উড়াইল চৌরঙ্গি পণুই জলা যায়' (গো-বি, তু. পৃ ১-৪২)। গঙ্গা যমুনায় জাল পাতিয়া ধীবরের মাছধরা মুক্তি-প্রসঙ্গে যোগ-রূপকের অবতারণা, ভারতীয় সাহিত্যে সুপরিচিত।

স্বর্ণ-ঘটের[১] রূপ ধরিয়া তাহাদের জালে থাকিয়া, আকাশবাণীতে তাহাদের উপদেশ দেন, তাঁহার পূজা করিয়া বরলাভ করিতে। তাঁহার সম্পর্কে কোটাল রাজাকে কহিলে, রাজা তাহাদিগকে বন্দী করিবেন। বন্দী-অবস্থায় উভয়ে শীতলাকে ধ্যান করিলে, শীতলা তথায় অধিষ্ঠিত হইবেন। শীতলা রাজার পুরী দাহন করিবেন। এই যুক্তি শুনিয়া শীতলা খুশি হইলেন।

তাহাই হইল। মহামায়া স্বর্ণ-বারি[১] হইলেন। ওদিকে মুকুন্দ-মুরারি[২] নিরবধি মৎস্য ধরে। একদিন উভয়ে মৎস্য ধরিতে গিয়া কিছুই পায় না। বিষম দুঃখে ক্রন্দন করে। এমন সময় জালে উঠে স্বর্ণ-ঘট। দুই ভাই অনেক বলাবলির পর স্বর্ণ-ঘট জলে টানিয়া ফেলার সিদ্ধান্ত করে। নিজ অবস্থা, দেবী মলয়াশিখরে[৩] বসিয়া দেখিতে পাইলেন। শীতলা ভাবেন, তাঁহাকে না চিনিয়া তাহারা এইরূপ করিতেছে। উভয়কে দৈববাণীতে কহিলেন,—তিনি শীতলা, ব্রহ্মার দুহিতা; তিনি পরমকারিণী এবং সিদ্ধিমুক্তিদাত্রী[৪]। তিনি মুকুন্দ-মুরারির দুঃখে দয়ার্দ্র। তাহারা ঘরে গিয়া তাঁহার পূজা করিলে, তিনি তাহাদিগকে বর দিবেন। ইহা শুনিয়া উভয়ে প্রণাম করিয়া বাড়ি চলিল।

বাড়ী গিয়া উভয়ে ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি আচমন[৫] অলঙ্কার[৫] দ্বারা শিব গণেশাদি পঞ্চ দেবতার[৫] পূজা করিয়া, শেষে শীতলার পূজা[৫] করিল। দেবীর কৃপায় তাহারা অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়া, মহাধুমধামে বাদ্যভাণ্ডসহযোগে শীতলার পূজা করিল। কোটাল দুঃখী ধীবর মুকুন্দ-মুরারির সহসা শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া সন্দিগ্ধ হইল।

নগরে সন্ধান লইয়া কোটাল ক্রুদ্ধ হইয়া, দ্রুত মুকুন্দ-মুরারির গৃহে গেল। জেলের বাড়ী রাতারাতি প্রাসাদে পরিণত হইয়াছে দেখিয়া আরও সন্দেহ জাগিল; হয়তো ডাকাতি করিয়া, কিংবা কোন বণিক মারিয়া আচম্বিতে আবাস তুলিয়াছে।

কোটাল দেখিল, স্বর্ণ-সিংহাসনে স্বর্ণ-ঘট সিন্দূরে মণ্ডিত। দেখিয়া, কৈফিয়ৎ তলব করিল। কোটাল সমস্ত বৃত্তান্ত রাজার গোচর করিয়া, তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবে বলিয়া শাসাইল। ধীবরভ্রাতৃদ্বয় কোটাল বাবাজীকে আনুপূর্বিক সকল ঘটনা জানাইল।

কোটাল শীতলাপূজার প্রকরণ জানিতে চাহিয়া এবং স্বর্ণ-ঘট দাবী করিয়া, না দিলে, নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বধ করিবে, বলিল। ধীবর-ভ্রাতৃদ্বয়, প্রাণ গেলেও স্বর্ণঘট দিবে না, জানাইল। কোটাল এক-দৌড়ে রাজার নিকট পৌঁছিয়া সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। রাজা মহাক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া, বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে আদেশ

---

১ পৃ ৩৭২-৭৩; দ্র. পৃ ৫৯, পা-টী ৮। ২ বৈষ্ণব প্রভাবিত নাম।
৩ পৃ ৩৬০-৬১। ৪ পৃ ৩৭১। ৫ তান্ত্রিক পূজার ক্রিয়াবলী।

দিলেন। কোটাল সসৈন্যে তোড়জোড় করিয়া গিয়া, ধীবর-মন্দির বেড়িয়া ফেলিল। ধীবর-নন্দনদ্বয়কে বন্ধন করিয়া, শীতলার স্বর্ণ-প্রতিমা[১] ছাড়িয়া, স্বর্ণ-ঘট লইয়া, রাজার নিকট আসিয়া পৌছিল। ধীবরনন্দনদ্বয়কে কারাগারে পুরিয়া, হাতে পায়ে বাঁধিয়া, বুকেতে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিল। রাজা আদেশ দিলেন, শীঘ্র স্বর্ণকার ডাকাইয়া, স্বর্ণ-ঘট পোড়াইয়া ফেলিতে। স্বর্ণকার ঘট হাথে লইতেই, মহামায়া শীতলা রাজাকে ছলনা করিয়া, স্বর্গলোকে অন্তর্ধান করিলেন॥

ভগবতী-শীতলা সখী-হিঙ্গিকাকে তাহার পরামর্শের জন্য ধিক্কার দিলেন। তিনি স্বয়ং প্রাণ লইয়া পলাইয়াছেন এবং সেবককে বন্দীঘরে ঢুকাইয়াছেন; এই অপমান অসহ্য। রাজাকে ছারখার করিতে হইবে। হিঙ্গিকা বলিলেন, জ্বরাসুরকে ডাকিয়া আনাইতে। দেবী জ্বরাসুরকে বলিলেন, তাহার ব্রণ-কিঙ্করগণকে ডাকিতে। রাজা বিক্রমকেশর তাঁহাকে মানে না, তাহাকে শাসন করিতে হইবে। দেবীর আদেশে, জ্বরাসুর ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দলবল ডাকিল॥

জ্বরাসুর বসন্তগণকে ডাকিল। বসন্তফৌজ ত্বরায় চলিল, সহকারী সঙ্গে লইয়া। বিচিত্র-নামধারী বসন্তগণ[২] চলিতেছে॥

শীতলা জ্বরাসুর ও বসন্তগণের পরিচয় জানিতে চাহিলেন। জ্বরাসুর বলিল, হস্তীকে বধ করিলে তাহার প্রীতি[৩] হয়। ব্রণেরা একে একে তাহাদের নিজদর্প[৪] কহিতে লাগিল। সমস্ত শুনিয়া শীতলা অতীব প্রীত হইয়া, সত্বর সকলকে আদেশ দিলেন, বিক্রমকেশরীকে আক্রমণ করিতে। তাঁহার পূর্ব অপমানের এইভাবে প্রতিশোধ লওয়া হইবে। শীতলা আরও বলিলেন, কারাগারে মাত্র ধীবরনন্দন মুকুন্দ-মুরারিকে জীবিত রাখিয়া, রাজাকে সবংশে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে। রাজপুত্রকেও জীবিত রাখিতে বলিলেন; সে ধীবরনন্দন-

---

১ নূতন সংবাদ। শীতলা চণ্ডী মনসা প্রভৃতি দেবীর বা দেব-পূজায়, প্রতিমা অপেক্ষা ঘটই (তু. পৃ ৫৯, পা-টী ৮) অধিকতর প্রয়োজনীয়; বিনা ঘটে, কেবল প্রতিমায় পূজা হয় না।

২ বহিছা, ডুমুরে, কেসুরে, ধুকুড়ে, চাবদল, জুয়ানে, চোনা, আলকুশী, সিজকুলী, রক্তদল, বরবটে, চোলা, মিলমিলা, তেয়ড়া, মুসুরে, বলিটে, খেসারে, নালিপাড়, নারিকেলা, শ্রীকলা, বিলে, তেঁতুলে, জামীরে, হারিদ, হাম, শিরশূল, ধবলকোর, ছহজরী, পলজরী, পদ্মদল, কুড়িকুড়ি, রক্তদোষ, রাজপাড়, কুর্মীরে, কালমন্ডিরা ও রক্তবিদার। এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণরামের মতে, ওলাউঠা প্রভৃতিও (দ্র. কৃ-গ্রী, পৃ ২৫৯ ই.) এই পর্যায়ের শীতলার পরিকর, ব্যাধি। মাণিকরামের 'শীতলামঙ্গলে' (দ্র. ব-সা-স-গ্র ২, ১৩৫১, পৃ ৩০-৩৪) ও অন্যত্র বিবৃত বসন্তের নামাবলী (ঐ, পৃ ৩১), তুলনায় পরে দেখুন। কবিরাজী পাতড়ায় ও পুঁথিতে ইহাদের সম্যক্ পরিচয় ও চিকিৎসা-বিধি মিলিবে।

৩ সম্ভবতঃ সৃষ্টির মধ্যে অতিকায় জন্তু বলিয়া। বসন্তপীড়ায় আক্রান্ত হইলে, হস্তীর নিতান্ত প্রাণসংশয় ঘটিয়া থাকে। ৪ তু. 'আপন বড়াই' (সা-প্র ৫, প্র-রা, পৃ ১২৮)।

বরকে সহায়তা করিয়াছে। এই সব কথা শুনিয়া, ব্রণগণ জরাসুর[1] এবং বিভিন্ন রোগগণ দ্রুত ধাবিত হইল।

যথানির্দেশ কাজ হইল। রাজপুরীতে হুলস্থূল ব্যাপার। রাজপুত্রদের মধ্যে, প্রধানকে রাখিয়া, বাকি ছয়জনকে বধ করিল। পশু পক্ষী বৃক্ষাদিও[2] বাদ গেল না।

রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র গুণার্ণব নিজ নগরের অবস্থা দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। রাজপুত্র আকুল হইয়া জলে ঝাঁপ দিতে যান ; শীতলা দেখেন মলয়াপর্বতে বসিয়া। হিতিকাকে বুদ্ধি জিজ্ঞাসা করেন ; হিতিকা রাজপুত্রকে উপদেশ কহিতে বলিলেন, যেন সে তরণী সাজাইয়া যায় ; সঙ্গে থাকে ব্রণগণ ; জরাসুর হয় নৌকার কাণ্ডারী, ব্রণগণ হয় দাঁড়ি মাঝি ; মুকুন্দ-মুরারিকে যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। বাঙাল কাণ্ডারী এবং ব্রণগণ লইয়া, রাজপুত্র যেন নৌকা সাজাইয়া যায়।

হিতিকার কথায় শীতলা গেলেন রাজবাড়ীতে। কেশ তাঁহার মুক্ত, বেশ তাঁহার উলঙ্গ, লোচন তাঁহার পিঙ্গল, হাতে তাঁহার ঝাঁটা ও কলস, বাহন তাঁহার গর্দভ, গলায় তাঁহার মুণ্ডমালা। তিনি দেখিলেন, নৃপসুত শোকেতে বিকল। শীতলা রাজপুত্রকে বলিলেন,—শীঘ্র গৃহে দেবী শীতলার প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজা করিতে ; তাহাতে তাহার সব দুঃখ দূর হইবে। মুহুরি[3] পাটনে[3] দুর্জয়[4] রাজার বাস ; তাঁহার ঘরে আছে শীতলার ঘট[5]। সেখান হইতে বারি আনিয়া[6] অর্চনা করিবে। নৌকা সাজাইয়া দ্রুত যাইবে ; তবে পুরিজন পরিত্রাণ পাইবে। রাজপুত্র মুকুন্দ-মুরারির কাছে গিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। মুকুন্দ-মুরারি রাজপুত্রের মিনতি শুনিয়া, হৃষ্ট হইয়া শীতলার ধ্যান করিলেন। শীতলা জরাসুরকে আদেশ দিলেন, ব্রণগণকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতে। মহাব্যাধি ইত্যাদি রোগ লইয়া জরাসুর আসিয়া পৌছিলেন। মুকুন্দ-মুরারি ব্রণরাজকে বলিলেন, তরণী সাজাইয়া সত্বর চলিতে। মুহুরি পাটনে দুর্জয় রাজার বাড়ীর উদ্দেশে, বারি আনিতে সকলে যাত্রা করিল।

তরণীর কাণ্ডারী ধীবর মুকুন্দ, রোগপ্রধান জরাসুর সদলে চলিল। উপহার-কলরূপী ব্রণগণকে সঙ্গে লইল। উজানী ছাড়াইয়া যথাক্রমে কাতকাসহর[6] থানাঘাট[7] চাকদা[8] কুমারখালা

---

১ জরাসুরের প্রসঙ্গ হরিবংশে (হরি, ১১৯) ও বিষ্ণুপুরাণে (৫-৩৩) আছে। ক্ষেমানন্দের (ম-ম, পৃ ১২৩ ইং.) এই প্রসঙ্গের, ইহাই সূত্র বলিয়া মনে করি। ২ তু. বা-ব (সা-প্র ৩, পৃ ১০-১১ ই.)।

৩ পৃ ৩৬২। ইহা মর্কটেশ্বর তীর্থ হইতে পারে (তু. ভূ. পৃ ২৫, পা-টী ৩)। সমুদ্রপথে নৌযোগে বণিকদের বাণিজ্য ও ধীবরদের মৎস্যশিকারের মাধ্যমে, ইহা দক্ষিণভারতের সহিত বাঙালীর ধর্ম-সংস্কৃতির সম্পর্কের ইঙ্গিত বহন করিতেছে বলিয়া মনে করি। ৪ ইহা কাল্পনিক নাম হওয়াই সম্ভব ; দুর্জয়ের ইঙ্গিতময়।

৫ দ্র. ভূ. পৃ ১০৩, পা-টী ৩ এবং আগে ও পরে দ্রষ্টব্য। ৬ পৃ ৩৬২। ৭ পৃ ৩৬৫। ৮ চক্রদহ।

হস্তিমুণ্ডী[1] নবদ্বীপ পাড়পুর ত্রিবেণী[2] খড়দহ এড়েদহ কলিকাতা[3] কালীঘাট[3] কোদালিয়া মালঞ্চা হেতেগড়[4] সঙ্কেতমাধব[5] পার হইয়া সাগরে পৌছিল। গুণার্ণব গঙ্গার উৎপত্তির কথা জানিতে চাহিলেন। যথাক্রম বর্ণিত হইল, সগরবংশ-ধ্বংস পর্যন্ত ॥

ভগীরথজন্ম-কথার সূচনা ॥

ভগীরথের জন্ম-প্রসঙ্গ। অষ্টমুনির[6] নিকট বরলাভ। তাঁহারই আদেশে, গঙ্গা-আনয়নের নিমিত্ত ভগীরথের একভাবে দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা ও গঙ্গা-আনয়নে শিবের নিকট বর-প্রাপ্তি ॥

ব্রহ্মার কমণ্ডুলে গঙ্গার অবস্থিতি। ব্রহ্মা বিষ্ণুপদে গঙ্গাকে ঢালিবামাত্র মেরুশৃঙ্গে চারি নদী উপনীত হইল,—শ্বেতা[7] ভদ্রা[8] বঙ্কু[9] ও মন্দাকিনী[10]; তীর্থবর অলকানন্দা অবস্থিত পৃথিবীতে। চারি নদীর উৎপত্তি হইল দশ[11] ধারা। গঙ্গার অবতরণ-কাহিনী, ঐরাবত-প্রসঙ্গ ॥

গঙ্গার ঢেউয়ে হেতেগড়ে পড়িয়া হাতীর প্রাণনাশ[12]। ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া গঙ্গা লইয়া সপ্তগ্রামে[13] উপনীত হইলেন। ভাগীরথীর ত্রিধারা[14] হওয়ার প্রসঙ্গে, যমুনা পূর্বেতে আসিল, পশ্চিমে গেল সরস্বতী এবং মধ্যভাগে রহিলেন পাপনাশিনী গঙ্গা। হেতেগড়ে ভাগীরথী আসিয়া দেখিলেন, সেখানে হাতী পড়িয়া আছে। গঙ্গাজলস্পর্শে পাপমুক্ত হইয়া হাতী স্বর্গে গেল। মৃত সগরবংশের প্রাণসঞ্চারের ইহাই ভূমিকা ॥

গঙ্গাজলস্পর্শে পাপ নাশ হয়। হাতী মুক্ত হইয়া স্বর্গে গেল। এইবার[15] গঙ্গাজল-স্পর্শে সগরবংশ উদ্ধার-প্রসঙ্গ ॥

গঙ্গা শতমুখী হইয়া সাগরসঙ্গমে প্রবেশ করিলেন। গঙ্গার স্পর্শে পাতালের ভস্মরূপ হইতে সগরবংশ বাঁচিয়া উঠিল। গঙ্গা পৃথিবীতে রহিয়া গেলেন ॥

গঙ্গাসাগর পিছন করিয়া, বাবুর মোকামে[16] দরিয়ার পীরকে[17] শীরণী দিয়া, পীরের তাবুরক[18] লইয়া, পুনরায় নৌকা বাহিয়া উৎকল শহরে গিয়া উপনীত হইলেন। ধ্বজ পতাকা

১ পৃ ১৯০। তু. হেতেগড় (তু. পৃ ৬০, পা-টী ১)। ২ পূ-প ২, তু. পৃ ৯-১১।

৩ পৃ ৩৩২। আদিগঙ্গাতীরস্থ পীঠস্থান।

৪ তু. পৃ ৬০, পা-টী ১। ৫ 'সঙ্কেতমাধব' সম্পর্কে আলোচনা জগন্নাথ-প্রসঙ্গে পরে দ্রষ্টব্য।

৬ অষ্টাবক্র। ৭ পৃ ৩৭১ 'সীতা'। ৮ পৃ ৩৫৯। ৯ পৃ ৩৪৪। ১০ পৃ ৩৬০।

১১ পৃ ৩৫০ 'ধারা দশ'। ১২ তু. পৃ ৬০, পা-টী ১। ১৩ পৃ ৩৭০।

১৪ পৃ ৩৩৯ 'জমুনা পূর্বেতে গেল'। ১৫ সগরবংশ-উদ্ধারের ভূমিকারূপে। ১৬ পৃ ৩৫৬।

১৭ সমুদ্রপথের ইসলামি অধিদেবতা। মতান্তরে, ইনি বারাসতের পীর বড়-উদ্দীন হইতে পারেন।

১৮ পৃ ৩৪৩।

দেখিতে পাইয়া, বিষ্ণুর পদ ধ্যান করিয়া নৌকা বাঁধা হইল। ক্ষেত্র[১]-স্থানে বিবিধ কৃত্য করিলেন।

জগন্নাথ[১]-ক্ষেত্র-প্রসঙ্গ। ইন্দ্রদ্যুম্নের[২] বিষ্ণু-স্থাপন[২]। জগন্নাথক্ষেত্রে জাতিভেদ-রাহিত্য[৩]।

---

১ জগন্নাথক্ষেত্র। বরা পু (২১১) মতে, জগন্নাথ বিষ্ণুর এক নাম। ওড়িশার শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র বাঙালীর ধর্ম সংস্কৃতি ও পুরাতন সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। শ্রীক্ষেত্রের তীর্থসংস্থান, বাঙালীর বিজ্ঞ দার্শনিক ভাবাদর্শে কালে কালে নব নব প্রেরণা যোগাইয়া আসিতেছে। ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের বিচিত্র বিশ্বাস ও বিভিন্ন রীতি-আচরণ, সংঘাত ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এই মহাতীর্থে 'একাকার' হইয়া আছে। বাঙালী বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ বলেন (দ্র. চৈ-ম, পৃ ১০৩-১২৩),—শ্রীক্ষেত্রে পূর্বে ছিল নীলপর্বত; নীলমাধব মূর্তি ছিল নীলমণি পাষাণের। ওড্র ছিল সূর্যবংশের অধিকারে। গোসাঞি ছিলেন যোগনিদ্রাগত। পাষাণে পথ অর্পণ করিয়া জনার্দন অন্তর্ধান করিলেন। মন্দিরের কনকচূড় প্রোথিত হইল বালুকাস্তূপে। স্বয়ং নারায়ণ হইলেন মুক্তিশিলা-তীর্থ। পাতালের অক্ষয়বটবৃক্ষ উঠিল পৃথিবী ভেদিয়া। তাহার তিন ডালে সঞ্চার হইল তিন তীর্থের,—গয়া প্রয়াগ ও নীলগিরি। মহাপ্রলয়ে টুটে না বটবৃক্ষ। তাহারই পত্রে প্রলয়ে ভাসেন শ্রীকৃষ্ণ। বটবৃক্ষ থাকে চারিযুগে। সর্বপাপ ক্ষয় হয় তাহার আলিঙ্গনে। স্বয়ং বিষ্ণু এই বৃক্ষরূপী; তাহার নীচে বসেন গণেশ। সন্নিকটে রোহিণীকুণ্ড সরোবর; তাহার জলপানে জীবন্মুক্তি। কৃষ্ণরূপী কূর্মচক্র, নাম রোহিণী; চক্রাঘাতে সরোবর; স্বর্গগঙ্গার জলে পূর্ণ, নাম শ্বেতগঙ্গা। শ্বেত-মাধব মূর্তি অধিষ্ঠিত। শ্বেতগঙ্গায় কৃষ্ণের বাস, কচ্ছপরূপে। মার্কণ্ডেয় সরোবর ও মহাদেব। অক্ষয়বটতলে মুণ্ডন ও সরোবরে তর্পণ। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

২ সূর্যবংশজাত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। মুকুন্দরামের মতে, 'দ্রাবিড় ভূপাল',— ক-চ, পৃ ২৩৪। তু. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৩৪৭ 'দ্রাবিড় ভুবন'। তাঁহার পূর্বপুরুষ—বৈবস্বত, পৃথু, মান্ধাতা, সগর, হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র। ইন্দ্রদ্যুম্নের বাসনা, স্বর্ণদেউলে কমললোচন স্থাপনের। ব্রহ্মার নিকট মূর্তির জন্য এক নিমেষ অপেক্ষা করেন রাজা। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত ষাটি সহস্র বৎসর। ইতিমধ্যে দেউল গেল বালির নীচে। বিষক সেন (তু. 'সঙ্কেত মাধব'—চ-বো ২, পৃ ১১৮। ইন্দ্রদ্যুম্নকে চারিযুগজীবিত অক্ষয় বট বৃক্ষের সংবাদ দিলেন। রাজা বটের নিকটে নিজের কাহিনী শ্রবণ করেন। বট রাজাকে বলেন, মার্কণ্ডেয় সরোবরের বামপার্শ্বে চিরঞ্জীবী পেচকরাজ বিনতানন্দন উলূকের কথা। (দ্র মৎসংগৃহীত রক্ষিত কৃষ্ণনগরের পুতুল,—'পেচকরাজ উলূক')। উলূক করেন কূর্মের উল্লেখ। কূর্ম বসেন দক্ষিণ সাগরের পার্শ্বে শ্বেতগঙ্গাতীর্থে। উলূক ও কূর্মের ঘনিষ্ঠ প্রীতি। কূর্ম বত্রিশলক্ষণ-যুক্ত রাজাকে বলেন পূর্বকথা। রাজা পুরী-পোতার সংবাদ জানিতে চাহেন। রাজ্য নাশ হইলেও তীর্থ থাকে। রাজা মালাবতীকে বিবাহ করিয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন। যে নিষাদকে কৃষ্ণ প্রাণ ছাড়িবেন সেই দারুব্রহ্ম আসিবে তাঁহার নিকট। বিষ্ণুপঞ্জর সমেত শ্রীহরিকে তিনি পাইবেন। তিনি দারুমূর্তি পূজা করিবেন, পূর্বনির্মিত স্বর্ণমন্দিরের পোতার উপরে নূতন মন্দির নির্মাণ করাইয়া; মন্দিরে থাকিবেন বলরাম সুভদ্রা ও জগন্নাথ—একই দারুব্রহ্মজাত ত্রিমূর্তি। পরে ব্রহ্মার আদেশে পাষাণ-দেউল নির্মাণ করেন রাজা, পূর্বপ্রোথিত স্বর্ণদেউলের বাহান্ন অঙ্গুলি চূড়ার উপরিভাগে। মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে কৃষ্ণ-অবতারকাহিনী, দিগম্বর নর-নারীর বিপরীত রসকেলি (তু. 'বিপরীত করণে নায়ক শিক্ষা'—চ-প, পৃ ১১৬), দক্ষিণে বরাহমূর্তি, পশ্চিমে নৃসিংহ ও আদ্যাশক্তি, উত্তরে বামনাবতারের বলি-ছলন, জগমোহন ঘর, জোড়া নাটমন্দির, আখণ্ড পাথরের দ্বাদশ গরুড়স্তম্ভ, জয়-বিজয় দ্বারী, বিচিত্র 'পান চক্র পাট', ব্রহ্মাদির মন্দির, স্নানমঞ্চ, রন্ধনশালা, ভক্তিচামণ্ডপ, দোলমণ্ডপ, দশবিধ অবতার, দেউলমধ্যে রত্নসিংহাসন, মণিকোঠা, পূর্বে সিংহদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার, পশ্চিমে রাজেন্দ্র-দ্বার এবং বিচিত্র পাষাণে বাঁধা বটতরুতল—যে বটের আলিঙ্গনে নির্বাপিত হয় জন্মান্তর জ্বালা।

৩ শ্রীক্ষেত্রের প্রধান ত্রিমূর্তিকে কেহ কেহ বুদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক এবং বিষ্ণুপঞ্জরকে বুদ্ধাস্থি ইত্যাদি মনে করেন; কেহ বলেন, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত প্রকাশক পাঁচটি রাজী অক্ষর য র ল ব স এবং পাঁচটি জ্যামিতিক ক্ষেত্রের সমষ্টিরূপে মধুকাকৃতির আভাসমাত্র। ইহা জৈন প্রতিষ্ঠান, সে কথাও সম্প্রতি উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, শবর জাতীয় 'দৈতা'দের জগন্নাথ-মন্দিরে সেবাধিকার সুপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। (এই শবর অধিকার হইতেই 'উড়িয়ার হাড়ি থাটা' (দ্র. সুনীকান্ত 'বঙ্গকথা', গো-বি, পৃ ১০৭-৮) নীতের প্রবর্তন (সা-প্র ৩, পৃ ৪০, ১৪০)

সত্যযুগে ইন্দ্রদ্যুম্নের[১] স্বর্ণদেউল পাতালে ডুবিয়া গেল; দ্বাপরের রজত[২]-দেউল ডুবিয়া জলময় হইল; ত্রেতায় তাম্র[২]-দেউলও ধ্বংস[২] হইল। ব্রহ্মার আদেশে, পাষাণ-দেউল নির্মাণ করিয়া, বিমলা দেবীকে[৩] স্থাপন করিলে, নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং রাজা পূজা করিয়া স্বর্গে গেলেন। গোবিন্দের সপ্ত-কোঠা প্রদক্ষিণ করিয়া, অন্ন-ব্যঞ্জন কিনিয়া, সকলে মিলিয়া খাইলেন। জগন্নাথ-নীলাচলকে প্রণাম করিয়া, নৌকা বাহিয়া গুণার্ণব যাত্রা করিলেন। তিন রাত্রি নৌকা বাহিয়া সকলে সেতুবন্ধে[৪] পৌছিল।

সেতুবন্ধ-উপাখ্যান। রামায়ণ-কাহিনী; সমুদ্রবন্ধন-অবধি।

সীতা-উদ্ধার পর্যন্ত সেতুবন্ধ-উপাখ্যান। একে একে নানা দেশ বাহিয়া, হুদদহ[৫] উত্তীর্ণ হইয়া, ক্রিমিদহে তরণী ঠেকিল। শাণিত কাটারি ডিঙ্গার অগ্রে বান্ধিয়া, নৌকা বেগেতে চালানো হইল। অতঃপর জোকদহ। করিকর-সমান জোক। চুণ খার ফেলিয়া তাহা উত্তীর্ণ

হইয়াছে (৫ শবর৴হরি৴হাড়ি, হাড়ি, মনে করি)। 'উত্কলের' জগন্নাথ, মুণ্ডযুক্ত নিম্বকাষ্ঠস্বরূপী 'শবরীনারায়ণ'। যাহাই হউক, জৈন বৌদ্ধ বা আর্যেতর প্রভাব ব্যতিরিক্ত, পক্ষান্তরে, 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ের মতে, নারায়ণের নবম অবতার কূর্ম-ধর্মের পূজকদের ('বৌদ্ধ' নহে: তু. চ-বো ২, পৃ ৭৮০-৮২) প্রভাবে, 'নীলাচলে' ধর্ম-জগন্নাথের ঘরে জাতিভেদ-রাহিত্য (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৭, ৪০; ঐ ভূ. পৃ ৪২, পা-টী ১; ধ-পু-বি, পৃ ২০৬) প্রচলিত হইয়া থাকিবে। নীল-অনিলের (দ্র. ক্র-ধ ১খ, ২য়, ভূ. পৃ ১৬-১৯; পূ-প ২, পৃ ৩১০) সংযোগেই পুরুষিত্ববাদী আদিদেব ধর্মের উৎপত্তি এবং জগন্নাথক্ষেত্র সেই পুরুষোত্তম নিরঞ্জন (ভূ. পৃ ৩৬, পা-টী ৬) ধর্মেরই আদি পীঠস্থান।

১ পৌরাণিক রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে কেহ কেহ ঐতিহাসিক রাজা চোরগঙ্গদেব (খৃ ১০৭৭) বলিয়া মনে করেন (দ্র. *O-H-R-J, vol. VII no. 1, pp. 25-27*)।

২ বাঙ্গালার 'ধর্ম'-সম্প্রদায়ে এইরূপ স্বর্ণ রজত তাম্র ও 'পাষাণ'-নির্মিত ঘটবারি ব্যবহারের প্রসঙ্গ মিলিয়াছে, মৃত পুত্রকে জীবিতরূপে পাইবার জন্য মাতার আচরণে (সা-প্র ৩, পৃ ৮৮-৯০)। লুইচন্দ্রের প্রাণ-সঞ্চলনের উদ্দেশ্যে মদনার ত্রিধাতুর (তু. 'তিন-ধাতু ঘাট পড়িলা সবারে মহাপ্রভু সেচি ছাইলী'—চ-প, পৃ ৮৬) ও 'মৃত্তিকার' পাত্রে 'বারি' বহনের সহিত, অথর্ব বেদের বিরাজ সূক্তের (৮-৪-৫-১-১০) অসুরগণ, পিতৃগণ ও মানবাদির পোষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের 'মায়া' রূপকে অয়স্, রজত ও মৃৎপাত্রাদিতে দোহনের (দেবপক্ষে, মন্দিরে স্থাপনের) সাদৃশ্য রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, তন্ত্রমতে, রুদ্র ও কূর্ম অভিন্ন (দ্র. ত-সা, পৃ ৩০৭-৮)। দেব জগন্নাথ, রুদ্র-কূর্মেরই রূপান্তর। রুদ্র মন্দিরবিলাসী দেবতা নহেন (তু. সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩০-৩১)। মনে হয়, এই হেতুই যুগে যুগে তাঁহার শ্রীমন্দির বিধ্বস্ত হইয়া যাইবার কল্পনা।

৩ সূর্যকন্যা সাবিত্রী (মহা, আদি ২৭১) পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বিমলা (পদ্ম, সৃষ্টি, ১৭, মৎস্য-পু, ১৩, ৩৫)। কপিলসংহিতায় (৫) উল্লিখিত 'বটমূলে মঙ্গলা' সম্ভবতঃ এই বিমলা বা 'নীলকণ্ঠা নীলা মঙ্গলচণ্ডী' (ক-চ, পৃ ২৫৫)। বিমলা দেবীর পূজা-প্রকরণে বাঙ্গালীদের বিশেষ হাত ছিল বলিয়া প্রমাণ (পূ-প ২, পৃ ২৮৭; ঐ, ভূ. পৃ ৩২) পাইয়াছি। পক্ষান্তরে, চড়ক (৴চক্র) পূজার সহিত 'নীলরুদ্রের' পূজা সংশ্লিষ্ট। রুদ্র-ধর্মের চড়ক-গাজন, 'ধর্মযজ্ঞ' বা অন্নকূট-উৎসব জাতিভেদের সংস্কার হইতে মুক্ত। বিমলাদেবী, রুদ্র-কূর্মরূপী ধর্ম-জগন্নাথের কালিকা।

৪ পৃ ৩৭২। ৫ পৃ ৩৭৪ 'হুদদহে'।

হইল। অতঃপর চিজিড়ি-দহ। শালুকডোবা সব 'বাহ্'। নৌকা তাহার মধ্যে পথ পাইল, গুড়-চাউল ফেলায়। তাহার পর কাঁকড়া-দহ। শৃগালের ডাক ডাকিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি। তৎপরে সর্পদহ। ইষের মূল ফেলিয়া উত্তীর্ণ। কুম্ভীর-দহ। ছাগল পাঁঠা ফেলিয়া ত্রাণ। কড়ি-দহ। লোহার ঝাড় দিয়া কড়ি বন্দী করিয়া, কূলেতে গর্ত করিয়া তাহা পুঁতিয়া রাখিল। শঙ্খদহ। অনুরূপভাবে উত্তরণ। অতঃপর পৌঁছিলেন মোল্লার-পাটনে[1]। কর্ণধারের কথায় ব্রণগণ সকলে দামা দগড় বাজাইতে লাগিল। রাজা দুর্জয়, পাত্র মিত্র এই শব্দে সকলে বিস্মিত হইল। রাজাদেশে কোটাল সশস্ত্রে চলিল।

রাজার আদেশে কোটাল ধাইয়া গেল সৈন্য-সামন্ত লইয়া। ব্যাপার দেখিয়া, গুণার্ণব কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এমন সময় কোটাল ক্রুদ্ধ হইয়া কুবাক্য বলিতে বলিতে নৌকায় চড়াও হইয়া, সাধুসুত গুণার্ণবকে বাঁধিয়া রাজসমীপে উপনীত করিল। গুণার্ণবের রূপ দেখিয়া রাজা খুশি হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। গুণার্ণব বলিলেন, তিনি শীতলার আজ্ঞায় এখানে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছেন। শীতলার নাম শুনিয়া রাজা চটিয়া আগুন। বাগাই বাগাই[2] নামে দুইজনকে ডাকিয়া, রাজা গুণার্ণবকে কারাগারে বন্দী করিয়া, বুকে জগদ্দল পাথর চাপাইয়া দিতে বলিলেন। তাঁহাকে বাঁধিয়া মুখে দিল বিষের বড়ি। গুণার্ণব শীতলা স্মরণ করেন।

গুণার্ণব শীতলাস্তব করেন, শাস্ত্রমতে; মঙ্গলচণ্ডীর[3] রূপে; দেবী অন্নদার[4] রূপে৭।

শীতলা-স্তব চলিতেছে, ত্রাণের[5] নিমিত্ত। ওদিকে মলয়াভুবনে শীতলা নানা অমঙ্গল দেখিতেছেন; সিংহাসন টলে, চক্ষে জল পড়ে, মুখের তাম্বূল খসে[6]। হিঙ্গিকা সখী সমস্ত সংবাদ দিলেন। মল্লার-পাটনে রাজপুত্র ব্রণগণ লইয়া গেছে; বাদ্যধ্বনি শুনিয়া রাজা তাহাকে বন্দী করিয়াছে। সেইজন্য সে তাঁহাকে ডাকিতেছে। শীতলা অত্যন্ত চটিয়া, হিঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন্ অবতারে দুরন্ত রাজার ওখানে যাইবেন। দাসী বলেন, ব্রাহ্মণীর বেশে যাইতে। রাজা, গুণার্ণবকে অর্ধরাজ্য ভূমি দান করিবে, অন্যথায়, শীতলা তাহার পুরী দাহন করিবেন। তাহাই স্থির।

ব্রণমাতা শীতলা ব্রাহ্মণীর বেশে গূঢ়ভাবে দুর্জয় রাজার পুরীতে প্রবেশ করিলেন। রাজা নিদ্রাগত। জটাবুড়ী[7] শীতলা, সাধুসুতকে খালাস করিয়া, রাজকন্যা দান করিতে, স্বপ্নে আদেশ

১ পৃ ৩৬২। ২ পৃ ৩৬৩। ৩ মুকুন্দরামের অনুসরণে। ৪ কুবির দেবতা রুদ্র-শিবের কন্যা বলিয়া। ৫ ত্রাণের দেবতা দক্ষিণরায়ের ভগিনী, ত্রাণকর্ত্রী শীতলা। ৬ পৃ ৩৬১।

৭ পৃ ৩৬৯। বিরবাড়ে 'জটার দেউল' সুপ্রসিদ্ধ। (১) জটাযুক্ত স্থাপত্য-অধ্যুষিত, কিংবা (২) 'জটাধারী' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত থাকায় মন্দিরটির এই নাম, অনুমান করা হয় (দ্র. সো-প্র ৩, ১, পৃ ৮৩-৮৪)। উক্ত অঞ্চলে দেবী শীতলার যেরূপ প্রাদুর্ভাব, তাহাতে উহা রুদ্রকন্যা 'জটাবুড়ী' শীতলার মন্দির হওয়াও অসম্ভব নহে; তাহাতে, প্রথম অনুমানের সহিত সঙ্গতিও থাকে।

দিয়া অন্তর্ধান করিলেন। অর্ধরাজ্য রাজপাট আর বারা-ঝারা সিংহাসন দান করিতেও বলিয়াছেন, শীতলা। শুনিয়া, পাত্র স্বপ্ননিন্দা করে। শীতলা জানিলেন মলয়াশিখরে। তখন দাসী শীতলাপুত্র জরাসুর ও ব্রণগণকে লইয়া রাজপুরী দাহন করিয়া, সাধুসুতকে খালাস করিতে যুক্তি দিলেন। তাহাই হইবে।

মুন্নার পাটনে ফৌজ ধাইল। পুরীদাহন আরম্ভ হইল। কেহ বাদ গেল না॥

রাজকন্যা জলে ঝাঁপ দিতে যায়। শীতলা মলয়াপর্বতে বসিয়া দেখেন। রক্ষার পরামর্শ। হিতিকা বলিলেন,—রাজকন্যাকে উপদেশ দিতে, শীতলাপূজা করিবার জন্য। গর্দভবাহনে, আসাবাড়ি[১] হাতে, মস্তকে জটা, মার্জনী ও কোলে কলস লইয়া মুন্নার-পাটনে রাজনন্দিনীকে ছলিতে যান শীতলা। শীতলা সকল সর্ত জানাইলেন নন্দিনীকে। রাজকন্যা বন্দীকে পতিত্বে বরণ করিবে, বুঝিয়া, শীতলা প্রসন্ন হইয়া ব্রণগণকে হুকারে আপন অঙ্গে[২] ডাকিয়া লইলেন। মহারাজা শীতলা-পূজা আরম্ভ করিলেন। শীতলা সুখী হইলেন। বন্দিমুক্তির প্রতিজ্ঞা করাইয়া দেবী অন্তর্ধান করিলেন।

প্রভাতে রাজা কোটাল ডাকিয়া বন্দী খালাস করাইলেন। রাজা গুণার্ণবকে কন্যাদান করিবেন। যথাবিধি বিবাহ হইল চন্দ্রমুখী কন্যার।

রাজকন্যার নানা নীত-আচারে বিবাহ হইতেছে। বৈদিকমতে ষোড়শ দানে রাজা কন্যাদান করিলেন।

বৈদিকমতে বিবাহ হইল; বাসঘরে বর-কন্যা নিশি বঞ্চিল। আনন্দে গত হয় বাদশ[৩] বৎসর[৩]। শীতলার চিন্তা। কিরূপে গুণার্ণবকে ফিরানো যায়। হিতিকা শীতলাকে ব্রাহ্মণীর বেশ ধরিতে বলেন।

হিতিকার পরামর্শে শীতলা রাজপুত্রকে মুন্নার-পাটনে ছলনা করিতে যাইবেন, বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে। তাহাই হইল। শীতলা স্বপ্নে তাঁহাকে বারা-ঝারা লইয়া সত্বর দেশে ফিরিতে বলিলেন, মিথ্যা আতঙ্কিত করিয়া। তিনি আর পাটনে থাকিবেন না, বাড়ি ফিরিবেন। রাজকন্যা রাজপুত্রের সঙ্গে যাইতে চাহেন; নানা পুরাণ-কাহিনীর দোহাই দেন। বারো মাসে[৪] বারো সেবা দিবেন, তাহাও বলিলেন।

বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্যন্ত যথারীতি বারমাসী[৪]-বর্ণনা।

রাজরানীর আপত্তি। স্বামীর মর্যাদা রক্ষার জন্য চন্দ্রমুখীর ওকালতী। রাজা দুর্মুখ অনিচ্ছায় পাত্রকে বলিলেন, শীঘ্র তরণী সাজাইতে। সপ্ততরী সাজানো হইল। গুণার্ণব শ্বশুর শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া, শীতলা-ধ্যান করিয়া ডিঙ্গায় উঠিলেন।

১ পৃ ৩২৮; দ্র. পৃ ৭২, পা-টী ৫। ২ দ্র. পৃ ৯৬, পা-টী ৮। ৩ পৃ ৩৪৭। ৪ বারমাসী বর্ণনা।

মল্লার-পাটন অতিক্রম করিল। মাণিক-পাটন, শঙ্খদহ, কড়িদহ, কুম্ভীরদহ, সর্পদহ, কাঁকড়াদহ, চিঙড়ীদহ, জোঁকদহ, হেদাদহ যথাক্রমে পার হইয়া, ডিঙা বাহিয়া সাধুপুত্র সেতুবন্ধে উপনীত হইলেন। অতঃপর নীলাচল-ক্ষেত্র পার হইয়া সাগরসঙ্গমে[১] পৌছিল। গঙ্গাসাগর বাহিয়া মগরার[২] গিয়া, হেতেগড় পশ্চাৎ করিল। অতঃপর ধুনিগ্রা,[৩] বোড়াল,[৪] কুদল, রসাঘাট,[৫] কালীঘাট পৌছিল।

কালীঘাটের কালীকে প্রণাম করিয়া যথাক্রমে ভবানীপুর, বেতড়,[৬] চিতপুর,[৭] দক্ষিণ-সহর,[৮] খড়দহ,[৯] মাহেশ,[১০] বল্লভপুর, সেগড়া,[১১] চুচুড়া,[১২] ত্রিবেণী,[১৩] হুগলী[১৪] পার হইয়া নিজঘাটে[১৫] পৌছিলেন। রাজারানী হরষিত হইয়া, যথাবিধি অভ্যর্থনায় পুত্র পুত্রবধূ, শীতলার বারা-ঝারা বরণ করিয়া ঘরে আনিলেন। সপ্তডিঙার ধন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বিলাইয়া ভাণ্ডারে তুলিলেন। গুণার্ণব পিতাকে কহিলেন, শীতলাপূজা করিয়া পুরী রক্ষা করিতে। দেবীপূজা

১ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে পৌষসংক্রান্তিতে বৃষসভারে বৈতরণী পারের দৃশ্য ও কপিলমুনির প্রতিমূর্তি (দ্র. *A-B-P*. *1960, Jan 17, p. 6*) লক্ষণীয়। কপিলমুনির চোখে রুদ্রশিবের পুত্র দক্ষিণরায়ের রুদ্র-কটাক্ষ, গলায় পুষ্পমালা। ওড়িশার সমুদ্রোপকূলবর্তী অঞ্চলে শবর-পূজিত 'শবরীনারায়ণের' চোখেও অনুরূপ রুদ্র-দৃষ্টি (দ্র. *O H R* , *vol. VII, no. I, p. 0* দ্বিতীয় চিত্র)।

২ হেতেগড়ের উত্তরে এবং মেদিনীমল্ল-বীরখানার দক্ষিণে (ক-চ, পৃ ২২৯)।

৩ ইহা প্রাচীন খাড়ীমণ্ডলের 'ধনর্পণ' গ্রাম হওয়া অসম্ভব নহে (তু. প্রা-বা-রা, পৃ ২৭)। দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর যুদ্ধ এই স্থানে ঘটিয়াছিল। বর্তমানে জয়নগর (২৪ পরগনা) থানার অন্তর্গত।

৪ কলিকাতার দক্ষিণে দশ বারো মাইল। আদিগঙ্গার তীরে। প্রধান গ্রামদেবী ত্রিপুরাসুন্দরী। ধাতুময়ী মূর্তির পাদপীঠে পঞ্চদেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ঈশ্বর ও রুদ্রের মূর্তি উৎকীর্ণ। উপরে শিব শয়ান; শিবের নাভিপদ্মস্থিত পদ্মের উপর চতুর্ভুজা ত্রিনয়না ত্রিপুরার মূর্তি। 'বাবাঠাকুর' নামে দুই দেবতা আছেন। একজন ত্রিপুরার ভৈরব। অন্য দেবদেবী 'কঙ্কাই চণ্ডী', 'ভর মাকাল'; 'বাবাঠাকুর' নামান্তরে ধর্মঠাকুর (প-ব-সং, পৃ ৮১১-১২)। ৫ পৃ ৩৬৩।

৬ লক্ষ্মণসেনের গোবিন্দপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'বেতড্ড'। বেতড্ড-চতুরক (*বেতর-চৌকি) শ্রীবর্ধমান-ভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিম খাটিকায় অবস্থিত ছিল। ইহা বর্তমান হাওড়ার 'বেতড়'গ্রাম হওয়াই সম্ভব।

৭ পৃ ৩৩৭।

৮ বর্তমান দক্ষিণেশ্বর। 'দক্ষিণে থাকিয়া এস ঠাকুর দক্ষিণরায়, ভাটি আর 'সহরে' তোমার পূজা হয়' (দ্র. কৃ-রা, কৃ. পৃ ৫)—এই 'সহর' আলোচ্য 'দক্ষিণেশ্বর' বলিয়াই মনে করি। কৈবর্ত-সেবিত এই পীঠস্থান, শিব ও কালীর নামে, মূলতঃ দক্ষিণরায় ও শীতলার পীঠ হওয়া অসম্ভব নহে।

৯ শ্রীনিত্যানন্দ-পীঠ (দ্র. প-ব-সং, পৃ ৬৩৬-৪১)।

১০ শ্রীক্ষেত্রের অনুকরণে এখানকার দেবসংস্থান।

১১ তু. পৃ ৫৭, পা-টী ২। ১২ পৃ ৩৭০। ১৩ পৃ ৩৪৫; ১৪ পৃ ৩৭৫। ১৫ উজানি।

করিলে, মৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পশু, পক্ষী, বৃক্ষাদি সকলের জীবন্যাস হইবে। রাজা খুশি হইয়া অবন্তী, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগ ও কাশী এই পাঁচটী[১] গ্রামে,[২] সন্ন্যাসী হইয়া ভিক্ষা[৩] মাগিতে চলিলেন, শীতলা-পূজার জন্য।

রাজা বিক্রমকেশরী পুত্র গুণার্ণবকে সঙ্গে লইয়া, গলায় বস্ত্র ও কুঠার বাঁধিয়া, উক্ত পাঁচখানি গ্রামে ভিক্ষা মাগিয়া আনিলেন। অবন্তীনগরে ষোড়শ উপচারে, নানাবাদ্য-কোলাহলে, গন্ধপুষ্পাদি দিয়া ধূমধামে রাজা শীতলাপূজা করিলেন। আচমন অঙ্গন্যাস ভূতশুদ্ধি ও যথাবিধি পঞ্চদেবতারও পূজা হইল। গণ্ডার, মেষ, মহিষ, অজা বলিদান দিয়া, মহাবিদ্যা[৩] জপ করিলেন। শীতলা জানিতে পারিয়া রাজসমীপে অবতীর্ণ হইলেন; সঙ্গে চৌদ্দ[৪] জাত বসন্ত, বাহন গর্দভ, গলায় চাঁদমালা,[৫] কেশ এলাইত, কপালে সিঁদুর, ভৈরবীর বেশ, অঙ্গে ভনভন করে নয় হাজার মাছি,[৬] মস্তকে স্বর্ণের কুলা, দুই দিকে দুই দাসী, সঙ্গে জ্বরাসুর, চৌষট্টি বর্ণের বসন্ত। রাজা এই সব দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলে পূজা পাইলে, মৃতেরা প্রাণ ফিরিয়া পাইল। দেবী কল্যাণ করিলেন। রাজা বিক্রমকেশরী পূজা করিলে, পৃথিবীর মনুষ্য[৭] শীতলাপূজা আরম্ভ করিল। অতঃপর শীতলা অষ্টমঙ্গলা[৮] কহিতে লাগিলেন।

বৈদিকমতে রাজা শীতলার ঘট পূজা করিলেন। রাজাকে ব্রতকথা[৯] শুনানো হইল। সকলে শীতলা-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিল।

অষ্টমঙ্গলা[১০]। এই অষ্টমঙ্গলা শুনিয়া রাজা গুণার্ণব স্বর্গে যাইবেন।

(১) সৃষ্টিপত্তন[১১]। জলে ক্ষিতি ব্যাপ্ত। মহাবিষ্ণু বটপত্রে, নাগপৃষ্ঠে অনন্তশয়নে। মধুকৈটভ জন্মিয়া বিধাতাকে খাইতে যায়। প্রজাপতির অনুরোধে, শীতলা[১১] দৈত্যনাশ করিয়া ব্রহ্মাকে রাখিলেন। বিধি যজ্ঞ করিলেন। দেবতারা আনন্দিত হইলেন। শীতলা অধিষ্ঠিত হইলেন। প্রজাপতি তাঁহার স্তব করিয়া মলয়াশিখরে স্থান[১২] দিলেন ॥১॥

১ পৃ ৩৫১।

২ গ্রামের বার-উয়ারি পূজার প্রাক্কালে, পূজোপকরণ ভিক্ষার প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

৩ পৃ ৩৬১। ৪ পৃ ৩৩৭। চতুর্দশ গুরুসংখ্যা-বাচক। ৫ দ্র. সা-প্র ৭, পৃ ১০৩।

৬ কবি নিত্যানন্দের দৃষ্টিতে শীতলা 'পচামুড়ী' (সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৭)। হরিদেবের এই বর্ণনা তাহার সমর্থক। 'চাঁদমুড়ী' মনসার সহিত 'কর্ত্তপংযোগে জাত 'পচামুড়ী' শীতলার তুলনামূলক আলোচনা, পরে দ্রষ্টব্য।

৭ মানুষের শক্তির সব চেয়ে বড়ো শক্তি। মানুষের সমাজে পূজালাভ করায়, দেবতার মাহাত্ম্য পরাকাষ্ঠা লাভ করিল। ৮ পৃ ৩২৬। ৯ পৃ ৩৫৮।

১০ পূর্ব আলোচনার সংক্ষেপসার।

১১ শীতলা = আদ্যাশক্তি। শীতলামঙ্গলে, নিরঞ্জনের 'সৃষ্টিপত্তন', দ্র. সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৩৭-৩৮।

১২ শীতলার জন্ম ও স্থাপনা।

(২) সাবিত্রী শীতলার মাতা, পুত্র তাঁহার জরাসুর। শীতলার আদেশে জরাসুর, বসন্তগণ লইয়া সাবিত্রীকে ছারখার[১] করিল। বিধি শীতলার স্তব করিলে, তিনি নিজ-অঙ্গে সকলকে সম্বরণ করিলেন ॥২॥

(৩) রাজা বৃহদ্রথ রানীকে লইয়া বনে গিয়া মুনির আশ্রমে থাকেন। মুনি আম দিলে, দুই রানী খাইলেন। দুই গর্ভে দুই-খণ্ড পুত্র জন্মিল। জরা[৩] নামে শীতলা[৩] দুইখানি অঙ্গ লইয়া তাহার জীবন্যাস[৩] করিলেন। নাম হইল জরাসন্ধ। রাজা পুত্র পাইয়া শীতলাপূজা করিলে, শীতলা তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। দুই পুত্রে আবাস দিয়া বনে পাঠাইয়া, পক্ষিগণকে দাহন করিলেন ॥৩॥

(৪) পাণ্ডবগণের খাণ্ডবদাহনের মতো, শীতলা কানন দগ্ধ করিলেন। সেই বনে বসন্তগণকে পাঠাইয়া, পক্ষিগণকে জীবন্ত দগ্ধ করিলেন। সেই বন বিনষ্ট করিয়া, চতুর্মুখ রাজাকে দান করিয়া, নাম রাখিলেন মৃত্যুর-পাটন। শীতলা নিজ রথে পাতালে গিয়া, নাগলোক[৪] দাহন করিলেন। পাণ্ডবি নাগের রূপগুণবতী কন্যা, পুত্র জরাসুরকে বিবাহ দিলেন। 'নাগজ্বর' উৎপন্ন হইয়া, পাতালে ঘর করিয়া, নাগের পুরীতে রহিলেন ॥৪॥

(৫) নাগলোকের সকলে শীতলাপূজা করিল। নাগলোকে নাগজ্বর দিয়া, নাগের পূজা লইয়া, শীতলা জম্বুক-শহরে[৫] অবতীর্ণ হইলেন। জম্বুককে 'জম্বুক-জ্বরের' বর দিলেন। জম্বুক শীতলার সহিত যুদ্ধ করায়, তাহাকে বুদ্ধিহীন করিলেন ॥৫॥

(৬) শীতলাকুমার বসন্তরায় বসন্ত পাঠাইল। গন্ধর্বের বসন্ত হইল। সকলে জীবন্ত মরিল সবংশে। গন্ধর্বের দুহিতাকে বসন্তের সহিত বিবাহ দিলে, শীতলা তুষ্ট হইলেন। এইজন্য বসন্তকে সকলে শাওড়া[৬] বলে ॥৬॥

(৭) শীতলা নিজ রথে গগনপথে যাইতে, করিগণ ধরে শুণ্ডে। শীতলার আজ্ঞায় বসন্তগণ, হাতীকে ধরিয়া সবংশে দাহন করিল ॥৭॥

---

১ ব্রহ্মাপুর-অধিকার।

২ অপূর্ব মানবে রাক্ষসী শীতলার কৃপা। তু. শীতলার 'বাম হাতে ছেলামুণ্ড'—সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৪৬।

৩ অস্ত্র, শূকরবদন (=চতুর্মুখ) বেতরাজা; অর্থাৎ বিকৃত মানবে দেবীর অনুগ্রহ।

৪ পাতালপুরী-অভিযান। তু. সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৪১।

৫ কবি দেবকীনন্দনের দৃষ্টিতে শীতলা 'জম্বুকবাহন' (সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৪৬)। জম্বুক, ভারতীয় সভ্যতার আদিম যুগ হইতে পুরাণেতিহাসে পরিচিত (তু. 'জাম্বুবান', 'জাম্ববতী')। জম্বুকরূপী এই পাত্রপাত্রীগণ বীর্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আর্যদের অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। রাঢ়ের গোপভূমের অমরাগড়ের সদ্গোপ রাজবংশের সহিত জম্বুক-সম্পর্ক আছে। সে কারণে তাঁহাদের অশৌচ পালন করিতে হইত, জম্বুক মরিলে (প-ব-সং, পৃ ৪৩-৪৪, আলোচনা পরে দ্র.)। ৬ পৃ ৩৩১।

(৮) সর্বশেষে শীতলা আসিলেন পৃথিবীতে, মনুষ্যের পূজা লইবার জন্য। জলে স্বর্ণঘট হইল। ধীবরনন্দন মুকুন্দ-মুরারি তাহা পাইল। বিক্রমকেশরী তাহাদিগকে বন্দী করিলেন। তাহারা শীতলাকে স্মরণ করিলে, শীতলা দুঃখিত হইয়া রাজপুরী ধ্বংস করিলেন। গুণার্ণব ব্যাকুল হইলে, শীতলা সদয় হইয়া, তরী সাজাইয়া, বসন্তগণকে সঙ্গে দিয়া, মুলার-পাটনে পাঠাইলেন। রাজা তাহাকে বন্দী করিলেন। গুণার্ণব শীতলা স্মরণ করিলে, শীতলা রাজার পুরী ধ্বংস করিলেন। রাজা গুণবতী কন্যার সহিত গুণার্ণবের বিবাহ দিলেন। তাঁহারা দেশে ফিরিয়া, শীতলাপূজা করিলে, সর্বজন প্রাণ পাইল। স্বর্গ মর্ত শীতলার আবাস ॥৮॥

শীতলা বিক্রমকিশোরকে সপরিবারে স্বর্গে লইয়া যাইতে চাহেন। কারণ তাঁহার দ্বারা শীতলাপূজার প্রচার হইয়াছে পৃথিবীতে। কলির চরিত্রকথা[১] শোনানো হইতেছে।— এই সমস্ত অনাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি[২] হইয়া, রাজা শীতলা-চরণ ধারণ করিলেন। পৃথিবী ছাড়িয়া, তিনি স্বর্গে[২] যাইতে চাহেন। শীতলাসহায়ে, রাজার যেন কলির সহিত দেখা না হয়। রাজা স্বর্গে যাইতেছেন ॥

মা শীতলা লোককে বর দিয়া, কৈলাসে যান। রথের[৩] উপর মা শীতলা কৈলাসে[৩] যান ॥

মা শীতলা ইন্দ্রে[৪] আজ্ঞা[৪] দিয়া পুষ্পরথ আনাইলেন। রাজা সপুরী স্বর্গে যাইতেছেন। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ পুষ্পচন্দন-বৃষ্টি করিতেছেন। বায়ুবেগে[৫] রথ যাইতেছে। মন্দাকিনী-[৬] সনে দেহ পালটন[৬] করা হইল। ব্রহ্মার জননী সুরপুরে অবতীর্ণ হইলেন। রত্নসিংহাসনে মাতা শায়িতা, কিন্নর রমণীরা অঙ্গে চামর ঢুলায়। জমিদার গোমস্তা ষোল-আনা ব্যক্তিবর্গের জন্য কমলার[৭] নিকট কবির আশীর্বাদ-প্রার্থনা ॥

পরিশিষ্ট (ঘ[৮])

গঙ্গার-উৎপত্তি-বর্ণনা। কপিলের[৯] শাপে[৯] সগরবংশ-ধ্বংস। গঙ্গাজল অপরিহার্য। অংশুমানের[১০] তপ…

বীরসিংহের[১১] মশানে সুন্দরকে কালিকার রক্ষা। গুণার্ণবকে সেইমতো রক্ষা করিবার জন্য স্তব ॥

১ পৃ ৩৩২। ২ বিস্তৃত আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৭৬ ই.। ৩ পৃ ৩৬৩। ৪ পৃ ৩২৯। ৫ পৃ ৩৫৬। ৬ পৃ ৩৬০। ৭ পৃ ৩৩১। ৮ পৃ ৩১৫। ৯ দ্র. ভূ. পৃ ১১৭, পা-টী ১।

১০ অযোধ্যার অধিপতি সগররাজার পৌত্র ও অসমঞ্জের পুত্র। তিনি কপিলমুনিকে সন্তুষ্ট করিয়া পিতামহের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ (রামা)। ১১ পৃ ৩৫৮।

কারাগারে স্তব···

ঐ (ঙ[1])

প্রাপ্ত প্রতিলিপির ভিতর পৃষ্ঠায় ১২১৭ বঙ্গাব্দে সম্পাদিত একটি একরারনামার খসড়া। ১৮১২ খৃষ্টাব্দের কলিকাতার ইহা দুর্ধর্ষ 'ঘুঘী'-সমাজের একটি বাস্তব চিত্র॥

ঐ (চ[2])

···বিড়ম্বনা[3] ছাড়া, কেহ পূজা করে না॥

মুকুন্দ-মুরারি-প্রসঙ্গ[4]॥

ঐ অনুবৃত্তি[4]॥

ঐ ঐ[4]॥

১ পৃ ৩১৮। এই একরারনামা-পত্রখানির বিশেষ আলোচনার জন্য দ্র. চি-প-স ১।

২ পৃ ৩২০।

৩ পৃ ৩৫৭। (তু. সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৩৪)।

৪ পূর্বে ও পরে দ্রষ্টব্য। পৃ ৩২২। শীতলার ধীবরপ্রীতি থাকিলেও, ধর্মঠাকুর ও দক্ষিণরায়ের মতো (দ্র. পৃ ৩৬১ 'মীন-অভাবন') মাছ মাংসে তাঁহারও কোনও প্রীতি (তু. সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ৫৬) দেখা যায় না। মারি-বসন্তে মৎস্য-স্পর্শও নিষিদ্ধ। মাছ উর্বরতার (*fecundity*) প্রতীক। দেবতাদের মধ্যে কামদেব 'মীনকেতন'। রুদ্র তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন।

স্বরূপ-সন্ধান

রায়মঙ্গল

'রায়'-দেবতা ও 'রায়'-মঙ্গল-প্রসঙ্গে অর্ধশতাব্দীর অধিককাল যাবৎ যে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বর্তমানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিতেছে। কেবল ব্যাঘ্রবাহন দেবতার মাহাত্ম্যাখ্যাপক গ্রন্থই 'রায়মঙ্গল' নহে এবং কেবল ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দেবতাই 'রায়'-দেবতা নহেন। 'ব্যাঘ্ররূপী' বা 'ব্যাঘ্রবাহন' দক্ষিণরায় ব্যতিরিক্ত, পঞ্চানন-ঠাকুর 'রায়'-দেবতা এবং 'পঞ্চানন'-মঙ্গল,[১]—'রায়'-মঙ্গল। পঞ্চাননের বাহন গো, অশ্বাদি। সম্প্রতি মিলিয়াছে 'কালুরায়-মঙ্গল'[২]। কালুরায় হইতেছেন তুরঙ্গবাহন। বিভিন্ন প্রমাণের জন্য, দয়াল দাসের[৩] রচনা, দ্বিজ রঘুনন্দন[৪] বা রঘুনাথের, দ্বিজ দুর্গারামের[৫] অথবা দ্বিজ নিত্যানন্দ[৬] ও শ্রীবল্লভের[৭] রচনাবলী উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

পক্ষান্তরে, মানিকপীরের পিতা বদর মুরশিদেরও 'বাঘ'[৮]-ফৌজ ছিল। সত্যপীরের সাহিত্য-রচয়িতা কবি কর্ণের 'ষোল-পালার' অধিকাংশ পালাতেই ব্যাঘ্র-ফৌজের[৯] প্রসঙ্গ আছে। সুতরাং ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দেবতামাত্রকেই 'রায় দেবতা' বলা চলে না এবং তৎসংশ্লিষ্ট সাহিত্যের নামও 'রায়মঙ্গল' বলিয়া চিহ্নিত করা যায় না। এমন কি, 'রায়' উপাধি হইলেও, এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাহন ব্যাঘ্র থাকিলেও, ধর্মঠাকুর বাঁকুড়ারায়, ক্ষুদিরায়, দলুরায়, বাঁকারায়, চাঁদরায়, খেলারায় পঞ্চানন্দ রায় প্রভৃতি রায়োপাধিক অসংখ্য ধর্মদেবতা 'রায়'-দেবতা নহেন এবং তদাশ্রিত সাহিত্য 'রায়মঙ্গল'[১০] নামে পরিচিত নহে।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি নূতন সংবাদ দেওয়া যায়,—রঘুনন্দনের লিখিত 'বন্দনা-পালায়' ষষ্ঠীবন্দনা[১১] আছে। মধুপুর গ্রামে একজন আঁটকুড়া রাজাকে কৃপা করিতে, দেবী ষষ্ঠীর ব্রাহ্মণীর বেশে মর্তে আগমন, চৌষট্টি বিড়ালের ফৌজ সঙ্গে লইয়া। কুচকাওয়াজে এই বিড়াল-ফৌজের অগ্রগতি বিশেষ কৌতুকজনক এবং ইহা যেন রায়মঙ্গলের ব্যাঘ্র-ফৌজের

---

১ সাহিত্যপ্রকাশিকা গ্রন্থমালার এই পর্যায়ের রচনাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

২ দ্র. সা-প-প, ৬২, ২, পৃ ৮৬-৮৯ ; ঐ, ৬৩, ২, পৃ ৮৩-৯১। ৩ পু-প ২, পৃ ১৪৩-৪৫।

৪ ঐ, ঐ, পৃ ১৫২-৫৪। ৫ বি-ভা-পুঁ, সং ১০১৭ (পু-প ৩, যন্ত্রস্থ) দ্র.। সম্পাদক পা-টী দ্র.।

৬ 'কালুরায়মঙ্গল' (সা-প-প, ৬৩, ২, পৃ ৮৩-৯১)।

৭ 'কালুরায়ের গীত' (সা-প-প, ৬২, ২, পৃ ৮৬-৮৯)। ৮ পুঁ-প ২, পৃ ১০৯-১১।

৯ ঐ ১, ভূ. পৃ ৭১৮-১৯।

১০ নিম্নবঙ্গে একটি নদীও এই নামে পরিচিত (দ্র. *Cen 21 Par. 1951, pp. cxxviii* ই.)।

১১ পু-প ২, পৃ ২৪৮-৫৯।

পরিপূরক। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয়, রায়মঙ্গলের 'বাঘ'-সেনাকে সেকালের 'শক্তির' প্রতীক, 'যুদ্ধার' ইত্যাদি আমরা যে ব্যাখ্যাই দিই না কেন, রায়মঙ্গলের লেখকেরা ঠাকুর দক্ষিণরায়ের বাঘ-সেনাকে প্রকৃত বাঘ বলিয়াই বিশ্বাস করিয়াছিলেন; কারণ তাহা না করিলে, তাঁহাদের সমকালীন লেখকেরা ব্যাঘ্রের অনুকরণে 'বাঘের মাসী' বিড়াল-ফৌজের আমদানি করিতেন না। যাহাই হউক, ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দেবতা 'দক্ষিণরায়' সম্পর্কে রচিত সাহিত্য—'দক্ষিণরায়মঙ্গল'; এবং 'রায়মঙ্গলের' অভিধা ও পরিধি ব্যাপকতর।

। কৃষ্ণরাম কাএস্তের দক্ষিণরায়-মঙ্গল।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ১৩০০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্য'-পত্রিকায় রায়-মঙ্গল ও তাঁহার রচয়িতা কৃষ্ণরাম দাস-সম্পর্কে পরিচয় প্রকাশ[1] করেন। অতঃপর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ১৩০৩ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়[1] এবং ১৩১১ বঙ্গাব্দে হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'বঙ্গ-ভাষার লেখক' গ্রন্থে[2] কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলের যথাক্রমে বিশদ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও নিমতা গ্রামে কবির বাস্তুভিটারও সন্ধান দিয়াছেন। দক্ষিণরায়-মঙ্গলের দ্বিতীয় কবি রুদ্রদেবের পরিচয় প্রথম প্রকাশ করেন[3] অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় ১৩৫১ বঙ্গাব্দে। অতঃপর ১৩৫৮, ১৩৬৬ ও ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে বিশ্বভারতী এই পর্যায়ের বিশাল সাহিত্য-সম্ভার, সম্ভ্রান্ত[4] 'হরিদেবের রায়মঙ্গলের' (পৃ ১১২৩) যথাক্রমে সংক্ষিপ্ত[5] ও বিশদ[6] পরিচয় এবং সমগ্র[7] রচনাবলী প্রকাশ করিলেন।

দ্বিজ হরিদেবের সাঁইত্রিশ বৎসর পূর্বে (পৃ ১৬৭৬-৮৭) কবি কৃষ্ণরাম দাস তাঁহার দক্ষিণরায়-মঙ্গল লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার খণ্ডিত অংশবিশেষ, আধুনিক-কালের আলোচ্য হইয়া আছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী নিমতার কৃষ্ণরাম কাএস্তের 'দক্ষিণরায়ের পুস্তকের' একটি সম্পূর্ণ পালা প্রকাশ[8] করিয়াছেন। কৃষ্ণরাম-রচিত 'অষ্টমঙ্গলা'-গীতের ইহা 'জাগরণ' অংশ। বিশ্বভারতীর এই সম্পূর্ণ পুঁথিখানি প্রকাশিত হইবার কিছু পূর্বে[9] ও পরে[10] কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত[11] তাঁহার খণ্ডিত পুঁথিখানি দুইবার মুদ্রিত হইয়াছে।

'অষ্টমঙ্গলা' এই শব্দের প্রয়োগে, মনে হয়, কৃষ্ণরাম কাএস্ত 'জাগরণ'-পালার পূর্ববর্তী,

---

১ শাস্ত্রী মহাশয়ের পূর্বে, 'বান্ধব'-পত্রিকায় এই কবিতার কথা কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল (দ্র. সা-প-প, ১৩০৩, পৃ ২২৬, পা টী)। ঐ, ঐ, পৃ ২২৬-৪৮, ২৯৭-৩০২। ২ প্র জ্ঞা, পৃ ২০১। ৩ ব-সা-স-প্র ২, পৃ ২৯।
৪ সম্ভবতঃ 'চক্রবর্তী'-উপাধিক। ৫ পু-প ১, পৃ ২২০। ৬ ঐ ২, পৃ ৩৩৯-৪২। ৭ বর্তমান গ্রন্থে।
৮ পুঁ-প ২, পৃ ১১৩-১২৪ (মার্চ, ১৯৫৮)। এই পুঁথিখানি নানা দিক হইতে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।
৯ ব-সা-স-সংস্করণ (অক্টোবর, ১৯৫৬)। অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয়ের লিখিত মূল্যবান্ সংক্ষিপ্ত ভূমিকা-সম্বলিত। বি-ভা ও ক-বির পুঁথির সহিত মিলাইয়া, মুদ্রিত পুঁথির পুনঃসম্পাদন করিলে ভালো হয়।
১০ ক-বি-সংস্করণ (জুন, ১৯৫৮), পৃ ১৮৩-২১৮। প্রমাদবহুল এই গ্রন্থখানির 'রায়মঙ্গল'-অংশ, ব-সা-স-সংস্করণের প্রায় পুনর্মুদ্রণ। ১১ সং ১৭৭৮।

আরও সাতটি পালা রচনা করিয়াছিলেন ; এবং পুরাতন দাণ্ডা বা *convention* অনুসারে, কবির রচনাতেই এই সাতটি পালার ইঙ্গিত আছে। দুঃখের বিষয়, এই পালাগুলির পুঁথি[১] এখনও পাওয়া যায় নাই। কাহিনীর আরম্ভের 'আকস্মিকতা',[২] মাত্র জাগরণ-পালার এই 'কিরা-গীত'[৩] অংশটুকু হস্তগত হওয়ার জন্যই ঘটিতেছে, মনে করি। কৃষ্ণরাম-কথিত মাধব আচার্যের পুঁথির কোনও হদিশ অদ্যাবধি মিলে নাই।

। রুদ্রদেবের দক্ষিণরায়-মঙ্গল ।

দক্ষিণরায়-মঙ্গলের দ্বিতীয় কবি রুদ্রদেবের নাম বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে[৪] প্রথম স্থান লাভ করে ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে। রুদ্রদেবের রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছি। ইহার গ্রন্থের একখানি অনুলিপি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায়[৫] রক্ষিত আছে ; পত্রসংখ্যা ১৩ : ৫, ৭-৯, ১১-১২, ১৩-১৮, ২৭-২৮ — ১৩। ৩০-সংখ্যক পত্রখানি একই তাড়ায় রক্ষিত হইলেও, এই পত্রটি রায়মঙ্গলের নহে, মনসামঙ্গলের। ইহা ছাড়া, রুদ্রদেবের রায়মঙ্গলের চারিখানি খণ্ডিত পত্র সম্প্রতি বিশ্বভারতী সংগ্রহ করিয়াছেন[৬]। সাহিত্য-পরিষদের ও বিশ্বভারতীর পুঁথি মিলাইয়া, বিশ্বভারতী অবিলম্বে ইহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ[৭] করিতেছেন।

রুদ্রদেবের রচনায় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহার রায়মঙ্গলের প্রাপ্ত পুঁথি খণ্ডিতভাবে মিলিয়াছে। প্রাপ্ত অংশে,[৮] বাঘের বর্ণনায়, বাঘের মিছিল-প্রদর্শনে এবং তাহাদের সুখ-দুঃখের কাহিনী-বিন্যাসে, রুদ্রদেব এই পরম্পরার কবিদের ছাড়াইয়া গিয়াছেন। বাঘেদের কেবলমাত্র 'রোল্-কল' নহে ; 'আপন বড়াই'-বর্ণনের মধ্য দিয়া, সেকালের 'রাঢ়'-সমাজের 'জাতি আচরণের'[৯] একটি উজ্জ্বল চিত্রও পাওয়া যায়। সে সময়ের শক্তিশালী এবং দুষ্ট ও খল-প্রকৃতির লোকের বাস্তব রূপ এই সকল ব্যাঘ্র, ভ্রমুক, কুম্ভীরাদির রূপকের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া আছে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। রুদ্রদেবের মতে, বাঘের নামমালা একমনে শ্রবণ করিলে, বনে বাঘের ভয় থাকে না[৯]। ইহাতে মনে হয়, বাহনের মর্যাদা, দেবতার পর্যায়েই উন্নীত হইয়াছে। অথবা, বৃষের সহিত শিবের, হস্তীর সহিত ইন্দ্রের, কূর্মের সহিত রুদ্র, প্রভৃতির মতো, দক্ষিণরায়ের সহিত বাঘের মৌলিক সম্পর্ক, কালক্রমে দেবতা ও বাহনে রূপায়িত হইয়াছে[১০]।

---

১ কবি ও বিদ্যা পুঁথি-নিরপেক্ষ, কৃষ্ণরামের কিছু উক্তি অক্ষত (প্রবাসী ১৩৬২, ১, পৃ ৯-১১) আছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সহিত আলাপে (১৪-১০-১৯৫৯) জানিলাম, তাঁহার ব্যবহৃত পাঠ, পালা-গায়কের নিকট হইতে সংগৃহীত। ২ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৪৫১।

৩ সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩৬। তু. 'অন্ন গীত কিরাতিয়া গাহে জাগরণ'। ৪ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৪৫৭।

৫ সংখ্যা ২২৬৬। ৬ বি-ভা-পু সং ১৬১৯ (তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত পুঁথিরূপ হইতে আবিষ্কৃত)।

৭ সা-প্র ৫, পৃ ১২১-১৪৮ (প্রস্তুত)। ৮ ঐ, পৃ ১২৩-১৩৩। ৯ ঐ, পৃ ১২৫।

১০ আলোচনা দ্র. পৃ ৪০, পা-টী ৪ ; ঐ, পৃ ১০৬, পা-টী ১ , ঐ, পৃ ১১৪, পা-টী ২ এবং পরে দ্রষ্টব্য।

রুদ্রদেবের পুঁথির খণ্ডিত পত্রগুচ্ছ হইতে আখ্যানভাগের তিনটি ধারা[১] মোটামুটি অনুসরণ করা যায়। গ্রন্থের একাধিক স্থলে পরিচিত দক্ষিণরায়-মঙ্গলের, ধর্ম-পুরাণের ও গোর্খ-বিজয়ের অংশ-বিশেষের সাদৃশ্য সুস্পষ্ট।

ক. রুদ্রদেবের মতে, কেবলমাত্র সুন্দরবনের বড়-খাঁ গাজী অথবা ভুরকুণ্ডের শা-জঙ্গলি, দক্ষিণরায়ের প্রতিপক্ষ নহেন। বড়-খাঁ, 'শলেমানা' অর্থাৎ সোলেমানা, বদর, হায়ানা গাজি, গোরাচাঁদ, মানিকপীর, ভানা-বিবি, জফর-খাঁ, ছুটী-খাঁ প্রভৃতি পীর[২] পয়গম্বর অনেকেই তাঁহাদের 'ফকির'-সেনা লইয়া, বীরবর দক্ষিণরায়ের[৩] সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত। ফকির-সেনাগণ আসিতেছে, মথুরা মোকামের ভানা-বিবির নিকট হইতে। রুদ্রদেবের রায়-গাজীর যুদ্ধ-বর্ণনা, ইতিহাস ছাড়িয়া উপকথায় পর্যবসিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতকের জফর-খাঁ, ফকীর-সেনা প্রভৃতির ঐতিহাসিক স্মৃতি এবং যুদ্ধের পৌরাণিক বর্ণনা, রুদ্রদেবের রচনায় একাকার হইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণরায়ের সহায়, রুদ্রদেবের মতে, রণনিপুণ তাঁহার পঙ্কপাত্র[৪]। দক্ষিণরায় চৌরাশী[৫] শার্দূল সেনা এবং গাজীগণ ফকীর-সেনা[৬] লইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ভিমরুলবেশী বস্ত্র মৃত্যু পোকার[৭] কামড়ে ফকীর-বাহিনীকে ঠাকুর দক্ষিণরায় ব্যতিব্যস্ত করিলেন। ক্রোধে, রায়ের 'নয়ান ভিতরে যেন আনল নিকালে'। পৌরাণিক নানা অস্ত্র বর্ষণে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। মহেশ্বর দানব সৈন্য পাঠাইলেন রায়-পক্ষে। অবশেষে, নারদ আসিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া, রায় ও গাজীর মধ্যে দোস্তালি[৮] পাতাইয়া দিলেন। গাজী 'বড় ভাঈ'[৯] সম্বোধনে, রায়ের সহিত সন্ধি করিলেন।

খ. রত্নাকর তৎপুত্র বুলচন্দ্র ও বহুসংখ্যক বাউলা সঙ্গে লইয়া, পুষ্পদত্তের নৌকা-গঠনের নিমিত্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে যায়। ভালো কাষ্ঠ মিলে না। দক্ষিণরায় রত্নাকে স্বপ্নে কহেন, 'সুমাঙ্গ রুধির পূজা' করিলে 'ভাল কাষ্ঠ' পাওয়া যাইবে। রত্না বলে, সে 'সমাঙ্গ রুধির পূজা' দিবে, দেশে ফিরিয়া; অরণ্যে তাহা সম্ভব নহে। শুনিয়া, রায় ক্রুদ্ধ হইলেন। রত্না পুষ্পের পরিবর্তে, নিজ মাথা[১০] কাটিয়া রায়পূজা করিতে চাহে। কিন্তু রায় চাহেন

১ তুলনামূলক সবিস্তর আলোচনা সা-প্র ৫, গ্রন্থের ভূমিকায় মিলিবে।

২ এই সকল ব্যক্তি সমকালীন নহেন।

৩ বিভিন্ন শতাব্দীর এই সকল মুসলমান সেনাপতির সহিত দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ হইয়াছিল বলায়, দক্ষিণরায়ের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগাইতেছে।

৪ কবিরদেবে 'পঙ্কপাত্রের' উল্লেখ নাই; যাদুনাথ, হরিশ্চন্দ্রের 'পঙ্কপাত্র' ছিল, বলিয়াছেন (সা-প্র ৩, পৃ ২২)।

৫ রু-রা, পৃ ১২৮। ইহা সম্ভবতঃ যৌগিক গুরুসংখ্যা-বাচক। ৬ আলোচনা দ্র. পু-প ২, ভূ. পৃ ৯-১১।

৭ ভূ. পৃ ৪৭, পা-টী ২। ৮ রু-রা, পৃ ১৩৮। কৃষ্ণরামের পরিকল্পনার অংশতঃ অনুরূপ।

৯ তু. বদর, গঙ্গার পূর্বকূলের 'বড় ভাই' (পু-প ২, ভূ. পৃ ৭)।

১০ ইহা ধর্মঠাকুরের নিকট 'হাকণ্ডসেবন' স্মরণ করায়।

তাহার পুত্র-বলিদান, ধর্ম-ঠাকুরের অনুসরণে। ধর্ম-পুরাণের হরিশ্চন্দ্র-রাজার আদর্শ ('বিশেষ কথা') সাক্ষ্য মানিয়া, পুত্র বলিদান স্থির হইল। পুত্র বুলচন্দ্র, পিতার পরলোকে 'শুভগতি' অর্থাৎ সুখ, মোক্ষ এবং পরিত্রাণ ('অব্যাহতি') লাভের লোভে, বলি হইতে নিজেই ব্যস্ত হয়[১]।

গ. বিমলা বেণেনীর ছেলে পুষ্পদত্ত, 'মধুকর' ডিঙ্গায় চাপিয়া, দিবারাত্রে জোয়ার-ভাটা পার হইয়া বাণিজ্যে যাত্রা করে। লক্ষ্য, 'তুরঙ্গ-পাটনে'[২] পিতার উদ্ধার। বর্ণনা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম, কৃষ্ণরাম ও হরিদেবের বর্ণনার সমগোত্রের[৩]। কবির কামনা,—'রুদ্র কবি মন বাহু কতখণ রায়ের চরণতলে'।

কৃষ্ণরামের দক্ষিণরায় মঙ্গলে কিছু 'অসঙ্গতা'[৪] আছে,—এ কথা ঠিক নহে। রুদ্রদেবের গ্রন্থ পাকা-হাতের রচনা। আলোচ্য পুঁথির খসড়া-আবেদায়, গায়ক-কবির লোকরঞ্জনের প্রয়োজনে, স্থানে স্থানে পরিচ্ছন্ন সাহিত্য-শৈলীর অভাব দেখা যায়। তথাপি, সম-উৎস-নিঃসৃত দক্ষিণরায়মঙ্গল-সমূহের মধ্যে হরিদেব-বলরামের রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত। রীতিগতভাবে কাব্যারম্ভের পর, শাড়ি ও জাগরণ-ক্রমে তাঁহাদের উপস্থাপিত রায়-পুরাণের কাহিনীসমূহকে[৫] একটি সূত্রে গাঁথিয়া বলা যায়, ইহা শিবসুত ব্যাঘ্রবাহন দক্ষিণরায় ও অশ্ববাহন কালুরায়ের স্বর্গ মর্ত, বিশেষতঃ ভাটিরাজ্যে অধিকারবিস্তার এবং অনুগত উপাসকদের মর্তে বৃদ্ধিমান্ ও পরলোকে 'পরিত্রাণ' করা। [প্রাগৈতিহাসিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাল ব্যাপিয়া তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্যাবলীর তাৎপর্য-ব্যাখ্যা পূর্বে[৬] করিয়াছি। বিভিন্ন ধারায় তাঁহাদের স্বরূপ-সন্ধান পরে করিতেছি।]

---

১ এই অংশে কৃষ্ণরামের 'রায়মঙ্গল' অপেক্ষা, [illegible] ধর্মপুরাণের সহিত রুদ্রদেবের অধিকতর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ২ ইহা কৃষ্ণরামের পরিকল্পনার সদৃশ।

৩ অঞ্চলবিশেষে রচিত লৌকিক সাহিত্যের বস্তুনির্দেশ, প্রায় একই রকমের হইয়া থাকে, দেখা যায়।

৪ সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩৯।

৫ সংক্ষিপ্ত পরিচয় দ্র. ভূ. পৃ ১২-১৪ ; বিশদ পরিচয় দ্র. ঐ, পৃ ২০-২৭।

৬ ভূ. পৃ ১৫-১৯ ; ঐ, পৃ ১৪-২৩ অন্তর্ভুক্ত সমগ্র পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

শীতলামঙ্গল

পুরাতন বাঙ্গালা-সাহিত্যে গবেষণার ক্ষেত্রে 'শীতলামঙ্গলের' প্রথম আবির্ভাব ঘটে ১৩০৫ বঙ্গাব্দে। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়[১] ইহার প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেন। তাঁহার পূর্বে ও পরে, অনেকেই এই বিষয় লইয়া অল্প-বিস্তর নাড়াচাড়া করিয়াছেন; কিন্তু সমগ্ররূপে ইহার আলোচনা হয় নাই।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কবি কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল রচিত হইয়াছিল। কৃষ্ণরামের শীতলামঙ্গলের অখণ্ডিত পুঁথিতে তিনটিমাত্র পালা[২] পাওয়া গিয়াছে,—১. মদনদাস জগাতি ২. কাজি ও ৩. হৃষিকেশ সাধু। অষ্টাদশ শতকের বিশিষ্ট ধর্মমঙ্গলকার মাণিকরাম গাঙ্গুলি একখানি শীতলামঙ্গল[৩] রচনা করিয়াছিলেন। তাহার 'লব-কুশের' পালা মিলিয়াছে। এতদ্ব্যতীত আরও সাত আট জন শীতলামঙ্গলকারের নাম পাওয়া যায়,—কবিচন্দ্র চক্রবর্তী বা শঙ্কর কবি অথবা শ্রীশঙ্কর, কবিবল্লভ দৈবকীনন্দন, নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, রামেশ্বর ঘোষ, দ্বিজ গোপাল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী ও দয়াল। ইহাদের মধ্যে কৃষ্ণরামের পালাত্রয়[৪] ও নিত্যানন্দের শীতলা-জাগরণ[৫] গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে; 'বিরাট' পালার 'হেমঘট-তোলা'-পালা ছাপা হয় নাই। দৈবকীনন্দন,[৬] নিত্যানন্দ[৭] ও মাণিক গাঙ্গুলির[৮] রচনার পরিচয় অংশতঃ প্রকাশিত হইয়াছে। রামেশ্বর ঘোষের পুঁথি আছে খুলনা-দৌলতপুর কলেজ-লাইব্রেরী-সংগ্রহে[৯]। দয়াল, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, দ্বিজ গোপাল, শঙ্কর, শ্রীবল্লভ ও নিত্যানন্দের কিছু কিছু পুঁথি বর্ধমান-সাহিত্যসভা-সংগ্রহে[১০] এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে। বিশ্বভারতীও নিত্যানন্দ, শঙ্কর কবি ও বল্লভের কিছু পুঁথি সংগ্রহ[১১] করিয়াছেন। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কবিবল্লভ দৈবকীনন্দনের রচিত যে একটি পালার পরিচয় দিয়াছেন, তদতিরিক্ত 'লবকুশ পালার' পুঁথি সাহিত্যসভা-সংগ্রহে আছে। ইহার সহিত মাণিকরামের 'লবকুশ

---

১ ১৩০৫, পৃ ২৭-৭০। ২ এ-সো প ৫১৭৫।

৩ মাণিকরাম গাঙ্গুলির অধস্তন বংশধর শ্রীযুক্ত রামপতি গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট হইতে, মাণিকরামের বাস্তু গাদিতে রক্ষিত, ধর্মমঙ্গলের অখণ্ডিত দ্বিতীয় পুঁথির তাড়া এবং তাহাতে রক্ষিত 'শীতলামঙ্গলের' পুঁথি, মৎকর্তৃক সংগৃহীত ও বর্ধমান সাহিত্যসভায় সংরক্ষিত (দ্র. ব-সা-স-প্র ২, ১৩৫১, পৃ ৩০-৩৪)।

৪ ক-কৃ দা গ্র, পৃ ২৬৯-২৮৫, ক বি-প্রকাশিত, ১৯৫৮। ৫ বটতলা প্রকাশিত, ১৮৭৮।

৬ 'রাজা চন্দ্রকেতুর পালা' সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩২-৫১। ইঁহার 'রঘুনাথ দত্ত পালা' অনাবিষ্কৃত (ঐ, পৃ ৩১)।

৭ 'গোকুল-পালা' ঐ, পৃ ৫১-৭০। নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর পরিচয়,—'কাজীর পদবী এই গোত্রে ভরদ্বাজ' (সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৩)।

৮ ব-সা-স-প্র ২, ১৩৫১, পৃ ৩০-৩৪। ৯ দ্র. ঐ, পৃ ৩৪।

১০ বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৮০০-০১, ৫৫৮-৬১; ৭২৯।

১১ পু-প ১, পৃ ২৩৬; ঐ ২, পৃ ৩৬৫-৬৬, ৩৭২ দ্রষ্টব্য।

পালার' সাদৃশ্য দেখা যায়। সাহিত্যসভায় বল্লভের 'পাতালবর্গ' ও শঙ্করের 'রঘুদত্ত বণিকের' পালাও আছে। ব্যক্তিগত-সংগ্রহে[১] নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর শীতলামঙ্গলের সম্পূর্ণ আটটি পালাই সংরক্ষিত আছে বলিয়া সংবাদ পাইয়াছি; কোনও পালারই এখনও আলোচনা-বা মুদ্রণ-সৌভাগ্য ঘটে নাই।

যাহাই হউক, এ নাগাৎ আবিষ্কৃত প্রকীর্ণ পালাসমূহ মুদ্রিত না হওয়া পর্যন্ত এতৎসম্পর্কে ব্যাপক বিচার-বিশ্লেষণের[২] সুযোগ মিলিবে না। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলোচিত ও অনালোচিত, মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কাহিনীগুলিতে সাহিত্যিক বৈচিত্র্য যতই থাকুক, এই রচনা-ধারার[৩] মূলসূত্র-নির্ণয়ে, সকল কাহিনীতে মতৈক্য অবশ্যই ঘটিবে।

প্রস্তুত গ্রন্থে,[৪] দ্বিজ হরিদেবের ভনিতায় 'পাড়ি'[৫] ও 'জাগরণে'[৬] 'অষ্টদিনের গুণ'[৭]-প্রকাশক 'শীতলামঙ্গল' তাহার সমগ্ররূপে, পুরাতন বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাসে অসামান্য আসনের দাবী করিতে পারে। উল্লিখিত পরিচিত শীতলা-পালাগুলির মধ্যে কোনও পালার সহিত হরিদেবের রচিত আটটি পালার কোনটির বিশেষ সাদৃশ্য নাই। পূর্ববিশ্লেষিত পালাগুলির আলোচনার দ্বারা একটি ভাবধারার ক্রমবিবর্তন অতি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। উহার মূল, তন্ত্র ও বেদ উপনিষদের অভিমুখে প্রসারিত। উজান-ভাটিতে বাণিজ্যের উৎপ্রেক্ষায়, তির্যক্ জাতি হইতে আরম্ভ করিয়া, মনুষ্য পর্যন্ত জীবের বিবিধ আধি-ব্যাধির নিরাময়ের পন্থা উদ্ভাবনের রূপকে, এমন কি, উচ্চতর দেবতাদি যোনির অন্তর্বাসিগণের বিচিত্র কাহিনীসমূহের মাধ্যমে, এই ক্রমপরিণতি আরও সুব্যক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া কবিকৃতিতে লোকগোচর হইয়াছে। ভারতীয় ঐতিহ্যানুসারী কল্পনার বৈচিত্র্যে, গ্রন্থনার নৈপুণ্যে, উপস্থাপনার অভিনবত্বে ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতায়, হরিদেব তাঁহার পূর্বসূরিগণকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। এই জন্য হরিদেব শীতলামঙ্গলের আদিকবি না হইলেও, সুচিরকাল-প্রবাহিত অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন ভাবধারার ধারক ও বিশ্লেষক-স্বরূপে বাঙ্গালা-সাহিত্যে তাঁহার অসপত্ন অধিকার অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না।

১ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের অধিকৃত (২২-৭-১৯৬০)।

২ ইহা সঙ্গত অনুমান,—শীতলামঙ্গলকার শ্রীবল্লভ ও নিত্যানন্দ যথাক্রমে 'কালুরায়ের গীত' ও 'কালুরায়-মঙ্গলের' রচয়িতা। এইরূপ রচনা দ্বারা তাঁহারা দেশপরিক্রমা সমাপ্ত করিয়াছেন।

৩ আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, শীতলামঙ্গল রচনার ধারা আধুনিক-কালেও অব্যাহত ছিল। যশোহর-নড়াইল-শঙ্করপাশা গ্রামের স্বর্গত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের রচিত, মুদ্রিত 'শীতলামঙ্গল' গ্রন্থ শ্রীযুক্ত হরিদাস মিত্র মহাশয় দেখিয়াছিলেন।

৪ পৃ ১৭৩-২৭২। ৫ ঐ, পৃ ২২৭-২৭২। ৬ ঐ, পৃ ১৭৩-২২৬। ৭ ঐ, পৃ ২২১-২২৩।

দক্ষিণরায়-মঙ্গলের দেবতা দক্ষিণরায়ের স্বরূপ-বিশ্লেষণ করিলে সুস্পষ্ট পাঁচটি ধারার সন্ধান পাওয়া যায় ;— ১. রায়মল্লরূপী ২. ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত ৩. মুণ্ডমূর্তিতে ৪. কুম্ভপুরুষ বারা-প্রতীকে এবং ৫. ক্ষেত্রপাল শিবসুতরূপে। এইরূপ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে দক্ষিণরায়ের সম্যক্ আলোচনা লক্ষণীয়রূপে অদ্যাবধি বিশেষ কোথাও হয় নাই। ফলে, হস্তিদর্শন-ন্যায়মতে, আমরা দক্ষিণরায়কে চিনিতে পারি নাই। যাহাই হউক, সেই চেষ্টায় প্রত্যেকটি ধারা-উপধারার বিশদভাবে বিচার করা যাইতেছে।

১. রায়মল্লরূপী ঐতিহাসিক মানুষ দক্ষিণরায়: নিম্নবঙ্গে পাঠান-অধিকারের প্রারম্ভে, অরাজকতার সময়ে, বর্তমান দক্ষিণ-চব্বিশ-পরগণার হিন্দুগণকে দক্ষিণরায় বিপদে-আপদে রক্ষা করিতেন। সেই হেতু কালক্রমে স্থানীয় জনসাধারণ শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে তাঁহাকে দেবতায় পরিণত করেন। তজ্জন্য দক্ষিণ-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার যোদ্ধৃবেশী মূর্তি পূজিত হয়।

আঠারো ভাটি আমল করিবার জন্য বড়খাঁ গাজির সহিত খনিয়াতে তাঁহার যুদ্ধ হয়। রাজা মুকুট রায়ের কন্যাকে রক্ষার জন্যও বড়খাঁর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল।

খনিয়া আদিগঙ্গার মজা খাতের পার্শ্বে অবস্থিত। সেখানে এখনও 'মুকুটের দীঘি' ও গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান। তাহা সেন-যুগের পরিচয় বহন করে। খনিয়ার দেড় মাইল উত্তরে চণ্ডীপুর নামে একটি গ্রাম আছে। সেখানে বড়খাঁ গাজি ও চাঁপা-বিবির কবরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান। তাহাতে পাঠান আমলের প্রারম্ভকালের নিদর্শন মিলে। কবরের সন্নিকটে ও খনিয়াতে পাঠান সম্রাট ইলতুতমিসের (আলতামসের) ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দের রৌপ্যমুদ্রা মিলিয়াছে।

খনিয়ার প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে খাড়ি গ্রাম। প্রবাদ, সেখানে দক্ষিণরায় থাকিতেন। সেখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে, প্রায় চারি শত বৎসরের পুরাতন মসজিদের সদৃশ একটি ভগ্নগৃহে বড়খাঁ গাজির মনুষ্য-প্রমাণ একটি দারুময় অশ্বারোহী মূর্তি আছে[১]।

অতঃপর এ নাগাৎ প্রাপ্ত সাহিত্যিক তথ্যাবলী জুড়িয়া, দক্ষিণরায়ের ঐতিহাসিকতার পক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। দক্ষিণরায়ের পিতার নাম প্রভাকর[২]। তিনি ছিলেন শৈব[৩]। মাতা নারায়ণী[৩]। রানীর নাম লীলা[৪] বা লীলাবতী[৫]। শ্বশুরের

১ আমাকে লিখিত শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের ১৬-৯-১৯৫৯ তারিখের পত্রের সারসঙ্কলন। খাড়িগ্রামের গাজি সাহেবের মূর্তি দ্র. প-ব-স, প্লেট সং ৩১। ধপধপি গ্রামে পূজিত রায়মল্ল দক্ষিণরায়ের মূর্তি দ্র. আ-বা-প, রবিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৩৬৪, পৃ ৭। ২ কৃ-মা, পৃ ৩; মতান্তরে, 'দণ্ডকৌমুদি'—বো-বি-জ-না, পৃ ২১ (ই-বা-সা, পৃ ৮৯)। ৩ বো-বি-জ-না, পৃ ১৪ ই.। ৪ পুঁ-প ২, পৃ ১১৩। ৫ কৃ-মা, পৃ ১।

নাম ধর্মকেতু[১]। দক্ষিণরায়ের ছিল পঞ্চপাত্র[২]। তন্মধ্যে একজনের নাম বাণেশ্বর বা বালেশ্বর[৩]। যুদ্ধের সময় ইনি রায়ের হাতে অস্ত্র 'সামশের' যোগাইয়া দিয়াছিলেন[৩]। রুদ্রদেব রায়কে যোদ্ধৃবেশ পরাইয়াছেন প্রত্যক্ষদর্শীর মতো,[৪]—

'শরীরে কাবাই দিলেন পায়ে দিলেন মোজা, আটিয়ে বান্ধিলেন পটী দক্ষিণের রাজা'[৪]।

তবে 'খান দাউড়া'[৫], বাঘ, বড়খাঁ গাজি[৫] ও দক্ষিণরায়[৫] উভয়েরই[৫]। দক্ষিণরায়ের ঘোড়ার নাম, কৃষ্ণরামের মতে, 'হীরারাম'[৬]; হরিদেবের মতে, রায়ের 'চড়নঘোড়া' সোনা-রূপা[৭] বাঘ। কালুরায় তাঁহার ভ্রাতা ও বন্ধু; তিনিও চড়েন ঘোড়ায়[৮]। তাঁহাকে হিজলিতে[৯] পাঠাইয়াছিলেন দক্ষিণরায়। খনিয়ায়[১০] ছিল 'অনাদ্য শিব' এবং 'দক্ষিণ-রায়ের ঘর'[১০]। খাড়িতেও[১১] ছিল রায়ের বাড়ি,[১১] সম্ভবতঃ গড়খাই[১২] প্রাসাদে। খাড়ির উত্তরে খনিয়া[১৩]।

কৃষ্ণরামের মতে, বড়খাঁ গাজির সহিত দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ[১৪] হয় এবং দোস্তালি[১৫] হওয়ায় আঠারো ভাটিতে উভয় বন্ধুরই অধিকার সাব্যস্ত[১৪] হয়। রুদ্রদেব বলেন,[১৫] ছোট দেওয়ান বড়বাড়ীর দত্ত, সোলেমানা, বদর, দায়না গাজি, গোরাচাঁদ, তানা-বিবি, বিভিন্ন পীর পয়গম্বর, মঘুরার ফকিরদল, গাজির অনুগত দফর-খাঁ, ছুটী-খাঁ, মানিকপীর, পুষ্পদত্ত প্রভৃতি প্রত্যেকেই দক্ষিণরায়ের বিরুদ্ধে সমরাঙ্গনে একত্র হইয়াছিলেন। শাহা সেকেন্দারের পুত্র[১৬] বড়খাঁর রণসজ্জায়[১৫] বাস্তবতার গন্ধ আছে,—

'সাজিল বড়কা গাজি মজা দিলেন পায় লোহার জিঞ্জির টোপ দিলেন মাথায়।
কামান তবগজ পিটে থর থর পুরি করিল মেল্যার সাজ হাতেতে কুঠরি।
বান্ধিল বড়খা গাজি নানা হাতিয়ার তুরুকি ঘোড়ার পিটে হইল সয়ার'।

রুদ্রদেব 'দক্ষিণের রাজার' নিকটে বাগ-সেনার বড়াইয়ের যে বাস্তব বিবরণ[১৭] দিয়াছেন, তাহাতেও দক্ষিণরায় যে ঐতিহাসিক রায়মল্ল তাহা বিশ্বাস করার প্রবণতা জাগে। কিন্তু ইতিহাসের শেষ-রক্ষা হয় নাই। যুদ্ধ-বর্ণনায়[১৮] পুরাণ আসিয়া ইতিহাসকে কোণঠাসা করিয়াছে। অবশেষে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের অনুরোধে, নারদ অবতীর্ণ হইয়া রায়-গাজির 'বন্ধুতা' করাইতেই,[১৯] ঐতিহাসিক পরিস্থিতি জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। কেবলমাত্র রায়-গাজির যুদ্ধ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কৃষ্ণরাম ইতিহাস মানিতে চাহিলেও, রুদ্রদেব নিছক উপকথা

১ রু-রা, পৃ ৪। ২ ঐ, পৃ ১ ই.; কৃ-রা, পৃ ১৩৬ ই.; পুঁ প২, পৃ ১১৩। ৩ পু-প২, পৃ ১২১।
৪ রু-রা, পৃ ১৩৪। ৫ রু-রা, পৃ ৪১। পুঁ-প২, পৃ ১০৮; কৃ-রা, পৃ ১২৭। ৬ কৃ-রা, পৃ ১।
৭ পৃ ২৮২। ৮ পৃ ৪৮। রু-রা, পৃ ৩। ৯ পৃ ১৯৪। ঐ, পৃ ৪। ১০ ঐ, পৃ ১৩।
১১ ঐ, পৃ ৩০। ১২ কৃ-রা, পৃ ১৪৩। ১৩ রু-রা, পৃ ৩৩। ১৪ ঐ, পৃ ১৭।
১৫ কৃ-রা, পৃ ১৩৪-৩৫। ১৬ বো-বি-রু-রা, পৃ ৩০। ১৭ কৃ-রা, পৃ ১২৯-১৩৩।
১৮ ঐ, পৃ ১৩৬-৩৭। ১৯ ঐ, পৃ ১৩৮-৩৯।

বানাইয়াছেন। কারণ, তাঁহার উল্লিখিত[1] সকল পীর গাজি এক সময়ের নহেন; এবং ইহা স্বাভাবিক যে, বিভিন্ন শতাব্দীর বিভিন্ন স্থানের সকল পীর গাজির সহিত একা মানুষ দক্ষিণরায় লড়িতে পারেন না। পক্ষান্তরে, হরিদেব[2] ইতিহাসের ধার ঘেঁষিয়াও যান নাই। দেবসমাজে কথা উঠিলে, শিব, পুত্র ক্ষেত্রপালকে পরামর্শ দিলেন, দক্ষিণ অরণ্যের পীরকে যুদ্ধে হঠাইয়া অষ্টাদশ ভাটি তাঁহার দখল করা উচিত।

২. ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দক্ষিণরায়: এই ধারায় তিনটি উপধারা: ক. অবিমিশ্র বাঘ খ. মিশ্র বাঘ গ. বাহন, বসন ও বাহিনীরূপে বাঘ।

ক. নিম্নবঙ্গের অরণ্যভূমির বাঘ, সেরা বাঘের রাজা: রূপে গুণে ও বিক্রমে সারা বিশ্বের বিস্ময়। সুতরাং ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের অধিকারী বাঘের দেবত্বে উন্নীত হইতে বিলম্ব হয় নাই। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে ও লৌকিক ব্রত পূজায় 'সোনাই'[3] ও 'বাঘাই'[3] স্থান লাভ করিয়াছেন। বাঘ কুলকেতু (*totem*) ও কুল-পদবী,[4] এই নজির বাংলায় ও বহির্বঙ্গে প্রচুর মিলিবে। দৈহিক বিশালতার গৌরবে ভারতে একদা হস্তীও দেবত্বে[5] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সহজাত শারীর-বৈশিষ্ট্যের জন্য ভাল্লুকও পুরাণেতিহাসে[6] দেবভক্ত হইতে দেববাহনে স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতে মানবেতর প্রাণিপূজার পরম্পরায় প্রায় কোনওটিই অর্বাচীন কালের নহে। এদেশে বহিরাগত কোনও 'অনার্য'-সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও সংঘাতে প্রাণী বৃক্ষ বা প্রস্তরাদি পূজার প্রবর্তন হইয়াছে—এই ধারণা করিবারও কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপে গুণে উপকারিতায় একক এবং কোনও জন্তু, বস্তু বা ঘটনা সহজ-ব্যাখ্যার অতীত হইলেই, আদিম মানুষের মনে তাহা দেবভাবনায় পর্যবসিত হইয়াছে; পৃথিবীর সকল দেশেই এই মনোভাব দুর্লক্ষ্য নহে। এদেশে বিভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে, এই বিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটিয়াছে, এইরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। ভারতবর্ষের জীব-জন্তু তাহাদের বিশেষ বিশেষ গুণধর্মের জোরে, এইভাবেই সহজ পরিণতির পথে দেবতায় পর্যবসিত হইয়াছে। কোনও অর্বাচীনকালে সহসা এই সকল পূজার প্রবর্তন হয় নাই। তথ্য-সংগ্রহের অভাবহেতু ভিন্ন মত অবতারিত হইলেও, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। 'পশুসমাজের দেবতা পশুর দেবতায় রূপান্তরিত হইয়াছেন', —এইরূপ গবেষণা অর্থহীন।

ভারতের অন্য প্রদেশের মতো, বাংলাদেশেও লোক নিছক বাঘেরই পূজা করিয়া থাকে। এই লোকেরা কেবল সাঁওতাল কোল ভীলাদি আর্যেতর সমাজের নহে; আদিম

১ রু-বা, পৃ ১৩৪-৩৫। ২ পৃ ২৯৪।

৩ দ্র. *J-D-L, vol. viii, pp. 141-72, 173-206*; সা-প-প ১৩১৯, পৃ ১৬৭-৭০।

৪ ভু. পৃ ৬৭, পা-টী ৩। ৫ দ্র. *Gana, p. 19* ই.। ৬ ভু. পৃ ১১৯, পা-টী ৫।

ও লৌকিক, এবং বৈদিক-তান্ত্রিক-পৌরাণিক ধারাপুষ্ট সংস্কৃতির বাহক তাহারা পল্লীবাসী বাঙ্গালী। হরিদেবের মতে,[১] চিত্রবতী গোপীর তপস্যায় স্বয়ং কপিলা মর্ত্তে আসিয়াছিলেন। কপিলা এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার দশভুজা মূর্ত্তি[২] দেখাইয়াছিলেন। নারদ ব্যাঘ্ররূপে আসিয়া[৩] কপিলাকে স্বর্গে লইয়া যান। 'বাঘাইর বয়েতেও' এই কাহিনীর ইঙ্গিত[৪] আছে। মনে হয়, গাভী মূলতঃ গোপসমাজের কুলদেবী[৪]; এবং গো-রক্ষার জন্ত কৃষকেরা[৫] সাধারণভাবেই পৌষ-সংক্রান্তিতে ধান চাউলের উপচার দিয়া ব্যাঘ্রপূজা[৫] করিয়া থাকে। এই 'বাঘাই' যে সে বাঘ নহে, 'রায় গোসাঞি দক্ষিণা'[৬]; ইনি স্ববলে 'তামাম সংসার' দখল[৭] করিতে পারেন এবং 'মনিষ্য ধরিয়া সেই আহার করয়'। ইহার রূপান্তরে, ধর্মঠাকুরও হইয়াছেন 'বাঘরায়'[৮]। পক্ষান্তরে, রামাই গোস্বামী 'বাঘনা'-পাড়ায় 'বাঘকে' হরিনাম শুনাইয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন। গোস্বামীরা আজও ঠাকুরের পূজার সময় বাঘ-বাঘিনীর নামে ভোগ দিয়া থাকেন[৮]। ওদিকে দেখা যায়, গোসাঞি-বাঘের প্রাগৈতিহাসিক প্রতিমা—এখনও ভারতীয় শিশুর খেলার পুতুলে[৯] স্বমহিমায় বিরাজমান।

খ. কোকামুখ-স্বামী,[১০] কোকামুখা[১১] দুর্গা এদেশের সুপ্রাচীন ও সুপরিচিত দেবতা। মহাভারতে অর্জুন কোকামুখা দুর্গার[১১] স্তব[১১] করিয়াছেন। পূর্বভারতের কোটিবর্ষ বিষয়ে 'কোকামুখ তীর্থের' উল্লেখ[১১] প্রাচীন পুরাণে ও মহাভারতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ 'ব্যাঘ্র-জাতকে' বৃক্ষসম্পৃক্ত ব্যাঘ্র-মানবের ও ব্যাঘ্র-সিংহযুক্ত বৃক্ষদেবতাদ্বয়ের কথা[১২] বিধৃত হইয়াছে। উর্দ্ধাঙ্গ রায়মঙ্গ ও নিম্নাঙ্গ ব্যাঘ্র, এইরূপ চিত্রিত মৃন্ময় মূর্তি বিশ্বভারতীর কলাভবন মুজিয়মে রক্ষিত[১৩] আছে।

দক্ষিণরায়মঙ্গলকার হরিদেব নরসিংহ-অবতারের বর্ণনায়,[১৪] তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। রুদ্রসন্তান ভব ও শর্বের শার্দূল-সাজাত্য[১৫] সর্বজনবিদিত। হরিদেব দক্ষিণরায়-কালুরায়কে তাঁহাদের আদর্শেই উপস্থাপিত করিয়াছেন; নারদমুনির রূপে[১৬] এবং চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তিতে[১৭] বাঘের রূপান্তর, নাটকীয় মুহূর্তে, তাঁহার গ্রন্থে অবতারিত হইয়াছে।

---

১ পৃ ১৮-২০। ২ পৃ ৪২-৪৩। ৩ পৃ ৪৪-৪৯।

৪ সা-প-প ১৩১৯, পৃ ১৬৮ 'গোয়ালিয়া বলে আছে দধি, গোয়ালনী বলে নাই, বাথানে পড়িয়া মরল নবলক্ষ গাই' ।...'গোয়াল-ঘরের একটি কল্পা দুধের কাহিনী'।

৫ ঐ, পৃ ১৬৭। ইনি 'গোমুখ-ক্ষেত্রপাল' (ধ-পূ-বি, পৃ ১৪৪) হইতে পারেন।

৬ কা-পা-চ-ব (ঈ-বা-সা, পৃ ২৮)।

৭ অনরার গাড়ুর সদগোপ সাজবংশে অশৌচ পালন করিতে হইত ভাগুক মারা গেলে (দ্র. কু. পৃ ১১৯, পা-টী ৫)। বাদ দরিলে, অশৌচাদির কোনও কৃত্য লিকুপুরের 'বাগুদী' মল্লরাজবংশে প্রচলিত ছিল বা আছে কি না, অনুসন্ধানযোগ্য। ৮ প-ব-স', পৃ ১৭৪, ৩২৪-২৬। ৯ দ্র. *F-T I, 1956, pl. no. 65*।

১০ কোকামুখ স্বামী=ব্যাঘ্রমুখ বিষ্ণু বা শিব (দ্র. কু-রা, কু. পৃ ৫-৬)।

১১ *Epi Indi, vol. xv, 1919-20 p. 140*। কোকামুখা দুর্গার কথা, শীতলার রূপচিন্তা এবং 'সিদ্ধান্ত'-প্রসঙ্গে পরে দ্রষ্টব্য। ১২ *I-F-L, vol. II, no. I, pp. 13, 10-14*।

১৩ *No. 6. 723-53* ১৪ পৃ ১৩। ১৫ কু. পৃ ৫৭, পা-টী ৪। ১৬ পৃ ৪৯। ১৭ পৃ ৩০২।

আশ্চর্যের বিষয়, মানব-সভ্যতার উন্মেষকালেও চতুর্ভুজ ব্যাঘ্রদেবতা[1] পূজা পাইয়াছিল। মহেঞ্জো-দরোর এবং চাংহু-দরোর মুদ্রায় ও বৌদ্ধ 'ব্যাঘ্র-জাতকের' কাহিনী-অবলম্বনে সম্প্রতি তুলনামূলক যে মূল্যবান্ আলোচনা[2] প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সূত্র ধরিয়া বাঙ্গালার বুনো ও কাঠুরিয়া-পূজিত অরণ্যাধিপতি ও ব্যাঘ্রসম্পৃক্ত দক্ষিণরায়-কালুরায়ের প্রচলিত লৌকিক কাহিনীর বিস্ময়কর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

গ. তন্ত্রশাস্ত্রে ব্যাঘ্রবাহনা দেবীর সন্ধান পাওয়া যায়। আভিচারিকা দেবীর বাহন বহুস্থলেই ব্যাঘ্র[৯] সিংহ প্রভৃতি। ভারতের বাহিরে হিট্টাইট সভ্যতার নিদর্শনরূপে আনাতোলিয়াতে পক্ষযুক্ত সিংহারূঢ়, মুকুটিতমুণ্ডমাত্র, নাগপুচ্ছ বৃষ্টি-দেবতার মূর্তি[3] আবিষ্কৃত হইয়াছে। অজ্ঞাতনামা রচয়িতার একখানি মনসামঙ্গলের পুঁথিতে[4] দেবী চণ্ডিকাকে 'বাগবাহিনী' বলা হইয়াছে। 'শিবপুরাণে'[5] দেবী কালীর বাহন, বাঘ[6] 'সোমনন্দী'। ধর্মপুরাণে ধর্মঠাকুরের নিকট বলিস্বরূপ অজার বোহির্দ্বারে 'বাঘসেন'[7]কে বসানো হইয়াছে। ধর্মঠাকুরের বল্লুকাতীরস্থ মন্দিরের দ্বারী 'দীপক বাঘের'[1] কাহিনী রামাই পণ্ডিতের ভনিতায় সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। দ্বারকেশ্বর ও মুণ্ডেশ্বরী বা 'মুড়াই' নদীর উপত্যকা-অঞ্চলে বাগদী পণ্ডিত-পূজিত ক্ষুদিরায় ধর্মঠাকুরের বেদীতে, ব্যাঘ্রবাহনা[8] দেবী 'অম্বিকা চণ্ডী' অদ্যাপি নিত্য পূজিতা হইতেছেন। দক্ষিণরাঢ়ের কোন কোনও গ্রামের বনেদী গৃহস্থের গৃহদেবতা বাঁকুড়ারায় ও ক্ষুদিরায় ধর্মঠাকুরের বাহন, বাঘ[9] ; দেবতা 'পঞ্চানন্দের'[10] বাহন 'বাঘেশ্বর'[11] ; 'প্রভুর আপন বাটীতে'[12] বাঘও স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে ভক্তজনের পূজা আদায় করিতেছেন। রুদ্রদেব তাঁহার রায়মঙ্গলে বলিয়াছেন, বাঘের নামমালা শ্রবণ বা পাঠ করিলে ব্যাঘ্রভয়[13] থাকে না। কৃষ্ণরামের নূতন পুঁথিতেও অনুরূপ উক্তি দেখিতে পাই[14]। ইহাতে বেশ বোঝা যায়, স্বয়ং বাঘই দেবতায় পর্যবসিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে 'বাঘরায়ের থান'-এরও অপ্রাচুর্য নাই।

বাঘবাহনা দেবী চণ্ডী ভগবতীর সন্ধান ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায়। দেবসভায় দেবীর এই বাঘ দেখিয়া নর্তক শ্রীধরের তালভঙ্গ হওয়াতে শ্যামার শাপে শ্রীধর, জালন্দাতে দুষ্ট খল কামদল

---

১ *I-P-A, 1959, pl. no. xvii*। দ্র. তু. পৃ ১৩২, পা-টী ১২।
২ প্র-সা-ড, ১৪, ১৬-২৭। ৩ দ্র. *T. Hit. p. 203*। ৪ পুঁ-প ১, পৃ ৩৪।
৫ বায়-সং ২১-২৩। ৬ ধ-পু-বি, পৃ ১৭৯। ৭ সা-প্র ৩, পৃ ১৫১ ই.।
৮ শ্রীমান্ রামরতন রায়ের লিখিত ৪-১১-১৯৫৯ তারিখের পত্র হইতে।
৯ বর্ধমান-ছোটবৈনান গ্রামের পাল-ডিলিদের পুরোহিত প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের ৭-৯-১৯৫৯ তারিখের বিবৃতি।
১০ বাবা+শিব+ধর্ম। পাথরের চোয়াল এই 'পেঁচো' ঠাকুরের প্রতীক। অশ্বকবাহন পঞ্চাননের পাত্র 'চোয়ালের' (পুঁ-প ২, পৃ ১৪৪ ই.) সম্পর্কে আলোচনা (তু. প্র, ১৩৫৮, পৃ ২২৯) প্রস্তাবে দ্র.।
১১ মৎকর্তৃক পরিদৃষ্ট। ১২ বা-সা-ই ১ম, ২সং, পৃ ৭৯২ 'প্রভুর আপন বাটি বইনান-কামারহাটি'।
১৩ সা-প্র ৫, পৃ ১২৫। ১৪ পুঁ-প ২, পৃ ১১৩।

বাঘরূপে[১] জন্মিয়াছিল। তারাদীঘীতে জন্মলাভের পূর্বে তাহাকে বাস করিতে হয় চম্পা-নদীর তটে, 'রূপী'-বাঘের গর্ভে। দেবী শীতলা, 'দক্ষিণেশ্বর' ও দিদি ঠাকরুণের[২] এবং গাজী ফকিরের বাঘে চড়ার কাহিনী প্রচলিত আছে। বর্গীর হাঙ্গামার সময়ে সুপুরের আনন্দচাঁদ গোঁসাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, 'নগরের' নবাবের গুরু খুষ্টিকুরীর মিঞা সাহেব—বাঘের পিঠে চড়িয়া[৩]।

বাহন হইতে বাঘের বাহিনী ও বসনে রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। বাঘের চর্ম পরিধান করায় শিবের নাম 'বাঘাম্বর'[৪]। সিজুয়া পর্বতের শবরকুমারী মনসা ব্যাঘ্র[৫]-চর্মপরিহিতা। গণেশকে শিব পরিতে উপহার দিয়াছিলেন ব্যাঘ্র[৬]-চর্ম। শীতলাও পরেন[৭] বাঘছাল।

দক্ষিণ ও কালুরায়ের বাঘবাহিনী সুপ্রসিদ্ধ। তাহা ছাড়া, দক্ষিণরায়ের 'চড়ন-ঘোড়া' বাঘের নাম 'সোনা-রূপা'[৮]। কৃষ্ণরামের কথায়, দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজি উভয়েরই বাঘসৈন্য ছিল। রুদ্রদেবের মতে, বাঘের মতো বন্য মৃত্যুপোকা[৯], ভিমরুল[১০] ও কুম্ভীরও[১১] দক্ষিণরায়ের অন্যতম সেনাবাহিনী। হরিদেবের মতে, দক্ষিণরায় ও কালুরায় মধুপোকার রক্ষক[১১] এবং ভিমরুল[১২] তাঁহাদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়াছে। রুদ্রদেব বলেন, গাজিদের ছিল ফকির-সেনা[১৩] এবং বাগসেনা কেবলমাত্র দক্ষিণরায়ের; গাজির নহে। তবে গাজির ফকির-ফৌজ চলেন 'বাগের গর্জন'[১৪] করিতে করিতে। যাহাই হউক, রুদ্রদেবের বাঘ জীবন্ত 'বাগদী'-সমাজ[১৫]; অন্যদের বাগ[১৬]

১ ধর্মমঙ্গলের 'জালন্দা' পালা দ্র.। ২ পৃ ৩৬৬।

৩ বীরভূম-সুপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র মজুমদার এম্-এ, বি-এল্ মহাশয়ের বিবৃত সুন্দর গল্পকাহিনী অবলম্বনে। ৪ ইহা অগ্নি-প্রতীক ব্যাঘ্রচর্মের রূপক। ৫ বা সা ই ১ম, পু, ৩য়, পৃ ১৮৭।

৬ 'ব্যাঘ্রচর্ম দদৌ শিবঃ' (বরা-পু)। ৭ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩৫। ৮ পৃ ২৮২।

৯ সা-প্র ৫, পৃ ১৩৩। ১০ ঐ, ঐ 'ভ্রমর'। ১১ পৃ ৬৯। ১২ পৃ ৪৬।

১৩ সা-প্র ৫, পৃ ১৩৪ ই.। ১৪ সা-প্র ৫, পৃ ১৩৯।

১৫ কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন লোকসাহিত্যে বর্ণিত 'বাগ' সৈন্য যে সুন্দরবনের প্রসিদ্ধ খাপদ বাঘ নহে, তাহা প্রাচীন ছড়ায় প্রচলিত 'আগডোম বাগডোম ঘোড়াডোম সাজে' ইত্যাদি অংশ হইতে জানা যায়। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ডোমেরা সৈন্যের কাজ করিত। আগডোম অর্থে *Sappers*, বাগডোম অর্থে *Infantry* এবং ঘোড়াডোম অর্থে *Cavalry* বুঝাইত। কালক্রমে উক্ত বাগ-সৈন্যই যে রামায়ণের বানর-সৈন্যের ন্যায় খাপদ বাঘ-সৈন্যে পরিণত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই (আমাকে লিখিত শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়ের ১৬-৯-১৯৫৯ তারিখের পত্র হইতে)। এই মন্তব্যের সহিত, দক্ষিণ-রাঢ়ে প্রচলিত একটি ছড়া যোগ করিলে, বাগদীদের ব্যাঘ্র-সংযোগ স্পষ্ট হয়,—'জাত বাগদী 'হেঁড়েল' (=নেকড়ে বাঘ সদৃশ)। জাত, পোষ মানে না আধেক রাত'।

১৬ কৃষ্ণরামের পুঁথির যথাযথ পাঠ সম্পূর্ণ উদ্ধার হইলে, বাঘেদের আরও চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যাইত। হরিদেবের বাঘ ব্রণ-বসন্তের মতো পুরাণতত্ত্ব-ঘেঁষা, দৈত্য দানব বা ডাকিনী যোগিনীর অনুরূপ; এবং তাঁহার বাঘ-সেনার সেনাপতি কালুরায়। আলোচনা দ্র. তু. পৃ ৬৭, পা-টী ৩, ই.। তু. 'পঞ্চ', 'ষষ্ঠ', 'সপ্ত', 'দ্বাদশ', 'বাহান্ন' বা 'চৌরাশী' বাঘ; 'চৌষট্টি' বিড়াল; 'চৌষট্টি' বসন্ত ই.।

অল্প-বিস্তর সেইরূপ। মানিকপীরের পিতা বদর মুরশিদের,[১] এবং কালুগাজির বাঘবাহিনী[২] ছিল। কবি কর্ণের রচিত সত্যপীরের 'ষোল পালার' অন্ততঃ চারিটি পালায় ব্যাঘ্রফৌজের প্রসঙ্গ[৩] আছে। সত্যপীর-জন্ম-পালায়, পদ্মলোচন-পালায়, শঙ্কর গুড়িয়া-পালায় এবং হরি-অর্জুন-পালায়, বিরাট বাঘসেনার কীর্তিকলাপ খুঁজিলেই মিলিবে। কপিলামঙ্গলের বাঘ[৪] মনসামঙ্গলেও[৫] আছে। বিপ্রদাস[৬] ও ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলেও,[৫] কপিলামঙ্গল ও রায়-মঙ্গলের অনুরূপ কাহিনী গ্রথিত হইয়াছে। ধর্মপুরাণে[৭] ও হরমঙ্গলে[৮] শিব ধানচাষ করিয়াছেন বাঘে ও বলদে হাল জুড়িয়া[৯]।

৩. মুণ্ডরূপ : মুণ্ড-প্রতিমায় দক্ষিণরায়[১০] পূজিত হন। বৃক্ষতলে বা বৃক্ষশাখায়[১১] এই মুণ্ড স্থাপনা করা হয়। পৌষ-সংক্রান্তির[১২] দিনে ও রাত্রে বিশেষ পূজা[১২] হয়। হিন্দুরা দেয় ছাগবলি ; মুসলমানেরা হালাল করে হাঁস মুরগী। ১লা মাঘ[১২] পূজার দিন কোথাও কোথাও দক্ষিণরায়ের মুণ্ড-প্রতিমা বিক্রয় হয়। দীর্ঘ চক্ষু দীর্ঘ কর্ণ দীর্ঘ দন্তশ্রেণী, চক্ষুতে ভীষণ ভাব[১৩]। মস্তকে কক্কার[১৪] আকারে সুবৃহৎ এক মুকুট[১৪]। পূজান্তে এই মূর্তি বিসর্জন না-দিয়া নির্দিষ্ট বৃক্ষতলে রাখিয়া আসা[১১] হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়[১০] প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন,—শনির দৃষ্টিতে উড়িয়া যাওয়া গণেশমুণ্ড বিঘ্নবিনাশন দক্ষিণ-রায়ের মুণ্ডরূপে নিম্নবঙ্গে উদ্ভূত হয়। আমরাও দেখিতেছি, হাওড়া[১৫] অঞ্চলেও গণেশমন্ত্রে[১৬] দক্ষিণরায়ের[১৬] এই মুণ্ডমূর্তির[১৬] পূজা[১৬] আরম্ভ হইয়াছে। কালুরায়ও[১৭] এইরূপ মুণ্ড-মূর্তিতে[১৭] পূজিত হন। ইঁহারা উভয়ে ক্ষেত্রপাল[১৭] দেবতা। ইঁহারা শিবানুচর ভৈরব[১৭] এবং মুস্তফী মহাশয়ের মতে, অপৌরাণিক[১৭] বনদেবতা[১৭]।

---

১ পুঁ-প ২, পৃ ১০৯-১১। চারিজন বাগ দুধ-বিবিকে হরণ করিয়াছিল, ঘুমন্ত অবস্থায়, খাটের পায়া ধরিয়া।
২ ইং-বা-সা, পৃ ১০০। ৩ পুঁ-প ১, দ্রু পৃ ৯ ১৮-১৯। ৪ দ্র. বি-ভা-পুঁ সং ৩৪ ই.।
৫ ম-ম, পৃ ৩৯৭-৪১২। ৬ পৃ ২১-২৭। ৭ ধ-পু বি, পৃ ২৩০। ৮ পুঁ-প ২, পৃ ৩২৫।
৯ বিশদ আলোচনা দ্র. ঐ, ভূ. পৃ ২৭-৩১।
১০ দ্র. সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২২৮-২৯।
১১ দ্র. ঐ, ঐ। ইহা রুদ্রের বৃক্ষপ্রীতির সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত।
১২ দ্র. ঐ, পৃ ২২৯। সম্ভবতঃ অন্নভোগ প্রদানে। ইহা কৃষিসম্পর্কের নিদর্শন। দক্ষিণ ভারতে, রুদ্রদেবতার নিকট অন্নভোগ-উৎসবের একটি মূল্যবান্ চিত্র দ্র. *The Illustrated Weekly of India, Sunday, Nov. 1, 1959, p. 33.*
১৩ দ্র. ঐ, ঐ, ঐ। উপদ্রববিতাড়ক ও নিরাপত্তাবিধায়ক। তু. অপদেবতা 'কুটন দেবর' বা 'কুট্টিচ্চটন'—প্র, ১৩৫৮, পৃ ২২৭, ৪৩০।
১৪ তু. রুদ্রের মুকুট। ইহা দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের অনুরূপ। বাঁকুড়ার নির্মিত আদিবাসীদের জোড়া-দেবতার চালচিত্রের (দ্র. পৃ ৩৬৭) সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। রাধাকৃষ্ণের জোড়া-মূর্তিতে দেবতার বিস্তৃত ওষ্ঠদ্বয় আদিম লক্ষণাক্রান্ত (দ্র. *I-F-A, pl. no. xi*)। ১৫ সরস্বতী নদীর প্রবাহপথ ধরিয়া।
১৬ পৃ ৩৯। হড়মড়া ক্ষেত্রপালরূপে। ১৭ 'কুম্ভীরারোহী', সা প-প ১৩০৩, পৃ ২৩১। ঐ, পৃ ২৩১-৩২।

কৃষ্ণরামের মতে, এই মুণ্ড, গাজীর সহিত যুদ্ধে নিহত[১] বীরবর দক্ষিণরায়ের মুণ্ড। ইহা 'বারামুণ্ড'[২] এবং 'বারা'[৩]—এই নামে পরিচিত। মানিকদত্ত বলেন,[৪] এই মুণ্ড ধর্মঠাকুরের।

ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় এই মুণ্ড-সম্পর্কে আদিগঙ্গার উভয়তীরস্থ উপত্যকা অঞ্চল হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে[৫] যে প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সরস্বতী-উপত্যকার বাসিন্দা হরিদেব ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সেই পরম্পরার কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। হরিদেবের মতেও,[৬] এই মুণ্ড, গণেশের মূল মুণ্ড। তিনি বলেন, গণেশের মুণ্ড শনির দৃষ্টিতে উড়িয়া গিয়া, 'দক্ষিণে পড়িয়া' দেবতা হইয়াছে।—এই সকল সাক্ষ্য-প্রমাণে এই মুণ্ড-প্রতীকের স্বরূপ-সন্ধান ও তাৎপর্য-ব্যাখ্যা আবশ্যক।

মস্তক সম্পর্কে দেবভাবনা ও তৎসম্পৃক্ত কৃত্যাবলী, হেস্টিংস সাহেবের মহাকোষ গ্রন্থে[৭] সবিস্তর আলোচিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেই মুণ্ডপূজার বিধি, বিভিন্ন বিধানে, বিভিন্ন উপলক্ষ্যে[৮]। কোথাও শস্যবৃদ্ধির কামনায়, কোথাও শত্রুবিজয়ীর সগৌরব জয়োল্লাসে,[৮] কোথাও উৎপাত প্রতিরোধের প্রত্যাশায়, কোথাও বা ধর্মচিন্তার বিবর্তনের ফলস্বরূপে মুকুটিতমুণ্ড, বহুমুণ্ড, নর-পশুমুণ্ড (যথা, *sphinx*) দেবতারূপে এই মুণ্ডপূজার বিধি প্রচলিত হইয়াছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, ভারতবর্ষের বিধানের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য; এবং সেই বৈশিষ্ট্য, রূপ হইতে ভাবে এবং ভাব হইতে রূপে[৯] আনাগোনা[৯]।

প্রাগৈতিহাসিক আদিম যুগের চ্যাং[১০] (*block*) বা মুণ্ডের পূজা ও নরবলি, ঔপনিষদ ভাবারোপে 'শিরোব্রত'[১১] ও 'হাকণ্ড সেবনে'[১২] পরিণতি লাভ করিয়াছে। আদিম 'রুদ্র'-দেব, পরবর্তী 'শিব'-স্বরূপে শান্ত ও সৌম্য[১৩]-রূপে 'সিদ্ধিমুক্তিদাতা' হইয়াছেন

---

১ 'বড়র্থ। হানিল খাড়া গলার উপর তাঁহার' (কৃ-রা, পৃ ১৭)।

২ 'বারামুণ্ড ক্ষিতে পড়ে এমনি প্রকার' (ঐ, ঐ)। তু. শ্রীরামচন্দ্রের, সুখবার ও লাউসেন প্রভৃতির 'বারামুণ্ড'।

৩ 'কাটামুণ্ড বারাপূজা সেই হইতে করে' (ঐ, ঐ)।

৪ চ-বো, পৃ ৭২১। মানিকদত্তের এই উক্তি অভ্রান্ত। বিভিন্ন ধর্মঠাকুর ও তাঁহাদের কামিন্যা, মুণ্ডরূপে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন, আরামবাগের সন্নিহিত অঞ্চলে। (শ্রীমান রামরতন রায়ের লিখিত ৪-১১-১৯৫৯ তারিখের পত্র হইতে)। রূপরামের মতে, ধর্মপুরাণে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রবলিদানে ধর্মপূজার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, দক্ষিণরায়, রত্নার পুত্রবলিদান চাহিতেছেন। ইহা মুণ্ডপ্রয়াসী বা নরবলিপ্রিয় কর্মঠাকুর ধর্মঠাকুরের সহিত, মুণ্ডরূপী দক্ষিণরায়ের সাজাত্য প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস।

৫ দ্র. সা-প-প ১৩০৩, পৃ ১২৯-৩০। ৬ পৃ ৩৯। ৭ *E-R-E, 1985, vol. 6, pp. 532-40*।

৮ যেমন, দক্ষিণ রাঢ়, কালীপূজার পরের দিন 'মড়ি-কাড়াকাড়ির' বিধান। মনে হয়, মূলে ইহা 'কালিকাপাতা' অথবা নরমুণ্ড-নৃত্য বা মড়াখেলা (তু. প-ব-স, পৃ ৫০)-রূপে অনুষ্ঠিত হইত। খেলায় জিতিয়া তুকি-লাভ, ইহারই রূপান্তর (*E-R-E, 1955, vol. 6, p. 534*)।

৯ প্রসঙ্গতঃ, জরাসুর 7 জরাসুড় 7 গণেশ (দ্র. পৃ ৩৪২); ষষ্ঠী 7 ষষ্ঠী 7 ষষ্ঠীদেবী (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৪৪২-৪৩) ইত্যাদি আলোচ্য। ১০ পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য। ১১ দ্র. সা-প্র ৩, গ্রন্থে, পৃ ৪-৫। তান্ত্রিক যোগীর মুণ্ডকপালাক্রান্ত 'পঞ্চমুণ্ডীর' আসনে উপবেশন, এই ব্রতোদযাপনের পরবর্তী প্রতীক-সাধন বলিয়া মনে করি।

১২ দ্র. তু. পৃ ১৭, পা-টী ৯। ১৩ আলোচনা দ্র. সাহি ১, ২, পৃ ২।

জনমানসে। আতঙ্কের দেবতা, প্রীতি ও ভক্তির দেবতায় ক্রমপরিণতি লাভ করিয়াছেন। 'অসুর' হইয়াছেন 'দেব'। কমঠ-'অসুর' রূপ হইলেন বিষ্ণু-'দেবের' কূর্মাবতার[১]।

আলোচ্য পর্যায়ে, রুদ্র রহিলেন আতঙ্কের দেবতাদিগের অন্যতম। কিন্তু তাঁহারও একটি দিক ছিল, ভক্তির। রুদ্র ছিলেন ভৈষজ্যের অধিপতি, দেহরোগের ও পাপরোগের অপহর্তা। পর্জন্যগণের পিতা রুদ্র ভীতিপ্রদ না হইয়া ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রুদ্রের 'দক্ষিণ-মুখের'[২] ও 'দক্ষিণ' হস্তের[৩] উপর ভক্তির আলো বিকীরিত হইল[৪]। এইরূপ ভক্তিনম্র চিত্তভূমিতে 'দক্ষিণাচারে' তান্ত্রিক উপাসনার ধারাটিও[৫] সহজেই আসিয়া শিব-স্বরূপের কল্যাণ-প্রবাহে মিশিয়া গেল।

বেদে মরুদ্গণ রুদ্রের 'গণ' নামে প্রসিদ্ধ। এই 'গণ' যাঁহার ইঙ্গিতে পরিচালিত, তিনি 'গণপতি'। সুতরাং বৈদিক-ভাবনায়, গণপতি—রুদ্র স্বয়ং[৬]। রুদ্র সহস্রশীর্ষ,[৭] ত্রিবক্‌ত্র[৮] বা পঞ্চানন[৯]। রুদ্র-ঈশান সকলের 'মুখ'-স্বরূপ[১০]। রুদ্রের 'দক্ষিণ-মুখের' দ্বারা রক্ষণের বা পালনের কামনা জানানো হইয়াছে উপনিষদে[১১]। দক্ষিণ-রুদ্রের 'মুখ', পরবর্তি-কালের রুদ্রপুত্র গণপতির 'মুণ্ড'। হরিদেবের কল্পিত গণপতিমুণ্ডের 'দক্ষিণে পড়িয়া দেবতা'[১২] হওয়ার সহিত ইহা পূর্ণ সামঞ্জস্যযুক্ত। সুতরাং প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মুণ্ডপূজা[১৩] ও উত্তরবৈদিক ঔপনিষদ যুগের ক্রমবিবর্তিত 'রুদ্র'-ভাবনার সমন্বয়ে, দক্ষিণাধি-

---

১ সাহি ১, ১, পৃ ১-এর আলোচনা অবলম্বনে লিখিত।

২ অষাঢ় ইত্যেবং কশ্চিদ্ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে, রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ (শ্বেত, ৪, ২১)।

৩ ক স্য তে রুদ্র মৃড়য়াকুর্হস্তো যো অস্তি ভেষজো জলাষঃ, অপভর্তা রপসো দৈব্যস্যাভী নু মা বৃষভ চক্ষমীথাঃ (ঋক, ২.৩৩.৭)। ৪ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. *R-Ś, pp. 5-9*।

৫ ত-প, পৃ ৫১। ৬ দ্র. ভূ. পৃ ১৪, পা-টী ৩।

৭ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ই. (শ্বেত, ৩, ১৪); দ্র. মহাসদাশিব মূর্তি (*E-H-I, vol. ii, pt. ii, pl. no. cxiv, Face, p. 372*)।

৮ তু. *M-D, vol. I, p. 59*। ইনি বৈদিক দেবতা রুদ্র (*R-Ś, p. 49*)।

৯ তু. পৃ ৯৪, পা-টী ১১। ১০ শির-উপ, ১,৫। ১১ শ্বেত, ৪, ২১। ১২ পৃ ৩৯।

১৩ বিভিন্ন দেব বা দেবীর নামে, সাধারণ অবস্থিত— ঠুঁটা জগন্নাথ, চ্যাংমুড়ী মনসা, 'পচামুড়ী' শীতলা (তু. পৃ ১১৮, পা-টী ৩), বর্ধমানের মুণ্ডেশ্বরী (শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনগোপাল বাজিকের সংগৃহীত তথ্য হইতে), কালীঘাটের কালী (পৃ ৭৮), ত্রিপুরার পীঠ-দেবী ত্রিপুরাসুন্দরী (রা-মা, প্র. ক, পৃ ১২৬), ত্রিপুর রাজবংশের চতুর্দশ কুলদেবতা (ঐ, ঐ, পৃ ১৩৯, ১৪০, ১৪১। এতৎসম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণের জন্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ মহাশয়ের নিকট অনুগৃহীত) প্রভৃতি। লোকশিল্পেও শিশু-রঞ্জনের জন্য ভক্তবর-কান্না ও ত্রিলোচনা কোকামুখী পুতুল (দ্র. নিজ পল্লীশ্রী-সংগ্রহ) দামোদর-উপত্যকায় অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

পতির মুণ্ডপূজার প্রবর্তন হইয়াছে।—এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্তভাবেই করা যাইতে পারে। বীরমল্ল দক্ষিণরায়ের মুণ্ডের সহিত ইহার যোগ-কল্পনা, নামসাদৃশ্যে 'কাকতালীয়' মাত্র।

৪. কুম্ভপুরুষ বারা-প্রতীকেঃ কৃষ্ণরামের মতে, 'একখানি মুণ্ডমাত্র বারা বলে তায়'[১] এবং কাটা-মুণ্ডের পূজার নামই বারাপূজা[২]। অর্থাৎ কাটা-মুণ্ডই বারা, এবং তাহার পূজা। কৃষ্ণরামের এই উক্তি হইতে মনে হয়, 'বারা', মুণ্ড-প্রতীকের পারিভাষিক নাম। 'বারি' শব্দ ইহার সমগোত্রীয়। 'ঝারি'[৩] 'ঝারা',[৪] 'বারি'[৫] 'বারারই'[৬] প্রকারভেদ। চ্যাং-'মুড়ী' 'মনসার ও পচা-'মুড়ী'[৭] শীতলার 'মুড়ী' বা মুণ্ড ইহারই অনুরূপ। কালীঘাটেও 'মুণ্ডপূজা'[৮] করিতে হয়, অজ বলি দিয়া। কালীপূজায় বলিপ্রদত্ত ছাগের 'মুড়ী'-কাড়াকাড়ি[৯] দক্ষিণ-রাঢ়ের সুপ্রসিদ্ধ একটি উৎসববিশেষ। একখানি মনসামঙ্গলে[১০] পাইয়াছি, 'মাথার খুলিতে' আগুন জ্বালিয়া মনসার 'বারি' আরাধনা করিতে হয়। কৃষ্ণরামের নবাবিষ্কৃত পুঁথিতে,[১১] দক্ষিণরায়ের 'বারা'-পূজার কিছু বিবরণ মিলিতেছে,—

খুনিঞা নগরে পূজে দক্ষিণরায়ের বারা
হিরেরস্তা হার তাহে কুশধ্বের ঝারা।

এবং এই 'বারা' যে 'ঘট',[১২] তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই[১১]। কারণ, ঘটে 'আবাহন' ও পূজার অন্তে,—

দক্ষিণরায়ের বারা ঝারা মাথায় করিয়া
কৃষ্ণরাম কবি গায় দক্ষিণরায় ভাবিয়া[১১]।

হরিদেব 'ঘট'-অর্থেই 'ঝারা-বারা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। হেমঘটে বা হেমঝারিতে পূজা করিতে হয় চণ্ডীর। 'কুম্ভে'[১৩] হয় বিষহরির পূজা। হরিদেবের মতে, দক্ষিণরায়ের পূজার জন্য 'ঝারা-বারা' আনাইয়াছিলেন কামাখ্যারাজ নলিভদ্র[১৩]। শীতলার, 'স্বর্ণবারি' ('যুগলভাণ্ড') পাইয়াছিল সুদরিদ্র ধীবর মুকুন্দ[১৪]-মুরারি, যমুনায় জাল পাতিয়া[১৫]। হরিদেব

১ কৃ-রা, পৃ ১৭। ২ 'কাটামুণ্ড বারাপূজা সেই হইতে করে' ঐ, ৩)।

৩ ক-চ, পৃ ১৯২। ৪ পৃ ১৪২-৪৩। ৫ পৃ ১৪৭। ৬ পৃ ২৪৫-৪৭।

৭ দ্র. পৃ ১১৮, পা-টী ৩। ৮ পৃ ৭৮।

৯ দক্ষিণ বর্ধমানের দামোদর-উপত্যকায় কার্তিক ও ছোটবৈনান গ্রামে এখনও ইহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

১০ পু-প ১, পৃ ২৪। ১১ পু-প ২, পৃ ১১২, ১১৭, ১১৬ ইত্যাদি।

১২ চে-ভায় প্রচলিত 'দক্ষ' পাঠ, স্পষ্টতঃই পাণ্ডুলিপিচ্যুত পাঠ 'কুম্ভ' হইবে।

১৩ পৃ ১০৭-৮। দ্র দ্র. পৃ ৫৯ পা-টী ৮।

১৪ মেদিনীপুরের কোন কোনও অঞ্চলে 'মুকুন্দ' নামে কৈবর্তের একটি 'থাক' বা গোষ্ঠী (*Sept*) আছে। ইহাদের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা দ্র. *Cen. 1951, Mid, pp.* [illegible]। ১৫ পৃ ১৭৭-৭৮।

আরও বলেন, দক্ষিণরায়ের 'ঝারা-বারা' আনিতে 'দক্ষিণ-পাটনের' পদ্মদহে বাণিজ্য-যাত্রা করিতে হয়। 'শীতলার বারা' পাওয়া যায় দক্ষিণে 'মুহুরি পাটনে'[১]। বাণিজ্যে যাইতে হয় ধীবরের সাহায্যে এবং পদ্মদহে যাইতে হয় গঙ্গার কাহিনী শুনিতে শুনিতে, ঝড় জল সহ্য করিয়া, মধ্যসমুদ্রে যমুনার জলে উজান বাহিয়া[২]। মায়া করিয়া ক্ষেত্রপতি দক্ষিণরায় স্বয়ং 'দিব্য পুষ্প-ঝারা বারা'-রূপে সাগরজলে ভাসিয়া উঠেন। জলে ভাসে 'রত্নময় ঝারা বারা'। ফিরিয়া চাহিলেই সেখানে দেখা যায় পদ্ম[৩]।

একখানি বাঙ্গালা আগম গ্রন্থে[৪] ধর্মঠাকুরকে 'কুম্ভপুরুষ' বলা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যে শীতলাকে বলা হয় 'কুম্ভখণ্ডমূর্তি'[৫]। মনসারও জন্ম কুম্ভে[৬]। ধর্মপুরাণের মতে, মৃত্তিকার ভাণ্ডে রক্ষিত ধর্ম-বীর্য বিষে পরিণত হইয়াছিল। দেহত্যাগের উদ্দেশে সেই খণ্ডিত বিষ পান করিয়া আদ্যাশক্তি অন্তর্বত্নী হইয়াছিলেন[৭]। তাহাতে জন্ম হইয়াছিল ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের। এই 'কুম্ভ' বা মৃৎভাণ্ডের নামান্তর 'বারা' বা বারিপূর্ণ ঘট। ইহা অগ্নি-উগ্র-ও আরোগ্যপ্রদ শুভ-সোম বারিধারক[৮]। এই উভয় প্রকার বারি স্থাপনের নিমিত্ত 'যুগলভাণ্ডের' কল্পনা। দক্ষিণরায় ও সোনারায়ের পরিপূরকত্বের নিমিত্ত 'বা-রা', এই ব্যাখ্যা খোপদহ বলিয়া মনে হয় না[৯]। বহির্ভারতীয় কোনও প্রভাবে গুরুত্ব না-দিয়া,[১০] ইহার প্রকৃত স্বরূপ-সন্ধানের জন্য আদিম ও বৈদিক-তান্ত্রিক আর্য-সংস্কৃতির আদি-উৎস ও তাহার প্রসারের পরিধি-নিরূপণ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। উপরন্তু, হরিদেবের বর্ণনা তাৎপর্যময়। বৈদিক ও যৌগিক তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আলোচনা না-করিলে এই তাৎপর্যের অর্থ-সঙ্কেত সুস্পষ্ট হয় না।

অথর্ববেদের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম কাণ্ডের চতুর্থ ও ষষ্ঠ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্রে ঘটে সংগৃহীত ('কুম্ভে আভৃতঃ'[১১]) ও বিভিন্নরূপ জলের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃরূপিণী দেবীগণের স্তোত্র রহিয়াছে। তাহাতে তাঁহাদিগকে সুধা, সর্বপ্রকার ভেষজ, অগ্নি ও সোমের আধার বলিয়া, তাঁহাদের নিকট কল্যাণ-কামনা করা হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব-বর্ণনায় মনু[১২] বলিয়াছেন,—অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজম্ অবাসৃজৎ, অর্থাৎ প্রথম সৃষ্ট হইল জল; তাহাতে হিরণ্যগর্ভ পরমপুরুষ রাখিলেন সৃষ্টির বীজ। সৃষ্টির প্রাণভূত বীজের আশ্রয় এই

১ পৃ ৩৬২। দ্র. 'রোসপুর-পাটন'। সা-প-প ১৩০৪, পৃ ৪৩। ২ পৃ ১০৯-১০। ৩ পৃ ঐ, ঐ।
৪ সা-প্র ৫, পৃ ১৪১। ৫ সা-প-প ১৩০৪, পৃ ৭০, পা-টী দ্র.। ৬ গো-বি, দ্র. পৃ ১-ক ৩।
৭ ঐ, ঐ, ক-খ ২খ, ২ সং, দ্র. পৃ ১। ৮ দ্র. পৃ ৫৯, পা-টী ৮। ৯ পৃ ৩৪৬-৪৭।
১০ দ্র. *P-I-A-F*, pp. *17-1.* । তুলনামূলক আলোচনার জন্য, উল্লেখ অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইলেও, বিদেশী প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ১১ ১-১-৬-৪। ১২ মনু-সং, ১, ৮ম

'অপ্' বা 'বারি'। এই অপ্-দেবী 'বারি'[১] হইতেই লৌকিক চণ্ডী, মনসা, শীতলাদির জন্ম। আত্ম-শরীরে এই বারির স্থাপনাই লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-ব্রতের গূঢ় উদ্দেশ্য। 'আপন মাথার খুলি তাহাতে দিপক জ্বালি আরাধিলা মনসার বারি'[২]—অর্থাৎ 'শিরোব্রতের'[৩] অনুষ্ঠানে বারি-সাধনা এক প্রশস্ত আঙ্গিক।—এই বৈদিক তত্ত্বের সহিত হরিদেবের উপস্থাপিত কামাখ্যারাজ বলিভদ্রের আনীত 'ঝারা-বারায়' রায়পূজার রূপকে, যৌগিক ধারা মিশিয়া গিয়াছে।

গঙ্গা-যমুনার খরস্রোতে ধীবরের উজান[৪] বাওয়া, এবং 'বারা'-রূপে সাগরজলে দক্ষিণরায়ের ভাসিয়া উঠা অথবা ফিরিয়া চাহিতেই,[৫] পদ্মের দর্শন[৫] লাভ করা—অর্থপূর্ণ। ইহা হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ হেমপঙ্কজগর্ভবান্ কুণ্ডের দর্শনপ্রাপ্তি, স্বর্ণপুষ্প-ঝারা-বারার প্রতীকে। যৌগিক উল্টা সাধনার[৬] তত্ত্বের ইঙ্গিতও ইহা নিঃসন্দেহে বহন করিতেছে।—

'উলটি ফুটউক ফুল পুনি কর ধ্যান, বোঝ বোঝ অএ বাপু এই ব্রহ্মজ্ঞান'[৭]।

সূর্য-চন্দ্র বা অগ্নি-সোম সমগ্র বিশ্বে[৮] এবং বিশ্ব হইতে দেহে[৯] পরিব্যাপ্ত। এই অগ্নি-সোম স্থাপনা করিয়া আরাধনা করিতে হয়, ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড হইতে দেহ-ভাণ্ডে, 'যুগলভাণ্ড'-রূপে। অগ্নি ও সোমের যোগে গঠিত শরীরে, উভয় তত্ত্ব বিধৃত করিয়া, উভয়ের ঊর্ধ্বে বসেন বিন্দুরূপী[৯] মহেশ্বর, ব্রহ্মতালুমূলে[১০] বা মস্তকে। সেইজন্যই মনে হয়, কেবল একখানি মুণ্ডে, বারা-মহেশ্বররূপী দক্ষিণরায়ের কল্পনা; এবং মস্তক-উৎসর্গের পূজায় তাঁহার প্রীতি। হাকণ্ড-সেবনে অর্থাৎ মাথা কাটিয়া, 'আনন্দ স্কন্ধে' রুদ্র-ধর্মপূজায় নীত,[১১] এই নিমিত্তই। মাতৃ-স্বরূপিণী সামুলা[১২] বা লোকবিশ্বাসে, 'সামলেশ্বরী কালী' এই মুণ্ড-কাটা-কৃত্যের প্রযোজিকা।

দক্ষিণরাঢ়ে পাঁচমুড়ো গ্রামের 'কুম্ভ'-কারদের[১৩] নির্মিত[১৩] মনসার 'ঘট' ও 'বারি'[১৩] এবং 'কুদ্র'[১৪]-শিবের মুণ্ডরূপী 'বারার' মূর্তিগুলি এই প্রসঙ্গ বুঝিতে সাহায্য করে। ভারতের

---

১ বারি (—জল, রেতঃ, ঘর্ম)। ২ পু-প ১, পৃ ৩৪।

৩ 'শিরোব্রতং শিরস্যগ্নিধারণলক্ষণম্'—মুণ্ড-উ, ৩-২-১০।

৪ 'কূল লই খর-সোস্তে উজাঅ'—চ-প, পৃ ৯৬। তু. 'উদ্যাস্তন্'—বৃহ-উ, ২-৪-১।

৫ পৃ ৩৫৪। ৬ ভা-সা-ঐ গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। ৭ গো-বি, পৃ ৯১।

৮ অগ্নি-সোমাত্মক-বিশ্বং ই. দ্র. বৃহজ্জাবালোপনিষৎ।

৯ অগ্নি-সোমাত্মকো দেহো বিন্দুর্যদুভয়াত্মকঃ। ১০ ভা-সা-ঐ, পৃ ৫৫। ১১ সা-প্র ৩, তু. পৃ ৪৫-৪৬।

১২ ইঁহাকে কেহ কেহ গৌড়-দেবতা 'সামলাই'-এর রূপান্তর বলিয়া মনে করেন। গৌড়ের 'গৌড়-বাবা' গৌড়েশ্বর শিব নামে পূজিত হইতেছেন (ব-দ, ২, চৈত্র দ্রষ্টব্য)।

১৩ দ্র. দেশ, ২১ ফাল্গুন, ১৩৬৬, পৃ ৩৫৩-৫৫। আমার মনে হয়, বারা-ঘট বা কুম্ভ-নির্মাণের বৃত্তিগ্রহণকারী বলিয়া বৃত্তিগত এই নাম। প্রসঙ্গতঃ, অন্যত্র রক্ষিত মনসা ও শীতলার 'বারা' বা 'কুম্ভ'-খণ্ডমূর্তির আলোকচিত্র দ্র. *P-I-A-E, Fig. Nos. 9, 12*। ১৪ অবশ্যই 'রুদ্র'।

বাহিরে নিদর্শন খুঁজিতে চাহিলে, হিট্টাইট সভ্যতার আবিষ্কারে, অপূর্ব 'যুগলভাণ্ডের' প্রতিমা দেখিতে পাওয়া যাইবে[১]। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভারতীয় সভ্যতাপ্রাপ্ত সুপ্রাচীন দেশসমূহের প্রত্নাবশেষ অনুসন্ধান করিলেই, যত্রতত্র 'জোড়া-ঘটের' উপাসনা প্রচলিত ছিল দেখা যাইবে এবং অবশ্যই তাহার প্রতিরূপ মিলিবে।

যাহাই হউক, 'বারাসত' বা 'বারাতলা' নামে দক্ষিণ রাঢ়ে অসংখ্য গ্রামের নাম ও দেবস্থান[২] আছে। দক্ষিণ-রাঢ়ে 'বারাসত' শব্দের অর্থ—'প্রাচুর্য'[৩]। বিঘ্নবিনাশের এবং প্রাচুর্য বা ঐশ্বর্যের কামনা করিয়াই, মনে হয়, একদা আদিম যুগে 'বরাম' বা 'বারাপূজা' প্রচলিত হইয়াছিল ; ক্রমে, দর্শনতত্ত্বের ক্রমবিবর্তনে, সে ঐশ্বর্য, ইহলোক হইতে পরলোকেও বিস্তারলাভ করিয়া, কাটা-মুণ্ডে 'ঝারা[৪]-বারা' প্রতিষ্ঠার সার্থকতা ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। কেবল দক্ষিণ-রায়ের কাটা-মুণ্ডের সহিত এই 'বারার'[৫] যোগাযোগের কল্পনা, 'চাষা'-ভোলানো 'ভাষা' বা লোক-ভোলানো জোড়াতালি মাত্র।

৫. ক্ষেত্রপাল শিবসুতরূপে : কৃষ্ণরাম ও রুদ্রদেব দক্ষিণরায়কে অসংখ্য[৬] পীর ফকিরের সহিত যুক্ত করাইয়াছেন। দক্ষিণরায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা ইতিহাসের গন্ধ ফাঁদিলেও, হরিদেব দক্ষিণরায়কে বিশুদ্ধ দেবতারূপে দেখিয়াছেন। অবশ্য ইতিহাসের ছিটাফোঁটা[৭] তাঁহার রচনায় ছিটকাইয়া আসে নাই, তাহাও নহে ; তবে সে নিতান্তই নগণ্য।

নিম্নবঙ্গে মুসলমানদের অধিকার-বিস্তারের আদি-পর্বেই, স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট হইতে প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রচেষ্টা শুরু হয়। দেশীয় সংস্কৃতি ও কুলদেবতার মাধ্যমে, বিভিন্ন করণ উপকরণ দ্বারা সংঘাত নিবারণের চেষ্টা চলে এবং সমন্বয়ের পন্থা আবিষ্কৃত হয়। সন্ধি ও বিগ্রহের ঘূর্ণীপাকে দেশীয় তাবৎ বৃত্তি,—কৃষি, গো-পালন, নৌযাত্রা,

১ দ্র. *T. Hit. pl. 1b*।

২ তন্মধ্যে মুকুন্দরামের উল্লিখিত মুড়াই ('মুণ্ডেশ্বরী') নদীর উৎপত্তিস্থলের সন্নিকটে, কাইতির বাগরাজার পাট ও উষা-বালিপোতার মধ্যবর্তী অঞ্চলে, 'কলিঙ্গা' পুষ্করিণী ও 'বারাসত' প্রসিদ্ধ।

৩ বিশেষতঃ, ধানের অধিক সংখ্যক 'মড়াই' সম্পর্কে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা দরকার, রুদ্র কৃষির দেবতা।

৪ 'বারা ঝারা' সৃষ্টির মূলীভূত শক্তি,—'শোণিত স্থাপিয়া প্রভু দিল এক ঝারা, শূন্যমধ্যে জন্ম হইল লক্ষ লক্ষ তারা'—গো-বি, পৃ ১২৬।

৫ 'বারাঠাকুর' ও 'বাবাঠাকুরে' ধ্বনিসাদৃশ্য থাকিলেও, উভয়ে নিঃসম্পর্কিত দেবতা। পাত্র 'চোয়ালে' সমেত 'বাবা' রুদ্র পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দের সম্পর্কে সবিস্তর আলোচনা সা-প্র গ্রন্থমালার ষষ্ঠ খণ্ডে করা হইবে (দ্র. ভূ. পৃ ১৩৩, পা-টী ১০)। ৬ ভূ. পৃ ১৩০, পা-টী ১৪, ১৫। ৭ পৃ ৮১, ৯২, ১৪৪-৪৫।

বাণিজ্য ও যুদ্ধাদিতে বাঙ্গালীর উদ্যম প্রসারিত হইয়া জাতীয় অভ্যুত্থান ঘটে। শিল্পকলায়[১] পুরাতন ধারারই অনুবৃত্তি চলিতে থাকে। পরম্পরাগত আদিম লোকদেবতাগণ শ্রেণি-বিশেষে প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাঁহাদের মধ্যস্থতায় বাঙ্গালীর সমাজ-জীবন স্থিতাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ইহারই ভূমিকায় প্রাচীন লোক-দেবতাদের উপর বৈদিক, যৌগিক ও তান্ত্রিক ভাবারোপে 'শাড়ি'-'জাগরণের' রূপক-উৎপ্রেক্ষায় নব নব, ভাষা, পুরাণ-সংহিতা রচিত হইতে থাকে।

এইরূপ জাতীয় পরিস্থিতিতে, আদিম মুণ্ডপূজার তাৎপর্য-ব্যাখ্যায় পরম্পরার সূত্র ধরিয়া হরিদেব, গণেশমুণ্ডকে দক্ষিণে ফেলিয়া, হুড়মুড়া ক্ষেত্র, শিবসুত দক্ষিণরায়ের কল্পনা[২] করিয়াছেন। দক্ষিণেশ্বর[৩] বা দক্ষিণরায়[৩] শিবের সন্তান, ব্যাঘ্রবাহন বীরমল্ল উগ্র ক্ষেত্রপাল দেবতা। মস্তকে তাঁহার তেজঃ বা অগ্নিশিখার প্রতীক[৪] মুকুট। গ্রাম্য উপদেবতা ভৈরবনন্দন[৫] ক্ষেত্রপাল দক্ষিণরায় সমগ্র গ্রাম এবং শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিবেন, মধুবনে 'মধু-পোকা'র' বিপদ ভঞ্জন করিবেন। গভীর জঙ্গলে কাঠুরিয়াদের[৬] কাষ্ঠ-আহরণ নিরুপদ্রব করিবেন। দক্ষিণরায়ের ব্যাঘ্রবাহিনীর অধিনায়ক, যমজ ভ্রাতা অশ্বারোহী কালুরায়,[৭] সাক্ষাত তাঁহার বিজুলির রূপরায়[৮]। দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হইলে, তাঁহার শরীর হইতে অসংখ্য ক্ষেত্রপালের[৯] এবং বাঘের[১০] জন্ম হয়। কুম্ভীর[১১] ও পোকা[১১]-ও তাঁহার সৈন্য।

কালুরায়মঙ্গল ও শীতলামঙ্গলকার নিত্যানন্দ চাষী-কৈবর্তদের[১২] চাষ[১৩]-সম্পর্কে

---

১ পৃ ১৫৮-৫৯। তু. 'বাঙ্গালা' মন্দিরের মূর্তি (*Cen. 1951, 24 Par, p. cxxvi*)। আলোচনা দ্র. বা. [illegible], পৃ, ৩য় সং, পৃ ২০-২২। ২ পৃ ১৯ তু. পৃ ৮৩, পাদটী ১।

৩ [illegible] এই নামে শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির বর্তমান। [illegible] উভয় নাম সমার্থক।

৪ এই মুকুটের সহিত রোমক [illegible] উষ্ণীষ [illegible], পৃ ১২৯, অথবা [illegible] 'জ্যাত' (*Ijat*)-এর কোন সম্পর্ক না থাকিলে, [illegible] শক্তি, তেজঃ, (*numbus*) বা প্রভার প্রতীকরূপে মস্তকে অগ্নিশিখা ধারণের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। [illegible] ও শীতলাপূজায় (পৃ ১১৮, ১২০) মাথায় ধুনা পোড়ানো, —ইহারই প্রকারভেদ।

৫ পৃ ১৭৫ ই., [illegible], '[illegible] ভৈরব' ([illegible], পৃ [illegible]), শিব+কোচনী→পাঁচানন্দ (*Cen. 1951, Hoor, pp. xiv xv*)। শিব+গঙ্গা→ [illegible] (বি. ব., পৃ ১১৮)। আলোচনা [illegible] দ্র.।

৬ দক্ষিণরায়-অধিষ্ঠিত 'বৃক্ষ পূজাপালি' বা [illegible] [illegible] নাম দিয়া।

৭ পৃ ৫৮। ৮ পৃ ১১। ৯ পৃ ৮০, ১০৩। ১০ পৃ ১৩৬।

১১ কুম্ভীর+পোকা→কুম্ভীপাক। আমার মনে হয়, [illegible] ও [illegible] নরকের কল্পনা হইতে, স্বতন্ত্র কুম্ভীর ও মধুপোকা ভিন্নরূপের ধারণা করা হইয়াছে। [illegible] কুম্ভীর ও মধুপোকের বাহুল্য, এই কল্পনায় ইন্ধন যোগাইয়া থাকিবে।

১২ 'করে চাষ কৈবর্ত কোদালে হাতে গড়া' —সা প প, ১৩০৩, পৃ ১৮।

বাস্তব বর্ণনা করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে সকল শ্রেণীর লোকেরই বিশিষ্ট বৃত্তি— চাষ। প্রাচীন সাহিত্যের বহু স্থলে ইহার বর্ণনা মিলে। বাঘে বলদে হাল জুড়িয়া, স্বয়ং শিব চাষের চূড়ান্ত[১] করিয়াছেন। সুতরাং শিবযুক্ত ক্ষেত্রপাল দক্ষিণরায় কৃষি-আধিকারিক দেবতা[২]।

গোপী চিত্রবতীর কাহিনীতে গো-পালনের আদর্শ চিত্রটি[৩] পরিষ্কার ধরা পড়িয়াছে। তাঁহাকে প্রয়াগে[৪] শিবের ধেনুহেতু তপস্যা করিতে বসাইয়া হরিদেব গূঢ় যৌগিক ইঙ্গিতও[৫] করিয়াছেন। কৃষির সহিত গো-পালন সম্পৃক্ত। চিত্রবতী-কপিলা-মনুরথের কাহিনী সুপ্রাচীন[৬] এবং সুপরিচিত[৭]। এই আখ্যানটি ক্ষেত্রপাল শিবযুক্ত দক্ষিণেশ্বরের পুরাণে অতি সহজেই স্থান লাভ করিয়া প্রথম-সূত্র যোজনা করিয়াছে।

ঋগ্বেদে পৃশ্নি[৮] গাভী ও গৌরী সমার্থক[৮]। কোনো কোন মতে, জীব বা উপাসক-মাত্রেই গাভী এবং দেবতা বা রক্ষকমাত্রেই গোরক্ষ-বৃষ[৮]। সুপ্রাচীন যুগে কোথাও কোথাও দেবমন্দিরের পুরোহিতেরা নারীবেশে অর্থাৎ গাভীরূপে সজ্জিত হইয়া, গোরক্ষ বৃষ দেবতার নিকট প্রার্থনা[৯] জানাইতেন। প্রসঙ্গতঃ, প্রাগৈতিহাসিক-যুগের শিলাফলকে উৎকীর্ণ, হিট্টাইট রাজা-রানী কর্তৃক বৃষ-দেব-পূজার মূর্তিটির[১০] প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে, ঋগ্বেদে পুরুষ-দেবতা বৃষ। ইন্দ্র 'গবামসি গোপতিঃ'[১১]। মধ্য-দিনের সূর্য-বিষ্ণু 'গো-পা'[১২] বা 'গো-পাল'। সুতরাং আলোচ্য কাহিনীটি, আদিম আর্য গোপ আভীরদের গো-পালন কৃত্যের সহিত, বৈদিক দেবভাবনা মিশাইয়া, পরম্পরাগতভাবে বাহিয়া আসিয়া, কৃষিদেবতা দক্ষিণরায়ের গো-রক্ষামূলক শার্দুল-কাহিনীর ভূমিকা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। উপরন্তু, মহাভারতীয় আদর্শে, দ্রৌপদীর পঞ্চ পাণ্ডবের মতো এই কপিলার সঙ্গী পঞ্চ ষাঁড়[১৩]। এবং এই বাঘের চরিত্রও বড়ো অদ্ভুত। এই বাঘ আকাশে ওড়ে,[১৪] আকাশে মিলায়,[১৫] হরিগুণ-গান গায়[১৬] এবং ধরে বনমালাধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুর[১৭] রূপ।

---

১ সবিস্তর আলোচনা দ্র. পূ-প ১, ভূ. পৃ. ১৭-৩১।

২ এই জন্ম পৌষ-সংক্রান্তিতে ইঁহার বিশেষ পূজার বিধান (সা-প-প, ১৩০৩, পৃ ২২৯)। মহীশূরে দেবী 'বিশালমারি'-পূজার পদ্ধতিতে বৃষ-উপাসনা, প্রেত-তর্পণ ও কৃষি-উৎকর্ষের জন্য বিবিধ রীতি অনুষ্ঠিত হয় (*V-G-S-I p. 142*)।

৩ পৃ ৪০। ৪ পৃ ১৮। ৫ পৃ ৩৫৩।

৬ ভূ. পৃ ৪২, পা-টী ৩। 'গো-কূলে' পূজা লইতে শীতলার বিশেষ আগ্রহ (সা-প প ১৩০৫, পৃ ৫৩ ই.)।

৭ ভূ. পৃ ৪১, পা-টী ৯।

৮ গো-প ২খ, ভূ. পৃ ।/০। ৯ ঐ, ঐ। ১০ দ্র. *T-Hit, pl. no. 16*। ১১ ৭-৯৮-৬।

১২ ১-২২-১৮। ১৩ পৃ ২৮৭। ১৪ ভূ. পৃ ৪৫, পা-টী ৫।

১৫ বি-ম, পৃ ২১৩ 'ধরিয়া বাঘের পুচ্ছ ফেলিল আকাশে'।

১৬ পৃ ৪৯। ১৭ পৃ ৩০২।

নৌযাত্রা-প্রসঙ্গে ধীবরদের মাছধরা, নাবিকদের নৌকা-বাওয়া, বাআলিয়া শবরদের[১] কাষ্ঠসংগ্রহ করিতে যাওয়া, মৌয়ালদের[১] মধুসংগ্রহ ও মলঙ্গীদের লবণের[২] চেষ্টায় যাত্রা, ইত্যাদি দেশীয় আদিম বৃত্তিসমূহ অব্যাহতই থাকে। চিলামেষ[৩] লইয়া নৌকা-[৪] পারাপারে রায়ের নাবিক বা ধীবরপ্রীতি[৫] পরিস্ফুট। পদ্মের পাপড়ির[৬] মতো কোমল এবং অর্ধ-নারীশ্বর[৭]-রূপে যশোরে, রায়ের ধীবর-উদ্ধার তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। ধীবরদের প্রতি শীতলার কৃপাও[৮] অসাধারণ; সে যেন জলজীবীদের প্রতি অপ্‌-দেবীর সহজ করুণা-নির্ঝর। যাহাই হউক, হরিদেবের পটভূমিতে, শ্রীকৃষ্ণের আভীর-নারী[৯] ও মৎস্যগন্ধার[১০] মুনিকে লইয়া খেয়া-পারাপার। কিন্তু কবি-চেতনায় এ নদী যমুনা[১১] বা সাত-তাল বমুকা[১২] হইতে সমুদ্র[১৩] ও ভবসমুদ্র[১৪]; পার হইতে হয় তুষের নৌকায়[১৫]।

---

১ নিত্যানন্দের মতে, 'কাট কাটে কোড়ি খায় যতেক শবর'—সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৭। হরিদেবে দেখা যায় (পৃ ১৭০) বাউলিয়াগণই কাঠ মোম মধু সংগ্রহ করিতে যাইত। রুদ্রদেব বলেন, দক্ষিণেশ্বরের পূজা না করিয়া বনে কেহ ভালো কাষ্ঠ পায় না। 'কোরা বাঁকা গেঠে' ব্যতীত ভালো কাষ্ঠ পাইতে কৃচ্ছ্রসাধনা করিতে ও নিখুঁত নর বলি দিতে হইত (রু-রা, পৃ ১৪০); রায়কে লঙ্ঘন করিয়া বন কাটিলে, বাঘের কবলে প্রাণান্ত অবশ্যম্ভাবী (ঐ, পৃ ১২৯)। মনে হয়, গভীর দক্ষিণ বনে কাঠ-কাটা মূলতঃ শবরদের বৃত্তি ছিল। নৌযাত্রার পূর্বে, 'স্বর্ণ-পঞ্জর' ধরিয়া, কাঠ আনিবার শপথ গ্রহণ করিতে হইত (পৃ ১৭০-৭১)। চণ্ডীমঙ্গলের 'স্বর্ণপিঞ্জর' ইহারই নামান্তর। এই আলোকে 'শবরীনারায়ণ' (দ্র. তু. পৃ ১১৩, পা-টী ২, ৩) জগন্নাথের দারুময় মূর্তি নির্মাণের উদ্দেশ্যে সমুদ্রজলে নিম্বকাষ্ঠ ভাসিয়া আসার প্রসঙ্গ বিচার্য। কাষ্ঠসংগ্রহকারী শবরদের ইহা কুলকেতু (*totem*); পক্ষান্তরে, শিকারী শবরদের কুলকেতু—স্বর্ণগোধা। পর্ণশবরী চণ্ডীর ভক্ত কালকেতুর কাহিনীতে ইহারই বিস্তার। মঙ্গবেশী দক্ষিণরায়কে কেহ কেহ 'কালকেতু' বলিয়া অনুমান করেন (আ-বা-প ১৩৬৫, ১৫ চৈত্র, পৃ ঘ)। যাহাই হউক, 'স্বর্ণপিঞ্জর' 'স্বর্ণপঞ্জর' 'বিকুপঞ্জর' 'বিকুকাষ্ঠের' (সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩৮) সহিত দক্ষিণরায়ের 'পূজামাষ্ঠ বৃক্ষ' (রু-রা, মূল পুঁথি) নিঃসন্দিগ্ধভাবে সম্পৃক্ত। ইহা হইতে, দক্ষিণরায় ধর্ম-সূর্যরূপী 'শবরীনারায়ণ'-পূজক বাআলিয়া শবরদের কালকেতু বা কুলকেতুরূপে মূলতঃ কুলদেবতা, অনুমান করা যাইতে পারে।

২ তু. 'মলঙ্গী ঘট'। এক জাতীয় মৃৎকুম্ভ; লবণ-প্রস্তুতির জন্য সংগৃহীত লোনা জলের আধারবি.। তু. 'বারা' ঘট।

৩ চিলা (∠চূড়া) = মস্তক; মেষ, মৃগাদি অজ-বর্গের প্রাণী (মূর্তি দ্র. *I-S, p. 159*)। হরিদেবের মতে, মেষ = হুতাশন (পৃ ১৪৮)। অগ্নি ত্রিভুজাকার শিখা বা চূড়াবিশিষ্ট। সুতরাং চিলামেষ অগ্নির প্রতীক (তু. দ্র. পৃ ৫১, পা-টী ৩)। খুলনার ছাগ-চরানো এবং নদীতীরে চণ্ডীর ঘটপূজা—ইহারই রূপান্তর।

৪ সমুদ্র পার হইবার জন্য নৌকা আসে দৈববশে (পৃ ৮৭, ১৪২)।

৫ পৃ ১৪৭। ৬ পৃ ১৫২। ৭ পৃ ১৪৮, ১৪৯। ৮ পরে দ্রষ্টব্য।

৯ পৃ ১৪১। ১০ পৃ ১৪৩। রায়ের কৃপা হইলে, মাছের ব্যবসায় বন্ধ হয় (পৃ ১৫৭)।

১১ 'কালী গঙ্গায়' কৃষ্ণলীলার যমুনা। ১২ সা-প্র ৩, তু. পৃ ১৮, পা-টী ৬।

১৩ ঐ, ঐ, ঐ ৩। ১৪ পৃ ১৫১ ই.। ১৫ পৃ-প ২, তু. পৃ ২৮, পা-টী ৬।

বণিক্‌দের বাণিজ্য-যাত্রা ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেও প্রায় অব্যাহত ছিল। দেশের ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির কামনায় বাণিজ্যপথ অবারিত রাখা ছিল অত্যাবশ্যক। রত্নাকর বণিকের বাণিজ্য-যাত্রা-প্রসঙ্গ[১] সকল দক্ষিণরায়-মঙ্গলকারই বর্ণনা করিয়াছেন। রত্নাকরকে লইয়া রায়ের 'জাগরণ-পালা'। শ্রীমন্তের চণ্ডীকে পূজা করিতে হইত 'নৌকা-পূজায়' সংকল্পে[২]। সম্প্রতি কয়েকটি মূল্যবান্ পঙ্‌ক্তি পাইয়াছি, মাকড়দহে মাকড়চণ্ডীকে 'সারি'-গান শোনানোর প্রসঙ্গে প্রবলতরঙ্গা সরস্বতী নদীতে[৩] নাবিকদের খেয়া-বাওয়া-প্রসঙ্গে। বঙ্কা[৪]-নদীতে মাজায় বাহিয়া বেহুলা করিয়াছিলেন মৃত পতির প্রাণ আহরণ; এবং ইহার শেষ কথা,—

মনসা দেবী বোোপায় বাঁধো, পবন পুরবি উত্তপর্না
জাগো জোগী অধ্যাত্ম লাগো, কায়া পাটণ মৈঁ জাঁনা[৫]।

নলরাজা কুবের[৬] হন। তিনি ধনের ভাণ্ডারী। আবাস তাঁহার কৈলাসে। ভাগিনা তিনি শিবের। কৈলাসের অর্থাৎ উত্তর দিকের ক্ষেত্রপাল দেবতা কুবের, কিন্তু এতো ঐশ্বর্য তাঁহার, সে কেবল মুণ্ড-বলিদানে ক্ষেত্রপাল শিবসুত দক্ষিণরায়ের পূজার গুণে[৭]।

ইতিহাসে দেখা যায়, ছোট বড়ো সংঘর্ষ সেকালে লাগিয়াই ছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয়পক্ষের সৈন্যসজ্জার বাস্তব বর্ণনা দিয়াছেন রুদ্রদেব। হরিদেবের বর্ণনায়, ইতিহাস পুরাণ তন্ত্র মিশিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণরামের বর্ণনা, দুর্বোধ হিন্দুস্থানী জবানে পরিপূর্ণ। তবে দেখা যায়, তাঁহার দক্ষিণরায়ও ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, ভিমরুল-পোকা প্রভৃতির বাহিনী লইয়া প্রবল পরাক্রমে লড়িতেছেন। হরিদেব কথায় কথায় রায়কে দিয়া যুদ্ধ করাইয়াছেন। মুসলমান-ফৌজকে ভিমরুল লেলাইয়া তিনি কাবু[৭] করিয়াছেন। কামপুরে[৮] ও যশোরে[৯] মুসলমানদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধে রায় বিজয়ী হইয়াছিলেন সর্বত্রই। হরিদেবের দৃষ্টিতে রায় স্বয়ং শিবসুত বলিয়া, আপোষ মীমাংসার জন্ত নায়কের অবতারণা, অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন। অবশেষে, আপন জহরাবলেই, রায় মুসলমানদেরও পূজাভাগ[১০] আদায় করিতেছেন; এমন কি, মুসলমান-সমাজে মূর্তিপূজাও[১১] প্রবর্তিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

১ পৃ ৩১১: ভুজঙ্গ সহরে। এই ভুজঙ্গ-সহরের 'বৃহঙ্গ' (সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৯৯), পরবর্তিকালের পণ্ডিতদের লেখনী-মুখে, কীর্তিবাসের তথাকথিত আত্মজীবনীর তথ্য যোগাইয়াছে, মনে করি।

২ ইহা নৌকা-প্রতীকে অপ্-দেবী চণ্ডীর পূজা, বণিক্‌দের কুলকৃত্য-রূপে। দ্র. পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ২১।

৩ পূ-প ৩, পৃ ১৮ 'সরস্বতি কলায়ন্তো অভিবর বড়'। ৪ মনসামঙ্গলের 'জাগরণ' দ্র.। পৃ ৩৫৪ 'বঙ্ক' নদী।

৫ গো-বা, পৃ ৯৫। ৬ পৃ ১২০, ১২৩, ৩০৬ (দ্র. ভূ. পৃ ৬২, পা-টী ১১; ঐ, পৃ ৯০. পা-টী ৪, ৫, ৬)।

৭ পৃ ১৪৬-৪৭। ৮ পৃ ৯২। ৯ পৃ ১৪৬-৪৭। ১০ সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২২৯।

১১ দ্র. সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৪৬; শি-ব-সং, পৃ ৬৩২। দক্ষিণরায়ের সমকক্ষ প্রতিপক্ষরূপে।

হরিদেবের মতে, অম্বিকারূপিণী উর্বশীকে দেখিয়া শিবের স্খলিত বীর্যে দক্ষিণেশ্বর ও কালুরায়ের জন্ম[১]। শিব ধবলমূর্তি দক্ষিণরায়কে বাহন দিয়াছিলেন শার্দূল এবং ইন্দ্র কৃষ্ণমূর্তি কালুকে দিয়াছিলেন অশ্ব[২]। ইন্দ্রের পুষ্পবন অসুরমুক্ত করায়, রায়ের প্রতিষ্ঠা হয় স্বর্গে[৩] এবং শিববরে তিনি অধিকার লাভ করেন আঠারো ভাটির[৪]। হরিদেব বলেন, জঙ্গল ছিল[৪] পীরের অধিকারে; আঠারো ভাটি ছিল দক্ষিণরায়ের আমানীত[৫]। পীর ও রায়ে মিত্রতা[৬] জন্মে।

দক্ষিণরায়ের সন্তান ভৈরব-বেতাল[৭]। ভৈরবকে অরণ্যাধিকার দিয়া, রায় আঠারো ভাটি ভ্রমণ করেন—কামাখ্যা যশোর খাড়ি ও হিজুলি অঞ্চলে। এই সকল দেশের কাহিনীর বর্ণনায়, আঞ্চলিক ইতিহাসের গালগল্প[৮] এবং জনপ্রিয় পুরাণ-আখ্যানসমূহ[৮] জট পাকাইয়া গিয়াছে।

কামিখ্যাসহায় প্রমীলার কামপুরে ও বলিভদ্রের কামাখ্যায় ক্ষেত্রপাল দক্ষিণরায়ের পূজার প্রচার হয়। আগমের পুঁথি[৯] লইয়া, তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ[৯]-বেশে, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে[৯] স্নান[৯] করিয়া, রায় ভ্রমণ করেন। কামাচার[১০] ধ্বংস করেন তিনি; প্রমীলা-পরাজয় ও মায়াবিনী রাক্ষসী-ছেদনে[১১] তাহার প্রমাণ মিলে। কামাখ্যায় যোগতন্ত্রের পূজা-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়,[১২] বলিভদ্রের বাবা-বাবা আনয়নে[১২]।

হিজুলিতে কঙ্কালমালিনী-প্রবর্তিত দক্ষযজ্ঞ বিনাশে,[১৩] পাত্র নৃসিংহ-রূপরায়-প্রসঙ্গে,[১৪] সমুদ্রমন্থনজাত বিষপানে মৃত শিবকে জিয়াইলে,[১৫] ক্ষেত্রপালের মহিমা বৃদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ বাঁচিয়া উঠিয়া রায়কে আঠারো ভাটির[১৬] রাজা করেন। কালুকে দিলেন হিজুলির[১৬] অধিকার। দক্ষকে হিজুলি হইতে হিমালয়ে[১৭] পাঠানো হইল। দক্ষ-বিতাড়নের কাহিনীতে নিম্নবঙ্গে আদিম আর্য-স্তরে কোনো সাংস্কৃতিক সংঘাতের ইঙ্গিত[১] আছে বলিয়া মনে করি।

---

১ পৃ ৫৮। ২ পৃ ৬৩। ৩ পৃ ৬৪।

৪ পৃ ৮১। অন্যত্র, জঙ্গলও রায়ের অধিকারভুক্ত (পৃ ১২)।

৫ পৃ ১১৩। ৬ পৃ ৮১। ৭ পৃ ৭০। ৮ পূর্বে আলোচনা দ্র।

৯ পৃ ৬৫। প্রাগ্‌বৈদিক যুগে কপিল-মুনির তত্ত্বাবধানে তন্ত্রের 'ভক্তি স্থাপিত হয়, এইরূপ মতবাদ প্রচলিত আছে (সা-প-প ১৩৬২, পৃ ১৯৪)। সাগরসঙ্গম কপিল-মুনির পীঠস্থান। সুতরাং সেখানে তান্ত্রিক রায়ের স্নান সঙ্গত। ১০ পৃ ৮৬ ই.।

১১ পৃ ১০৫। ভূ. পৃ ৭৮, পা-টী ২। সাগরদ্বীপ-অঞ্চলেও কিরাত-গোষ্ঠীর বাস ছিল বলিয়া মনে হয় (দ্র. রা-মা, ১ম, ভূ. পৃ ১৭০-১৭/০, ঐ, ১৩৫৮, পৃ ১১৯-২০)। বিপুর রাজবংশের 'খাঁড়ি' ও 'কের'-পূজক চন্তাই ও দেওড়াইগণ সাগরদ্বীপ হইতে তথায় গিয়াছেন (*J-A-S-B, vol. xix*) বলিয়া মত প্রচলিত আছে (রা-মা, ১ম, পৃ ১৩৮ ই.)। 'খাঁচি' শব্দটি 'খাড়ি' শব্দ হইতে এবং 'কের', 'খের' শব্দ-জাত হইতে পারে। ১২ পৃ ১১০-১১।

১৩ পৃ ২১৬-১৭। ১৪ পৃ ১৩৮। ১৫ পৃ ২৯২। ১৬ পৃ ২৯৪। ১৭ ভূ. পৃ ৮৭, পা-টী ২।

কতকগুলি সুপরিচিত মঙ্গল-কাব্যের অপরিণত আদর্শ, এই রায়ের কীর্তিকাহিনীতে গাঁথিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেব-বন্দনা, শিবের বিবাহ, রুদ্রের দক্ষযজ্ঞভঙ্গ ও সমুদ্রমন্থন,—হরমঙ্গল মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলাদির মতো, হরিদেবেরও সাধারণ ভূমিকা। এই ভূমিকায় চিত্রবতী-কপিলা-মধুরথ-শার্দূল কাহিনীটি 'কপিলামঙ্গলের' মাধ্যমে একদা জনপ্রিয় হইয়াছিল। ফকিরবেশী কালুরায়ের হরিণ-চালনায়[1] বা চিলাদেবের আখ্যায়িকায় স্বতন্ত্র 'কালুরায়মঙ্গল'[2] পাওয়া যাইতেছে। প্রমীলার (প্রিবিলা) প্রসঙ্গে, ধর্মমঙ্গলের 'সুরিক্ষা-পালার' আদল আছে। নল-দময়ন্তীর কথায় 'লক্ষ্মীমঙ্গল' এবং নল-বিপ্রসুতের আখ্যানে মনসার 'জাগরণ' অর্থাৎ 'বেহুলা-লখিন্দর' কাহিনী সুস্পষ্ট। নৃসিংহ-পালাকে 'কালিকা'-[3] বা 'রূপরায়মঙ্গল' বলা যাইতে পারে। শবর-কালকেতু ও পদ্মিনী[4]-চণ্ডীর বিড়ম্বনাও, হরিদেবের কাব্যে স্থানে স্থানে সূত্র সংযোজন করিয়াছে। লৌকিক মঙ্গলকাব্যের যাবতীয় কথাবস্তু হরিদেব যেন তাঁহার নব-পৌরাণিক গ্রন্থ 'রায়-পুরাণের' অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছেন; অথবা, তাঁহার বক্তব্য বুঝাইতে, পরম্পরাগত অনেক রূপক-কাহিনীরই তাঁহাকে সমন্বয় করিতে হইয়াছে তাঁহার গ্রন্থে; এবং কেবলমাত্র শিবসুত দক্ষিণেশ্বর হইয়াছেন এই নব-সংহিতার কেন্দ্রকর্তা।

দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর[5] রুদ্ররূপে[6] পঞ্চানন[5] এবং রাউতরূপে[7] ধর্মরায়। উপনিষদের ধর্ম-রাজকন্যের কাহিনী শুনিতে দক্ষিণরায়ের বিশেষ প্রীতি[8]। ধর্মরায়ও[9] দক্ষিণরায়ের মতো আগমের পুঁথি[9] লইয়া ব্রাহ্মণবেশে বিচরণ[9] করেন। উভয়েই মুণ্ডবলিপ্রিয়। ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের একটি সূক্তে[10] 'ধর্ম' নামক একজন স্বতন্ত্র দেবতার ও তাঁহার উপাসক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।—'মিত্রাবরুণবন্তা, উত ধর্মবন্তা, মরুত্বন্তা'। মরুদ্গণ রুদ্রের গণ। দক্ষিণরায় রুদ্রপুত্র। কৃষ্ণরাম দক্ষিণরায়কে 'ভ্রমরায়'[11] বলিয়াছেন। কৃত্তিবাস বলেন,[12] মহিষ তাঁহার প্রিয় বলি। ধর্মঠাকুরও কোথাও কোথাও যমরাজ[13]।

১ পৃ ১৩২। ২ দ্র. পৃ ১২২, পাটী ২। ৩ পৃ ২১১। ৪ পৃ ১৭৯, ১৪৫।

৫ রাজের বদলে, অভিন্নরূপে এই উভয় দেবতা পূজিত হইতেছেন গ্রামদেবতারূপে। ৬ পৃ ২২৯।

৭ শিবরায়ের পুত্র। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়, শ্বেত অশ্বারোহী ধর্ম 'কালুরায়' কবি রামদাসকে দেখা দিয়াছিলেন।

৮ পৃ ২৯৩, ৩৬৩।

৯ ১৩৫২-১৩৫৮ তারিখে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয়ের সাহায্যে মৎকর্তৃক সংগৃহীত দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণার মুকুন্দ-পাথরালি গ্রামের ধর্মপূজক গোষ্ঠবিহারী পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট রক্ষিত ধর্মপূজাপদ্ধতি-গ্রন্থের ছত্র: কায়েকটি 'শুক্ল বস্ত্র পরিধান পাইড় দিয়া, পা, জাগা পৈতে দেখি ধর্মের কোটা সর্ব গা। আগম পুরাণ ধর্ম লয়ে বাম করে, উত্তরে গমন প্রভু সদার ভ ঘরে। সদা সদা করে পণ্ডিত দিল তিন ডাক, ঘরে ছিল সদা জোগালে আসন। আইল তাদের চণ্ডী তুলে দিল খড়ি, আইল তাদের চণ্ডী মধ্যাশ বারি। মৃত্তিকার ঘট লয়ে শিরে লও দাদা, অক্ষয় অমর হও এই বার বৎসর। ইত্যাদি। ১০ ঋক্ ৮-৩৫-১৩। ১১ সা-প্র ৫, পৃ ১৩৩।

১২ পু-প ২, পৃ ১২২ 'মহিষ'। ১৩ সা-প্র ৩, পৃ ১৫২ 'যমঘরে বৈতরণী পার'।

এই সূত্রে দক্ষিণরায় ও ধর্মরায়ে সাজাত্য আছে। দক্ষিণরায় 'দক্ষিণদব' বা 'দক্ষিণধার' নামে পরিচিত। 'যমের দক্ষিণ দ্বারের' সহিত ধ্বনিসাদৃশ্যে দক্ষিণরায় সহজেই 'দক্ষিণবায়' হইতে পারেন, লোকবিশ্বাসে। ইহাতে অভারতীয়[১] সাদৃশ্য, আকস্মিক বলিয়াই মনে করি।

রুদ্ররূপে দক্ষিণরায় মন্দিরবাস পছন্দ করেন না[২]। খাড়ি-রাজ ভদ্রেশ্বর স্বর্ণমন্দির-দানে রায়পূজা করায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এইজন্য তৎপুত্র শৈব বাণেশ্বর, রায়ের মন্দির ভাঙিয়াছিলেন[৩]। শিবের সন্তানরূপে হরপ্রিয় নিম-বট-বিষাদি বৃক্ষতলে[৪] রায়ের আশ্রয়[৫]। গাছে 'আরোহণ'[৬] বা গাছে 'অবস্থান'[৭] করিয়া দক্ষিণরায়ের চরম-পূজা করিতে হয়। ঋগ্বেদে আদিম ব্রাত্যদের 'নৈচাশাখ'[৭] বৃক্ষপূজার উল্লেখ আছে। দক্ষিণরায়ের বৃক্ষপ্রীতি বা 'জঙ্গলবিলাস'—এইরূপ কোনো পরম্পরাগত বলিয়াই অনুমান করি। প্রাগৈতিহাসিক-কালের এই পূজাবিধি বৌদ্ধ 'ব্যাঘ্র-জাতকের' সহিত তুলনায়[৮] সম্প্রতি আলোচিত হইতেছে।

অষ্টাদশ 'ভাটদেশ' রায়ের প্রিয় আবাস। 'আঠারো' সম্ভবতঃ দক্ষিণরায়ের পূজামন্ত্রের গুহ্যসংখ্যা। একখানি বাঙ্গালা 'আগম'-গ্রন্থে[৯] দেখা যায়, 'অষ্টাদশ কল্পে' ব্রহ্মা নিরঞ্জন-ধর্মের পূজা করিয়াছিলেন, শত বার নিজমস্তক ছেদন[৯] করিয়া। স্বর্গে প্রবাহিত হয় 'অষ্টাদশ-গতি' পবন[১০]। লক্ষ যোজন উপরে জ্বলে আঠারো ভানু[১১]। 'আঠারো পদ্ম'[১২] 'শিবযোগীদের'[১২] সাধন-প্রসঙ্গও রায়পূজার সহিত মিশিয়া যাইতে পারে। হরিদেবের রচনায় সঙ্গে 'যুগী'-সংযোগের কথা আগেই[১৩] বলিয়াছি। মনে হয়, যৌগিক যোগাযোগেই হর-নিরঞ্জনের পুত্র দক্ষিণেশ্বরের এই 'অষ্টাদশ'-প্রীতি। 'ভাটি'র[১৪] সহিত সম্পর্কে, যোগ্যের সহিত যোগ্য মিলিয়াছে মাত্র।

সর্বশেষে দেখা যায়, ক্ষেত্রপাল দক্ষিণরায়, পরম বৈষ্ণব সুধন্বার মুণ্ডের মতো[১৫] মুণ্ড বলি পাইলে বিশেষ প্রসন্ন হন। নলরাজা ও যশোররাজ মদন, কৃষ্ণরায়ের মতে, হিজুলির নরসিংহও,[১৬] মুণ্ড-বলিদানে রায়পূজা করিয়াছিলেন। সর্বত্র বৈদিক ও তন্ত্রমতে[১৭] পূজা লাভ করিয়া বিশেষ প্রসন্ন হইয়া, ক্ষেত্রপাল অমৃতকুণ্ডের জলে জীবন্যাস, রাজ্যভোগ ও পরিণামে স্বর্গবাস[১৮] করাইলেন ভক্তদের। অতএব, স্বচ্ছন্দে বলা যায়, আদিম দেবভাবনা, ভয়মূলক

---

১ ব্র. পৃ ৩২৬-৩৭, ৩৪৬। ২ সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩০-৩১, ভূ. পৃ ১১৪, পা-টী ২।
৩ পৃ ১৬৪। ৪ সা-প-প, ১৩০৩, পৃ ২২৮। ৫ কৃ-রা, পৃ ৮।
৬ সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৪১। ৭ ঋক্ ৩-৫৩-১৯। ৮ ভূ. পৃ ১৩৩, পা-টী ১।
৯ সা-প্র ৫, পৃ ১৫৪। ১০ সা-প্র ৫, পৃ ১৫৫। ১১ ঐ, ঐ, ঐ। ১২ গো-প ২য় খণ্ড, ভূ. পৃ ১১।
১৩ ভূ. পৃ ৩ ই.। ১৪ পৃ ৩৪৬-৪৭। ১৫ পৃ ১৩১, ১২২, ৩৫৮।
১৬ কৃ-রা, পৃ ৪। ১৭ পৃ ৮৩, ৯৮ ই.। ১৮ ভূ. পৃ ১৮-১৯।

শিবযুক্ত ক্ষেত্রপালে সংহত হইয়া, এবং শস্যক্ষেত্র, 'মানব-জমিনে' পরিণত হইয়া, বাঙালীর সংস্কৃতি তাহার যথার্থ পথেই প্রবাহিত হইতেছে।

সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ হইতে, পঞ্চাজে দক্ষিণরায়ের স্বরূপ-বিচার করা গেল। 'অপৌরাণিক বনদেবতা'[১] বা 'আদিম'[২] দেবতা বলিয়া দক্ষিণরায়কে হিন্দু-দেবসমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈচিত্র্যপূর্ণ বাঙালী জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র দেবভাবনা,[৩] প্রাগৈতিহাসিক কাল হইতে বিবর্তনের ধারায় ও পরম্পরাগতভাবে নানা শাখায় বহিয়া আসিয়া, রায়-দেবতার কলেবর পুষ্ট করিয়াছে; এবং নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়, নব-পৌরাণিক দৃষ্টিতে এই মহিমাগীত অর্থাৎ আলোচ্য 'রায়-মঙ্গল' রচনা করিয়া, কৃষ্ণরাম 'রায়-পুরাণ' বা 'রায়-সংহিতা' সঙ্কলন করিয়াছেন।

১ সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩১-৩২। ২ পৃ ২৪৬।

৩ দক্ষিণরায় বা দক্ষিণেশ্বর অমিতশক্তিশালী দেবতা। এইজন্য বাঙ্গালাদেশে বেশীর ভাগ লোকই দক্ষিণেশ্বরের পূজা করিয়া থাকে। ইঁহার 'স্বতন্ত্র উপাসক সম্প্রদায় (*cult* : দ্র. সা-প-প ১৩০৩, পৃ ২৩১) খুঁজিয়া' চিহ্নিত করা দুরূহ। তবে, অরণ্যাধিপতি হওয়ায়, ইনি মূলতঃ বাওয়ালিয়া, কাঠুরিয়া নিষকাষ্ঠতস্করপূজক, সূর্য-উপাসক 'সৌরা' বা 'সবরদের' (*O·H R-J, vol. VII, no. 1. p 10*) কুলদেবতা ছিলেন বলিয়াই মনে করি (পূর্বে আলোচনা দ্র. পৃ ১৪৪, পা-টী ১ দ্র.)।

শীতলা

১৩০৫ বঙ্গাব্দে[1] শ্রদ্ধেয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় শীতলার স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার আলোচনার আধার ছিল দৈবকীনন্দনের ও নিত্যানন্দের শীতলা-মঙ্গল। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ সে আলোচনা আন্তরিক, আয়াসসাধ্য ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও, দেবীর পরিচয়-প্রকাশে তাহা শীতলামঙ্গলকারদের মূল রচনার অনুগ হয় নাই। তাঁহার পূর্বে ও পরে এতৎসম্পর্কে কিছু কিছু রচনা প্রকাশিত[2] হইয়াছে। তাহাতে পাণ্ডিত্যপ্রকাশের প্রয়াস থাকিলেও, দেবী শীতলাকে ঠিক ঠিক চেনা যায় না। পূর্বপরিচিত শীতলামঙ্গলকারগণের এবং হরিদেবের মিলিত দৃষ্টিতে শীতলার অদৃষ্টপূর্ব রূপাবলী ফুটিয়া উঠিয়াছে। অদ্যাবধি প্রাপ্ত তথ্যাবলী মিলাইয়া শীতলার স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতেছি। এই চেষ্টায় সুস্পষ্ট পাঁচটি প্রবাহের সন্ধান মিলে;— ১ বৈদিক ২. পৌরাণিক ৩. যৌগিক ৪. তান্ত্রিক এবং ৫. আদিম আর্য বা আর্যেতর বঙ্গাচারী।

১. বৈদিক : শীতলা রুদ্রকন্যা এবং অগ্নি[3] ও সোমের[4] প্রতীক। হরিদেবের মতে,[4] ব্রহ্মযজ্ঞের ঋত্বিক্ 'ব্যাঘ্রছালে' সমাসীন রুদ্র-পঞ্চাননের কন্যা, শীতলা। শক্তিসংযুক্ত শ্রমযুক্ত রুদ্রের অগ্নিশালে নিক্ষিপ্ত ঘর্ম হইতে তাঁহার জন্ম। যজ্ঞের পরিবেশও বৈদিক। কপিলা যজ্ঞস্থান শুদ্ধ করেন। আম্র[5]-কাষ্ঠে সুমেরু[6]-পর্বত সাজানো হয়। যোগী[6] রুদ্রানুষ্ঠিত ব্রহ্মযজ্ঞে অগ্নি ও সোম ক্রমান্বয়ে উদ্ভূত হইতে থাকে। দ্বাদশ সূর্যের উদ্ভব দেখিয়া, ভীত দেবমুনি-ঋষিগণের অনুরোধে, রুদ্র যোগবলে দাবদাহনিবারিণী শীতলার সৃষ্টি করেন।

রুদ্রের গোষ্ঠিভুক্ত পরিজনগণের মধ্যে শীতলার নাম না মিলিলেও, লৌকিক কবির রচনায়, জটাবুড়ী[7] ও চন্দ্ররূপা[8] শীতলা, অগ্নি ও সোমরূপে, রুদ্রকন্যা বলিয়াই নির্দিষ্ট হইয়াছেন। হরিদেব বলেন,[9] শীতলার অর্ধ-অঙ্গ অগ্নিশিখাবৎ প্রজ্বলিত এবং অর্ধ-অঙ্গ হিমশীতল; অর্থাৎ শীতলা একাধারে প্রদাহসৃষ্টিকারিণী এবং আরোগ্যদায়িনী দেবী।

১ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ১৭-৭০। ২ ক-কু প, পৃ ২৪৯-৫৩ এবং ই. কু. প ৪৬, [illegible]।

৩ স্বাহা, স্বধা—পৃ ১৭২। মতান্তরে, শীতলার মাতা স্বাহা, পিতা অগ্নি (দ্র সা-প-প ১৩০৫, পৃ ১১)।

৪ পৃ ২২৯-৩০।

৫ মুণ্ডপ্রতীক আম্রে জীবাত্মার স্থানধর্ম বিদ্যমান (দ্র. পৃ [illegible])। অশুদ্ধ হইতে আম্রশাখা, উপকরণ-বিশেষ—সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৪২। তু ঘটে আম্রশাখা দিবার বিধি। ৬ 'যৌগিক' প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

৭ পৃ ২০৭, ২২৪। জটা অগ্নিশিখার প্রতীক। কেহ কেহ জটা শব্দটিকে দিনেমার ভাষার 'জেট' (Zet) শব্দের সমগোত্রীয় এবং অর্থ,—'চিরজীবী', অনুমান করেন (P-I-A-E, pp [illegible])।

৮ পৃ ২৫৫ ই.। ৯ পৃ ২৬৩, ২২৬।

আতঙ্ক ও আরোগ্যদেবতা রুদ্রের স্বরূপচিন্তা[১] আমরা পূর্বে করিয়াছি। তাহার সহিত ঔপনিষদ[২] এই তত্ত্বটি যোজনা করিলে, রুদ্রকন্যা শীতলার স্বরূপের উৎসমূলে পৌছানো যাইবে,—

তস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ সোমাৎ পর্জন্য ওষধয়ঃ পৃথিব্যাম্[২]।

অর্থাৎ সূর্যই এই অগ্নির সমিধস্বরূপ। চন্দ্র হইতে মেঘপুঞ্জের উৎপত্তি।

মেঘ হইতে পৃথিবীতে ওষধিরাজির উদ্ভব হইতেছে।

ঋগ্বেদের[৩] অপ্-দেবী[৪] সরস্বতী[৩]। তিনি নিত্য-চৈতন্যময়ী ও জলপ্রবাহরূপিণী এবং বিদ্যুত্তনয়া। অথর্ববেদের[৫] অপ্-দেবীগণ[৫] মাতৃস্থানীয়া, মাধুর্যরসের দ্বারা অমৃতসঞ্চারকারিণী, সূর্যের সহিত সামীপ্যসম্বন্ধযুক্তা, সুধা, সর্বপ্রকার ভেষজ, অগ্নি ও সোমের আধার। দৈবকীনন্দনের দৃষ্টিতেও,[৫] শীতলার জন্ম 'কশ্যপের যোগে'।

বৌদ্ধ 'অবদান'-গ্রন্থেও[৬] এই বৈদিক অগ্নি-সোমের তত্ত্বরূপক অনুস্যূত হইয়াছে, দেখা যায়। অশোকাবদানের অন্তর্গত 'পাংশুপ্রদান'-অবদানে জনৈক যোগীর বর্ণনা এইরূপ,—

'অর্ধেন গাত্রেণ ববর্ষ তোয়মর্ধেন জজ্বাল হুতাশনশ্চ

বর্ষঞ্ জ্বলংশ্চৈব ররাজ খে দীপ্তৌষধি প্রস্রবণেব শৈলঃ।

অর্থাৎ, অর্ধগাত্র থেকে হয় বারিবরিষণ, অর্ধগাত্রে জ্বলে তাঁর দীপ্ত হুতাশন।

বিরাজে আকাশচুম্বি এ যেন অচল, ঝরে প্রস্রবণ, জ্বলে ওষধি উজ্জ্বল।

বৈদিক এই মৌলিক অগ্নি-সোমের তত্ত্বরূপের সহিত শীতলার বর্ণ বাহন প্রহরণ ও আভরণ মিলাইলে, রূপের সম্পূর্ণতা পরিলক্ষিত হইবে। শীতলার বাহন রাসভ—সে বৈদিক বৃষ[৭] বা অশ্বের[৮] রূপান্তর; হস্তে মার্জনী[৯]—সে আপোমার্জনের[১০] নিমিত্ত; কক্ষে কুম্ভ[১১]—সে অপ্-দেবীর আশ্রয়[১১]; মস্তকে শূর্প[১২]—তাহা প্রতীক অর্ধচন্দ্রের[১২]; অন্নদায়িনী[১৩] কমলা[১৪]

---

১ দ্র. পৃ ১৩৬-৩৭। ২ মুণ্ড-উপ, ২-১-৫। ৩ দ্র. পৃ ৩৪, পা-টী ৫।

৪ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উল্লেখযোগ্য আলোচনা দ্র. সা-প-প ১৩০৫, পৃ ২৯-৩০।

৫ ১-১-৪-১, ২, ৪, -৬-২। সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩৪, ৩৫।

৬ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল ও বঙ্গানুবাদ।

৭ দ্র. পৃ ৯৫, পা-টী ৫।

৮ ঋক্ ১-৩৪-৯; ৬-১৪-৭। দ্র. পৃ ১০৮, পা-টী ৬। যাস্কের মতে, 'অশ্বিন্' অর্থে—আলোক। অশ্বিনা=গাধা। সায়নের মতে, 'অশ্বিদ্বয়' দেববৈদ্য। বাহন (রাসভযোজিত) ত্রিচক্র রথ। শীতলার মাধ্যমে ইহাদের রূপান্তর লক্ষণীয় (শ্রী-কো, পৃ ৮৮)। শীতলার বাহন ঘর-পাত্র, ত্রিপাদ ও ত্রিশির।

৯ পৃ ৩৭১। ১০ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ২৯। ১১ দ্র. পৃ ১৩৯-৪০।

১২ পৃ ৩৭১। অথ, ২০-১৩৬-৯। ১৩ পৃ ৩৬২। ১৪ পৃ ৩৩১।

শীতলার দেহে ধানচাবার[১] শোভা—সে কৃষিদেবতা রুদ্রকন্যা বলিয়া। উপরন্তু, শীতলার গায়ের রং উদিত সূর্যের মতো পিঙ্গল[২]—সে পিতা রুদ্রের গাত্রবর্ণের সহজ অনুকরণেই।

শীতলার প্রিয় বৃক্ষ বট-অশ্বত্থ। মগধের রুদ্র-ভক্ত ব্রাত্যেরা[৩] ছিল উল্টা-বটের উপাসক। এই উল্টা-গাছের কথা গীতা[৪]-উপনিষদে[৫] সুপরিচিত, দার্শনিক তত্ত্বের বিশ্লেষণে। সংস্কৃতি-সমন্বয়ের সেই বিস্মৃত ইতিহাসের সূত্র ধরিয়াই বোধ করি আদ্যাশক্তি বসন্ত-চণ্ডীর[৬] বট-অশ্বত্থাদি বৃক্ষপ্রীতি[৬]।

২. পৌরাণিক : এই অংশে হরিদেবের[৭] ও দৈবকীনন্দনের[৮] মতে, সাধারণ ভূমিকা—নিরঞ্জন ধর্মের সৃষ্টিপত্তন। দৈবকীনন্দন বলেন, শীতলা উলূকবাহনা[৯] ; হরিদেব বলেন, তাঁহার প্রিয় নদী 'বল্লুকা'[১০]। হরিদেব আরও বলেন,[১১] শীতলা অযোনিসম্ভবা আদ্যাশক্তি, যাজ্ঞসেনী ব্রহ্মাণী। পালিতা[১২] কন্যা তিনি ব্রহ্মা ও সাবিত্রীর। শিবের আদেশে শীতলা বাস করেন মলয়াশিখরে[১৩] ; সঙ্গে দুই দাসী—হিতী[১৩] ও কান্তি[১৩]। জরাসুর,[১৪] বসন্তরায়[১৫] এবং হিতীর[১৪] জন্ম হইল, শিবের আদেশে ও নেত্রপাতে। জরাসুরের[১৬] তিন মাথা, ছয় চক্ষু, ছয় হাত। অগ্নিবাহন,[১৭] চৌষট্টি নামের ও চৌষট্টি বর্ণের ব্রণ-বসন্ত শীতলার কিঙ্কর এবং পূর্ণবেশে তাঁহার সঙ্গে ঘোরে নয় হাজার মাছি[১৮]। বসন্তের মাধ্যমে হইবে শীতলার পূজার প্রচার[১৯]।

প্রলয় ও সৃষ্টির পদ্ধতি-অবলম্বনে, পালিকা-মাতা সাবিত্রীর উপরে, শনিপীড়িত, স্বর্গদ্বারে-অবস্থিত বৃহদ্রথের জীবনে, অপূর্ণ-মানব শিশু জরাসন্ধে, তির্যক্‌-মানব শ্বেতরাজার রাজ্যে, নাগলোকে, ভল্লুকপুরে, গন্ধর্বপুরীতে, কুঞ্জর সহিত সুরালয়ে এবং মর্তলোকে ধীবর ও বণিক্‌-সম্প্রদায়ে শীতলা বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়া অবশেষে, নারদের মধ্যস্থতায় বিধ্বস্ত ক্ষেত্রে অশেষ

---

১ ক-কৃ-গ্র, পৃ ২৫১। দ্র. পৃ ২৫২ 'অন্নজ মাই'। ২ পৃ ৩৪৮।

৩ ঋক্ ৩-৫৩-১৪। আলোচনা দ্র. গো-প ২খ, ভূ. পৃ ২১০। পূর্বে দ্রষ্টব্য।

৪ গী ১৫-১। ৫ কঠ ৬-১।

৬ পৃ ৩৬৬, ৩৬৭-৬৮ ; পৃ ৩৫৪-৫৫। প্রসঙ্গতঃ, যোগাদ্যা-চণ্ডীর বটবৃক্ষপ্রীতি দ্র. পূ-প ২, ভূ. পৃ ১৫-১৬।

৭ পৃ ২২৯, ১০-১৩। ৮ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩৭-৩৮। ৯ ঐ, ঐ, পৃ ৩৬।

১০ পৃ ৩৫৫। ১১ পৃ ২২৯-৩০। ১২ পৃ ২৩০ ; পৃ ৩৬৭।

১৩ পৃ ২৩৪, ২৪৭, ভূ. পৃ ১০১, পা-টী ৩। ১৪ পৃ ২৩২, ২৩৪।

১৫ পৃ ঐ। 'পাটল বসন্তরায় ঘোড়ার উপর, গলায় সোনার হার রূপ মনোহর'—ক-কৃ-গ্র, পৃ ২৬৪।

১৬ বিস্তৃত আলোচনা দ্র. ৩৭১-২। দ্র. *Cen. 1961, How. p. xx*। ভূ. পৃ ১০৭, পা-টী ২। মহেঞ্জোদারোর মুদ্রায় ত্রিমুণ্ড দেবতার বর্ণনা দ্র. *M-D, vol 1, p. 52*। 'ধর্মপূজার পুঁথিতে' ইঁহার নাম 'ত্র্যক্ষ'।

১৭ পৃ ২৩২। ১৮ পৃ ২২০।

১৯ পৃ ২৩২।

কৃপা বর্ষণ করেন। হরিদেবের এইরূপ গ্রন্থনার সহিত অন্য কবির প্রকীর্ণ পালাগুলি[১] জুড়িয়া দিলে, শীতলার রাজ্যবিস্তারের পরিধি বোঝা যাইবে। কিন্তু তাহা বড়ো কথা নহে; কারণ শীতলা দাবী করেন,—

'মৎস্য কূর্ম আদি কৃষ্ণ দশ অবতার
সকলে সংঘট কৈল বসন্ত আমার'[২]।

শীতলাপুত্র 'জরাসুর' বৈদিক অগ্নির পৌরাণিক বিবর্তন। 'ব্রণ-বসন্ত' অগ্নির অঙ্গার[৩]। হরিদেব বলেন,[৪] খাণ্ডব-দাহনে 'মুদ্গার-পাটন' সৃষ্ট হইল; বারি-সিংহাসনরূপে শীতলা রহিলেন তথায়। কলিকালে উজানির রাজা বিক্রমকেশরীর পুত্র গুণার্ণব এই 'বারি' লইয়া পূজা করিলে উদ্ধার পাইবে। শীতলা পাতালে বলিরাজেরও পূজা গ্রহণ করেন[৫]। নাগরাজ্যে 'নাগ-জ্বর'[৬] উৎপন্ন হইল। ভল্লুকরাজ্যের 'বুড়' জাম্ববান শীতলাপূজা 'করিলে', 'ভালুক-জ্বরের'[৭] প্রবর্তন হয়। জরাসুরের সহিত পাণ্ডরি-নাগের কন্যার,[৮] বসন্তরায়ের সহিত গন্ধর্ব[৯]-কন্যা উর্বশীর বিবাহ দিলেন শীতলা। পরিশেষে, বিবাহ[১০] দিলেন, গুণার্ণবের সহিত দুর্জয়-রাজকন্যা চন্দ্রমুখীর। ঝারা-বারাও দিলেন[১১] রাজা, জামাতা গুণার্ণবকে। সর্বশেষে, লৌকিক প্রায় সকল পুরাণেরই সাধারণ সমাপ্তি-স্বরূপে, শেষপর্বে কলিচরিত্র[১২] শোনাইয়া, দেবী তাঁহার ব্রতদাস ও ব্রতদাসীকে লইয়া যান কাম্য-স্বর্গে[১২]।

শীতলা পৌরাণিকী দেবী বলিয়া ভারতের অন্যত্রও[১৩] পূজা পাইয়া থাকেন। তুলনায়,[১৪] মিশর-পুরাণের কথাও মনে আসে। তিনিই কি 'শেত-রা'? মন্ত্রী তাঁহার 'জোর' বা 'জরো পাজোর'। গাধা তাঁহার বাহন; সে হয়তো-বা, অশ্বপূর্ব-যুগের স্মৃতি, যখন গর্দভই ছিল ভারবাহনের একমাত্র অবলম্বন? শীতলার মুখের আদল হিমালয়ের মানুষের। সেই পরম্পরাতেই কি হরিদেব[১৫] শীতলাকে বাস করাইয়াছেন [হি]মালয়-পর্বতের শিখরদেশে?

---

১ ভূ. পৃ ১২৭, ১২৮। ২ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৫। ৩ পৃ ২৩২। ৪ পৃ ২৪৬।

৫ পৃ ২৪৭-৪৮। ৬ পৃ ২২৩। ৭ পৃ ঐ। ৮ পৃ ২৫১। ৯ পৃ ২৬৬।

১০ পৃ ২১০। ১১ পৃ ২১৪। ১২ পৃ ২২৪-২৫।

১৩ সা-প-প, ১৩০৫, পৃ ২৭। আমি যতদূর সংবাদ লইয়াছি, তাহাতে 'শীতলার অর্থই বসন্ত', বিশেষতঃ 'দাক্ষিণাত্য ইত্যাদি নানা স্থানে বসন্তের পরিবর্তে 'শীতলা' শব্দেরই ব্যবহার দেখা যায়' (দ্র. সা-প-প ১৩০৫, পৃ ২৯, পা-টী)—এই মন্তব্যের সত্যতা যাচাই করিতে পারি নাই।

১৪ দ্র. *P-I-A E, p. 42, fig. 12* এবং শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ মহাশয়ের ১৭-৩-১৯৬০ তারিখে আমাকে লিখিত পত্রে আলোচনা।

১৫ পৃ ১৩৪।

২০

তাহাদের নিগ্রহ করায় শীতলা রাজপুরী ধ্বংস করেন। রাজপুত্র গুণার্ণব ধীবরসহায়ে দক্ষিণ-পাটন[১] হইতে শীতলার বারি আনিয়া তাঁহার পূজা করিলে, পুরী রক্ষা পায়; এবং শেষপর্বে ভক্ত যায় স্বর্গে। বায়ুবেগে চলে রথ; মন্দাকিনী সনে হয় কায়া-পালটন; তবে সুরপুরী মিলে।

উল্লিখিত তথ্যগুলি একে একে বিচার করিলে, কায়যোগের রূপক-উৎপ্রেক্ষায় তাহাদের স্বরূপ প্রকট হয়। নাথ-সাহিত্যে পর্বতশিখরের[২] উল্লেখ আছে এবং সেই শিখরে উজানে জল উঠে। মাছ চরে সেই জলে। সে জল আসে ভাটি[৩] হইতে। অগ্নি ও জলের সমতা[৪] রাখিতে হয় সর্বক্ষণ। হস্তী, পাতালে থাকিয়া সেই জল[৫] গগনশিখরে তুলিতে থাকে। এই পর্বতচূড়া নাগ- বা ফণিশোভিত[৬]।

সুমেরুশৃঙ্গে[৭] উপনীত চারি নদীর[৭] ধারা। অপ্‌-দেবীর দেহ মৃণালতন্তুর[৮] মতো; নিবাস তাঁহার, যোগীর নাভিতে ও হৃদয়ে। নাগ-কূর্মাদি দশ বায়ু বিজয়ে, ব্রহ্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে, লয়যোগে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়; গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বা বঙ্কা বঙ্কুকার জলে তাঁহাকে পূজা করিলে কোনরূপ প্রদাহের আশঙ্কা[৯] আর থাকে না।

হরিদেব রায়মঙ্গলে, কৈবর্তের জন্ম-আত্মকথা[১০] শুনাইয়াছেন। কিন্তু 'আত্ম-কথারও' আদি কথা[১০] আছে। মৎস্যজীবীরা জলজীবী। জল—অপ্‌ তত্ত্ব। অপ্‌তত্ত্বই সৃষ্টির বীজতত্ত্ব বা মৎস্যতত্ত্ব (*Spermatazoon*)। ঋগ্বেদে ইহাকেই 'অপাং নপাৎ' বলা হইয়াছে[১০]।

শীতলা অপ্‌-দেবী; সেই কারণেই তাঁহার উজানবাহী মৎস্যশিকারী ধীবরপ্রীতি এবং মীনে তাঁহার[১১] অভিরুচি নাই। যোগশাস্ত্রে 'মৎস্য-সাধনা' নামে একটি সাধনপদ্ধতি আছে। মৎস্য-সাধকদের লক্ষ্য,—

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ[১১] চরতঃ সদা
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্[১১] যস্তু স ভবেন্মৎস্য-সাধকঃ[১১]।

---

১ মুক্তির পাটন, মুক্তার পাটন, তুরুক পাটন ই [illegible] মূলাধার—কামরূপ পীঠ—[illegible], পৃ [illegible]।

২ '[illegible] পাটে [illegible] সহজানে [illegible], পর্বতশিখরে পানি উজানি [illegible] পড়ে [illegible] ধারা'—গো[illegible], ভূ. পৃ [illegible]। ৩ মুক্তার পাটন বা মূলাধার পদ্ম।

৪ '[illegible] পানি [illegible] সমতুল' [illegible], পৃ ৮৯। ৫ পৃ [illegible]। ৬ পৃ ২৪৮।

৭ পৃ [illegible], পৃ [illegible] 'মকরন্দ' ৮ ভূ. পৃ ১৪৪, পাদটী ৬। ৯ ঐ, ঐ, ঐ ৭।

১০ ভূ. পৃ [illegible], পাদটী ১০। আলোচনা দ্র. গো-প ৩৭, ভূ. পৃ [illegible]।

১১ ভূ. পৃ [illegible], পাদটী ৪। দক্ষিণবঙ্গে মাছের স্বত্ব [illegible] হইয়াছেন,—'মাকাল'। কায়যোগমতে, আজ্ঞাচক্রে যুগল-মৎস্যের অবস্থান। আলোচনা দ্র. গো-প ২৭, ভূ. পৃ [illegible]।

১২ দ্র. [illegible] প, পৃ [illegible], [illegible], পৃ [illegible] ই.। বর্ধমান-খাঁহার গ্রামে ভুবনেশ্বর-শিবের চৈত্র-সংক্রান্তির গাজনে, অষ্টাহ-পূজার প্রথম দিনে শিবের ঘট তোলা হয়। আট দিনের কোনও শনি বা মঙ্গলবারে কামিখ্যা-ঘট

অর্থাৎ, দুটি মাছ সদা চরে গঙ্গা যমুনায়
সেই মাছ ভক্ষণে সিদ্ধ মৎস্য-সাধনায়।

এই সংকেত ভাঙ্গিয়া বলিলে,—ইড়া—গঙ্গা; যমুনা—পিঙ্গলা; শ্বাস-প্রশ্বাস—দুইটি মাছ। যোগ-প্রক্রিয়ায় 'কুম্ভকে' স্থির হইয়া, পিঙ্গলায়[১] শ্বাস নিরুদ্ধ করিতে হয়।—ইহারই নাম উজান-বাহী মৎস্যসাধনা। এই 'কুম্ভক'-যোগেই 'মূলার' অর্থাৎ মূলাধার পাটন হইতে শীতলায় বারি, কুম্ভ বা ঘট তুলিতে হয়, বহু হ্রদদহ[২] পার হইয়া, মলয়াশিখরবাসিনী অর্থাৎ সহস্রারস্থা, অপ্‌[৩]-দেবী কুণ্ডলিনীর। ইহাই শীতলার 'কুম্ভখণ্ড-মৃত্তির'[৪] তাৎপর্য। চন্দ্র-শীতল সোম-বারির পূতস্পর্শেই নিরাময় হয়, ইহলোক[৫] ও পরলোকের আধিব্যাধির দাবদাহ। শীতলার অগ্নিদাহে আধিব্যাধি 'ছারখার' হয়; এবং সেই,—

ছারে আর খারে তুলিয়া দিল জ্বাল
অহর্নিশি ফোটে জ্বাল বৈসে যত কাল[৬]।

৫ **তান্ত্রিক :** বৈদিকী শ্রুতি ও যোগশাস্ত্রের সহিত, তন্ত্রের ভেদরেখা অতি সূক্ষ্ম, এমন কি, স্থানে স্থানে মিশামিশি হইলেও, হরিদেবের শীতলায় তান্ত্রিক পরিচয় বিশেষরূপে পরিস্ফুট। কতকগুলি সূত্রে তন্ত্রের সহিত শীতলাপূজার নিগূঢ় যোগাযোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। হরিদেব বলেন, শীতলা-জন্মের আদিকারণরূপে শিব, শক্তিসংযুক্ত[৭] হইয়া যোগে বসিয়াছিলেন। তন্ত্রমতে, শিবই পরমেশ্বর; শক্তি-যোগে[৮] সদাশিবরূপে সৃষ্টি স্থিতি লয় সাধন করেন[৮]। হরিদেবের মতে, মুণ্ডমালিনী[৯] শীতলা স্বয়ং আগমাধিষ্ঠাত্রী[৯] দেবী আদ্যাশক্তি।

তুলিতে হয় মধ্যরাত্রে। কলসিবদ্ধ ঘট তুলিবার পরে, পুষ্করিণীতে মাগুর-মাছ [illegible] বিধি। পরে, রাজ-গাজনে শীতলাবতীর বিবাহ-উৎসবে পুনরায় মাগুর-মাছ বলিদানের বিধান প্রচলিত আছে। [illegible] গাজন ভাঙ্গিলে, তবে [illegible] অনুষ্ঠানের অনুমতি মিলে। [illegible] ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ভাত ও [illegible] নিবেদন করিলে, গ্রাম-[illegible] পায় এবং [illegible] করিতে পারে। শীতলাবতীর [illegible] নিবেদন করার বিধি।

১ মহাপুরে, [illegible]। ২ পৃ ২৭২।

৩ চূড়ামণি-বর্তিকাতীর-নিঃসৃত সুরধুনী। ৪ ভূ পৃ ১১৮, পা-টী ৪।

৫ গ্রাম-বসন্ত-চিকিৎসায় দক্ষিণ-রাঢ়ে এখনও শীতলা-পণ্ডিতের মন্ত্রপূত, সেবীর '[illegible] চর্বা' 'চোঙ্গা চর্বা' প্রয়োগের প্রথা বিদ্যমান। ৬ গো-বি ভূ. পৃ ১ক ৮। ৭ পৃ ১১৯ ১০।

৮ 'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং, ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।'—আ ল।

৯ পৃ ১৭০, ১৬০, ১১৯ ১০। আগমগুলি শিবের 'যোগিনীমুখ' হইতে অবতারিত। ভৈরবাগমের সংখ্যা চৌষট্টি। শৈবাগম দশ [illegible] রৌদ্রাগম 'আঠারো' (ত-প, পৃ ১৪)।

শীতলা দিগম্বরী[১] এবং তাঁহার বেশ তান্ত্রিক দশমহাবিদ্যার অন্যতমা উগ্রচণ্ডা-ভৈরবীর[২]। কিঙ্কর চৌষট্টি বসন্ত তাঁহার, চৌষট্টি যোগিনীর অনুসরণে[৩]।

কবির বিশ্বাস, সকল দেবতা মন্ত্রের অধীন[৪]; সুতরাং শীতলাও মন্ত্রাধীনা দেবী। মাঘী দশমী তিথি[৫] শীতলাপূজায় প্রশস্ত। তান্ত্রিক বীজের হুহুঙ্কারে[৬] শীতলা বসন্তগণকে আপন অঙ্গীভূত করেন। শং শং[৭] ইত্যাদি মন্ত্রপূত মহাপুষ্প জলে দিলেই, রং জং[৮] মন্ত্রে মহাজীবন লাভ করে মৃতেরা। এলোকেশী[৯] শীতলার মনে প্রাণসঞ্চলনী স্তব[৯] সর্বদাই। মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা অধিগত ছিল শুক্রাচার্যের[১০]; তিনি অবৈদিক, সম্ভবতঃ তান্ত্রিক; বৃহন্নীল-তন্ত্রমতে, তিনি ছিলেন পঞ্চ ম-কারসিদ্ধ। আম্রফল[১১] ও বলুকার[১১] জলে জরাসন্ধের জীবন্যাস,[১২] আম্রশাখা লইয়া সহমরণ,[১২] বা জীয়ৎকুণ্ডের ইন্দ্রজাল[১৩] তন্ত্রসম্মত আভিচারিকাদি[১৩] ক্রিয়াবিশেষ। অরিষ্ট-দেবতার পূজাও এই পর্যায়ে পড়ে। হরিদেবের বৃহদ্রথ শনি-পীড়া-মুক্ত হইবার প্রত্যাশায় অরিষ্ট-পূজা[১৩] করিয়াছিলেন। বসন্ত বা মসূরিকা ব্যাধি বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তীর্থবিশেষে মসূর-কুট্টন[১৩]-কৃত্য নিঃসন্দেহ অভিচার-কর্ম।

বৃহদ্রথের দণ্ডিবেশ[১৪] তন্ত্র- ও যোগসম্মত। এতদ্ব্যতীত, দশরথের পুত্রেষ্টি[১৫] যাগ হইয়াছিল অথর্ববেদমতে। অথর্ববেদের সহিত তন্ত্রের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আদিসিদ্ধ কপিল-মুনির[১৬] মতাবলম্বনে তন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হয় ও অথর্ববেদের দ্বারা তাহার প্রাচীর দৃঢ় হয়[১৬]। গঙ্গাজলস্পর্শে সগরবংশের প্রাণসঞ্চলনের ভূমিকায় কপিল-মুনি, হরিদেবের রায়মঙ্গল[১৭] ও শীতলামঙ্গল[১৮]-কাব্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। রামায়ণের বশিষ্ঠের অনুসরণে, অগস্ত্যকে দান দিয়া,[১৯] অভিশপ্ত শ্বেতরাজা শীতলার কৃপা প্রাপ্ত হন। এই আদর্শ বশিষ্ঠ[২০]-মুনি চীনাচার তন্ত্রে সিদ্ধ[২০]। হরিদেব বলেন, যোগেন্দ্র- ভল্লুক-সহরে বশিষ্ঠ-মুনি 'বৈদিক মতে' শীতলাপূজা করিয়াছিলেন[২১]।

---

১ পৃ ২৭১ 'উলঙ্গবেশা'। সা-প-প ১৩০২, পৃ ৩৬। ২ পৃ ২২০ ২২৩, ২৪৪, ২৫১, ২৬৫, ২৭০ ইত্যাদি। তু. দ্র. পৃ ৮১, পা-টী ১।

৩ পৃ ২২০। ৪ পৃ ৩১০। ৫ পৃ ২২১, দ্র. পৃ ৯০। ৬ পৃ ৩৭৫। ৭ পৃ ২৬৪।

৮ পৃ ২৩৪। ৯ পৃ ২৫৪। এলোকেশ—দ্র. ভূ. পৃ ৯২, পা-টী ৭।

১০ পৃ ১৮ ২২৩। সা-প-প ১৩৬২, পৃ ১৯৫, ১৯৬-৯৭।

১১ ভূ. পৃ ১৫০, পা-টী ৫। বটের কোটরে থাকেন উলূক মুনি (ভূ. পৃ ১১৩, পা-টী ২), বটের কোটর—বল্কা-নদীর উৎস (পৃ ৩৫৪)। সুতরাং লোকবিশ্বাসে, বট+উলূক = বলূক বা বল্কা—এই সাঙ্কেতিক নাম উৎপন্ন হইতে পারে। ১২ ভূ. পৃ ১৫০, পা-টী ৫।

১৩ পৃ ৩৬৩। ভূ. পৃ ৯৫, পা-টী ৩; ঐ, পৃ ১১১, পা-টী ৩। ১৪ পৃ ৩৪৩।

১৫ সা-প-প ১৩৬২, পৃ ১৯৫।

১৬ ঐ, ঐ, পৃ ১৯৪। 'কপিল-সেবন' প্রসঙ্গ (দ্র. সা-প্র ৫, পৃ ১৮৪)। ১৭ পৃ ১০৯, ইত্যাদি।

১৮ পৃ ১৯২ ইত্যাদি। ১৯ পৃ ২৪০-৪১। ২০ সা-প-প ১৩৬২, পৃ ১৯৬। পৃ ২৫৯-৬০।

আচমন ভূতশুদ্ধি[১] অঙ্গন্যাসাদিপূর্বক[২] ষোড়োশোপচারে[৩] শীতলার পূজাবিধি সম্পূর্ণরূপে তান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত। তর্পণে[৪] প্রীত হন শীতলা। শীতলামঙ্গলে সঙ্কলিত রামপ্রসাদ[৫] ও কমলাকান্তের[৬] গানের ধুয়ায়, শীতলার তান্ত্রিক আদ্যাশক্তির স্বরূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কবি স্বয়ং কালী, কপালী রূপে শীতলার স্তব[৭] করিয়াছেন। শীতলাকে দক্ষিণা-কালিকা[৮] বলেন, দাক্ষিণাত্যের পূজারীগণ। এতদ্ব্যতীত, পৌরাণ-তান্ত্রিকী,[৯] বা বৌদ্ধাদি,—যেমন,[৯] হারিতী, ধূমাবতী, পর্ণশবরী, অলক্ষ্মী, জ্যেষ্ঠা দুর্গা, অগ্নি দুর্গা, কোকামুখী দুর্গা, রুদ্রাংশ দুর্গা, কালী দুর্গা, নীল সরস্বতী, বারুণী চামুণ্ডা, রক্তচামুণ্ডা[১০] ত্রিপুর ভৈরবী, শ্বেতা, ভদ্রা বা বিশালমারী, শীতলাম্মা, 'আম্মা চণ্ডী' প্রভৃতি দেবীর সহিত, দেবী শীতলার অল্প-বিস্তর সাদৃশ্য দেখা যায়, ধ্যান-রূপের বৈশিষ্ট্যে বা চারিত্রাধর্মে।

দৈবকীনন্দন বলেন,[১১] বসন্তের গুটি 'অপাক' শরীরকে সুপক্ক করে। আয়ুর্বেদে[১২] শীতলা রোগাধিষ্ঠাত্রী ও রোগাপশমনকর্ত্রী দেবী। 'ভাবপ্রকাশে'[১৩] মসূরিকা-চিকিৎসায় শীতলা-স্তব পাঠ করিবার বিধান দেওয়া আছে। পক্ষান্তরে, শীতলার বাহন, রাসভের দুগ্ধ বসন্ত-রোগের প্রতিষেধক। পৈচ্ছিল[১৪] শীতলা বিস্ফোটকনাশিনী। স্কান্দ[১৫] শীতলা গলগণ্ড ও অন্য দারুণ গ্রহরোগও নাশ করিয়া থাকেন; অধিকন্তু, স্কান্দ[১৫] ধ্যানে[১৫] ভবরোগ[১৫] প্রশমিত হয়।

তন্ত্রমতে, সর্বাত্মতাসিদ্ধি-মোক্ষের[১৬] বিধান আছে। দেবী প্রসন্না এবং বরদা হইয়া মানবকে মুক্ত[১৭] করিয়া থাকেন। সে মুক্তি কায়যোগের অনুগ। মহর্ষি দত্তাত্রেয়[১৮]-রচিত তান্ত্রিক যোগ-শাস্ত্রীয় গ্রন্থে তাহার বিস্তার দেখা যায়। হরিদেব রীতিগতভাবে[১৯] আগমোক্ত চূড়ামণি[১৯]-সুরধুনীতে স্নান করার বিধান দিয়াছেন 'দুর্বসা'-মুনির বাচনে[১৯]। সেই শেষ কথা।—বায়ুচালিত রথে[২০] চড়িয়া, মন্দাকিনীর[২০] সঙ্গে দেহ পালটাইয়া, সুরপুরে অধিষ্ঠান[২০]।

আগেই বলিয়াছি, ভারতীয় সাধনার অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের কথা। সে বৈশিষ্ট্য রূপ

---

১ পৃ ৩১৯। ২ পৃ ৩২৫। ৩ পৃ ২১৯ ই.। ৪ পৃ ২০৫। ৫ দ্র. পৃ ১১, পা.টী ১০।

৬ ঐ, ঐ, পা-টী ৯। ৭ পৃ ২০৫, ৩১২ ই.। ৮ সা প প ১৩০৫, পৃ ৭০।

৯ *A-S-M. vol. I, pl. no. 30* ; ত-সা ; *E H-I, vol. I, pt. I, pp. 325-460*। তান্ত্রিক পরিভাষায় 'শ্রী-কুল' ও 'কালী-কুলের' অন্তর্ভুক্তা দেবীগণ (ত-প, পৃ ১৯)।

১০ দ্র. 'রক্তাবতী' (সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৯); সাবিত্রাটে মণ্ডমালিনী 'রক্তবিমলা' (প্র. পু-প ৩, পৃ ১৭)।

১১ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩৭। ১২ ঐ, ঐ, পৃ ২৭। ১৩ ঐ, ঐ, পৃ ২৮। ১৪ ঐ, ঐ, পৃ ঐ।

১৫ ঐ, ঐ, পৃ ২৯। ১৬ কৌ-উ, ৪। ১৭ বা-চ, ১-৫৭।

১৮ সা-প-প, ১৩৩২, পৃ ১৯৭। ১৯ পৃ ২৬৭। ২০ পৃ ২২৬।

হইতে ভাব এবং ভাব হইতে রূপে আনাগোনা। স্বরূপ কুরূপের কোনো বাছ-বিচার নাই সেখানে। সেই অন্তর্দৃষ্টির নিরীখে দেখা যায়, যে 'রাসভে' শীতলার ত্রিচক্র রথ টানে, সে কেবল ভারবাহী গর্দভমাত্র নহে। তাহার পরিচিত কুশ্রীতার বদল[1] হইয়া গিয়াছে। পুরাণ তন্ত্র ছাড়িয়া সে এখন,— 'রজ্যতে স্বাদ্যতে রসঃ স্বাদনাখ্যঃ কশ্চিৎ আত্মরোধর্মবিশেষঃ'[1]!

৫. আদিম আর্য বা আর্যেতর বঙ্গাচারী : ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় লিখিয়াছেন,[2] 'শীতলাপণ্ডিতের পূজিতা শীতলা-প্রতিমা, হিন্দুশাস্ত্রোক্তা মার্জনীকলসোপেতা সূর্পালঙ্কৃতমস্তকা রাসভস্থা দিগ্বাসা শ্বেতাঙ্গী দেবীমূর্তি নহে; শীতলাপণ্ডিতগণের শীতলা—'করচরণহীন' সিন্দূরলিপ্তাঙ্গী শঙ্খ বা ধাতুখচিত 'ব্রণচিহ্নাঙ্কিতা'[3] 'মুখমণ্ডলমাত্রাবশিষ্টা' প্রতিমামাত্র'। অতঃপর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের খাতিরে, এইরূপ মূর্তি, বৌদ্ধ, প্রমাণ করিতে, মুস্তফী মহাশয় হিমসিম খাইয়া অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। অথচ সমাধানের ইঙ্গিত, তাঁহার আলোচ্য শীতলামঙ্গলকার নিত্যানন্দই দিয়াছেন,—

> 'রাজা বলে শ্রীদেবী শ্রীহরি পদ ছাড়ি,
> প্রাণ গেলে পূজিতে নারিব 'পচা-মুড়ী'[4]।

মনসা 'চ্যাংমুড়ী'। শীতলাকে পাওয়া গেল, ব্রাহ্মণ্য শ্রী-দেবী অর্থাৎ কমলা শীতলার বিপরীত, 'পচা-মুড়ী'-রূপে। এই 'পচা-মুড়ীর' জেদ[5] বৈষ্ণবদের বিরুদ্ধে,—

> গা পচাইয়ে হাড় গলাইব পোটা,
> পূজা নিব ঘরে বসে বৈয়া দিবি জোড়া পাটা'।

ইহা যেন 'আগম পোথী ঠগা-মালার' প্রতি আদিম লৌকিক ধর্মের প্রত্যক্ষ 'চ্যালেঞ্জ'। পক্ষান্তরে, শীতলার পূর্ণবেশের বর্ণনায়, 'নয় হাজার মাছি যক্ষে ভনভন করে',[6] জুড়িয়া, বর্ণনা আরও আগাইয়া দিয়াছেন হরিদেব[6]। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা দরকার, চণ্ডীকে 'স্ত্রীলিঙ্গ'[7] (যোনি)-দেবতা বলিয়াছিলেন ধনপতি। চ্যাং অর্থে[8] পিণ্ড (*block*)। চ্যাং-মুড়ী অর্থে পিণ্ডমুণ্ডী,— অবশ্যই নিরাকার। 'পচা-মুড়ী' শব্দের 'পচা' অর্থে, বিকৃত পূতি গলা বা *gangrenous* হইতে পারে; আবার ইহার √পচ্ ধাতুগত, 'পরিণত' বা 'অগ্নিবর্ধক'[9] অর্থ করা যায়।

পচামুণ্ডে ক্ষত (*তক্ষন্[10])-যুক্ত পাথরের পিণ্ডমূর্তি— শীতলা,[11] বসন্তকুমারী,[11] দিদিঠাকরুণ[11] নামের, আমি অসংখ্য দেখিয়াছি। কপালী ডোম চণ্ডাল হাড়ী করঙ্গা মুচি ইত্যাদি[11] আদিম আর্যগণ সর্বত্রই এই রূপের 'পচা-মুড়ীর' পূজক। এই মূর্তিকে বৌদ্ধধর্মের

---

১ ঋক্ ১-১১৬-২, দুর্গাদাস লাহিড়ী-কৃত টীকা দ্র.। ২ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩০-৩১, ৭০ পা-টী।
৩ তু. পৃ ২৭০ 'অঙ্গে ব্রনগণ' ই.। ৪ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৭। ৫ ঐ, ঐ, পৃ ৬৫। ৬ পৃ ২২০।
৭ ক-চ, পৃ ১৯৩। ৮ দ্র. শি-চ, পৃ ১৮৪-৯০ এবং মূল প্রবন্ধ। ৯ ব-শ, পৃ ১৭১৫।
১০ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ২৯-৩০। ১১ পৃ ২৫৩, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৭৩-৪, ই.।

পাথুরে প্রমাণ, কোনও যুক্তিতেই বলা যায় না। আমার মনে হয়, এই 'পচা-মুড়ীই' 'ডোম পণ্ডিতের আবিষ্কৃত' কুম্ভখণ্ডমূর্তি ; অর্থাৎ বারা ও মুণ্ডের মিলিত মূর্তি। এই বারা-কুম্ভের উগ্রোদকে,[১] শীতলা, দেহীর 'অপাক'[২] দেহকে পাক[৩] করাইয়া আরোগ্য করিয়া থাকেন। উপরন্তু, বারা-মুণ্ডরূপী দক্ষিণরায়ের ভগ্নীত্বে,[৪] শীতলার এইরূপ রূপকল্পনা সার্থক।

নিত্যানন্দ ব্যাঞ্জস্তুতিতে শীতলাকে বলিয়াছেন, 'ডাকিনী হাকিনী মোক্ষিণী যোগিনী রাক্ষসিনী'[৫]। বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে 'ডুহাতিয়া সোটা'-প্রহারে দূর[৫] করিয়া দিতে উদ্যত। দৈবকীনন্দনের মতে, শীতলার বাম-হস্তে শিশুমুণ্ড[৫] এবং তিনি জরা-রাক্ষসী[৬]। পক্ষান্তরে, হরিদেব[৭] ইঁহাকে দিয়াই জরাসন্ধের প্রাণসঙ্কলন করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে ইনি মলয়াবাসিনী। আবার অন্যত্র দেখি, মুণ্ডরূপিণী[৭] রাঢ়ার কালীরূপে ইনি,—'দিন-প্রতি ভক্ষ্য এক মনুষ্য পাইল'[৮]।—যাহাই হউক, ইহাই শীতলার 'পূর্ণবেশ'। মনে হয়,—আদিমতম 'বেশ'।

প্রায় সকল পচা-মুড়ী শীতলাকেই আমি দেখিয়াছি, প্রিয় বটচ্ছায়ায়[৯] আস্তানা[৯] পাতিয়া পূজা লইতে। বটের কোটরে[১০] থাকেন উলূকমুনি[১০]। দৈবকীনন্দন শীতলাকে বলিয়াছেন, 'উলূকবাহন'[১১]। তবে এই পূজা কি সেই 'নৈচাশাখ'[১১] অর্থাৎ ঝুরি-বটবৃক্ষের উপাসক রুদ্রভক্ত[১২] দৈবশক্তিসম্পন্ন মাগধী ব্রাত্য[১২]-সম্প্রদায়ের কীর্তি? অসম্ভব নহে।

প্রসঙ্গতঃ একটি নূতন তথ্যের আলোচনা করি। কোথাও কোথাও[১৩] সংস্কার আছে, গুটি-বসন্ত দ্বারা শরীর না-পাকিলে, বিবাহে কেহ সৎপাত্র[১৪] বলিয়া বিবেচিত হয় না ; এমন কি, সেই অপক্বদেহ লোককে কেহ কন্যা দান করে না।—

> পশ্চিমেতে যার গায় নাহি হয় গুটি
> অপাক শরীর বল্যা নাহি দেই বেটী।

এই প্রথা সুপরিচিত আর্যাচার বলিয়া আমরা আদৌ অবগত নহি।

---

১ তু. পৃ ৫৯, পা-টী ৮ ; জলের বহুরূপত্ব প্রতিপাদনের জন্য আখ্যায়িকা দ্র শত-ব্রা, ১ ১-১, ১৬ ১৭

২ তু. পৃ ১৫৬, পা-টী ৬।

৩ চাউলের এইরূপ 'পাক' বা 'সিদ্ধ' হওয়াতে, অন্নরূপে পবিত্র 'সকড়ি' (দক্ষিণরাঢ়ে 'সকড়ি' শব্দের মূল অর্থ—'সঙ্কার' বা আবর্জনা বা এঁটো (তু. ব-শ, পৃ ১৮১৯ ; রাঢ়) ষষ্ঠী বা মনসার প্রীত্যর্থে এই শব্দেই অগ্নিপূজা ও অরন্ধন-উৎসবের প্রবর্তন, মনে করি।

৪ তু. পৃ ১৮-১৯। ৫ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৫৭, ৬৫, ৩৬। ৬ পৃ ২১০-৩৯। ৭ পৃ ৭৮।

৮ তু. পৃ ৯০, পা টী ১ ; গো-বি, পৃ ২০। ৯ পৃ ৩৬৬, ৩৬৭ ইঃ।

১০ তু. পৃ ১১৩, পা-টী ১, ২। ১১ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৬৬। ১২ তু. পৃ ১৪৮, পা টী ৭।

১৩ দক্ষিণ-রাঢ়ে এখনও, বসন্ত দ্বারা শরীর সুপক্ব হইবার বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

১৪ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৩৭।

উপরন্ত, বসন্তের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'বজ্র'[1]-কায় লাভ করিতে হয়। ইহা অবিকল, অগ্নিদাহে মৃৎপাত্রের 'পোক্ত'[2] হওয়ার মতো।—

বসন্তে উত্তরি বাপু হয় বজ্রবৎ
মৃত্তিকার পাত্র পোক্ত দহনে যেমত।

বসন্তবিহীন কলেবর কাঁচা, কাজেই অকেজো, ভঙ্গুর।—

কাঁচা থাকে কলেবর বসন্তবিহীন।

হরিদেব, সেই কারণেই বসন্তদাহে উত্তীর্ণ করিয়া, জীবন্ত্যাসের পরে, নাগপুরে, গন্ধর্বপুরে ও মুল্লার-পাটনে, যথাক্রমে, জয়াসুর, বসন্তরায় ও গুণার্ণবের ঘটা করিয়া বিবাহ[3] দিয়া, কাহিনীতে মধুর পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন। যাহাই হউক, মূলে এই বিশ্বাস, আদিম ও লৌকিক হইলেও, রসায়ন (*Alchemy*)- ও তন্ত্রসাধনার প্রবাহ-পথে, ইহা চোলাই হইয়া 'বঙ্গাচারে' পরিণত হইয়াছে। ভুসুকুর চর্যাগীতিতে[4] অধ্যাত্ম-ভাবনায় এই 'বঙ্গাচারের' সঙ্কেত শোনা যায়,—

বাজ ণাব পাড়ী পঁউআ খালেঁ[5] বাহিউ
অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়িউ॥
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী
ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী॥

অর্থাৎ, বজ্র-নৌকা পাড়ি দিয়া পদ্মখাল বাহে
দয়াহীন দস্যু আসি দেশ লুটি লহে।
আজি রে ভুসুক তুমি হইলে বাঙ্গালী
নিজ গৃহিণী এবে লইলে চণ্ডালী॥

বাঙ্গালীর শীতলার গানে, বজ্রপক্ব শরীরে, বিবাহের পরম্পরাগত মূল্যবান্ একটি সন্ধ্যা-সঙ্কেত পাওয়া গেল। চর্যাকার ভুসুকু ছিলেন[6] বাউল ও সহজসাধক যোগী। হাজার বৎসর পূর্বের অপভ্রংশ দোহাপদে, বজ্রনৌকা বাহিয়া চণ্ডালী গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালী হইবার যে তত্ত্ব তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, দূর কালের ব্যবধানেও সে 'বঙ্গাচার' বাঁচিয়া আছে। লাড়ী-

১ সা-প-প ১৩০৫, পৃ ৫৯। ২ ঐ, ঐ, ঐ। একবার বসন্ত পীড়া হইলে, দ্বিতীয়বার আর হয় না; বা, হইলেও মারাত্মক হয় না,—এইরূপ সংস্কার চলিত আছে।

৩ পৃ ২৫১, ২৩৬, ২১০-১৩। বসিরহাট-ভেবিয়া গ্রামে দক্ষিণরায়-কালুরায়ের থান আছে। সেখানকার প্রথা,—রায়ের মন্দিরদ্বার রাত্রে উন্মুক্ত রাখিতে হয়। পূজক দে-উপাধিধারী কায়স্থ। লক্ষণীয় যে,—বিবাহিত ব্যক্তি ব্যতীত এই থানের কেহ পূজাধিকার পায় না (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার কয়াল মহাশয় বিবৃত, ২৪-৩-১৯৬০)।

৪ চ-প, পৃ ১১০। ৫ পৃ ৩৪৫ 'দক্ষিণ পাটন'। ৬ চ-প, পৃ ১০-১১।

ডোম্বী,[১] ডোম্বী-প্রেম[২] বা বাঙ্গালী-চণ্ডালী বিবাহের তথ্য বা তত্ত্ব-বিশ্লেষণে না ঝাঁপাইয়া, নিশ্চয় করিয়াই বলা যায়, আর্য ও আর্যেতর যুক্ত-সাধনার এই 'বঙ্গাচারের' সৃষ্টি হইয়াছিল। এই বাঙ্গালী ডোম্বী-চণ্ডালীর কথায়, বাঙ্গালার লোক-সাহিত্য ভরিয়া আছে। এই ডোম্বিনী মাছ মারেন চিল[৩] সয়চান হইয়া; মাছ ধরেন কোচনী[৪] হইয়া; খেয়া পারাপার করেন পাটনী[৫] হইয়া। ইহাকেই আবার দেখা যায়, মদ চোলাই করিতে শুণ্ডিনী[৬] হইয়া। দুই ঘরে, অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলায় সিঁধাইয়া ইনি মদ চোলাই করেন, অশেষ 'অনুগ্রহে' তাঁহার গ্রাহকদের অজরামর[৬] ও দৃঢ়স্কন্ধ[৬] করিবার উদ্দেশ্যে।

চৌষট্টি ঘড়া[৬] বারুণীর অর্থাৎ বারুণী-ঘটের পসার দেন এই শুঁড়িনী। তাঁহার উগ্র-বারির[৭] আস্বাদনে, লোক অমর হইয়া বিরাজ করে আনন্দ-স্কন্ধে অর্থাৎ 'সর্বস্থানসার[৮] ছাকণে'।

বাঙ্গালীর দক্ষিণরায় এই 'ভাটী'-থানার[৯] রাজা। বাঙ্গালী 'পচা-বুড়ী' শুঁড়িনী শীতলার সহিত তাঁহার সম্পর্ক[১০] সহজেই গড়িয়া উঠে, বাঙ্গালী লৌকিক কবির ভাবনায়। বাঙ্গালায় হাড়ি ডোম চণ্ডালের বসন্তকুমারী[১১] বা বসন্ত-চণ্ডী শীতলা, পূজায় পার্বণে, মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকে[১২] এখনও 'জাগ্রত'। সন্ধানী দৃষ্টি ফেলিলেই, 'মঙ্গল'-আলোকে তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে,—এ কথা, ভাবিয়া বলা অনাবশ্যক।

১ চ-প, পৃ ১৪। ২ ঐ, পৃ ১২ ইত্যাদি। ৩ তু. পৃ ৪৮, পা-টী ৬। ঐ পৃ ৮৩, পা-টী ৩।

৪ দ্র. রামেশ্বরের 'শিবমঙ্গল'। ৫ বি-ম, পৃ ৯-১১

৬ চ-প, পৃ ৫০—৫১,—'এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ, চীঅণ বাকলঅ বারুণী বান্ধঅ। সহজে থির করী বারুণী বান্ধ, জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ। দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ। আইল গরাহক অপণে বহিআ। চউশঠী ঘড়িয়ে দেট পসারা, পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা। এক ঘড়ুলী সরুই নাল, ভণন্তি বিরুআ থির করি চাল'। ৭ তু. পৃ ৪৯, পা-টী ৮। দ্র. রা-প্র-স, সং ১১২। ৮ তু. পৃ ১৭, ঐ পা-টী ৯।

৯ পৃ ৩২৬—২৭। ১০ তু. পৃ ১৮-১৯। ১১ পৃ ৩৬৭-৬৮।

১২ বসন্তপীড়ার নির্ভরযোগ্য চিকিৎসাপ্রণালী, পরম্পরাক্রমে বাঙ্গালাদেশে শীতলাপণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে।

সিদ্ধান্ত

বাঙ্গালাদেশে পূজিত লৌকিক গ্রামদেবতার স্বরূপ আলোচনা করিতে চাহিলে একটি মূল বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি প্রথমেই নিবদ্ধ হওয়া আবশ্যক। 'লৌকিক' বলিতে আমরা বুঝিব, ব্রাহ্মণ্য-পুরাণ-বহির্ভূত এবং পৌরাণিক প্রভাবের পূর্বে বা পরে হিন্দুসমাজে আবির্ভূত ও অনুপ্রবিষ্ট দেবদেবীর প্রসঙ্গ। এই সকল দেবদেবী মূলতঃ রূপায়িত ও অর্চিত হইয়া আসিতেছেন 'শবর' 'ব্রাত' 'আভীর' 'ভরিল' ইত্যাদি[1]—এই জাতীয় এ দেশের অসংখ্য লোক-সাধারণ[2] কর্তৃক। এই সকল সুপ্রাচীন জাতিকে[3] মহাভারতে 'মরু পর্বত অরণ্যচারী' বলা হইয়াছে[4]। তাঁহারা ভারতীয় কি অভারতীয় অথবা আর্য কিংবা অনার্য,—জাতিতত্ত্বের সেই সমস্ত জটিল আলোচনা[5] এখানে অবান্তর। তবে 'আর্য' অর্থে[6] যদি 'সংস্কৃতি'-সম্পর্ক বোঝায়, আমরা তাঁহাদিগকে অসংকোচে 'আদিম আর্য' বলিতে পারি।

এই দৃষ্টিতে আমাদের কেবলমাত্র দেখিতে চেষ্টা করা উচিত, ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য-সমাজে গৃহীত, তাঁহাদের পূজিত এই সকল 'লৌকিক' দেবদেবী কি ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, জাতিধর্মনির্বিশেষে পূজাভাগ[7] আদায় করিতেছেন। আরও লক্ষণীয় যে, এই সকল সম্প্রদায়, ধর্মমতে আপাতবিরুদ্ধ, প্রতীয়মান হইলেও, তাহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। তাহাদিগকে আপাত-অযৌক্তিক ধর্মাচরণে রত, মনে হইলেও, বিচার-বিশ্লেষণে দেখা যায়, এই সকল 'প্রাক্-ব্রাহ্মণ্য 'ব্রাহ্মণ'-গণের' যুক্তিসিদ্ধ দর্শনতত্ত্বে সকলেই একমত হইয়াছেন। এই দর্শনতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিলে, শাক্ত বৈষ্ণবাদি বহুবিধ সাধনার সমন্বয় দেখা যায়। বৈষ্ণব আচার এবং শৈব শাক্ত তন্ত্রসমত হিন্দুধর্মের সহিত, বিমিশ্র এই আদিম ধর্ম-কর্মের ধারা, সেকালের 'লৌকিক'-সাহিত্যের প্রাণস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে,[8]—এ কথা বলিলে, কিছুমাত্র ভুল করা হইবে না।

---

১ দ্র. পৃ ১৮।

২ স্কন্দ পু-, ভূ. খণ্ড, ১৬, ১১১-১৫। অভিধানকারগণ শবরজাতির নিমিত্ত 'পুলিন্দ', 'মেদক', 'বিনায়ক', 'সোমনন্দী' প্রভৃতির নাম পাই। ইঁহাদের পরবর্তী রূপান্তরের আলোচনা। দ্র. পৃ ১৮।

৩ উপবীতধারী আর চণ্ডাল ও আভাবী ডোম-ডোমনীর সম্পর্ক এর প্রসঙ্গতঃ মূল্যবান সমাধুনিক আলোচনা দ্র. বা-সা-ই ১ম, খ, ১ম সং, পৃ ৮ ১১-১২, ১৫, ২০, ৭৫, ৭৭, ১১১ ইং।

৪ বৃত্তেন হি ভবত্যার্যো ন ধনেন ন বিদ্যয়া। উ ৯০-৫৩, বন ১৮০-১, অনার্যকর্মাচারঃ। অনু ৪৮-৪১, সভা ৬৭-৬৭, ৫০, সভা ৫৪-৬।।—ম-ম, ১ম সং, পৃ ১৭৭।

৫ দক্ষিণরায়ের প্রসিদ্ধ 'জাঙাল' উৎসব (প্র. ১২৫৮, পৃ ২২৬) কেন্দ্রীয় এই 'জাঙাল' শব্দ মূলতঃ জাতিবাচক 'ভরিল' (দ্র. পৃ ১৮) শব্দ হইতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারে।

৬ আলোচনার সূত্র দ্র. ভূ. পৃ ৯-১৯ এবং বিভিন্ন পাদটী।

একালের পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণেরও কেহ কেহ মনে করেন,[১] ভারতে মূর্তিপূজা মহাযানী বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে গ্রীক্-সভ্যতা হইতে গৃহীত। তাঁহাদের যুক্তি,— বৈদিক-সাহিত্যে ও পূর্বতন বৌদ্ধধর্মে মূর্তিপূজা নাই।—কিন্তু এই মন্তব্য অভ্রান্ত নহে। কারণ,—

'বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না জায়, পুরাণবাক্যে সেই অর্থ করএ নিশ্চয়'[২]

এবং 'পুরাণের দেবদেবীসমূহ বৈদিক ব্রহ্মবিদ্যার নানা, বিখণ্ডিত ও স্থূলতর রূপ'[৩]। তবে এ কথা ঠিক, বৈদিক-সাহিত্যে আদিম ভারতীয় সমাজের এবং লৌকিক ধর্মাচরণের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়[৪]। গরু গাধা সিংহ অশ্ব কুকুর বা জল আগুন—সকলেই সে সাহিত্যে দেবভাবনায় আবিষ্ট হইয়া আছে। উপরন্তু 'পরোক্ষপ্রিয়'[৫] দেবতাদের ভাষায়, পৃশ্নি রাসভ বাজী অজাদি বা অগ্নি সোম—প্রত্যেকেই এক নূতন অর্থসংকেতে স্বয়ংসম্পূর্ণ; সুদূর কালের পরম্পরায়, সিন্ধু-গঙ্গার প্রবাহপথ বাহিয়া সে সংকেত ব্যাপকতর ও গভীরতর তাৎপর্য লাভ করিয়াছে।—বৃষ হইয়াছেন শিব; পৃশ্নি—কপিলা; অশ্ব—ইন্দ্র; অজ—সূর্য ইত্যাদি। রাসভের পরিবর্তন গুরুতর; 'রাসভ' হইলেন[৬]— 'ব্রহ্মস্বাদ বা চিরাকাঙ্ক্ষিত অমরত্বে'র[৭] প্রতীক।

যাহাই হউক, ব্রাহ্মণ্য ও আদিম আর্যদের দেবভাবনায় স্পষ্টতঃ দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা প্রবল বেগে প্রবাহিত, দেখা যায়। ব্রাহ্মণ্য উপাস্য দেবতার প্রতীকে, তত্ত্বগত[৮] পূর্ণাবয়ব শাস্ত্রীয় প্রতিমা পূজিত হইতেছে এবং আদিম আর্যদের পূজা লাভ করিতেছে, স্বভাবজ ঢিবি[৯] ফসিল[১০] কাঠ[১১] বা পাথরের[১১] চ্যাং[১১] (*block*) বিবিধ বৃক্ষ[১১], জন্তু[১১] এবং ইতর প্রাণী[১১] মিশ্রমূর্তি অথবা মুণ্ডাদি[১১] বিকৃত মনুষ্যমূর্তির প্রতীক। 'প্রতিমালক্ষণ'-শাস্ত্রের লক্ষণান্বিত ব্রাহ্মণ্য প্রতিমাপূজার পাশাপাশি, মিশ্র বা অবিমিশ্ররূপে এই সকল প্রাকৃত পূজাও সুচিরকাল হইতে দেশীয় সমাজে সমভাবে প্রচলিত রহিয়াছে। 'ঢুঁঠ', 'কূর্ম' পুংলিঙ্গ, 'স্ত্রীলিঙ্গ', 'পচা-মুণ্ডী', 'চ্যাং-মুড়ী'; বট, তুলসী, বকুল, বিল্ব, সিজ, শাওড়া; হাতী, বাঘ, ঘোড়া, বরা; নর-সিংহ, গো-নর, নর-গজ, নর-ব্যাঘ্র, নর-অশ্ব, নর-বরাহ, নর-মৎস্য ইত্যাদি সাকার এবং 'নিরাকার'

---

১ S-H, vol. I, p. 57। ২ পৃ ২২৩, 'পুরাণ' [illegible] ৩ [illegible]

৪ S-H, vol. I, p. 57। ৫ বৃহ-উ, ৪-২-২। ৬ [illegible]

৭ সুপ্রাচীন ক্রীটের মানবমান-সমাজে, প্রজাপতি ছিল—অমরতার প্রতীক। S-H, vol. I, p. 95। ভারতীয় ইন্দ্রের মধুবনের 'প্রজাপতি'-সংস্কার সহ 'মধুপোকা'দের ও (পৃ ২৪, ২৫), একরূপ পরিকল্পনা, অনুমান করা যাইতে পারে। ৮ প্রতিমালক্ষণ-শাস্ত্রের সহিত ধ্যান মিলাইয়া। আলোচনা দ্র. [illegible] বসুমতী, পৃ ৭০-৪, ৭৫।

৯ [illegible] উল্লিখিত 'ঢেকো' গ্রামের মনসা-দেবীর মূর্তি [illegible] অধ্যাপক সুকুমার সেন মহাশয় ও মৎকর্তৃক পরিদৃষ্ট।

১০ বীরভূম অঞ্চলের বিভিন্ন 'মনসা-কুমারী' [illegible] মূর্তি দ্র.। ১১ [illegible] সন্ধান মিলিবে।

(*formless*) বিচিত্ররূপে বিভিন্ন লৌকিক দেবতা বিভিন্ন পীঠ বা মহাপীঠে স্বস্বাতন্ত্র্যে অথবা বিমিশ্রভাবে ভারতীয় সমাজে প্রতীকধর্মী হইয়া উভয় মহিমায় শ্রদ্ধা ভক্তি ও পূজা আদায় করিতেছেন ; এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, এই সমন্বয় দ্রুতগতিতে ঘটিয়াছে, সাত্বত- ও তন্ত্র[১]-সাধনার মাধ্যমে।

কেবলমাত্র নরমুণ্ড[২] পূজার দৃষ্টান্তও মিলিতেছে সুবহু। চতুর্দশ নর- ও নারী-মুণ্ড অথবা একক নরমুণ্ড বাঙ্গালা দেশের পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরিয়া পূজা পাইয়া আসিতেছে। প্রসিদ্ধ পীঠ মহাপীঠ সমূহের এই সকল মৌলিক চ্যাং বা মুণ্ডমূর্তিতে, ব্রাহ্মণ্য প্রলেপে ছদ্মবেশ পরাইবার চেষ্টা[৩], একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, সর্বত্রই উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছে। এই সকল 'জাগ্রত' দেবদেবীর উগ্র ও কোপন স্বভাব তাঁহাদের মৌলিকতার অলক্ষ্য স্বাক্ষর অসংশয়িতভাবে বহন করিতেছে। তাঁহাদের পূজক 'পণ্ডিত'-আদির জাতি- ও 'নীত'-আচরণেও ভারতীয় সভ্যতার সুপ্রাচীন আদিম রূপ প্রায় অবিকৃতভাবেই রহিয়া গিয়াছে : ত্রিপুরার ত্রিপুরাসুন্দরী, কালীঘাটের কালী-'মুণ্ড', হিজুলির চড়মুড়াক্ষেত্র বা দক্ষিণরায়ের গণেশমুণ্ড, হাওড়া-হুগলী-বর্ধমান-বাঁকুড়া-বীরভূমের অসংখ্য পঞ্চানন, ধর্ম, চণ্ডী, মনসা, শীতলা-পীঠের মূর্তিসমূহ, তাঁহাদের 'বাকড়া' বা কুটিল চরিত্র, তাঁহাদের পূজক ও পূজাবিধি সম্পর্কে ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান ও অনুশীলন করিতে থাকিলে, আমাদের বক্তব্য সাক্ষ্যপ্রমাণে সপ্রমাণ হইবে।

চ্যাং, টুটা, লিঙ্গ, জোড়ামূর্তি অথবা জন্তু- ও বৃক্ষদেবতাধিষ্ঠিত মূল মহাপীঠগুলি, পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট গ্রামসমূহে, অনুরূপ অসংখ্য গ্রামদেবতার সাক্ষাৎ আদর্শ বা বিশেষ সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়া থাকে। যেমন, গয়ার 'বিষ্ণু-পদ' বা শ্রীক্ষেত্রের প্রভু জগন্নাথ, কূর্ম, শ্বেতগঙ্গা, অক্ষয় বট, উদ্দক, এদেশের ধর্মঠাকুরের অধিকাংশ বিশিষ্ট গ্রামপীঠের[৪] আদর্শ হইয়াছেন। কাশীর বিশ্বনাথ হইয়াছেন অধিকাংশ স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের জড়। কামরূপের কামাখ্যা-পর্বতের 'স্ত্রীলিঙ্গ'-পীঠ, এদেশের 'ডাইনী কলার' গুরু, বিভিন্ন 'মাড়োর' হাড়িঝি[৫]-চণ্ডীর আদ্যপীঠ। সিজবৃক্ষ বা সাতালী-পর্বতে মহাজ্ঞানধারিণী মনসার আবাস-প্রতীক

১ দ্র. ত-প, পৃ ৪০। শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী, মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা। —ভাগ, ১১-২৭-১২। ২ দ্র. পৃ ১৩৪-৩৮।

৩ দ্র. রা. মা. প্র. ৩, পৃ ১২৬। দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর মুণ্ড-মূর্তির বস্ত্রাবরণ এবং দেবীর হস্তপদাদির ইঙ্গিত, বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

৪ সা-প-প, অ. পৃ ৩৮ পাদটী ৩। চি-প-স ২, পৃ ১১৭, ২৬২, ৪০৮ ইঃ।

৫ অসংখ্য বাঙ্গালা মন্ত্র দ্র.। পু-প ১ এবং ২।

মিলিবে খোঁজ করিলেই। 'হেঁটাল'-শিখরে ও বট-শাখোটে যোগাদ্যা-রাক্ষসী,[১] মারী-মা শীতলা বসন্ত-চণ্ডী,[১] ষষ্ঠী[২] দিদিঠাকরুণ তো আছেনই। গভীর অরণ্যে[৩] দক্ষিণরায়ের বসতি। পক্ষান্তরে, 'নবকৈলাস', 'হরধাম' বা গুপ্তবৃন্দাবনেরও অপ্রতুলতা নাই।

বাঙালী-সমাজে অব্রাহ্মণ অধিবাসীরই সংখ্যাধিক্য ও গুরুত্ব। বিভিন্ন জাতি উপজাতি-সমন্বিত সুবিন্যস্ত গ্রাম-সমাজ, কুলকেতুরূপী তাঁহাদের 'জাগ্রত' কুল-দেবতাদের লইয়া, পরম্পরাক্রমে, এদেশে দৃঢ়মূল হইয়া আছেন। উত্তরকালের ব্রাহ্মণ্য জৈন বৌদ্ধ ইসলামি প্রভাব ধীরে ধীরে বাঙালীসমাজে সংক্রামিত হইয়াছে। তাঁহাদের অচিত্ত দেব-দেবীও সুপরিণত বাঙালী মানস, তাহার 'বিশ্বগ্রাসী অশরীরী অধ্যাত্ম-চিন্তায়'[৪] আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনেও বাঙালীর দেবভাবনায় নূতন সংযোজন ঘটাইয়াছে। অসংখ্য পীর গাজী, হিন্দুমুসলমাননির্বিশেষে প্রত্যেকের পূজা আদায় করিতেছেন। পক্ষান্তরে, ধর্মঠাকুর,[৫] গণেশ,[৬] দক্ষিণরায়,[৭] শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবতা, হিন্দুর মতো, মুসলমান সমাজেও পূজা পাইয়া, ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য—দার্শনিক সূক্ষ্ম-তত্ত্বমূলক দেবদেবীর ভাবনা, আদিম সহজ

১ দ্র. পু-প ২, পৃ ১৩৩-৩১, গ্রী. ভূ. পৃ ১৪-১৬, পু প ২, পৃ ১৭; পৃ [illegible]। বিভিন্ন এতিহ্য মিলাইয়া দেখা যায়, দেবী যোগাদ্যা-রাক্ষসীকে পাতাল হইতে আনিয়াছিলেন—হনুমান। যোগাদ্যার পূজায় লক্ষণীয় বিধি-নিষেধ আছে এবং অন্যত্র কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হয়। [illegible] এই সকল বিধি-নিষেধের সহিত [illegible] 'কের' ও 'গাড়ি' পূজার। ভূ. পৃ [illegible], পা-টী [illegible]। বিধি-নিষেধ দুইই [illegible] রহিয়াছে। ইহার পূজক চক্রবর্তী, দেওড়িরা দাবী করেন নাগরদ্বীপ হইতে তাঁহারা [illegible] আসিয়াছেন। [illegible] নাগরদ্বীপ-ঝর্ক, 'পাতাল' হইতে পারে। তদুপরি অর্থ অতিরিক্ত এই প্রসঙ্গে কেই উদ্ধারকে 'পাতাল' হইতে আনীত যোগাদ্যা-চণ্ডীর পূজাবিধির সহিত গাড়ি বা 'কের' পূজার মিল থাকা অসম্ভব নয়।

২ বর্ধমানের ছোটবৈনান গ্রামে কে [illegible] একটি [illegible] প্রাচীন বৃক্ষতলে [illegible], কলাছড়ানের একাধিক প্রস্তরখণ্ডের পুত্রকন্যাদের, ষষ্ঠীদেবী নামে পূজিত হইতেছেন। গ্রামের যে কোনো মঙ্গলবারে দেবীর নিকটে বসিয়া 'আলো জ্বালার'-খাওয়া [illegible] সধবার অবশ্যকর্তব্য। শীতলা ও শ্মশান-কালীর—বর্তমানে, গ্রামের উপান্তে, পুরাতন [illegible] সড়কের পাশে অবস্থিত, [illegible] 'ষড়ভূজাতীর্থ' নামে, মনসামঙ্গলের আত্মকাহিনীতে উল্লিখিত 'রামসীতার' তলায়। নিকটেও এইরূপ [illegible] বিধি আছে। উপরন্তু, শীতলা ও কালীর নিকটে অন্ন পাক করিয়া খাইতে হয়।

৩ ছোটবৈনান গ্রামের দক্ষিণেশ্বর [illegible] সম্পর্কে, তাঁহার আবির্ভাব [illegible] কাহিনী প্রচলিত আছে। তাড়কেশ্বরের 'তাড়কনাথ' [illegible] ৩, পৃ ১৮৬। [illegible] অনুরূপ কাহিনী বর্তমান। ৪ পু-প ২, ভূ. পৃ ৬-৭।

৫ পু-প ২, পৃ ২১৯; ভূ. পৃ ৯। ৬ দ্র. [illegible] রচিত '[illegible]', পৃ ২ 'শ্রীরাম গণেশায় নাম' [illegible]। ইনিই সম্ভবতঃ '[illegible]'। ভূ. পৃ [illegible], পা-টী ১; [illegible] 'গণেশ' বা দক্ষিণরায়ের পিতা—রুদ্র-গণপতি। ৭ ভূ. পৃ ৬৫, পা-টী ১০।

দেবভাবনায় গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্ব মিশাইয়া দিয়াছে, পাশাপাশি থাকার অনিবার্য ফলে। তাহাতে আদিম দেবতার উগ্রতা কমিয়াছে এবং নবাগত সৌম্য দেবতার পূজাবিধিতেও নূতন 'নীত' অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে; বৈচিত্র্যও ঘটিয়াছে যথেষ্ট; জটিলতাও বাড়িয়াছে দুর্বোধ্যরূপে।—সদাশিব, সদাচোমরূপে[1] অবতারিত হইয়াছেন; ধর্ম-ডোম[1] হইয়াছেন কূর্ম-ধর্ম; ধর্মের গাজন, 'বাবা' শিবঠাকুরে বর্তাইয়াছে। রুদ্রমূর্তিতে 'বাবাঠাকুর' গ্রামপ্রান্তে[2] আস্তানা পাতিয়াছেন; রাউতরূপী বড়খাঁ-গাজী বিনা দ্বিধায় বাবাঠাকুরের পরিকর-দেবতা সাজিয়া বিরাজিত; রায়মল্ল দক্ষিণরায় বাঘ পাইয়াছেন চড়ন-ঘোড়ারূপে; রায়ের মাতা 'নারায়ণী' লোকবিশ্বাসে অনায়াসে সিংহে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; রাসভে চড়িয়া শীতলা জরাসুর ও বসন্তরায় সমেত সমুপস্থিত সমমর্যাদায়; মনসা আসীনা বিষ-বারিতে; 'পেঁচো-খেঁচোও' স্থান করিয়া লইয়াছেন একই বেদীতে; 'বাবার' কাছে ঘোড়ামূর্তিতে 'বারা'-মুণ্ডেরও অসদ্ভাব নাই। পক্ষান্তরে, অন্তত্র হিজুলির ধনুর্ধারী কালুরায়, খাড়ির বীরমল্ল দক্ষিণরায়ের যমজ ভাই বনিয়াছেন। দক্ষিণা-কালী শীতলাই[3] দুলিতেছেন দোল[4]-লীলায়, রাম-নবমী তিথিতে। 'শিবজ্বর', 'বিষ্ণুজ্বর' হাত মিলাইয়াছেন শীতলা-প্রবর্তিত 'ভালুক-জ্বরের' সঙ্গে। 'কশ্যপ-যোগে জাতা' বৈদিক শীতলার মাথা পচিয়াছে। পতি-পিতার ব্রতদাস বা ব্রতদাসীকে যথাক্রমে 'ডোমচাড়ালী'-প্রিয়া চণ্ডী মনসা-শীতলা 'স্বর্গবাস' করাইতেছেন, অশেষ দুর্ভোগে শরীর পাকাইয়া; মঙ্গলচণ্ডী তুষ্ট, নৌকা-পূজার[5] সংকল্পে; মনসা তুষ্ট মাথার খুলিতে আগুন জ্বালাইয়া তাঁহার ঘট পূজা[5] করিলে এবং শীতলা প্রীত হন ধীবরদের[6] পূজা পাইয়া। হাকণ্ডে মুণ্ড-পূজায়, ধর্মঠাকুর পরিতৃপ্ত হইয়া, ভক্তের মাথায় মধ্যরাত্রে সূর্য উঠাইতেছেন[7]; আবার তাঁহারই আদর্শে, মুণ্ডরূপী যমরাজ[8] দক্ষিণরায়[8] তাঁহার আদিম স্বভাবে, মুণ্ড বলি পাইলে, অভীষ্ট পূরাইয়া, ভক্তকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন। পক্ষান্তরে, দেবতার নিকট মুণ্ডবলি, বৈষ্ণবমতে, মোণ্ডা-ভাজায়[9] পরিণতি লাভ করিয়াছে।

---

১ যাদুনাথের ধর্মপুরাণ (সা-গ্র ৩, পৃ ৬১, ৯২ ই.) দ্র.। 'সত্য-বিবি'ও স্থানে স্থানে বনবিবির মতো হিন্দু-মুসলমানের পূজ্যা দেবী।

২ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণপুর গ্রামে কয়ালপাড়ার থানে বাবাঠাকুরের জটিল দেবপীঠ-বিন্যাস লক্ষণীয়। শ্রীযুক্ত বিমলকুমার দত্ত এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস দত্ত মহাশয়দ্বয়ের সৌজন্যে সম্প্রতি উক্ত প্রত্নবস্তুসমূহ অঞ্চল পরিদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি।। বিস্তৃত আলোচনা 'পঞ্চানন-মঙ্গলের' (সা-গ্র ৬) ভূমিকায় দ্র.। ৩ পৃ ৩৬৬। ৪ দ্র. পৃ ১৪৪, পা-টী ২। ৫ দ্র. পৃ ১৩৮, পা-টী ১০।

৬ দ্র. পৃ ১৫৫, পা-টী ১১।

৭ যাদুনাথের ধর্মপুরাণ (সা-গ্র ৩), প্রবে. পৃ ৪-৫। ৮ দ্র. পৃ ১৪৭, পা-টী ১১।

৯ দক্ষিণরাঢ়ে বনেদী অনেক বাড়ীতে, অধুনা দুর্গাপূজায় ছাগবলির প্রথা উঠাইয়া দিয়া, সন্দেশের পিণ্ড-ভাজা প্রথার প্রবর্তন করা হইয়াছে।

ভারতে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রাধিকার এবং বাঙ্গালীর সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর গুরুতর বিপর্যয়, বিশেষতঃ, মানুষের মূল্যবোধে মৌলিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, আদিম দেবতার পূজক 'পণ্ডিত' 'দেয়াসী'-গণ ধর্মভীরু রাঢ়ীয় সমাজে ব্রাহ্মণের-বাড়া মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, অদ্যাবধিও[১]। তাঁহাদের নিয়ত-প্রতিপালিত 'নীত'-কৃত্যে এই সকল আদিম গণ বা ব্রাত্য দেবতা, বৈদিক দেবতাদের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া, ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা[২] করিয়া লইতেছেন; বেদ তন্ত্র রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণাদি পরিক্রমা করিয়া তাঁহারা সর্বত্র স্ব স্ব সার্বভৌমত্বের জয়ধ্বজা উড়াইতেছেন, স্ববলেই। এই প্রবল প্রচেষ্টার সমর্থনে, অবশেষে, অসহায় ব্রাহ্মণকুলও স্বপ্নাবিষ্ট[৩] হইয়া, লেখনী চালনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহারই ফলস্বরূপ বিভিন্ন দেবকেন্দ্রিক, প্রায়-অভিন্নদার্শনিক তত্ত্বপ্রকাশক অসংখ্য[৪] 'নূতন মঙ্গল' রচিত হইয়াছে। ধর্ম-মনসা-চণ্ডীর 'পুরাণ'-কথা সর্বজনবিদিত। আলোচ্য মঙ্গল-গ্রন্থ, দক্ষিণরায় ও শীতলার এইরূপ আসন-প্রতিষ্ঠার অভিনব 'ব্রত'-কথা বা 'ইতিহাস'-সঙ্কলন।

শিব-চতুর্দশী,
ফাল্গুন ১২, বঙ্গাব্দ ১৩৬৬

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
শান্তিনিকেতন

১ দ্র. ভূ. পৃ ১১-১২। ২ দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ চ ১-

৩ বিস্তৃত আলোচনা দ্র. চি-প-স ১ম (বঙ্গস্থ), পৃ ৭৫-৭৬।

৪ আলোচনা দ্র. অনতিবিলম্বে প্রকাশ্যমান সা প্র ৫, পৃ ১২৮ এবং ভূমিকা।

সাহিত্যপ্রকাশিকা

চতুর্থ খণ্ড

হরিদেবের রচনাবলী

হরিদেবের রায়মঙ্গল

॥ গণেশ-বন্দনা ॥

বন্দো দেব গণপতি   সিন্দূরে মুণ্ডিত মূর্তি[1]
গৌরীসুত বিঘ্নবিনাশন
ভজন পূজন[2] দেব   কে জানে তোমার স্তব
উর প্রভু গজেন্দ্রবদন।
জনম লভিলে[3] যবে   দেবতা অসুর সবে
তোমারে দেখিতে কৈল মনে
তোমার জনম শুনি   গমন করিল শনি
মুণ্ড গেল শনি দরশনে।
দেখিয়া তোমার কন্ধ   দেবগণে লাগে ধন্দ
রোদন করেন হৈমবতী
গৌরীর রোদন[4] শুনি   কৃপাময়[5] পদ্মযোনি[6]
পবন আদেশে শীঘ্রগতি।
না দেখি গণেশ[7]-মুণ্ড   আনিলেন[8] গজতুণ্ড
যুড়িলেন গণেশের কন্ধে
কুঞ্জরের[9] মুণ্ড তথি   শোভা করে গণপতি
দেখি দেবগণে[10] লাগে ধন্দে।
ত্রিগুণ বিরচ[11] মূর্তি   ব্যক্তাব্যক্ত[12] ছিষ্টিস্থিতি
তুমি দেব অতুলসম্ভব[13]
গলে শোভে যোগপাটা   কপালে যজ্ঞের[14] ফোটা
দেবতায় কি করিবে স্তব।
রবি হেরি তনুখানি   কনককমল জিনি
বাহুমূলে শোভে তাড়বালা
চরণ-পঙ্কজমাঝে   রতন[15] নূপুর বাজে
কে বুঝিতে পারে তব লীলা।

---

১ অ ভক্তি, মুক্তি ২ মাংস ৩ প্রভু জনমিলে ৪ বিক্তম ৫ কৃপাময় ৬ -যুনি, -জনি ৭ গজে ৮ আনাইয়া ৯ বারণের ১০ -গণ, -গণে ১১ বিরাজিত ১২ বেকতা বেকত ১৩ বৈভব ১৪ জবের ১৫ কনক

জয় প্রভু গণপতি কে জানে তোমার স্তুতি
সংখেপে করিল্য নিবেদন
গণেশচরণ সার এহা বিনে[১] নাহি আর
দ্বিজহরিদেব-বিরচন[২] ॥

॥ বীণাপাণি-বন্দনা ॥

বন্দো মাতা বীণাপাণি ভবভয়-নিস্তারিণী
বাগদেবী ত্রৈলোক্য-তারিণী[৩]
বাক্‌শক্তি-প্রদায়িনা[৪] ব্রহ্মরূপ সনাতনী
জয় মাতা কোকিলবাহিনী।
ভুবন জিনিঞা বেশ চামর জিনিঞা কেশ
বিধু জিনি বদনমণ্ডল
বচন কোকিলভাষা বাহাকম জিনি নাসা
নয়ানেত্তে যুরিত[৫] কজ্জল।
গৃধিনী নিন্দিঅ দুই শ্রুতি[৬]
ভালে সিন্দুরের ফোটা জেন প্রাতরবি-ছটা
গলে হার শোভে গজমতি।
মৃণাল[৭]-নিন্দিত ভুজে তাড় কঙ্কণ শঙ্খ সাজে
মধুর সুস্বর বীণা করে
মনোহর জ্যোতির্ময়[৮] কদম্বকোড়ক দ্বয়[৯]
কুচ[১০]-যুগ অতি মনোহরে।...

॥ শ্রীকৃষ্ণশিবদুর্গা-বন্দনা ॥

অনন্ত অচ্যুতরাম বাসুদেব ঘনশ্যাম
দৈবকীনন্দন মধুরিপু
শ্রীমধুসূদন হরি কংসের নিধনকারী
বলিরে ছলিত্তে খর্ববপু।

১ বিনা ২ বিরচন ৩ পা ত্রৈলক্যতারিণি ৪ প্রদায়নি ৫ ঘুরিত্তে ৬ স্তুতি
৭ মৃণাল- ৮ যুতময় ৯ দোয় ১০ শ্রুতি

গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ মুর-অরি অধোক্ষজ
পদ্মনাভ বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর
নারায়ণ মধুরেশ কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষিকেশ
যাদব মাধব দামোদর।
শম্ভু ঈশ পশুপতি শিব শূলী বৃষে স্থিতি
সদাশিব শঙ্কর ভূতেশ
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস কটাক্ষে অনঙ্গনাশ
নীলকণ্ঠ পিনাকী সর্বেশ।
ভবানী শর্বাণী গৌরী শিব দুর্গা শাকম্ভরী
নারায়ণী অনন্তা অপর্ণা
কাত্যায়নী কামেশ্বরী নগসুতা শুম্ভ-অরি
মহিষমর্দিনী মেঘবর্ণা।
হরি হর ভগবতী চরণে রহুক মতি
এই মোর সতত কামনা
দ্বিজ হরিদেব ভনে কৃপা কর অকিঞ্চনে
প্রণমিঞা করিনু রচনা॥

গোরার গুণে চন্দ্র কান্দে সূর্য কান্দে আর কান্দে বা তারা
পাতালে বাসুকি কান্দে বা বলে গোরা গোরা॥

॥ দিক্‌পাল-বন্দনা ॥

… … …নক্ষেত্রিকা নায়ায় বন্দিলাম চামুণ্ডা চণ্ডিকা।
দুইনায় বন্দিলাম দেব মৃগপতি তাহার চরণে মোর রহুক প্রণতি।
কামরাজুতে বন্দিলাম সিদ্ধ মুণ্ডালিনী ইছাপুরে বন্দিলাম বিশাললোচনী।
ঝোড়হাটে বন্দিলাম রাএর চরণ বাসদেবপুরে বন্দো শার্দুলবাহন।
শাঁখরালে বন্দিলাম লক্ষ্মীর চরণ গোকুলেতে বন্দিলাম নন্দের নন্দন।
সুরধনীর তীরে বন্দো বিনোদ রাখাল তাহার সহিত বন্দো যোল শ গোপাল।
কলিযুগে বন্দিলাম চৈতন্য-অবতার হরিনাম দিয়া কৈলা জীবের উদ্ধার।
মস্যানীর কালিকা বন্দো জোড় দুই করে বৈরাতে বৈরাচণ্ডী বন্দিলাম সত্বরে।

বাঁক্রিখালির মহামায়ার বন্দিলাম চরণ দক্ষিণে জলাদিকূলে বন্দো সর্বজন।
উড়ন্তা নগরে বন্দো দেব জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বন্দো হয়্যা জোড়হাথ।
সায়েঙ্গায় সাহেবের বন্দিলাম চরণ পাড়ুয়াতে বন্দিলাম আশী হাজার জন।
ত্রিবিনীসঙ্গমে বন্দো দফর খাঁ গাজি ছেলাম করিয়া পূজে জত জন কাজি।
পুড়াসুর ঘাটু বন্দো প্রণাম করিয়া দ্বিজ হরিদেব কহে সকলে বন্দিয়া॥

॥ অথ দিগপাল বন্দনা সমাপ্ত ॥

॥ আত্মকাহিনী ॥

আমি শুয়্যা থাকি টঙ্গে ক্ষেত্রপাল মনরঙ্গে
মোরে দেখা দিলা ততক্ষণ
বৃদ্ধ বিপ্র এক আসি আমার শিয়রে বসি
নিশিযোগে স্বপ্ন-কথন।
হরিদেব পুত্র শুন ব্রত কর পরিত্রাণ
তবে হয় মোর মনোনীত
ললাট লিখন যত খণ্ডন না জায় তাত
দৈববাণী হইল আশ্চর্যিত।
কহিতে বলিতে বাত সেই নিশি প্রভাত
চলি রায় গেলা নিজ পুর
দ্বিতীয় প্রহর বেলা গেলা আমি কুলতলা
তথাকারে দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
শার্দুলবাহন হয়্যা আমার সমুখে গিয়া
কহিলা জে বিশেষ কারণ
তথা দেখি বেত্রগণ ভয়ঙ্কার হইল মন
আজি মোর নাহিক রক্ষণ।
হরিদেব শুন পুত্র তোরে দিলাম মহামন্ত্র
ইহা তুমি করহ রচন
বলি আমি তুমি শুন কর ব্রত পরিত্রাণ
শুনি আমি তোমার কথন।

আমি বলি তব পায়   গীত নাঞি জানি রায়
মুঞি মূর্খ অতি অভাজন
রায় অতি মনদুঃখে   ফুঙ্ক দিলা মোর মুখে
হুহুকার ছাড়িনু তখন।
জননী ডাকিছে তোমা   কুশলেতে দেহ ক্ষেমা
তুমি আমা করিহ স্মরণ
স্মরণ করিবে জবে   আমি তুষ্ট হব তবে
তোমারে জে কহিলাম সার।
বিপক্ষ হইলে তোরে   স্মরণ করির মোরে
সঙ্কটে করিব উদ্ধার
লইয়া শার্দুলগণ   পুলকিত হয়্যা মন
চলি রায় গেলা নিজ পুর।
হরিদেব কহে সার   পূর্বজন্মের সমস্কার
কলিঘোরে করিহ উদ্ধার॥

॥ দক্ষিণরায়-বন্দনা ॥

করিয়ে যুগল কর   বন্দিনু দক্ষি[ণে]শ্বর
হরসুত ভকতসদয়
জেই তব পাদপদ্ম   একান্ত করএ সদ্ম
তুমি তারে হয়না সদয়।
স্বর্ণচিয়া শিরে ধর   গায় খাসাজোড়া পর
চন্দন তিলক শোভে ভালে
নানা যন্ত্র খরশাণ   সঙ্গতি ধনুক বাণ
শার্দুলবাহন ক্ষেত্রপালে।
মুকুতা শ্রবণমূলে   যজ্ঞসূত্র কণ্ঠে দোলে
আজানুলম্বিত ভুজদণ্ড
নানা রত্ন অলঙ্কার   তুলনা নাহিক আর
সিন্দুরে মুণ্ডিত দুই গণ্ড।

অসি চর্ম দুই ভুজে কামান কৃপাণ সাজে
কটিদেশে বিনোদবন্ধান
ঢাল তলয়ার লৈয়া শাদ্দূর্লবাহন পায়া
অমরাগ্রে করিলা গমন।
বন্দো রায়ের চরণযুগল
কি কব দেহের আভা শত বিধু জিনি শোভা
হেম জিনি চরণকমল।
শাদ্দূর্লবাহন লৈয়া অমরণ নগরে গিয়া
রক্ষা কৈলে জতেক ধিষণ
যতেক দেবতাগণ স্তব কৈল সর্বজন
বহুবিধি করিল পূজন।
শিব-শক্তি বৃসারূঢ় দেখিলা জে চন্দ্রচূড়
দেবগণ করিতে প্রণতি
দ্বিজ হরিদেব গায় রক্ষিবে দক্ষিণরায়
তব পাদপদ্মে রহুক ভকতি॥

প্রণমহ ক্ষেত্রপতি নিবেদিই তোমারে শিবের দোহাই জদি না উর আসরে।
রধিষ্ঠান হৈলা মোরে কলতার বিলে শক্তিত রচিত কথা আপনি কহিলে।
আপনি কহিলে রায় আপন মহত্ত্ব তবে সে সঙ্গীতে আমি হইলেম প্রবর্ত্ত।
জেরূপে আমার তরে হইলা অধিষ্ঠান সেইরূপ কৃপা করি করহ কল্যাণ।
এই নিবেদন করি তোমার চরণে কিঞ্চি[ত] করিহ কৃপা সেবকস্মরণে।
শিশুবুদ্ধি দেখি মোরে দিলে গুরুভার না বুঝিয়া সমুদ্রেতে এড়িনু সাঁতার।
পতঙ্গ হইয়া আমি পড়িনু অগ্নিতে রক্ষিবে দক্ষিণরায় বাড়ব হইতে।
হরিদেব শিশুবুদ্ধি কী বলিব আর তোমার চরণ[ার]বিন্দ ভরসা আমার॥

॥ অথ গীত আরম্ভ ॥

নাগ নর দৈবপুরী সুমেরশিখর নাঞি ছিলা ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব মহেশ্বর।
অনিল আনল আর নাহিক পাবন প্রলয়কালেতে মাত্র সেই নিরঞ্জন।
অনন্ত মহিমা রূপ গুণের ভাবন ... ...

উলূকবাহনে হয়্যা দেব যুগপতি   চৌযুগ বৎসর জলে করিলা স্থিতি।
শূন্যাকার দেখে পুন দেব নৈরাকার   শ্রিষ্টির কারণ চিন্তা কৈল মায়াধর।
জলের উপরে স্থিতি কৈলা যুগপতি   হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি॥

অনাদ্য বলেন শুন উলূক তপোধন   অগ্রে জন্মাইব আমি জত মুনিগণ।
তবে পুন জন্মাইব নরের ভক্ষণ   তবে সে কপিলা আমি করিব সৃজন[1]।
সত্যবাদী কপিলা সত্য কথা শুনি   অনাদ্যসদনে পুন জন্মিলা তখনি।
রায়পদসরসিজে ভরসা কেবল   দ্বিজ হরিদেব ভনে রাএর মঙ্গল॥

সত্যবাদী কপিলার হইল জনম   দশদিগ ইন্দ্র বহ্নি কুবের বরুণ।
তবে পুন দিগপাল করিল সৃজন[1]   ইন্দ্র বহ্নি পিতৃ[2]পতি নৈরিত বরুণ।
তবে পুন কৈল সৃষ্টি[3] মরণ জীবন   জমজন্ম হইল সভের মরণ কারণ।
তবে পুন কৈল জন্ম জমলোকপাল   পাপিষ্ঠ নরের তরে দিবে তুমি শাল।
বিশেষে কহিলাম তোমায় নরের কারণ   তোমারে কহিয়া জাই স্বর্গ[4]ভুবন।
সত্যবাদী কপিলারে ডাকিলা তখন   পৃথিবীত্তে[5] কর গিয়া নরের পালন।
কপিলা বলেন শুন অনাদ্য গোসাঞি   আমা প্রিতি নরলোকের প্রিওজন নাঞি।
যদি সৃষ্টি[3] কর পুন বলিহে তোমারে   নরলোকের ভক্ষ্যদিব্য করহে সর্ব্বরে।
হরিদেব বলে জন্ম হইল নরলোকে   চিরকাল পৃথিবীত্তে[5] থাকহ কৌতুকে॥

একে একে জন্ম কৈল জত দেবগণ   পুলকিত হয়্যা ব্রহ্মা করে নিবেদন।
নরলোকের চরাচর বুঝ সর্বজন   পৃথিবীত্তে[5] নরলোকের লহগ্যা পূজন।
তোমারে কহিলাম ব্রহ্মা পুরাণের সার   পৃথিবীত্তে[5] অগ্নি তুমি করহ প্রচার।
বিষ্ণুরে কহিল শুন বলি নারায়ণ   একে একে ত্রিলোচনে করে নিবেদন।
তোমারে ডাকিলাম আমি সৃষ্টির[3] কারণ   পৃথিবীত্তে কর গিয়া নরের পালন।
তোমারে দিইলাম তার সৃষ্টির[3] কারণ   সুতভাবে করো গিয়া প্রজার পালন।
নরের জনম করি দিলা অঙ্গীকার   ব্রহ্মারে কহিয়া দিল পূজার প্রচার।
হরিদেব বলে রায় ভরসা কেবল   অনুগত কর রক্ষা সেবকবৎসল॥

---

১ পা স্রজন   ২ পিত্রি-   ৩ স্রিষ্টি   ৪ স্বর্গ   ৫ প্রিথিবিত্তে

অবে নাহি ছিল মহী তার পূর্বের কথা কহি
ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান
প্রলয় যুগান্তকালে প্রথি[বী ভরিল জলে]···
বিধাতা করিল সৃষ্টি ইন্দ্র কৈল পুষ্পবৃষ্টি
মনুষ্য সৃজিলা[1] বিধিমতে
ব্রহ্মার [চারিমুখে] হৈল বেদ অন্যে হৈল···
বিধাতার সৃষ্টি পুলকিতে।
ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষেত্রি শূদ্র হৈল নানা জাতি
নানামতে সৃজিল[1] সংসার
হিরণ্যকৌশী[ক দ]ত্য জিনিলেক স্বর্গ মর্ত
যুদ্ধ করে মহাবলৎকার।
প্রহ্লাদ তাহার সুত হরিপদে অনুগত
কৃষ্ণভক্তি অতি সুভা[ব]ন
তাহার সেবায় হরি বধিলা অতেক ঐরি
কুতুহলে আছে দেবগণ।
অতেক দিবৎ-[2]গণে একভাবে রাত্রিদিনে
বসিয়া ভাবেন নিরন্তর
আদিতির গর্ভ[3] হৈল ভানু তায় জনমিল
নক্ষত্রে দীপ্ত দিবাকর।
শুন রে ভকত-ভাই নিবেদি তোমার ঠাই
সূর্যের তেজেতে পোড়ে খিতি
পৃথিবীসৃজন-কাজে বসিয়া ভাবেন অজে
দেবগণ বিষাদিতমতি।
[বিনতা]র হইল সুত কাশ্যপ গুণযুত
সর্পগণ হৈল বলবান
দুই ডিম বিনতার এক ডিম কৈল্যা তার
দুঃখে তাজ্যা [করে] খান খান।···

---

১ সৃজিলা ২ দিবস ৩ গর্ভ

অরুণের অনচিত জন্মমাত্র হৈল শীত
শীতে কম্পমান হৈল তনু
বিনতা কহিল হিত দিবাকরে আচ্ছাদিত
[তথি জ্যো]তি প্রকাশিলা ভানু।
শুন ভাই সর্ব নর জনমিল দিবাকর
কশ্যপের ঘরেতে উৎপত্তি
হরিদেব রস [ভনে] [শুন ভাই] সর্ব জনে
কী কহিব পুরাণভারতী ॥৩॥

॥ পয়ার ॥

শুনহ [ভকত-ভাই] ·· ... ...
একদিন প্রহ্লাদের সনেতে ·· ... ...
... ... কোথায় একবাণে আজি আমি বধিব তাহায়।
প্রহ্লাদ বলেন [পিতা শুনহ] বচন [এই] স্তম্ভে আছেন [মোর] নারায়ণ।
এতেক শুনিঞা দৈত্য হৈল কম্পমান ফটিকের স্তম্ভ কাট্যা করে খানখান।
অর্ধনর অর্ধ সিংহ হইল আকার [হা]তে লয়ে হিরণ্যকৌশীক সংহার।
হিরণ্যকৌশীক বৈল দেখি দেবগণ সুরপতি করিলেন পুষ্পবরিষণ।
আনন্দে নাচিতে তবে যত দেবগণে গঙ্গার জন্মের কথা শুন জগজনে।
সারদা সহিত বিষ্ণু করেন গায়ন দেবতাসভায় ছিল দেব পঞ্চানন।
পঞ্চমুখে আলাপ করেন পশুপতি শিবের গায়নে সভে পুলকিতমতি।
দুহের [হরির] গানে দ্রব নারায়ণ জয় করি ধরিলেন যত দেবগণ।
বিষ্ণু [দ্রব হইল ব্রহ্ম]লোকে পায়্যা রাখিলেন [কষ্টে] বিধি কমণ্ডলে লৈয়া।
ব্রহ্মলোক উদ্ধারিল গঙ্গা মহাসতী কমণ্ডলে রাহিলেন গঙ্গা ভাগিরথী।
বলিরে ছলিতে পুন [যাইব] নারায়ণ সেইকালে আসিবেন পৃথিবী-ভুবন।
ভগীরথ পুণ্যবলে হইব নৃপতি সগরবংশ উদ্ধারিতে আব [গঙ্গা]সতী।
শুনহ ভকত সব কর অবধান গরুড়ের জন্মকথা কহিব প্রমাণ।
বিনতার দুই ডিম্ব বিখ্যাত সংসারে [আচ্ছা]দিত গিয়া হইল সূর্যেরে।
আপনি হইলা বিষ্ণু পক্ষ অবতার গরুড় হইল ডিম্ব হৈল চারখার।
গরুড়ের তেজে পোড়ে ই তিন ভুবন দেবগণ বলে হৈল দ্বিতীয় তপন।
প্রমাদ [গণিঞা আহার কশ্য]পের ঘরে আশীর্বাদ করিলেন গরুড়ের তরে।

এত বলি দেবগণ গেলা নিকেতন   মায়েরে বলিল পক্ষ খুধার [কা]রণ।
বিনতা বলেন জাও স্বর্গভুবন   ইন্দ্র আহার দিব শুন রে বচন।
বলিতে বলিতে পক্ষের হৈল বড় খুধা   পা[ক]সাট দিয়া পক্ষ করিলেন উধা।
পবন জিনিঞা হৈল পক্ষের গমন   পর্বতের চূড়া ভাঙ্গে বাতাস এমন।
পাকসাটে উপনীত ইন্দ্রের সাক্ষাত   দেখি সুরপতি আগে হৈল জোড়হাথ।
কৌতুকে তাহার তরে কহে বৃন্দারক   কী কারণে মোর পুরে আইলা নাগান্তক।
হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি   বিনতার শাঁপমুক্ত কর সুরপতি ।৪।

। ললিত ।

শুন শুন সুরপতি
আমার মানস   রাখিলে পৌরষ
তোমার সদনে কথি।
শুন পুরন্দর   আমার উত্তর
জিজ্ঞাসা করিলে তুমি
শুন মঘবান   কহি সন্নিধান
জে-জন্তে আইনু আমি।
আমার জননী   লইয়া সতিনী
[হই]য়াছে দাসীপণে
শুন সহস্রাক্ষ   বলে পক্ষরাক্ষ
তুমি কর বিমোচনে।
এতেক শুনিয়া   ঈষতে হাসিয়া
বলে[ন সুরের পতি]
মোর রিপুগণ   করহ নিধন
এই মোর স্তব-স্তুতি।
বলে পুরন্দর   শুন খগেশ্বর
আমার মানস[বাণী]
[শাঁপ বিনতার   করিব উদ্ধার
সফল করিব জিনি]।
বিষ্ণুর কথন   করি[ব খণ্ডন]
পক্ষের চক্ষুদান...

রায়ের চরণ করিয়া স্মরণ
হরিদেব রস ভনে ॥৫॥

॥ পয়ার ॥

গরুড়ের চক্ষুদান শুন জগজনে   তাহারে ... ... করিব যতনে।
শঙ্খ তুলসী হব শু[ন] মন দিয়া   সংক্ষেপে কহিব কিছু তাহা বিবরিয়া।
হিরণ্যকৌশীক দত্য বিক্ষ্যাত সংসার   তার পুত্র শঙ্খাসুর লক্ষী অবতার।
বৃন্দাসতী তার নারী বিদিত ভুবনে   জলের ভিতরে শঙ্খ থাকে রাত্রদিনে।
কোরোলা কুয়োলি পা[য়া] থাকে তারা বনে   কৃষ্ণ কৃষ্ণ সদা মুখে বলে দুই জনে।
সেবায় গোবিন্দ বড় হইলা অস্থির   পক্ষেরে সদয় কৃষ্ণ লইলাম [স্থি]র।
বিষ্ণুর পূজার কালে দুই পক্ষ থাকে   একভাবে বিষ্ণুভক্তি হরিপদ দেখে।
সেইদিন গোবিন্দাই কহিলা পক্ষেরে   কৌতুকে চরহ গিয়া বনের উপরে।
গোবিন্দবচনে উধা করিলেন পক্ষ   হরিষে চরিতে লাগে পায়্য দুহে ভক্ষ।
হেনকালে শঙ্খাসুর দিল তারে তাড়া   উধা হৈয়া গেল পক্ষ দিয়া পাকসাড়া।
বিষ্ণুর সাক্ষাতে গিয়া কহে জোড়হাথে   শঙ্খাসুর তাড়া দিল শুন জগুনাথে।
পূর্বকথা গোবিন্দের পড়িল স্মরণ   শঙ্খাসুর মারিবারে যান নারায়ণ।
ভুবনে বিজই শঙ্খ বিক্ষ্যাত সংসার   শঙ্খাসুর সম জোদ্ধা কেবা আছে আর।
শঙ্খাসুর রণে গেল জানি নারায়ণ   সেইরূপে গেলা হরি বৃন্দার সদন।
নিজপতি দেখি বৃন্দা মহাকুতুহলে   রমণ করিল হরি তারে নিজ বলে।
রতিরস করি হরি করিলা গমন   হেনকালে শঙ্খাসুর আইল নিকেতন।
করজোড়ে বৃন্দাসতী ভাবেন সত্তর   আমারে ভজিয়া গেলা দেব দামোদর।
এত শুনি শঙ্খাসুর মহাক্রোধমনে   জুদ্ধ করিবারে আইল গোবিন্দের সনে।
প্রথমেতে বাকজুদ্ধ হৈল হুঁহুঁকার   হাথাহাথি মল্লযুদ্ধ হৈল মহাঁমার
নিজ অস্ত্রে গোবিন্দাই পাড়িল কাটিয়া   জলেতে পড়িল শঙ্খ গড়াগড়ি দিয়া।
হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি   শঙ্খ হব শঙ্খাসুর তুলসী বৃন্দা সতী ॥৬

॥ ত্রিপদী ॥

কাঁদে বৃন্দা বিষাদ ভাবিয়া
হাহা প্রভু গুণধাম রূপে গুণে অনুপাম
কোথা গেলা অভাগী ছাড়িয়া।

এতেক শুনিঞা শুক্র করে নিবেধন   দান হেতু আসিআছেন প্রভু নারায়ণ।
বলি রাজা বলে [ত]বে আর কীবা চাই   জদি মোর দান লন প্রভু গোবিন্দাই।
এত বলি নৃপবর হরষিত হৈয়া   পাদ্য অর্ঘ্য গোবিন্দের [তরে] জান লৈয়া।
এমন সময় শুক্র লুকাইল ঝারিতে   অর্ঘ্য পড়িল [গিয়া গো]বিন্দের হাথে।
কৃষ্ণ বলেন শুন [বলি] না হও অস্থির   কুশাগ্রেতে যত্ন তুমি করহ ঝারির।
এতেক শুনিঞা র[াজা প্রতী]ত হৈল   কুশাগ্রেতে শুক্র[াচার্য চ]ক্ষু কানা কৈল।
পুনরপি অর্ঘ্য দিল বলি নৃপবর   গোবিন্দ তাহার তরে কহেন উত্তর।
কোনখানে পদ দিব বল হে রাজন   বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হৈলা দেব নারায়ণ।
বলি রাজা বলে প্রভু করি নিবেদন   স্বর্গে দক্ষিণ পদ দেও দেব নারায়ণ।
পু[নর্বা]র গোবিন্দাই কহেন বলিরে   বামপদ দেহ প্রভু পৃথিবী-সংসারে।
দুই পায় দুই সংসার জুড়িল তাহার   দেখি বলি রাজা বড় হৈল চমৎকার।
নাভি হইতে আর পদ বার্যাইল ত্বরিত   গোবিন্দ কহিল তবে বলির বিদিত।
কৃষ্ণ বলে শুন রাজা [তুমি] পুণ্যবান   নাভিপদ কোথা থোব স্থল দেও দান।
বিষ্ণুর বচনে বলি তবে দিল সায়   বলি বলে পদ দেও আমার মাথায়।
শুনিঞা গোবিন্দ তার মাথে পদ দিল   পঞ্চাধ্যাপক[১] লৈয়া রাজা পাতালে চলিল।
বলির ভক্ষণ কথা কহিতে বিস্তার   সভাশুদ্ধা পক্ষ হৈল শুন সারোদ্ধার।
ব্রহ্মলোকে পদ গেল দেব দামোদরে   মেরুশৃঙ্গে[২] উপনীত ব্রহ্মার গোচরে।
[সেই] পাদপদ্ম ধাতা একান্ত জানিঞা   কৌতুকে করেন পূজা ব্রহ্মলোকে পায়্যা।
সকল ব্রহ্মলোক জল চাহিয়া বেড়ায়   কমুণ্ডুল না[ড়িয়া] দেখে গঙ্গা আছে তায়।
সেই গঙ্গদক ব্রহ্মা হরিপদে দিল   সীতা ভদ্রা অলকনন্দা বড় নদী হৈল।
এই চারি নদী জদি [আইল] অবনী   স্বর্গলোক উদ্ধারিতে রহে মন্দাকিনী
চারি নদী ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সাক্ষ্যাথে   হরিদেব শিশুবুদ্ধি কী জানে কহিতে ॥৯॥

॥ পয়ার ॥

বিষ্ণুপাদোদ্ভব গঙ্গা ব্রহ্মলোকে পায়্যা   জত্নে রাখেন বিশ্বনাথ [মস্তকে] তুলিয়া।
গঙ্গায় দেখিয়া গর্জে জত ফণিগণ   কোপে গঙ্গা করিলেন গরুড় স্মরণ।
গরুড়ের নাম শুন্যা স[র্পে পাইল ভ]য়   শিবের জটায় হৈল গঙ্গার আলয়।
কৈলাসে বসিয়া আছে দেব পশুপতি   প্রিয়াগে তপস্যা করে গোপী চি[ত্রবতী]।
তাহার তপের কথা শুন মন দিয়া   সংক্ষেপে কহিব কিছু তাহা বিবরিয়া।

---

১ -পোক   ২ -অগ্রে

বসন্ত সময় অগ্নি করি চারিভিতে কন্যা চিত্রবতী ভাবে একচিত্তে।
তাহার তপেস্তে হরের টলিল আসন নন্দীভৃঙ্গী[1] প্রতি হর কহেন তখন।
শুন শুন নন্দীভৃঙ্গী [আ]মার উত্তর ব্রসব সাজন তোরা কর তরাপর।
এতেক শুনিঞা দুঁহেঁ হরষিত মন কৌতুকে করিল নন্দী ব্রসের সাজন।
[তবে] ডুম্বু লৈয়া শিব চলিল তরায় রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব গায় ॥১০॥

॥ পিঙ্গল ॥

ব্রষপর চড়ি হর বস্ত্রছড়ি কটী[পর]
[ড]ম্বুডুম্বু ঘন বাজে করে
ভূতনাথ জোড়হাথ কথো ভূত করি সাথ
ফণিমণি জটা ধরে শিরে।
জটধর পট পর ব্রষপর চড়ি [হর]
[ক]মুণ্ডল ধরণ করয়ে
শিরে জট্ট করি থট্ট কথো অট্ট কথো নট্ট
হাস্যমুখেতে হর করে।
ব্রষপর উ[চু হ]র আধ গৌরী অ[ঙ্গধর]
জটাজুট পিনাকুট অঙ্গে
ভূতসঙ্গ নানা রঙ্গ চলে ব্রঙ্গ অহি অঙ্গ
চলে নানা কুতুহল রঙ্গে।
শিরে গঙ্গ কথো রঙ্গ কথ জ[টা কথ] ভঙ্গ
ব্রষপর ত্রিশূল করে ধরে
ভস্ম গায় হর জায় কথ ভূত সাথে জায়
চিত্রবতী জথা স্তব করে।
কেন গোপী আবা [জপি পুন]রপি কথ চুপি
কহ গোপী কী চাহ তুমি
বরদাত ভূতনাথ জোড়হাথ উৎপাত[2]
যেহু হেতু স্তব করি আমি।
পুর আশ কীর্ত্তি[বাস] তব পাশ অভিলাষ
কর পূর্ণ মনের বাসনা

১ ·ত্রঙ্গি ২ উৎক্ষপাত

বর দিতে ভূতনাথে অচিরাতে জোড়হাথে
হরিদেব করিল রচনা ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

শিবের সাক্ষ্যাতে গোপী করে নিবেদন তথা জন্ম গোপি[কার বলে] দেবগণ।
জন্মিলাম গো[পধেনু রক্ষা]র কারণে জদি ধেনু দিয়া রাখ জত গোপীগণে।
কহিতে লাগিলা হর মধু[র বচন] কেমনে জাইব ধেনু পৃথিবী[-ভূবন]।
পৃথিবীতে গিয়া ধেনু খাবে ঘাস জল ডাঁস মাচি মসা খাবে ধরিব [সকল]।
এক গাছি লম জদি উপড়ায় [তার] বহুত কাঞ্চন দিলে না শুধিব ধার।
পৃথিবীর নাম শুন্যা হরের রোদন কীরূপে কপিলা জাব পৃথিবী-ভূব[ন]।
অস্থ চিত্ররথী তুমি জাও নিকেতন পরখ জাইব ধেনু তোমার ভবন।
এতেক শুনিঞা গোপী চলিল ত্বরায় অ[ষ্টবসু]গণ ছিল দেবতাসভায়।
বিশ্বনাথ কহিলেন সেই বসুগণে বশিষ্টের কামধেনু আনহ এখানে।
সেই ক[পিলা জ]দি আনহ কৈলাস সাঁপমুক্ত হৈয়া তবে জাও স্বর্গবাস।
এত শুনি বসুগণ হরষিত মনে বশিষ্টের কা[ছে গি]য়া কন অষ্ট জনে।
রাখিল কৈলাসে ধেনু করিয়া জতন কোপিয়া বশিষ্ঠ সাঁপ দিল ততক্ষণ।
ধ্যান করি বশি[ষ্ঠ আ]নিল তৎপর ভীষ্ম নাম হব তার গঙ্গার কোঙর।
কপিলা রহিলা গিয়া শিবের সাক্ষ্যাতে শ্রীরামতুলসী [তথা] থাইল হরষিতে।
ক্রোধ করি সাঁপ তারে দিলা ত্রিলোচন গো-রূপা হইয়া জাও পৃথিবী-ভূবন।
হর সাঁপ [শু]নি ধেনু লাগিল কাঁদিতে কেন হেন সাঁপ মোরে দিলা বিশ্বনাথে।
পৃথিবীর নাম শুনি কপিলা চুক্কিতা অধো[মুখে] কাঁদে ধেনু হইয়া মূর্চ্ছিতা।
শিবের চরণে ধেনু কৈল বহু স্তব সভার প্রধান তুমি অতুল বৈভব।
কেম [অপরা]ধ প্রভু দেব মৃত্যুঞ্জয় কপিলার তরে কেন হইলে নির্দয়।
শিব বলে মোর বাক্য অতি অখণ্ডন [নিশ্চয় জা]ইবে ধেনু পৃথিবী ভুবন।
হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি শ্রীবিদ্যাধরের পুত্র কোড়হাটে বসতি ॥১২॥

॥ পয়ার ॥

শিবেরে কহেন তবে গঙ্গা ভাগিরথী কথো দিন তোমার জটায় হবে স্থিতি।
শঙ্কর বলেন গঙ্গা শুনহ ব[চন] হইব তোমার স্বামী কৌরবনন্দন।
দেবকন্যা হৈয়া বনে দিলো দরশন তবে সে জননা তোমায় করিব প্রাণ।

এতেক শুনিল [গঙ্গা] শঙ্করের বাণী   দেবকন্যা হৈল মাতা বিষ্ণুর নন্দিনী।
দেবকন্যা হইলেন গঙ্গা মহাসতী   অরণ্য ভিতরে পাব কৌরবসন্ততি।
এতেক শুনিয়া গঙ্গা গেলেন গহনে   শান্তন রাজন সাজে পাত্র মিত্র সনে।
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা গেল বনান্তরে   অরণ্যের মধ্যে জান ভজিতে গঙ্গারে।
সীকার না পান তবে কৌরবনন্দন   গঙ্গার সহিত তার হৈল দরশন।
গঙ্গারে লইয়া রাজা চলিল সত্বর   উপনীত হৈল গিয়া আপনার ঘর।
তথা অষ্টবসুগণ বশিষ্ঠের সাঁপে   গঙ্গার উদরে জন্ম হব অতি পাপে।
আসি জত বসুগণ গঙ্গার চরণে   করজোড়ে স্তব করেন জত বসুগণে।
হরিদেব বলে সার রা[য়ের] চরণ   গঙ্গার উদরে জন্ম হব অষ্ট জন ॥১৩॥

॥ ত্রিপদী ॥

মুনিসাঁপে বসুগণ   স্তব করে অষ্ট জন
কৃপা ক[র বি]ষ্ণুর দুহিতা
মুনিসাঁপে হৈনু হত   সভে হৈনু পাপাবৃত
গর্ভে ধর শান্তন[বনিতা]।
শুনিঞা সভার স্তব   [তবে] গঙ্গাতনুভব
গঙ্গা সভে ধরিল উদরে
দিনে দিনে জত হল   সভ গঙ্গা নি[ক্ষেপিল
স]ত দিল ভাগীরথীর তরে।
দেখিয়ে জে এত সব   মনেতে গণিঞা তব
গঙ্গা প্রতি করিলা গঞ্জন
শুনিঞা এ সব কথা   গঙ্গা মনে পাইল ব্যথা
ত্যাগিলা শান্তন তপোধন।
দেখিল শান্তন রাজা   ত্যাগিল আপন ভাজ্যা
ভীষ্মমাত্র রহিল বংশেতে
এতেক শুনিঞা গঙ্গা   মনেতে পাইল শঙ্কা
পুন গেল হরেরে কহিতে।
শুনিঞা এ সব বাণী   হরষিত শূলপাণি
মস্তকে ধরিলা সুরধনী
দেখয়া জে দেবগণে   কুতূহলে সর্বজনে
ব্রহ্মলোকে ছিলা শূলপাণি।

ভবানী হইব নারী এইরূপ মনে করি
একযোগে আছেন ঈশান
কামদেব হৃষ্ট হৈয়া শিবের সাক্ষ্যাতে গিয়া
মহেশেরে মাইল কামবাণ।
কোপে বিশ্বনাথ চায় কামদেব পোড়্যা যায়
পুন বর দিলা পশুপতি
দ্বারকাভুবনে গিয়া পুনরপি জনমিয়া
হও পুন রুক্মিণীসন্ততি।
বর দিলা বিশ্বনাথ গোবিন্দ হইব তাত
হবে তুমি কৃষ্ণের কুমার
দ্বিজ হরিদেব ভনে কৃপা কর অখিঞ্চনে
শিশুবুদ্ধি কী বলিব আর ॥১৪॥

॥ পয়ার ॥

শুন রে ভকত সব কর অবধান যাহা লাগি একভাবে আছেন ঈশান।
ব্রহ্মা হরি কহিলেন আগুাশক্তিরে কায়া পালটিয়া মাতা ভজহ শঙ্করে।
শুনিঞা ব্রহ্মার বাক্য জগতজননী সেইক্ষ্যানে দেহত্যাগ কৈলা নারায়ণী।
প্রথমে হইলা মাতা সাবিত্রীর মূর্ত্তি একান্ত ভজনা কর দেব প্রজাপতি।
বিষ্ণুর কমলা নাম হইলা সংসারে খিরোদসাগরে গিয়া সেবেন বিষ্ণুরে।
শঙ্কর লাগিয়া নাম হৈল তার সতী দক্ষের ঘরেত্তে গিয়া সেবে পশুপতি।
ঈশ্বরের নারী সতী ইথে নাঞি আন সতী শঙ্করের সনে হব সম্প্রদান।
এইরূপে আগুাশক্তি হৈলা তিন খানি তিন পুত্রের গৃহবাস জগতজননী।
তিন ঠাঞি তিন মূর্তি হইলা সত্তরে বিষ্ণুর কমলা হৈয়া খিরোদসাগরে।
এইরূপে আগুাশক্তি তিনরূপা হৈয়া কহিব কারণ কিছু বিষ্ণুরে লইয়া।
একদিন ছিলা বিষ্ণু ব্রহ্মার সদনে লক্ষ্যান্তরে থাকী কিছু কহেন ত্রিলোচনে।
শুন শুন দুই ভাই আমার বচন ভুবনের মধ্যে নাঞি কাহার বাহন।
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা কহেন শঙ্করে বিষ্ণুর বাহন হৈল কশ্যপের ঘরে।
আমার বাহন হব সমুদ্র মথিথে তোমার বাহন হব কপিলা হইতে।
এই সব কথা ব্রহ্মা কহিলা শঙ্করে শুনিঞা সন্তুষ্ট বড় দেব মহেশ্বরে।
পুন তপ আরম্ভিল দেব ত্রিলোচন পারিজাত দিল ইন্দ্র নারদসদন।

নারদ দিলেন লৈয়া বিষ্ণুর সাক্ষ্যাতে   গোবিন্দ দিলেন লৈয়া রুক্মিণীর হাথে।
সেই পুষ্প দেখি প্রভাবতী জিজ্ঞাসিল   সে সব কারণ কথা রুক্মিণী কহিল।
পারিজাতহরণের কহিব কারণ   বিষ্ণুর সাক্ষ্যাতে গেলা বিনতানন্দন।
গোবিন্দ বাহন তায় করিব সত্তর   করজোড়ে কহে পক্ষ বিষ্ণুর গোচর।
শক্র আমার নাম খুইলা নাগান্তক   তব পদে নিবেদন শুন কৃপাময়ক।
আমার বচন [শুন জত্তে]ক থিরণ   গোবিন্দ বলেন তুমি আ[মা]র বাহন।
গরুড় বলেন বিষ্ণু করি পরিহার   তভপি বাহন আমি হ[ইব তো]মার।
হরিদেব বলে সার রায়ের চ[র]ণ   বিষ্ণুর বাহন হব বিনতানন্দন ॥১৫॥

॥ ত্রিপদী ॥

কহে গরুড় বিষ্ণুর সদন
তোমার বাহন হব   ইথে অন্য মত নব
এক সত্য শুন নারায়ণ।
তোমার বাহন আমি   নিশ্চয় থাকিবে তুমি
আমি তোমার ঘরের উপর
তোমারে কহিল সার   ইহা বিনে নাঞি আর
নিবেদিল তোমার গোচর।
গোবিন্দ বলেন সত্য   শু[ন] কশ্যপের পত্য
জে কহিলে সেই সত্য বাণী
আমার গৃহের পর   থাকিয় জে খগেশ্বর
তোমারে কহিতে কীবা জানি।
গোবিন্দ বলেন পক্ষ   নাম তোমার হৈল তাক্ষ
তুমি মোর হইলে বাহন
গরুড় বলেন বাণী   শুন প্রভু চক্রপাণি
তারকের নিধন কারণ।
শুনিঞা এ সব কথা   গোবিন্দ পাইল ব্যথা
মু[কু]ন্দে ডাকিল তরায়
মুকুন্দ আ[সি]য়া তথা   গোবিন্দেরে কহে কথা
কী কারণে ডাকিলা আমায়।
[কৃ]ষ্ণ বলে মুকুন্দ   তুমি বড় প্রবন্ধ
থাক তুমি তারকরূপে

[মুকু]ন্দ বলেন বাণী শুন প্রভু চক্রপাণি
কে আঁটিব তারকের রণে।
এতেক শুনিঞা হরি কহিলেন ত্বরা করি
শিব[সুত] হইব কার্ত্তিক
হরষিতে সাম্নাতুর চড়িয়া যে ময়ূর
একবাণে বধিব তারক
এত বাক্য শুনিঞা মুকুন্দ হরিষ হৈয়া
গেল বীর তারকর[?]কণে
গরুড়েতে আরহণ করিলেন নারায়ণ
হরিদেব ইহ রস ভণে ॥১৬॥

॥ পয়ার ॥

বিষ্ণুর সাক্ষাতে গেল বিনতানন্দন তাহারে এতেক কথা কহে নারায়ণ।
শুনিঞা সন্তুষ্ট বড় হৈলা খগেশ্বর গরুড় বিদায় হৈয়া গেল নিজ ঘর।
ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণু কহে নিজ কথা শুন শুন পদ্মযোনি আমার বারতা।
দেবের ঈশ্বর নাই শুন নিবেদন কাহার নাহিক গুরু শুন হে দিবণ।
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা ঈষতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বিষ্ণু শুন মন দিয়া।
একভাবে ইন্দ্র প্রতি ডাকিলেন ধাতা আসিয়া হইল ইন্দ্র দেবতার কর্ত্তা।
ইন্দ্র হৈল দেবরাজা শুন সর্বজন হইল ইন্দ্রের প্রজা যত দেবগণ।
বৃহস্পতি হইলেন দেবতার গুরু দেবতা আহার শিষ্য বাঞ্ছাকল্পতরু।
শুন রে ভকত-ভাই যত সব বন্ধ হরিহর ভগবতী হৈল এক অঙ্গ।
দ্বিজ হরিদেব ভনে রায়ের মঙ্গল গ্রামবর্গে কর কৃপা সেবকবৎসল ॥১৭॥

॥ ত্রিপদী ॥

অনন্ত অচ্যুত রাম বাসুদেব ঘনশ্যাম
দৈবকীনন্দন মধুরিপু
শ্রীমধুসূদন হরি কংশের নিধনকারী
বলিরে ছলিতে খর্ববপু।
গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ [মুর-অরি] অধোক্ষজ
পদ্মনাভ বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর

নারায়ণ মথুরেশ　　কৃষ্ণ বিষ্ণু হৃষিকেশ
যাদব মাধব দামু[দর]।
শম্ভুযীণ[1] পশুপতি　　শিব শূলী বৃষেগতি
সদাশিব শঙ্কর ভূতেশ
মৃত্যুঞ্জয় কৃত্তিবাস　　কটাক্ষে অনঙ্গনাশ
নীলকণ্ঠ পিনাকী শর্বেশ।
ভবানী শর্বানী গৌরী　　শিবদুর্গা শাকম্ভরী
নারায়ণী অনন্তা অপর্ণা
কাত্যায়নী কামেশ্বরী　　নগসুতা শুম্ভ-ঐরি
মহিষমর্দিনী মেঘবর্ণা।
হরিহর ভগবতী　　চরণে রহুক মতি
এই মোর সতত কামনা
হরিদেব তব দাস　　গুরুপদে সুপ্রকাশ
প্রণমিয়া করিল রচনা ॥১৮॥

॥ পয়ার ॥

হরিহর ভগবতী এক-অঙ্গ হৈয়া　কৈলাসশিখরে হর রহিলা বসিয়া।
শুন রে ভকত-ভাই কর অবধান　দক্ষের ঘরেতে মহামায়া অধিষ্ঠান।
শঙ্করের বিভা হব তাহার সহিত　কহিব তাহার কথা অতি অখণ্ডিত।
সকল দেবতা রহে আর যেই স্থানে　কৈলাসভুবনে রহে দেবতা ঈশানে।
সদাশিব সদারঙ্গ শিরে আর ফণী　তাহার সহিত কথা কহেন নারদমুনি।
নন্দী ভৃঙ্গী দুই জন সংহিত করিয়া　রহিলা কৈলাসে হর হরষিত হৈয়া।
বৃষভবাহন হর ইথে নাঞি আন　তে কারণে কপিলা রহিলা তার স্থান।
রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভনে　সমাপ্ত হইল পালা শুন সর্বজনে ॥১৯॥
বিপ্রবর্গে রঙ্ক রায় কবড়ি সিঙ্গারে　সকলে করহ রক্ষা দিজির ঈশ্বরে।
[প্রথম পালা সমাপ্ত]

[1] শম্ভুরিপ

শুনহ ভকত-ভাই কর অবধান   জেরূপে করিলা বিভা ঈশ্বর ঈশান।
প্রথমে হইল দক্ষের শতেক নন্দন   তপস্যায় গেল তারা সৃষ্টির কারণ।
তস্য পর হৈল তার মৈনক তনয়   কারণ বুঝিয়া তবে দেবগণ কয়।
মৈনকের পাক দেব কাটিল সত্বর   এক মৈনক লুকাইল জলের ভিতর।
সেই জল সখা হৈল দক্ষের কুমার   জলের ভি[ত]রে থাকে পক্ষের আকার।
জলমধ্যে রাত্রি দিন থাকে সর্বজনে   মৈনকের তত্ত্ব করে জত দেবগণে।
জতেক মৈনক চায়্যা বুলেন ধিষণ   সলিল ভিতর তত্ত্ব করেন নারায়ণ।
মৈনকের উপদেশে জ[ত]েক দেবতা   শক্র মারিবারে জান আপনি বিধাতা।
শরাসনে আপনি জুড়িল বিধিবর   থর থর কম্পমান হইল অমর।
আপনি বিধাতা শ্রীষ্টি প্রিতি কৈল দয়া   দক্ষের ঘরেতে জন্ম নিলা মহামায়া।
হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি   দক্ষের ঘরেতে জন্ম নিলা ভগবতী ॥১॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন সভে সাবহিতে   বিশ্বনাথের বিভা হৈতে
মনুর আছিল এক কন্যা
প্রসূতি[১] তাহার নাম   রূপে গুণে অনুপাম
ত্রিভুবনে সেই এক ধন্যা।
বিধি হরষিত হৈয়া   নিজ পরিবার লৈয়া
পরিচয় করয়ে দক্ষেরে
কহিল সানন্দ মত   বিধিবর পুলকিত
পরিবার বিদিত সংসারে।
দম্পতি আনন্দবত   হইল সন্তান শত
এক শত হইল দুহিতা
[শ]ম্ভু আদি দেবগণে   কন্যা দিল সর্বজনে
ধর্ম আদি হইল জামাতা।
দক্ষ প্রজাপতি অতি   আনন্দিত হৈয়া রতি
নিবসয়ে আনন্দ বিধানে
প্রসূতি[১] রিতুবতী   দক্ষের সহিত রতি
গর্ভবতী দৈবের ঘটনে।

---

১ পা প্রবৃতি

দিনে দিনে ভিন্ন ভিন্ন সকল গর্ভের চিহ্ন
কুচভরে চলিতে না পারে
অলসে আকুল মনে সদাই শয়ন ভূমে
নিরবধি ধরণী উপরে।
দক্ষজায়া গর্ভবাসী মহামায়া জন্মে আসি
খিতিতলে লভিলা জনম
প্রকাশ করিয়া খিতি জনমিল ভগবতী
দীপ্ত অতি নিশাকর সম।
ত্রিভুবনে জয়ধ্বনি আর কিছু নাঞি শুনি
সদানন্দ যত দেবগণ
মায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
দ্বিজ বলরাম সুবচন ॥২॥

॥ পয়ার ॥

ত্রিভুবনের মাঝে দেবি হৈলা মহামায়া প্রকাশ করিলা খিতি হরষিত হৈয়া।
সুরপুরে মঙ্গলধ্বনি কৈল দেবগণ জয় জয় হুলাহুলি এ তিন ভুবন।
নৃত্য গীত আনন্দিত সদা পুষ্পবৃষ্টি সুর নর আনন্দিত পুলকিত সৃষ্টি।
মন্দ মন্দ সুগন্ধি বহিছে সমীরণ সতী নাম থুইল দক্ষ হরষিত মন।
কেশরী বয়েষ ধনি ধরে দিনে দিনে মদনমোহন রূপ দেখে সর্বজনে।
দম্পতি সহিত দক্ষ হরষিত মন একভাবে পূজে সতী শঙ্করচরণ।
সখীগণ সঙ্গে দেবী খেলে নিরন্তর নিরবধি পূজা করে মৃত্তিকা-শঙ্কর।
এইরূপে বাপের ভবনে নারায়ণী দিনে দিনে হয় দেবী নবীন যৌবনী।
তেজিল বালকী কাল যৌবন সময় হর আরাধনে সতী তপস্বিনী হয়।
বাপের ভবনে দেবী বাড়ে দিনে দিনে সদাই সমাধি করি ভাবে ত্রিলোচনে।
দুহিতা যৌবন দেখি দক্ষ্য প্রজাপতি নিরন্তর ভাবে দক্ষ কারে দিব সতী।
ভগবতী আদ্যাশক্তি জগতজননী তপস্যা করিতে গেল যথা মন্দাকিনী।
একভাবে ভগবতী সেবেন শঙ্কর মৃত্তিকায় শিব সতী পূজে নিরন্তর।
সেইদিন নারদমুনি কহেন শিবেরে তোমার লাগিয়া সতী পূজে নিরন্তরে।
চলহ তাহার তরে শুন পশুপতি হরিদেব বিরচয় কোড়হাটে বসতি ॥৩॥

॥ ত্রিপদী ॥

নারদের কথা শুনি কুতূহলে শূলপাণি
সতীরে ছলিতে কৈল মনে
ব্রাহ্মণ মূরতি হৈয়া যজ্ঞসূত্র কণ্ঠে দিয়া
গেলা হর সতীর সদনে।
সতীরে দেখিয়া ছলে বিশেষ বিনয় বলে
শুন কন্যা আমার বচন
একাকী বনের মাঝে বসিয়াছ কোন কাজে
কার লাগি করহ স্তবন।
সতী বলে শুন দ্বিজ আমার মনের কাজ
তোমারে কহিলে কীবা হয়
আমার মানসবাণী পতি হব শূলপাণি
এইহেতু পূজি মৃত্যুঞ্জয়।
তাহার কথন শুনি ব্রাহ্মণ বলেন বাণী
শুন কন্যা আমার উত্তর
তুমি বল কল্পতরু চড়্যা বুলে আড়্যা গরু
ভিক্ষ্যা মাগ্যা বুলে ঘরে ঘর।
পরিধান বাঘছাল কণ্ঠে শোভে হাড়মাল
অস্ত সাপ তাহার মাথায়
শিরেতে শোভিত জটা কপালে ভস্মের ফোটা
ভাঙ ধুতুরা সদা খায়।
সদাশিব সদাভোলা ভূতসনে তার খেলা
অঙ্গে মাখে বিভূতিভূষণ
পরম কারণ রঙ্গে ভূতগণ লৈয়া সঙ্গে
সদানেতে করয়ে ভ্রমণ।
তার আছে তিন চক্ষু ভাঙ ধুতুরা ভক্ষ
দেখ তুমি এমন ভাঁগিরে
দেহ মহে সব তোমা মনেতে করহ ক্ষেমা
একভাবে ভজহ আমারে।

শুনিঞা এ সব বাণী কোপযুত নারায়ণী
ব্রাহ্মণেরে করেন গঞ্জন
হরিদেব করে স্তুতি আপনি হইবা পতি
কেন হর করহ দুষণ ॥৪॥

ব্রাহ্মণের বাক্য সতী শুনিলা শ্রবণে ক্রোধ করি কটুকথা কহিলা ঈশানে।
ঈশ্বর ঈশ্বরী এইরূপে হৈল কথা পঞ্চমুখ তিনচক্ষু ত্রিদশের কর্তা।
ভবানী বলেন দ্বিজ শুনহ উত্তর কেমনে করিলে নিন্দ্যা দেব গঙ্গাধর।
বিপ্র বলে শুন কন্যা আমার বচন সমানে শ্রবণ করে কেমন ধিষণ।
এতেক বলিয়া হর করিলা পয়াণ কৈলাসশিখরে গেলা দেবতা ঈশান।
ভগবতী দক্ষকন্যা আইলা নিকেতন দক্ষ প্রজাপতি দেখে দুহিতা-যৌবন।
কন্যার যৌবন দেখি দক্ষ বিষাদিত নিরন্তর করে যুক্তি প্রসূতি সহিত।
মনে অনুমান করে দেখিয়া কন্যারে সতীর সমান বর না দেখি সংসারে।
এতেক ভাবিয়া দক্ষ করিল গমন আসিয়া ব্রহ্মার ঠাঞি কৈলা বিজ্ঞাপন।
আমার নন্দিনী সতী তোমার পৌত্রী জগত-ঈশ্বরী মাতা জগতের ধাত্রী।
কাহারে দিইব বিভা কহ প্রজাপতি নিবেদিল তব পায় শুনহ ভারথি।
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা ঈষত্তে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে শুন মন দিয়া।
আছে এক যোগ্য বর অমি লয় মনে সতী সম্প্রদান কর দেব ত্রিলোচনে।
চারিমুখে আমার যে মহিমা অপার কেমনে কহিতে পারি মহিমা তাহার।
তাহার যতেক গুণ কে বলিতে পারে তাহার উপমা সতে দিতে আছে তারে।
অনাদি ঈশ্বর হর মহিমা কে জানে আমা হেন কোটি ব্রহ্মা না পায় ধিয়ানে।
ত্রিভুবনে সমস্ত তাহারে দেও সতী বলরাম বিরচিল মধুর ভারথি ॥৫॥

॥ একাবলি ॥

সভা করি সৃষ্টিপতি কৈল নিরূপণ যুক্তি সতীর বিভার কারণ হংসরাজে আরোহণ
সঙ্গে লৈয়া দেবগণ চলে যথা ত্রিলোচন গেল সর্ব দেবগণ শিব পূজে নিরঞ্জন
আসিয়া দেখিল শিবে অনাদি অনন্তভাবে ধ্যানে আছে ত্রিলোচন ভাবে নিত্য নিরঞ্জন
সর্ব দেবগণ দূরে দাণ্ডাইয়া জোড়করে দেবগণ করে স্তুতি পিতামহ করে নতি
পঞ্চবক্ত্র ভূতনাথ বেতাল প্রমথে সাথ অহি অঙ্গে লোসঙন বিপচর্ম পরিধান
অস্থিহার নিল কণ্ঠে তেজদন্ত উগ্রচণ্ডে সদাশিব সদানন্দ শিরে শত রথ গন্ধ
ভালে শোভে চন্দ্রকলা গলে দোলে হাড়মালা স্তব শুনি পুরহরে সমাধি ভাঙ্গিল হরে

সম্মুখে বিধিরে দেখি   প্রসন্ন করিয়া আখি   দিষ্টি কৈল ত্রিলোচন   দেখে সর্ব দেবগণ
প্রদক্ষিণ প্রনিপাত   দেবে করে জোড়হাথ   উঠি দেব জোড়করে   স্তব করে পুরখরে
বিস্তর স্তবন কৈল   তবে হর জিজ্ঞাসিল   কহ কিমির্থে ভাই   আইলে আমার ঠাই
এত স্তব কর কেন   কহে সর্ব দেবগণ   শুনিঞা শিবের বাণী   কহে অক্ষসূত্রপাণি
কিবা না জানহ তুমি   যে জন্তে আইল আমি   দ্বিজ বলরাম ভনে   বিভা কর ত্রিলোচনে ॥৬॥

॥ ত্রিপদী ॥

বিধি হরষিত মনে   কহে দেব ত্রিলোচনে
বিভাহ করহ দক্ষসুতা
বিধির কথন শুনি   কহে দেব শূলপাণি
তব বাক্য নাহিক অন্যথা।
সম্মত করিয়া হরে   গেলা বিধি দক্ষপুরে
কহিলা সকল বিবরণ
শুনি দক্ষ প্রজাপতি   হরষিত হৈয়া মতি
বিভাহ করিব ত্রিলোচন।
বিধির কথন শুনি   হরষিত দক্ষরানী
করে বহু মঙ্গল আচার
শঙ্খ ঘণ্টা বীণা বেণী[1]   মৃদঙ্গ মন্দিরাধ্বনি
নানা বাদ্য বাজিছে সুসার।
দক্ষের শুনিঞা কথা   বিশ্বকর্মা আসি তথা
বাঁধে দিব্য কনক ছান্দলা
নানা পরিপাটি করি   গঠিল কনকবারি
বেষ্টিত সুগন্ধি পুষ্পমালা।
দক্ষ হরষিত মনে   আমন্ত্রিল দেবগণে
উপনীত সর্ব দেবগণ
তার্ক্ষ্যে চড়ি চক্রধর   বারণেতে পুরন্দর
ছাগলবাহনে হুতাশন।
আইসে গগনপথে   সহস্র সহস্র রথে
উত্তরিলা দক্ষের ভবন

---

১ বিনা বেনি

শমন মহিষে পতি মগরেতে জম্বুপতি
কুরঙ্গেতে আইলা পবন।
কুবের বরুণ আদি আইলেন যথাবিধি
আশ্বিনীকুমার পুষ্পবন্ত
বিধিসুত দশ জন আইলেন ঋষিগণ
আগমনে অশেষ অনন্ত।
অনেক দেবতাগণ কুতূহলে সর্ব্বজন
দক্ষের ভবনে উপনীত
বিভাহ করিতে সতী সাজে দেব পশুপতি
হরিদেব রচিল সঙ্গীত ॥৭॥

॥ পয়ার ॥

নারদ বলেন মামা বচন শুনহ কটিদেশে বাঘছাল সাপেতে আঁটহ।
অঙ্গেতে মাখহ ভস্ম বিভূতিভূষণ শিঙ্গা ডুম্বুর করে লও শুনহ বচন।
মাথায় অনেক ফণি করেতে ত্রিশূল দুই কর্ণে দেও মামা ধুতুরার ফুল।
তিনচক্ষু পঞ্চমুখ অখিলের পতি মস্তকে আছেন তার গঙ্গা মহাসতী।
এইরূপে বিশ্বনাথ করিলা সাজন কৌতুকে প্রমথগণ নাচে অনুক্ষণ।
হরষিতে বিশ্বনাথ করিলা পয়ান ভূত প্রেত সঙ্গে যত দক্ষ দানাগণ।
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে চলে হরষিত হৈয়া নারদ মহামুনি যান আল্যকুশী লইয়া।
চড়িলেন ভূতনাথ বৃষভ বাহনে ভৈরব খেচরগণ চলে তার সনে।
কুতূহলে বিশ্বনাথ করিল গমন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥৮॥

॥ ত্রিপদী ॥

বিভাহ করিতে সতী চলিলেন পশুপতি
বৃষভবাহনে হরষিতে
নন্দী ভৃঙ্গী চলে রঙ্গে ভৈরব বেতাল সঙ্গে
ভ্রূকুটি করিয়া চলে সাথে।
জয় জয় কোলাহলে ভূতনাথ আগে চলে
উপনীত দক্ষের ভবন
হইল মঙ্গলধ্বনি আইলেন শূলপাণি
নানা বাদ্য বাজে ঘনে ঘন।

পুষ্পবৃষ্টি ঘনে ঘনে করে জত দেবগণে
মুনিগণে করে বেদধ্বনি
রসাল পল্লভমুখে ঘট আরহণ সুখে
মঙ্গল গায় জতেক রমণী।
চৌদিগে পৃদীপ জলে[১] সুগন্ধি নারায়ণ তৈলে
অগৌর চন্দন সুবাসিত[২]
প্রবাল মুকুতাঝুরি চামর তোরণ সারি
নানা চিত্র চৌদিগে বেষ্টিত।
জত জত দেবনারী আদি স্বর্গ বিদ্যাধরী
উপনীত দক্ষের ভবনে
দেবগণ হরষিতে বৈসে ছায়ামোণ্ডপেতে
চৌদিগে বিষ্টিত মুনিগণে।
সভামধ্যে ত্রিপুরারি বসিলা আসন করি
জেন বিধু বেড়ে তারাগণে
নিতক্রিয়া[৩] জত ছিল রমণীগণেতে কৈল
করিল জে মঙ্গলবিধানে।
দক্ষ হরষিত মনে বৈসে কন্যা সম্প্রদানে
বেদধ্বনি করে মুনিগণ
শঙ্খ ঘণ্টা করতাল মৃদঙ্গ বীণা করনাল
নানা বাদ্য বাজে ঘনে ঘন।
আনন্দে মঙ্গলধ্বনি করে জত নিতম্বিনী
করয়ে প্রচুর শঙ্খধ্বনি
বলরাম কহে সার ইহা বিনে নাঞি আর
সতীর বেশ করেন রমণী ॥১॥

॥ পয়ার ॥

বসিলেন আদ্যাশক্তি[৪] রমণীর সনে চন্দ্রের সংহতি জেন বৈসে তারাগণে।
পদযুগ কমল সুচারু দশাঙ্গুলি তাহাতে শুভিত ভাল রজত পাশুলি।
দেখি মধ্যস্থল তার লজ্জিত কেশরী চম্পক জিনিঞা দেবী অতিশয় গুরি।
রামরম্ভা জুগ উরু নিতম্ব সুন্দর তাহাতে শুভিত ভাল বিচিত্র অম্বর।

১ জলে ২ শুভাসীত ৩ -ক্রিয়া ৪ -শক্তি

দুই ভুজ দেখিয়া মৃণাল পঙ্কতলে   লজ্জায় বিকল হৈয়া প্রবেশিল জলে।
বদন দেখিয়া বিধু লজ্জায় বিকল   ওষ্ঠধর দেখি লজ্জা পায় বিম্বফল।
সুপক্ক দাড়িম্ববীজ দশনের[১] জ্যুতি   গিধিনী নিন্দিয়া তার মনোহর শ্রুতি।
শ্রুতিমূলে কনককুণ্ডল ভাল সাজে   রতন কঙ্কণ শোভা করে দুই ভুজে।
নাসা তিলফুল জিনি অতি মনোহর   তাহাতে শোভিত ভাল রতন-বেশর।
চামুরী লজ্জিত অতি দেখি কেশপাশ   বনেতে প্রবেশ কৈল হইয়া নৈরাশ।
ভ্রুকযুগ দেখি স্মর[২] নিন্দে নিজ চাপ   কুচযুগ দেখি করিকুম্ভ পায় তাপ।
ভালেতে অলকাবলি নিন্দে সৌদামিনী   তাহার হেটেতে শোভা করে কাদম্বিনী।
কুসম কবরী তার শোভে কর্ণ-ঝাঁপা   তাহাতে করিছে শোভা মল্লিকার গাভা।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলিগণ ফিরে মধুলোভে   নানা রত্ন অলঙ্কার অঙ্গে ভাল শোভে।
এইরূপে বেশ কৈল জত রামাগণ   গুয়া কাটিবারে সভে করিল গমন।
দেখিয়া শিবের বেশ জতেক রমণী   কুৎস্থাকার দেখি নিন্দ্যা করে নিতম্বিনী।
শিবেরে কয়েন নিন্দ্যা জত নারীগণ   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১০॥

॥ ত্রিপদী ॥

আই-মা আই-মা এ কী লাজ গৌরার বর কী এইট্যা।
পরিধান বাঘছাল   গলে শোভে হাড়মাল
মাথায় উলিঝিলী কেউট্যা।
শিবের বিভূতি ভূষণ   বলদ বাহন
কাঁধেতে সিদ্ধের ঝুলি
কানেতে ধুতুরা   দিয়াছেন ফুল
করেতে লইয়া শূলী[৩]।
শিঙ্গা ডুম্বু   করেতে লইয়া
বিভূতি ভূষণ গায়
এমন ভাঁগিরে   দিবে জে সতীরে
দেখিয়া বাপ মায়।
এতেক বলিয়া   জতেক রমণী
পুন গেল দক্ষপুরে

১ দশনে   ২ স্মর   ৩ ঝুলি

দক্ষ হরষিতে লইয়া শঙ্করে
পাদ্য অর্ঘ্য দিল হরে।
ছামুনি করিতে পাঠাইল গৃহেতে
লইয়া অতেক নারী
ঔষধের ডালা লইয়া রমণী
বরিবারে ত্রিপুরারি।
প্রথমে বরিতে ধান্য দুর্বা দিয়া
দিলেন শিবের ভালে
গোচোনা দর্পণ করিল বরণ
হরেরে পুছিয়া পেলে।
ঔষধ ছোঁআইতে শিবের ভালেতে
খসিয়া পড়িল ফণী
শিবেরে উলঙ্গ দেখিয়া সকলে
ভাবেন অত রমণী।
এমনি সময় দেখিয়া নারদ
আলুকুশী উড়াইল
আলুকুশী দিতে অতেক রমণী
সকলেতে ব্যস্ত হৈল।
এমনি সময় অতেক রমণী
চুলুকায় নিজ অঙ্গ
হরিদেব ভনে শুন ত্রিলোচনে
সকলি তোমার রঙ্গ ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

সতীরে দেখিয়া বলে অতেক রমণী   ব্রথায় সেবিলে তুমি দেব শূলপাণি।
জগতজননী তুমি জগতে ঈশ্বরী   হর সেবিয়া বর পাইলে জনমভিকারী।
তোমার কপালে সতী ছিল হেন ভূত   বসিয়াছে ছাঁদনাতলায় যেন অবধূত।
কাঁদয়ে প্রসূতি রানী বিবাদ ভাবিয়া   বাপঘরে জাব আমি গৌরীরে লইয়া।
বুড়ারে না দিব সতী ঝাপ দিব জলে   তোমার অক্লেতে মোর যে থাকে কপালে।
শুনিঞা এতেক কথা জগতজননী   কেন ব্রথা কাঁন্দ মর শুন মোর বাণী।

জননীরে প্রবোধেন জগত-ঈশ্বরী   জদি মোর ভালে থাকে জনমভিখারী।
এতেক বলিয়া মাতা খেতমাছি হৈয়া   শঙ্করের ওরে কন তালেতে বসিয়া।
শুন শুন ত্রিলোচন আমার বচন   কেন আর কর প্রভু এতেক ছলন।
এতেক শুনিলা হর সতীর বচন   মদনমোহন রূপ হইলা তখন।
অতেক রমণী বলে শিবেরে দেখিয়া   আকাশের চাঁদ পাইল হাথ বাড়াইয়া।
আপনার পতি নিন্দে জত নারীগণ   মুহিল সভার মন দেখি ত্রিলোচন।
এতেক শুনিঞা কিছু বিশ্বনাথ বলে   ভাল মন্দ জত কিছু তপিস্তার ফলে।
আপনার পতি নিন্দ পরেরে বাখান   কুট্যা-পতি হয় তবু দেবতা সমান।
আপনা না জান নারী শুনহ বচন   নারীর পুরুষ হয় অঙ্গের ভূষণ।
এতেক শুনিঞা সভে বলেন সতীরে   সার্থক সেবনা তুমি করিলা শঙ্করে।
সতী সদাশিবে পুন হইল ছামুনি   দেখি চমকিত হৈল অতেক রমণী।
ঈশ্বর ঈশ্বরী পুন আনি স্বয়ম্বরে   পুলকিত হৈয়া দক্ষ সম্প্রদান করে।
সম্প্রদানোকালে দক্ষ শিবেরে জিজ্ঞাসে   শুনিঞা জে পদ্মজোনি চারি মুখে হাসে।
উগ্রকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ নীলকণ্ঠ আর   তিন পুরুষের নাম কহিলাম সার।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন মধুপর্ক দিল   সতী সদাশিবে হাথে হাথে সমর্পিল।
মুনিগণ বেদ পড়ে বাদ্য কোলাহল   অগ্নি নমস্কার করি হইল মঙ্গল।
ঈশ্বর ঈশ্বরী দুহে গেলেন বাসরে   কুসমশজ্যায় রঙ্গে জামিনী ভিতরে।
জামিনীতে সুরতভাণ্ডব-সূত্রধারী   পূর্ণ ইন্দু[1] সম মুখী মদনমঞ্জরী।
কৌতুকে বাসরে হর করিলা রঙ্গন   ভোজন শয়নে সভে করিলা জতন।
প্রভাত হইল নিশি প্রত্যুষ বিহান   বাসর হইতে পুন উঠিলা ঈশান।
মুনি রিষি দেবগণ বসি একস্থানে   কহিতে লাগিলা সভে দক্ষসন্নিধানে।
হারদেব বিরচিল মধুর ভারথি   বিদায় করহ দক্ষ শঙ্কর আর সতী ॥১২॥

॥ পয়ার ॥

বিধাতা বলেন শুন দক্ষ প্রজাপতি   বিদায় করহ তুমি সদাশিব সতী।
শুনিঞা এতেক কথা চমকিত মনে   বিদায় করিল তবে জত দেবগণে।
কাঁদয়ে প্রসূতি রানী সতীর লাগিয়া   কোথাবে চলিলে তুমি জননী ছা[ড়ি]য়া।
সতীর গমনে কাঁদে সতীর জননী   গলাগলি হৈয়া কাঁদে শতেক ভগিনী।
শত পুত্র মৈনাক পাইল জত দুখ   সব পাসরি সতী দেখি তোমার মুখ।

---

১ বিন্দু

জনক জননী কাঁন্দে কাতর হইয়া   কেমনে রহিব ঘরে তোমা না দেখিয়া।
জনক জননী প্রিতি সতী চন্দ্রমুখী   প্রবোধ করেন দেবী অশ্রুপাত-আঁখি।
ব্রসববাহনে তুহে করিলা গমন   নিজগণ লৈয়া গেলা কৈলাসভুবন।
সতী লৈয়া সদাশিব রহিলা কৈলাস   দম্পতি বেহরে অতি সুখে গ্রহবাস।
ব্রহ্মা আদি দেবগণ কৈলাসেতে গিয়া   স্থানে স্থানে দিকপাল সকলে স্থাপিয়া।
শিবেরে প্রণাম করি জত দেবগণ   হরিষে বৈকুণ্ঠপুরী করিলা গমন।
সতী সদাশিব এথা করেন মইথন   কার্ত্তিকের জন্মকথা শুন সর্বজন।
সহস্র বৎসর হর মইথন করিতে   অজোনিসম্ভবা তাহা নারিল ধরিতে।
শিবের তেজেতে সতী ধরিতে নারিল   ভগবতী সেই তেজ অগ্নি প্রিতি দিল।
হরের তেজেতে তবে অগ্নি পুড়্যা মরে   সেই তেজ দিল লৈয়া সমুদ্রের তরে।
শুন রে ভকত-ভাই কী জানি কহিতে   সমুদ্রেতে অগ্নি হৈল সেই তেজ হৈতে
সমুদ্র সহিতে নারে দিল শরবনে   কার্ত্তিকের জন্ম তবে হৈল সেইক্ষ্যানে।
শচী আদি স্তন্নে নিল পালন করিতে   মউরবাহন তায় দিলেন চড়িতে।
দিনে দিনে বলবান হৈল ষাণ্মাতুর[1]   তারকের বধ হেতু উড়ান মউর।
মহাবলবন্ত তবে হইল কার্ত্তিক   তারক নিধন হেতু সখা নাগান্তক।
ছয় দিনের করি আনি দিলেন শিবেরে   হরষিত হৈলা শিব দেখি কার্ত্তিকেরে।
মনেতে পড়িল তাঁর পূর্ব বিবরণ   মুকুন্দ[2] বীর আছে তারকরক্ষণ।
শঙ্কর বলেন শুন দেব ষাণ্মাতুর   তারক বধহ গিয়া উড়ায়া মউর।
শুনিঞা পিতার বাক্য দেব শক্তিধর   করজোড়ে কহে পুন শিবের গোচর।
সখা বিনে যুদ্ধ নাই নিবেদি চরণে   শুনিঞা পুত্রের কথা দেব ত্রিলোচনে।
এতেক শুনিঞা তবে ডাকে নাগান্তকে   কার্ত্তিকের সখা হৈয়া [বধ]হ তারকে।
এতেক শুনিঞা পক্ষ করিলা গমন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১৩॥

॥ ত্রিপদী ॥

বধিতে তারক   চলিল কার্ত্তিক
বিক্রম করি সঙ্গে
হরষিত হৈয়া   মউরে চাড়্যা
গরুড় চলিল রঙ্গে।

---

১ সার্ম্মাতুর   ২ মুকুন্দ

পুলকিত মন গেলা তিন জন
বধিবারে তারকেরে
শরাসনে বাণ জুড়ি ষড়ানন[১]
চড়িয়া মউর পরে।
উড়াইয়া মউর জুঝে যাগ্মাতুর
ধনুকে জুড়িয়া বাণ
পুন নাগান্তকে পরম কৌতুকে
খগবর কম্পমান।
গরুড় হরিষে জুঝেন বিশেষে
নখ মহী খরশাণ[২]
মুকুন্দ ব্রাহ্মন করে নিবেদন
কার্তিক জুড়িল বাণ।
হরিষে কার্ত্তিক বধেন তারক
মারিল মহাশক্তি বাণে
তারক নিধন কৈল ষড়ানন
মুকুন্দ হরিষ মনে।
মুকুন্দ ব্রাহ্মন গেল নিকেতন
গরুড় গেলেন ঘরে
বধিয়া তারক আইলা কার্ত্তিক
চড়িয়া শিখীর[৩] পরে।
শিবের কৌতুক দেখিয়া কার্ত্তিক
আনন্দ হইল মনে
পার্বতী গঙ্গায় শিবের জটায়
কোন্দল হৈল দুজনে।
বলেন পার্বতী শুন গঙ্গা সতী
তুমি হৈলে মোর সতা
তুমি সুহাগিনী শুন গ ভবানী
পড়িয়ে ম[নে]র কথা।

১ ষড়ানন ২ -শান ৩ শিখির

তুমি শক্তি লৈয়া সুয়াগিনী হৈয়া
হয়হ গঙ্গা কলঙ্কিনী
জগতের মাতা শুন মোর কথা
আমি সে শিবের রানী।
আমি সর্বময়ী তোমা প্রিতি কই
জগতজননী আমি
বড় কলঙ্কিনী শুন সুরধনি
দূর হইয়া জাও তুমি।
গঙ্গা বলে দুর্গা তুমি চতুর্বর্গা[1]
তুমি হও মোর খুড়ি
এমন বচন না কও কখন
তোমার চরণে পড়ি।
কোমল বচনে শুনে ত্রিলোচনে
কহিতে লাগিল তায়
শুন গঙ্গা সতী আমার ভারথি
হরিদেব রস গায় ॥১৪॥

॥ পয়ার ॥

গঙ্গা বলে শুন হর আমার কাহিনী আমারে বলেন সতা জগতজননী।
এতেক শুনিলা হর গঙ্গার ভারথি গঙ্গারে কীরূপে সতা বলহ পার্বতী।
শঙ্কর বলেন দুর্গা শুন মোর বাণী গঙ্গায় দেখিও জেন আপন নন্দিনী।
আইস আইস বৈইস গঙ্গা আমার জটায় শুন শুন আগ দুর্গা না কইও গঙ্গায়।
এতেক শুনিঞা সভে নিরস্ত হইল সত্যের কপিলা তবে কহিতে লাগিল।
শঙ্কর বলেন ধেনু শুনহ বচন পৃথিবী-ভুবনে তুমি করহ গমন।
কপিলারে এত কথা কহেন ত্রিলোচন ওথা দেবী ভগবতী জুড়িলা রোদন।
শুনহ ভকত-ভাই কর অবধান গণেশের জন্ম কিছু কহিব প্রমাণ।
ভগবতী আদ্যাশক্তি জগতজননী মৃত্তিকা[2] নির্মাণ দেবী করিলা আপনি।
চিত্রের পুতলি করি দিল ভগবতী জীবন্যাস[3] দিলা তায় দেব পশুপতি।
কৌতুকে নাচিছে হর পুত্রেরে দেখিয়া দেবগণ দেখিবারে আইল ধাইয়া।

---

১ চতুর্বর্গদা ২ মৃত্তিকা ৩ -প্রাণ

হংসরথে আইলা ব্রহ্মা বিহঙ্গমে হরি   বারণে আইলা শক্র তথা ত্রিপুরারি।
ছাগলবাহনে আইলা দেব হুতাশন   ভল্লুকেতে বিশ্বকর্মা কুরঙ্গে পবন।
তাহার পশ্চাতে শনি করিলা গমন   শনি দরশনে মুণ্ড গেল ততক্ষণ।
পুত্রমুণ্ড না দেখিয়া জগতের মাতা   দেবীর করুণা শুনি কহেন বিধাতা।
শুন শুন হনুমান আমার উত্তর   নিদ্রাগত [যাহে]র পাও আন ত্বরাপর।
শুনিঞা ব্রহ্মার বাক্য পবননন্দন   পূর্ব দিগ দক্ষিণ পশ্চিম করিলা ভ্রমণ।
উত্তর শিয়রে নিদ্রা যায়ে ত কুঞ্জর   তার মুণ্ড হনুমান কাটিলা সত্বর।
বারণের মুণ্ড লৈয়া আইলা হনুমান   উপনীত হৈল গিয়া বিধিসন্নিধান।
কুঞ্জরের মুণ্ড দেখি দেবের উল্লাস   গণেশের কন্ধে দিয়া দিল জীবন্যাস।
যতেক দেবতাগণ করিল সম্মান[১]   পূজার সময় তুমি সভায় প্রধান।
অন্তরিতে উচাটিল গণেশের মাথা   দক্ষিণে পড়িয়া সেহ হইল দেবতা।
হইল হড়মুড়া ক্ষেত্র শিবের নন্দন   রূপরায় সংহতি থাকিব অনক্ষণ।
পালা সাঙ্গ হরিদেব রচিল ভারথি   পৃথিবী-ভুবনে এখন চল ভগবতী ॥১৫॥

॥ দুই পালা সমাপ্ত ॥

১ সম্মান

॥ ত্রিপদী ॥

শিবের হইল সাঁপ পায়্যা বড় মনস্তাপ
পৃথিবীতে করিলা গমন
গো-রূপা হইয়া সতী উপনীত হৈলা খিতি
রহে ধেনু গোপের ভুবন।
পূর্বে তপ কৈল চিত্রবতী
সেই পুণ্যের[1] ফলে কপিলা আসিয়া মিলে
সেবা করে করিয়া ভকতি।
চিত্রবতী হরষিতে ডাকে নিজ সাত সুতে
কহে গোপী মধুর বচনে
অনেক পুণ্যের ফলে কপিলা আসিয়া মিলে
সেবা সভে করহ যতনে।
হৈয়া হরষিত মন সেবা করে সাত জন
চামর ব্যাজন বাত করে
মউরের পুচ্ছ দিয়া গোশালা ছাইল গিয়া
হেমগড়া বাঁধিল ভিতরে।
সভে হরষিত হৈয়া চন্দনের কাষ্ট দিয়া
সুবাসিত ধূম কৈল তায়
সভে হরষিত মন জোগায় কোমল তৃণ[2]
সদা বাত করে তার গায়।
কপিলা হরিষ মনে রহিলেন সেইখানে
সেবা করে গোপী চিত্রবতী
গোপীর সেবন বশে কপিলার মনতোষে
বর দান কৈলা পীত্রপতি।
কপিলার বর পায়্যা বড় হরষিত হৈয়া
হৈল তার সোল শত পাল
এত দেখি চিত্রবতী পুলকিত হৈয়া অতি
নিরজিল অনেক রাখাল।

---

১ পুণ্যের ২ কমল তৃণ

এইরূপে চিত্রবতী সেবা করে নিতি নিতি
রমণী পুরুষ যত জন
রায়পদ-সরসিজে লুব্ধ মধুব্রতদ্বিজে
বলরাম করিলা রচন ॥১॥

॥ পয়ার ॥

গোপের ভুবনে ধেনু করেন বসতি সেবন করয়ে নিত্য গোপী চিত্রবতী।
বধূগণ তাহার বিরক্ত হৈয়া মনে গোধনের উপস্থিতি ঘুচে কত দিনে।
বিপক্ষে কুযুক্তি দেয়ে জত বধূগণে দুয়ারে তুঁশের ধুঁয়া দেয় প্রতিদিনে[১]।
মুক্তকেশে রোদন করয়ে সর্বজনে এত দেখি ভগবতী ভাবেন মনে মনে।
ভ্রষ্ট-তণ্ডুল খায় গোয়াইলে বসিয়া ঘুচিবে ধেনুর দায় শুন মন দিয়া।
ঝেটা-খাঁটা মার নিত্য গোধনের গায় এইরূপে এড়াইবে জত ধেনুর দায়।
এত কুমন্ত্রণা শুনি জত বধূগণ ভাজা-পোড়া গোয়ালেতে করএ চর্বণ।
মুক্তকেশে গোয়ালেতে করয়ে রোদন গোধনেরে ঝেটাবাড়ি মারে বধূগণ।
এত অপমান তবে কপিলা পাইয়া চলিলা কপিলা ধেনু গোয়ালি ছাড়িয়া।
ক্রমে ক্রমে ছাড়ি গেল জতেক গোধন বিষাদ ভাবিয়া গোপী করয়ে রোদন।
কপিলা ভ্রমণ করে হৈয়া একাকিনী চোরাধেনু আসি তথা মিলিল তখনি।
চোরাধেনু কুমন্ত্রণা দেয় কপিলারে কাননে ভ্রমণ কেন কর একেশ্বরে।
কপিলা বলেন তুমি শুন বিবরণ শরীরে[২] চাবুকচিহ্ন[৩] কিসের কারণ।
শ্রবণ ছেদন কেবা করিল তোমার পুচ্ছ নাক্ত নাক্তি বিকৃতি-আকার।
এত শুনি চোরাধেনু কহিলা তখন চোরাধেনু বলি মোরে [বলে] সর্বজন।
চোরাধেনু বলেন দিদি করি নিবেদন করিল বিষম চুরি জত দেবগণ।
ইন্দ্র করিল চুরি গৌতমজোসিতা চন্দ্র করিল চুরি গুরুর বনিতা।
আপন দুহিতা চুরি করিল বিধাতা তোমার চরণে এই নিবেদিল কথা।
চুরি করি খাই তৃণ এই অপরাধ ই তিন ভুবনে মোরে বলে চোরাবাদ।
গৃহেতে না থাকি আমি গুরুজভুবনে নিরন্তর থাকি আমি গহন কাননে।
খাইবে উত্তম ঘাস চল মোর সাথে উদর ভরণ মোরা করিব জা হইতে।
চোরের সহিত জদি হয় সাধুজন সেই মতি হয় তার না জায় খণ্ডন।

---

১ পৃতি- ২ খরিরে ৩ -চিহ্ন

বিনোদ ব্রাহ্মণের খেতে হৈল উপনীত   পাকা ধান্য দেখি হৈল কপিলা লজ্জিত।
তুলসী ছেদনে মোর এত অপমান   কেমনে খাইব আমি ব্রাহ্মণের ধান।
ব্রহ্মস্ব[1] খাইতে ধেনু না করিল মতি   চোরাধেনু উদর পুরিল শীঘ্রগতি।
লগুড়হস্ত হৈয়া দ্বিজ ধাইল দেখিয়া   চোরাধেনু পলাইল উদর পুরিয়া।
কপিলা পাইয়া দ্বিজ মারিল তখন   কণ্ঠের পৈইতা দিয়া করিল বন্ধন।
হইল বিষম দায় পবিত্রবন্ধনে   কপিলা দিবেন সাঁপ হরিদেব ভনে ॥২॥

॥ একাবলি ॥

ব্রাহ্মণ ক্রোধেতে ব্যস্ত   হইয়া লগুড়হস্ত   চোরাধেনু পলাইল   কপিলার লাগ পাইল
কপিলা বা[ধি]তে জায়   কেহ দায় লৈয়া ধায়   খানিক না আঁটে দড়ি   পুনঃপুন আনি জুড়ি
কণ্ঠের পইতা দিয়া   শৃঙ্গ[2] বাঁধে জড়াইয়া   বিষম বন্ধন হয়   কপিলা পাইল ভয়
পাছে ছিঁড়ে যজ্ঞসূত্র   এ ভয় হইল মাত্র   এমন ভাবেন মনে   দ্বিজ হরিদেব ভনে ॥৩॥

॥ পয়ার ॥

আর না জাইব গ সখি মথুরার হাটে   জগাতি জাদবরায় জমুনার ঘাটে ॥

পবিত্রবন্ধনে ধেনু করেন রোদন   কেন বা করিল আমি তুলসী ভক্ষণ।
এইরূপে রোদন করেন ভগবতী   ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়া হৈলা উপনিতি।
গোয়াইলে তুলিয়া দ্বিজ দিলেন আগড়   কপিলা বলেন মোরে দায় হৈল বড়।
বিষাদ ভাবিয়া ধেনু লাগিলা কাঁদিতে   কেন হেন সাঁপ মোরে দিলা বিশ্বনাথে।
ভাল হৈত সেই কালে তেজিতাঙ জীবন   কেন বা আইল আমি পৃথিবী-ভুবন।
এমন বিপদ মোরে লিখিলেন বিধি   তুলসী ভক্ষণে আমি এত অপরাধী।
এতেক ভাবিয়া মাতা করেন রোদন   নয়নের নীর তার খসিল তখন।
সেই নীর হৈল জত রজত কাঞ্চন   গোয়াইলে সোনা[3] জত হইল স্বজন[4]।
ভাবিতে ভাবিতে মাতা দশভুজা হৈয়া   রহিলা গোয়াইলে মাতা কেশরী চড়িয়া।
ব্রাহ্মণী আইলা তবে বাহির ঝাঁট্যাইতে   গোয়ালোতে দশভুজা পাইল দেখিতে।
আগড় ঘুচাইয়া তবে দিলেন ব্রাহ্মণী   চরণে ধরিয়া কিছু কহে স্তুতিবাণী।
পবিত্রবন্ধন তার করিল মোচন   কান্দিয়া ব্রাহ্মণী কিছু করে নিবেদন।
ব্রাহ্মণীর স্তববাণী শুনিল ব্রাহ্মণ   গোয়াইলে আসিয়া দ্বিজ দিল দরশন।

১ ব্রহ্মস্ব   ২ শৃঙ্গ   ৩ সোনা   ৪ স্বজন

ভগবতী দেখি দ্বিজ ধরিলেন পায় অপরাধ ক্ষেমা মোরে কর মহামায় ।
তুমি না কহিলে খেতি আমি নাঞি জানি সর্বদোষ ক্ষেমা কর জগতজননী ।
ব্রাহ্মণের কথা শুনি কহেন ভগবতী হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি ॥৪॥

॥ ত্রিপদী ॥

কপিলা বলেন বাণী শুন শুন দ্বিজমুনি
অকারণে বাঁধিলে আমায়
মনেতে হইয়া ক্রুদ্ধ[1] আমারে করিলা বদ্ধ
আমি সাঁপ দিলাম তোমায় ।
কলিতে দরিদ্র হবে নিচ জনের দান লবে
সোনা পাষ্যা লবে জত্ন করি
দানেতে পতিত হৈয়া সন্ধ্যা গাত্রী পাসরিয়া
কলিকালে করিবে চাতুরি ।
এই জত ব্রাহ্মণ মুখে জলে[2] হুতাশন
বেদমন্ত্র সন্ধ্যা গাত্রী বলে
বেদমন্ত্র সন্ধ্যা জত সকল হইবে হত
মহাঘোর কলিকাল আইলে ।
কপিলা এতেক বলি গোয়ালী ছাড়িয়া চলি
বনে বনে করিলা গমন
হইয়া সে অভিমানী[3] মনে ভাবে শূলপাণি
কেন হেন কৈলা ত্রিলোচন
এমন ভাবিয়া মনে দৈববাণী সেইখানে
ভাল হব বলিল ডাকিয়া
শুনি ধেনু এত সব মনেতে ভাবেন ভব
বিশ্বনাথ লও উদ্ধারিয়া ।
করিল এমন পাপ তুমি মোরে দিলে সাঁপ
এইহেতু আইনু অবনী
এমন সাঁপের ফল পৃথিবী না পাই স্থল
কেমনে রহিব শূলপাণি ।

---
১ ক্রুদ্ধ ২ জলে ৩ অতি মানি

দৈববাণী মনে পায়্যা ধেনু গর্ভবতী হৈয়া
কৌতুকে খাইল জত তৃণ
দশ মাস গর্ভ হৈল ধেনু তথি প্রসবিল
[মনু]রথ হইল নন্দন।
দেখি ধেনু নিজ সুত মনে বড় পুলকিত
স্তন দিয়া বালকবদনে
দ্বিজ হরিদেব গায় কপিলা চরিতে জায়
রাখি শিশু গহন কাননে ॥৫॥

॥ একাবলি ॥

হেনঞি সময়কালে ইন্দ্র নারদেরে বলে পৃথিবী-ভুবনে গিয়া কামধেনু সঙ্গে লইয়া
পুন আন সুরপুরে জিজ্ঞাসিয়া গঙ্গাধরে হরের নিকটে গিয়া ঋষি কহে হৃষ্ট হয়্যা
কামধেনু আনিবারে দেবতা কহিলা মোরে এত শুনি গঙ্গাধর চল তথা মনিবর
দ্বিজ বলরাম কএ নারদ সাহস হয় ॥৬॥

॥ পয়ার ॥

কপিলা কাননে শিশু রাখি হরষিতে খুধায় কাতর হইয়া চলিলা চরিতে।
দেব ঋষি নারদ তথা হৈলা উপনীত ধরিল শার্দূল-কায়া অতিবিপরীত।
ধেনুর নিকটে গিয়া পড়ে লাফ দিয়া চাহিয়া রহিল ধেনু উর্দ্ধমুখ হৈয়া।
বলিল শার্দুল তোরে করিব ভক্ষণ আজু বিধি মিলাইল উত্তম ভোজন।
এত শুনি ভগবতী করে নিবেদন আমার নাহিক ভয় করিহ ভক্ষণ।
দিব সতীনের শিশু আছে অনাহারে তথা গিয়া স্তন পান করাইব তারে।
শিশুরে রাখিয়া বনে আসিব এখানে ভক্ষণ করিও তুমি পরিতোষ মনে।
কপিলার কথা শুনি কহে মুনিবর তুমি গেলে জদি না আইস পুনর্বার।
এতেক শুনিঞা ধেনু করে নিবেদন ধর্মচ্যুত[১] হব কেন প্রাণের কারণ।
সত্য সত্য করি ধেনু করিল গমন উপনীত হৈলা গিয়া বালক-সদন।
পুত্রের সাক্ষাতে কহে কামধেনু গিয়া কহিতে লাগিল ধেনু পুত্রেরে দেখিয়া।
মনুরথ জননীরে হারাইয়া কাননে তৃষ্ণাযুত[২] হৈয়া খাইল সমুদ্রজীবনে।
মনুরথ বলে মাতা করি নিবেদন কী কারণে বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
কপিলা বলেন পুত্র শুনহ বচন শার্দুলের সঙ্গে মোর হৈল দরশন।

---

১ -চ্যুত ২ তৃষ্ণা-

শাৰ্দ্দুলের সনে সত্য কৈল তিন বার   গেলে মাত্র মোর তরে করিব সংহার।
ময়ূরথ বলে মাতা শুন ধর্ম কর্ম   আমারে কহিতে চাও শার্দ্দুলের জন্ম।
এত শুনি কামধেনু কহিতে লাগিল   রায়ের মঙ্গল হরিদেব বিরচিল ॥৭॥

॥ ত্রিপদী ॥

ময়ূরথ মহাকায়   কাননে হারায়্যা যায়
তৃষ্ণায়[1] শুষিল[2] জলনিধি
জননীরে না দেখিয়া   বড় বিষাদিত হৈয়া
আজু হেন কেন কৈল বিধি।
আসি ধেনু সেই স্থানে   দেখে নিজ নন্দনে
স্তন দিল বালকবদনে
স্তন পান নাহি করে   পুন কহে জননীরে
বিলম্ব হইল কী কারণে।
তৃষ্ণায়[1] বিকল হৈয়া   তব লাগ না পাইয়া
জলনিধি করিল ভক্ষণ
শুষ্ক জলনিধি দেখি   কপিলা হইল দুঃখি[3]
দুগ্ধে পূর্ণ[4] করিল তখন।
ময়ূরথে স্তন দিয়া   বড় বিষাদিত হৈয়া
কহে ধেনু কাঁদিতে কাঁদিতে
চরিতে গেলাম বনে   দেখা শার্দ্দুলের সনে
অভাগীরে আগুলিল পথে।
বাঘের চরণে ধরি   বিস্তর করুণা করি
দৃঢ় সত্য কৈল তার সনে
সত্বরে আসিব আমি   এইখানে থাক তুমি
স্তন দিয়া বালকবদনে।
স্তন পান কৈলে তুমি   সত্বরে যাইব আমি
বাঘ মোরে করিব ভক্ষণ
যদি নাই যাব তথা   সত্যভ্রষ্ট হব বৃথা
অনিত্য শরীর[5] অকারণ।

---

১ তৃষায়   ২ শুষীল   ৩ দুখ   ৪ পুর্ণ   ৫ শরির

কপিলা বলেন সুত তুমি বড় গুণযুত
শুনহ কারণ তত্ত্ব ব্রহ্ম
দেবী কৈল বিড়ম্বনা ভাঙ্গিল ধর্মের কোনা
তায় হৈল শার্দ্দুলের জন্ম।
মযুরথ বলে মাতা তব সঙ্গে জাব তথা
দেখিব সে কেমন শ্বপদ
শুন গ জননি তুমি শার্দ্দুল বধিব আমি
হেলে তায় করিব জে বধ।
কপিলা শুনিঞা এত হইলেন ভয়যুত
দুই জনে করিব ভক্ষণ
ক্ষেত্রপাল পদতলে দ্বিজ বলরাম বলে
সুমধুর বাণী সুরচন ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

কামধেনু শুনি বলে পুত্রের বচন তুমি জীয়া থাক মোর হউক মরণ।
গেলে মাত্র দুই জনে ভক্ষণ করিব তুমি এথা থাক আমি অবশ্য জাইব।
মযুরথ নাঞি রহে জননীবচনে শার্দ্দুল নিকটে জাত্রা কৈল দুই জনে।
হরসুত মযুরথ নাঞি করে ভয় জননী পশ্চাতে করি আপনি অগুয়ায়।
যুগল বিষাণ[১] উঠে অতিবিপরীত শরীর হইল জেন কৈলাসপর্বত।
গর্জন করিয়া জায় শার্দ্দুলের কাছে জননী ঠেলিয়া রাখে আপনার পাছে।
কপিলা দেখিয়া বাঘ করয়ে গর্জন বিপরীত দশন ঝাঁকয়ে ঘনে ঘন।
তাহা দেখি মযুরথ ভয় নাঞি করে গর্জন করিয়া [বলে] শার্দ্দুলের তরে।
তোমা আমায় সমর করিব দুই জনে স্বর্গে থাকি যুদ্ধ জেন দেখে দেবগণে।
তর্জন গর্জন করে বীর মযুরথ বসিয়া রহিল জেন সুমেরুপর্বত।
নখাঘাতে বাঘ করে পৃথিবী জর্জর দেখি মযুরথ ক্রোধে কাঁপে থরে থর।
শৃঙ্গঘাতে[২] পদাঘাতে উপড়য় খিতি প্রথমে দুজনে জুদ্ধ হৈল বিপরিতি।
লাফ দিয়া পড়ে বাঘ মযুরথের গায় শৃঙ্গ[২] দিয়া শার্দ্দুলেরে ফিঁকীয়া পেলায়।
মযুরথে ঝোঁটে বাঘ পড়ে লাফ দিয়া মযুরথ চাটি খাইল পাছুয়ানি কাটিয়া।
এইরূপে দুই জনে হয় মহাজুদ্ধ দুই জনে রণ করে হইয়া জে ক্রুদ্ধ।
হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি মযুরথ করে জুদ্ধ নাগরসংহতি ॥৯॥

১ বিসাম ২ শ্রৃঙ্গ-

। ত্রিপদী ।

মদুরথ বীরবর কম্পই থরে থর
ঘন ঘন ঝাঁকই দশন
পবনগমনে ছোটে লাঙ্গুট পেলিয়া পিঠে
পদভরে কাঁপে ত্রিভুবন ।
হিল্লোলে শরীর বাড়ে উছটে পর্বত পাড়ে
ঘোরতর গভীর গর্জন
ধূমক্ষেপ করি অতি বিষাদে[১] বিদারে খিতি
ঘোরে ঘন অরুণলোচন ।
বলে বীর ঘোর দাপে দশনে দশন চাপে
পদভরে খিতি থর-থর
লাফ দিয়া বাঘ ধায় [মদুর]থের পড়ে গায়
ফিকিয়া পেলিল দুরন্তর ।
মদুরথ দেখি বাঘ অতিশয় করি রাগ
ঘন ঘন ঝাঁকই দশন
ঘোর [ঘন বী]রনাদ জেন হয় বজ্রাঘাত
চমকিত জত দেবগণ ।
কমটে পিটন নড়ে বাসকি[১] গরল ছাড়ে
গিরিবর কম্পে থরে থর
ক্রোধেতে শার্দ্দূল জায় লাফ দিয়া পড়ে গায়
নখাঘাতে করে ত জর্জর ।
ঝাড়িয়া ধরণী পাড়ে বিষাদে[২] শার্দ্দূল ফেরে
পুন বাঘ উঠে লাফ দিয়া
মদুরথ-পরাক্রম দেখিয়া ঘুচিল ভ্রম
বনে বাঘ লুকাইল গিয়া ।
মদুরথ মহাক্রোধে শার্দ্দূলের সনে জুঝে
কপিলা বিষাদ ভাবে মনে
হরিদেব কহে সার জুঝ কর পুনর্বার
জুঝিবারে মদুরথ সনে ॥১০॥

---
১ বাসকী ২ বিদারে

। ললিত । ঝাঁপা ।

মনুরথ ক্রোধমনে
পুন লাফ দিয়া শরীর বাড়ায়্যা
প্রবেশ করিল রণে।
শৃঙ্গেতে পর্বত পাড়ে মনুরথ
পদেতে বিদারে খিতি
দেখি তায় বাঘ কৈল মহা রাগ
লাফিয়া পড়িল তথি।
মহাক্রোধ-মনে প্রবেশিল রণে
দুজনে হইয়া ক্রুদ্ধ
শৃঙ্গে ঠেলাঠেলি করে তাড়াতাড়ি
বাজিল দুজনে যুদ্ধ।
খুরক্ষেপ কর যুদ্ধ বহুতর
মনুরথ পদশব্দে
শৃঙ্গেতে বাঘেরে পেলে দূরান্তরে
ক্ষ্যানেক রহে নিস্তব্ধে।
পুন লাফ দিয়া মনুরথে গিয়া
ধরিল তাহার ঝোঁটে
অঙ্গ নাড়া দিয়া পেলিল টানিয়া
লাফিয়া উঠিল পিঠে।
দিল শৃঙ্গ নাড়া তারে পাকনাড়া
টানিঞা পেলিল দূরে
পাছুয়োনি কাটিয়া পদ ছুটাইয়া
মারিল বাঘের তরে।
দেখিয়া নারদ ভাবেন বিপদ
[কেম]নে তরিব ইথে
উলটি পালটি করে ছটফটী
লুকাইল গহনেতে।

সে কায়া তেজিয়া মুনিরূপ হৈয়া
শিক্ষা ভুখ্ লৈয়া করে
হরিদেব ভনে শুন সর্বজনে
ছলিবারে কপিলারে ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

ব্রহ্মার তনয় মুনি শিবের ভাগিনা মুখে গায় হরিগুণ বাজাইছে বীণা।
কৌতুকে আইল মুনি কপিলা-সদনে দণ্ডবত্ত যায়ে পোয় মুনির চরণে।
কপিলার প্রিতি ঋষি[১] কহে স্তববাণী চলহ বৈকুণ্ঠপুরী জগতজননী
হরসাঁপ-মুক্ত তোমার এতদিনে হৈল সংহতি কুমার করি স্বর্গবাস চল।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি ভব আন্ত সনাতনী পালন করিল তোমায় বশিষ্ট মহামুনি।
ভীম[২] চুরি কৈল তোমায় নারীর বচনে না হব ভীমের বিভা পৃথিবী-ভুবনে।
তুলসী ভক্ষণে তোমায় হর দিল সাঁপ এত দিনের পরে তোমার ঘুচিল সে পাপ।
ভীম নপুংসক[৩] হব ত্যাগ হৈল মনে জার ধর্ম তার সনে পাপ পাপ সনে।
জার পাপ তারে কলে ধার্মিক যে জন অবিলম্বে তার স্থল বৈকুণ্ঠভুবন।
শুন গ কপিলা ধেনু আমার বচন পুত্র লৈয়া সুরপুরে করহ গমন।
হরসাঁপ মুক্ত তোমার হৈল এতদিনে আমার সংহতি চল কৈলাসভুবনে।
ঋষীর বচনে ধেনু হরষিত-মতি সুরপুরে গেলা ধেনু ঋষীর সংহতি।
মনুরথ মহাবীর কপিলা সুন্দরী অবিলম্বে গেলা যাত্তা বৈকুণ্ঠনগরী।
কপিলা দেখিয়া তুষ্ট জত্ত দেবগণ আনন্দে করিলা ইন্দ্র পুষ্পবরিষণ।
নৃত্ত-গিতে [আনন্দি]তে অতেক যৌবন নারদ গেলেন জথা দেব ত্রিলোচন।
কপিলার কথা কহে হরষিত-মনে আইল কপিলা ধেনু বৈকুণ্ঠ-ভুবনে।
কপিলার কথা শুনি দেব গন্ডাধর কহেন নারদমুনি করি জোড়কর।
খিরোদসমুদ্র-কথা কহে মুনিবর শুনি পুলকিত হৈলা অতেক অমর।
নারদ বলেন শুন যত্ত দেবগণ খিরোদ করিয়া দধি করহ মথন।
নারদের কথা শুনি জত্ত বৃন্দারক ডাকিলেন পক্ষগণে আনিবারে টক।
হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি পক্ষগণে ডাকিলেন দেব পশুপতি ॥১২॥

---

১ স্ত্রী ২ ভিষ ৩ নপুংসক

॥ পয়ার ॥

॥ পক্ষসাজনি ॥

বিহঙ্গম জটাই সম্পাতি পক্ষ সনে   সুপাক্ষস পক্ষ চলে হরষিত মনে ।
সংখচিল ডোমচিল সারেস কুকীল   তিতির খঞ্জন চলে মউর সকল ।
রাজহংস পক্ষ চলে হরষিত হৈয়া   টিয়া তোতা বুকুড়ি চলে শুখিকা লইয়া ।
কাক বক হাড়িগিল করিল গমন   উপনীত হৈল গিয়া শিবের সদন ।
খড়হংস চলে পক্ষ বুলবুল সংহতি   ভালচাকা মৎস্যরাঙ্গা চলে শীঘ্রগতি[১] ।
দইয়ান টুন্টুনি চলে ছাতারিয়া সঙ্গে   পেচা বাদুড় চলে কুতুহল রঙ্গে ।
সমুদ্রে আছিল পক্ষ কোয়লা কুরলি   জতেক বাদুই পক্ষ চলিল সকলি ।
বাঁগচুয়া রায়মণি করিল গমন   সভে উপনীত হৈলা শিবের সদন ।
দেখি জত পক্ষগণ জিজ্ঞাসেন হর   তৈতুস আনিঞা দেও আমার গোচর ।
শিবের বচন শুনি জত পক্ষগণ   নিবেদন করি শুন প্রভু ত্রিলোচন ।
গরুড় বলেন আমি বিষ্ণুর বাহন   তাহারে ছাড়িয়া জাইতে নাঞি মোর মন ।
সুপাক্ষশ সম্পাতি জটাই পক্ষ কয়   না আনিতে পারি মোরা শুন মৃত্যুঞ্জয় ।
সখচিল ডোমচিল সারেস কুকীল   তিতির খঞ্জন মউর সব নিবেদিল ।
কহিল সকল পক্ষ শিবের সদন   করজোড় হৈয়া টিয়া কহেন তখন ।
আমারে আরতি কর শুন কীর্তিবাস   দেবতার পূর্ণ[২] করি দিব অভিলাষ ।
এতেক শুনিঞা হর হরষিত-মনে   টিয়া পক্ষ উধা করি পাঠাইল গগনে ।
লঙ্কায় প্রেবেশ কৈল টীয়া বড় রঙ্গ   আনিল তেঁতুলি এক করি মহারঙ্গ ।
ওষ্ঠে করি একখানি লইল তখন   তৈঁতুলি লইয়া টীয়া করিল গমন ।
খিরোদসাগরে আসি হৈল উপনীত   সেইখানে হৈল তায় সয়চানের ভীত ।
ভয় পাইয়া পেলাইল ভুমের উপর   পলাইয়া গেল শীঘ্র[১] দেবের গোচর ।
কহিল সকল কথা দেবতার স্থানে   শুনি পুলকিত বড় হইল ঈশানে ।
বিদায় হইয়া পক্ষ গেল নিজ ঘর   মন্থন করিতে সাজে জতেক অমর ।
সমাপ্ত হইল পালা হরিদেব গান   আসর সহিত রায় করহ কল্যাণ ॥১৩॥

॥ তিন পালা সমাপ্ত ॥

১ সিগ্র-   ২ পুর

॥ ত্রিপদী ॥

থিরোদ করিয়া দধি   চন্দ্রচূড় আদি বিধি
মথন মথিতে কৈল মন
নানা বাদ্য ঘন বাজে   অমরনগরী সাজে
জয়ধ্বনি করে ঘনে ঘন ।
হংসরথে চলে বিধি   ব্রষপরে পশুপতি
খগেশবাহনে নারায়ণ
বাসব কুঞ্জর পর   চলে দেব পুরন্দর ।
ছাগলবাহনে হুতাসন ।
অম্বুপতি কুতুহলে   মগরবাহনে চলে
মহিষেতে চলিল শমন
কুরঙ্গে পবন চলে   মুনিগণ কুতুহলে
ধনাধিপ মনস্তবাহন ।
নবগ্রহ আদি জত   গিরিবর শত শত
সিন্ধুতটে হৈল উপনীত
সিন্ধুতটে কোলাহল   দেখিআ অসুরদল[1]
সাজিয়া চলিল শত শত ।
হৈয়া সভে হরষিত   সিন্ধুতটে উপনীত
দেবাসুরে হইলা মিলন
সমুদ্র হইল দধি   মথন করিব বিধি
সমস্ত করিআ দেবগণ ।
কহে দেব পুরান্দর   শুন সব সুরাসুর
কেমনে[ত্তে] হইব মথন
কহ কহ দেবরায়   কিসের অভাব হয়
বিবরিয়া কহ নিরূপণ ।
নাহিক মথনদণ্ড   আর নাই পাশভাণ্ড
এ সকল হইব কেমনে

---

১ সুর-

জুক্তি করি নিরূপন কহ সুরাসুরগণ
দেবগণ ভাবে মনে মনে।
জুক্তি ভাবে সুরাসুরগণে
রামপদ করি ধ্যান দ্বিজ বলরাম গান
সুমধুর বাণী সুরচনে ॥১॥

॥ পয়ার ॥

বিধির নিকটে গিয়া কহে বসুমতী ভাণ্ড হইব আমি শুন প্রজাপতি।
আসিয়া বাসকি সর্প কহিল তখন হইয়া ছান্দনপাশ করিব মন্থন।
আসিয়া মান্দার কহে দেবের গোচরে হইব মন্থনদণ্ড সমুদ্র-উপরে।
এতেক শুনিঞা তুষ্ট অত দেবগণ নানা বাদ্য কোলাহল করেন মন্থন।
বাসকি ছান্দনদড়ি মান্দার হৈল দণ্ড সপ্তদ্বীপা জুড়িয়া পৃথিবী হৈলা ভাণ্ড।
সুরাসুরে দুই দলে করেন মন্থন প্রথম মন্থনে লক্ষ্মী দিলা দরশন।
দ্বিতীয়েতে[১] সুধাকর ত্রিতিয়ে পারিজাত চতুর্থ মন্থনেতে উঠিল ঐরাবত।
পঞ্চমেতে উচ্চশ্রবা সষ্টমে ধন্বন্তরি সপ্তমেতে উঠে তবে চাঁদ অধিকারী।
অষ্টমেতে উঠে তবে পারিজাতমালা নবমেতে উঠে তবে চন্দ্র ষোলকলা[২]।
দশমেতে সরস্বতী[৩] উঠিলা তখন একাদশে উঠে বিষ কাঁপে দেবগণ।
হলাহল দেখি ভয় পাইল ধীশন বিষ দেখি দেবগণ তেজিল মন্থন।
হলাহল পান কৈল দেব গঙ্গাধর সুধা ভাগ চাহে তবে দিতির কোঙর।
দেবতা না দেয় ভাগ বিরোধ হইল দ্বিজ বলরাম কহে প্রমাদ পড়িল ॥২॥

॥ ত্রিপদী ॥

গরজই ঘনে ঘন সাজই অসুরগণ
মুদগর করিয়া কথ হাথে
গভীর সম[র ঘো]র বাসব কুঞ্জর পর
সুরগণ করি কতো সাথে।
খর অসি ঘন ঘন ঝাঁকই অসুরগণ
অশনি ঝাঁকয়ে পুরন্দর

১ দ্বিতিয়েতে ২ ষোল- ৩ স্বরস্বতি

চড়িয়া যে খগবরে গদা চক্র করি করে
রণে আগুসরে পীতাম্বর।
অস্ত্র লৈয়া খরসান ধাইল অসুরগণ
ঘন ঘন বরিষয়ে বাণ
গগনে তিমির হয় দেবতায় লাগে ভয়
অস্ত্রে অস্ত্র কৈল নিবারণ।
বিষম সমর ঘোর অস্ত্র এড়ে পীতাম্বর
অশনি ছাড়য়ে পুরন্দর
দেখিয়া রণের গতি ক্রোধে অসুরের পতি
বরিষয়ে অস্ত্র ঘোরতর।
অস্ত্রে অস্ত্র করে ক্ষয় কীছু নাঞি করে ভয়
পুন অস্ত্র করে বরিষণ
অস্ত্র বরিষণ করে গগন ছাইল শরে
ঘোরতর করয়ে গর্জন[১]।
ক্রোধে অত দেবগণ অস্ত্র করে বরিষণ
করে যুদ্ধ শতেক বৎসর
অসুর না করে ভয় অস্ত্র লৈয়া আগু হয়
অশনি[২] ছাড়য়ে পুরন্দর।
রণ দেখি ঘোরতর আসি তথা মুনিবর
করিবারে যুদ্ধ নিবারণ
অদিতিনন্দন বীরে দেখিয়া যে মুনিবরে
করজোড়ে করে নিবেদন।
কহেন নারদমুনি শুন সুরাসুর বাণী
কহিব [যে] ইহার বিধান
রায়পদ-সরসিজে ভনে বলরাম দ্বিজে
সুরস মঙ্গল রসগান ॥৩॥

১ গর্জ্জন ২ অসনি

॥ পয়ার ॥

নারদ বলেন শুন দেব নারায়ণ মুহিনী হইয়া সুধা কর বিতরণ।
শুনিয়া ঋষির[১] বাণী দেব চক্রপাণি হইলা মুহিনীবেশ ভুবনমুহিনী।
তাঁহার রূপের সীমা কহিতে না পারি এ তিন ভুবনে তাঁর উপমা দিতে নারি।
রতন-ভূষণে অঙ্গ সর্বাঙ্গ ভূষিত দিব্য পট্টাম্বরে অঙ্গ অতি বিরাজিত।
হাস্য কটাক্ষ[২] লীলা মৃদুমন্দ[৩] হাসি মুখ জেন শশধর[৪] কলা কলা খসি।
দেখিয়া লাবণ্যলীলা হরমন মোহে[৫] দেখিয়া অসুরগণ নারদেরে কহে।
এই কন্যা আনি মুনি জদি দেও মোরে বিরোধ ঘুচায়্যা তবে সভে জাই ঘরে।
এতেক শুনিঞা মুনি কহে পুনর্বার পশ্চাতে কহিব আমি ইহার বিচার।
ঋষির[৬] বাক্য শুনিঞা জে অসুর সমস্ত শুনি হরষিত হৈল দেবগণ জত।
সুধাপান হেতু বৈসে সুরাসুরগণ অমৃত[৭] বাটিয়া দেন দেব নারায়ণ।
দেবের মিশালে বসি অসুর একজন হরষিত হৈয়া কৈল অমৃত[৭] ভোজন।
পশ্চাতে দেখিল তাহা দেব নারায়ণ শর[৮] দিয়া শিরছেদ করিল তখন।
সুধাপান হেতু তার মৃত্যু[৯] না হইল একে দুই জন হৈয়া উঠিয়া বসিল।
রাহু কেতু দুই জন ব্যাক্ত হইল অসুর এতেক দেখি জুড়সর্জ্জ নিল।
সুরাসুরে পুন জুদ্ধ হৈল বহুতর ভঙ্গ দিয়া সুরপুরে গেলেন অমর।
চন্দ্র চন্দ্রলোকে গিয়া হৈল উপনীত লক্ষ্মী নারায়ণ গিয়া হইলেন জুত।
উচ্চশ্রবা ঐরাবত আর পারিজাত পাইয়া লইল ইহা দেব শচীনাথ।
বিধাতা কহিল পুন শুন দেবরাজ পুষ্পবন কর তুমি সুরপুর মাঝ।
বিধাতার আজ্ঞা পায়্যা করে পুষ্পবন নানা জাতি পুষ্প আনি করেন সৃজন[১০]।
জন্মিল মালতী লতা জতি আর জাতি সেঁউলি কনকচাঁপা কত রঙ্গ ভাঁতি।
পারলি কদম্ব আর নাগকেশর কাঞ্চ শতবর্গ[১১] জবা টগর বিস্তর।
গন্ধরাজ ভুঁইচাঁপা কিম্বা পারিজাত নানা পুষ্পবন তথা কৈল শচীনাথ।
শীরলি পিয়লি কুন্দ বকুল রাজন গৌবুটী অপরাজিতা পলাশ কাঞ্চন।
মালতী মাধবীলতা বক গুলাল সরবরে শ্বেতপদ্ম রক্ত উৎপল।
সৃজিল অনেক পুষ্প বন উপবন বিধির সাক্ষাতে গিয়া কহিল তখন।

১ ঋষির ২ কটাক্ষ ৩ মৃদু- ৪ শশধর ৫ -মোহে ৬ দেখিয়া ৭ অমৃত
৮ শর ৯ মৃত্যু ১০ সৃজন ১১ শতবর্ণ

প্রপিতাম এত শুনি হরষিত হৈয়া   মধুর মক্ষিকা কৈল গাত্রমলা দিয়া।
অমৃতের ভাণ্ড বিধি কৈল প্রক্ষালন[১]   পুষ্পবনে ছড়াইয়া দিল ততক্ষণ।
পুষ্পবন সমর্পিলা মধুমক্ষিগণে   দ্বিজ হরিদেব ভনে ক্ষেত্রের চরণে ॥৪॥

॥ একাবলি ॥

দেব কহে পোক প্রিতি   চল তোরা শীঘ্রগতি   পুষ্পের বনেতে গিয়া   তাহার অমৃত লৈয়া
মধুর সৃজন কর   দেবের বচন ধর   হরষিতে পোকগণ   গেল যথা পুষ্পবন
পুষ্পের অমৃত লৈয়া   উপবনে প্রবেশিয়া   করিল মধুর বন   দেখি জত দেবগণ
বনে হরষিত হৈয়া   কর মধু মন দিয়া   পুষ্পের সৌরভ পায়্যা   অসুর আইল ধায়্যা
মধুবনে প্রেবেশিল   ভাঙ্গিয়া ভক্ষণ কৈল   মধুর আস্বাদ পায়্যা   অনেক অসুর আয়্যা
নষ্ট করে মধুবন   পলায় মক্ষিকাগণ   দ্বিজ বলরাম গান   পোক কহে দেবস্থান ॥৫॥

॥ ত্রিপদী ॥

চলে জত পোকগণ   তেজিয়া মধুর বন
দেবের নিকটে উপনীত
আসিয়া অসুরগণ   নষ্ট কৈল মধুবন
পোকগণ বধে শত শত।
শুনিঞা পোকের কথা   দেবতার লাগে ব্যথা[২]
বিষাদ[৩] করয়ে দেবগণ
পোকের দুর্গতি দেখি   দেবগণ হৈয়া দুখি
পোকগণে কহিলা তখন।
শুন জত পোকগণে   পুন চল সেই বনে
দুঃখ[৪] তোরা না পাইবে আর
শুন শুন দেবরাজ   নিবেদন করি কাজ
সে বনে না জাব পুনর্বার।
আসিয়া অসুরগণ   ভাঙ্গে জত মধুবন
নিধন করিল পোকগণ
ছিল জত পুষ্পবন   ভাঙ্গিল অসুরগণ
ভাঙ্গিয়া পেলিল উপবন।

১ পুষ্পাজন   ২ ব্যথা   ৩ বিসাদ   ৪ দুঃখ

কহে জত পোকগণ   বসিতে নাঞিক বন
নিবেদিল তোমার চরণে
কেন আজ্ঞা কর বৃথা   আর না জাইব তথা
বিদায় করহ পোকগণে।
কহিল তোমার ঠাঞি   বিধাতার স্থানে জাই
নিবেদন শুন সুরপতি
অপত্য জতেক হৈল   সকল নিধন কৈল
শুন দেব পোকের দুর্গতি।
কহে পোক কান্দিয়া কথন
পোকের করুণাবাণী   জত দেবগণ শুনি
ক্রোধ করি উঠে সর্বজন।
কহে জত দেবগণ   চল সভে সেই বন
বনে তোরা কর আগুসার
উঠিলেন দেবগণ   সাজে করিবারে রণ
হরিদেব কী বলিব আর ।৬।

। পয়ার ।

। জুদ্ধসাজনি ।

পোকের বচনে দেব ক্রোধে কম্পমান   বজ্রহাথে সাজ সাজ ডাকে ঘনে ঘন।
সাজিল অনেক রথ মাতুল সারথি   উচ্চশ্রবা আদি হয় ঐরাবত হাথি।
ঐরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র করে লয়ে   ক্রোধেতে ঘুরায় আখি অধর কাঁপয়ে।
চলিল দেবতাগণ রথ-আরহণে   উপনীত হৈল সভে মধুপুষ্প-বনে।
হেনকালে[1] মধু নামে অসুর প্রখর   সাজিয়া অনেক সেনা আইল সত্বর।
দেবদেবারি-সেনা সমহ হইল   দুই দলে বাকজুদ্ধ প্রথমে লাগিল।
পুরন্দর বলে শুন পাপিষ্ট অসুর   এই অস্ত্র এড়িলে চল শমনের পুর।
অসুর এতেক শুনি কহিল তখন   মরিবার তরে কেন আইলা দেবগণ।
তোর জত পরাক্রম নহে অগোচর   সুধা লৈয়া পলাইলি পরাণে কাতর।
দেবদেবারি-জুদ্ধ হয় বড় বিপরিত   মহাজুদ্ধ দেখি দেবগণ চমকিত।

---

১ এদ॰

ক্রোধে পুরন্দর করে অস্ত্র-বরিষণ দিবসে তিমির কৈল ছাইল গগন।
কোপেতে অসুর তবে শরত্যাগ কৈল কাটিয়া দেবের বাণ প্রশস্ত করিল।
অস্ত্র ব্যর্থ[1] গেল কোপ বাড়ে পুরন্দরে বজ্র তুলি হানে দেব অসুর-উপরে।
বজ্রাঘাতে সম্বিদহত অসুর হইল মূর্চ্ছাভঙ্গে পুনর্বার ধনুক শর নিল।
সন্ধান পূরিয়া করে অস্ত্র-বরিষণ জর্জর করিল যিন্ধে যত দেবগণ।
অসুরের অস্ত্রে দেব পরাভব হৈয়া সুরপুরে গেলা সভে মহালজ্জা পায়্যা।
রাঙ্গাপদ-সরসিজে মধুলুব্ধমতি হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি ॥৭॥

॥ ত্রিপদী ॥

অসুরের যুদ্ধহত দেবগণ পরাভূত
যুক্তি সভে কৈল নিরূপণ
শুন শুন পুরন্দর এই যুক্তি সারদ্ধার
চল ভাই যথা ত্রিলোচন।
অনেক দেবতাগণ দেখি অসুরের রণ
গেল যথা দেব মহেশ্বর
মহাযুদ্ধে লজ্যা পায়্যা করপুটে দাণ্ডাইয়া
স্তব করে দেব পুরন্দর।
শুন দেব কীর্তিবাস দেবের খণ্ডাও ত্রাস
মধু দৈত্য করহ নিধন
অসুরের গণ গিয়া সুরপুরে প্রবেশিয়া
নষ্ট কৈল পুষ্পমধু-বন।
মধুর মক্ষিকা যত সভে হৈল স্থানহত
ক্রোধে গেলাম যত দেবগণে
সভে বড় হৈয়া ক্রুদ্ধ[2] দৈত্য সনে কৈল যুদ্ধ
পরাভব হৈল তারণে।
দেবগণ করে স্তুতি রক্ষা কর পশুপতি
সুরপুরে প্রমাদ হইল
ব্রহ্মার সৃজন[3] সৃষ্টি[4] নষ্ট কৈল দৈত্যগুষ্টি
দেবতার আর রক্ষ্যা নৈল।

১ বৃথা ২ ক্রুদ্ধ ৩ সৃজন ৪ সৃষ্টি

এতেক শুনিঞা হর ক্রোধে কাঁপে কলেবর
বিষাদ ভাবয়ে সর্বজন
অম্বিকার রূপ ধরি চলিল উর্বশী নারী
উপনীত যথা ত্রিলোচন।
তাঁরে দেখি বিশ্বনাথ ধরিবারে জান সাথ
শৃঙ্গারেতে[1] হইয়া কাতর
বীর্য[2] পড়িল ভূমে জেন নিশাকরসমে
জনমিলা দুই সহোদর।
দেখি তথা দুই জন হরষিতে দেবগণ
নাম থুইল দক্ষিণ-ঈশ্বর
দেখি তারে কৃষ্ণবর্ণ হরষিত দেবগণ
কালু নাম থুইল পুরন্দর।
বস্ত্র অস্ত্র দুই জনে দিল জত দেবগণে
হর দিলা শার্দূল বাহন
আমার বচন ধর শুন হে দক্ষিণেশ্বর
রক্ষ্যা কর দেবের ভুবন।
তবে কালুরায় বীরে কহে দেব পুরন্দরে
লও তুমি তুরঙ্গ বাহন
দুই সহোদর গিয়া সুরপুরে প্রবেশিয়া
রক্ষ্যা কর জত দেবগণ।
বসনভূষণ-দানে দিলা জত দেবগণে
নানা অস্ত্র দিলা দেবগণ
[ঢ]াল তরআর ভুজে কটিতে জমধার সাজে
শার্দূল-উপরে আরহণ।
কালুরায় অশ্ব পায়্যা বড় হরষিত হৈয়া
চলে [নিজ] বাহন উপর
দুই সহোদর লৈয়া দেবগণ তুষ্ট হৈয়া
আনন্দে চলিল পুরন্দর।

---

১ মদাবেতে ২ বিন্দা

দুই বীর তুষ্ট হৈয়া   পুষ্পের নিকটে গিয়া   রহে দুঁহে আপন বাহনে

[হরিদেবের রায়মঙ্গল, পৃষ্ঠা ৫৯

দুই বীর তুষ্ট হৈয়া পুষ্পের নিকটে গিয়া
রহে দুঁহে আপন বাহনে।
তোমার চরণ বিনে আর কীছু নাঞি মনে
দ্বিজ হরিদেব রস ভনে ॥৮॥

॥ ত্রিপদী ॥

দেবগণ হৃষ্ট[1] হৈয়া দুই সহোদর লৈয়া
সুরপুরী করিল গমন
সুর সুরপুরে গেল জয় মঙ্গল হৈল
চতুর্দিগে[2] পুষ্পবরিষণ।
দেবের আদেশ পায়্যা রায় হরষিত হৈয়া
মধুবনে করিলা গমন
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবরাজ পুরন্দর
অন্তরীক্ষে রহে সর্বজন।
বাহন শার্দুল পর দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার
নানা অস্ত্র শোভে চারিভিতে
অনেক শার্দুল লৈয়া রায় হরষিত হৈয়া
রহিলেন অসুর বধিতে।
অসুরের দূতগণ ছিলা সেই মধুবন
কহে শীঘ্র[3] দানব-ঈশ্বরে
শুন অসুরের পতি বন ছাড় শীঘ্রগতি[3]
মধুবনে আইল কোন বীরে।
বাহন শার্দুল পর দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার
চারিদিগে অস্ত্র সুশোভন[4]
দেখিলাঙ দুই জন জেন জলে[5] হুতাশন
কীবা হয় দ্বিতীয়[6] শমন।
দেখিয়া তাহার ভরে প্রাণ মোর কাঁপে ডরে
চল সত্তে ছাড়ি মধুবন

---

১ হিষ্ট ২ চতুঃদির্গেঃ ৩ সিঘ্র- ৪ সোসভন ৫ জলে ৬ দিতের

নহিলে তাহার ঠাঞি নিশ্চয় এড়ান নাঞি
নিধন করিব দৈত্যগণ।
দূতমুখে শুনি কথা অসুর পাইল ব্যথা
ক্রোধেতে কাঁপয়ে কলেবর
রায়পদ করি ধ্যান দ্বিজ বলরাম গান
বিরচিল সরস উত্তর ॥৯॥

॥ পয়ার ॥

দূতের বচনে হৈল অসুর ক্রোধমনে সাজ সাজ করিয়া ডাকয়ে ঘনে ঘনে।
শিলা বৃক্ষ লয় কেহ অস্ত্র খরশান ভ্রূকুটীকুটিল দর্পে চলে সেনাগণ।
কেহ শেল শূল লয় কেহ তলআর খাণ্ডা জাঠী লয় কেহ অস্ত্র খরধার।
দেহ দাড়ি মোচড়য় তোলা দেয় গোঁফে শেল শূল মুদ্গার পেলিয়া কেহ লোফে।
চলিল দানবগণ দৈত্যপতি সাথে চেয়াড়ে পাথর কাটে গোটা-বাঁশ হাথে।
চামরশ্চিক্ষুর গিয়া দিল দরশন এক বাণে সংহারিলা হরের নন্দন।
মহিশ বাশ্কল জম্ভ ধূম্রলোচন রায়ের সাক্ষাতে গেল করিবারে রণ।
শার্দূলবাহনে দেখি দিব্য কলেবর ক্রোধে কম্পমান দানা বলে ধর ধর।
অসুর-আদেশে এক দানব প্রখর ক্রোধেতে ধরিতে জায় দক্ষিণ-ঈশ্বর।
সম্মুখে দেখিল দৈত্য রায় মহাশয় নিমিষে সংহার কৈল হরের তনয়।
তবে আর এক সেনা ধনুক শর লৈয়া শরত্যাগ কৈল বীর সন্ধান পুরিয়া।
বাণে অন্ধকার হৈল ছাইল গগন না দেখি দক্ষিণরায় চিন্তে দেবগণ।
অসুরের অস্ত্র দেখি দক্ষিণ-ঈশ্বর ক্রোধে কম্পমান তনু কাঁপে থরে থর।
হুঙ্কারে হইল ভস্ম[1] অসুরের বাণ দেখে হরষিত হৈল জত দেবগণ।
রায়ের শরীরে[2] হৈল ক্ষেত্রপাল জত লেখাজোখা নাঞি বীর উঠে শত শত।
কোপে আজ্ঞা দিল রায় বধ সেনাগণ অন্তরীক্ষে দৈত্যমুণ্ড ছিণ্ডে কোন জন।
কার বুক বিদারিয়া পিয়ে ত রুধির চরণে ধরিয়া দৈত্য করে দুই চির।
শতে শতে পুষ্পবনে পড়ে সেনাগণ শৃগালী[3] শকুনি মাংস করয়ে ভক্ষণ।
ক্ষেত্রপালগণে দানা নিধন করিল দেখি মধুদৈত্য ক্রোধে কম্পমান হৈল।
রায়ের সমুখে আইসে ধনুক শর লৈয়া হাসিতে লাগিল রায় অসুর দেখিয়া।
দ্বিজ বলরাম ভনে গেন্দ্রের চরণে দেবারি বধ হে রায় হরষিত মনে ॥১০॥

---

১ ভষ্ম ২ শরিরে ৩ শৃগালি

॥ পয়ার ॥

ক্রোধে কম্পমান হৈল দন্ত্য-অধিপতি   অবশিষ্ট সেনাগণ ডাকে শীঘ্রগতি ।
রাজার হুকুম পায়্যা যত সেনাগণ   চলিল সত্বরগতি করিয়া সাজন ।
দেখিয়া অসুরসেনা দক্ষিণ-ঈশ্বর   কালুরায় প্রতি আজ্ঞা করিলা সত্বর ।
যত বাঘগণ ভাই কর হে সাজন   করিব সংহার যত অসুরের গণ ।
এত শুনি কালুরায় হরষিত হৈয়া   সাজিলেন বাঘগণ রায়-আজ্ঞা পায়্যা ।
লাফ দিয়া আগে বাঘিনী হীরামুখী   জলন্ত বাড়ব সম তার অঙ্গ দেখি ।
তারপরে চলে বাঘ ধুশরিয়া নাম   গমনে পবন জিনে জমের সমান ।
তবে ছেনিপায়া বাগ চলে লঘুগতি   পদভরে টলটল করে বসুমতী ।
তারপর মই'বেগে চলে লকলকী   নক্ষেত্র খসিয়া পড়ে হেন প্রায় দেখি ।
তবে চাঁদা চিলা বাঘ করিলা গমন   পর্বতের গুহাসম বিকট দশন ।
চলে ঘরভাঙ্গা বাগ কেঁদুয়া নাকেশ্বরী   তারপর ঘোরনাদে চলিল কেশরি ।
নেকা ভেকা দুই বাঘ চলিল তখন   সোনা রূপা দুই বাঘ করিল গমন ।
হুড়াঝাড়া বাঘ চলে হরষিত হৈয়া   চলিল সমরমুখে সদর্প করিয়া ।
তার পর চলে বাঘ নাম ঘোরনাদ   ঘোর উচ্চস্বর নাদে পড়িল প্রমাদ ।
সমরে প্রবেশ কৈল যত বাঘগণ   বলরাম বলে সার রায়ের চরণ ॥১১॥

॥ ত্রিপদী ॥

সমরে প্রবেশে বাগ   জেন দেখি মেঘচাপ
বধিবারে অসুরের সেনা
ঝড়াঝড়ি করি তায়   লাফ দিয়া পড়ে গায়
কুতুহলে বধে সর্বজনা ।
কাহারে আঁচড়ে মারে   কার মুণ্ড নখে ছিড়ে
কারে মারে দন্তের তাড়নে
কেহ বা পলায় ডরে   আতঙ্কিয়া কেহ মরে
কেহ জুঝে অস্ত্রের সন্ধানে ।
নেকা লুকাইয়া তায়   পড়ে অসুরের গায়
কৌতুকে রুধির করে পান
চিলা চতুর বড়   কাটা কন্ধ করি জড়
হরষিতে করয়ে ভক্ষণ ।

দেখিয়া রণের গতি   সবিক্রম দত্যাপতি
জুড়ে বীর পুরিয়া সন্ধান
দত্য মহাজুদ্ধ করে   রায়মল্ল দেখি তারে
সেইক্ষ্যাণে করিলা নিধন।
পড়িল অসুরগণ   জয় জয় ঘনে ঘন
সুরপুরে নাচয় অমর
রায়পদ করি ধ্যান   দ্বিজ বলরাম গান
বিরচয় সরস উত্তর ॥১২॥

॥ ত্রিপদী ॥

॥ মঙ্গল ॥

অসুর পড়িল রণে   জয় জয় ত্রিভুবনে
গন্ধর্বেতে গীত নাচন
মুনি করে বেদধ্বনি   আর কীছু নাই শুনি
চতুর্দ্দিগে পুষ্পবরিষণ।
সকল অমরাবতী   ঘৃতের[1] জ্বালিল বাতি
মঙ্গল করয়ে সুরনারী
সুস্বরে তম্বুর গায়   নারদেতে বীণা[2] বায়
একতালে নাচে বিদ্যাধরী।
মধুবন করে ক্ষ্যয়   নাঞি বেটায় পরাজয়
স্বর্গ[3] মর্ত্ত কাঁপে ত্রভুবন
রায়েরে করেন স্তুতি   তুমি কৈলে অব্যাহতি
রক্ষ্যা কৈলে জত দেবগণ।
জতেক দেবতাগণ   হৈয়া বড় হৃষ্ট[4]-মন
রায়েরে করেন স্তুতিবাণী
তোমার মহিমা জত   কহি জদি বক্ত্র শত[5]
তব গুণ কহিতে না জানি।

১ ঘ্রতের   ২ বিনা   ৩ সর্গ   ৪ হিষ্ট   ৫ বক্ত্রশত

তুমি সংসারের সার   তোমা বিনে কেবা আর
রক্ষ্যা কৈলে অমরভুবন
শুন হে কৃপার নিধি   কৃপা মোরে কৈলা অদি
পূজি দেব তোমার চরণ।
শুন প্রভু দক্ষিণ-ঈশ্বরে
মধুপোকে আশ্বাসিয়া   পুন পুষ্পবন দিয়া
লও পূজা অমরনগরে।
পূজিলে দেবতাগণ   পূজিবেক ত্রভুবন
শুন প্রভু দেবের বচন
দৈব অনুবল পায়্যা   রায় হরষিত হৈয়া
আনিলেন মধুমক্ষিগণ।
শুন শুন মধুমক্ষি জত
বধিছু অসুরগণ   রহ তোমা এই বন
মধু সৃষ্টি[1] কর বিধিমত।
স্বর্গে[2] পুষ্পবৃষ্টি হয়   চলিলা দক্ষিণরায়
লৈতে পূজা অমরভুবনে
রথ করি আরহণ   চলিল দেবতাগণ
বলরাম ইহ রস ভনে ॥১৩॥

॥ পয়ার ॥

শচীপতি আদি করি জত দেবগণ   একান্ত হইয়া পূজে রায়ের চরণ।
ঘরে ঘরে পূজা করি অমরনগরী   কিন্নরে[3] সুস্বরে গায় নাচে বিদ্যাধরী।
সুরপুরে ঘন ঘন জয় জয় ধ্বনি   বৈদিগ ছন্দেতে বেদ পড়ে জত মুনি।
গন্ধ চন্দন পুষ্প নানা আওজনে   পূজিল রায়ের পদ পরম জতনে।
রায়ের সাক্ষ্যাতে দেব কৃতাঞ্জলি হৈয়া   বিস্তর স্তবন কৈল বেদ উচ্চারিয়া।
প্রজাপতিসম তুমি বিধির বিধাতা   আপনার গুণে রক্ষ্যা করিলে দেবতা।
দেবের বিপদকালে হইবা সারথি   বুঝিলাম তোমা বিনে অন্ত নাঞি গতি।
দেবতারে বর দিয়া দক্ষিণ-ঈশ্বর   শার্দূলবাহনে গেলা জথা গঙ্গাধর।

---

১ শ্রীষ্টি   ২ স্বর্গেস   ৩ কীন্নরে

হরেরে কহিল সর্ব যুদ্ধবিবরণ   সবাদ্ধবে মধুদৈত্য করিল নিধন।
দানব বধিয়া রক্ষ্যা কৈল সুরপুরী   এত শুনি হরষিত হৈলা ত্রিপুরারি।
হরষিতে বর তারে দিলা ত্রিলোচন   পূজিব তোমার পদ ভাটীর রাজন।
দক্ষিণে দক্ষিণরায় ভাটীর ঈশ্বর   প্রত্যক্ষে পূজিব তোমায় ভূত সুর নর।
এত বর পায়্যা রায় হরষিত হৈয়া   চলিল দক্ষিণ দেশে শার্দ্দূল লইয়া।
রায়ের চরণ সার ভরসা কেবল   হরিদেব বিরচিল রায়ের মঙ্গল ॥১৭॥

॥ ত্রিপদী ॥

নানা অস্ত্র খরশান   লইয়া ধনুকবাণ
বসিলেন শার্দ্দূল-উপর
বড় হরষিত হৈয়া   বাঘ শত শত লৈয়া
চলিলেন দক্ষিণ-ঈশ্বর।
চলে ভূত ক্ষেত্রপাল   নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল
ভৈরবা ভৈরবী শিবাগণ
বেহার করিতে গতি   চলিলা ভাটীর পতি
আর কে বাহনে আরোহণ।
নানা রঙ্গে চলিল শার্দ্দূল
প্রচুর শার্দ্দূলদল   শত শত ক্ষেত্রপাল
গণ্ডগোল হইল বহুল।
দেখিল প্রমাদপ্রায়   করজোড়ে কালুরায়
কহে কিছু রায়ের চরণে
শুন হে ভাটীর পতি   বিধি সৃষ্টি কৈল ক্ষিতি
তুমি নষ্ট কর কী কারণে।
লইয়া প্রচুর দল   জদি জাও ক্ষেত্রপাল
পৃথিবীতে করিতে বেহার
পৃথিবীর জত লোক   দেখিয়া পাইবে শোক
দেশে লোক না থাকিব আর।
শুনি কালুরার বাণী   লজ্জা পাইয়া গুণমণি
বিদায় করিলা ক্ষেত্রগণ
জতেক শার্দ্দূলগণ   গেল সঙ্গে নিজ বন
বলরাম করিল রচন ॥১৮॥

॥ পয়ার ॥

কালুরায় কথা শুনি রায় মহাশয়   যত বাঘগণ রায় করিলা বিদায়।
তবে কালুরায় প্রিতি কহিল তখন   অতপর কহ ভাই কী করি এখন।
এত শুনি কালুরায় করজোড় হৈয়া   কহিতে লাগিলা কীছু বিনয় করিয়া।
দুহে দ্বিজরূপ হৈয়া করিলা গমন   অষ্টাদশ ভাটদেশ করেন ভ্রমণ।
এতেক শুনিঞা রায় হরষিত হৈয়া   আলিঙ্গন দিল তারে বাহু প্রসারিয়া।
হইলেন দ্বিজরূপ আত মনহর   দিব্য যজ্ঞসূত্র শোভে কণ্ঠের উপর।
শুক্ল ধুতি পরিধান ফোটা শোভে ভালে   আগমের পুথি রায় নৈলা কক্ষতলে।
এইরূপে দুই জন করিলা গমন   গহন কানন যত করিলা ভ্রমণ।
করজোড়ে কালুরায় করেন উত্তর   নিবেদন করি শুন দক্ষিণ-ঈশ্বর।
সাগরের তীরে চল মুনিসন্নিধান[1]   তথায় রহিয়া চল করি গঙ্গাস্নান।
এত শুনি হরষিত দক্ষিণের রায়   গঙ্গাস্নান করিবারে রহিলা তথায়।
ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা কহিব এখন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ।১৬।

॥ পয়ার ॥

ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা শুন মন দিয়া   সংক্ষেপে কহিব কীছু তাহা বিবরিয়া।
সেই যজ্ঞে অধিষ্ঠান সকল দেবতা   আহ্বান[2] প্রভৃতি দেব আইলেন তথা।
আইল শ্রীহরি হর দেব পুরন্দর   অনিল অনল কুবের ধনেশ্বর।
নবগ্রহ আদি করি দিগপালগণ   রবি শশী আদি করি দেব হুতাশন।
অনন্ত বাসকি[3] যক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর   মূর্তিযুক্ত নদ নদী যত মুনিবর।
যার যেই যুগ্য[4] স্থানে বৈসে সর্বজন   তথা উপনীত দক্ষ হইলা তখন।
ব্রহ্মারে আসিয়া দক্ষ করিল প্রণতি   বসিতে কহিলা আজ্ঞা দেব প্রজাপতি।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ   ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা শুন সর্বজন।১৭।

॥ পয়ার ॥

বিধাতা আপনি যজ্ঞ কৈল আরম্ভন   আমন্ত্রিয়া আনিলেন সর্ব দেবগণ।
যার যেই যুগ্য[4] স্থানে বসিলা অমর   দক্ষেরে প্রণতি নাঞি কৈলা গঙ্গাধর।
লজ্জিত হইয়া দক্ষ হেট কৈল মাথা   তাহারে জিজ্ঞাসা কৈল আপনি বিধাতা।

১ ·পর্ব্রি-   ২ আর্ত্তান   ৩ বাসকী   ৪ যুর্জ্য

কহ পুত্র কী জজ্ঞেতে বিষন্ন[১] বদন   আমার জজ্ঞেতে মন নাঞি কী কারণ।
এতেক শুনিঞা দক্ষ করে নিবেদন   শুন বাপা পদ্মযোনি[২] আমার বচন।
তোমার জজ্ঞেতে আইল জত দেবগণে   লজ্জা পাইল জজ্ঞশালে নিবেদি চরণে।
তোমার চরণে বাপা নিবেদিব কত   বিশ্বনাথ আমা প্রিতি নহে দণ্ডবত।
তেকারণে লজ্জা দিলা জতেক অমর   জিজ্ঞাসিলে তেঁঞি কহি তোমার গোচর।
শশুর জামাতা জদি হয় রিপুভাব   দণ্ডবত হৈলে তার হয় বহু লাব।
নমস্কার না হইলে তার হয় মহাপাপ   সম্ভাস না হইলে তার হয়ত সন্তাপ।
ব্রহ্মা বলে দক্ষ তুমি না কর বিষাদ   পূর্বেতে তোমার ছিল অজ্ঞার বিবাদ।
ছাগল বদন হব ইথে নাঞি আন   তেকারণে দণ্ডবত না হন ঈশান।
শুনিঞা ব্রহ্মার কথা দক্ষ বিষাদিত   বাপেরে কহিল দক্ষ কথা অনুচিত।
শুন শুন পদ্মজোনি আমার উত্তর   দেবসভায় লজ্জা মোরে দিলা গঙ্গাধর।
নিজ দেশে গিয়া করি জজ্ঞ-আরম্ভন   মহেশের প্রিতি না করিব আমন্ত্রণ।
ভাঁগ ধুতুরা খায় সদাশিব ভোলা   বিভূতিভূষণ গায় ভূতসনে খেলা।
শৌচ আচমন হীন অহি ধরে শিরে   বলদ বাহন আর ঘরে ঘরে ফিরে।
আপনি করিলে বাপা সতীর সম্বন্ধ   কী কহিব তব দোষ দৈবের নির্বন্ধ।
এমন ভাঁগিরে কন্যা কৈল সম্প্রদান   দেবতাসভায় মোরে কৈল অপমান।
ব্রহ্মারে প্রণতি দক্ষ হইল তখন   নিকেতনে গিয়া কৈল জজ্ঞ-আরম্ভন।
হরিদেব বলে দক্ষজজ্ঞের কথন   সমাপ্ত হইল পালা শুন সর্বজন।
বাণ বেদ ঋতু চন্দ্র শক পরিমিত   এই শকে হরিদেব সমাপিল গীত॥১৮॥

॥ চতুর্থ পালা সমাপ্ত ॥

১ বিষন্নঃ   ২ -জোনি

হরিদেবের রায়মঙ্গলের রচনাকাল

[সাহিত্যপ্রকাশিকা চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩

॥ পয়ার ॥

॥ দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ ॥

ব্রহ্মার অজ্ঞেতে দক্ষ মহালজ্জা পায়্যা   নারদেরে সর্ব কথা কহিলেন জায়্যা।
দক্ষের কথন শুনি কহে নারদমুনি   শুন দক্ষ প্রজাপতি নিবেদন বাণী।
ভৃগুমুনি যজ্ঞ যবে কৈল আরম্ভন   সেই যজ্ঞে উপনীত সর্ব দেবগণ।
সেই যজ্ঞ দেখি তুমি যজ্ঞ আরম্ভিলে   ব্রহ্মা হরি হর আদি ইন্দ্রেরে বলিলে।
নন্দী ভৃঙ্গী প্রিতি তুমি না কৈলে আদর   তোমা প্রিতি নিন্দ্যা তারা করিল বিস্তর।
এতেক শুনিঞা দক্ষ করে নিবেদন   আমন্ত্রণ কর গিয়া সর্ব দেবগণ।
শুনিঞা ব্রহ্মার পুত্র হরষিত মন   আমন্ত্রণ করিবারে করিল গমন।
ব্রহ্মা হরি পুরন্দরে দেবে আমন্ত্রিল   বিশ্বনাথে ক্রোধ করি কীছু না বলিল।
আমন্ত্রণ করি মুনি চলিল ত্বরায়   উপনীত হৈল গিয়া দক্ষের সভায়।
নারদে দেখিয়া দক্ষ সব জিজ্ঞাসিল   ব্রহ্মার নন্দন তারে সকল কহিল।
পুনরুপি নারদমুনি করিল গমন   উপনীত হৈল গিয়া ধর্মের সদন।
ধর্মেরে নারদমুনি কহে সর্ব কথা   শুনিলেন দশ জন দক্ষের দুহিতা
পুনরপি গেলা মুনি চন্দ্রের সদন   অশ্বিনী ভরণী[১] আদি পাইল নিমন্ত্রণ।
তার পর কহে মুনি কশ্যপমুনিরে   দিতি অদিতি আর বিনতা কদ্রুরে।
কুবের বরুণ আদি দিগপালগণ   নারদমুনি সভাকারে কৈল আমন্ত্রণ।
দক্ষেরে আসিয়া মুনি সকল কহিল   রায়ের মঙ্গল হরিদেব বিরচিল ॥১॥

॥ পয়ার ॥

সকল দেবেরে দক্ষ কৈল আমন্ত্রণ   আপন ভবনে যজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
বিম্বপত্র তণ্ডুল যত বিবকাষ্ঠ লৈয়া   যজ্ঞের সামিগ্রী করে হরষিত হৈয়া।
পুরন্দর আদি দেব করিল গমন   উপনীত হৈল গিয়া দক্ষ্যের ভবন।
শশধর[২] ধর্ম আদি চলিলা ত্বরায়   বৃহস্পতি দেবগুরু গেলেন তথায়।
কশ্যপাদি যত মুনি চলিল সত্বর   যক্ষ রক্ষ সুরাসুর চলিল তৎপর।
উপনীত হৈল সভে দক্ষের ভবন   দক্ষের নন্দিনী শত করিল গমন।
অশ্বিনী ভরণী[১] আদি চলিল ত্বরায়   পুত্র সহ সর্বজন বিমানেতে যায়।
সহস্র সহস্র রথে গগনপথেতে   উপনীত হৈল গিয়া দক্ষের বাটিতে।

---

১ ভরনি   ২ সশোধর

গগনপথেতে সভে করিলা গমন   সতী কন্যা দেখিলেন সকল বহিন।
বহিনে বহিনে হৈল পথমধ্যে কথা   দক্ষের ভবনে গেল শত জন সুতা
সভে গিয়া প্রসূতিরে হৈল নমস্কার   বসিবারে দিল সভে আসন ভ্রমায়।
চন্দ্র সূর্য আদি করি জত দেবগণ   দক্ষপদে দণ্ডবত হৈল সর্বজন।
হরিদেব বলে সার মায়ের চরণ   শুন সভে দক্ষজজ্ঞভঙ্গ-বিবরণ ॥২॥

॥ ত্রিপদী ॥

দেবগণ হৃষ্ট[1] হৈয়া   জজ্ঞের সামিগ্রী লৈয়া
বসিলেন করিয়া আসন
বসিলেন সারি সারি   কী তাহা বর্ণিতে[2] পারি
মহা আনন্দিত দেবগণ।
আনন্দে পুলকমতি   পূজা করে শীঘ্রগতি
জজ্ঞে পূজা করিল ব্রহ্মার
পঞ্চদেব পূজা কৈল   হুতাশনে আবাহিল
কুশাঙ্গুরী ব্রহ্মার কুমার।
জজ্ঞে হোম হেন দিতে   শুন লৈয়া বিশ্বনাথে
সতী সঙ্গে কহেন কথন
নিবেদিল পশুপতি   কী আর কহিব স্তুতি
পিত্রি[3]-জজ্ঞে করি আগমন।
শুনিঞা তাহার বাণী   কহে দেব শূলপাণি
কেন তুমি জাবে বাপঘরে
আমারে করিলে নিন্দ্যা   আপনি মরিবে কান্দ্যা
দেহত্যাগ করিবা সত্তরে।
শুনি সতী করেন রোদন
দ্বিজ হরিদেব ভনে   শুন দেব ত্রিলোচনে
জাও সতী দক্ষের ভবন ॥৩॥

---

১ হিষ্ট   ২ বর্ণিতে   ৩ পিত্রি-

॥ পয়ার ॥

বিল্বপত্র তণ্ডুল ঘৃত বিল্বকাষ্ঠ লৈয়া   যজ্ঞ আরম্ভন কৈল মুনি হরষিত হৈয়া।
হোম করি দক্ষ যজ্ঞ করেন পূজন   সতী সদাশিব লৈয়া শুন বিবরণ।
করপুটে কহে সতী শিবের সদনে[1]   পিতৃযজ্ঞে জাব আমি নিবেদি চরণে।
এতেক শুনিঞা কীছু কহেন সদাশিব   আমা নিন্দ্যা হৈলে তুমি তেয়াগিবে জীব।
না জাও নাও হে সতি শুনহ বচন   আমা নিন্দ্যা হৈলে তুমি তেজিবে জীবন।
পতিনিন্দ্যা হৈলে তুমি নারিবে সহিতে   বাপের বাটীতে জাও কলহ রাখিতে।
তথাপি রোদন সতী করেন তথায়   বাপগৃহে জাও সতি শিব দিল সায়।
শিব বলেন নন্দী ভৃঙ্গী শুন আমার বচন   ভবানীর সঙ্গে জাও দক্ষনিকেতন।
শিবের বচন শুনি নন্দী ভৃঙ্গী কয়   এক নিবেদন করি শুন মহাশয়।
পূর্বে আমি দক্ষযজ্ঞে গেলাম জখন   অনাদর কৈল দক্ষ কৈল কুবচন।
তাহার ভবনে জাব শুনহ ঈশান[2]   জদি জননীর প্রিতি করে অপমান।
শিব বলেন শুন নন্দি আমার বচন   আমা নিন্দ্যা কৈলে হবে ছাগলবদন।
নন্দী ভৃঙ্গী দুহে করে বৃষের[3] সাজন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥৪॥

॥ ত্রিপদী ॥

ভবানী বলেন বাণী   শুন দেব শূলপাণি
নিবেদন তোমার চরণে
নন্দী ভৃঙ্গী লৈয়া সঙ্গে   দানাগণ চলে রঙ্গে
চড়িলেন বৃষভবাহনে[4]।
সতী বহে জোড়হাথে   কহে দেব বিশ্বনাথে
শুন সতি আমার উত্তর
দশ অবতারি তুমি   বিভা ত করিল আমি
হাড়মালা কণ্ঠের উপর।
এত বলি পশুপতি   বিদায় করিলা সতী
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে দুই জন
ভূতগণ কুতূহলে   নন্দী ভৃঙ্গী মহাবলে
সতী সঙ্গে করিল গমন।

---

[1] চরণে   [2] ঈশান   [3] ভূপের   [4] ভূতব-

সতী বলে নন্দী ভৃঙ্গী আমার বচনে রহি
বিদায় করহ ভূতগণ
অখিলজননী কয় করজোড়ে সভে রয়
জত ভূত গেল নিকেতন।
হরষিত হৈয়া সতী আগমন কৈল তথি
উপনীত দক্ষের ভবনে
জননীরে প্রণমিঞা সতী হরষিত হৈয়া
দণ্ডবত দেবের চরণে।
সতীরে দেখিয়া তথা দেবগণ কহে কথা
দেখি দক্ষ বিষন্ন[১] বদন
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
দ্বিজ হরিদেব সুবচন ॥৫॥

॥ পয়ার ॥

সতীরে দেখিয়া দক্ষ বিষন্ন[১] বদন দক্ষেরে জিজ্ঞাসা কৈল জত দেবগণ।
কহ দক্ষ কী কজ্জেতে দেখি ত দুক্ষিত দহ দক্ষ প্রজাপতি জে হয় উচিত।
দক্ষ বলে দেবগণ শুনহ উত্তর পিতার কজ্জেতে লজ্জা দিল গঙ্গাধর।
আমা প্রিতি বিশ্বনাথ না কৈল আদর তথা লজ্জা দিল মোরে পঞ্চমুখধর।
দেবতাসভায় আমি লজ্জা পাইল মনে আমন্ত্রণ না করিল দেব ত্রিলোচনে।
বিভূতিভূষণ গায় জটাগুলা মাথে শ্মশানে[২] বসতি জার ভূতগুলা সাথে।
সিদ্ধি ধুতুরা খায় জার কুচনীর পাড়া দ্বিপচর্ম পরিধান বড় লক্ষীছাড়া[৩]।
এত শুনি মহামায়া বিষন্নবদন[১] লজ্জিত হইলা শুনি জত দেবগণ।
দেবতাসভায় দেবী অপমান পায়্যা জননীরে সর্ব কথা কহিলেন গিয়া।
এত বলি জোগ মাতা কৈল আরম্ভন জোগে দেহত্যাগ মাতা করিলা তখন।
সতী মৈল সতী মৈল কাঁদেন প্রসূতি কেন বা মরিল মোর অভয়া পার্বতী।
জগতজননী মায়া জগতের মাতা কোন দুক্ষে দেহত্যাগ কৈল আসি এথা।
অন্তঃপুরে রোল হৈল শুনে সর্বজন নন্দী ভৃঙ্গী শুনি হৈল জলন্ত আগুন।
নন্দী ভৃঙ্গীর মনে বড় বাড়িল সন্তাপ জজ্ঞশালে দুই বীর করিল প্রস্থান।

১ বিশণ্ণ ২ সমানে ৩ লক্ষি-

মূত্রকুণ্ডে যজ্ঞদ্রব্য[১] সব ভাঙ্গা যায়   চারিভিতে দেবগণ রড়ারড়ি ধায়।
নন্দী ভৃঙ্গী ক্রোধে গেল শিবের সদনে   শমন সমান হয় দেখি দুই জনে।
ক্রোধে জটা ছিড়্যা দিল দেবতা ঈশান   বীরভদ্র বীর হৈল যমের সমান।
করপুটে বীরভদ্র রহে তথাকারে   বিশ্বনাথ কহিলেন বধহ দক্ষেরে।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ   দক্ষযজ্ঞভঙ্গ-কথা শুন সর্বজন।৬।

। পয়ার ।

বীরভদ্র বীর হইল দেখি ত্রিলোচন   বিশ্বনাথ বলে শুন আমার কথন।
শিব বলেন শুন বীর আমার উত্তর   শীঘ্রগতি বধ গিয়া ব্রহ্মার কুমার।
নানা অস্ত্র দিল তারে দেবতা ঈশান   অস্ত্র লইয়া বীরভদ্র করিল পয়ান।
দক্ষপুরে প্রবেশিল বীরভদ্র বীর   কোপে কম্পমান তনু হইল অস্থির।
নন্দী আদি বীরভদ্র কোপিতবদনে   দক্ষসেনা সহিত জুদ্ধ মহা ক্রোধমনে।
করিল অনেক জুদ্ধ খর্ব বীরাবাসে   জমঘরে দক্ষসেনা গেল অবশেষে।
পড়িল সকল সৈন্য নাহি এক জনে   কোপিতবদনে দক্ষ প্রবেশিল রণে।
হরিদেব বলে রায় তুমি সত্তে সখা   সন্ধ্যাকালে পথমধ্যে[২] আরে দিলে দেখা।৭।

। ললিত ছন্দ ।

নন্দী বলে বীরভদ্র শুনহ বচন
অসি খাড়া লৈয়া   হরষিত হৈয়া
বধিল জত সেনাগণ।
কোপে কম্পমান   বলে হান হান
অরুণলোচনে চায়
জতেক সেনারে   বধিল সত্তরে
কাটিল খড়্গের ঘায়।
বড়ই প্রচণ্ড   কৈল লণ্ডভণ্ড
ব্রাহ্মণে বধিতে জায়
হইয়া ক্রোধিতা   ছিঁড়িল পৈইতা
থুত্ নুড়ি দিল তার গায়।
এত দেখি ব্রাহ্মণ   পলাইল তখন

১ যজ্ঞাদিবা   ২ -মধ্যে

তাড়িল দেবতাগণে
ক্রোধিত হইয়া খড়্গ ধরিয়া
কাটীতে ধাইল রণে।
দন্ত কড়মড়ে ধাইল উত্তরড়ে
বধিতে দক্ষের তরে
খড়্গ ধরিয়া পেলিল কাটিয়া
পড়িল অজ্ঞের পরে।
বীরবর ভদ্র করিল ছিদ্র
প্রশ্ছাপ করিল অজ্ঞে
দক্ষের মুণ্ড লৈয়া অজ্ঞে পেলিয়া
গলায় দেবের বর্গে।
অজ্ঞদ্রব্য অন্ত সব কৈল হত
হৈয়া ক্রোধে কম্পমান
অতেক দেবতা করিলেন চিন্ত্যা
গেলেন শিবের স্থান।
বীরভদ্র বীর কৈল আগুসার
গেলা অথা ত্রিলোচনে
রায়ের চরণ লইয়া শরণ[১]
দ্বিজ হরিদেব ভনে ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

অস্ত্রাঘাতে দক্ষমুণ্ড কাটীল দানাগণে অজ্ঞকুণ্ডে পেলাইল মহাক্রোধমনে।
দক্ষনিপাতন করি করিল পয়ান উপনীত হইল গিয়া অথায় ঈশান।
বীরভদ্র বীর নাম শুন [সভা]জন দেবগণ গেলা অথা দেব ত্রিলোচন।
করজোড়ে স্মরহরে[২] কহেন অমর ত্রিভুবনে কলঙ্ক রাখিলে গঙ্গাধর।
দেবতার দেব তুমি বিধির বিধাতা তিনচক্ষু পঞ্চমুখ ত্রিদশের কর্ত্তা।
সদাশিব সদারঙ্গ শিরে অহিগণ বিভূতিভূষণ গায় বলদবাহন।
শ্মশাননিবাসী[৩] হয় সদাশিব ভোলা অঙ্গেতে বিভূতি আর ভূতসনে মেলা।

---

১ শরন ২ স্বরাসুরে ৩ স্মান-

তোমার মুখের পানে গঙ্গা উপজিল   দেবলোক নাগলোক নরে উদ্ধারিল।
দেবগণ বলে হর শুনহ বচন   বস্তপুদ[1] মুনি কৈল অঙ্গ-আরম্ভন।
আদিত্য প্রসিদ্ধ মুনি লৈল দিননাথে   অরুণসারথি সঙ্গে শশধর সাথে।
হরিদেব বলে কৃপা কর ক্ষেত্রপতি   কহিব অপূর্ব কথা পুরাণভারথি ॥৯॥

॥ একাবলি ॥

করপুটে দেবগণ   স্তব করে সর্বজন   শুন শুন কৃত্তিবাস[2]   পূরহ দেবের আশ
সংসারে সার তুমি   স্তুতি কীবা জানি আমি   খিরদমথন-কালে   আপনি গরল খাইলে
তথি অখিলের মাতা   দেখি কামাতুর ধাতা   শুক্র পড়িল তথি   হইল ব্রথা সুরপতি
পরম বৈষ্ণব জন   হরিপদে জার মন   আপনি দিলে কুমতি   তারে বধে সুরপতি
ধৃষ্টদ্রুম জজ্ঞস্থানে   লইয়া গেল দেবগণে   কশ্যপ তাহারে দেখি   দেখিয়া হইল দুঃখী
সাপ দিল মুনিগণে   চন্দ্র গিয়া শুক্রস্থানে   দেবজানী শুক্রসুতা   হরিদেব কহে কথা ॥১০॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন শুন ত্রিলোচন   বেত্রাসুর উপাখ্যন
মুহিনি হইলা মহামায়া
তাহারে দেখিয়া ধাতা   শুক্র নির্গত তথা
সেই বীর্জে বেত্রাসুরের কায়া।
পরম বৈষ্ণব জন   হরিপদে তার মন
মহাযোদ্ধা বৃত্রাসুর বীর
ইন্দ্র তার বধ কৈল   তবে জজ্ঞ আরম্ভিল
জজ্ঞ করি ইন্দ্র হইল স্থির।
সীতা আনি রঘুপতি   জজ্ঞ কৈল শীঘ্রগতি
লবকুশযুদ্ধ-বিবরণ
দেবজানি শুক্রসুতা   কী কব তাহার কথা
বিভা কৈল জজাতি রাজন।
কশ্যপ মুনির জাত   নাম তাঁর দিননাথ
লৈয়া গেল বিশ্বেশ্রব মুনি

---

[1] বিতমদ   [2] কৃত্তিবাস

কশ্যপের সাঁপ হৈল সেই সাঁপ বৃত্ত নৈল
তেঁঞি হৈল দিবস রজনী।
শুন দেব কীর্ত্তিবাস দেবের খণ্ডাও ত্রাস
রক্ষ্যা কর জত দেবগণে
তুমি সংসারের সার তোমা বিনে কেবা আর
শুন শুন দেব ত্রিলোচনে।
জগতে রাখিলা খ্যাতি[১] শুন দেব পশুপতি
বধ কৈলে ব্রহ্মার কুমার
শুন দেব শূলপাণি সৃষ্টি কৈল পদ্মযোনি[২]
তুমি তাহা করহ সংহার।
শুনিঞা দেবের বাণী লজ্জা পায়্যা শূলপাণি
চলিলেন দেব ত্রিলোচন
শ্রীবিদ্যাধরের সুত শাস্ত্রহীন মূর্খ হত
হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

দেবের বচনে হর মহীলজ্জা পায়্যা চলিলেন বিশ্বনাথ ব্রসবে চড়িয়া।
চতুর্ভিতে বেদ পড়ে জত দেবগণ হিমালয় পশুপতি করিলা গমন।
জজ্ঞশালে উপনীত হৈল কীর্ত্তিবাস অতঃপর[৩] পূর্ণ হৈল দেবতার আশ।
হরেরে দেখিয়া সভে করিলা আদর বসিলেন বিশ্বনাথ সভার ভিতর।
দেবগণ বলে শুন ঈশ্বর ঈশান ব্রহ্মার নন্দনে তুমি দেও প্রাণদান।
কীর্ত্তিবাস বলে শুন আমার উত্তর জতপি জীয়াই আমি ব্রহ্মার কোঙর।
জে মুখে আমারে নিন্দ্যা কৈল দক্ষ রাজা সে মুখ রাখিলে মোর হব বড় লজ্জা।
পূর্বে নন্দী ভ্রঙ্গী সাঁপ দিলেন জখন তাহার সাঁপেতে হবে ছাগলবদন।
আমা নিন্দ্যা কৈলে তার হয় অধোগতি সুব্রত আমারে পূজি স্বর্গেতে নৃপতি।
বলিরাজা মোরে পূজি পাতালে চলিল সেবায় গোবিন্দ তার দুয়ারে রহিল।
বিশ্বনাথ কহে শুন জত দেবগণ জতপি জীয়াই আমি ব্রহ্মার নন্দন।
মহেশ বলেন শুন দেবগণ জত দক্ষেরে জীয়াব আমি হইল সম্মত।

১ ক্ষ্যাতি ২ জোনি ৩ অতর্পর

বিশ্বনাথ [বলেন শু]ন দেব হুতাশন   ছেদন করিয়া দেও তোমার বাহন।
শিবের বচন দেব না কৈল লঙ্ঘন   ছাগলের মু[ও তখন] করিল ছেদন।
অজার বদন দিল দক্ষের বদনে   প্রাণদান বিশ্বনাথ দিলেন তখনে।
দক্ষেরে জীয়ন্ত দেখি সকল দেবতা   করজোড়ে স্তব করে আপনি বিধাতা।
প্রাণদান পায়্যা দক্ষ বসিল তখন   সর্বাঙ্গসুন্দর দক্ষ বিকৃতিবদন।
শিবেরে স্তবন করে যত দেবগণ   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১২॥

॥ ত্রিপদী ॥

দক্ষেরে জীয়ন্ত দেখি   দেবগণ হৈয়া সুখী
দেখি তুষ্ট যত দেবগণ
হরষিতে শশিচূড়   শূল শিঙ্গা বৃষারূঢ়
অস্থিমালা করেন জপন।
চতুর্ভুজিতে দেবগণ   বেদ পড়ে সর্বজন
দেবগণ নাচে হরষিতে
তার্ক্ষ্যে চড়ি চক্রধর   বারণেতে পুরন্দর
বিধাতা নাচেন হংসরথে।
দক্ষ হরষিত মনে   স্তব করে ত্রিলোচনে
তুমি দেব সংসারের সার
তোমার সৃজন সব   কে জানে তোমার স্তব
বিশ্বনাথ অনন্ত আকার।
দেবগণ করেন স্তবন
ইন্দ্র বলে শিব শক্তি   তোমা বিনে নাহি মুক্তি
আমি পূর্বে করিল স্মরণ[১]।
শুন হে দেবতাগণ   মোর বাক্যে দেও মন
ভগবতী বিনে নাহি গতি
জঠরধারিণী মাতা   তিনি সংসারে কর্তা
সর্ব দেব তাঁরে কর স্তুতি।
ইন্দ্রের বচন শুনি   হরষিত পদ্মযোনি
চারি মুখে করেন স্তবন

১ স্মরণ

ইন্দ্র করে পুষ্পবৃষ্টি হরষিতে পরমেষ্ঠি
মঙ্গল করেন সুরগণ।
ব্রহ্মা পীতাম্বর হর দেবরাজ পুরন্দর
সর্ব দেব আর হুতাশন
অতেক দেবতাগণে স্তব করে ত্রিলোচনে
হরিদেব করিল রচন ॥১২॥

॥ পয়ার ॥

জিজ্ঞাসিলা বিধিবর শুন পুরন্দর তুমি পূর্বে বর নিলা শক্তি-বরাবর।
সাঁপে বর ভগবতী দিলেন তোমায় তেকারণে হরণ করিলা অহল্যায়।
অহল্যা পাষাণ হৈয়া রহিল গহনে তার সাঁপ মুক্ত হৈল সীতার সেবনে।
অহল্যায় মহামুনি নিলা পুনর্বার সংসারেতে খ্যাতি[১] দেখ আছয়ে তাহার।
শুন দক্ষ প্রজাপতি আমার বচন তাহার কলঙ্ক আছে শুন দিয়া মন।
আপন দুহিতা আমি করিল হরণ গঙ্গার কলঙ্ক দেখ বজ্জিল[২] সাজন।
[তাহা]র কলঙ্ক আছে শুনহ উত্তর কহিব কারণ কীছু হৈয়া পুরন্দর।
ইন্দ্র বলে ভগবতী করি নিবেদন এক চক্ষে তব পদ নহে নিরক্ষণ।
ভগবতী বলে ইন্দ্র শুনহ উত্তর সহস্র লোচন হব জাও নিজ ঘর।
ইন্দ্র-অঙ্গে ভগ হৈল শুনহ বচন প্রেবেশিতে চাহে ইন্দ্র পাতালভুবন।
উপায় না দেখে ইন্দ্র করিল স্তবন ইন্দ্রাক্ষস্তবনে দেবী দিলা দরশন।
ভগবতী বলে ইন্দ্র শুনহ উত্তর তুমি পূর্বে বর নিলা আমার গোচর।
ভগবতীর বরে হৈল সহস্র লোচন শিবশক্তি বিনে নাঞি শুন দিয়া মন।
দক্ষ প্রজাপতি অতি আনন্দে বেহারে পুলকিতে বিদায় করিলা দেবতারে।
সতীরে লইয়া হর ত্রশূল উপরে এইরূপে শঙ্কর ফিরেন নিরন্তরে।
রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব গান অষ্টসিদ্ধা[৩] ভগবতী ইথে নাঞি আন ॥১৩॥

॥ ত্রিপদী ॥

সতীরে ত্রশূল পরে লইয়া ভ্রমেণ হরে
কথ কাল কৈলাসভুবন
ভ্রমে দেব পশুপতি কাঁদেতে করিয়া সতী
এক যুগ করিলা ভ্রমণ।

১ খ্যাতি ২ বজ্জিল ৩ -সৌর্দ্ধা

হরষিত হৈয়া মন নাচে দেব ত্রিলোচন
নৃত্য[1] গীত আনন্দিত হৈয়া
নাচে হর নিজ সুখে গান গীত পঞ্চ মুখে
নিজ সুখ কৌতুক ভাবিয়া।
আদ্যাশক্তি মহামায়া ত্যাগিয়া আপন কায়া
জন্ম নিলা হিমন্তের ঘরে
অনেক করেন সেবা শঙ্কর করিব বিভা
একভাবে পূজেন হরেরে।
শিব নৃত্য[1] গীত শুনি কুতুহলে পদ্মযোনি
গেলা ব্রহ্মা বিষ্ণুর সদন
কী হৈল প্রলয়কালে খিতি জায় রসাতলে
বিপদ ভাবেন নারায়ণ।
ব্রহ্মা হরি পুরন্দর ভাবে সভে নিরন্তর
গেলা সভে শিবের নিকটে
বিষাদ ভাবেন ধাতা মুখে না নিস্বরে[2] কথা
হরের সাক্ষাতে জোড়পুটে।
শুন দেব কীর্তিবাস পূর্ণ হব অভিলাষ
কেন হর করহ এমন
সতীরে লইয়া শূলে ভ্রম তুমি নানা স্থলে
পাগল হইলা ত্রিলোচন।
তুমি শক্তি তুমি শিব সকল কায়ায় জীব
হেন কেন হইলা মহেশ
ব্রহ্মা বলে শূলপাণি শুনহ আমার বাণী
উপদেশ কহি ত বিশেষ।
শুন হর আমার বচন
ব্রহ্মা বলে শূলপাণি শুনহ আমার বাণী
হরিদেব কহিল বচন ॥১৪॥

---

১ নৃত্ত ২ নিস্বরে

॥ পয়ার ॥

ব্রহ্মা বলে শুন হর আমার বচন   অষ্টাঙ্গ খসিয়া দেবীর পড়্যাছে জখন।
জেখানে পড়িল তাহা সেই সিদ্ধস্থান   অষ্টসিদ্ধা ভগবতী শুনহ ঈশান[১]।
এত শুনি বিশ্বনাথ হরষিত হৈয়া   কহিতে লাগিলা কীছু বিনয় করিয়া।
শুন শুন পদ্মজোনি আমার উত্তর   আপনি স্থাপিত তায় কর বিধিবর।
এতেক শুনিঞা ব্রহ্মা হরষিত হৈয়া   কালিঘাটে মুণ্ডপূজা অঙ্গ বলি দিয়া।
হিঙ্গুনাটে পূজা কৈল দেবী কাত্যায়ণী   লক্ষ লক্ষ সঙ্গে রহে ডাখিনী জোগিনী।
তমুলুর্ত্তে বর্গভীমা দেবী মাহেশ্বরী   বিধাতা আপনি তায় পুজে তয়া করি।
খিরগ্রামে জোগসিদ্ধা[২] হৈল নারায়ণী   করপুটে পূজা তায় কৈল পদ্মজোনি।
কাঙুরেতে কামিক্ষ্যা হইল ভগবতী   পুষ্পপানি দিয়া পূজা কৈল প্রজাপতি।
মৌলায় রঙ্কিণী হৈলা জগতজননী   করপুটে পূজা তায় কৈল পদ্মজোনি।
জলামুখি উর্দ্ধমুখী হৈল মাহেশ্বরী   বিধাতা আপনি তায় পূজে তয়া করি।
অষ্টসিদ্ধা ভগবতী হইলা সংসারে   হরিদেব হত মূর্খ কী কহিতে পারে ॥১৫॥

॥ পয়ার ॥

অষ্টসিদ্ধা ভগবতী হইলা সংসারে   কালুরায় কহিলেন হরের কুমারে।
দক্ষযজ্ঞ-বিবরণ শুনি দুই জন   একে একে নানা দেশ করিলা ভ্রমণ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে রায় অরণ্যে প্রবেশে   উপনীত হৈলা গিয়া শার্দ্দূলের দেশে।
বিষম শুনিলা রায় শার্দ্দূলের শব্দ   শুনিঞা জে ক্ষেত্রপাল হইলা নিস্তব্ধ।
কালুরায় প্রিতি রায় কহিলা তখন   কহ ভাই শার্দ্দূলের জন্মবিবরণ।
কালুরায় বলে শুন হরের তনয়   জেরূপে হইল দীপী[৩] শুন মহাশয়।
সুরথ নামেতে রাজা সূর্য্যবংশে জন্ম   ভগবতীপূজা বিনে নাই অন্য কর্ম্ম।
সেইকালে ভগবতীর অঙ্গে হৈল ঘর্ম্ম   তাহাতে হইল তাই শার্দ্দূলের জন্ম।
দেখিয়া নৃপতি বড় হইলা বিস্ময়   ভগবতী নৃপতির তরে কীছু কয়।
শুনহ সুরথ রাজা আমার বচন   ভয় নাঞি তোমারে কহিল বিবরণ।
সুরথ বলেন মাতা শুন গ উত্তর   শার্দ্দূলের জন্ম হৈল তোমার গোচর।
বৎসরে বৎসরে ছানা জদি হয় বাঘে   লোকেরে খাইব তবে অতি অনুরাগে।
ভগবতী বলে বাঘ বর দিলাঙ তোরে   হইব তোমার ছানা এক যুগান্তরে।

১ ইসান   ২ ক্ষীর্গ্যা   ৩ দ্বিপ

এত শুনি ক্ষেত্রপাল আনন্দিতমনে   কালুরায় সঙ্গে রায় চলিল গহনে।
দেখিল বনের মধ্যে নাহিক গহন   অটব্যরণ্যের[1] সৃষ্টি করেন সৃজন।
সাল পিয়াল আগে গাম্ভারি পশরি   বাঁনি হিজ্জা কুপা কাউ বয়ড়া সুন্দরী।
তাল হেন্তাল নানা জাতি করিলা সৃজন   মধুপোকে আবাসিয়া দিলেন গহন।
পোকগণে বনে গিয়া হৈল উপনীতি   মধুসৃষ্টি প্রথমে সৃজিলা প্রজাপতি।
নানা জাতি বনে পোক করেন বেহার   করিল মধুর বন সৃষ্টি আপনার।
গহন কাননে রায় রহিলা বসিয়া   শার্দ্দুলবাহন সঙ্গে কালুরায় ভায়া।
এইরূপে গহনে রহিলা ক্ষেত্রপাল   হইল রায়ের সুত ভৈরব বেতাল।
কালুরায় সংহতি রহিলা ক্ষেত্রপতি   ভ্রমেণ অনেক দেশ নাহিক সংহতি।
ভৈরবেরে আবাসিয়া দিলেন গহন   অষ্টাদশ ভাটদেশ করেন ভ্রমণ।
কালুরায়ে জিজ্ঞাসিল হরের নন্দন   কহ কহ কালুরায় পূজার কারণ।
এইরূপে দুই জন কথপকথনে   প্রবেশ করিলা গিয়া দুর্গম গহনে।
সমাপ্ত হইল পালা হরিদেব ভনে   আসর সহিত রায় রাখিবে কল্যাণে ॥১৬॥
॥ পঞ্চম[2] পালা সমাপ্ত ॥

১ অটর্ব্ব-   ২ পাঞ্চম

জননি তুয়া পদপঙ্কজ সার
এ তিন ভুবনে ভাবি মনে মনে
তুয়া বিনে নাঞি আর।
উর গ অভয়া দেহ পদছায়া
তোমা বিনে নাঞি গতি
জগতজননী রক্ষিতা আপনি
উর দেবী ভগবতী।
হরের ঘরণী শঙ্করসেবনী
উর দেবী মহামায়া
ই তিন দিবস ছাড়িয়া কৈলাস
বালকেরে কর দয়া।
তোমার চরণ না দেখি ভুবন
জগত-ঈশ্বরী তুমি
হিমন্তনন্দিনী শঙ্করঘরণী
অতি মূঢ়মতি আমি।
সেবকতারিণী হরের গৃহিণী
শঙ্করবনিতা মাতা
শুন গ অভয়া দেহ পদছায়া
সেবকে কী জানে কথা।
জগতজননী উর গ ভবানী
তুমি সংসারের সার
এ ঘোর সংসারে পার কর মোরে
তবে সে মহিমা তোমার।
না জানিহু আমি রক্ষ গ ভবানী
অনুগত ভব জনে
জগত-ঈশ্বরী ভুবনে অবতরি
উর গ সেবকস্মরণে।
তোমার চরণ ভাবি অনুক্ষণ
তোমা বিনে নাঞি গতি

তোমার মহিমা কে কহিব সীমা
উরহ শঙ্কররতি।
তুমি গ জননী সংসারতারিণী
উর সেবকস্মরণে
অভয়াসঙ্গীত হৈয়া একচিত
হরিদেব রস ভনে ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

দক্ষের যজ্ঞের কথা সমাপ্ত হইল গহন কানন অন্ত তুহেতে ভ্রমিল।
অরণ্যে প্রভুক্ত বড় জঙ্গলবিলাস ক্ষেত্রপাল জান তারে করিতে নৈরাশ।
কানন ভ্রমিতে দেখা হৈল চেলাগণে ক্ষেত্রপাল জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে।
চেলাগণসনে যুদ্ধ কৈল কালুরায় যুদ্ধে হত চেলাগণ অন্তরে খোদায়।
এক চেলা কহিলেক একদিন ঈশ্বরে বাঞের কথন কহে পীরের গোচরে।
শুনি কম্পমান তনু কাঁপে থরে থর যুঝিবারে আইল পীর রায়ের গোচর।
রায় বলে শুন ভাই আমার বচন জঙ্গলের রাজা তোমায় কৈল দেবগণ।
আমি ত ঈশ্বরসুত দক্ষিণ-ঈশ্বর অষ্টাদশ ভাটদেশ দিলা গদাধর।
এতেক শুনিঞা পীর দিল আলিঙ্গন মৈইত্র হইলা এবে হরের নন্দন।
অষ্টাদশ ভাট লও হরের তনয় ভাটদেশ দিলা তোমায় দেব মৃত্যুঞ্জয়।
এতেক শুনিঞা রায় মহাপুলকিত শার্দ্দূলকেশরী-যুদ্ধ দেখে বিপরীত।
তথা উপনীত রায় হইল তখন শার্দ্দূল সিংহেতে যুদ্ধ দেখেন দুই জন।
পুন যুদ্ধ নিবারিল দক্ষিণের পতি সিংহেরে কহিল যাও যথা ভগবতী।
এতেক শুনিঞা সিংহ করিল গমন কৈলাসভুবনে গিয়া দিল দরশন।
যথা ভগবতী সিংহ গেলা তথাকারে ক্ষেত্রপাল জিজ্ঞাসিল কালুরায় তরে।
কহ কালুরায় মোরে পূজার কারণ কার স্থানে লব পূজা কহ বিবরণ।
এতেক শুনিঞা কীছু কহে কালুরায় এক নিবেদন আমি করি তুয়া পায়।
কামপুরে প্রিবিলা[১] নামেতে এক নারী অর্জ্জুনের সঙ্গে সেই মহাযুদ্ধ করি।
রায় বলেন কহ ভাই অপূর্ব কথন অর্জ্জুনের জন্মকথা কহ বিবরণ।
কহিতে লাগিলা রায় অর্জ্জুনকথন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১॥

১ প্রিথিল'।

॥ ত্রিপদী ॥

শুন জুধিষ্টির-উপাক্ষন
কুন্তী কোন্তনৃপসুতা কী কব তাহার কথা
জুধিষ্টির ধর্মের নন্দন।
শুনহ ভীমের জন্মকথা
কুন্তী মন্ত্র স্মঙরিল তবে সে পবন আইল
পবন হয়ে ত ভীমের পিতা।
শুন অর্জুনের উপাক্ষন
কুন্তী মন্ত্র মনে করে তথা আসি পুরন্দরে
ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন।
শুন নকুল সহাদেবের[১] কথা
কুন্তী তায় মন্ত্র দিল তবে মাদ্রী স্মঙরিল
অশ্বিনীকুমার তার পিতা।
এইরূপে পঞ্চ জনে জন্ম হৈল শুভক্ষণে
জুধিষ্টির ধর্মের নন্দন
পাশা নিল দুর্যোধনে পঞ্চ ভাই গেলা বনে
বধ কৈল জত রিপুগণ।
শুন নব অপূর্ব কাহিনী
একভাবে সভে কয় বাণ এড়ে ধনঞ্জয়
বিভা কৈল দ্রুপদনন্দিনী[২]।
শুন সভে সর্ব কথা জুধিষ্টিরের ধর্ম পিতা
লিখিয়াছে সকল পুরাণে
এইরূপে পঞ্চ ভাই ভ্রমিলেন নানা ঠাঞি
নাগ বন্দী কর্যাছিল বাণে।
ভয় বড় পায়্যা নাগগণে
উলুপী[৩] নামেতে কন্যা ত্রিভুবনে একধন্যা
তার বিভা দিলেন অর্জুনে।

---

১ সহাদেবের ২ দ্রুপদ- ৩ উলুপি

সেই কন্যা বিভা করি আইলা পার্থ নিজ পুরী
তার পুত্র হৈল বভ্রুবান
কুরুবংশে তার জন্ম করিল অনেক ধর্ম
নিত্য পূজা করেন ঈশান।
জুধিষ্টির ধর্মসুত ধর্মপদে অনুগত
দেশে যজ্ঞ কৈল আরম্ভন
হরিদেব শিশুমতি[১] কী জানে বিশেষ স্তুতি
কৃপা কৈলা হরের নন্দন ॥২॥

। পয়ার ।

জুধিষ্টির ধর্মপুত্র নানা দুর্থ পায়্যা বিদুর সকল কথা কহিলেন আয়্যা।
ধেনুদান কন্যাদান স্বর্ণদান[২] বর্গে[৩] ইহার অধিক দান কৈলে হয় জজ্ঞে।
এতেক শুনিল যদি ধর্মের নন্দন আপন ভবনে জজ্ঞ কৈল আরম্ভন।
দ্বারকায় আমন্ত্রণ পাঠাইল তখন শুনিঞা সন্তোষ[৪] বড় দেব নারায়ণ।
কামদেব কৃষ্ণার্জুন অনিরুদ্ধ সঙ্গে লক্ষ্মী[৫] সনে গোবিন্দাই আছিলেন রঙ্গে।
বলরামসংহতি আছিলেন রেবতী কামদেবসংহতি আছিল তথা রতি।
হেনকালে জুধিষ্টিরের গেল আমন্ত্রণ শুনি হরষিত বড় দৈবকীনন্দন।
ছাপান্ন কোটী জদুবংশ করিল গমন হস্তিনায় গিয়া কৃষ্ণ দিলা দরশন।
সম্ভাষণ কৈল তবে ধর্মের কুমার জিজ্ঞাসিলা কৃষ্ণ প্রিতি সর্ব সমাচার।
জুধিষ্টির বসিবারে দিলেন আসন পরিচারককর্ম জত করেন অর্জুন।
বসিলেন জুধিষ্টির জজ্ঞ পুজিইতে রহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ব্রাহ্মণসেবাতে।
জজ্ঞের পূজন করে ধর্মের নন্দন পত্র লিখি অশ্বগলে করিল বন্ধন।
অশ্বের রক্ষণ তবে হইল অর্জুন নানা দেশ হয় লৈয়া করেন ভ্রমণ।
প্রথমে গেলেন হংসেশ্বরের ভুবনে সুরত সুধন্যা[৬] রাখে জুদ্ধের কারণে।
রাখিলেক জজ্ঞ-অশ্ব জুদ্ধের কারণ ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা গেলেন অর্জুন।
অশ্বেরে দেখিয়া পার্থ নিবেদন করে রাখিলে আমার হয় মরিবার তরে।
এতেক শুনিঞা তবে হংসেশ্বর কয় জুদ্ধ করি অশ্ব লৈয়া জাও ধনঞ্জয়।
এতেক শুনিঞা পার্থ হৈল কম্পমান কোপে হংসধ্বজ প্রিতি বলে হান হান।
হরিদেব শিশুমতি[৭] কী বলিব আর কৃষ্ণের মহিমা কহে শকতি কাহার ॥৩

১ শীমু- ২ স্বর্ণ- ৩ বর্গের্শেস ৪ সন্তোস ৫ লক্ষি ৬ সুধন্না ৭ শীমু-

॥ পয়ার ॥

হংসেধ্বজের বাক্যে পার্থ হৈল কম্পমান   কোপে সুধন্বার প্রতি[১] বলে হান হান।
সুরত সুধন্বা সনে হংসেধ্বজ বীর   বাণেতে জর্জর কৈল পার্থের শরীর।
ক্রোধ করি সুধন্বা জে নাগবাণ এড়ে   পার্থের গরুড়বাণ রিপুসম[২] পড়ে।
নাগবাণে গরুড়বাণে করিল নিধন   সুধন্বা ঔষীকবাণ এড়িল তখন।
বাণেতে পার্থের অঙ্গ হইল জর্জর   এইবার কৃপা কর অখিল-ঈশ্বর।
হস্তিনায় কৃষ্ণ তবে হৈল উচাটন   খগেন্দ্রবাহনে আইলা জথায় অর্জুন।
অর্জুনে দেখিয়া কৃষ্ণ কৈলা বিজ্ঞাপন   তুমি নারিবে জিনিতে কৈলে আমায় স্মরণ।
এতেক শুনিঞা পার্থ তবে কয় কথা   আমি জিনিতে নারিব জদি তবে কেন এথা।
এতেক বলিয়া পার্থ এড়িলেন বাণ   কৃষ্ণ দেখি সুধন্বা জে তেজিল পরাণ।
সুরত সুধন্বা দুই হংসেধ্বজের বেটা   অর্জুনের জুদ্ধে জার মুণ্ড গেল কাটা।
কাটা গেল সেই মুণ্ড পড়ে মহীতলে   কাটামুণ্ড ভূমে পড়ি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
শুন রে ভকত-ভাই করি নিবেদন   এইরূপে সুধন্বার হইল মরণ।
বুঝিতে রাজার মন অখিল-ঈশ্বর   সেই মুণ্ড পেলিয়া দিল রথের উপর।
মুণ্ড দেখি হংসেধ্বজ ক্রোধে কম্পমান   প্রয়াগে[৩] পেলিয়া দিল জথায় ঈশান।
সুধন্বার মুণ্ড হর দেখেন সাক্ষাতে   কণ্ঠমালা করি কণ্ঠে রাখেন বিশ্বনাথে।
সুধন্বার এইরূপে হইল মরণ   হরিদেব বলে সার রামের চরণ ॥৪॥

॥ পয়ার ॥

সুধন্বার এইরূপে হইল মরণ   অশ্বেরে লইয়া পার্থ করেন ভ্রমণ।
তুরঙ্গ লইয়া পার্থ ভ্রমে নানা স্থান   উপনীত হৈল গিয়া জথা বভ্রুবান।
বভ্রুবান অশ্বের গলায় পত্র দেখি   অর্জুনের পত্র পড়ি মনে বড় সুখী।
রাখিল নিকটে হয় করিয়া বন্ধন   পুনরপি বভ্রুবান পূজে ত্রিলোচন।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা গেলেন অর্জুন   অশ্বেরে দেখিয়া পার্থ হৈল সকরুণ।
তুরঙ্গ দেখিয়া পার্থ কৈল বিজ্ঞাপন   কী কারণে মোর হয় কর্যাছ বন্ধন।
এতেক শুনিঞা বভ্রুবান কোপে জলে   তোর অশ্ব হয় জুদ্ধ কর্যা লও বলে।
এতেক শুনিঞা পার্থ হৈল কম্পমান   কোপে বভ্রুবান প্রিতি বলে হান হান।
এইরূপে যুদ্ধ হয় অজ্ঞাত সময়   পিতা পুত্রে হয় জুদ্ধ নাহি পরিচয়।

---

১ পৃতি   ২ বিপ্র-   ৩ প্রিয়াগে

কোপে বভ্রুবান তবে অগ্নিবাণ এড়ে   অর্জুনের জত সেনা বাণঘাতে পোড়ে।
একোক হইল পার্থ নাঞি সেনাগণ   বভ্রুবান হয় লৈয়া গেলা নিকেতন।
জননীরে কহে জত অর্জুনের কথা   এত শুনি উলুপীর[1] মনে লাগে ব্যথা।
তুমি না জানিলে বাপ সেই তোমার বাপ   এত দিনের পরে মোরে দিলে মনস্তাপ।
পুনরপি পড় গিয়া তাহার চরণে   আমি নাঞি জানি আমি তোমার নন্দনে।
ক্ষেম অপরাধ বাপা মোরে কর দয়া   চিনিতে নারিনু আমি দেহ পদছায়া।
এত শুনি অর্জুন হইল কম্পমান   ক্ষেত্রিধর্ম মত তুমি না করিলা জ্ঞান।
ক্ষেত্রিধর্মে জেই জন সময়েতে মরে   স্বর্গ বাস তার তবে লিখিল ঈশ্বরে।
এত শুনি বভ্রুবান জলে কোপানলে   অর্জুনের মুণ্ড কাট্যা পেলে মহীতলে।
অর্জুনের এইরূপে হইল মরণ   পুন বভ্রুবান মায়ে কৈল নিবেদন।
শুনিঞা দুঃখিত[2] বড় নাগের নন্দিনী   অর্জুনের সঙ্গে আইল থাইতে আগুনি।
পূর্বকথা মনে ভাল পড়িল তাহার   নাগরাজা কহিয়াছে সত্য সমাচার।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ   পাতালেতে বভ্রুবান কর গিয়া রণ ॥৫॥

॥ ললিত ॥

মায়ের বচনে   বভ্রুবান মনে
প্রেবেশে পাতালপুরী
নাগরাজা জথা   কহে সর্বকথা
তোমার জামাতা মরি।
শুন বিবরণ   পূর্ব উপাক্ষন
কীছু জদি হয় মনে
তোমার জামাতা   মোর নিজ পিতা
পড়িল বিষম রণে।
আমার বচন   শুন হে রাজন
মুনি দেও পাঠাইয়া
জামাতা রাক্ষিলে   যুষিব সকলে
পিতা দেও জিয়াইয়া।
নাগ নৃপবর   শুনিঞা উত্তর
বলে নাঞি এথা মুনি

---

১ উলুপির   ২ দুক্ষিত

শুনি বভ্রুবান কোপে কম্পমান
যেন জলন্ত আগুনি।
মহাকোপানলে অগ্নিসম জলে
এড়িল গরুড়বাণে
নাগরাজা তবে মুনি আনি দিবে
ভয় পায়্যা বড় প্রাণে।
বভ্রুবান সনে মুনি ততক্ষণে
নাগরাজা আনি দিল
অর্জুনের মুণ্ড কৈল খণ্ড খণ্ড
পাতালভুবনে নিল।
সেই মুনি আনি নাগের নন্দিনী
কহিলেন সর্ব্বকথা
বভ্রুবান পুন পাতালে গমন
আনিল পার্থের মাথা।
সেই মুণ্ড আনি দিল তথা মুনি
তবে জিল ধনঞ্জয়
হরিদেব ভনে পুত্রপত্নী-সনে
পার্থ জান নিজালয় ॥৮॥

। পয়ার ।

বভ্রুবানের জুদ্ধে যেন অর্জুন মরিল এইরূপে লব কুশ পিতারে বধিল।[১]...
... ... অজোধ্যার গিয়া কৈল যজ্ঞ-আরম্ভন।
অশ্ব লৈয়া তবে পার্থ গেলা কাঁওরেতে রাখিল প্রিবিলা নারী আপন দেশেতে।
অর্জুন অশ্বের সনে করেন ভ্রমণ প্রিবিলা রাখিল হয় করিয়া বন্ধন।
ভ্রমণ করেন পার্থ তুরঙ্গের সঙ্গে কামপুরে অর্জুনেরে রাখ্যাছিল রঙ্গে।
তখন পিতার পূজা কৈল এই নারী জুক্ত বর দিয়া স্বর্গে গেলা হর গৌরী।
ছয় মাঁস গর্ভ হৈলে স্বামী তথা মরে এমন বিচার তাই আছে কামপুরে।
রায় বলেন অবশ্য জাইব তথাকারে সমিস্যাপূরণ-কথা কহিব তাহারে।

১ অতঃপর ৪২ সংখ্যক পত্রখানি পাওয়া যায় নাই।

সমিস্তায় জদি নারী হয় ত পারক তবে সে জানিব তার জীবন সার্থক।
এত বলি দুই ভাই জান কামীক্ষ্যায় রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব গায় ॥৮॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন ভাই সর্বজন সত্রাজিত-উপাক্ষন
ছিল রাজা পাতালভিতরে
সত্যভামা নামে কন্যা ত্রিভুবনে একধন্যা
তার বিভা দিলেন কৃষ্ণেরে।
শুনি সেই বিবরণ চলিলেন দুই জন
সিন্ধুতটে হৈল উপনীত
তরঙ্গে তরণী নাঞি ভাবিলেন দুই ভাই
দৈববশে তরী অশ্চম্বিত।
সমুদ্রেতে তরী বায় সত্তরে ডাকিলা রায়
আইল নায়্যা রায়ের সদনে
রায় বলে অরে নায়্যা শুন কিছু মন দিয়া
পার করি দেও দুই জনে।
দেবগণ করি সঙ্গে বসিয়া আছেন রঙ্গে
হেনকালে নায়্যা গেল তথা
করজোড়ে কহে নায়্যা রায়পদে প্রণমিয়া
শুন প্রভু নিবেদনকথা।
পার করি জদি দিব আমি কত ধন পাব
নিবেদন কৈল তব পায়
রায় বলে এই কথা ইথে কীছু নাঞি মিথ্যা[১]
দান দিতে তোমার জুয়ায়।
এক দেব তোরে দিব ইথে অন্ন মত নব
এত শুনি নায়্যা হরষিত
নিবেদিল তব পায় উঠ ত্রস্ত মোর নায়
শুনি রায় উঠিলা তুরিত।

১ মিথা

কালুরায় করি সঙ্গে নৌকায় উঠিলা রঙ্গে
মেষগণ করিয়া সংহতি
অর্ধপথ বায়্যা জান ধীবর চাহিল দান
চিলা-মেষ দিলা শীঘ্রগতি।
নায়্যা হরষিত হৈয়্যা পার কর‍্যা দিল লৈয়া
চিলা-মেষ রাখিল ধীবর
হরষিত হৈয়া রায় দুহে গেলা কামিক্ষ্যায়
বাঘ লৈয়া শুনহ সত্তর।
দুঁহে হরষিত হৈয়া কাঁঙুরনগরে গিয়া
মেষগণ থুইলা গহনে
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
দ্বিজ হরিদেব সুবচনে॥১॥

॥ পয়ার ॥

চিলা-মেষ দিয়া রায় করিলা গমন উপনীত হৈলা গিয়া-কাঁঙুরভুবন।
শুনহ ভকত-ভাই অবধান কর চিলা-বাঘ লৈয়া কীছু শুনহ উত্তর।
ধীবর হরিষ মনে মেষ সঙ্গে লৈয়া হরষিতে নিজ ঘরে উত্তরিল গিয়া।
কুটম্ব জানায় নায়্যা হরষিত মনে মেষ বধ করিবারে চাহে নায়্যাগণে।
আইল জতেক নায়্যা ধীবরের ঘরে মেষমাংস খাওয়াবারে চাহিল ধীবরে।
গারড়েরে কাটীবারে চলিলা সত্তর বাঘরূপে বধ করে জতেক ধীবর।
চিলা-বাঘ উড়া[১]-পাকে বধে নায়্যাগণে একে একে ধীবরের পুরীসংহারণে।
আমস্ত্রীয় আনাইল জতেক ধীবর সংহার করিয়া গেল রায়ের গোচর।
চিলা-বাঘ দেখি রায় জিজ্ঞাসে কারণ বাঘ বলে সংহারিল জত নায়্যাগণ।
এতেক শুনিঞা রায় হরষিত হৈয়া শার্দুলের ডরে বনে পাঠান হাসিয়া।
হরষিতে বাঘ পুন লুকাইল বনে উপনীত হৈলা রায় প্রিবিদ্যাসদনে।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া নারী করিল আদর কৌতুকে বসাল্য লৈয়া সভার ভিতর।
ব্রাহ্মণচরণে সভে হৈল প্রণিপাত্ত[২] জিজ্ঞাসে প্রিবিদ্যা[৩] নারী করি জোড়হাথ।
কহ গোসাঞি কোন দেশে তোমার বসতি কী জন্যেতে মোর পুরে কহ ত ভারথি।

---

১ উড়্া- ২ প্রিনি- ৩ প্রিজ্ঞা

রায় বলেন শুন নারি আমার বচন মোর এক সত্য আছে সমিস্তাপুরণ।
প্রিবিদ্যা কহিল কহ সমীস্তার কথা হরিদেব বলে রায় তুমি বরদাতা ॥১০॥

॥ পয়ার ॥

প্রিবিদ্যাসদনে রায় কহেন বিবরণ শুনহ প্রিবিদ্যা নারি সমিস্তাপুরণ।
এত শুনি প্রিবিদ্যা কহেন তার তরে কহ ত হিয়ালিকথা নিবেদি তোমারে।

॥ হিয়ালী ॥

অঙ্গহীনে[1] প্রাণ তার সলিলে বসতি সদত করয়ে সে লোকে উপহিতি।
কহে দ্বিজ হরিদেব হিয়লির ছাঁদে ধরে আবার সময় তার দড়ি দিয়া বাঁধে।

॥ তরণী ॥

কাননে উৎপতি তার স্থিতি সর্বস্থানে অসিতে কাটিয়া তার করে খান খানে।
সূত্রধর জন্মদাতা তরঙ্গে বসতি হিয়ালি পুরণ হৈল শুনহ ভারথি ॥

হস্ত পদ আছে তার সভে নাঞি মাথা দেখি তরকার বড় কী কহব কথা।
সীতা হরণ করে নহে ত রাবণ কহে দ্বিজ হরিদেব হিয়ালিবর্ণন ॥

॥ জামা ॥

গৃহেতে উৎপতি তার সর্বলোকে কয় বাড়ব ভিতরে দিতে দণ্ডবন্ত হয়।
কহে দ্বিজ হরিদেব রায়ের কৃপায় তার মুখে মুখ দিলে জাতি নাঞি জায় ॥

॥ উনান ॥

বৃক্ষের উপরে জন্ম বিক্ষ্যাত সংসারে ভগ্ন করিয়া লোক আনয়ে তাহারে।
তার সঙ্গে দারু দিলে হয় ত পিরিত হুতাশনে পক´হয়্যা উপরে উঠিত।
কহে দ্বিজ হরিদেব হিয়ালিবর্ণনে মুখে মুখ দিয়া দেখ সর্বলোক টানে ॥

॥ ছিলিম ॥

ধৌত আকার তার মাথা মাত্র আছে নারীর পাণিতে মাত্র শোভা ত করিছে।
তার মুখে মুখ দিলে করেন চিৎকার হরিদেব কহে নয় কহ সারদ্বার ॥

॥ শঙ্খ ॥

হুতাশনে মুক্ত্য পায়্যা দুই সহোদর এক সূত্রে বদ্ধ হ´য়ে শুন সর্ব নর।
পাণি পাণি বুলে সেই শুনহ সকল দুই ভাই জড় হইলে বাজয়ে কোন্দল ॥

[1] অঙ্গঃহিনে

॥ মন্দিরা ॥

মস্তকে করিয়া আনে করে অপমান   গুণ বিচারিয়া পুন করয়ে বাখান।
হুতাশনে মুক্ত্য পায় আনে সর্বলোকে   হরবিতে তার তরে বসান তিনচক্ষে।
কহে দ্বিজ হরিদেব অপূর্ব কাহিনী   দুই বার হুতাশনের মুখেতে আপনি ॥

॥ হাড়ি ॥

এত শুনি প্রিবিল্যা মারিল কামবাণ   হরিদেব বলে রায় হরিলা গিয়ান ॥১১॥

॥ ত্রিপদী ॥

খায়্যা প্রিবিল্যার বাণ   হৈল রায় অজ্ঞান
মহীতলে পড়িলা সত্বর
ক্ষেণেকে চেতন পায়্যা   ডাকে কালুরায় ভায়্যা
শুনি রায় আইল তরাপর।
দেখিল ব্রাহ্মণ তথি   করজোড়ে করে স্তুতি
প্রিবিল্যা করেন স্তববাণী
কালুরায় দেখি তথি   হরবিত ক্ষেত্রপতি
করেন দুঁহে যুদ্ধের সাজনি।
কামান কৃপাণ ধরে   ধনুকে জুড়িলা শরে
ঢাল তলআর বহুতর
বধ সেনা অজে হৈল   রায় তারে আজ্ঞা দিল
এই পুরী বধ তরাপর।
রায়ের আদেশ পায়্যা   সেনাগণ হৃষ্ট[১] হৈয়া
কামান কৃপাণ নিল হাথে
বহু সেনা করে যুদ্ধ   সকলে হইলা ক্রুদ্ধ[২]
উপনীত প্রিবিল্যা-সাক্ষ্যাতে।
কোপিত হইয়া রায়   অরুণলোচনে চায়
সংহারিতে প্রিবিল্যার পুরী
সাজে রায় তরাপর   দেখিয়া তাহার চর
কহে যথা প্রিবিল্যা সুন্দরী।

---

১ হৃষ্ট   ২ ক্রুদ্ধ

চতুরঙ্গ দল সেনা আগে পাছে ধল বানা
খাণ্ডা জাটী খপ্পর মুষল
শুনিঞা প্রিবিলাা তায় লুহিতলোচনে চায়
হরিদেব রচিল মঙ্গল ॥১২॥

॥ পয়ার ॥

শুনিঞা সেনার কথা প্রিবিলাা সুন্দরী জুদ্ধসজ্জ করিবারে ডাকে তরাতরি।
প্রিবিলাার কথা শুনি জত সেনাগণ শুনিঞা জতেক সেনা করিল সাজন।
সেনাগণ মেলা পাড়া করে তথাকারে উপনীত হৈল গিয়া রায়ের গোচরে।
দেখি জত সেনা রায় হইলা ক্রোধিত সেনাগণ সনে জুদ্ধ হৈল অন্বিত।
মার মার করে রায় মহাক্রোধ-মনে দুই দলে কাটাকাটি হৈল ততক্ষণে।
খাণ্ডা জাটী মুদ্গর মুষল বহুতর কোপিয়া পেলিয়া মারে সেনার উপর।
কেহ ধনুকবাণ মারে পুরিয়া সন্ধান অস্ত্রাঘাতে সেনাগণে কৈল খান খান।
এইরূপে নষ্ট হয় প্রিবিলাার পুরী বিষাদ ভাবিয়া কাঁদে প্রিবিলাা সুন্দরী।
কামীক্ষ্যা ঈশ্বরী বড় তাহারে সহায়[১] প্রিবিলাার তরে মাতা হৈলা বরদায়।
রায়ের জতেক সেনা বধিল সত্তর নারীর সাক্ষ্যাতে গেলা দক্ষিণ-ঈশ্বর।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ পারিজাতহরণের কহ বিবরণ ॥১৩॥

॥ পয়ার ॥

ব্রাহ্মণে আকারে রায় প্রিবিলাার পুরে পারিজাতবৃত্তান্ত[২]-কথা কহেন তাহারে।
প্রিবিলাা বলেন কহ অপূর্ব কথন পূর্বে ছিল পারিজাত ইন্দ্রের ভুবন।
রায় বলেন শুন নারি আমার বচন দুর্বাসা মুনির সাঁপ না জায় খণ্ডন।
হস্তেতে দিলেন পুষ্প নৃত্তকীর স্থান করিবরদন্তে পুষ্প দিল মঘবান।
দুর্বাসা জানিল ইন্দ্র কৈল অহঙ্কার কোপিয়া দিলেন সাঁপ মুনির কুমার।
মুনি বলে ইন্দ্র বড় হৈল অহঙ্কৃত আজি হৈতে ইন্দ্রপুরে হও লক্ষ্মিহত।
দুর্বাসা মুনির সাঁপ অতি অখণ্ডন ইন্দ্রপুর হৈতে লক্ষ্মী ছাড়িলা তখন।
লক্ষ্মী ত্যাগ কৈল ত্যাগ সকল করিল বিষাদ ভাবিয়া ইন্দ্র কাঁদিতে লাগিল।
আপনি গেলেন ইন্দ্র জথা বিশ্বেশ্বর নিবেদিল সব কথা বিষ্ণুর গোচর।
শুনিঞা কুপিত বড় দেব গদাধর সমুদ্রমথন গিয়া করিলা সত্তর।

১ সহায় ২ -বিত্ত্যান্ত-

মন্থনে হইলা লক্ষ্মী বিদিত ভুবনে ঘুচিল ইন্দ্রের দুর্খ শুন সর্বজনে।
একদিন ইন্দ্রপুরে ব্রহ্মার নন্দন বীণাহাথে কৃষ্ণগুণ করেন গায়ন।
নারদের গানে ইন্দ্র মহাপুলকিত সেই পারিজাত [হয়] নারদবিদিত।
নারদ দিলেন লৈয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে গোবিন্দ দিলেন লৈয়া রুক্মিণীর[১] হাথে।
সেই পুষ্প দেখি প্রভাবতী জিজ্ঞাসিল রুক্মিণী তাহার তরে সকলি কহিল।
শুনিঞা কোপিত বড় দেব নারায়ণ পারিজাত বৃক্ষ লৈতে সাজিল তখন।
এইরূপে জুদ্ধ তায় কৈল চক্রপাণি শুনিঞা সন্তোষ বড় হৈল সেই রানী।
বড়ই হইল ক্রোধ প্রিবিল্যা সুন্দরী জুদ্ধ করিবার হেতু ডাকে ত্বরা করি।
হরিদেব বলে রায় তুমি সভে সখা সন্ধ্যাকালে পথমধ্যে তুমি দিলে দেখা ॥১৪॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুনিঞা রায়ের কথা প্রিবিল্যা পাইল ব্যেথা
কোপে নারী অগ্নির সমান
কোপে কাঁপে কলেবর শীঘ্র ডাকে নিশাচর
ক্রোধে রানী বলে হান হান।
আর বাক্য নাঞি মুখে সেনাগণে ঘন ডাকে
কম্প কম্প হৈল কলেবর
কোপে কম্পমান তনু জেন প্রভাতের ভানু
মহাকোপে কাঁপে থর থর।
প্রিবিল্যার বাক্য শুনি সেনাগণ মনে গুণি
আইল সভে রণেতে সাজিয়া
অসি চর্ম কার ভুজে কামান কৃপাণ সাজে
খাণ্ডা জাটী শেল শূল লৈয়া।
চলিল অন্তেক সেনা থলকায়[২] থলা বানা
খোরাসানি মোগল পাঠান
কেহ শেল শূল লোফে ঘন তা দেয় গোঁফে
অস্ত্র লৈয়া কামান কৃপাণ।
কার হাথে শোভে নেজা তের লক্ষ চলে খোজা
মার মার পুরে হুহুকায়

১ রুক্মিনির ২ থল-

চলে প্রিবিল্যার ঠাট হান হান কাট কাট
বাক্যমাত্র বলে মার মার।
দেখিয়া ত ক্ষেত্রপতি ক্রোধে কম্পমান অতি
ডাকে রায় নিজ সেনাগণে
চলে জত ক্ষেত্রপাল নন্দী ভৃঙ্গী মহাকাল
ভৈরব বেতাল প্রেতসনে।
নিজ অঙ্গে কত সেনা সৃজিলেন দক্ষ দানা
প্রেত ভূত পিচাশ বিস্তর
রায় তারে আজ্ঞা দিল সভে হরষিত হৈল
এই পুরী বধ ত্বরা পর।
গোঁফ দাড়ি কটি আঁটী দুই দলে কাটাকাটী
দুই সেনা প্রেবেশিল রণে
দুই দলে হৈয়া ক্রুদ্ধ[১] প্রথমেতে বাকজুদ্ধ
হরিদেব ইহ রস ভনে ॥১৫॥

॥ পয়ার ॥

রায়ের আদেশ পায়্যা জত সেনাগণ প্রবেশ করিল সভে করিবারে রণ।
দুই দলে হয় জুদ্ধ মাতঙ্গ কুঞ্জর শীঘ্রগতি প্রেবেশিল করিতে সমর।
আশুসারে আশুসারে জুদ্ধ পরম হরিষে বারণে বারণে জুদ্ধ দন্তে দন্তে ঘসে।
সেনাগণে কাটাকাটি জুদ্ধ বহুতর মহারণে সেনাগণ পড়িল বিস্তর।
দক্ষ দানা প্রেত ভূত হরষিত হৈয়া প্রিবিল্যার সেনা বধে সমরে আসিয়া।
শতে শতে যূথে যূথে[২] পড়ে সেনাগণ অবশেষে কালুরায় প্রেবেশিল রণ।
ধুনুকে জুড়িলা বাণ পুরিলা সন্ধান বাণঘাতে কত সেনার বধিলা পরাণ
জত সেনা রণে পড়ে শুন সর্বজনে পুনর্বার প্রাণ পায়্যা আইসে সেই রণে।
কামীক্ষ্যার প্রসাদার্থে প্রিবিল্যা সহায় সেই জল পরশনে সভে প্রাণ পায়।
কালুরায় বলে প্রভু না হও ব্যাকুল ব্রসব-আকার করি পাঠাও শার্দূল।
এত শুনি হরষিত দক্ষিণের পতি হরিদেব বিরচিল মধুর ভারতী ॥১৬॥

---

১ বুদ্ধ ২ জুত্তে জুত্তে

॥ পয়ার ॥

মায়ের বাম করে নরশির চরণে নূপুর   নাচিতে নাচিতে জাও বধিতে অসুর।
বিকট দশন মায়ের উনমত্ত[১] কেশ   জগতের মা হৈয়া এমন কেন বেশ।
লহ লহ করে জিভ্‌বা বদনবিস্তার   উনমত্ত[১] হৈয়া কৈলে অসুর সংহার।
বিবসন অঙ্গ মায়ের পদে টলে খিতি   তেকারণে বুক পাতি দিলা পশুপতি।
ঢাল খাড়া ধর মাতা অসুরনাশিনী   গলে দোলে মুণ্ডমালা কেশরিবাহিনী।
হরিদেব বলে মাতা কী বলিব আর   এ ঘোর সংসারে মাতা মোরে কর পার॥

॥ কালীপদ ॥ শ্রীহরে ॥

কালুরার কথা শুনি দক্ষিণ-ঈশ্বর   কোপে কম্পমান তনু কাঁপে থরে থর।
আপন বাহনে রায় কহিলা বিশেষ   আজ্ঞায় শার্দ্দূল তবে করিলেন ত্রস।
সত্তরে শার্দ্দূল গেল প্রিবিল্যার পুরে   উপনীত হৈল নারী পূজে জথাকারে।
রায়ের আদেশে বাঘ হৈল গরু আঁড়্যা   প্রিবিল্যা করেন পূজা তারে দিল তাড়্যা।
ঘটে হৈতে অন্তর্ধান[২] কামীক্ষ্যা-ঈশ্বরি   শ্রঙ্গঘাতে পদাঘাতে সেই কুণ্ড পুরি।
সেই কুণ্ড পুরাইয়া আইল শার্দ্দূল   দেখিয়া প্রিবিল্যা নারী হইলা আকুল।
বিষাদ ভাবিয়া নারী কাঁদে মাথায় হাথে   কী কর্ম করিলে মোরে প্রভু বিশ্বনাথে।
এতেক ভাবেন নারী বিষাদিতমন   পুন কালুরায় কৈল জুদ্ধ-আরম্ভন।
কামান কৃপাণ ভুজে লৈয়া কালুরায়   প্রিবিল্যার সনে জুদ্ধ লাগিল তথায়।
মাহুত কুঞ্জর আর পদাতি বিস্তর   ঢাক ঢোল সিংহা কাড়া বাজে বহুতর।
তের অক্ষহিনী খোজা সাজিল সত্তরে   মার মার করি সভে আইল সমরে।
দক্ষ দানা প্রেত ভূত বিস্তর পিচাশ   রক্তমুখা উগ্রদন্তা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
নিশ্বাসেতে সমরেতে হৈ[ল] অগ্নিবৃষ্টি   প্রিবিল্যার সেনা পোড়ে নাশ হয় সৃষ্টি।
বিষম প্রলয়কালে ভাবেন কালুরায়   অতপর কামিক্ষ্যায় নাহিক[৩] উপায়।
পদাতিক হাঁনে খাড়া সেনার উপরে   শেল শূল মুদগর ঘাতে কত জন মরে।
এইরূপে পড়ে জত প্রিবিল্যার[৪] সেনা   রুধির বহিছে জেন সমুদ্রের ফেনা।
জয়দ্রত ভঙ্গ জেন দিল মহীরণ   কুরুক্ষেত্রসম জুদ্ধ করিল অর্জুন।
এইরূপে জত সেনা পড়িল সমরে   শ্রীগালি রাক্ষসী মাংস ভক্ষেণ সত্তরে।
মহাকোপে ডাকে রায় জত বাঘগণ   প্রিবিল্যার পুরী জত করিতে ভক্ষণ।
হরিদেব বলে রায়[৫] চরণভাবনা   হাড়গদ হৈল কীবা রহিল ঘোষণা॥১৭॥

---

১ উনমর্ত্ত   ২ অন্তঃধ্যান   ৩ নাহিঁক   ৪ পিল্যার   ৫ রায়

॥ পত্র ॥ ত্রিপদী ॥

ক্রোধ করি কালুরায় জলে[1] হুতাশন প্রায়
সঘনে ডাকেন বাঘগণ
দেশজোড়া বেড়াজাল উগ্রদন্তা ভয়ংকাল
কেঁড়া-বাঘ করিল গমন।
চলে বাঘ নাকেশ্বরী পবনেতে ভর করি
হুড়াঝাড়া চলিল ত্বরায়
চলে বাঘ ভদ্রমুখা দিবসে নাহিক দেখা
সন্ধ্যাকালে নগরেতে জায়।
সমুদ্রের জেন ঢেউ লাখে লাখে চলে কেউ
উত্তরিল রায় বিদ্যমান
মহাবলবান সব চলে বাঘ লক্ষ লক্ষ
রায়পদে কৈল সমাধান।
দেখি জত বাঘগণ রায় হরষিত মন
পাঠাইলা কাঁঙুরনগরে
কাঁঙুরনগরে গিয়া ঘরে ঘরে বুলে চায়্যা
এইরূপে জত বাঘ ফিরে।
এইরূপে ধরে জত তাহা বা বলিব কত
তেলি তাঁতি মদক ব্রাহ্মণ
জোগি তাঁতি জত ছিল সভাকারে ভক্ষিইল
শন্ন[2] কৈল কাঁঙুরভুবন।
এইরূপে জত পুরী শার্দূলে সংহার করি
প্রিবিল্যা কাঁদেন বিষাদিতে
কর নারী সমাধান রায় হব অধিষ্ঠান
হরিদেব কী জানে কহিতে ॥১৮॥

॥ পয়ার ॥

লক্ষণ রে ভাই তুমি জাও রে অজোধ্যানগরে কাননে হারালা সীতা রাম কহিও মায়েরে।

---

১ জলে ২ শন্য

শোকাকুলি কান্দে নারী বিষাদ ভাবিয়া কোন দেব গেল মোরে বিপদ ঘটিয়া।
কিসের কারণে কৃষ্ণ করিল বঞ্চন কোন পাপে পুরীশুদ্ধা তেজিল জীবন।
একান্ত ভাবিল আমি ঈশ্বরের পদ কী কারণে মোর পুরে হইল আপদ।
কোন গুরুজন মোরে দিল অভিসাঁপ তথির কারণে পাইনু এত বড় তাপ।
পিত্রিকুল[১] ধ্বংস[২] হৈল আর বন্ধুগণ একেত্রে রহিব সভে কী আর জীবন।
কোন দেব বিড়ম্বনা করিলা আমারে স্ত্রিহত্যা দিব আমি তাহার উপরে।
আমা হেন কলঙ্কিনী কেহ নাহি আর ত্রভুবনে অপমান হইল আমার।
বিষাদ ভাবিয়া নারী লাগিল কাঁন্দিতে মায়ানিদ্রা তারে রায় দিলেন তুরিতে।
নিদ্রায় বিকল নারী করিল শয়ন চলিলেন ক্ষেত্রপতি হইয়া ব্রাহ্মণ।
হেমের পালঙ্কে নারী নিদ্রায় কাতর শিয়রে বসিলা গিয়া দক্ষিণ-ঈশ্বর।
ব্রাহ্মণ-আকারে রায় বসিলা শিয়রে মধুর বচনে রায় কহেন ধীরে ধীরে।
শুন ল প্রিবিল্যা নারী আমার বচন দক্ষিণ-ঈশ্বর তুমি করহ পূজন।
তবে সে তোমার সন্ত[৩] পাবে প্রাণদান এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তধ্যান।
নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া নারী উঠিলা তখন দ্বিজ হরিদেব ভনে রায়ের চরণ ॥১৭॥

॥ ত্রিপদী ॥

নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া নারী বিস্তর স্তবন করি
কোন দেব কর বিড়ম্বনা
পূজিব তোমার পদ স্বহস্তে করিব বধ
পূর্ণ[৪] কর আমার বাসনা।
করি আমি তাহারে স্তবন
কেবা কৈল বিসম্বাদ কেন এত পরমাদ
কেবা কৈল প্রলয়ঘটন।
প্রিবিল্যার স্তব শুনি কৃপাময় রায়মুনি
আইলেন ব্রাহ্মণ-আকারে
কেন তুমি ব্রথা কাঁদ সকল মায়ার ফাঁদ
পূজ তুমি দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
ব্রাহ্মণ-আকার দেখি প্রিবিল্যা হইল সুখী
দণ্ডবত ব্রহ্মণের পায়

---

১ পিতৃ- ২ ধ্বংশ ৩ শন্ত ৪ পুর্ন্নঃ

প্রিবিদ্যার ভক্তিপ্রীত[1] রায় হৈলা কৃপান্বিত[2]
তাহারে হইলা বরদায়।
তাহারে সদয় হৈয়া নিজমূর্তি দেখাইয়া
শার্দূল-উপরে আরহণ
অসি চর্ম দুই ভুজে কামান কৃপাণ সাজে
পূর্ববেশে প্রিবিদ্যাসদন।
দেখি নারী এত সব করিল অনেক স্তব
জিয়াইয়া দেও সেনাগণে
রায় বলে শুন রামা মনেতে করহ ক্ষেমা
দিব তোর সন্ত জত জনে।
জত সেনাগণ দিব ইথে অন্যমত নব
শুন নারি আমার বচন
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাহি আর
হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন ॥২০॥

॥ পয়ার ॥

রায় বলে শুন [নারি] আমার বচন এতেক করিল আমি বুঝিবারে মন।
তুমি না চিনিলে মোরে মাইলে কামবাণ বাণঘাত খাইয়া আমি হইল অজ্ঞান।
শুন ল প্রিবিদ্যা নারি আমার উত্তর তেকারণে তব পুরে করিল সমর।
ক্রোধেতে মারিল তোমার জত সেনাগণ শার্দূলে তোমার পুরী কৈল সংহারণ।
তোমার স্তবনে মোর কাতর হৃদয়[3] একান্ত তোমারে আমি হইল সদয়।
শুন ল প্রিবিদ্যা নারি আমার বচন চল চল দিব তোমার জত সেনাগণ।
প্রিবিদ্যারে সাথে লৈয়া দক্ষিণ-ঈশ্বর সমর ভিতরে রায় গেলা তরাপর।
শার্দূলে সংহার কৈল জত সেনাগণে মশান[4]-ভিতরে অস্থি দেখে স্থানে স্থানে।
সেইরূপে জত অস্থি মশান[4]-ভিতরে প্রাণদান দিতে গেলা দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
কালুরায় ক্ষেত্রপাল দুই সহোদর পূজার কারণে রায় গেলেন তৎপর।
অমৃতকুণ্ডের জল দিল সেনাগণে সর্বজন প্রাণদান পাইল তখনে।
কেহ রাজা লাঠি লয় কেহ তলআর খাণ্ডা জাঠি লয় করে বলে মার মার।

---

১ প্রিত ২ -ন্বিত ৩ হিদয় ৪ মসান

ক্রোধ করি হত সেনা উঠিল মশানে রায়েরে হানিতে আর মহাক্রোধ-মনে।
প্রিবিল্যা ডাকিল তবে হত সেনাগণে প্রণাম করহ সভে রায়ের চরণে।
মাহুত কুঞ্জর উঠে পদাতি বিস্তর তের সও[1] ঘোড়া উঠে মাহুত কুঞ্জর।
এইরূপে হত সেনা পাইল প্রাণদান দেখিয়া প্রিবিল্যা নারী হরিশবিধান।
বাদ্যভাণ্ড কোলাহল কাঁঙুরনগরে শুভক্ষণে পূজে নারী দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ গ্রামবর্গে ক্ষেত্রপতি করিবা রক্ষণ ।২১।

॥ ত্রিপদী ॥

শুভদিনে সেই নারী বিবিধ বিধান করি
পূজা করে দক্ষিণ-ঈশ্বর
সকল্প একমনে শ্রীবিষ্ণু-স্মরণে
কুশহস্তে করিল সত্বর।
অঙ্গন্যাস ভূতশুদ্ধি পূজা কৈল গণপতি
তবে পূজা কৈল দিননাথে
শঙ্করের ধ্যান কৈল বিষ্ণুপদে পুষ্প দিল
সর্বশক্তি দেবী নমস্তে।
পঞ্চদেব পূজা কৈল রায়পদে পুষ্প দিল
শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ বাজনা
অজা মেষ মহিস আদি উশ্বর্গিল নৈবিদ্যাদি
পূর্ণ হৈল নারীর কামনা।
স্বহস্তেতে খড়্গ ধরি কাটে নারী ত্বরা করি
রুধির করিল উশ্বর্গন
নৃত্যগীত-আনন্দিত পুরীখণ্ড পুলকিত
নানা বাদ্য বাজে ঘনে ঘন।
বাদ্যখণ্ড-কোলাহল আর বাজে ঢাক ঢোল
নৃত্য গীত বাদ্য মহচ্ছোব
গলায় বসন দিয়া করজোড়ে দাণ্ডাইয়া
প্রিবিল্যা করিল বহু স্তব।

---

১ সপ্ত

কী করিব স্তবস্তুতি শুন প্রভু ক্ষেত্রপতি
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কারণ
রায়েরে করেন স্তুতি তুমি কৈলে অব্যাহতি
রক্ষ্যা কৈলে কাঁঙুরভুবন।
কী করি তোমারে স্তব তোমার সৃজন সব
জল স্থল স্থাবর আকাশ
সর্ত্ত রজ তম[১] গুণ মনরূপা মনে মন
সৃজন পালন হেতু নাশ।
শুনহ কৃপার নিধি কৃপা মোরে কৈলা জদি
পূজিলাঙ তোমার চরণ
হরিদেব রস গান কাঁঙুরেতে অধিষ্ঠান
কৃপাময় হৈলা দুই জন ॥২২॥

॥ পয়ার ॥

প্রিবিল্যার ভক্তি[২] দেখি রায় মহাশয় পূজা লৈয়া ক্ষেত্রপাল হইলা সদয়।
শুনহ প্রিবিল্যা নারি বলি গ তোমারে একভাবে পূজা তুমি করিলা আমারে।
সদয় হইয়া আমি তোমায় দিলাঙ বর ধন পুত্র লক্ষ্মী হব কাঁঙুরনগর।
রাজা হৈয়া কর তুমি প্রজার পালন আমি প্রথমে লইনু পূজা তোমার ভুবন।
অসুর বধিয়া রক্ষ্যা কৈল সুরপুরী ইন্দ্র-আদি দেব মোরে পূজে ভয় করি।
বলহ প্রিবিল্যা নারি আর কোথা জাব কোন গ্রামে গেলে আমি আর পূজা পাব।
প্রিবিল্যা বলেন রায় করি নিবেদন জদি পূজা লবে জাও রাক্ষসীভুবন।
প্রিবিল্যারে আশ্বাসিয়া হরের কুমার রায়ের চরণে নারী হৈল নমস্কার।
এতেক বলিয়া রায় করিলা পয়ান রায়েরে না দেখিয়া নারীর বিদরে পরাণ।
সেই ঘাটে আসি রায় হৈলা অধিষ্ঠান ধীবরের ভয়ে রায় দিলা প্রাণদান।
ধীবরের পুরীখণ্ড আনন্দিতমনে বিস্তর স্তবন কৈল রায়ের চরণে।
বিবিধবিধানে পূজা কৈল ক্ষেত্রপতি পার কর্যা নায়্যা লৈয়া দিল শীঘ্রগতি।
সমাপ্ত হইল পালা হরিদেব ভনে গ্রামবর্গে ক্ষেত্রপতি রাখিবে কল্যাণে ॥২৩॥

॥ ছয় পালা সাজ ॥

---

১ র্ত্তম ২ ভর্ক্তি

॥ শ্রীহরি ॥

প্রিবিদ্যার পূজা লৈয়া রায় মহাঁশয় কালুরায় প্রিতি রায় কহেন বিনয়।
শুনহ কালুরায় আমার বচন অতর্পর কহ ভাই কী করি এখন।
কালুরায় বলে শুন দক্ষিণ-ঈশ্বর জদি পূজা লবে চল কামিক্ষ্যানগর।
কামীক্ষ্যানগরে জত রাক্ষসবসতি তথাকারে আগমন কর শীঘ্রগতি।
কালুরায় বলে শুন অপূর্ব কথন জেরূপে করিলা কৃষ্ণ পুতুনানিধন।
রায় বলে কহ ভাই গোবিন্দের কথা শুনিতে শরীর মোহে কৃষ্ণের বারত্তা।
জন্মিয়া[১] গোবিন্দ জখন কহে দৈবকীরে মহাঁমায়া পার কৈল জমুনার নীরে।
নন্দঘরে নন্দস্থব হইল জখন পুতুনা আইল দেখিবারে নারায়ণ।
মায়া করি মায়াপী কৃষ্ণেরে কৈল কোলে হেলায় বধিলা কৃষ্ণ তারে পদতলে।
রাক্ষসীর মায়া কীছু বুঝনে না জায় এমন প্রকারে তারে বধেন শ্যামরায়।
তেনমত না পারিবা দক্ষিণ-ঈশ্বর চন্দ্রকেতু মহাঁরাজা হস্তিনানগর।
রাক্ষসীর মায়া রাজা বুঝিতে নারিল আপন কুবুদ্ধে রাজা ব্রাহ্মণে বধিল।
রায় বলে কহ ভাই অপূর্ব কথন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন ভাই সর্বজন চন্দ্রকেতু-উপাক্ষন
হস্তিনায় চন্দ্রকেতু রাজা
তাহার বিত্তাকালে রক্ষণ নাহিক মিলে
বিপত্যে করিল ধর্মপূজা।
রাজা হরষিত হৈয়া দরবারে বসিল গিয়া
উপনীত হইল ব্রাহ্মণ
ব্রাহ্মণেরে ব্যেস্ত দেখি নৃপতি হইল দুক্ষি
জিজ্ঞাসিল সর্ব বিবরণ।
চন্দ্রকেতু মহাঁরাজা বিপ্রের করিল পূজা
বসাইল সভার ভিতরে
কালনিমা নিশাচরী নানারূপ মায়া করি
শত ভারী[২] করিলা সত্তরে।

১ জর্ম্মিয়া ২ সত ভারি

কালনিমা নিশাচরী নানা বর্ণে[1] মায়া করি
হইলেন সুলক্ষা কুমারী
শত ভারী করি সঙ্গে ঠনক চলিল রঙ্গে
দরবারে [চলি]ল নিশাচরী ।
রাজার সভায় গিয়া সভে হরষিত হৈয়া
ব্রাহ্মণেরে করেন গঞ্জন
শুন চন্দ্রকেতু রাজা ত্যাগিলি আপন ভার্যা[2]
কী কারণে পলায় ব্রাহ্মণ ।
অবোধ ব্রাহ্মণজাতি ভুবনে রাখিলা খ্যাতি
ভার্যা[2] ত্যাগি প্রাণেতে কাতর
শুনিঞা এ সব কথা নৃপতি পাইল ব্যেথা
বিপ্রে মন্দ বলিল বিস্তর ।
নৃপতির কথা শুনি ব্রাহ্মণ বলেন বাণী
শুন রাজা নিবেদন করি
এই নিশাচরী দেখ অদ্যপি আমায় রাখ
ব্রাহ্মণ বধের হবে ভারি ।
ব্রাহ্মণের কথা শুনি নৃপতি বলেন বাণী
মিথ্যাবাক্য কহে ত ব্রাহ্মণ
কুলীন দ্বিজের মায়্যা থাকে অবিবাহি হৈয়া
[ভা]ল দেখি করিল বরণ ।
আমি উহ সত্য করি অবশ্য তোমার স্ত্রী
তুমি আমা করহ ভণ্ডন
ব্রাহ্মণের [সকাশ]ত এক ঘরে উপনীত
নিশি দুঁহে করুন বঞ্চন ।
শুন ভাই সর্বজন কালনিমা-উপাক্ষন
নিশাচরী কত মায়া জানে
দ্বিজ হরিদেব গায় রক্ষিবা দক্ষিণরায়
সবাকারে রাখিবে কল্যাণে ॥২॥

---

১ -বর্ন্নে ২ ভাব্য্যা

॥ পয়ার ॥

রাক্ষসী ব্রাহ্মণে জদি করিল শয়ন   বক্ষস্থল[১] বিদারিয়া বধিল ব্রাহ্মণ।
বাউবেগে নিশাচরী করিল গমন   প্রাৎকালে তথাকারে গেলেন রাজন।
ব্রহ্মবধ হৈল রাজা অন্তরে চিন্তিয়া   ধুলায় লোটায় রাজা বিষাদ ভাবিয়া।
চন্দ্রকেতু মহারাজা কোলেতে ব্রাহ্মণ   ছয় মাস ভ্রমণ কৈল ব্রহ্মণকারণ।
বিশ্বনাথ জিয়াইল ব্রাহ্মণনন্দনে   রাজ্যপাট[২] দিয়া রাজা রাখিল ব্রাহ্মণে।
শুন সভে কালনিমার জজ্ঞ-উপাক্ষন   কহিব ভারথতত্ত্ব শুন সর্বজন।
মথরায় হৈল জন্ম কংস-অবতার   উগ্রসেন পিতা জার বিক্ষ্যাত সংসার।
কালুরায় বলে শুন আমার বচন   পরাশরজজ্ঞ-কথা শুন বিবরণ।
রায় বলে কহ ভাই অপূর্ব কথন   পরাশর জজ্ঞ কৈল কিসের কারণ।
কালুরায় বলে শুন আমার উত্তর   অঙ্গিরা বশিষ্ট দক্ষ ব্রহ্মার কোঁঙর।
সনক সানন্দ সনাতন সনৎকার   মরিচি ব্রহ্মার পুত্র বিক্ষ্যাত সংসার।
মরিচির পুত্র হৈল কশুপ মহামুনি   ইন্দ্র সূর্য জার ঘরে জন্মিলা আপনি।
বিশ্বামিত্র মহামুনি ক্ষেত্রির নন্দন   তপস্যা[৩]-কারণে ব্রহ্মা করিল ব্রাহ্মণ।
বিশ্বামিত্র জুদ্ধ কৈল বশিষ্টের সনে   বশিষ্টের শত পুত্র প্রকারে নিধনে।
আপনার পুত্র মুনি ব্যাধ করি দিল   তবে বিশ্বামিত্র মুনি জজ্ঞ আরম্ভিল।
বিশ্বামিত্র জজ্ঞ কৈল অপূর্ব কথন   তাড়কা জেমত রূপে করিল ভক্ষণ।
জজ্ঞ লঙ্ঘন কৈল তাড়কা রাক্ষসী   ব্রহ্মার নন্দন মুনি পরম তপস্বী
পুন অজোধ্যায় মুনি গেলেন জখন   সঙ্গে করি লৈলা মুনি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পঞ্চ শর ধনুক রাম করি বাম হাথে   তাড়কা নিধন রাম করিলেন পথে।
বিশ্বামিত্র জজ্ঞকথা সমাপ্ত হইল   পরাশরজজ্ঞ-কথা কহিতে লাগিল।
রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভনে   পুনরপি জন্ম জেন না হয় ভুবনে ॥৩॥

॥ পয়ার ॥

শুন শুন মহাশয় আমার বচন   পরাশরজজ্ঞ-কথা অপূর্ব কথন।
বশিষ্ট মুনির পুত্র শক্তি নাম ধরে   অদ্ভুরিয় জজ্ঞ কৈল বিক্ষ্যাত সংসারে।
সেই জজ্ঞে শক্তি মুনি গেলেন জখন   হস্তিনায় মহারাজা শৌদাস রাজন।
জজ্ঞের সামিগ্রি খাইতে চাহিল রাজন   শক্তিসাঁপ পায়্যা হৈল রাক্ষস তখন।

---

১ বক্য-   ২ রার্ধ্য-   ৩ তপষ্যা

শক্তিসাঁপ পায়্যা হৈল রাক্ষসী-আকার   শক্তিরে শৌদাস রাজা করিল সংহার।
শক্তির বনিতা সেই গর্ভবতী ছিল   কথ[1] দিনান্তরে মুনি পরাশর হৈল।
মহাবীর্যবন্ত[2] মুনি শক্তির নন্দন   কথ দিনান্তরে কৈল জজ্ঞ-আরম্ভন।
রাক্ষস মারিতে জজ্ঞ কৈল মহামুনি   মন্ত্রপাট করি মুনি জালিল আগুনি।
স্বর্গ মর্ত পাতালে জতেক রাক্ষস ছিল   মন্ত্রের প্রতাপে সভে অগ্নিনী পুড়িল।
ত্রিভুবনে রাক্ষসের নাঞি হয় নাম   মহামুনি শক্তিসুত গুণে অনুপাম।
পরাশরসুত হৈল ব্যাস মহামুনি   তাহার জন্মের কথা অদ্ভুত কাহিনী।
শুকদেব মহামুনি ব্যাসের নন্দন   পরীক্ষিতে পুরাণকথা কহে তপোধন।
রায় বলেন কহ ভাই অপূর্ব কথন   পরীক্ষিত রাজা হয় কাহার নন্দন।
কালুরায় বলেন শুন আমার উত্তর   বৃহন্নলা[3] নাম তা[রি] ইন্দ্রের কোঁঙর।
জবে পার্থ করিলেন সুভদ্রাহরণ   তার পুত্র অভিমন্যু বিদিত ভুবন।
তার পুত্র পরীক্ষিত শুন মহাশয়   রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব কয়॥৪॥

॥ পয়ার ॥

পরাশরজজ্ঞ-কথা সমাপ্ত হইল   কালুরায় ক্ষেত্রপালে কহিতে লাগিল।
শুন শুন মহাশয় আমার বচন   চিত্ররথের সুতা বিদিত ভুবন।
চিত্রাঙ্গদা নাম তার অর্জুনগৃহিণী   অর্জুনের সাঁপে চিত্রাঙ্গদা কুম্ভীরিণী[4]।
রায় বলেন কহ ভাই অপূর্ব কথন   কুম্ভিরিণী হৈল সে কীসের কারণ।
কহিতে সেসব কথা হইব বিস্তার   বলিভদ্র পূজা করে বিক্ষ্যাত সংসার।
বলিভদ্র পূজা করে শুন মহাশয়   শিবসুতে মহাশয়ে কহেন বিনয়।
বলিভদ্র পূজা করে রাজার কারণ   কীরূপে হইব প্রভু রাক্ষসীনিধন।
কালুরায় বলেন শুন আমার উত্তর   পবনের পুত্র হয় বীর বৃকোদর।
জুধিষ্টিরে মারিবারে চাহে দুর্জোধন   পরিবার সহ দগ্ধ হইল পুরচন।
মহাবীর্যবন্ত[2] পঞ্চ পাণ্ডবনন্দন   সলিল কারণে ভীম গেলা তপবন।
হিড়িম্বা হিড়িম্ব দুই ভাই বহিনী   ব্রকোদরে ভজিবারে আইল মায়াপিনী।
হিড়িম্বা নিধন কৈল পবননন্দন   তার পুত্র ঘটৎকচ বিক্ষ্যাত ভুবন।
এত শুনি দুই ভাই গেলা কামিক্ষায়   রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব গায়॥৫॥

---

১ কোথ   ২ -বির্জ্য-   ৩ বৃহর্ন্না   ৪ কুম্ভিরিনি

॥ ত্রিপদী ॥

শুন ভাই সর্বজন রাক্ষসিনী-উপাক্ষন
শুন সভে আনন্দবিধানে
কি কহিব তাহার মন্ত্র রাক্ষসীর জত তন্ত্র
মায়াপী-অধিক মায়া জানে।
বচন কুকীল ভাষা বিহঙ্গম জিনি নাসা
শ্রুতিমূল নিন্দিয়া গিধিনী
নির্দয় নিষ্টুর কুক জিনিল অনেক পুর
ভ্রুক্রজুগ বয়া নিতম্বিনী।
নিশাচরী দূরে থাকি দুই সহোদর দেখি
শরীর নেহালে ঘনে ঘন
কীবা সুমেরচুড় জেন শালগ্রমকোড়
শশিমুখ পঙ্কজনয়ন।
রাক্ষসীর জত মায়া ত্যাগিয়া আপন কায়া
দিব্যরূপ হইল রূপসী
আসিয়া রায়ের পাশে সলজ্জিত মৃদুভাষে
তারাসনে জেন শোভে শশী।
আসিয়া রায়ের আগে বসিলেন বামভাগে
কহে কীছু মধুর বচন
দেখিয়া মুহিনীবেশ কায়েতে অলকুলেশ[১]
শুক্র টলি পড়িল তখন।
রায়েরে দেখিয়া উগ্র কালুরায় হৈয়া বেগ্র
ধরিলেন তার দুই করে
এত দেখি কালুরায় নিবেদিল তার পায়
ধন্য হও দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
কালুরায় তারে কয় শুন প্রভু মহাশয়
কেন তুমি হইলা বেগ্রতা
দ্বিজ হরিদেব গায় রক্ষিবে দক্ষিণরায়
ছেদ কর রাক্ষসীর মাথা[২] ॥৬॥

১ অলঙ্গলেশ ২ মাতা

॥ পয়ার ॥

রুহিনী গ ঐই আইশে নবঘনে-শ্যাম॥

বালকমুণ্ডলি-সঙ্গে ত্রভঙ্গভঙ্গিমা রঙ্গে
আগে আগে দেখ বলরাম।
নব কাদম্বিনী জিনি সুকমল তনুখানি
চন্দনের চাঁদ শোভে ভালে
অপরূপ দেখি আর চূড়ায় গুঞ্জার হার
শিখিপুচ্ছ ঘন বায় হেলে।
অঙ্গুলি উপরে করি অধরে মুরলি পুরি
নাচিতে নাচিতে বনমালী
ব্রজের বালক জত বেড়িয়া আইসে শত
করতালি দিয়া বলে ভালী।
খির সর ছুনি লৈয়া চল না আগুয়াই গিয়া
কীছু দিব ও চাঁদবদনে
দ্বিজ কৃষ্ণরাম কয় এই সে উচিত হয়
কীছু লৈয়া চল দুই জনে॥

॥ বিষ্ণুপদি ॥

রায়েরে দেখিয়া উগ্র[১] কালু মহাশয় প্রভুর চরণে কীছু কহেন বিনয়।
রায়েরে কহিলা রায় বিনয়বচন রাক্ষসীর তরে কীছু কহেন কথন।
কোথায় নিবাস তোমার এথা কী কারণ কাহার তনয়া তুমি কহ বিবরণ।
দেখিয়া তোমার রূপ মোহে মুনিগণ এহেন জৌবনে তোমার চাহি যোগ্য[২] জন।
নিজ নিকেতনে জাও পরম রূপসী মুখ জেন শশধর কলা কলা খসী।
কালুরায় কথা শুনি কহে মায়াপিনী শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী।
রায় বলে শুন নারি আমার বচন তোমারে দেখি জে আমি বেউস্তালক্ষণ।
বিবহরি[৩] গিয়াছিল চাঁদবাজ্যার স্থান শঙ্খচিল হৈয়া হরা নিল মহাজ্ঞান।
এত বলি কালুরায় কাঁপে থরে থর রাক্ষসীর মুণ্ড রায় কাটিলা সত্বর।
রাক্ষস পড়িল বনে রায় হরষিত দেখিয়া রাক্ষসীগণ আইল তুরিত।
পদ্ম কোটী রাক্ষস আইল ততক্ষণ ব্রহ্ম-অস্ত্রে কালুরায় করিল নিধন।

---

১ উগ্র ২ জোজ্ঞ ৩ বিস-

রাক্ষসনিধন হৈল দেখি মহাশয় কালুরায় প্রিতি কীছু কহেন বিনয়।
বলিভদ্র মহারাজা দেখি এত সব করজোড়ে রায়ের চরণে করে স্তব।
স্তব করে নৃপবর বিবিধবিধানে হরিদেব বলে রায় রাখিবে কল্যাণে ॥৭॥

॥ ললিত ॥

বলিভদ্র কয় শুন মহাশয়
নিবেদি তোমার পায়
তোমার মহিমা কে কহিব সীমা
মায়াপী করিলা ক্ষ্যায়।
রাক্ষসী বধিলে অধমে রাখিলে
শুন মোর নিবেদন
তোমার চরণ করিব পুজন
জদি লয়ে তব মন।
রাজার স্তবন শুনি দুই জন
কহেন রাজার তরে
শুন নৃপবর আমার উত্তর
রাজ্য[1] কর নৃপবরে।
কহে তিন জন মায়াপী তখন
সাজিয়া আইল রণে
হরিদেব কয় রক্ষ্য মহাশয়
বধহ রাক্ষসীগণে ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

আইলেন মায়াপিনী করিয়া সাজন দেখি কম্পমান হৈলা হরের নন্দন।
কালুরায় প্রিতি আজ্ঞা করিলা তখন কীরূপে হইব ভাই রাক্ষসীনিধন।
রায়ের কথন শুনি কহে কালুরায় এক নিবেদন আমি করি তব পায়।
এই জে রাক্ষসী আইল করিয়া সাজন মায়াপী কীরূপে প্রভু হব সংহারণ।
এতেক শুনিঞা রায় হাসিল ঈসতে[2] কালুরায় প্রিতি আজ্ঞা করিলা বধিতে।
অগ্নি-অস্ত্রে কালুরায় বধিলা সভাবে কৃতাঞ্জলি করি কহে হরের কুমারে।

১ রাধ্য ২ হাসীল ইসতে

শুনহ দক্ষিণপতি আমার উত্তর   অনন্তশয়নে ছিলা প্রভু গদাধর।
অখন আছিলা হরি অনন্তশয়নে   মধুকৈঠব দৈত্য হৈল প্রভুর শ্রবণে।
জন্মিয়া অসুর গেল ব্রহ্মসদন   অসুর দেখিয়া ব্রহ্মা করেন স্তবন।
বিধাতা আপনি স্তব কৈল অভয়ারে   অসুর নাশিয়া দুর্গা রক্ষিলা ব্রহ্মারে।
শুন বলিভদ্র রাজা আমার বচন   এক ভাবে কর তুমি আমার পূজন।
কালুরায় বলে শুন বলিভদ্র রাজা   নল-আদি মহারাজা করিবেন পূজা।
সুপ্রেশেন মহারাজা সুদিষ্টা রমণী   শ্রীবৎস-চিন্তার কথা জানহ আপনি।
ত্রিতীয় জুগের কথা রাম অবতার   রাক্ষস মারিয়া কৈল জানকী-উদ্ধার।
এতেক শুনিঞা রাজা পড়িল চরণে   হরিদেব বলে মুক্ত প্রভুর স্মরণে ॥৯॥

॥ পয়ার ॥

বলিভদ্র রাজা বলে শুন মহাশয়   সুরতসমাধি-কথা চণ্ডিপাটে কয়।
বৈশ্যকুলে মহারাজা সমাধি রাজন   সুরথ রাজা সূর্যবংশে বিদিত ভুবন।
মেধশ মুনির স্থানে গেল দুই জন   অতেক কহিলা মুনি পুরাণকথন।
তেনমত আইনু আমি তোমা সন্নিধানে   সেবকেরে ধন দিয়া রাখহ কল্যাণে।
দয়াবান বট প্রভু হরের তনয়   বলিভদ্র রাজা প্রিতি হইলা সদয়।
রায় বলে শুন রাজা আমার বচন   পদ্মদহের ঝারা বারা আন হে রাজন।
এতেক শুনিঞা রাজা হরষিত হৈয়া   ধীবরের তরে রাজা আনিলা ডাকায়্যা।
পঞ্চ তরী বলিভদ্র করিল সাজন   পাঠাইয়া দিল শীঘ্র দক্ষিণ পাটন।
বাউনিয়া রায়মুনি পাঠান সত্তর   সাজন করিয়া দিল সপ্ত[১] মধুকর।
রায়পদে প্রণমিঞা গেল সর্বজন   জমুনার জল বায়্যা চলিল তখন।
নায়্যাগণ জিজ্ঞাসিল অপূর্ব কথন   কহ ভাই গঙ্গার জন্মের বিবরণ।
এত শুনি কর্ণধার[২] কহিতে লাগিল   বিষ্ণু দ্রবময়ই গঙ্গা কমণ্ডলে ছিল।
বলিরে ছলিতে পুন বলেন ঈশ্বর   ত্রিপাদধারিণী[৩] গঙ্গা ব্রহ্মার গোচর।
ভগীরথ নৃপতি গেলেন তথাকারে   হরষিতে গঙ্গা বিধি দিলেন রাজারে।
ইন্দ্রপুরে উপনীত বিষ্ণুর দুহিতা   ত্রিপাদধারিণী গঙ্গা জগতেকমাতা।
ভগীরথসংহতি আইলা ভাগীরথী   হস্তীর সহিত সত্য কৈল গঙ্গা সতী।
এক ঢেউ হৈতে হাথি হাতাগড়ে গেল   ত্রিপাদধারিণী গঙ্গা তিনমুখ হৈল।
জমুনা পূর্বেতে গেল পশ্চিমে সরস্বতী   পাতকনাশিনী মধ্যে রহে গঙ্গা সতী।

১ সাপ্ত   ২ কর্ন-   ৩ -ধারনি

শুন শুন নায়্যাগণ অপূর্ব্ব কাহিনী   পাতকনাশিনী গঙ্গা বিষ্ণুর নন্দিনী ।
এত শুনি নায়্যাগণ কৈল স্নান দান   জমুনায় প্রণাম করি সভে সাড়িগান ।
রাত্রি দিন বাহে না সম্বে নাঞি মনে   পদ্মদহে উপনীত হৈল নায়্যাগণে ।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ   শুনিয়া বুঝহ রায় সভাকার মন ॥১০॥

॥ ত্রিপদী ॥

ছলিতে আপন দাসে   কহে রায় ক্রোধভাবে[১]
কালুরায়সনেতে বসিয়া
শুন শুন কালুরায়   জুক্তি কহ অভিপ্রায়
কীরূপে তাহারে ছলি গিয়া ।
রায়ের বচন শুনি   কালুরায় বলে বাণী
শুন প্রভু আমার উত্তর
হইয়া কামিনীবেশ   পদ্মপত্রে জলে ভাস[২]
এই বাক্য শুন হে ঈশ্বর ।
কালুরার কথা শুনি   হরষিতে রায়মুনি
ধরিলেন সারদার মূর্ত্তি
কামিনীর বেশ হৈয়া   পদ্মদহে দাণ্ডাইয়া
পদ্মপত্রে প্রভু কৈল স্থিতি ।
পদ্মপত্রে বসি রায়   সৃজিলেন উপায়
নায়্যারে মারিলা কামবাণ
বাণঘাতো সভে খায়্যা   দেখিলেক ফিরা চায়্যা
কামিনীরে দেখিয়া অজ্ঞান ।
না জানে মরণকূপ[৩]   দেখিয়া প্রভুর রূপ
শীঘ্রগতি ধরিবারে জায়
দেখিয়া নায়্যার স্পষ্টে[৪]   চাহে রায় কোপদৃষ্টে
কোপে নৌকা বুড়াইলা রায় ।
রহিলেন দুই জন   করুণায় দিল মন
কী হইল কাঁন্দে উচ্চস্বরে

১ ভাগে   ২ ভাগ   ৩ মরমকূপ   ৪ শ্রেষ্ঠ

দ্বিজ হরিদেব গান রাত্রি দিন তব ধ্যান
কৃপা কর দক্ষিণ-ঈশ্বরে ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

সপ্তম তরণী জদি গেল রসাতলে করপুটে ক্ষেত্রপতি সমুদ্রেরে বলে।
শুন শুন জলনিধি আমার বচন বাউ বরুণ কর ঝড় বরিষণ।
রায়ের আদেশে সভে হরষিত হৈয়া ঝড় বৃষ্টি করে সভে সমুদ্রে আসিয়া।
রায় বলে কাদম্বিনী শুনহ উত্তর ঝড় বৃষ্টি কর সভে সমুদ্র-উপর।
জমুনার জল উঠে আকাশ পাতাল মেঘগণ বরিষয়[1] অবিশ্রান্ত জল।
পবন করিল তবে প্রলয়বাতাস জলজন্তু জত ছাড়ে জীবনের আশ[2]।
প্রলয় করেন বড় বরিষে অপার দিবস দুপরে হৈল ঘোর অন্ধকার।
রবির কিরণ নাঞি জমুনার নীরে নাহিক নিস্তার কার প্রলয়মিহিরে।
নাগ নর দৈবপুরী সুমেরুশিখর অনিল আনল কাঁপে গন্ধর্ব অমর।
সমুদ্রে অস্থির হৈল জলজন্তু জত বিপদে ঠেকিয়া নায়্যা কান্দে মাথায় হাথ।
সকরুণে কাঁদে নায়্যা বিষাদ ভাবিয়া কোন দেব গেলা মোরে বিপদ ঘটিয়া।
কৃপা কর ক্ষেত্রপতি লৈলাঙ স্মরণ দাসেরে এমত দুখ দেহ কী কারণ।
পূজিবে তোমার পদ বলিভদ্র রায় সেকারণে সাজন করিল সাত নায়।
সাত নায় দিয়া ভরা[3] আইনু দক্ষিণে গঙ্গার বিত্যান্ত জত শুনিল শ্রবণে।
তোমার চরণমাত্র করিলাঙ সার তবে কেন এত দুখ করিলে আমার।
দুর্গতি নাশিয়া রায় হও কৃপাময় দাসেরে এমত দুখ হইলা নির্দয়।
কৃপাময় হৈলা প্রভু হরের কুমার সদয় হইলা রায় সাক্ষ্যাত তাহার।
হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি পদ্মদহের ঝারা বারা দেহ ক্ষেত্রপতি ॥১২॥

॥ পয়ার ॥

কাদম্বিনী বিদায় করিয়া মহাশয় জত নায়্যাগণে প্রভু হইলা সদয়।
জলজন্তু জত জন লুকাইল জলে জত কাদম্বিনীগণ গেলা কুতূহলে।
কৌতুকে কহেন রায় জত নায়্যাগণে পুষ্পঝারা বারা তোমা পাবে এই বনে।
এতেক বলিয়া রায় হরষিত হৈয়া দিব্য ঝারা বারা প্রভু আপনি হইয়া।
মায়া করি ক্ষেত্রপতি হরিষ-অন্তরে ভাসিয়া উঠিলা বারা সলিল উপরে।

---

১ -সয় ২ আস ৩ ভরা

রত্নময় ঝারা বারা ভাসিল জলেতে   ফিরিয়া চাহিতে পদ্ম পাইল দেখিতে।
অপরূপ ঝারা বারা দেখি নায়্যাগণ   জত্ন করি তুলিয়া আনিল ততক্ষণ।
ঝারা বারা নিল তবে রায়েরে পুজিয়া   চলিল উত্তর মুখে ঈশ্বর ভাবিয়া।
রাত্রি দিন বাহে না হরষিতমনে   উপনীত হইল গিয়া কামীক্ষাভুবনে।
বলিভদ্র নৃপতিরে জানায় তৎপর   শুনিঞা নৃপতি বড় হরিষ অন্তর।
হরিদেবের জেষ্ট ভ্রাতা নাম বলরাম   জঠরধারিণী মাতা ভাগ্যবতী নাম ॥১৩॥

॥ ত্রিপদী ছন্দ ॥

দিব্য ঝারা বারা পায়্যা   নৃপতি হরিষ হৈয়া
পূজা করে বিবিধবিধানে
হরষিতে রাজ্যগণ্ড   কুতুহলে বাদ্যভাণ্ড
পুরীখণ্ড আনন্দিত মনে।
কৈল ঘট আবাহন   ভূতশুদ্ধি আঁচমন
অঙ্গন্যাস করিল সত্তর
দিব্য ঝারা বারা দিয়া   নৃপতি হরিষ হৈয়া
পূজা করে দক্ষিণ-ঈশ্বর।
গণেশের কৈল ধ্যান   সূর্যপদে শুদ্ধমন[১]
পুষ্প দিয়া শিবের চরণে
পুষ্প দিল বিষ্ণু প্রিতি   পূজা কৈল ভগবতী
তবে পূজে হরের নন্দনে।
মেষ মহিষ বলি দিয়া   নৃপতি সন্তুষ্ট হৈয়া
বাদ্যভাণ্ড-মহশ্চবময়
অপরাধ কর ক্ষেমা   কেবা আছে সম তোমা
অধমেরে হইবা সদয়।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি ভব   কে জানে তোমার স্তব
কৃপা কর অতুলবৈভব
কায়বার পড়ে ভাট   বাদ্যভাণ্ড গীত নাট
কীর্তন আনন্দ মহোশ্চব।

১ শুদ্ধ-

রাজার ভকতি দেখি রায় বড় হৈয়া সুখী
আশীর্বাদ করেন রাজারে
করিলে আমার সেবা তোর সম আছে কেবা
রাজ্যপাট দিলাম তোমারে।
থাক তুমি রাজ্য লৈয়া চিরকাল থাক জীয়া
রামরূপে পাল প্রজাগণে
করিলে আমার ধ্যান তুমি বড় পুণ্যবান
থাক তুমি কামীক্ষ্যাভুবনে।
বলিভদ্রে আশ্বাসিয়া রায় হরষিত হৈয়া
পুনর্বার কহেন ঈশ্বর
পূজা নিল তব ঠাই কহ কার স্থানে জাই
দৃঢ় বাক্য কহ তরাপর।
রাজা বলে শুন রায় নিবেদি তোমার পায়
জাও নলরাজার সদনে
হরষিত হৈয়া মন দুঁহে কৈল আগমন
পালা সাঙ্গ হরিদেব ভনে॥
॥ সাত পালা সমাপ্ত ॥

॥ শ্রীরামঃ ॥

পরম ধার্মিক রাজা নল নৃপবর   মৃগয়াসিকারে গেলা পুলক-অন্তর।
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা গেলা তপোবনে   বনবাসে আসিআছে কামের নন্দনে।
পরম ধার্মিক রাজা দেখিয়া ব্রাহ্মণ   দণ্ডবত হৈয়া রাজা কৈল জিজ্ঞাসন।
অনিরুদ্ধ বলে রাজা শুন মোর বাণী   পিতামহ হন মোর দেব চক্রপাণি।
পূর্ব্বে তিনি বধ কৈল কংস-অনুচর   দ্বারিকায় স্থিতি তাঁর অখিল-ঈশ্বর।
জাহার সেবক হয় ইন্দ্রের নন্দন   বলরাম কৃষ্ণার্জুন সনে নারায়ণ।
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে জত শিশুগণে   কালিদহে ঝাঁপ দিল দেব নারায়ণে।
মহাঁমায়া রক্ষ্যা কৈল তাঁর হরিবংশ   তবে কৃষ্ণ বধ কৈল দুরাশয় কংস।
নলরাজা বলে তবে আর কীবা চাই   জদি মোরে কৃপা করেন প্রভু গোবিন্দাই।
এত বলি অনিরুদ্ধ করিল গমন   নলরাজা আইলেন আপন ভবন।
ঘরে আসি দময়ন্তীরে[১] কহিল রাজন   একভাবে পূজে নারী লক্ষ্মীর চরণ।
একভাবে পূজে রাজা প্রভু পীতাম্বর   হরিদেব বলে রক্ষ্য দক্ষিণ-ঈশ্বর ॥১॥

॥ পয়ার ॥

একমনে পূজে রাজা দেব নারায়ণ   দময়ন্তী[১] রমণী পূজে লক্ষ্মীর চরণ।
নিত্য নারায়ণ পূজা করে নৃপবর   বিষ্ণুকুণ্ড হইল রাজার পুরীর ভিতর।
নিত্য দুখে নৃপবর বলে নারায়ণ   আপন ভবনে রাজা করিল শয়ন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে বলে রাজার কুমার   আসিয়া গোবিন্দ ভূপে কৈল পরিহার।
নলরাজা শুতিয়াছে আপনার পুরী   শঙ্খচক্রগদাপদ্মশারঙ্গধারী।
গলায় কৌস্তবি মাল্য শ্রীবৎস হৃদয়   পূর্ণ[২] ব্রহ্ম সনাতন মহাঁতেজময়।
আসিয়া বসিলা কৃষ্ণ রাজবক্ষস্থলে[৩]   নিদ্রাভঙ্গ হৈয়া মুখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
কৃষ্ণেরে দেখিয়া রাজা পড়িল চরণে   করিল অনেক স্তব দেব নারায়ণে।
তুষ্ট হৈয়া কৃষ্ণ তাঁরে দিতে চান বর   আমার বচন শুন রাজার কোঙর।
আমারে ভজন জেবা করে দিবা রাতি   চণ্ডাল ব্রাহ্মণ কীবা হয় হীন জাতি।
শুন শুন নলরাজা আমার উত্তর   কহিব আমার গুণ শুন নৃপবর।
আমার পূজার কথা শুন হে রাজন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥২॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন শুন নলরাজা   জে কৈল আমার পূজা
মৌরেধ্বজ বিখ্যাত[৪] ভুবন

১ দৈবন্তিরে   ২ পুন্ন   ৩ বক্ষ্য-   ৪ খ্যাক্ষিত

বলি রাজায় ছলিবারে হিরণ্যকশ্যিপের ঘরে
তার আমি হইনু বামন।
হইয়া বামন বটু এক অঙ্গে ছয় পটু
তার অর্ঘি লইনু তখন
এক পদ রসাতলে আর পদ ভূমণ্ডলে
আর পদ ব্রহ্মার সদন।
কৈলাসে চরণ দেখি বিধি বড় হৈয়া সুখী
কমণ্ডলে ছিল ভাগীরথী
মোর পদ অনুবলে ভাগীরথী কুতুহলে
সভে আমা-পদে কৈল স্থিতি।
সুরত সুধন্বা[১] সনে অর্জুন বধিল রণে
মৃত্যুকালে[২] নাম লয় মুখে
জেই বৈষ্ণবের ভক্ত তারে আমি অনুরক্ত
কণ্ঠমালা বিশ্বনাথের বুকে।
মহারাজা ময়ূরধ্বজ পূজা কৈল চতুর্ভুজ
তার সুত তাম্রধ্বজ রাজা
তাম্রধ্বজ পুণ্যবন্ত পুণ্যের নাঞিক অন্ত
সেই মোর করিলেক পূজা।
কংস বধিবার তরে জন্ম বসুদেব ঘরে
পার হইনু জমুনার জলে
মহামায়া নন্দসুতা কী কব তাহার কথা
মোরে পার করিল অক্লেশে।
বসুদেব-দৈবকীর তরে বধিলাম কংসাসুরে
দ্বারিকায় করিনু নিবাস
দ্বিজ হরিদেব গায় কৃপা কর জদুরায়
পূর্ণ কর মোর অভিলাষ ॥৩॥

---

১ সুধন্না ২ মৃত্যু-

॥ পয়ার ॥

শুন শুন নলরাজা আমার বচন   তাম্রেধ্বজ রাজার গিয়া করিল ছলন।
আমার সেবক সদা হরিগুণ গায়   সুধন্বা রহিল দেখ শিবের গলায়।
ছলিবারে তাম্রেধ্বজে গেলাম তার স্থানে   তাহার দক্ষিণ অঙ্গ মাগিলাম দানে।
বড়ই ধার্মিক রাজা বাক্য না লঙ্ঘিল   আপনার মাথায় করাত তুলি দিল।
দুই লোচনের লোহ অবিশ্রান্ত ঝরে   ধরিলাম গিয়া আমি তার দুই করে।
শিরে পদ্মহস্ত দিয়া করিলাম কল্যাণ   পরম ধার্মিক রাজা বড় ধর্মজ্ঞান।
শুন শুন নলরাজা আমার বচন   সত্রাজিত মহারাজা পাতালভুবন।
বলির নন্দন রাজা নাম সত্রাজিত   আমার নামেতে সেই হইল বঞ্চিত।
একদিন নৃপতি আছিল নিজ পুরী   শঙ্খচক্রগদাপদ্মশারঙ্গধারী।
গলায় কৌস্তুভিমাল্য শ্রীবৎসহৃদয়   পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন মহাতেজময়।
নিজমূর্তি হৈয়া আমি দিলাম দরশন   তবে সত্রাজিত মুখে বলে নারায়ণ।
অন্ধকারে দীপ্ত জেন করে নিশাকর   হরিনাম লয়্যা রাজার পুলক অন্তর।
হরিনাম জেই নর নাঞি লয় মুখে   তার দেহ নিশাকরে মেঘে জেন ঢাকে।
হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি   সত্যভামা নামে কন্যা কৃষ্ণের সংহতি ॥৪॥

॥ ত্রিপদী ॥

শুন ভাই সর্বজন   বিদর্ভের[১] উপাক্ষন
জার সুতা নামে ত রুক্মিণী
রাত্রি দিন এক মন   হরগৌরী-আরাধন
তার বিভা কৈল চক্রপাণি।
জরাসিন্ধু ক্রোধমনে   রণ করে কৃষ্ণসনে
তেইশ অক্ষৌহিণী[২] লয়্যা[৩] সেনা
কংসসনে কুটম্বিতা   কী কব তাহার কথা
মহাযুদ্ধে আমাসনে হানা।
মগদ-ঈশ্বর কর্তা   কী কব তাহার কথা
জরা নামে রাক্ষসী আছিল
দুই অংশে[৪] হৈল জন্ম[৫]   কী কব তাহার কর্ম
মায়াপিনী পুত্র লৈয়া দিল।

---

১ বিদব্যের   ২ অক্ষ্যঃহিনি   ৩ অডি. লৈয়া   ৪ অংসে   ৫ জর্ম

হেন দুরাচার দুষ্ট করিল পৃথিবী নষ্ট
দুষ্ট নাঞি থাকয়ে ভুবনে
শুন পুত্র নলরাজা করিলে আমার পূজা
ছায়া রহে তোমার সদনে।
বুঝিয়া তোমার মতি আশীর্বাদ তোমাপ্রিতি
ছায়া রহে তোমার দুয়ারি
বিপক্ষ্য হইলে তোরে স্মরণ করিও মোরে
শুন পুত্র নল অধিকারী।
এত বলি গোবিন্দাই গেলা আপনার ঠাই
দৈমন্তি পূজয়ে লক্ষ্মীমাতা
কৃষ্ণপদ সর্বক্ষণে আর কীছু নাঞি মনে
নৃপতির এই মনে কথা।
বসি দুঁহে এক ঠাই যুক্তি করেন দুই ভাই
কহ ভাই পূজার কারণ
দ্বিজ হরিদেব গান নল রাজা ভাগ্যবান
তুমি জাও তাহার সদন ॥৫॥

॥ পয়ার ॥

রায় বলে শুন ভাই আমার বচন কীরূপে দিলেন বর প্রভু নারায়ণ।
অবশ্য উচিত ভাই তথাকারে জাইতে কৃষ্ণপরায়ণ পূজা অবশ্য লইতে।
এত শুনি কালুরায় করে নিবেদন শুন শুন মহাঁপ্রভু আমার বচন।
নলনামে মহাঁরাজা দৈমন্তিরমণি নিত্য সেই পূজা করে খীরোদনন্দিনী।
তার পূজা লৈতে ভাই হইবে করণ হর হরি হব যুদ্ধ কম্পিত ভুবন।
নারদ কহিব গিয়া জননীর তরে উলঙ্গ হইব মাতা আসিয়া সমরে।
হেন জনের পূজা লও রহিবেক জস বহুকাল ঘুসিবেক লোকেতে পৌরষ।
রায় বলেন শুন ভাই আমার উত্তর জারে বর দিয়া গেলা অখিল-ঈশ্বর।
গোবিন্দ নামেতে লোক অদ্যবধি তরে অবশ্য তাহার সনে যুঝিব সমরে।
অর্জুনের যুদ্ধে জেন সুধন্ধা মরিল ভূমে পড়ি কাটামুণ্ড গোবিন্দ বলিল।
সেই মুণ্ডমালা দেখ পিতার গলায় অসীম গুণের গুরু প্রভু শ্যামরায়।
অদ্যবি তাহার করে হয় ত মরণ অন্তকালে হব স্থান স্বর্গভুবন।

এত বলি দুই ভাই স্নান তথাকারে   উপনীত হইলা গিয়া ছায়ার দুয়ারে।
হরিদেব বলে সার প্রভুর চরণ   অন্তকালে পাই জেন তোমা দরশন ॥৬॥

॥ ললিত ॥

দেখি দুই জন   ছায়া জিজ্ঞাসেন
কহ কোথা নিবাসয়
অতি মোনহর   দেখিতে সুন্দর
দেখি দেবমূর্তিময়[১]।
শুন নিবেদন   কাহার নন্দন
দেখি অতি মোনহর
শরীর কোমল[২]   কমলের দল
মুখ পূর্ণ শশধর[৩]।
তোমার বয়ান   চন্দ্রের সমান
কাহার নন্দন তুমি
কহ সমাচার   শুন পরিহার
জিজ্ঞাসা করিনু আমি।
তার কথা শুনি   কহে গুণমণি
শুন মোর বিবরণ
আঠার ভাটি ত   মোর আমানীত
পিতা হয় ত্রিলোচন।
শুন নিবেদন   আমার বচন
আন নল মহারাজা
আমি কহি জত   পূর্ণ মনোরথ[৪]
করিলে আমার পূজা।
শুনি সন্নিধান   কোপে কম্পমান
প্রভুসনে যুদ্ধ করে
হরিদেব কয়   রক্ষ্য মহাশয়
তুমি কৃপা কৈলে তারে ॥৭॥

---

১ মূর্ত্তি-   ২ কমল   ৩ সসোধর   ৪ মনরত

॥ ঝাঁপা ॥

ছায়া যুদ্ধ করে নিজ সুখে
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি দুই দলে পেলাপেলি
মার মার সভাকার মুখে।
দুই দলে কম্পমান ক্রোধে বলে হান হান
পদভরে টলটল ক্ষিতি[১]
কমটে পিটন নড়ে বাসুকি[২] গরল ছাড়ে
কালুরায় মহাঁজোদ্ধাপতি।
কালুরায় করে যুদ্ধ ছায়া বড় হৈয়া কুর্দ্ধ
শর্ন্দভরে[৩] মহাঁযুদ্ধ করে
ধুনুকে যুড়িল বাণ গিরিবর কম্পমান
থর থর কাঁপে ত অমরে।
শব্দেতে[৩] করিয়া স্থিতি যুদ্ধ করে ছায়াপতি
এড়িলেক মহাঁশক্তিবাণ
এক বাণ এড়ে রায় পঞ্চমুখে আগে ধায়
বাণে বাণে কৈল খান খান।
বাণে অন্ধকার করে গগন ছাইল শরে[৪]
মহাঁযুদ্ধ হৈল ঘোরতর
ছায়া ক্রোধে বাণ এড়ে জেন বজ্রাঘাত পড়ে
রামা পুন ছাড়্যা দিল শর[৪]।
মহাঁযুদ্ধ ঘোরতর ঝাঁকে ঝাঁকে পড়ে শর[৪]
দেব দৈত্য জেন করে রণ
ছায়া ক্রোধমন করি স্মরণ করয়ে হরি
তবে ত চিন্তিত নারায়ণ।
কামদেব করি সঙ্গে গোবিন্দ চলিলা রঙ্গে
রণস্থলে গিয়া পীতাম্বর
গদা পদ্ম করি হাথে রণে আইলা জত্নাথে
জাহার বাহন খগেশ্বর।

১ ক্ষিতি ২ বাসকী ৩ সর্ব্ব- ৪ সরে

গোবিন্দ করেন যুদ্ধ রায় বড় হৈয়া কুর্দ্ধ
পুন কৈল হরের স্মরণ
হরিদেব কহে বাণী যুদ্ধ কর শূলপাণি
নন্দী ভৃঙ্গী সঙ্গে ত্রিলোচন ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

গদা চক্র করি করে রহে পীতাম্বর শূল করে রহিলেন দেব গঙ্গাধর।
দুঁহে দুঁহাঁ করি করে রহিলা দাণ্ডায়া কৈলাসে নারদ মুনি উত্তরিল গিয়া।
মামীরে কহিল গিয়া সর্ব বিবরণ তুমি জদি কর রক্ষ্যা ই তিন ভুবন।
রণমাঝে তুমি জদি হও ত উলঙ্গ তবে হর হরি রণে দিইবেন ভঙ্গ।
নারদের কথা শুনি কহেন ভবানী রণমাজে গেলে লজ্জা দিবেন শূলপাণি।
রণমাজে জদি আমি হই দিগাম্বরী কহিবেক জত লোক ভাসুরভাতারি।
নারদ বলেন মামী ইথে নাঞি লাজ স্বর্গ মর্ত রসাতল রক্ষিবে সমাজ।
নারদ বলেন মামী করি নিবেদন হেন বুঝি সৃষ্টিনাশ হইব এখন।
প্রলয়কালেতে হরি বধিলা অসুর হিরণাক্ষ্য মারি স্থিতি কৈল তিন পুর।
হর হরি হয় যুদ্ধ মহাঁচমৎকার চারি বেদহীন বুঝি হইব ব্রহ্মার।
নারদের বাক্য শুনি অখিলের মাতা চলিলা ভবানী হর হরি যুদ্ধ জথা।
হর হরি করে যুদ্ধ দেখেন নারায়ণী হরিদেব বিরচয় ইহ শুদ্ধবাণী[১] ॥৯॥

॥ ললিত ॥

দুঁহে করে যুদ্ধ মহাঁমায়া ক্রুদ্ধ
দোঁহে মহাঁরণকক্ষ্যা
হর হরি রণ কম্পিত ভুবন
মহাঁমায়া কর রক্ষ্যা।
হর শেল করে গদা চক্র ধরে
মহাঁযুদ্ধ হর হরি
সৃষ্টিনাশ-কালে গৌরী রণস্থলে
মত্তে হৈলা দিগাম্বরী।
গৌরী বিবসন দেখি নারায়ণ
বড় লজ্জা পাইল মনে

১ যুদ্ধবানি

সেবকের তরে আইনু সময়ে
গৌরী বিবসন রণে।
লজ্জা পায়্যা রণে গেলা নারায়ণে
স্বর্গে গেলা হর গৌরী
রায় একেশ্বর পুলক অন্তর
প্রবেশে রাজার পুরী।
নলরাজা তথা উপনীত তথা
দেখি নৃপতি উঠিল
দেখি দুই জনে প্রণমে রাজনে
আসন ভৃঙ্গার দিল।
দেখি দুই জন নৃপ জিজ্ঞাসন
কহ কোথা নিবাসন
আমার ভবনে কীসের কারণে
তুমি কৈলে আগমন।
নৃপকথা শুনি প্রভু গুণমণি
কহেন আপন কথা
শুন নৃপবর আমার উত্তর
গঙ্গাধর মোর পিতা।
শুন হে রাজন আমার বচন
আমি ত দক্ষিণপতি
হরিদেব ভনে রক্ষ্য সর্বজনে
আমি কী জানিব স্তুতি ॥১০॥

॥ পয়ার ॥

নৃপতিসদনে গেলা হরের তনয় করপুটে নলরাজা নিবেদিয়া কয়।
কী জন্যেতে মোর পুরে কৈলে আগমন আজি হইতে ধন্য আমি দেখিনু ব্রাহ্মণ।
কহ কহ মহাশয় কেন আগমন সফল হইল পুরী তোমা দরশন।
নৃপতি[র] কথা শুনি হরের কুমার কহিতে লাগিলা প্রভু নিজ সমাচার।
শুন শুন নলরাজা আমার বচন আইলাম তব স্থানে ব্রতের কারণ।
রাজা বলে অন্য দেব আমি নাহি জানি একান্তভাবেতে পূজি প্রভু চক্রপাণি।

হরি বিনে মনে মোর কীছু নাঞি লয়   কৃষ্ণের সংহতি দেখ ইন্দ্রের তনয়।
অভিমন্যু বীর হয় অর্জুননন্দন   কৃষ্ণের ভাগিনা সেই বিক্ষ্যাত ভুবন।
সকল ভুবন হরি শরীরে রাখিয়া   পুন সৃষ্টি করে জেন নিদ্রায় উঠিয়া।
রায় বলেন জদি মোর না কর পূজন   তবে তোমায় হবে রাজা বিপদঘটন।
এত শুনি নলরাজা চিন্তিত-অন্তর   এইবার কৃপা কর অখিল-ঈশ্বর।
রাজার স্তবনে কৃষ্ণের টলিল আসন   খগেন্দ্রবাহনে আইলা প্রভু নারায়ণ।
গোবিন্দ দেখিয়া রায় হৈল নমস্কার   বসিবারে দিল রাজা আসন ভৃঙ্গার।
জিজ্ঞাসিলা গোবিন্দাই দক্ষিণ-ঈশ্বরে   কহিতে লাগিলা রায় মধুর উত্তরে।
কহ পুত্র নলরাজা বিপদঘটন   কী জন্যে করিলে বাছা আমারে স্মরণ।
নলরাজা বলে শুন প্রভু গোবিন্দাই   তোমার চরণ বিনে আর জানি নাঞি।
আইলেন হরসুত দক্ষিণ-ঈশ্বর   পুজিবারে আমাপ্রিতি কহিল সত্তর।
গোবিন্দ বলিল পুন শুন নলরাজা   একভাবে কর তুমি ক্ষেত্রপালের পূজা।
হরের নন্দন হয় ভাটির ঈশ্বর   পূজা কর নলরাজা হরের কোঁঙর।
কৃষ্ণের বচন শুনি রাজা হরষিত   হরিদেব বিরচিল রায়ের সঙ্গীত।

কৃষ্ণের বচন রাজা শুনিঞা শ্রবণে   রায়ের পূজন করে কৃষ্ণের সদনে।
অজা মেষ মহিষ আনিল শত শত   রায়ের পূজন রাজা করে বিধিমত।
আতবতণ্ডুল রম্ভা নারিকেল আদি   সর্ব্বংত সকল রাজা কৈল নৈবিদ্যাদি।
পূজার সামিগ্রী[1] কৈল নল নৃপবর   পুরহিত হইলেন প্রভু পিতাম্বর।
স্বর্ণের বারি রাজা করিল স্থাপন   পাদ্য অর্ঘ্য আচমনী দিলেন রাজন।
অজা মেষ মহিষ রাজা কৈল উচ্ছর্গন   উচ্ছর্গ করিল রাজা আপন নন্দন।
আপন স্বহস্তে[2] রাজা তনয় কাটিল   আখণ্ড রম্ভার পত্রে রুধির স্থাপিল।
পুত্রবলিদান দিয়া হৈল অচেতন   রাজারে তুলিলা তথা প্রভু নারায়ণ।
শুন শুন নলপুত্র আমার বচন   আমি তব সুত দিব না কর রোদন।
হরের নন্দন প্রভু গোবিন্দেরে কয়   আমার বচন শুন দৈবকীতনয়।
মোর পিতা বিশ্বনাথ অখিলের সার   আমি ত দক্ষিণরায় তাঁহার কুমার।
রায় বলেন শুন রাজা আমার বচন   কৃষ্ণের জুয়ারি তুমি বিধির লিখন।
হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি   রামকৃষ্ণের সুত জোড়হাতে বগতি ॥১২॥

---

১ সামিগৃগ্রি   ২ স-

॥ ত্রিপদী ॥

রায় বলে নলরাজা করিলে আমার পূজা
থাক তুমি কৃষ্ণের দুয়ারি
পূর্বে ছিলা ব্রহ্মলোকে পূজা কৈলে চতুর্মুখে[1]
তেকারণে তুষ্ট ত্রিপুরারি।
তুমি দিলে ধর্মে মন নিত্যপূজা আরম্ভন
তেকারণে বিধি দিল সাঁপ
পূর্বেতে অসুর ছিলে ব্রহ্মলোকে বিজ্ঞাপিলে
তেঁঞি বিধি পাইল মনস্তাপ।
ব্রহ্মা হরি তপে মন তপ করেন ত্রিলোচন
তুমি নীরে[2] মাইলে করাঘাত
হরি নিবেদন করে দুয়ারি দিইবে মোরে
ক্রোধে সাঁপ দিল বিশ্বনাথ।
ধ্যান কর একমনে তুমি জান নারায়ণে
তুমি কৃষ্ণে বড় অনুরক্ত
গাইবে কৃষ্ণের গুণ বৈষ্ণবস্তা[3] অর্জুন
কৃষ্ণের সমতা তুমি ভক্ত।
করিলে আমার পূজা শুন পুত্র নলরাজা
মর্তে আসি স্বর্গের কপিলা
সুরাসুর জত দত্যে সমুদ্রমন্থন হইতে
সভে আসি সমুদ্র মথিলা।
দেব দৈত্যে মহাযুদ্ধ বিধি মহা হৈয়া কুর্দ্ধ
সুরপুরে কৈলা পুষ্পবন
যুদ্ধে হত পুরন্দর গেলা জথা গঙ্গাধর
মম জন্ম হইল তখন।
মনে বড় দুক্ষ পায়্যা দেবগণ সঙ্গে লৈয়া
বধিলাম জত দৈত্যগণ

১ চতুঃমুখে ২ নিরে ৩ বৈষ্ণবর্ত্তা

শুন পুত্র নলরাজা করিলে আমার পূজা
থাক তুমি কৃষ্ণের সদন।
হরিগুণ সদা গাও কৃষ্ণের সদনে জাও
বৈষ্ণববর্ত্তা[১] সুধন্না সমান
রায়ের চরণ বিনে আর কীছু নাঞি মনে
হরিদেব ইহ রস গান ॥১৩॥

॥ পয়ার ॥

রায়ের বচন শুনি প্রভু গোবিন্দাই আমার রহস্তকথা শুনি তব ঠাই।
শুন পুত্র নলরাজা আমার কথন জে রূপেতে হিরণ্যাক্ষ[২]-হিরণ্যনিধন।
প্রথমে কশ্যপগৃহে হইল অসুর কম্পমান সুরাসুর হৈল তিন পুর।
তাহাতে হইনু আমি ব্রহা অবতার সলিলেতে হিরণ্যাক্ষ[২] করিনু সংহার।
হিরণ্যকসিপ দৈত্য নৃসিংহ আবতারে নখাখাতে বক্ষ্যস্থল চিরিল তাহারে।
পুন শঙ্খাসুরকথা শুনহ রাজন শঙ্খাসুরযুদ্ধে জিনিল দেবগণ।
পুনরপি গেলাম আমি শঙ্খাসুর হৈয়া ভজনা করিল আমি বৃন্দা সতী লৈয়া।
তাহার সতীত্ববলে[৩] জিনি ত অমর শঙ্খাসুর বধ আমি করিল সত্তর।
আমার সেবক হয় ব্রহ্মার নন্দন বীণাহাথে[৪] কৃষ্ণগুণ করেন গায়ন।
ধন্ত-উপাক্ষন মুনি গাইল সংসারে সেসব বৃত্যান্ত জত কহিল আমারে।
আমার সেবক হয় ইন্দ্রের তনয় অভিমন্ত্র জার সুত পুরাণেতে কয়।
অভিমন্তের সুত রাজা হয় পরীক্ষিত পুরাণে জাহার কথা লিখে অপৃমিত[৫]।
তার পুত্র জন্মেজয় বিক্ষ্যাত ভুবনে দ্রোণ কর্ণ অভিমন্ত্র জিনিলেন রণে।
শুন পুত্র নলরাজা আমার বচন থাকিবে দুয়ারি তুমি আমার সদন।
তুমি বড় আমা ভক্ত জানিনু হৃদয় আমার দুয়ারি থাক জয় বিজয়।
পূর্ব্বে তোমায় ব্রহ্মা সাঁপ দিলেন জখন ব্রহ্মসাঁপে অধোপাতে জাবে হে রাজন।
ব্রাহ্মণ বর্ণের[৬] গুরু চারিবেদে কয় ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন[৭] আমার হৃদয়।
একান্ত কৃষ্ণেরে ভক্তি করিলা রাজন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১৪॥

---

১ বৈকঃবর্ত্ত্য ২ হিরনার্ক্য ৩ সতির্থঃবলে ৪ বিনা- ৫ অপৃমিত
৬ বর্ন্নেঃর ৭ -চিহ্ন

॥ ললিত ॥

শুন নলরাজা কৈলে মোর পূজা
তোমার সমান নাঞি
তুমি আমা ভক্ত কৃষ্ণ-অনুরক্ত
চল মোর সনে জাই।
গোবিন্দবচনে সন্তুষ্ট রাজনে
মাথায় করাত দিল
মাথায় করাত রক্ষ্য গোপীনাথ
নৃপতি ইহা বলিল।
গোবিন্দসদনে রাজপরিজনে
করজোড়ে করে স্তব
জল স্থল আদি তুমি দেব বিধি
তোমার সৃজন সব।
নৃপ দুই খান প্রভুবিদ্যমান
গোবিন্দ দিলেন কর
দুই খান হৈয়া প্রাণদান পায়্যা
জয় বিজয় নৃপবর।
প্রভু গোবিন্দাই গেলা নিজ ঠাই
জয় বিজয় লৈয়া সঙ্গে
দ্বারিকাভুবন গেলা নারায়ণ
বসিলা পরম রঙ্গে।
দেখিতে কৃষ্ণেরে আইলা হলধরে
সঙ্গে তার বৃহন্নলা[1]
জথা নারায়ণ তথায় অর্জুন
পার্থ তথাকারে গেলা।
কৃষ্ণের কথন কহেন অর্জুন
নলরাজা সব শুনে
রায়ের চরণ পরম কারণ
হরিদেব রস ভনে ॥১৫॥

---

১ বৃহন্নলা

॥ পয়ার ॥

পার্থেরে দেখিয়া কৃষ্ণ কৈল নিবেদন   চুয়ারি করিল আমি দেখ হে অর্জুন।
নল নামে মহারাজা বিক্ষ্যাত সংসারে   জয় বিজয় রাখিলাম কহিনু তোমারে।
কৃষ্ণ অর্জুনে জদি হৈল সম্মিলন   দ্বারিকায় রহিলেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন।
সমাপ্ত হইল নলরাজার কথন   ক্ষেত্রপাল লইয়া কীছু শুন বিবরণ।
দৈময়ন্তি রমণী পুজে লক্ষ্মীর চরণ   আসিয়া খিরদসুতা দিলা দরশন।
পরিবারে আশ্বাসিয়া গেলা নিজালয়   জিজ্ঞাসিলা কালুরায়ে হরের তনয়।
কহ কালুরায় মোরে পূজার কারণ   কার স্থানে লব পূজা কহ বিবরণ।
করপুটে কালুরায় কহে পুনর্বার   নৃসিংহের স্থানে জাও হরের কুমার।
এতেক শুনিঞা প্রভু হরষিত হৈয়া   আলিঙ্গন দিলা তারে বাহু প্রসারিয়া।
যুক্তি করি গমন করিলা দুই জনে   সমাপ্ত হইল পালা হরিদেব ভনে ॥১৬॥

॥ অষ্টম পালা সমাপ্ত ॥

॥ শ্রীরামঃ ॥ শ্রীঃ ॥

নলরাজার পূজা লৈয়া রায় মহাশয় উপদেশ কহ মোরে শুন কালুরায়।
করপুটে কালুরায় কহে পুনর্বার নিবেদন করি শুন দক্ষিণ-ঈশ্বর।
বিপ্ররূপে হিজুলিতে করহ গমন নৃসিংহের স্থানে কর ছাওয়াল পঠন।
কালুরায় কথা শুনি হরষিত হৈয়া আলিঙ্গন দিলা তারে বাহু প্রসারিয়া।
কালুরায় কথা শুনি দক্ষিণ-ঈশ্বর হইলেন বিপ্ররূপ অতি মনোহর।
ভালেতে কাটিয়া ফোটা কক্ষতলে পুথি কর্ণেতে[১] কলম দিয়া চলে শীঘ্রগতি।
উপনীত হৈলা গিয়া হিজুলিভুবনে নৃসিংহের স্থানে গেলা ত্বরিতগমনে।
পাত্রমিত্রগণে রাজা দরবারে বসিয়া হেনকালে মহাপ্রভু উত্তরিলা গিয়া।
বিপ্র দেখি সর্বজন হৈল নমস্কার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল নৃপবর।
কহিতে লাগিলা রায় মধুর বচনে আইলাম তব স্থানে শিষু-অধ্যায়নে।
এতেক শুনিঞা হৃষ্ট হইল রাজন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১॥

॥ পয়ার ॥

শুন সখি এ আর কেমন স্বপনে দেখিনু আমি নন্দের নন্দন।
স্বপনে দেখিনু কালা কহিতে বাসি লাজ পুনঃপুন আলিঙ্গন মাগে ব্রজরাজ।
চূড়ার টালনি বামে মুখে মন্দ হাসি সেই হৈতে আকুল প্রাণ শুনি তাঁর বাঁশী।
ত্রিভঙ্গ অঙ্গের ঠাম গলে বনমালা দ্বিজ বলরাম কহে বিরহের জ্বালা ॥১॥

কহ কহ শ্যাম চিকনিঞা রজনী বঞ্চিলে কোন রসবতী পায়্যা।
নয়নে ঝমকে তোমার মলিন অধর গদ গদ কহ কথা ঘুমেতে কাতর।
নিকটে না আইস বধু থাক ঐইখানে সাঁঝে হারাইয়া তোমা পায়্যাছি বিহানে।
জেইখানে ছিলে বধু সেইখানে জায় মনের মানস তথা ক্ষেণেক ঘুমায়।
দ্বিজ বলরাম কহে মিনতি আমার তব পদে দেহ স্থল নন্দের কুমার ॥২॥

ব্রাহ্মণের কথা শুনি হরষিত নৃপমনি
কহে নৃপ বিনয়পূর্বকে
শুন বিপ্র মননীত আছে মোর সাত সুত
চিরকাল পড়ায় কৌতুকে।

১ কর্ন্নেতে

এতেক শুনিঞা রায় শিশুগণ পাঠ আয়
এইরূপে গেল কথোদিন
অবিধান তুর্ক আদি মুগ্ধবোধ নানাবিধি
পঠি সভে হইল সংজ্ঞান।
পরদিন আগমন করিবারে অধ্যায়ন
পঠে সর্বশাস্ত্র সর্বজন
এইরূপে ক্ষেত্রপাল বঞ্চিলেন কথকাল
শুন সভে ভারথকথন।
মহাভারথের কথা সুধার সমান গাথা
ইতিহাসে শুন তার কথা
রামপদ রাত্রি দিনে আর কিছু নাঞি মনে
হরিদেবে তুমি বরদাতা ॥২॥

॥ পয়ার ॥

অবধান কর রাজা করি নিবেদন ইতিহাসে শুন রাজা পুরাণকথন।
স্বপ্নে[১] উষাবতী বিভা কৈল অনিরুদ্র তেনমত স্বপ্ন[১] আমি দেখিলাম বিস্থ।
চিরকাল আছিলাম ছাওয়াল পড়ায়া আজি হৈতে রাখ রাজা জামাতা করিয়া।
এতেক শুনিঞা তবে বলে ত রাজন[২] আমার বচন শুন অবুধ ব্রাহ্মণ।
স্বপ্নে[১] অনিরুদ্র বিভা কৈল উষাবতী বন্দী হৈল নাগপাশে পাইল দুর্গতি।
জগদল পাথর রাজা তার বুকে দিয়া দুয়ারে তুশের ধুম তিমির[৩] করিয়া।
এইরূপে অনিরুদ্র বন্দী নাগপাশে করিল অনেক তপ নারদ-উদ্দিশে।
মনেতে চিন্তিয়া মুনি অনিরুদ্র বন্দি কারাগারে গিয়া মুনি পাইলেন সন্ধি।
তিন ডাক পরে মুনি উত্তর পাইল তবে সে নারদ মুনি দ্বারিকায় গেল।
তবে গিয়া পীতাম্বরে কৈলা বিজ্ঞাপন শ্চাপার[৪] কুটি জদুবংশ করিল সাজন।
আইলেন ঋষিকেশ খগেন্দ্রবাহনে কামদেব চলিলেন অতি কম্পমনে।
আইলেন জদুবংশ করিয়া সাজন প্রথমেতে বহ্নিগড়ে দিল দরশন।
পীতাম্বর কহে শুন বিনতানন্দন এক নিবেদন করি জদি লয়ে মন।
তোমার কারণে আমি না জানি বিকল পাকেতে করিয়া আন সমুদ্রের জল।

---

১ সপ্নে ২ রাজান ৩ তিমির ৪ শ্চাংপার

গোবিন্দের কথা শুনি গরুড় চলিল আনিঞা সমুদ্রজল বহ্নিগড়ে দিল।
সেই গড় গেলা প্রভু পশ্চাত করিয়া বাণধারী[১] ষড়ানন আছয়ে জাগিয়া।
হরিদেব বলে সার মায়ের চরণ পীতাম্বরসনে যুদ্ধ করে ষড়ানন ॥৩॥

শ্যামা কেন কালি কেন হৈয়াছ এমন পদভরে টলমল ই তিন ভুবন।
লহ লহ করে জিহ্বা বিকট দশন চণ্ড মুণ্ড খণ্ড খণ্ড রুধির পিয়ন।
দেখিয়া তোমার গতি পদে শূলপাণি গলে দোলে মুণ্ডমালা অসুরদলনী।
হাস্য কটাক্ষলীলা ব্রতুমন্দ হাসি রণেতে উলঙ্গ কালি উনমত্তকেশী।
শুম্ভ নিশুম্ভ[২] সনে করিলে সমর পদাঘাতে বধ কৈলা অনেক অসুর।
সেই হৈতে ক্ষ্যায় হৈল অসুরের বংশ হিরণক্য হিরণ্যকশ্যপ মধু কংস।
রণে কালি অট্ট অট্ট হৈয়া দিগাম্বরী দেখিয়া তোমার গতি পদে ত্রিপুরারি।
লহ লহ অট্ট অট্ট খগেন্দ্রবদনী নীলবর্ণ হৈলা কালি খঞ্জননয়নী।
বাম খর্পর কালি দক্ষিণ করে কাতী অসুর বধিতে চল নিশাভাগ রাতি।
দেখিয়া তোমার গতি টল টল খেতি তত্‌ক্ষণে বুক পাতি দিলা পশুপতি।
হরিদেব শিশুমতি কি জানে ভাবনা মুর্খ হৈয়া কালিপদ করিল রচনা॥

॥ ত্রিপদী ॥

পীতাম্বর ষড়ানন যুদ্ধ করে দুই জন
মহাঁযুদ্ধ হৈল ঘোরতর
চড়িয়া জে খগবরে গদা চক্র করি করে
রণে আগুসরে পীতাম্বর।
দুর্গার নন্দন বীরে কহে দেব পীতাম্বরে
শরধরে[৩] জানি তোর জন্ম
কম্পমান ষড়াননে কটু বলে নারায়ণে
গোপীসনে কৈলে কত কর্ম।
আপুনি রাখাল হৈয়া বান্ধিল যশোদা[৪] গিয়া
ঘরে ঘরে চুরি কর তুমি
অনেক গোপের মায়্যা গালি দেয় রুষ্ট[৫] হৈয়া
কটু বলে অনেক গোপিনী।

১ বানধারি ২ সমুদ্রনিসমু ৩ সর- ৪ জসদা ৫ হিষ্ট

এতেক শুনিঞা বিষ্ণু কম্পমান হৈল জিষ্ণু
ষড়াননে মাল্য মোহবাণ
কার্ত্তিক অস্থর হৈল বাণ রাজা তবে আইল
তার হস্ত কাটে নারায়ণ।
তবে বাণ নৃপবরে শিবের স্মরণ করে
উরিলেন দেব ত্রিলোচন
হর হরি করে যুদ্ধ নারদ হৈল কুর্দ্ধ
উপনীত কৈলাসভুবন।
তথায় অভয়া আসি যুদ্ধ কৈল সবিনাশি
রণমদ্ধে হৈয়া দিগাম্বরী
রণে হরি দিয়া ভঙ্গ হরের হইল রঙ্গ
কৈলাসে গেলেন মাহেশ্বরী।
অনিরুদ্র নাগপাশে বন্দী হৈল নিজ দোষে
তথা গেলা দেব নারায়ণ
অনিরুদ্র উষাবতী লৈয়া গেলা শ্রীয়েপতি
উত্তরিলা দ্বারিকাভুবন।
তবে বাণ নৃপবরে নন্দী কৈলে মহেশ্বরে
উপনীত কৈলাসভুবনে
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
হরিদেব ইহ রস ভনে ॥৭॥

॥ পয়ার ॥

অবধানে শুন রাজা করি নিবেদন ব্রহ্মসাঁপে জদুবংশ হইল নিধন।
সেই উপাক্ষন রাজা দিত্তে চাহ মোরে পরীক্ষিৎ রাজা গেল ম্রগয়াশিকারে।
অন্ধমুনির বাটি গেল খাইবারে জল জল নাঞি পায়্যা রাজা হইল বিকল।
সর্পের খোলোস রাজা দিল মুনির গলে পরীক্ষিতে সাঁপ মুনি দিলা কোপানলে।
ব্রহ্মসাঁপ তার তরে নহিল খণ্ডন ব্রাহ্মণ হইয়া সর্প করিল দংশন।
অবধানে শুন রাজা করি নিবেদন দশরথ মহারাজা বিখ্যাত[1] ভুবন।

---

১ বিক্ষিত

ব্রহ্মসাঁপ তার ভরে নহিল খণ্ডন   পুত্রশোকে দশরথ তেজিল পরাণ।
বিশালক্ষী[1]-রূপে মাতা হিমালয়ে ছলে   শম্ভু নিশম্ভু তাঁয়ে লৈতে চায়ে বলে।
সেই হৈতে ক্ষ্যায় হৈল অসুরের বংশ   হিরণক্ষ্য হিরণ্যকশ্যপ মধু কংস।
ইশ্চায় অনইশ্চায় জেবা অগ্নি করে হাথে   বিত্তমানে দেখ হাথ পোড়া জায় তাথে।
কালসর্প ধরে জেবা হৈয়া মন্ত্রহীন   দেবতা জাহার বৈরি তার দিন খিন।
ব্রহ্মসাঁপ কম্ভকালে নহে ত খণ্ডন   অবধানে শুন রাজা পুরাণকথন।
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ মুনি গেলা কাষ্ঠ ভরে   গো-খোপর দেখি সভে এড়িল সাঁতারে।
তাহা দেখি ইঙ্গিত করিল পুরন্দর   গৌতমের সাঁপ তার বিখ্যাত[2] সংসার।
এই সব শুন রাজা ব্রাহ্মণকথন   অদত্তা তোমার কন্যা প্রসবে নন্দন।
এই সাঁপ দিনু আমি শুন মহাশয়   রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব কয় ॥৫॥

॥ পয়ার ॥

এতেক শুনিঞা রাজা করে নিবেদন   অদত্তা কন্যার জদি হইব নন্দন।
অদত্তা দুহিতা জদি হয় গর্ভবতী   কুলেতে কলঙ্ক আর রহিব কিয়াতি।
ইহার উপায় তবে কহ মহাঁশয়   স্ত্রীহত্যা মহাপাপ খণ্ডিবারে নয়।
ইহার উপায় বল নিবেদন করি   স্ত্রীহত্যা হৈলে বিপ্র হয়ে পাপ ভারি।
এতেক শুনিঞা বিপ্র করে নিবেদন   অবধানে শুন রাজা পুরাণকথন।
সুবল নামেতে রাজা কৃষ্ণের পিতামহ[3]   ধর্মকায়ে ধর্মচিত্ত[4] ধর্ম-অনুগ্রহ[5]।
তাহার দুহিতা কুন্তী অদত্তা আছিল   দুর্বসা জে মুনিবর তথাকারে গেল।
মহামন্ত্র দিলা মুনি কুন্তীর কর্ণেতে   মন্ত্র দিয়া মহামুনি গেলা আশ্চর্যিতে।
সেই মন্ত্র কুন্তী দেবী কৈল অধ্যায়ন   ততক্ষণে সূর্য গিয়া দিল দরশন।
কুন্তীসন্নিধানে সূর্য কৈল বিজ্ঞাপন   সূর্য বলে বার্থ[6] নহে মোর আগমন।
সূর্যের গমনে কুন্তী হৈল গর্ভবতী   কর্ণমূলে প্রসবিল আপন সন্ততি।
তাব খোলে ভাসাইয়া দিইল তখন   অন্তরীক্ষে সূর্য তার হইল রক্ষণ।
হরিদেব বিরচয় রায়ের চরণে   পুনরপি জন্ম জেন না হয়ে ভুবনে ॥৬॥

॥ ত্রিপদী ॥

ব্রাহ্মণের কথা শুনি   কম্পমান নৃপমনি
সঘনে বলয়ে হান হান

---

১ বিসালক্ষি   ২ বিক্ষিত   ৩ -মোহ   ৪ -চিত্র   ৫ -গ্রহ   ৬ বৃর্থ

নৃপতির আজ্ঞা পায়্যা নিশাচর তুষ্ট হৈয়া
ঘোরতর করয়ে মশান।
নৃপতি-আদেশ পায়্যা বড় হরষিত হৈয়া
মেলাপাড়া নৃপতি-সাক্ষাতে
ক্রোধে তনু কম্পমান বলে সভে হান হান
ক্রোধে জায়ে ব্রাহ্মণে বধিতে।
সভে মেলাপাড়া করে জমদূত জেন ফিরে
ঢাক ঢোল বাজিছে বহুত
সভে করে মেলাপাড়া রায়বাঁশ্যা ঢাল খাণ্ডা
অবর্জ্য জমের জেন দুত।
দেখি রায় এত সব মনেতে গুণিঞা ভব
হনুমানে করিল স্মরণ
রায়ের আদেশ পায়্যা হনুমান হৃষ্ট হৈয়া
করজোড়ে করে নিবেদন।
রায়ের আদেশ পায়্যা হনুমান হৃষ্ট হৈয়া
ঘোরতর করয়ে ঝঙ্কার
জত নিশাচরগণ হরষিত হৈয়া মন
হনুমান সেনাসনে যায়।
মহাবীর হনুমান অনুকূল হৈয়া জান
পবনের বেগে বহে বা
রায়ের চরণ সেবি হরিদেব কহে কবি
রাত্রি দিবা ভাবি তব পা ॥৭॥

॥ পয়ার ॥

আজু বড় পরমাদ হৈল ধেনুরূপে কোন বীর বাথানে আইল।
হনুমানে মহাশয় করেন নিবেদন শুন শুন হনুমান আমার বচন।
রায় বলে হনুমান পবনকুমার পিতার সম্বন্ধে তুমি অনুজ আমার।
নৃসিংহের স্থানে রায় সমর করিল হনুমান মহাবীর যুদ্ধে আরম্ভিল।
ঘোরতর ঘন দম্পে করে মহারণ হনুমান মহাদম্পে বধে সেনাগণ।

ঘোরতর মহানাদে করে বাণ বৃষ্টি[১] দিবসে তিমির হৈল বাণময় সৃষ্টি।
[বৃহত্] পাথর লৈয়া করয়ে সমর করাঘাতে বধ করে জত নিশাচর।
মহানাদে ঘোরদম্পে করে মহারণ ছিজুলিসহর-মধ্যে হৈল মহারণ।
ঘন ঘন হনুমান দন্ত কড়মুড়ে কত সেনা বধ কৈল চড়-চাপড়ে।
মহারণ দেখি রাজা হৈল চমৎকার ভাবিয়া দেখিল [আর] নহিক নিস্তার।
এত শুনি নিশাচরে ডাকিল রাজন হনুমান মহাবীর ভঙ্গ দিল রণ।
রায়েপদে প্রণমিঞা গেল নিকেতনে আইলেন নৃপসুতা নৃপতিসদনে।
কন্যা বলে শুন পিতা হৈছু গর্ভবতী ব্রণমাংস খাইতে মোর লইয়াছে মতি।
নহলি জৌবন রূপ প্রথম যুবতী হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি ॥৮॥

॥ ত্রিপদী ॥

তথা রায় মনে মনে বসিয়া নৃপতিসনে
কালুরায়ে করিল স্মরণ
ছায়ারূপ বিনরায় সমুখে দেখিতে পায়
বাঘ লৈয়া করিতে সাজন।
কালুরায় বাঘ হাঁকে হুধা-বাঘ লাকে লাকে
আলুম আলুম ঘন ডাক
ভদ্রকাল রক্তমুখা চলে বাঘ দাগাবুকা
হুধা-বাঘ চলে লাকে লাক।
দেশজোড়া বেড়াজাল উগ্রদন্তা ভদ্রকাল
কেঁদুয়া চলিল লকলকী
টংকনাড়া ভগ্নমুখা শুককাল[২] মুকাদেখা
ধুলরিয়া চলে হীরামুখী।
হুড়াহাড়া হাস্যমুখে সদর্প করিয়া সুখে
উপনীত রায়ের সদন
ছিল জত বাঘগণ সঙ্গে কৈল আগমন
হরষিতে চলে সর্বজন।
দেখি জত বাঘগণ হরষিত হৈয়া মন
কহে প্রভু মধুর উত্তর

১ বিষ্টি ২. বুক্সকাল

আমার বচন শুন এতেক শার্দ্দূলগণ
ম্রগরূপ হও ত্বরাত্বর।
হইলেন ম্রগরূপ ভয়ঙ্করে কালুভূপ
ম্রগরূপ হইল শকতি
রায়ের চরণ বিনে আর কিছু নাঞি মনে
হরিদেব কহিল ভারথি ॥৯॥

কালুরায় বলে শুন জত বাঘগণ ম্রগরূপে হিজুলিতে করহ গমন।
শার্দ্দূলসংহতি তথা চলে কালুরায় ম্রগরূপে বাঘগণ পবনের প্রায়।
চলিল শার্দ্দূলগণ হিজুলিভবনে উপনীত হৈল গিয়া নৃপতিসদনে।
ফকিরের বেশ ধরি কালু মহাশয় নৃপতিসাক্ষাত দিয়া হরিণ চালয়
দেখিয়া নৃপতি ম্রগ বড় হরষিত ফকিরের তরে রাজা ডাকিল ত্বরিত
শুনহ ভিক্ষুক ভাই আমার বচন একটি হরিণ দেহ শুন নিবেদন।
নৃপতির কথা শুনি কালু মহাশয় বিশেষ বিত্তান্ত কথা নৃপতিরে কয়।
শুনহ নৃসিংহ রাজা আমার উত্তর জেই দেশে পূজা হয় দক্ষিণ-ঈশ্বর।
সত্য ভাবে শুন রাজা করি নিবেদন হরিণ দিইব পাব কত আমি ধন।
নৃপ বলে ম্রগপ্রিতি দিব এক তংকা এত শুনি কালুরার মনে লাগে শঙ্কা।
ফকির বলেন আগে শুন মহাশয় লক্ষ তঙ্কা জদি মোর ম্রগপ্রিতি হয়।
এতেক শুনিঞা রাজা হৈল কম্পমান নিশাচরে ডাক দিয়া বলে হান হান।
হরিদেব বলে রায় চরণভাবনা বাঘ লৈয়া হিজুলিতে তুমি কর হানা ॥১০॥

॥ ত্রিপদী ॥

দেখিয়া হরিণগণ নৃপ হরষিতমন
সঘনে বলয়ে হান হান
নৃপতির কথা শুনি নিশাচর মনে গুণি
বিপরীত করয়ে মশান।
চমকি ঘনে ঘন করে নিসাব রঞ্জন
ঢাক ঢোল বয়ংক ।বন্তর
কাড়াদার রায়বাঞ্চা মশান করয় আজ্ঞা
হরষিত দক্ষিণ-ঈশ্বর।

ক্রোধে সভে কম্পমান সভে বলে হান হান
বধিবারে অভেক হরিণ
দেখি জত সেনাগণ কালু করে নিবেদন
আর কেন মনে ভাব ভিন।
কালুরায় আজ্ঞা পায়্যা বাঘ হরষিত হৈয়া
রড়ারড়ি করি সভে ধায়
ভদ্রকাল তবে ছোটে[১] লাঙ্গট পেলিয়া পিটে
সমুখেতে আর লাগ পায়।
সমুখে জাহারে পায় অন্তরীকে[২] লৈয়া জায়
খাঁদাদাগা ধায় উভরড়ে
ক্রোধে দেশজোড়া ছোটে[১] লাঙ্গট পেলিয়া পিটে
বধ করে চড়-চাপড়ে।
উগ্রদন্ত মহাবেগে চলে অতিশয় রাগে
পবনবেগেতে ঘোরনাদ
দশন ঝঙ্কারে ঘন বধে জত সেনাগণ
হুহুকার হইল প্রমাদ।
চলে বাগ দাগাবুকা মহাবেগে রক্তমুখা
প্রলয়সময় ঘোর ঘন
ভদ্রকাল উভরড়ে জেন বজ্রাঘাত পড়ে
হরিদেব করিল রচন ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

আর না জাব সই[৩] গ মথুরার হাটে জগপতি জাদবরায় জমুনার ঘাটে ॥

শুনিঞা রায়ের কথা নৃপ কম্পমান অবশিষ্ট জত সেনা বলে হান হান।
নৃপতির কথা সভে শুনিঞা শ্রবণে সমরভিতরে গেল জত সেনাগণে।
অভিরত সমর করয় ঘোরতর শার্দ্দূলে সংহার কৈল জত নিশাচর।
নৃপপুরী ঘন ঘন মহাশব্দে ডাকে শুনিঞা বাঘের শব্দ ধুলা উড়ে মুখে।

---

১ ছোটে ২ অন্তরিক্ষে ৩ সেই

বিষম সমর ঘোর প্রলয় হইল   নৃপতির পুরী অত শাদ্দূলে বেড়িল।
দেখিল ফকির বসি অরুণসমান   নিশাচরে নৃপবর ডাকে সন্নিধান।
আইস আইস সর্বজন না কর সমর   কোন দেব সাঁপ দি[ল] পুরীর ভিতর।
এতেক ভাবিয়া রাজা করয়ে রোদন   ক্ষেত্রপাল করে ধরি করে নিবেদন।
শুন হে নৃসিংহ রাজা আমার উত্তর   কেন বৃথা কর যুদ্ধ শুন নৃপবর।
এক নিবেদন করি জদি লয়ে মন   তব সুতা আমাপ্রিতি করুন বরণ।
বহ্নিতে[১] দিইলে ব্রত জেন বহ্নি[১] জলে   কটুবাক্য শুনি রাজা জলে কোপানলে।
রাজা বলে শুন শুন অবুধ ব্রাহ্মণ   ...   ...   ।
ভগদত্ত নামে রাজা কন্যা ভানুমতী   জোজনেক রাধাচক্র করিল নৃপতি।
তেঁনমত পণ আমি করিনু এখন   তেঁন লক্ষ্যবিন্ধি কন্যা করহ গ্রহণ।
তবে সে জতেক কথা কহিব নিশ্চয়   ভানুমতি-উপাক্ষন শুন মহাশয়।
এতেক শুনিঞা রায় ক্রোধে কম্পমান   কহে রায় কটুবাক্য নৃপসন্নিধান।
শুনহ নৃসিংহ রাজা করি পরিহার   জেই কন্যাটার হৈল দুইটি ভাতার।
কহ প্রভু সেই কথা অপূর্ব কথন   হরিদেব বলে রক্ষ্য ভৈরবনন্দন ॥১২॥

॥ ত্রিপদী ॥

কহ কহ দ্বিজবর   ভানুমতী-স্বয়ম্বর
কহ সেই অপূর্ব কথন
জরাসিন্ধু দিল গুণ   কর্ণ বিঁন্ধে পুনপুন
ভানুমতী করিল বরণ।
সভামধ্যে রাজাপ্রিতি[২]   কম্পমান হৈল অতি
জরাসিন্ধু কর্ণে হৈল রণ
জরাসিন্ধু দিল গুণ   কর্ণ বিন্ধে পুনঃপুন
ভানুমতী লৈল দুর্যোধন[৩]।
তাহার বিধান এই   তোমায় সদনে কই
সাবাস্ত দেখিয়া তিন কয়
শুন রাজা সবিশিন্ধু   বিদুর কৃষ্ণের বন্ধু
জবে গেলা দ্বারিকা নগর।

---

১ বহ্নিতে   ২ -প্রীতি   ৩ দুর্যো-

লক্ষীসনে জহুপতি আছিলা শয়নগতি
সেই ঘরে বিপ্র উপনীত
কৃষ্ণ বলে আইস সখা অধিক পুণ্যেতে[1] দেখা
বিপ্র দেখি উঠিল ত্বরিত।
পদপ্রক্ষালন করি বিপ্রে বসাইল হরি
পদরজ আপন মস্তকে
লক্ষ্মি-পদরজ লৈয়া বড় হরষিত হৈয়া
দোঁহে[2] কথা পরম কৌতুকে।
পূর্ব্বের আছিলা সখা পুণ্যেতে[1] হইল দেখা
খিরখণ্ড করিল ভোজন
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
হরিদেব করিল রচন ॥১৩॥

॥ পয়ার ॥

রাজা বলে শুন বিপ্র আমার উত্তর নিবসয়ে কোন গ্রামে কহ দ্বিজবর।
জদি বা না দেও সত্য নিজ পরিচয় মরিব তোমার আগে কহিলাম নিশ্চয়।
মরিল জতেক সেনা দেহ জিয়াইয়া নতুবা মরিব আমি গরল ভখিয়া।
দেহ মোরে পরিচয় শুনহ ঠাকুর পূজিব তোমার পদ দুঃখ কর দূর।
কহিতে লাগিলা রায় আপনার কথা বিস্তাধর নাম মোর গদাধর পিতা।
জন্মিলাম করাঘাতে রক্ষিল্ব অমর বিশ্বনাথ নাম থুইল দক্ষিণ-ঈশ্বর।
নল রাজার পুরীমধ্যে কৈল্ব মহাঁরণ পুন তাঁরে রাখিলাম দ্বারিকাভুবন।
জয় বিজয় হৈয়া রহে প্রভুর গোচরে আমাসনে কৈল যুদ্ধ প্রভু পীতাম্বরে।
জন্মিলাম দুই ভাই শুন মহাশয় সংসারের সার পিতা দেব মৃত্যুঞ্জয়[3]।
আইলাম তোমাস্থানে ব্রতের কারণে পূজহ আমার পদ সেবা লয় মনে।
এতেক শুনিঞা রাজা বড় হৃষ্টমতি নিশাচরপ্রিতি রাজা কহে শীঘ্রগতি।
শুন অরে নিশাচর আমার উত্তর রত্নময়ে ঝারা ঝারা আনহ সত্বর[4]।
পাত্র বলে শুন রাজা আমার বচন বিশ্বকর্ম্মপ্রিতি তুমি করহ স্মরণ।
পাত্রের বচন শুনি নৃপ হরষিত হরিদেব বিরচিল রায়ের সঙ্গীত ॥১৪॥

---

১ পুর্ন্যেতে ২ দোঁহে ৩ মৃর্ত্ত- ৪ স্বর্ত্তর

॥ পয়ার ॥

রাজা বলে শুন প্রভু নিবেদনবাণী তব পাদপদ্মে আমি দিব পুষ্পপানি।
তোমার মহিমা আমি কি বলিব আর সঙ্কটে দক্ষিণরায় করিলা উদ্ধার।
জদি মোরে কর কৃপা হরের নন্দন জিয়াইয়া দেহ মোরে জত সেনাগণ।
শুনিঞা দক্ষিণরায় রাজার স্তবন চল দিব জত সেনা শুনহ রাজন।
নৃপতিসংহতি গেলা সমরভিতরে জিয়াইলা জত সেনা দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
দেখিয়া জতেক সেনা নৃপ হরষিত চরণে ধরিয়া স্তব করয়ে বিহিত।
পূজার সামিগ্রী জত করয়ে রাজন অজা মেষ আনিইল রায়ের সদন।
রায়ে বলেন শুন রাজা আমার উত্তর করিব আমার পূজা জতেক অমর।
তোমা ছার জাতি নর কি জানিবে মন সংসারে জতেক রাজা না করি গনন।
অবধানে শুন রাজা করি নিবেদন কালকেতুসনে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন।
গধিনীরূপেতে[১] চণ্ডী আনিল ধরিয়া সোলস্তারূপিনী কন্যা হইল বসিয়া।
দেখিয়া ফুল্লরা নারী হইল বিস্মিত[২] কালকেতুস্থানে রামা চলিল তুরিত।
কহিল জতেক কথা স্বামিসন্নিধানে[৩] চণ্ডী তারে ধন দিয়া রাখিল কল্যাণে।
সেবকবৎসলা দেখ জত সুরগণ হরিদেব বলে মক্ষ্য ভৈরবনন্দন ॥১৫॥

॥ ত্রিপদী ॥

ত্রিবিদ্যা প্রভিতি নারী আমার পূজন করি
জিয়াইলাম জত গণে
হস্তিনায় আগমন করিল জে কৃষ্ণার্জুন
জুধিষ্ঠির তবে গেল বনে।
দৈবের নির্বন্ধ তায় খণ্ডন নাহিক জায়
[ধর্মপুত্র ভ্রিমিল বনেতে]
ধর্মসুত জুধিষ্টির রণে বনে অবস্থির
ঘটৎকচ ব্রকোদর হৈতে।
ভ্রমিনু অনেক পল্লী ত্রিগর্ত লাঙ্গর দিল্লি
অবশেষে আইনু হিঙ্গুলি
বুঝিতে তোমার মন কৈনু আমি বিড়ম্বন
সঙ্কটে হইবে কৃতাঞ্জলি।

---
১ গিধিনি- ২ বিস্মিত ৩ স্বামি-

পূজিল আমার পদ দৈত্য-আদি দেব জত
সুর-আদি জতেক ভৈরব
নল-আদি জত রাজা করিল আমার পূজা
কামিক্ষ্যায় হইল উচ্ছব।
তোমা স্থার জাতি নর আমি ত দক্ষিণেশ্বর
কি জানিবে আমার মহিমা
আইলাম তব স্থানে আমা না করিলে জ্ঞানে
ব্রহ্মা বিষ্ণু দিতে নারে সীমা।
এতেক শুনিঞা রাজা করয়ে রায়ের পূজা
হেমবারা গঠিল তখনে
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
হরিদেব ইহ রস ভনে ॥১৬॥

॥ পয়ার ॥

হেমবারা করি রাজা করয়ে পূজন ধূপ দীপ[১] নৈবিজ্ঞাদি নানা আয়জন।
অজা মেষ মহিষ আনিল শত শত কর্পূর তাম্বুল-আদি নৈবিষ্ঠ সব্রত।
হেমঘারা বারা রাজা করিল স্থাপন ধান্ত দূর্বা[২]-আদি অজা কৈল উচ্চর্গন।
নানারঙ্গ গীত নাট করিল রাজন বেদধ্বনি করে জত মুনি রিসিগণ।
অজা মেষ মহিষ বলি দিলেন রাজন মুনিরিসিগণ করে বেদ-অধ্যায়ন।
নানারঙ্গে পূজা করে দক্ষিণ-ঈশ্বর আনন্দিত হৈল বড় জত নৃপবর।
নানারঙ্গ গীত নাটে পূজিল রাজন সঙ্খধ্বনি[৩] করে জত নিতম্বিনিগণ।
নানারঙ্গ গীত নাটে পুরীতে পূর্ণিত হরিদেব বিরচিল রায়ের সঙ্গীত ॥১৭॥

বিসত মান রাগ রাজায়ে সঙ্গিত সানায়ে সিদ্ধি না

নৃপতির ভক্তি দেখি রায় বড় হৈয়া সুখী
কহে জত সবিশেষ কথা
বুঝিনু তোমার জ্ঞান করিল আমার ধ্যান
তুমি পাত্র নাহিক অন্তথা।

১ দিপ ২ দুর্ব্বা ৩ -ধনি

থাক তুমি পাত্র হৈয়া চিরকাল রহ জিয়া
আজি নাম হৈল রূপরায়
করিলে মঙ্গলেঃ ধ্বনি পূজিলে চরণখানি
ব্রতকথা তোমার সভায়।
পূজিলে আমার পদ অজা মেষ কৈলে বধ
কহ মোরে ব্রতের কথন
রাজা বলে শুন প্রভু নিবেদন করি এহু
চল তুমি দক্ষিণ-পাটন।
শার্দ্দূল করিয়া বেষ চলহ দক্ষিণদেশ
জাও তুমি অমরভুবনে
নানা দেশ নদ নদী এড়াইয়া জাও জদি
পূজা লও মদনোসদনে।
কত জত নায়া বন্দি কহ গিয়া উপসন্ধি
অসয়ে হইব বিপরীত
পাত্র করি নৃপবরে চলিলা দক্ষিণেশ্বরে
হরিদেব গাইল সঙ্গীত॥

॥ নবম পালা সমাপ্ত ॥

॥ শ্রীহরিদেবস্য শর্মণস্ত[1] । শ্রীরাম ৭৯ক][2]

---

১ শৰ্ম্মণঃ   ২ আলোকচিত্রে কবির স্বাক্ষর দ্রষ্টব্য।

স্বহস্তলিখিত পুঁথিতে গ্রন্থকারের স্বাক্ষর

[হরিদেবের রায়মঙ্গল, পৃষ্ঠা ১৩৮

বৃষপর চড়ি হর ব্যাঘ্রছড়ি কটিপর
শিঙ্গা ডুম্বুর ঘন বাজে করে
ভূতনাথ জোড়হাথ কথো ভূত করি সাথ
ফণি-মুনি জটাধর শিরে।
জটধর পটপর বৃষপর চড়ি হর
কমণ্ডলু ধরন কররে[1]
শিরে জট্ট[2] করি ঘট্ট মুখে অট্ট কথ নট্ট
হাস্যমুখে হর কয়ে।
শিরে গঙ্গ কথ রঙ্গ কথ অঙ্গ কথ ভঙ্গ
বৃষপর ত্রিশূল করে ধরে
ভস্মগায় হর জায় কথ ভূত সাথে জায়
চিত্রবতী জথা স্তব করে।
কেন গোপি আয়া সপি[3] কথ রূপি কথ চুপি
কহ গোপি কি চাহ তুমি
বরদাত ভূতনাথ জোড়হাথ উৎপাত[4]
ধেহুহেতু স্তব করি আমি।
পুর আশ কৃত্তিবাস তব পাশ অভিলাষ
কর পূর্ণ আমার বাসনা
বর দিতে জোড়হাথে অচিরাতে ভূতনাথে
হরিদেব করিল রচনা॥

॥ পিঙ্গল সাঙ্গ ॥

॥ পয়ার ॥

আইস বাছা রাম জহুমুনি তোমা না দেখিয়া মর্য়াছিনু আমি।
মর্য়াছিনু অভাগী জননী।
তোমা না দেখিয়া স্থির নহে হিয়া
আইস তোমা করি কোলে
তোমার বিহনে জনক ভুবনে
হাপুতি জননে বলে।

---

১ ধররে ২ উট্ট ৩ স্থপি ৪ উত্তাৎ

অপুত্রক জনে না করে গমনে
বিফলে সংসারে জীয়ে
পুত্রহীন জন বিফলে জীবন
দ্বিজ হরিদেব কয়ে ॥

॥ পয়ার ॥

আজু বড় বৃন্দাবনে আনন্দ শুনিল কর্ণে
গোপীসনে নন্দের নন্দন
জত গোপী তারাবতী সভে হৈয়া হৃষ্টমতি
[নন্দনন্দনে] করেন রমণ।
সভে গেল বৃন্দাবনে কেহ ছিল নিকেতনে
কেহ ছিল পতির শয়নে
ভোজন শয়নে জায় [গোবিন্দের পদধ্যায়]
একে একে গেলা গোপিগণে।
আর গোপী হরষিতে বসিয়া স্বামীর ভিতে
কহে কিছু বিনয় করিয়া
আমারে ছাড়িয়া দেহ জদি পত্নিমুখ চাহ
প্রাণ তেজি কৃষ্ণ স্মঙরিয়া।
না দিল ছাড়িয়া পতি শরিঃত্যাগ কৈল সতী
বিষ্ণুলোকে দিল দরশন
শ্রীকৃষ্ণচরণ-সার বৃন্দাবনে অবতার
হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন ॥

॥ বিষ্ণুপদি ॥

॥ পয়ার ॥

পাত্রের বচন শুনি রায় মহাশয় সংহতি মেষের পাল দক্ষিণে চলয়।
মহাদেশ নদ নদী জত পুণ্যস্থান জগাতির স্থানে রায় হৈল অধিষ্ঠান।
মহাদানি বলে শুন আমার বচন দান দিয়া জথা তথা কর আগমন।
এতেক শুনিঞা রায় করিলা উত্তর ব্রাহ্মণের দান নাঞি লয়ে নৃপবর।
এতেক শুনিঞা তবে জগাতি কহিল মহাভারথের কথা ভাষায়ে[1] পড়িল।

১ ভাসায়ে

শুন শুন অহে দ্বিজ ভারথকথন   জমুনার ঘাটে দানি নন্দের নন্দন।
চিরকাল জাইত গোপী মথুরার হাটে   জগাতি জাদবরায় জমুনার ঘাটে।
সেই দিন গোপিগণ নাঞি দিল দান   সকলে মারিয়া কৃষ্ণ দধি দুগ্ধ খান।
নন্দের শালাজ্জ[১] তথা আয়ানের[২] স্ত্রী   মামিরে দেখিয়া কৃষ্ণ করেন চাতুরি।
মামীর সহিত কৃষ্ণ করিল রমণ   ভয় পায়্যা বড়াই বুড়ি কহিল তখন।
চিরকাল জাই মোরা মথুরার হাটে   কোনকালে শুনি নাঞি দানি এই ঘাটে।
ইবে জদি নন্দসুত তুমি হৈলে দানি   আর না আনিব মোরা দধি দুগ্ধ সুনি।
এতেক বলিয়া গেল কংসের গোচরে   হরিদেবে কৃপা কর দক্ষিণ-ঈশ্বরে ॥১॥

॥ ত্রিপদী ॥

বিপ্র বলে শুন দানি   জতেক পুরাণখানি
সংসারেতে রাখিতে ঘোষণা
মহাভারথের কথা   অম্রতসমান গাথা
গোপিসনে করিতে ছলনা।
অধমতারণ হরি   কলুষনাশন করি
উদ্ধার করিতে জগজনে
অপারমহিমা হরি   জার গুণসীমা নারি
রমণ করিল গোপিসনে।
বধিতে অসুর কংসে   জন্মিল দৈবকি-অংশে
শকট ভাঙ্গিল নন্দঘরে
নারদ গেলেন তথা   কংস নরপতি জথা
ধনুর্জজ্ঞ কৈল তথাকারে।
হস্তী হয় আদি জত   দুয়ারি রাখিল শত
অক্রুর[৩] পাঠাইল তাঁরে লৈতে
কৃষ্ণপদ দেখি পথে   অক্রুর[৩] কাঁদেন রথে
তথা লৈয়া গেলা নন্দসুতে।
বধিয়া কংসের দূত   হৈয়া কৃষ্ণ হরষিত
কংস নিপাতিল পদাঘাতে

১ সালাজ্জ   ২ রায়ানের   ৩ অক্রূঃ

দৈবকীনন্দন হরি অরিকায় স্থিতি করি
উড়ুদ্রা বসিল জগমাঝে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা করিল বিষ্ণুর পূজা
স্থাপ্য কৈল প্রভু নারায়ণ
দক্ষিণে জলধিকূলে অক্ষয়বটের মূলে
নাম হৈল দৃবির[1]-ভুবন।
জগন্নাথক্ষেত্র হৈয়া জলধিকূলেতে গিয়া
উড়ুআর না করে বিচার
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে আর সভে অন্ন কিন্না খায়
জগন্নাথক্ষেত্র একাকার।
শুনহ জগাতি তুমি সংক্ষেপে কহিনু আমি
শুন জত ভারথকথন
রায়ের চরণ সার ইহা বিনে নাঞি আর
হরিদেব করিল রচন ॥২॥

॥ পয়ার ॥

এতেক বলিল জদি রায় মহাশয় জগাতির তরে রায় কহেন বিনয়।
কৃষ্ণ-উপাক্ষন জদি দিলে হে জগাতি অনন্তমহিমা প্রভু রাখিলা খিয়াতি।
আমারে ছাড়িয়া দেহ শুন নিবেদন নতুবা আমার স্থানে তেজিবে জীবন।
ব্রাহ্মণের ঠাই দান নাঞি নৃপবরে মোর ঠাই দান লবো মরিবার তরে।
এতেক শুনিঞা কম্পমান হৈল মনে জগাতি বধের রায় দৈলা কাষগণে।
চিল্যা-বাঘ উড়্যাপাকে বধিল জগাতি চলিলা দক্ষিণদেশে পার্ষদসংহতি।
জত জত পুণ্যস্থলে[2] গেলা এড়াইয়া সমুদ্রতটেতে রায় উত্তরিল গিয়া।
মেষসঙ্গে মহাপ্রভু বসি সিন্ধুতটে দৈবের কারণে তথা তরী নাঞি ঘাটে[3]।
দণ্ড দুই বসিয়া আছেন সেইস্থানে বাহিয়া চলিল তরী দৈবের ঘটনে।
বিশেষ বিত্যান্তে রায় ডাকে ঘন ঘন পুন ফিরি বায়্যা আইল রায়ের সদন।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ নায়্যা কৈল পরিহার করপুটে পুন নায়্যা হৈল নমস্কার।
ধীবর দেখিয়া রায় কৈল বিজ্ঞাপন পার করি দেহ মোরে শুনহ বচন।
এতেক শুনিঞা নায়্যা করে নিবেদন পার করি দিব আমি পাব কত ধন।

---

১ দ্রিবির ২ পুর্হ্য- ৩ ঘটে

রায় বলে শুন নায়্যা আমার উত্তর   ব্রাহ্মণের কড়ি ঠাঞি লয়ে নৃপবর।
ব্রাহ্মণের ঠাঞি কড়ি চাহ কি কারণে   ভাগবতপুরাণ-কথা শুনহ শ্রবণে।
তোমার জন্মের কথা শুন মন দিয়া   সংক্ষেপে কহিব কিছু তাহা বিবরিয়া।
হরিদেব বলে সার রায়ের চরণে   মীনগন্ধা[১]-উপাখ্যান শুন সর্বজনে॥৩॥

॥ ত্রিপদী ॥

মহামুনি পরাশর   পার হৈতে সিন্ধুবর
পথে দেখা মীনগন্ধাসনে
মীনগন্ধ তার গায়   ভয় পায়্যা মুনিরায়
যোজনগন্ধা করিলা তখনে।
পদ্মগন্ধা করি তায়   ভজিলেন মুনিরায়
দিবসে তিমির[২] কৈল তথা
দিবসে কুজ্ঝটি করি   ভজিলেন [গন্ধা নারী]
কৈবর্তের জন্ম আত্তকথা।
ইহা করি মুনিজন   পুন গেলা নিকেতন
পদ্মগন্ধা হৈল সেই সতী
পশ্চাতে মুনিজন   মীনগন্ধা উপাখ্যান
ভজিবারে গেলা গন্ধাবতী।
গঙ্গাহত হৈয়া মুনি   মীনগন্ধাকথা শুনি
গেলা মুনি ধীবরসদনে
গান্ধারীর শত[৩] সুত   তাহা মুনি হৈল হত
কহে মুনি মধুর বচনে।
শান্তনু ভজিল তায়   ভীষ্মেরে[৪] লাগিল ভয়
ভীষ্মে[৪] নিষেধিল বিভা দিতে
শান্তনু নিপাত হৈল   তবে গঙ্গাসুত হৈল
ভীষ্মমাত্র[৪] রহিল বংশেতে।
তবে মীনগন্ধা সতী   নিবেদি[দ ভীষ্ম]প্রতি
ধ্রাতাপত্নী করিতে ভজন

১ মিনগান্ধা   ২ তিমির   ৩ সতো   ৪ ভিষ্মের

ধৃতরাষ্ট তাহে হৈল পাণ্ডবের জন্ম কৈল
হরিদেব করিল রচন ॥৪॥

॥ পয়ার ॥

এতেক শুনিঞা নায়্যা করে নিবেদন সত্যভাবে কহ দ্বিজ তুমি কোন জন।
কহিতে লাগিলা রায় মধুর বচনে আমার বচন নায়্যা শুন সাবধানে।
জন্মিলাম করাঘাতে রক্ষিচু অমর কৃত্তিবাস নাম থুইল দক্ষিণ-ঈশ্বর।
বলিভদ্র রাজা-আদি করিল পূজন মদনের স্থানে জাই পূজার কারণ।
এতেক শুনিঞা কিছু কহেন ধীবর আমার বচন শুন দক্ষিণ-ঈশ্বর।
কহিলেন জত কথা ধীবরসদনে এতেক শুনিঞা রায় আনন্দবিধানে।
শুন শুন অহে নায়্যা আমার উত্তর কালুরায় সহোদর পিতা গঙ্গাধর।
ত্রিদশের[১] সার পিতা অধমতারণ মহেশ করেন দেখ সৃষ্টির পালন।
এতেক শুনিঞা নায়্যা হরষিতমন তব পাদপদ্মপূজা করিব এখন।
এতেক শুনিঞা নায়্যা চরণে ধরিল অজা মেষ মহিষ তথা আনিতে লাগিল।
রায়ের পূজন নায়্যা করে সাবধানে আনিইল সর্ব দিব্য রায়বিদ্যমানে।
বিবিধবিধানে করে রায়ের পূজন নৃপতির দূত জত কৈল আগমন।
হেমঘট আবাহন করিল ধীবর একমনে পূজা করে দক্ষিণ-ঈশ্বর।
কর্পূর তাম্বুল-আদি জত দিব্য ছিল একে একে সর্ব দিব্য একেত্রে করিল।
বিবিধবিধানে পূজা করয়ে ঈশ্বর সেইস্থান দিয়া জায় নৃপ-অনুচর।
দেখিইল সর্ব দিব্য নৃপতির সেনা বিবিধবিধানে দুহে তথা করে হানা।
তোবা তোবা করে জত নৃপতির সেনা হরিদেব বলে রায়ের চরণ-ভাবনা ॥৫॥

॥ ত্রিপদী ॥

তোবা তোবা করে জত আল্লা-স্মরণ তত
করেপুটে পুছে পুন বাত
লক্ষ লক্ষ[২] পীর জায় অসংক্ষ্যা পীরাণী[৩] তায়
তার তরে করো জোড়হাথ।
নায়্যা রে হিঁদুর ভূত কেন পূজ্যা মর
কোরাণে কাজির পাশ হেলাহি মাহাম্মদ-দাস
পূজা কর একদিল ঈশ্বর

১ ত্রিদোশের ২ লক্ষ- ৩ পিরান্নি

খাইল নৈবিদ্য জত আর জত উপব্রত
আর খাইল ব্রত শর্করা
খাইল জত উপকর্ণ[1] হরষিত হৈয়া মন
রুধির দেখিল সরাভরা।
তোবা তোবা কর‍্যা জায় স্বগুরে আল্লায়
বকরি দেখিল ঘন কাটি
অম্রত করিল পান দধি দুগ্ধ জত খান
কর্পূর দেখিল ভরা টাটি।
হাথে মুগুরিয়া লাটি দুগ্ধ খায়্যা ভাঙ্গে বাটি
খাইল জতেক উপকর্ণ[1]
জথায় মদনস্থান তথা কৈল আগুআন
হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন ॥৬॥

॥ পয়ার ॥

নৃপতির স্থানে গেল জত নিশাচর নৃপতির স্থানে জত কহেন সত্তর।
আমার বচন শুন জগত-ঈশ্বর বন্দী করি রাখ তুমি জতেক ধীবর।
কাহার পূজন করে বোকা দিল বলি করপুটে জত নায়্যা হৈল কৃতাঞ্জলি।
এতেক শুনিঞা কটু হইল রাজন ধীবর লইতে পাঠাইল সেনাগণ।
ওথা নানা উপহারে পূজে রায়পদ অজা মেষ বলি দিয়া হৈল পরিশ্ছেদ।
কর্পূর তাম্বুল পুন আনিইল জত নৈবিদ্যের উপকর্ণ[1] কহিইব কত।
পুন নায়্যা পূজা করে রায়ের চরণ দেখিয়া নায়্যার ভক্তি হরষিত মন।
আরাধিয়া নায়্যাগণ কহিল বিস্তর করপুটে নায়্যাগণ পূজিল ঈশ্বর।
করপুটে নায়্যাগণ করয়ে স্তবন নৃপতির দূত জত কৈল আগমন।
রায়ের চরণে ধরি নায়্যা করে স্তব সভার প্রধান তুমি অতুলবৈভব।
তোমার পূজন আমি কৈনু হরষিতে সেবকের প্রিতি জদি হও বরদিতে।
রায় বলে শুন নায়্যা আমার বচন কালকেতুর তরে চণ্ডী দিয়াছিল ধন।
ধন দিলে ধনবাদে বধিবে রাজন কালকেতুর তরে রাজা করিল নিধন।
কলিঙ্গরাজারে চণ্ডী কৈল বিড়ম্বন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥৭॥

১ উপকর্ম'

॥ ত্রিপদী ॥

নৃপতির দূতগণ সভে কৈল আগমন
ধরিবারে জতেক ধীবর
নৃপদুতগণ জায় চিন্তেন দক্ষিণরায়
সারোদ্ধার করিল সত্তর।
কটিদেশে জমধার করে ঢাল তরআর
শিরপর লাল পাগড়ি
মার মার করি জায় জেন হুতাশনপ্রায়
করে লৈয়া মুগুরিয়া বাড়ি।
ছুঁঞিলে জবনজাতি ভুবনে কুজশ খ্যাতি
মনে ভাবে দক্ষিণের পতি
মনেতে ভাবিলা রায় শার্দ্দুল স্থজিলা গায়
শত বাঘ হৈল শীঘ্রগতি।
আতব তণ্ডুল জত ভ্রমূল হইল শত
রম্ভা হৈল জতেক প্রবনা
হুমাবাঘ লাকে লাক আলুম আলুম ডাক
ভদ্রকাল তথা দিল হানা।
কর্পূর তাম্বূল কোথা সকল হইল বোল্‌তা
প্রণমিল রায়ের চরণে
সভে দিল উড্‌পাক আলুম আলুম ডাক
সকলে প্রবেশ কৈল রণে।
আজ্ঞা পায়্যা বাঘগণ সভে কৈল আগমন
রড়ারড়ি উভরড়ে ধায়
লকলকি আগে ছোটে[1] লাঙ্গট পেলিয়া পিটে
পবনের বেগে তথা জায়।
হীরামুখী জায় আগে চলে অতিশয় রাগে
জথায় নৃপতিসেনাগণ
বসিয়া জবনশিরে ক্রমূল কাঁমড়ে বীরে
বাঘে সভে করোয় ভক্ষণ।

---

১ ছোটে

যেখানে ফুটায় হুল পুড়্যা জায় আগচুল
শিরম পাগড়ি পেলে দূরে
সভে বলে হায় হায় রক্ষ্য রক্ষ্য আল্লায়
রক্ষ্যা কর মাহ্ম্মদ-ঠাকুরে।
কেহ বা পলায় ভয়ে আতজিয়া কেহ মরে
ভক্ষিলেক জত সেনাগণ
পলাইল একজন পুন গেল নিকেতন
কহে কথা নৃপতিসদন।
বাঘগণ লাকে লাকে আলুম আলুম ডাকে
খাইল জতেক সেনাগণে
রায়ের চরণ সার দূত পাঠায় পুনর্বার
হরিদেব ইহ রস ভনে ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

এতেক দেখিয়া নায়্যা বড় হরষিত চরণে ধরিয়া স্তব করিল বিহিত।
আমরা[১] ছার নরজাতি কি জানি মহিমা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দিতে নারে সীমা।
অনন্তমহিমা হরি গুণের সাগর রক্ষিলে দক্ষিণেশ্বর জতেক অমর।
আপনার গুণে রক্ষ্যা করিলে আমায় সর্বদা সঙ্কটে সদা হবে বরদায়।
আমার বিপদকালে করিবে উদ্ধার বুঝিলাম তোমা বিনে কেবা আছে আর।
ধীবরেরে বর দিয়া দক্ষিণের পতি কৈলাসশিখরে রায় গেলা শীঘ্রগতি।
ওথায় নৃপের সেনা করি[ল] গমন ধরিবারে জায় তবে জত নায়্যাগণ।
ঢাল তরআর আর ছোরা জমধার ধরিতে জতেক নায়্যা কৈল আগুসার।
হারুংচুয়া সায়া আর জত সেনাগণ আগে গিয়া ধীবরেরে করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি লৈয়া গেল নৃপতিগোচরে নৃপ বলে বন্দী[২] লৈয়া রাখ কারাগারে।
দ্বাদশ বৎসর বন্দী রাখ কারাগারে পরীক্ষ্যাতে এই জদি পার হৈতে পারে।
বিচার করিয়া পুন করিব খালাস এতেক বলিয়া নৃপ করিল আশ্বাস।
রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভনে উদ্ধার হইবে নায়্যা রায়ের স্মরণে ॥৯॥

১ আমার ২ বন্দি

॥ পয়ার ॥

কাঁন্দে শচী গোরার মুখ চায়্যা
তোমার বিহনে মরিব জীবনে
না জাইয় মাএর মাথা খায়্যা।

এইরূপে কারাগারে বন্দী হৈল নায়্যা রাত্রি দিনে রায়পদ ভাবয়ে বসিয়া।
তোমার সেবক হৈয়া রহিলাম বন্দী পুন নৃপতির স্থানে কহ উপসন্ধি।
এবার সঙ্কটে মোর কর প্রীতিকার সেবকের প্রতি রায় করহ উদ্ধার।
জন্মিইলা হরবীর্যে দক্ষিণ-ঈশ্বর আপনার গুণে রক্ষ্যা করিলে অমর।
তুমি ত্রিদশের[1] সার অর্ধ-অঙ্গ নারী অসীম মহিমাগুণ কে কহিতে পারি।
জেমতে করিলে রক্ষ্যা প্রীবিদ্যার পুরী আমার উদ্ধার কর অসীম মুরারি।
তোমার চরণ সার কিবল ভরসা দৈবের ঘটনে মোর হৈল হেন দশা।
এতেক স্তবন জদি করিল ধীবর রায়ের আসন তথা টলিল সত্তর।
আসন টলিল রায় ভাবে মনে মন কোথায়ে সেবক মোর করিল স্মরণ।
এতেক ভাবিয়া প্রভু করে খড়ি নিলা স্বর্গ মর্ত রসাতল সকলি গণিলা।
গণিঞা ভুবনে রায় না পাইলা সার অবশেষে জসর গণিলা সারোদ্ধার।
গণিতে জসর দেশে খড়ি আগে ধায় হরিদেব বিরচিল রায়ের কৃপায় ॥১০॥

॥ ত্রিপদী ॥

চলিলা দক্ষিণ দেশ সংহতি করিলা মেঘ
আগমন জসরভুবনে
মেঘগণ আগে ধায় জেন হুতাশনপ্রায়
কহে রায় মধুর বচনে।
আমার বচন শুন জতেক শার্দ্দূলগণ
অন্ত সভে বনে কর স্থিতি
সোলস্তারূপিনী হৈয়া নৃপতিসদনে গিয়া
তথা অন্ত হব উপনিতি।
এতেক বলিয়া রায় শার্দ্দূল আশ্বাসে জায়
জসরে হইলা উপনীত

---

১ ত্রিদোসের

বসিয়া নৃপতিপাশে কহেন মধুর ভাবে[1]
অর্ধদারাপুরুষ তুরিত।
অর্ধদারা রূপ হৈয়া নৃপতিসদনে গিয়া
কহিতে লাগিলা সলজ্জিতে
এক ভিক্ষ্যা দেহ ভাই নিবেদন তব ঠাঞি
আইলাম তোমার বিদিতে।
নায়্যা মোরে দেহ দান তুমি বড় ভাগ্যবান
দানে দাতা কর্ণের[2] সমান
শুনিঞা অন্যের স্থানে আইলাম তব বিত্তমানে
ধীবর আমারে দেহ দান।
শুনিঞা তাহার বাণী নৃপবর মনে মানি
কহে কিছু বিনয়-উত্তর
কাহার নন্দিনী তুমি বট অতি সীমন্তিনী
কোন দেশে কহ তব ঘর।
কহিতে লাগিল মাতা সলজ্জিত ভাবে[1] কথা
কহে কথা নৃপতিসদনে
দ্বিজ হরিদেব কয় দেহ নিজ পরিচয়
গ্রামবর্গে রক্ষিবা আপনে ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

আজু বড় শুভদিন হৈল সীতাসঙ্গে রঘুনাথ নিজদেশে আইল।
দেখিতে রামের মুখ আইল অত লোক কৌশল্যার এতদিনে নিবরিল শোক।
পুত্র কোলে করি রানী করেন রোদন তুমি বনে গেলে রাজা তেজিল জীবন।
তুমি গেলা বনবাসে ভরথ-অধীন তোমা লাগি কাঁন্দিয়া মরিতাম সারা দিন।
প্রণমিল[3] সীতা সতী জোড় করি হাথ হরিদেব বলে কৃপা কর রঘুনাথ।

কহিতে লাগিলা রায় মধুর বচনে পিতা গঙ্গাধর মোর বিধির লিখনে।
স্বামীরা ঘোষাল বটে আমি একাকিনী স্বামীর যন্ত্রণা বড় সাত সতিনী।
নারিনু সহিতে আমি সতীনের জ্বালা তৈল বিনে কেশ জটা কর্ণে লাগে তালা।

---

১ ভাসে ২ কর্ণের ৩ প্রনোমিল

কাস্তপে বাপেরা বটে স্বামীরা ঘোষাল   সাতসতিনের ঘর বড়ই জঞ্জাল।
হইলাম একাকিনী হরের তনয়া   রহিব তোমার দেশে জদি কর দয়া।
এতেক শুনিঞা রাজা ভাবে মনে মন   পরম সুন্দরী তুমি নহলিজৌবন।
কেমনে রাখিব আমি অন্ততা জে দারা   জখন করিব তত্ত তোমার স্বামীরা।
তবে জদি তব সঙ্গে হয় দরশন   তবে মিথ্যা আমাপ্রিতি করিব গঞ্জন।
এতেক শুনিঞা রায়ে করেন উত্তর   আমার বচন শুন জসর-ঈশ্বর।
মোর তত্ত করিইতে নাঞি ত্রিভুবনে   সর্ব দায় এড়াইল আমার বিহনে।
জদি মোরে কৃপা কর জসর-ঈশ্বর   আমাপ্রিতি দান তুমি করহ ধীবর।
এ বোল শুনিঞা রাজা ক্রোধে কম্পমান   হেন বাক্য না কহিও আমাসন্নিধান।
এতেক শুনিঞা রামা শুকমান হৈল   তখন নৃপতির স্থানে বিনয় কইল।
শুনহ জসর-রাজা করি পরিহার   না জানিহু কোন সুখ কেমন শৃঙ্গার[১]।
রাজা বলে শুন নারী আমার জে কথা   কিবা সুরনারী তুমি কহ না সর্বতা।
কহিতে লাগিলা রায় মধুর বচনে   হরিদেব বলে প্রভু রক্ষ্য রণে বনে॥১২॥

॥ পয়ার[২] ॥

জসদা বলেন বাছা শুন মোর বাণী   ঘরে ঘরে চুরি কয়্যা কেন খাও ননি।
এতেক গোপের মায়্যা দেয় গালাগালি   তেঁঞি পুন নিবেধিয়া তোমাপ্রিতি বলি।
সোনার লাটিন দিব কনক পাছনি   উরে বসি খাও তুমি দধি দুগ্ধ ননি।
অন্যের বাটিতে জাও তুমি ননি খাইতে গোপনারী পথে আইসে গাল্যাইতে গাল্যাইতে।
নারিব সহিতে আমি গোয়ালার গালি   করপুটে তোমাস্থানে হৈহু কৃতাঞ্জলি।
সকল আছয়ে মোর দধির পসার   তব পিতা ঘরে আইলে ভয় ত তোমার।
আর না খাইয় রে বাছা দধি দুগ্ধ ননি   আমার বচন শুন রাম জদুমণি।
হরিদেব কহে রানি বালক তোমার   জন্মিলা দৈবকী-অংশে সংসারের সার॥

নৃপতির কথা শুনি   রায়মনি বলে বাণী
শুন শুন জসর-ঈশ্বর
একসঙ্গে তুমি থাক   জদবি আ[মারে] রাখ
আমাপ্রিতি দেহ না ধীবর।

---

১ শৃঙ্গার   ২ ত্রপদি

শুনিঞা কন্যার কথা নৃপতি পাইল ব্যাথা
কোপানলে মহাপাত্র [জলে]
আমার বচনে থাক এই নারী যদি রাক
বিপদ ঘটিব সভে বলে।
দেখি অতি মনোহর[1] রূপে দি[বাকর]কর
দীপ্ত অতি দিননাথসমা
রূপে স্বর্গ-বিদ্যাধরী কিবা নৃপতির নারী
অপ্‌ছরি গান্ধারি কি [রমা]।
কিবা শঙ্করের সতী কিবা মদনের রতি
কিবা হয় লক্ষ্মী সরস্বতী[2]।
কিবা উষা[3] সত্যভামা কিবা [নারী তি]লর্ত্তমা
[কিবা সে রম্ভা অরুন্ধতী]।
কিবা কামচরি হরি কিবা আইল নিশাচরী
কামরূপে করিতে ভ[ণ্ডনা]
তারা হীরা সাধি মাধি কিবা লক্ষ্মী আইল বিধি
কিবা হয় জলদা জমুনা।
রুক্মিণী[4] রুহিনি সতী [কিবা লক্ষ্মী স]রস্বতী
শুন সভে আমার বচন
আমার বচন শুন কেহ না করিও ভুন
চল যাতা নিজ নিকেতন।
[রাজার বচ]ন শুনি মহাপ্রভু মনে গুনি
পুনরায় গেলা নিকেতন
তথা রায় মনে মনে বসি কালুরায়সনে
কহে প্রভু মধুর বচন।
কালুরায় বলে বাণী শুন প্রভু গুণমণি
বিপ্ররূপে জাও তথাকারে
হরিদেব কহে সার ভবসিন্ধু কর পার
তুমি কর সভার উদ্ধারে ॥১৩॥

---

১ মোনহর ২ ষরসতিঃ ৩ উসা ৪ রুক্মিঃ

॥ পয়ার ॥

কালুরায় কথা শুনি রায় মহাশয় হইলেন বিপ্ররূপ শিবের তনয়।
শরীর হইল জেন কমলের দল আসাবাড়ি করি করে অতি সুকোমল[১]।
চলিল দক্ষিণরায় মরালগমনে উপনীত হৈলা গিয়া অমরভুবনে।
অমরভুবনে রায় হৈলা উপনীত নৃপসন্নিধানে রায় গেলেন ত্বরিত।
বিপ্র দেখি সর্ব জন হৈল নমস্কার বসিবারে দিলা অগ্রে আসন ত্রস্কার।
কহিতে লাগিল পাত্র মধুর উত্তর কহ শুনি দ্বি[জমুনি কো]ন দেশে ঘর।
কহিতে লাগিলা রায় অগ্রভবাখানে আমার বচন সভে শুন সাবধানে।
[এথা] আছে নিজপত্নী তোমার ভুবনে রাখিলে অমররাজা নিজ নিকেতনে।
আপন ভালাই চাহ [কিস্যা] দেহ তাকে নতুবা অমররাজা মজিলা বিপাকে।
আমি ত জঙ্গলরাজা দক্ষিণ-ঈশ্বর [আমার] সেবক বটে হয়ে ত ধীবর।
ধীবর ছাড়িয়া দেহ শুনহ রাজন নতুবা আমার স্থানে তেজিবে [জীবন]।
এতেক তর্জন কৈল দক্ষিণ-ঈশ্বর হরিদেব বলে রক্ষ্য কাতর কিঙ্কর ॥১৪॥

[॥ ত্রিপদী ॥]

ব্রাহ্মণের কথা শুনি পাত্র মিত্র মনে গুণি
সভে বলে শুন হে গোসাঞি
[আমার বচন] শুন তুমি না করিয় দুন
তব পত্নী নাহিক এথাই।
শুনিঞা পাত্রের কথা রায়মনি পায়্যা [ব্যথা
কহে] কিছু মধুর উত্তর
আমার বচন ধর সভে অবধান কর
আমাপ্রিতি দেহ না ধীবর।
এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধে বলে নিজ ভার্যা[২]
ভণ্ডকথা কহ ত ব্রাহ্মণ
কোথাকার দক্ষিণরায় কোন জন জানে তায়
[আমা]প্রিতি করহ তজন।

১ সুকমল ২ ভাজ্যা

এতেক শুনিঞা রায় জলে হুতাশনপ্রায়
ক্রোধে গেলা শিবের সাক্ষ্যাতে
[শুন] দেব বিশ্বনাথ তুমি মোর নিজ তাত
তোমানিন্দ্যা করিল সভাতে।
এত শুনি বিশ্বনাথ ভালে [করে] করাঘাত
ক্রোধে ডাকে জত দানাগণ
শিবের আদেশ পায়্যা দানা হরষিত হৈয়া
রক্তমুখ [ঘোর] দরশন।
পঞ্চমুখা কুতুহলে দানব পিচাশ চলে
মড়াকাঠ সঙ্গে লৈয়া ধায়
ভুত গায় মাখে ধুলা সর্বগায় জটাগুলা
কেহ মড়া কাঁন্ধে লৈয়া জায়।
কালীপ্রিতি ডাক দিল শ্মশান[১]-জাগিয়া ছিল
চলে কালী লৈয়া দানাগণ
তোমার চরণ সার অবুধের করে পার
জসরে করহ আগমন ॥১৫॥

লৈয়া জত দানাগণ রায় মহাশয় অরুণলোচন করি অধর কাঁপয়।
শাদ্দূর্লবাহনে রায় কৈল আগমন উপনীত হৈল গিয়া জসরভুবন।
কামান কৃপাণ ভুজে লৈয়া খরশান জসরভুবনে গিয়া করিল চাপান।
জেখানে নৃপতিসেনা বৈসে সর্বজন তথাকারে গিয়া রায় দিলা দরশন।
কোপে আজ্ঞা দিল রায় বধ সেনাগণ অন্তরীক্ষে[২] নরমুণ্ড ছিঁড়ে সর্বজন।
দানব পিচাশ কৈল মুখে অগ্নিবৃষ্টি জসরভুবনে দানা কৈল ঘোরদৃষ্টি।
লাফ দিয়া বাঘগণ কৈল আগুআন নখাঘাতে বধিলেক জত সেনাপ্রাণ।
জসরেতে বাঘগণ করে মহাডাক রক্তমুখা দেশজোড়া চলে [লাখে] লাখ।
আলুম আলুম বাঘ ঘন ঘন ডাকে জসর-ঈশ্বর অস্ত মজিল বিপাকে।
জথায় ধীবরে রাজা করিয়াছে বন্দী তথা জত দানাগণ না পাইল সন্ধি।
পাত্রমিত্রগণ প্রজা বধে সর্বজন পলায়ে কুঠারি বাঁধি জসররাজন।

১ সসান ২ অন্তঃরিক্ষে

শার্দ্দূলবাহনে রায় ছিলা জথাকারে   কুঠারি গলায় [রাজা আইল] মরিবারে।
অনাথের নাথ তুমি অধমতারণ   অত্তবধি হৈনু আমি তোমার নন্দন।
জদি নাঞি কর রক্ষ্যা জত সেনাগণ   নতুবা তোমার স্থানে তেজিব জীবন।
রায় বলে শুন রাজা আমার উত্তর   অহঙ্কৃত বট তুমি জসর-ঈশ্বর।
শুন শুন মহারাজা আমার বচন   ধীবর আমার প্রিতি কর সমর্পণ।
এতেক শুনিঞা রাজা কহেন বিনয়   জে কথা কহিলে প্রভু সর্বতা নিশ্চয়।
হরিদেব বলে রক্ষ্য সেবকবৎসল   জসর-ঈশ্বরে রায় করহ কুশল ॥১৬॥

॥ পয়ার ॥

রাজার স্তবন শুনি দক্ষিণ-ঈশ্বর   শুনহ জসররাজা আমার উত্তর।
আইলাম তোমাস্থানে দারারূপ হৈয়া   কামের ব্যাকুল তুমি আমারে দেখিয়া
তার পরে আইনু আমি হইয়া ব্রাহ্মণ   না চিনিলে মোর তরে করিলে গঞ্জন।
এতেক শুনিঞা রাজা করে পরিহার   জানিলাম তোমা বিনে কেবা আছে আর।
এতদিনে জানিলাম হরতনূদ্ভব   অভাজন নরজাতি কি করিব স্তব।
জন্মিইলা করাঘাতে রক্ষিলে অমর   কৃত্তিবাস নাম থুইল দক্ষিণ-ঈশ্বর।
এক নিবেদন করি জদি লয়ে মনে   পুষ্পাঞ্জলি দিব আমি তোমার চরণে।
রাজার স্তবন শুনি দক্ষিণ-ঈশ্বর   মর্যাছিল জত সেনা জিয়াল সত্তর।
অম্রতের জল দিয়া মন্ত্র-অধ্যায়ন   জিয়াইলা নৃপতির জত সেনাগণ।
এত দেখি নৃপবর বড় হরষিত   ধীবর ছাড়িয়া রাজা গেলেন ত্বরিত।
ধীবর খালাস হৈয়া গেল নিজ ঘর   কল্যাণ করিলা তারে দক্ষিণ-ঈশ্বর।
রায়পদসরসিজে মধুলুব্ধমতি   হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি ॥১৭॥

॥ একাবলি ॥

শুন শুন মহাশয়   এক নিবেদন হয়   ইথে জদি লয় মন   শুন মোর নিবেদন।
পুত্র দিব বলিদান   কহি তব বিত্তমান   পূজার সামিগ্রি আনে   নৃপ হৈয়া সাবধানে।
নৈবিত্ত আনিল জত   ধূপ দীপ[১] শত শত   অগৌর চন্দনসার   বৈন্দুতি[২]-পুষ্পের হার।
ধূপ দীপ[১] বিত্তমান   নৈবিত্ত দিল শতথান   পুত্র দিল বলিদান   নৃপতি হরিল জ্ঞান।
নৃপতির ভক্তি দেখি   রায়মনি বড় সুখী   অমরের জল দিয়া   তারে দিল জিয়াইয়া।
হরিদেব কহে সার   শুন নর সারোদ্ধার ॥ ১৮ ॥

---

১ দিপ   ২ বৈনুতি

॥ করুণা ॥

পুত্র বলিদান দিয়া নৃপ সকাতর হৈয়া
মহীতলে পড়িল রাজন
দেখিতে পুত্রের মুখ বিদরে রাজার বুক
পুত্র দেখি হৈল অচেতন।
পুত্রহীনে পিতা জীয়ে করে করি বিষ[১] পিয়ে
ব্রথায়ে জীবন অকারণ
জদি বিদরয়ে খেতি প্রবেশ করিব তথি
পুত্রহীনে বিফলে জীবন।
নৃপতি কাঁদয়ে জথা নৃপপত্নী আইল তথা
কুঠারি বাঁধিয়া রামা করে
তোমা পিতা কৈল রণ করিল দারুণ পণ
হাপুতি করিল মোর তরে।
হা হা পুত্র গুণধর ছাড়িলা আমার ঘর
তুমি পুত্র ছাড়িলে আমারে
জেন কৃষ্ণ হারাইয়া জসদা কাতর হৈয়া
রোদন করিল উচ্চস্বরে।
হরিশ্চন্দ্র[২] মহারাজা করিল ধর্মের পূজা
পুত্র কাটি দিল বলিদান
ধর্ম্ম তার গুণযুৎ জিয়াইলা তার সুত
তারে প্রভু করিলা কল্যাণ।
তুমি জদি দেব হও পুত্র জীয়াইয়া দেও
তবে জানি মহিমা তোমারে
হরিদেব রস গান তব সুত প্রাণ পান
তুমি কৃপা করিলে জাহারে ॥১৯॥

॥ পয়ার ॥

নৃপতিরে ব্যাস্ত দেখি দক্ষিণ-ঈশ্বরে প্রবোধ করেন তারে মধুর উত্তরে।
ধীবর খালাস হৈয়া গেল নিকেতন নিত্যপূজা করে নায়্যা রায়ের চরণ।

১ বিস ২ হরিশ:

রায়ের পূজনে নায়্যা হৈয়া ধনবান   কুবের সদৃশ[1] আর ধনের বাখান।
নৃপতি কাতর দেখি হরের তনয়ে   নৃপতির তরে কিছু কহেন বিনয়ে।
শুনহ মদন রাজা আমার বচন   তব সুতের কন্ধ মুণ্ড কর নিষ্কজন।
রায়ের আদেশে রাজা হরষিত হৈয়া   পুত্রকন্ধমুণ্ড আনে বিষাদিত হৈয়া।
অমরের জল দিয়া মন্ত্র সঞ্চরিল   হরি হরি বল নর নৃপসুত জীল[2]।
হরিদেব বিরচয়ে মধুর ভারতি   গ্রামবর্গে কৃপা কর দক্ষিণের পতি ॥২০॥

॥ দশম পালা সমাপ্ত ॥

---

১ সদৃস   ২ জিল

খাড়িনা নগরে নৃপ রাজা ভদ্রেশ্বর   পিতৃকর্ম[১] করে রাজা খাড়িনা নগর।
সর্ব দির্ব্য আছে সভে মীন-অভাবন   ভৃত্য[২] পাঠাইল রাজা মীনের কারণ।
ধীবরসদনে ভৃত্য[২] কহে সর্বকথা   নৃপপিতৃকর্ম অন্ত শুনহ সর্বতা।
কালু নায়্যা বলে শুন আমার বচন   নিত্য মোর ধর্ম কর্ম রায়ের পূজন।
মীনের ব্যাবসা মোর সব হৈল দূর   সবান্ধবে কৃপা কৈল দক্ষিণঠাকুর।
এতেক শুনিঞা ভৃত্য[২] করিল গমন   রাজার সাক্ষাতে গিয়া দিল দরশন।
ধীবরের যত কথা কহিল সত্তর   শুনি পুলকিত বড় রাজা ভদ্রেশ্বর।
করিব রায়ের পূজা কহিহু সর্বতা   সুবর্ণ[৩] দেউল দিব নাহিক অন্যথা।
জ্ঞাতিভোজন রাজা করিল তখনে   কুটুম্ব বিদায় কৈল হরষিতমনে।
পুন রাজা কোটালেরে কহিল তখন   ধীবর আনহ গিয়া আমার সদন।
আজ্ঞা পায়্যা নিশা[চর] চলিল সত্তর   উপনীত হৈল গিয়া যথায়ে ধীবর।
কহিল এতেক কথা ধীবরসদনে   তোমারে ডাকিল রাজা কিসের কথনে।
এতেক শুনিঞা নায়্যা করিল গমন   উপনীত হৈল গিয়া খাড়িনাভুবন।
ধীবর দেখিয়া রাজা কৈল বিজ্ঞাপন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥১॥

॥ ত্রিপদী ॥

রাজা বলে অরে নায়্যা   শুন কিছু মন দিয়া
পূজা কৈলে কাহার চরণ
পাইলে তুমি যহাদুর্খ   এবে সে পাইলা সুখ
কি কারণে দুক্ষ বিমচন।
রাজার কথন শুনি   ধীবর মনেতে গুনি
শুন নৃপ আমার উত্তর
গঙ্গাধরতনুদ্ভব   কারলাম তাহার স্তব
অষ্টাদশ ভাটির ঈশ্বর।
অসীম গুণের গুরু   কলিযুগে কল্পতরু
দেখিলে যে পাপ জায় দূর
বিধির বিধাতা তিনি   এতেক অসুর জিনি
ছায়ারূপে বুলেন ঠাকুর।

---

১ প্রিতি-   ২ ভির্ত্ত   ৩ সুবর্ন্য

ধীবরের কথা শুনি নৃপতি বলেন বাণী
পূজিইব দক্ষিণ-ঈশ্বর
সুবর্ণ দেহারা দানে নিত্যপূজা বিষ্ণমানে
পূজিইব পুরীর ভিতর।
কহি নায়্যা বিবরণ পুন গেলা নিকেতন
পূজা করে রায়ের চরণ
বসিআ জে নৃপবর ভাবয়ে দক্ষিণেশ্বর
বিশ্বকর্ম্মে করিল স্মরণ।
বসি পাত্রমিত্রসনে যুক্তি করে সর্বজনে
পূজিবারে দক্ষিণ-ঈশ্বর
রায়ের চরণ সেবি হরিদেব কহে কবি
বিরচিল সরস উত্তর ॥২॥

॥ পয়ার ॥

বিশ্বকর্ম্মপ্রিতি রাজা করিল স্মরণ কৈলাসেতে কামিলার টলিল আসন।
আসন টলিল মনে ভাবেন কামিলা স্বর্গ মর্ত্ত[১] রসাতল সকলি গনিলা।
গনিঞা কামীলা জত পাইলেন সার নানা অস্ত্র সঙ্গে লৈয়া চলে [ক্ষুর]ধার।
খাড়িনাভুবনে আগে কামিলা চলিল রাজার সভায়ে গিয়া দরশন দিল।
কামিলা দেখিয়া সভে করিল আদর বসিতে আসন দিল সভার ভিতর।
কহিতে লাগিল রাজা মধুর বচনে আমার কথন তুমি শুনহ শ্রবণে।
তোমারে ডাকিনু আমি তার অবিধান সুবর্ণ দেহারা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ।
রাজার আদেশ শুনি কামিলা সন্তোষ খাড়িনা নগর গ্রাম হইব নির্দোষ।
রাজার বচন শুনি কামিলা সন্তোষ হরিদেব বলে রায় ক্ষেমা কর দোষ ॥৩॥

॥ ত্রিপদী ॥

রাজার আদেশ পায়্যা বিশ্বকর্ম তুষ্ট হৈয়া
সুবর্ণ দেহারা গড়ে তথা
লক্ষ[২] মণ স্বর্ণ আনে কামিলার বিষ্ণমানে
বিশ্বকর্ম্মে নৃপ কহে কথা।

---

১ মর্ক ২ লক্ষ্য

নানা অস্ত্র সঙ্গে আছে স্বর্ণ[1] কাটে স্বর্ণ[1] সেচে
স্বর্ণ মন্দির তথা গড়ে
স্বর্ণ করিয়া পাটা দিল চারি চৌউকাটা
স্বর্ণ দেহারা চারি পাড়ে।
স্বর্ণ দেয়াল দিল স্বর্ণের চাল কৈল
বিশ্বকর্ম তাহে বড় রঙ্গি
স্বর্ণ দেয়াল তায় বিষম[2] অস্ত্রের ঘায়
চারিভিতে কাটিল কুলঙ্গি।
নানা চিত্র করে তায় বিষম অস্ত্রের ঘায়
শার্দ্দূল জম্বুক কেশরী
নানা রঙ্গে চিত্র করে দেখি অতি মনোহরে
স্বর্ণময় নৃপতির পুরী।
বিশ্বকর্ম চিত্র করে দেখিয়া জে নৃপবরে
সন্তোষ হইল বড় মন
স্বর্ণের বারা গড়ি পুলকিত হৈয়া বড়ি
হরিদেব করিল রচন ॥৪॥

॥ পয়ার[3] ॥

স্বর্ণ মন্দির গড়ি হরষিত হৈয়া কহিল রাজার স্থানে সর্বকথা গিয়া।
শুনিঞা সন্তোষ বড় খাড়ির ঈশ্বর বসন ভূষণ দানে দিলা ভদ্রেশ্বর।
কামিলা বিদায় হৈয়া [গেল] নিকেতন রায়ের উদ্দিশে রাজা করয়ে স্তবন।
হেমঝারা বারা রাজা করিল স্থাপন কৈলাসে রায়ের তথা টলিল আসন।
কালুরায় প্রতি রায় কহে পুনর্বার গনিঞা কহ না ভাই সত্য সমাচার।
এত শুনি কালুরায় করে খড়ি নিল স্বর্গ মর্ত রসাতল সকলি গনিল।
গনিঞা ভুবনে রায় পাইলেন সার কহিতে লাগিলা রায় সত্য সমাচার।
আমার বচন শুন দক্ষিণ-ঈশ্বর খাড়িনায় স্তব করে রাজা ভদ্রেশ্বর।
স্বর্ণ দেহারা তোমাপ্রিতি দিব দানে শার্দ্দূলবাহনে জাও নৃপতির স্থানে।
কালুরায় কথা শুনি দক্ষিণ-ঈশ্বর অঙ্গেতে শার্দ্দূল কৈল বহে কলেবর।

১ যুর্ন্নঃ ২ বিষম

৩ অতঃপর অতি. শ্রীরাম সত্য। শ্রীকলপত্র। শ্রীহরিঃ। শ্রীহরিঃ। শ্রীবলভদ্রপিন মুগু বলদেবচ্যুতগ্রজ।

দির্ব্যবস্ত্র পরিধান কোটা শোভে ভালে   শার্দ্দূলবাহনে [আত্রা কৈল] শুভকালে।
শার্দ্দূলবাহনে রায় করিলা গমন   উপনীত হৈলা গিয়া খাড়িনাভুবন।
রাজার সাক্ষ্যাতে গেলা রায় মহাঁশয়   রায়েরে দেখিয়া রাজা কহিল নিশ্চয়।
সিংহাসনে বসাইলা সুবর্ণের ঘরে   আনন্দিত হৈল বড় রাজা ভদ্রেশ্বরে।
রায়ের চরণে রাজা করয়ে স্তবন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥৫॥

॥ পয়ার ॥

রায়েরে দেখিয়া রাজা বড় আনন্দিত   চরণে ধরিয়া স্তব করয়ে বিহিত।
দেবতার দেব তুমি হরতনুদ্ভব   অতি মূঢ় নরজাতি কি জানিবে স্তব।
আপুনি করিলে রক্ষ্যা অতেক অমর   কৃত্তিবাস[১] নাম থুইল দক্ষিণ-ঈশ্বর।
শুনিনু তোমার কথা ধীবরসদনে   বিশেষ মিনতি মোর তোমার চরণে।
অপুত্রক আছি আমি হউক সন্তান   সুবর্ণ মন্দির তোমাপ্রিতি দিব দান।
রায় বলেন জে কহিলে সকলি সর্বথা   অবশ্য হইব সুত নাহিক অন্যথা।
সুবর্ণ দেহারা রাজা রায়ে দিল দান   রায় বলে হব তোমার সর্বত্র কল্যাণ।
এতেক শুনিঞা রাজা [বড়] হৃষ্ট হৈয়া   কহিতে লাগিলা কিছু বিনয় করিয়া।
পাদ্য অর্ঘ্য রায়পদে দিলেন রাজন   মাল্যের সহিত দিল সুগন্ধি চন্দন।
সেই ঘরে কৈল রাজা ঘট-আভাহন[২]   শার্দ্দূলবাহনে গেলা ইন্দ্রের ভুবন।
নিত্য রায়পূজা তথা করে সুরপতি   দুই স্তুত পুষ্প তারে দেন শীঘ্রগতি।
এইরূপে নিত্যপূজা ইন্দ্রের ভুবনে   রায়ের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভনে ॥৬॥

॥ ত্রিপদী ॥

রায়েরে দেখিয়া তথা   সুরপতি কহে কথা
আজি মোর ধন্য সুরপুরী
তুমি দিষ্টি কর জার   সংসারতারণ তার
ত্রিভুবনে তুমি অবতরি।
দেখিএ ত সুরপতি   আনন্দিত হৈয়া মতি
পূজা করে রায়ের চরণ
প্রবর মালাধরে কয়   পুষ্প আনিবারে হয়
বিলম্ব না কর দুই জন।

---

১ কির্ত্তি-   ২ আবাহন

শুনিঞা পিতার বাণী হরষিত বড় মানি
পুষ্প তুলিবারে দোঁহে জায়
রায় বড় ক্রোধমনে সাঁপ দিতে দুই জনে
দৈবজোগে পুষ্প নাঞি পায়।
মালঞ্চেতে নাঞি গন্ধ দোঁহে বড় মকরন্দ
দোঁহে মন করিল খেলায়
খেলাইয়া দুই জন পুন গেলা নিকেতন
ক্রোধমনে সাঁপ দিল রায়।
দোঁহে নররূপ হৈয়া নরঘরে জন্ম গিয়া
ভাঙ্গিইবে মোর নিকেতন
আমাপ্রিতি না ভজিয়া অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া
হও দোঁহে নৃপতিনন্দন।
সাঁপ দিল ক্ষেত্রপতি নৃপপত্নী রিতুবতী
কুতুহলে আছে নিজ ঘরে
হরিদেব রস কয় প্রভু গেলা নিজলয়
জন্মে দোঁহে বিমলাজঠরে ।৭।

॥ পয়ার ॥

নৃপতিবনিতা জদি হৈল রিতুবতী নিশিতে রমণ তায় করিলা নৃপতি।
এইরূপে দুই জন তার গর্ভবাসে দিনে দিনে গর্ভ বাড়ে সাঁপের প্রকাশে।
এইরূপে বাণেশ্বর তার গর্ভে জন্মে দিনে দিনে আনমূর্তি[১] বিন্দু বিন্দু ঘর্মে।
এইরূপে পঞ্চ মাস গর্ভ হৈল তার সাদ খাইবারে তার মনে বড় সার।
আপন দাসীরে রামা করে নিবেদন রাজারে কহ না গিয়া সাদের কথন।
দাসী বলে শুন রানি করি পরিহার রাজারে কহিব আমি জত সমাচার।
পুনরপি নৃপতি আইল নিকেতন দাসী গিয়া কহিলেন সর্ব বিবরণ।
শুনিঞা জে নৃপবর বড় আনন্দিত সাদের সামিগ্রি জত আনিল তুরিত।
আপন সখিরে রামা করে নিবেদন ব্রতেতে সাস্তল শাক[২] করহ রন্ধন।
সরল সফরি তায় দিবে পিয়াসনে ভাজি রন্ধন কর পোনাল মিলনে।
কুসণ্ডের ঘণ্ট কর নারিকেলমিলিত তাহাতে হইব মোর পরম পিরিত।

১ -মূর্তি ২ সাক

মীনের অম্বল কর পরম স্থরস পরমান্ন কর তায় সংহতি মিনস।
এতেক সামিগ্রি সব রান্ধিবারে নিল পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন ত্বরায়[1] রান্ধিল[2]।
পঞ্চ মাসে সাদ খায় নৃপতিবনিতা ভোজনের পরে কৈল তাম্বূলভক্ষণিতা।
সষ্ঠম সপ্তম মাস অষ্টম হইল নয় দশ মাসে তায় বেদনা হইল।
হরিদেব বিরচয় রায়ের সঙ্গীত গ্রামবর্গে সবান্ধবে কল্যাণবিহিত ॥৮॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রসববেদনা বড়ই জাতনা
মুখেতে না সরে কথা
ঘন উঠি বসি মনে ভয় বাসি
আকুল প্রসবব্যাথা।
মূর্ছাভঙ্গ হৈল হইল বদল
ঘন মুখে উঠে হাই
নয় দশ মাসে প্রসবদিবসে
দাসী ডাক্যা আনে ধাই।
ক্ষেত্রপালবরে পুত্র বাণেশ্বরে
আর হৈল সালবান
দেখি দুই সুত বড় হরষিত
দূর হৈল অভিমান।
ভূমিতলে পড়ি জায় গড়াগড়ি
জেন পূর্ণিমায়[3] শশী[4]
দেখি পুত্রমুখ বিমলা কৌতুক
কোলে কৈল হাসি।
মুখে স্তন দিয়া হরষিত হৈয়া
আনন্দিত বড় মন
শুনি অধিকারী নগর নগরী[5]
হরষিত সর্বজন।
সব ঘরাঘরি নগরনাগরী[5]
সভে পাইল সমাচার

১ ত্বরায় ২ রান্ধিল ৩ পূর্ণিমার ৪ সসি ৫ -নগরি

এ পাটপড়শী শুনিঞা উল্লাসি
পুত্র হৈল বিমলার।
শুনিঞা নাপিত বড় হরষিত
পাইয়া প্রসববার্ত্তা
পঞ্চম দিবসে মনের হরিষে
কৈল লোকাচার নর্ত্তা।
ছ দিনে ষাটারা[1] করিল রাজারা
বিহিত ষষ্ঠীর[2] পূজা
উল্লাসঅন্তরী বিমলা সুন্দরী
কিহ্বরে ডাকিল দ্বিজা।
তৈল মাখি [গায়] সভে ঘরে জায়
জাহার জে নীত[3] আছে
হাথে খড়্গ লৈয়া রহিল জাগিয়া
[মসী] পত্র থুয়্যা কাছে।
লিখিবারে ভালে বিধি কুতুহলে
তথায় চলিল ধাতা
হরিদেব কয় রক্ষ্য [মহা]শয়
জে জন শুনয় কথা।১।

॥ পয়ার ॥

করে অসি মসী পত্র রাখিল ভূমেতে বিধি হর[ষিত]মনে চলিলা লিখিতে।
সুতিকার ঘরে বিধি হৈলা অধিষ্টান লিখিতে ভারথকথা অপূর্ববিধান।
ল[লাটে] লিখেন বিধি জত দুরাচার সঙ্কটে করিবে পূজা হরের কুমার।
তব সুতা বিভা দিবে রতার নন্দনে মসান করিবে তুমি রতার কারণে।
ভাঙ্গিবে রায়ের ঘর সুবর্ণ মন্দির নানা দুক্ষ ক্লেশ দিয়া করিবে অস্থির।
দুক্ষ পায়্যা পুন তুমি রহিবে ভুবনে এতেক লিখিয়া বিধি গেলা নিকেতনে।
উর্জ্জল প্রী[দি]প জলে মসি অসি লৈয়া ঐরূপে সেই নিশি গেল প্রভাতিয়া।
আনন্দিত মনে বড় রাজা ভদ্রেশ্বর দরবারে বসিয়া ডাকে পাত্র নিশাচর।

১ সাটারা ২ সষ্টির ৩ মিত

অরবিন্দ পাত্র আর ভদ্র নিশাচর উপনীত হৈলা [গিয়া] রাজার গোচর।
পাত্রপ্রিতি কহে রাজা মধুর বচন সুবর্ণ পঞ্জর হৈব কেমনে লিখন।
পাত্র বলে শুন রাজা আমার উত্তর স্মরণ করহ তুমি জথা বিশ্বাম্বর।
পাত্রের বচন শুনি মনে হরষিত বিশ্বকর্মপ্রিতি রাজা ডাকেন তুরিত।
বিশ্বকর্মের মন তথা করে উচাটন শীঘ্র খড়ি গণি আইল খাড়িনাভুবন।
জথা রাজা ভদ্রেশ্বর গেলা তথাকারে বিশ্বকর্ম দেখি রাজা হৈল নমস্কারে।
আজ্ঞা দিল বিশ্বকর্মে গঠিতে পঞ্জর নৃপতির আজ্ঞা জদি পাইল বিশ্বাম্বর।
সুবর্ণ আনিঞা দিল বিশ্বকর্মস্থানে গঠিল পঞ্জর তথা সাঁচের নির্মাণে।
সুবর্ণ পঞ্জর রাজা রায়ে দিল দান হরিদেব কহে রাজা বড় ভাগ্যবান ॥১০॥

বিশ্বকর্মে ভদ্রেশ্বর দিল নানা ধন নিজ পুরে বিশ্বকর্ম কৈল আগমন।
ওথা বাণেশ্বর রাজা বাড়ে দিনে দিন কর্ণবেদ শাস্ত্রভেদ সকলে অধীন।
সালবান মহাঁরাজা সর্বশাস্ত্রে জ্ঞাত মহাঁবীর্যবন্ত দোঁহে সভাতে পণ্ডিত[১]।
ভদ্রেশ্বর বৃদ্ধ রাজা মহাঁবাই হৈল মহাঁবায়ে স্নানব্রতে সন্নিপাতে মৈল।
ভদ্রেশ্বর মৈল জদি কাঁদে পরিজন [সৎকা]র করিল দুঁহে হৈয়া অচেতন।
নৃপতি-সৎকার করে রাজা বাণেশ্বর ধর্মাধর্ম তিন বার করিল সত্তর।
বাপের সৎকার করি রাজা বাণেশ্বর রাজার সংহতি চলে পাত্র নিশাচর।
দশ দিন দসাত করিল সালবান শ্রার্দ্ধ করিল রাজা সভাবিদ্যমান।
এইরূপে পিতৃকর্ম[২] করিল রাজন কহিতে লাগিল পাত্র মধুর বচন।
আমার বচন শুন রাজা বাণেশ্বর তব পিতৃ[৩] পূজা কৈল দক্ষিণ-ঈশ্বর।
সুবর্ণ দেউল তাঁরে দিলেন রাজন তেকারণে তব পিতার হইল মরণ।
এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধে কম্পমান রায়ের মন্দির ভাঙ্গ্যা করে খান খান।
সহস্রেকভার জৌউ আনিল তখনে সুবর্ণ মন্দিরে সভে করয়ে লেপনে।
রড়ারড়ি করি তথা জায় মহাঁবলে মন্দিরে দিইল অগ্নি ব্রত ত আনলে।
সুবর্ণ মন্দির ভাঙ্গ্যা কৈল খান খান হরিদেব বলে রাজা হরিল গিয়ান ॥১১॥

॥ ত্রিপদী ॥

পাত্রের বচন শুনি কম্পমান নৃপমনি
দুই আখি অরুণসমান

১ পাণ্ডিত ২ প্রিত্রি:- ৩ পৃত্রি:-

কোথায়ে দক্ষিণরায় কোন জন জানে তায়
ধর্য়্যা আন আমাবিদ্যমান।
নৃপতির আদেশ পায়্যা কোটাল হরিষ হৈয়া
প্রবেশিল রাজার নগরে
বড়ই চুক্তিত এক দুঃৰ্ক্য পায়্যা অতিরেক
রায়ে পূজে নায়্যা রত্নাকরে।
অপুত্রক ছিল রতা মনেতে পাইয়া ব্যাথা
পূজে রায়পদ হরষিতে
তাহার কমলা নারী বিবিধ বিধান করি
গুণাকরে করিয়া কটিতে।
গুণাকরে করি কাখে সমুখে ডাড়ায়্যা থাকে
করপুটে করেন স্তবন
ভ্রমিঞা সকল ঠাঞি উদ্দিশ[১] নাহিক পাই
অবশেষে [রতা]র ভবন।
দেখে তথা রত্নাকরে পূজয়ে দক্ষিণেশ্বরে
কোটাল দেখিল তার তরে
করে মুগুরিয়া লাটি ছুষ্ক খায় ভাঙ্গে বাটি
ধরিলেক নায়্যা রত্নাকরে।
বাঁন্ধিয়া জে রত্নাকরে লৈয়া জায় নিশাচরে
উত্তরিল রাজার সদনে
দেখিয়া জে রত্নাকরে জিজ্ঞাসিল নৃপবরে
কারে পূজ নিজ নিকেতনে।
শুনিঞা রাজার বাণী রত্নাকর মনে জানি
কহে কিছু মধুর উত্তর
[অ]পুত্রক ছিনু আমি পালন করিলা তুমি
তবে মোর কোলে বংশধর।
শুনিঞা এসব বাণী ক[হে]ন [জে] নৃপমনি
বন্দী লৈয়া রাখ রত্নাকরে

---

১ উদ্দিস

নিত্যপূজা কর শিব তবে সে নিস্তারে জীব
জদি রক্ষ্যে দক্ষিণ-ঈশ্বরে।
নৃপতিকথন শুনি নিশাচর মনে গুনি
বন্দী লৈয়া রাখিল রত্তায়
বন্দী হৈয়া রত্নাকর ভাবেন দক্ষিণেশ্বর
হরিদেব বলে রক্ষ্য রায় ॥১২॥

॥ পয়ার ॥

রত্নাকরে বন্দী জদি রাখিল রাজন রাত্রি দিন ভাবে রত্তা রায়ের চরণ।
রত্তার স্তবন শুনি দক্ষিণ-ঈশ্বর উপনীত হৈল গিয়া জথা গঙ্গাধর।
হরেরে কহিল গিয়া সর্ব বিবরণ খাড়িনায় রত্নাকর করয়ে স্তবন।
তারে বন্দী করিলেন রাজা বাণেশ্বর কিরূপ করিব এবে কহ না উত্তর।
হর বলেন বিপ্ররূপে জাও খাড়িনায় কহিবে আমার কথা রাজার সভায়।
শিবেরে পূজিয়া দেখ সুরৎ রাজন শিবের সেবক বলি পাতালভুবন।
দেখ সেই বাণ রাজা শিবের সেবক কৃষ্ণের সহিত সেই যুদ্ধেতে পারক।
অনিরুদ্ধ[1] দেখ সেই কামের নন্দন অভিমন্যু অখিঞ্চন অর্জুননন্দন।
কৃষ্ণার্জুন সখা জার যুধিষ্ঠির ভাই জিবৎবান সেবা কর‍্যা অন্ত নাঞি পাই।
ত্রিলোচন দেখ সেই সংসারতারণ জাহার সেবক হয় লঙ্কার রাবণ।
গন্ধর্বেতে জার পূজা করে নিরন্তর হাহা হুহু দেখ দুই গন্ধর্ব-ঈশ্বর।
রত্তা করে তব পূজা কর মোর নাম তবে নাহ্যা রত্নাকর পাবে পরিত্রাণ।
এতেক শুনিঞা রায় গেলা বিপ্ররূপে শিবের জতেক কথা কহিবারে ভূপে।
চলিলা সত্তরগতি খাড়িনাভুবনে উপনীত হৈল গিয়া [রত্তার] সদনে।
হরিদেব বিরচয়ে রায়ের চরণে পুনরপি জন্ম জেন না হয় ভুবনে ॥১৩॥

॥ পয়ার ॥

রায় বলে শুন রাজা আমার বচন রত্নাকর পূজা করে দেব ত্রিলোচন।
[অকা]রণে নৃপবর রত্তা কৈলে বন্দী পরম দারুন তুমি না জানিলে সন্ধি।
রত্তার সন্তান হৈল শিবেরে পূজিয়া অকারণে রত্নাকরে রাখিলে বাঁন্ধিয়া।
রত্তারে ছাড়িয়া দেহ শুন নিবেদন নতুবা সঙ্কট হব শুনহ রাজন।

---

১ অনিরুদ্ধ

বাণেশ্বর এত শুনি মনে গুণে ভব   ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল স্তব।
দেবতার দেব তুমি বিধির বিধাতা   আপনার গুণে রক্ষ্যা করিলে দেবতা।
তুমি সংসারের সার হরতনূদ্ভব   মূঢ়মতি নরজাতি কি জানিব স্তব।
লৈয়া জাও রত্নাকরে না করিব মানা   পূর্ণ কর কমলার মনের বাসনা।
বাণেশ্বর পাত্রপ্রিতি করে নিবেদন   শুন শুন অরবিন্দ আমার বচন।
রায় বলে বাণেশ্বর হও মহারাজা   সঙ্কটে করিবা তুমি ক্ষেত্রপালের পূজা।
রত্নাকরে খালাস করিল মহাশয়   [সেনাগণে প্রাণ দেহ] প্রভু মৃত্যু[ঞ্জয়]।
হরেরে কহিলা গিয়া সর্ব বিবরণ   রত্তার বন্ধন তুমি করিলা মোচন।
এতেক শুনিঞা [হৃষ্ট হৈ]ল ত্রিপুরারি   সবান্ধবে বর দিলা অসীমমুরারি।
শুন শুন ক্ষেত্রপাল আমার বচন   পূজিব তোমার পদ ভাটির[1] রাজন।
দক্ষিণে দক্ষিণরায় ভাটির ঈশ্বর   প্রতক্ষে পূজিব তোমা জত সুর নর।
এই বর দিলাম আমি দক্ষিণ-ঈশ্বর   শিবপূজা বড় ধর্ম করে বাণেশ্বর।
হরিদেব বলে রক্ষ্য দক্ষিণ-ঈশ্বর   গ্রামবর্গে সবান্ধবে তুমি দেহ বর ॥১৪॥

॥ একাদশ[2] পালা সমাপ্ত ॥

॥ অথ সারি সমাপ্ত ॥

॥ অথ জাগরণ আরম্ভ ॥১০০খ][3]

[1] ভাজির   [2] একদস   [3] অতঃপর কবির হস্তলিখিত পুঁথি খণ্ডিত। অনুসৃত অংশ অর্বাচীন প্রতিলিপি হইতে গৃহীত।

॥ পয়ার ॥

খাড়িনা নগরে রাজা নাম বাণেশ্বর   রাত্রি দিন ধর্ম্ম কর্ম্ম[1] চিন্তে নৃপবর।
বসিয়া পাত্রের সনে কতেক কথন   কহ কহ অরবিন্দ ধর্ম-উপাক্ষন।
নৃপতির কথা শুনি অরবিন্দু কয়   এক নিবেদন করি শুন মহাশয়।
ব্রহ্মার পূজন সাটি সহস্র বৎসর   তাহা না পারিবে তুমি রাজা খাড়ির ঈশ্বর।
বিষ্ণুর পূজন হয় শতেক বৎসরে   ইহা না পারিবে তুমি রাজা বাণেশ্বরে।
শিবপূজা বড়ধর্ম শুন হে রাজন   দ্বাদশ[2] বৎসরে হয় শিবের পূজন।
রাজা বলে শুন পাত্র আমার উত্তর   কোন জন পূজা কৈল দেব মহেশ্বর।
পাত্র বলে মহারাজা কর অবধান   শিবের পূজার কথা কই তব স্থান।
জম্বু নামে মহারাজা মহিসের পিত্যা   শিবের সেবক হৈয়া জিনিল দেবতা।
তার পুত্র মৈহিষাসুর জগতে বাখানি   যুদ্ধ-বর দিয়া স্বর্গে গেল শূলপাণি।
স্বর্গেতে সুরত রাজা পূজি ত্রিপুরারি   ব্রহ্মলোকে হৈল রাজা ব্রহ্মার দুয়ারি।
শ্রীবৎসর নামেতে রাজা ছিল স্বর্গদ্বারে   শনিদিষ্টে মহারাজা গেল বনান্তরে।
বনবাসে গিয়া রাজা পূজিল শঙ্কর   ভৃঙ্গীবীর[3] করি তারে রাখিলেন হর।
শিবের সেবক হয় লঙ্কার রাবণ   শিবের সেবায় তার বিংশতি লোচন।
শিবের সেবক হয় বলি অধিকারী   সেবায় পায়্যাছে রাজা কৃষ্ণের দুয়ারি।
শিবের সেবক হয় বলি নৃপবর   মহাকাল করি তায় রাখিল শঙ্কর।
শিবের সেবক হয় অর্জুননন্দন   পিতা পুত্রে অগ্নিতে হইল মহারণ।
শিবের সেবক হয় কর্ণের তনয়   ব্রষকেতু নাম তার পুরাণেতে কয়।
অবধানে শুন রাজা শিবের বারতা   অর্জুন কাটিয়াছিল সুধন্নার মাথা[4]।
কাটা গেল সেই মুণ্ড পড়ে মহীতলে   ভূমে পড়ি কাটা[মুণ্ড] কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে।
বুজিতে রাজার মন অখিল-ঈশ্বর   সেই মুণ্ড তুলে দিল রথের উপর।
মুণ্ড দেখি হংসধ্বজ ক্রোধে কম্পমান   পৈরাগে পেলিয়া দিল জথাই ঈসান।
সুধন্নার মুণ্ড হর দেখিয়া সাক্ষ্যেতে   কণ্ঠমালা করি কণ্ঠে রাখেন ত্রিপুনাথে।
হেনক্রি ঈশ্বর হয় শুন হে রাজন   একভাবে কর তুমি শিবের পূজন।
পাত্রের বচন শুনি নৃপ হরষিত   হরিদেব বিরচিত রাএর সঙ্গীত॥

---

১ ধম্ম কম্ম   ২ দ্বাদস   ৩ ভ্রিঙ্গি বির   ৪ তাথা

। ত্রিপদী ।

পাত্রের বচন শুনি　　　তুষ্ট হইল নৃপমুনি
কহে রাজা মধুর বচন
জত কহ মনমত　　　কিছু নয় অসঙ্গত
পূজিব দেবতা ত্রিলোচন।
পঞ্চবক্ত্র[1] ভূতনাথ　　　বেতাল প্রমথসাথ
অঙ্গে জার বিভূতিভূষণ
সদাশিব সদাভোলা　　　ভূতসঙ্গে জার খেলা
শ্মশাননিবাসী[2] ত্রিলোচন।
শিবের কৃপার ফলে　　　দিবসে দেউটি জ্বলে
শিব্যার সেবক বাণরাজা
হিমালয় গিরি গিয়া　　　হরগৌরী আরাধিয়া
তথাকারে কৈল শিবপূজা।
বর দিল ভূতনাথ　　　হইল সহস্র হাত
যুঝিবারে ত্রিলোচনসনে
ক্রোধ করি পশুপতি　　　সাঁপ দিল শীঘ্রগতি
তোমারে বধি[বে] নারায়ণে।
বাণের নন্দিনী উষা　　　আরাধিয়া কীর্তিবাসা
অনিরুদ্ধে করিল হরণ
অনিরুদ্ধ[3] ছিল বন্দী　　　গোবিন্দে[4] পাইল সন্ধি
তেঞি হর হরি হইল রণ।
হর হরি হয় যুদ্ধ　　　নারদ হইল ক্রুদ্ধ
গেলা মুনি জথা মহেশ্বরী
গৌরী বিবসন রণে　　　ভঙ্গ দিল দুই জনে
রাজা গেলা জথা হরগৌরী।
শিবপূজা বড় ধর্ম　　　ইহা বিনে নাঞি কর্ম
কর রাজা শিবের পূজন

---

১ -বক্ত্র　২ মসান-　৩ অনিরুদ্র　৪ গবিন্দে

কাষ্ট আন ত্বরাপর বান্ধহ সহস্র ঘর
সহস্র শিব করহ স্থাপন।
শুন শুন নৃপবর আমার বচন ধর
আন জত বাউনীয়াগণে
মম মধু শত ভার কাষ্ট আনাও নৃপবর
তার[১] তত্ত্ব শুনহ রাজনে।
পাত্রের বচন শুনি তুষ্ট হৈয়া নৃপমুনি
কহে রাজা ভদ্র নিশাচরে
দ্বিজ হরিদেব গায় বাউন্ধ আনিতে জায়
কৃপা কর দক্ষিণ-ঈশ্বরে॥

॥ পয়ার॥

রাজার আরতি পায়্য চলিল কোটাল ধরিলেক শীঘ্রগতি জতেক মৌথাল।
জাদব মাধব বীর এ তিন প্রধান কোটাল আগেতে তারে কৈল আগুয়ান।
কৃষ্ণ রাম হরি হর ভিখাই গাঙ্কাই গোলা খাঁ গোলামালি আইল দু ভাই।
বিন্দাবন বৃন্দারকে ধরে শীঘ্র করি গোপাল গোবিন্দ আর মুকুন্দ মুরারি।
অনেক বাউন্ধ লৈয়া চলিল কোটাল উপনীত হইল গিয়া জথা মহীপাল।
রাজারে প্রণাম গিয়্যা কৈল সর্বজন বসিবারে আজ্ঞা করিল ততক্ষণ[২]।
রাজা বলে শুন রে বাউন্ধ জত জন ডাকিলাম সভাকারে কাষ্টের কারণ।
কাষ্ট মধো মধু আনি দেহ ত্বরাপরে ইলাম করিয়া সভায় রাখিব নগরে।
তোমার দারুণ পণ[৩] শুনহ নৃপতি কাষ্ট মধো মধু দিতে কাহার শকতি।
না পারিব মোরা দিতে নিবেদিই তোমারে সহস্র বীরের কাষ্ট কেবা দিতে পারে।
রাজা বলে শুন রে বাউন্ধ জতো জোন না গেলে বাউন্ধগণে বধিব জীবন।
নৃপতির কথা শুনি বাউনিয়া বলে তুমি জদি কর বধ আছি পদতলে।
রাজা বলে শুন সভে আমার কথন সহর-ম্রোর্ণ্যে আসি বেটা না জান কারণ।
রাজার বচন শুনি রবিন্দ কয় এক নিবেদন[৪] করি শুন মহাশয়।
সুবর্ণে[র] পঞ্জর আছে তোমার ভুবনে কোটালের হাথে দেও করিতে ভ্রমণে।
সুবর্ণ-পঞ্জর আসি ধরি[বে]ক জেই সহস্র ঘরের কাষ্ট আজ্ঞ দিবে সেই।

১ তারে ২ -ক্ষণ ৩ পোন ৪ নিবাদন

পাত্রের বচন শুনি সন্তোষ রাজন   সুবর্ণ-পঞ্জর দিল করিতে ভ্রমণ।
পঞ্জর লইয়া তবে কোটাল চলিল   রায়ের মঙ্গল হরিদেব বিরচিল॥

॥ ত্রিপদী ॥

কোটাল হরিষ হৈয়া   সুবর্ণ-পঞ্জর লইয়া
নগরেতে করেন ভ্রমণ
জেবা কাষ্ট দিতে পারে   পঞ্জর দিব জে তারে
এই আমি করিলাঙ পণ।
কোটালের বাক্য শুনি   রত্নাকর মনে গুনি
সুবর্ণ-পঞ্জর গিয়া ধরে
কোটাল হরিষ হয়া   গেল রত্নাকর লৈইয়া
উপনীত নৃপের দরবারে।
দেখিয়া জে রত্নাকরে   হরষিত নৃপবরে
কহে রাজা মধুর বচন
শুন রত্নাকর বাণী   পূজিব জে শূলপাণি
চল তুমি গহন কানন।
রাজার বচন শুনি   রত্নাকর বলে বাণী
জাব আমি কাননভিতর
কহি তুয়াসন্নিধান   জতেক কাণ্ডারী আন
শীঘ্র সাজাও সপ্ত মধুকর।
শুনিঞা রত্নার কথা   নৃপ হরষিত তথা
কোটালেরে কহিল তখন
রাজা[র] আদেশ পায়া   কোটাল চলিল ধায়া
গিয়া ধরি কাণ্ডারী জত জন।
কাণ্ডারী কন্দর্প[1] নাম   কোপগুণে আগুয়ান
সভাকারে করিছে তর্জন
কোটালগর্জন বড়   কাণ্ডারী আনিঞা দড়
সকলেতে কহি ততক্ষণ।

---

১ কন্দপ

সহস্র তরণী সাজি সহিত নৌকার মাজি
লৈইয়া গেল নৃপতিসদনে
সহস্র কাণ্ডারী দেখি রাজা কহে হৈয়া সুখী
চল সভে গহন কাননে।
রাজার বচন শুনি কাণ্ডারী বলেন বাণী
জাব মোরা গহন কানন
কাণ্ডারী বলেন বাণী শুন রাজা গুণমুনি
তুমি কর দিননিরূপণ[১]।
এত শুনি সর্বজন হরষিত হৈয়া মন
ভৃত্যে[২] [আজ্ঞা] হৈল নৃপবর
হরিদেব কহে সার ইহা বিনে নাঞি আর
বিরচিল মধুর উত্তর॥

॥ পয়ার ॥

রাজা-আজ্ঞা পাই ভৃত্য[২] করিল গমন উপনীত হইল গিয়া গণকভুবন।
দলজে বসিয়া ভৃত্য[২] ডাকে ঘনে ঘন হেনকালে বারি হৈল হরিশ ব্রাহ্মণ[৩]।
ব্রাহ্মণ[৩] দেখিয়া ভৃত্য[২] প্রণাম হইল নৃপতির কথা জত ব্রহ্মণে কহিল।
সন্তোষ হইয়া বিপ্র চলে কুতুহলে পঞ্জিকার খুজি পুথি লৈল কক্ষতলে।
থাড়িনাভুবনে বিপ্র করিল গমন উপনীত হইল গিয়া নৃপতিসদন।
বিপ্র দেখি সর্বজন ৪খ][৪]

---

১ -নিরংপোন ২ ভীত্তে ৩ ব্রভন

৪ এইখানে অর্বাচীন পুঁথি খণ্ডিত। বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত কাহিনীর পরবর্তী অংশ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

হরিদেবের শীতলামঙ্গল

ওঁ নম শী[ত]লাই নম নম ॥

॥ বন্দনা ॥

প্রণমহো[1] শীতলাই   তোমার মহিমা গাই
ব্রনমাই ব্রহ্মার তনয়া
কে জানে তোমার স্তুতি   তুমি স্বর্গ[2] তুমি খিতি
শরণাগতেরে কর দয়া।
বিধি জানে ধর্মাধর্ম   ব্রহ্মযজ্ঞে তব জন্ম
আহুতি দিলেন শেষবেলা
সুবর্ণমার্জনী হাতে   সুবর্ণের কুলা মাথে
অচম্বিতে জন্মিলে[3] শীতলা।
রাসবেতে আরাহণ   সংঙ্গে গ বসন্তোগণ
অরুণ জিনিঞে অঙ্গশোভা
ভুবনমোহন[4] বেশ   চামরি জিনিঞে কেশ
অমরাকুলের মনলোভা।
সংঙ্গে ব্রনব্যাধি দেখি   দেবগণ হইল সুখী
তারা নাম রাখিল শীতলা
সত্ত্ব[5] রজ তুমা তুমি   কিবা স্তুতি জানি আমি
সৃষ্টি[6] স্থিতি প্রলএর বেলা।
তুমি স্বহা তুমি স্বধা   বিষ্ণুর পুরাণাত্মকা[7]
তুমি শ্রীর উমেশ্বরী মাতা
বুদ্ধিরূপে কৃপামই   লজ্জারূপো তুমি ত্রৈ
ভবদুর্থ তুমি পরিত্রাতা।
গিধি[নি] নিন্দিয়া শ্রুতি[8]   দশন কুন্দের গতি[9]
শরদের চন্দ্র জিনি মুখ
সিন্দুরের বিন্দু ভালে   চন্দনের রেখা তলে
রবি শশী একেত্র কৌতুক।

---

[1] প্রনমোহ   [2] সর্গ   [3] জন্মিলে   [4] -মহন   [5] সত্য   [6] শ্রীষ্টি   [7] বষ্টর পুরামাত্তিকা।
[8] স্থিতি   [9] মন্দের গাতি

শতেশ্বরি[১] হার গলে বিরাজিত কক্ষস্থলে
কনক কাচলি কুচপরে
করাঙ্গুলি মনোহর স্বর্ণাঙ্গুরী[২] তদুপর
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শঙ্খ[৩] করে।
হরের ডম্বুর মাজা কেশরী পাইল লজ্জা
অভিমানে প্রেবেসিলা বনে
রামরম্ভা জিনি উরু বিবিত নিতম্ব গুরু
পদযুগে নূপুর নিস্বনে।
জতেক রূপের শোভা উপমা[৪] কি দিব কিবা
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে
তোমার মহিমা জত গাই জদি বৎসর শত
তব গুণ না জায় বর্ণনে।
শীতলাকমলপাদ[৫] চিত্তে[৬] করিয়া সদা[৭]
হরিদেব এই রস গায়
জে জোন তোমারে মানে রক্ষ মাতা অ[নু]ক্ষনে
মহামায়া[৮] হইবে সহায়[৯] ॥

একদিন ভগবতী হিতিকা সহিত মলআশিখরে দেবী বৈসে হরষিত।
হাস্য পরিহাস্য দেবী করে সখীসনে পুনুরুপি জিজ্ঞাসিলা মধুর বচনে।
শুন শুন হিতিকা গ আমার বচন প্রিথিবীতে আমা নাঞী পূজে কোন জন।
কেমনে পূজন হইবে সংসারভিতরে কে পূজিবে মোর তরে বলহ সত্তরে।
হিতিকা বলেন মাতা নিবেদি চরণে কি কহিব মহামায়া তব বিদ্দমানে।
তোমার চরণতলে কহিব জে কি নিবেদন করি শুন বিধেতার ঝি।
উজানি নগরে নৃপ বিক্রমকিশোর না করে তোমার পূজা সেই নৃপবর।
খিতিতে অমরাবতী নগর তাহার মহা জিতিন্দ্রিয় রাজা বিক্ষ্যাত সংসার।
ইন্দ্রের সমান মহীতলে নরপতি দানে যুধিষ্টির সম বাণে রঘুপতি।
নগরবিত্তান্ত মাতা কি কহিব আর মহাদেব বিনে পূজা নাহিক তাহার।
একান্তভাবেতে পূজা করে ত্রিনয়ানে শিব বিনে অন্য দেবতারে নাঞি মানে।
জদি তার পূজা লবে শুন শীতলাই নিবেদন মহামায়া করি তুয়া ঠাঞি।
বিড়ম্বনা বিনে না পূজে নৃপবর দ্বিজ হরিদেব গান শীতলাকিঙ্কর[১০] ॥

১ সতে- ২ সর্বাঙ্গুলি ৩ সঙ্ক ৪ উবমা ৫ পদ ৬ চিত্রে ৭ সত্যা ৮ -মাতা ৯ ষহায় ১০ সিতলার-

শুন নারায়ণি নিবেদন-বাণী
নৃপতি বিক্রমরায়
তবে কহি তোমা শুন কহি উমা
নিবেদন তব পায়।
সে মহারাজনে তোমা নাঞি চিনে
দুখিজনে দয়া কর
অতি দুখিজন ধীবরনন্দন
উজনি তাহার ঘর।
তাহাসব দুখি প্রিথিবিতে না দেখি
মুকুন্দ মুরারি দোহে
ভিক্ষ্যা-অর্থে জায় কোথায় না পায়
অবনী ভিতয়ে লোহে।
নাহি সন্তাপোনা পরিধান টেনা
ভিক্ষ্য মাগে ঘরে ঘরে
তৈল নাহি যুড়ি অঙ্গে উড়ে খড়ি
অন্নর[1] ক্লেশেতে মরে।
তারে কর দয়া দেহ পদছায়া
দুখ জাগ তার দূরে
জমুনার নীরে দুই সহদরে
জাল আড়ি মৎস্য ধরে।
তুমি তথা গিয়া স্বর্ণ-বারি[2] হয়্যা
তাহার জালেতে রহ
রহিয়া জালেতে গগনপথেতে
তারে উপদেশ কহ।
শুন দুই জন ধীবরনন্দন
আমার পূজন কর
আমি যে শীতলা ভকতবৎসলা
তোর তরে দিব বর।

---

১ অন্নের ২ স্বর্ণ-

এ কথা শুনিঞা হরষিত হয়্যা
লইব আমার তরে
দেখিয়ে কোটালে কবে মহীপালে
রাজা দিব কারাগারে।
বন্দী দুই জনে নিগুড় বন্ধনে
তোমারে করিব ধ্যান
স্মর[ণ] করিতে হইবে সাক্ষেতে
[তথা হ]ইবে অধিষ্টান।
তবে নারায়ণী জথা নৃপমুনি
দাহন করিবে পুরী
তোমার চরণে কৈল নিবেদ[নে
শুন গ] রাজরাজেশ্বরী।
সখীবাক্য শুনি ব্রনের জননী
আনন্দিত হইল মনে
শীতলাচরণ লইয়া শরণ
হরিদেব র[স] ভনে॥

এতেক সখীর বাক্য শুনি শীতলাই ইসত হাসেন হাসি প্রিয়ুসের প্রায়।
শুনিঞা সখীর বাক্য ব্রনের জননী স্বর্ণবারি মহামায়া হইল তখনি।
মুকুন্দ মুরারি ওথা ভাই দুই জনে নিরবধি মৎস্য [তারা] ধরে সেইখানে।
আরদিন দুহে মৎস্য ধরিবারে জায় কিছুই না পায় মৎস্য কান্দিয়ে বেড়ায়।
হেনকালে জালে উঠে কনকের বারি মুকুন্দে ডাকিয়া কিছু কহে জে মুরারি।
মুরারি বলেন দাদা দেখহ চাহিয়া মৃত্তিকার ভাণ্ড দুটা আইল উঠিয়া।
মুকুন্দ বলেন চল ঘরে লয়্যা জাব পাইনু যুগল ভাণ্ড মোরা জল খাব।
এতেক শুনিঞা বলে ধীবরের বালা না জাব লইয়া ঘরে জলে টেনে ফেলা।
এতেক বলিয়া জলে ফেলিবারে চায় মলয়াশিখরে দেবী দেখিবারে পায়।
দেখিয়া শীতলা মাতা ভাবে মনে মনে নাহি চিনে মোর তরে ধীবরনন্দনে।
জার তরে ক্রপা নহি সেই অন্ধমতি জাহারে আছয়ে ক্রপা তার অন্ধকারে বাতি।
এতেক ভাবিয়া মাতা বলেন বচন শুন শুন মুকুন্দ মুরারি দুই জন।
আমি রে শীতলা দেবী ব্রহ্মার দুহিতা পরমকারিণী আমি সিদ্ধমুক্তিদাতা।

আমি রে মৃত্তিকা নহি শুন বলি তোরে   দুখিত দেখিয়া দয়া জন্মিল অন্তরে।
করহ আমার পূজা দুই সহোদর[1]   চলহ আপন ঘরে তোরে দিব বর।
শুনিঞা চলিল দোহা[2] প্রণাম করিয়া   দ্বিজ হরিদেব গান শীতলা ভাবিয়া॥

আকাশভারথি শুনি   [মনে] দুই অনুমানি
নিকেতনে চলে বারি লয়্যা
কনকের বারি সঙ্গে   চলিল গ্রহেতে রঙ্গে
পূজা করে বিবিধ করিয়া।
ধূপ দীপ নৈবিদ্য-আদি   পূজে নানা করে বিধি
পুষ্পমাল্য অগুরু[3] চন্দনে
আচমোন অঙ্গনৃসে   পূজে দেব কৃত্তিবাসে
গণনাথ শিবের নন্দনে।
পূজে পঞ্চ দেবতারে   দিয়ে নানা উপহারে।
শীতলারে পূজিল পশ্চাতে
করিয়া অঞ্জলিপাণি   দোঁহে করে স্তুতিবাণী
দাণ্ডাইয়া শীতলাসাক্ষেতে।
ভগবতী শীতলারে   পূজে দুই সহোদরে[1]
জয় জয় করি শঙ্খধ্বনি
দেবীর পূজার ফলে   অতুল সম্পদ মিলে
সাক্ষাত হইলা নারায়ণী।
রাজার সহর মাঝে   নানাবিধি বাদ্য বাজে
ঢাক ঢোল বরঙ্গ বহুত
তম্পা মৃদঙ্গ পড়া   আশি কুটি বাজে কাড়া
মধুর শানাই যুতে যুত।
শঙ্খ সিনি সিঙ্গুয়ান   শিঙ্গে বাজে খরমান
ঘন ঘন ভেথাই দোসরি
চেমক খেমক বাজে   রুমল[4] পখিআজ গজে
খনক ত্রমুলি [ল]হরি।

১ সহদর   ২ দোঁহা   ৩ অগৌর   ৪ রোমল, রোমেল

বাদ্যরব শুনি তার মনে লাগে চমত্তকার
কোটাল দেখিয়া ঘর বাড়ি
মহাদুঃখি এই ছেল কি কারণে ধন হইল
নিল কিবা কার দির্ব কাড়ি।
অন্ন না জুড়িত জারে ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে
তৈল বিনে খড়ি উড়ে গায়
ঘরে নাঞি সম্ভাপোনা পরিধান ছেড়া টেনা
শত শত গিরা ছেল তায়।
হেনমত ছিল জেল্যা কোন দেব হেন কৈলে
রাত্রেমদ্ধে মহারাজ হইল
শীতলাচরণপদ্মো চির্ত্তে[১] করিয়া সদ্মো[২]
হরিদেব রচন করিল ॥

এইরূপে জত লোক অনুমান করে উপহারে জাল্যা তথা পূজে শীতলারে।
দির্ব পুষ্প ধূপ দীপ অগোর চন্দনে একান্তভাবেতে পূজে ধীবরনন্দনে।
রাজার কোটাল তথা নগরে বেড়ায় নানা বর্ন্নে বাদ্যভাণ্ড শুনিবারে পায়।
কোটাল চতুর বড় শুনি বাদ্দর্যব জিজ্ঞাসে নগরেলোকে মনে ভাবি ভয়।
কোন শব্দ জানি এই নগরভিতরে বাদ্যভাণ্ডশঙ্খরব কেন উশ্চস্বরে।
কোটালের বাক্য শুনি জত লোক বলে মুকুন্দ মুরারি দেবীপুজে কুতুহলে।
কেমন দেবতা আসি হইল অবতার তারো তরে পুজে দুই ধীবরকুমার।
এতো শুনি নিশাচর হইল কুপীত মুকুন্দমুরারি-গ্রহে গেলেন ত্বরিত।
জেলের মন্দিরে গিয়া দরশন কৈল বিচিত্র ভবন দেখে চমৎকার হইল।
কার ধন পাইল এই ধীবরনন্দন শর্বরীমদ্ধে হের হইল কি কারণ।
কিবা করিয়া ডাকইতা[৩] কোন সাধু মাইল আওাষ বলাইল কিবা সে ধন পাইল।
দেখিয়া কোটাল বড় হইল কোপীত হরিদেব বিরচিল শীতলার গীত ॥

পুরুরূপী কোটাল চলিল তার পুরে দেখিল মূণ্ডিত বারি মুরজ সিন্দুরে।
কনকের সিংহাসনে স্বর্ণময় বারি ... ...।

১ চিত্তে ২ সত্তো ৩ কোন সাধু মাইল কিবা করিয়া ডাকাইতা

দেখিয়া কোটাল বড় কুপীত হইল তর্জন গর্জন করি কহিতে লাগিল।
কনকমুণ্ডিত বারি দেখি জে কাহার কেমনে পাইলে বারি কহ ত সর্ত্তর।
কোন সাধু মারি তুই এ রত্ন আনিলে কনকরচিত বারি কোথায় পাইলে।
ডাকাতি করিয়া বোল নগরে নগরে আনিয়াছ এতো ধন মারি সদাগরে।
কাহার ভাণ্ডারে লুটী পাইলি এতো ধন নগরের মধ্যে জেন দেখি মহাজন।
বল রে কাহার ধন কহ সত্য[১] করি আনিলি কাহার ধন সদাগরে[২] মারি।
এতেক শুনিঞা দুহে করে নিবেদন শুনহ কোটাল ভাই আমার বচন।
চুরি লুটী নাই করি নাই জানি মন্দ কি কারণে কহ কথা করি ছন্দবন্ধ।
এতেক কোটাল শুনি হইল কোপীত রাজারে কহিয়া দিব ফল সমচিত।
মুকুন্দ মুরারি বলে শুনহ রামাই এক নিবেদন করি শুন দাদা ভাই।
দুই সহোদরে[৩] মৎস্য ধরিবারে জাই এমন সময় দয়া কৈল শীতলাই।
মৎস্য ধরি দুই ভাই জলে বাহি তরী[৪] আচম্বিতে জালে [উঠে] কনকের বারি।
দেখিয়া আমরা দুহে যুকতি করিয়া কেলহ জলেতে টেনে না জাব লইয়া।
হেনকালে বসন্তজননী ভগবতী কহিল দুহার তরে আকাশভারতী।
শুনহ ধীবরবালা না চিন আমারে আমি দেবী শীতলাই কহিনু তোমারে।
করহ আমার পূজা ভাই দুই জন না পূজিলে দুহাকার বধিব জীবন।
এতেক শুনিঞা আমি বড় ভয় পাইল তথির কারণে ঘরে লইয়া আইল।
তোমার তরেতে ভাই কৈনু নিবেদন হরিদেব ভাবে মনে শীতলাচরণ॥

কোটাল বলেন তবে প্রকারণ কহ বধিব তোমার প্রাণ নহে বারি দেহ।
মুকুন্দ মুরারি বলে জদি প্রাণ জায় তথাপি কনকবারি না দিব তোমায়।
এতেক কোটাল শুনি কুপীত হইয়া তথা হইতে কোটালিয়া চলিল ধাইয়া।
নৃপতিসদনে আসি দিল দরশন উর্দ্ধশ্বাসে নৃপবরে করে নিবেদন।
প্রণাম করিয়া নৃপে হেট করি মাথা কহিতে লাগিল গিয়া ধীবরের কথা।
শুন শুন মহারাজ নিবেদন করি স্বর্ণময় বারি পাইল মুকুন্দ মুরারি।
মহারাজচক্রবর্ত্তি ধনের ইশ্বর আপুনি হইতে তার লইবে সোসর[৫]।
তোমাহেন কত রাজা কিনিবারে পারে হেন জন নিবসয়ে তোমার সহরে।
পাচির মন্দির ঘর অতি সোশভন তাহার নিকটে তুমি না জায় গণন।

---

১ সর্ত্ত ২ সরদা- ৩ বহ- ৪ তরি ৫ সোসোর

এতেক নৃপতি শুনি কুপীত হইল   জলন্ত আনলে জেন ঘৃত ঢালি দিল।
শুনিয়া কোপীত রাজা লোহিতলোচন   কুপীয়া কোটালপ্রিতি বলিল রাজন।
আন রে ধরিয়া তারে ব্যাজ নাই আর   কারাগারে দেহ আগে নাহিক বিচার।
এতেক কোটাল শুনি লইয়া নিজ সেনা   গুড় গুড় দগড় বাজে ব্যায়ালিস বাজনা।
সসস্ত্র[১] লইয়া জত ধায় কোটালিয়া   ধীবরমন্দির সব বেড়িলেক গিয়া।
ঘন বাজে কাড়া শিঙ্গা বরজের বোল   ধায়াধাই জাইতে [তথা] হইল গণ্ডগোল।
রাজসেনা বেড়িল ধীবর-বাড়িঘর   কম্প কম্প হইল দেখি নৃপতিসহর।
জতেক নৃপের দল প্রেবেশিল পুরে   ধীবরনন্দন দুহে বান্ধিল সত্তরে।
ঢেকা ঢোকা দেয় কেহ মারে পাকসাট   মার মার বলে কেহ করে কাট কাট।
হাথে হাথে সৈন্যগণ লইলেন ধরি   কনকপ্রিতিমা রৈল নিল হেমবারি।
সেনাগণ কোলাহল করিয়া চলিল   নৃপতিসদনে আসি দরশন দিল।
কোটাল প্রণাম করে যুড়ি দুই কর   ধরিয়া আনিল রাজা ধীবরকুমার।
কনকের বারি দিল নৃপবিদ্যমান   ক্রোধকম্পবান রাজা অনলসমান।
রাজা বলে কোটালিয়া বলি তোর তরে   ধীবরনন্দন দুহে দেহ কারাগারে।
আজ্ঞা পায়্যা কোটাল দুহার ধরি হাথে   কারাগারে রাখে দুহে নৃপের আজ্ঞাতে।
বুকেতে তুলিয়া দিল জগ্গাল পাথর   হাথে পায়্যা বন্ধন করিল নিশাচর।
রাজা বলে শীঘ্র[২] গিয়া আন স্বর্ণকার   শুনিয়া কোটাল তথা হইল আগুসার।
আনিলেক স্বর্ণকারে নৃপের গোচরে   প্রণমিল স্বর্ণকার নৃপতির তরে।
রাজা বলে স্বর্ণকার শুন রে বচন   পোড়াইয়া দেখ বারি কেমন বরণ।
শুনি স্বর্ণকার বারি পোড়াইতে নিল   হস্তে হস্তে মহামায়া অন্তধ্যান হইল।
হরিদেব বলে এতো শীতলার খেলা   নৃপে ছলি মহামায়া সুরলোকে[৩] গেলা।

॥ ত্রিপদী ॥

অন্তধ্যান হইল বারি   সভাসত ভেবে মরি
কুপীত হইল নৃপমুনি
হেনকালে ভগবতী   কহে হিতকার প্রিতি
ভাল যুক্তি কহিলে আপুনি।
প্রাণ লয়্যা পলাইল   দাসে বক্তীখানা দিল
ভাল তার ফিরাইল দুঃখ

---

১ সৈসস্ত্র   ২ সিঘ্র   ৩ সুর-

স্বর্ণকারে ডাক দিয়া আনিল কুপীত হয়্যা
আজি মোরে দিত্য ভাল সুখ।
পোড়াইয়া মারিত মোরে কহিনু তোমার তরে
সহনে না যায় দুখ আর
ডাকিয়া আপন সুতে নষ্ট করি বিধিমতে
নৃপতিরে করি ছারখার।
হিতিক বলেন মাই শুন কহি শীতলাই
জরাসুরে[১] আন ডাক দিয়া
এতো শুনি ভগবতী ডাকে জরাসুরপ্রিতি[১]
আইল দেবীর ডাক পায়্যা।
করিয়া যুগলপাণি জরাসুর বলে বাণী[২]
কেন মাতা ডাকিলে আমারে
দেবী বলে জরাসুর আমার বচন ধর
শীঘ্র ডাক আপন কিঙ্করে।
বিক্রমকেশর রাজা না করে আমার পূজা
মোর কর্মে নাহি অভিলাস
ডাক জত ব্রনগণ আমার বচন শুন
উপনীত[৩] হয় তার পাশ।
দেবীর আদেশ পায়্যা জরাসুর ক্রোধ হয়্যা
ডাকে জত আপনার দলে
বসন্তজননী পায় দ্বিজ হরিদেব গায়
কৃপা করি রাখ পদতলে।

। ললিত ছন্দোঃ ।

ডাকিল বসন্তগণে জরাসুর রঙ্গে
শুনিঞা বচন করিল গমন
নিজদল করিয়া সঙ্গে।
বসন্তের দরি চলে ত্বরাতরি
মোহরি সংহতি লইয়া

[১] জরাসুর [২] বাণি [৩] উপস্থিত

বহিছা বসন্ত বড়ই দুরন্ত
চলিল আদেশ পায়্যা।
ডুমুরে কেষুড়ে চলিল ধুকুড়ে
চামদল সংহতি করি
জুয়ালে চোনা হরসিতমোনা
আলকুসি আহার নারী[১]।
সিজফুলি রঙ্গে রক্তদল সঙ্গে
চলিল দেবীর কাছে
বরবটে চোলা ধাইল মিলমিলা
বাহু তুলি জরাসুর নাচে।
ভেরড়্যা মুষুরে বল্লিটে খেসারে
নালিগাড় তার আগে
পুয়ু চলে রোগ শুনিয়া রাজভোগ
নারিকেলা চলে একভাগে।
শ্রীফল্যা বিলে চলিল ভেভুলে
আমিরে বসন্ত রঙ্গে
বড়রোগ হরিসে দেবীর আদেশে
হামেরে লইল সঙ্গে।
শিরশূল ধায় ধবলকোর আয়
সসূছঙ্করি গলনঙ্করি সাথে
পদ্মোদল চলে কুড়িকুষ্ঠী বলে
রক্তদোষ[২] আহার মাথে।
রাজগাড় কুমীরে চলে কালমউরা
রক্তবিগার রক্তদল ধায়
শীতলাচরণ লইয়া শরণ[৩]
হরিদেব রস গায়॥

বসন্তজননী বলে শুন রে বচন কহ শুনি নিজদর্প কাহার কেমন।
দেবীর বচন শুনি বলে জরাসুর আমি জারে ধরি রা[নি] তারে করি চুর।

১ নারি ২ -দেসে ৩ শরন

সুজর কুজর আর তুষজর সংহতি   হস্তীরে মারিলে হয় আমার পিরিতি।
শুন ব্রনমাই মা গো শুন ব্রনমাই   একে একে নিজদর্প কহি তব ঠাঞি।
প্রথমে কহেন কথা শিরশূল নাম   দুর্ম্মুকজনের তরে আমি হই বাম।
শিরশূল হইয়া জলঝারি লাগে মুখে   কামড়ে আমার তিল নাই রয় সুখে[১]।
নাকে মুখে জল ঝরে চক্ষে পড়ে ছানি   নিবেদন করি শুন ব্রনের জননী।
শ্রীফল্যা বসন্ত কহে শুন ভগবতি   শ্রীফলের প্রায় আমি অঙ্গে করি স্থিতি[২]।
সর্বাঙ্গে যুড়িয়া থাকী শ্রীফলের প্রায়   পরিণামে জম-স্থায় লইয়া জায় তায়।
কাকুড়্যা কাঠালে বলে শুন গো ইশ্বরি   আমার অতেক গুণ নিবেদন করি।
দুহাকার সম[৩] গুণ কেহ নহে টুটি   জৈষ্ঠী মাসেতে জেন খেতে পাকে ফুটী।
আলকুসি বসন্ত বলে শুন ব্রনমায়   আমার কামড়ে নর দু হাথে চুল্কায়।
তরুমুল্যা তেতুল্যা কহে বড় দুরাচার   জমালয় লই দুহে করি ছারখার।
নারিকেল গোবাক আর তামুক্কর   কহিতে লাগিল কথা জোড় দুই কর
তিন জন জার তরে ধরি ব্রনমাই   ত্রিভুবনের মর্দ্ধেতে তাহার রক্ষা নাই।
কন্ধ বধিরে তার জামির বহিছা   খেজুরে পুখুরে কহে আর তালবিছা।
সাত জনে জার তরে ধরি গো জননি   অবিলম্বে লই তারে শমনশরণী[৪]।
বাত্রা স্যাঙ্কি চাপীস্তে কহে আর বজ্রফলি[৫]   সিজফলি আমড়াসিলা বসন্ত মিলমিলি।
কম্পগুণি বরবটে ছোলা খেসারি মোসরি   চনা জুয়াস্তা নিঞা কিবা বালুট খেসারি।
সভে কহে শুন কহি ব্রনের জননী   আজ্ঞা কর মহামায়া উলটী মেদনী।
তব আজ্ঞা জদি মাতা পাই গো আমরা   জীবজন্তু বিক আদি পক্ষে করি জ্জরা।
ধুকুড়্যা চামদল কহে হাসিয়া হাসিয়া   দেখিতে দেখিতে অঙ্গে জাই লুকাইয়া।
অনেক আমার গুণ কিছু নয় টুটী   দেখিতে দেখিতে অঙ্গে উঠে ফাটী ফাটী।
কলামোচা আনায়সে মোনতুল বলে   চুলকালে আকুল হয়্যা পড়ে গিয়া জলে।
আকুলপরাণ নর না পায় নিস্তার   অবশেষে লই তারে শমনের ঘর।
পুষ্করূপী বড়রোগ পরিচয় কয়   শুনিঞা শীতলাদেবী আনন্দহৃদয়।
ছোচছরি গলনতীরি কহে দুই জনে   আমরা আগে ধরি জার অস্থান বদনে।
নাক মুখ গলাইয়া অস্থানে করি ঘা   নাকের[৬] শ্বাস বন্ধী করি পোড়াই সর্ব গা।
রক্তবিগার রক্তদোষ কহে দক্তদল   মহাপাপী পায়্যা মাতা মোরা করি বল।
তিলরোগের জত হইয়া ফুটে বারই গায়   মহাজ্বালা ধরে রুগী জখন চুলকায়।

১ মুখে   ২ স্থিতি   ৩ সম   ৪ শমন ঘরনি   ৫ বর্জ্জফলি   ৬ নাকের

কুড়িকুষ্ঠী বলে মাতা মোর তেজ বড়ি   জারে ধরি তারে মারি তিলেকে করি কুড়ি।
ধবলাকার বলে মাতা শুন সমাচার   লুকাইয়া না থাকি আমি অঙ্গে ধরি জার।
ধবল হইয়া থাকি সর্বাঙ্গ যুড়িয়া   বেরুইতে নারে জেন বসন ছাড়িয়া।
কালমউরা বলে মাতা করি নিবেদন   বলবন্তজনে আমি করি আরাধন।
চাকলা চাকলা হই রুগির সর্বাঙ্গেতে যুড়ি   মাংসের উম্র করিয়া অন্তরে বড় পুড়ি।
নাক ভাঙ্গে চক্ষু রাঙ্গে ঠুঁটা করি পা হাথ   সর্বাঙ্গ গলিয়া শেষে হয় তিলপাত।
এইরূপে পরিচয় দিল রোগগণ   শুনিঞা শীতলা দেবী হরষিতমন।
পরম উল্লাসী দেবী[1] বলেন ত্রনেরে   শীঘ্রগতি জায় তথা বিক্রমকেশরে।
বিক্রমকেশর রাজা মহাবলবান   আমার দাসের তরে করে অপমান।
মুকুন্দ মুরারি দুই ধীবরকুমার   দুখিত দেখিয়া দয়া জন্মিল আমার।
রহিলাম তাহার জালে স্বর্ণবারি হয়্যা   করিল আমার পূজা সজত্ন করিয়া।
দেখিল আসিয়া তার দুরন্ত কোটাল   ঝাট কহিল গিয়া জথা মহীপাল।
সে কথা শুনিয়া রাজা কুপীত হইয়া   কারাগারে দুহাকারে রাখিল বাধিয়া[2]।
কারাগারে দুই জন মহাদুঃর্খ পায়   কাতর হইয়া দুহে স্মঙরে আমায়।
রাখিয়া দুহারে পুরী কর ছারখার   সবংশে দাহন কর বিক্রমরাজার।
রাজা পাত্র পুরুহিত কোটালের তরে   প্রজাগণ বিপ্র-আদি জতেক নগরে।
সকলের তরে গিয়া করহ দাহন   রাখেন আমার দাসে রাজার নন্দন।
ঝাট করি জাহ বাপু না কর বিলম্ব   শুনিঞা চলিল ত্রন করি মহাদম্ভ।
কেহ ছোট কেহ বড় চলিল ত্বরায়   ঝুলিকাঙ্খে জরাসুর দ্রুতগতি ধায়।
শতে শতে লাখে লাখে যুড়িয়া জোজন   ধীরে ধীরে পিছে পিছে জায় রোগগণ।
জেরূপে জাহারে ধরে নিবেদন করি   দ্বিজ হরিদেব গান সেবিয়া ঈশ্বরী॥

জরাসুর হরিষে   রাজপুর প্রেবেশে
ধরিল নৃপতিতরে
প্রিতিব বসন্ত   বড়ই দুরন্ত
রোগগণ চারিদিগে ধরে।
রাজপুরুহিত   বিচারে পণ্ডিত
দ্রুতগতি ধরিল তার

---

[1] উল্লাসি দেবি   [2] বান্দিয়া

পরম রঙ্গে ধরে লোহাজঙ্গে
পড়িয়া গড়াগড়ি যায়।
পাত্রের তরে ধরে তার পরে
মজিল দারুন হঠে
কি হইল বলিয়া পড়িল কান্দিয়া
যুগলহাথ হানে ত ললাটে।
কোটাল রামাই তাহারা দুই ভাই
পুরন্ত্রা ধরিল তারে
সকল দল করিয়া মহাবল
আর ধরে তার রমণীরে।
নগরে নগরে নৃপতির পুরে
যত ছিল অপর জন
রাজার মহিনি তাহারে ধরিলে
কোপেতে বসন্তগণ।
রাজার নন্দন আছিল ছয় জন
প্রধানে রাখিয়া তার
নৃপতিদুহিতা চলিলেন তথা
গলে তার রতনের হার।
ডুমুরের বর্ণ[১] করিলেন চিহ্ন[২]
হেমময় আছিল রঙ্গে
এমন মাধরী করিলেন চুরি
হিঙ্গলিয়া বসন্ত রঙ্গে।
নৃপতির সেনা ছিল যতজোনা
কেহ না নিস্তার পায়
দারুন হঠে বিপদ ঘটে
তালগুনা কন্যা গেল গায়।
প্রজা-আদি যত আছিল বহুত
একে একে সকলেরে ধরে

---

১ বর্ন ২ চিন্ন

পশু-আদি[1] বৃক্ষ অতেক যে পক্ষ
ধরিল সকলের তরে।
মজিল কপটে শীতলায় হঠে
প্রমাদ পড়িল পুরে
ছাড়িয়া বসতি পলায় যুবতী
রহিতে না পারে ঘরে।
শীতলাচরণ লইয়া শরণ
কবিতা রচিল হরি
সেবকজোনে রাখিল চরণে
ভকতভাবনা করি॥

রাজার নগরে হইল বিপদের চিহ্ন দেখিতে না পায় চক্ষে কালা হইল কর্ণ।
কেহ কাহা নাঞি চিনে বিসম জাতনা কান্দিয়া বিকল পুরী বিচলিতমোনা।
রাজরানী প্রজা-আদি সর্বজন কান্দে উতরোলি সর্ব নর[2] বুক নাঞি বান্ধে।
রাজার প্রধান পুত্র গুণার্ণব নাম কাদিয়া ব্যাকুল হইল দেখি নিজ ধাম।
পিতা মাতা ভাত্রি ভগ্নী দেখিয়া সভারে কান্দিয়া বিকল ভাসে লোচনের নীরে।
কেন হেন মোর তরে করিল বিধাতা এমন সময়ে মোর মৈল পিতামাতা।
সকল মরিল মোর আমি কেন জী[3] মারিয়া সকল পুরী মোরে কৈলে কি।
ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষেত্রি শূদ্র নানা জাতি কামার কুমার মৈল তেলি আর তাতি।
কায়েস্থ সংগোপ মরে বণিক সকল নানাজাতি প্রজা মরে দেখিয়া বিকল।
পশু পক্ষ বৃক্ষ-আদি সকল মরিল দেখিয়া রাজার পুত্র ভাবিতে লাগিল।
আকুল হইয়া জায় জলে ঝাপ দিতে শীতলা দেখেন বস্যা মলয়াপর্বতে।
দেবী বলে দেখ ঝিএ হিতিকা সুন্দরী উপায় বলহ কি কোন বুদ্ধি করি।
নৃপতিনন্দন দেখ করয়ে করুণা কিরুপে করিবে মই আমারে অর্চনা[4]।
হিতিকা বলেন শুন জগতজননি নৃপসুতে উপদেশ করহ আপুনি।
এই বাক্য কহ গিয়া নৃপতির তরে তরণী সাজিয়া জাহু লইয়া ব্রনেরে।
অরায়ুরে কর্‍্যা দেহ নৌকার কাণ্ডারী ব্রনগণ ভাড়ি ঝাজি নানা দিব করি।

১ পশু- ২ নর ৩ জি: ৪ আসচনা

মুকুন্দ মুরারি দুহে দেহ পাঠাইয়া   কাণ্ডারী বাঙ্গাল জত ব্রনগণ লইয়া।
সাজন করিয়া জাকু নৃপতির বালা   হরিদেব কহে জারে সহায়[1] শীতলা॥

এত বাক্য কহে জদি হিঙ্গিকা[2] সুন্দরী   ততক্ষনে গেলা মাতা নৃপতির পুরী।
মুক্তকেশী উলঙ্গবেশা পিঙ্গললোচনে   মার্জনীকলস-করে গর্দ্দভবাহনে।
দেখিল নৃপতিসুতা শোকেতে বিকল   শীতলা উপায় তারে কহে সকুশল।
শুনহ নৃপতিসুত বলি তোর তরে   শীঘ্রগতি পুজ তুমি শীতলা দেবীরে।
শীতলা পুজিলে সর্ব দুঃখ জাবে দুর   শীতলা সেবিয়ে তুমি রাখ নিজপুর।
মুসুড়ি পাটনে আছে দুর্জয় রাজন   শীতলার বারি আছে তাহার ভবন।
তথা হইতে বারি আনি করহ অর্চনা[3]   ব্রনজ্বর মুকুন্দ মুরারি দুই জনা।
তরণী সাজিয়া ঝাট করহ পয়ান   তবে পুরীজন তোর পায় পরিত্রাণ।
এতেক বলিয়া মাতা গেল সুরালয়   তথা হইতে জাত্রা কৈল নৃপতিতনয়।
শীঘ্রগতি গেল তবে আপন ভবন   মুকুন্দমুরারিকাছে দিল দরশন।
মুকুন্দমুরারিপ্রিতি কহিতে লাগিল   মূঢ়মতি বাপা তোমায় না চিনিল।
শুন শুন মুকুন্দ মুরারি দুই জন   না বুঝিয়া বাপু তোমায় করিল এমন।
ক্ষেমহ সকল দোষ হয় কৃপাদৃষ্টি   শীতলার ধ্যান করি রক্ষা কর ছিষ্টি।
না বুঝিয়া মোনে তোমায় ভেবেছিল জত   ক্ষেমহ সকল দোষ হয় অনুগত।
তোমারে করিল কৃপা বসন্তজননী   না বুঝিল বাপা মোর মূঢ় নৃপমুনি।
সেই অপরাধ মনে না করিবে তুমি   শীতলারে ধ্যান কর নিবেদিনু আমি।
আসিয়া আমার তরে কহিল শীতলা   রাসবরাহিনী দেবী গলে মুণ্ডমালা।
পুজহ আমার পদ নৃপতিনন্দন   তরণী সাজিয়া চল লইয়া ব্রনগণ।
এতেক মিনতি শুনি হইল হরষিত   করিল শীতলা-ধ্যান মনে পুলকিত।
জ্বরাসুরপ্রিতি দেবী দিলেন আরতি   ব্রনগণ লইয়া তথি হইল উপনীতি।
মহাব্যাধি-আদি করি জত রোগগণ   রোগ লয়্যা জ্বরাসুর দিল দরশন।
মুকুন্দ মুরারি বলে শুন ব্রনরায়   সাজন করিয়া তরী[4] চলহ ত্বরায়।
মুসুড়ি পাটনে[5] আছে দুর্জয় রাজন   শীতলার বারি আছে তাহার ভবন।
আনিবারে চল শীঘ্র ব্যাজ নাঞি আর   ব্রনগণ ক্ষন করি নানা উপহার।

---

১ সহায়   ২ হিঙাকা   ৩ আর্চ্চনা   ৪ তরি   ৫ মুসুড়ি পাটনে

মুনিঞা এতেক বাক্য স্রন যাখিগণ   নানা ফল লইয়া তথা করিল গমন।
তরণী সাজিয়া চলে নৃপতির বালা   হরিদেব বলে অত শীতলার খেলা॥

লয়্যা অত ব্রনগণ   হর্ষিত হয়্যা মন
তরী সাজি করিল পয়ান
মুকুন্দ কাণ্ডারী তার   ব্রন নানা উপহার
জরাসুর রোগের প্রধান।
নারিকেল গুবাক[১] জাম   দির্ব পনস আম[২]
শ্রীফল কদলি আনারস
কদর্ষ বকুলফল   তাল খেজুরদল
ছলঙ্গ আমির বহরস।
কামরাল বাতাবি পাতি   গোড়া টাবা নানাজাতি
কলর্ষা নারিঙ্গি করুনা
বোজাই করিল অত   সঙ্গে কয়া জায় কতো
অনেক উপহারদির্ব নানা।
উজনী এড়ায়ে জায়   কাতকা সহর পায়
থানাঘাটে দিল দরশন
চাকদা কুমারখালা   এড়াইল রাজার বালা
হাত্তিমুণ্ডি করিল গমন[৩]।
নবদ্বীপ[৪] পাড়পুর   এড়াইল কতোদূর
ত্রিবিনী বাহিল ত্বরাপরে
খড়দহ পশ্চিম দিয়া   হরষিত অত নেয়ে
এড়েদহ আইল সর্ত্তরে।
কলিকাতা আদি স্থান   বাহিলেক কতো গ্রাম
কালীঘাটে জায় তরী লয়্যা
প্রণাম করিল কালী   হয়্যা বড় কুতুহলি
কোদালিয়া গেল এড়াইয়া।
মালঞ্চা পশ্চিম করি   হরষিত বায় তরী
হেড়েগড় করিল গমন

---
১ গোবাক   ২ পনস আব   ৩ গমন   ৪ -দ্বিপ

বাহিল জতেক গ্রাম কতো তার লব নাম
সঙ্কেতমাধবে দরশন।
প্রণাম করিয়া তায় রাত্রি দিন যোয়ে জায়
সাগিয়ে হইল উপনীত
গুণার্ণব জিজ্ঞাসিল জাহ্নবী কিরূপে আইল
কহ ভাই মধুর সঙ্গীত।
অবধানে কর্ণধার শুন পুরাণের সার
কহিব গঙ্গার উপদেশ
হরি[পদে] উৎপতি ব্রহ্ম-কুমণ্ডে স্থিতি
হরশিরে বাস জার শেষ।
এককালে পশুপতি পঞ্চমুখে করি স্তুতি
গান গীত হরসন্নিধানে
এতে সমর্পিতমন[1] দ্রব[2] হইল নারায়ণ
বিধি কৈল করাজধারণে।
সেইকালে বলি রাজা দানে কৈল বিপ্রপূজা
দানহেতু গেল নারায়ণ
একপদ প্রথিবীতে আর পা বলির মাথে
নাভিপদ ব্রহ্মার সদন।
ব্রহ্মলোকে পদ দেখি বিধি বড় হইল সুখী
কমুণ্ডলে ছিল ভাগীরথী
হরিপদ-অম্বুবলে সিত্ত ভাব্র কুতূহলে
চারিধারা হইল শীঘ্রগতি।
সাধিতে ইন্দ্রের মান তথা গিয়া ভগবান
দেবরাজ হইল পুরান্দর
অদিতিনন্দন দেব বিস্তর করিল স্তব
তুষ্ট হইল সকল অমর।
ত্রিভুবনে অবতংস আছিল মহীর বংশ
ব্রজ নামে মহামহীপাল

১ মনাশ্রিত- ২ দ্রব

সুখে রাজা রাজ্য[১] করে অপুত্রিক নৃপবরে
শেষপক্ষে হইল মৃত্যুকাল[২]।
নৃপ হইল মৃত্যুকায়[৩] তার পত্নী সঙ্গে জায়
বসুমতী হইল দণ্ডহত
শরীত্যাগ[৩] করি ধ্বনি তথা আসি উর্ব মুনি
তার কোলে জন্ম লইল সুত[৪]।
তার নাম হইল বাহু খপু চণ্ডে জেন রাহু
অজধ্যায় হইল নৃপতি
তার পুত্র সগর রাজা করিল জজ্ঞের পূজা
অশ্ব দিল পুত্রের সংহতি।
সুরপতি বিড়ম্বিতে রাখিল পাতালভিতে
রাখে অশ্ব মুনিবিত্তমানে
সগরের সুত শত প্রবেশে পাতালপথ
দেখি হয় কোপিলের স্থানে।
হয় দেখি কম্পবান করেতে লইল বাণ
মুনিপ্রিতি মারিল তখন
মহামুনি কোপে চায় সভে ভস্ম[৫] হয়্যা জায়
হরিদেব করিল রচন ॥

সগরের পুত্র জদি হইল ভস্মরাশি[৫] সগরে কহিতে গেল নারদ তপস্বী।
নারদ বলেন রাজা জজ্ঞ অকারণ মুনিশাপে তব বংশ হইল নিধন।
এতেক শুনিঞা রাজা হইল চমকিত অংশুমানপ্রিতি আজ্ঞা দিলেন ত্বরিত।
শুন শুন অংশুমান আমার বচন তব খুড়ার তর্ত্তহেতু কর আগমন।
পিতামহ-আজ্ঞা পায়্যা তবে অংশুমান উপনীত হইল কপিলের বিত্তমান।
খুড়াসভায় ভস্ম দেখি হইল বিকল তর্পণ করিতে চায় নাহি পায় জল।
কপিল মুনি বলে কিবা চায় অংশুমান গঙ্গাজল বিনে কার নাঞি পরিত্রাণ।
অশ্ব লয়্যা অযুধ্যায় করহ গমন এত শুনি অংশুমান চলিল তখন।
অশ্ব লয়্যা গেল রাজা পিতামহস্থানে কহিল সকল তর্ত্ত রাজাবিত্তমানে।
এতেক শুনিঞা রাজা তপ আরম্ভিল গঙ্গায় লাগিয়া বহু তপস্যা করিল।

---

১ রার্য্য ২ নির্ত্ত- ৩ ধরি- ৪ মৃত ৫ ভষ-

অংশুমানপ্রিতি রাজা রাজ্য ভূম দিয়া   স্বর্গবাসে গেল রাজা বিমানে চাপিয়া।
অংশুমান মহারাজা পাইল বহুলাজ   অংশুমানের পুত্র দিলিপ নররাজ।
দিলিপেরে রাজ্য দিয়া রাজা অংশুমান   স্বর্গবাস গেল রাজা চাপিয়া বিমান।
দিলিপ তপস্যা কৈল দশ হাজার বৎসর   লর্দ্ধা পায়্যা মহারাজা তেজে কলেবর।
বংশে রহিলমাত্র বিধবা দুই দারা   হরিদেব বলে বংশ উদ্ধারিব তারা॥

দিলিপের দুই নারী আছে নিকেতনে   দৈবাত দুর্বসি মুনি আইল সেইখানে।
মুনি দেখি দুই রানী করিল প্রণতি   মুনি বলে মোর বরে হয় পুত্রবতী।
এতো শুনি দুই রানী করে নিবেদন   কি বুঝিয়া হেন বর দিলে তপোধন।
বংশেতে পুরুষ নাঞি শুন মহাশয়   অভার্গ করেছি কেন হইবে তনয়।
মুনি বলে মোর বর না জায় খণ্ডোন   মোর বরে হইয়াছে কুন্তীর নন্দন।
মোর বর কস্তুকালে না জায় খণ্ডন   ঋতুকালে দু সতীনে করিবে রমণ।
এতো বলি মহামুনি গেল তপস্যায়   বিবাদিতে দুই রানী নিকেতনে জায়।
দৈবজোগে ঋতুবতী হইল এক জন   মুনির বচনে দুহে করিল রমণ।
এক দুই তিন চারি হইল দশ মাস   শুভক্ষণে ভগীরথজন্মের প্রকাশ।
শুভদিনে ভগীরথের জনম হইল   মাংস দেখি দুই রানী অনেক কান্দিল।
মাংস দেখি দুই রানী করেন রোদন   অষ্টাবক্র[১] মুনি কৈল তপে আগমোন।
মুনি দেখি ভগীরথ চায় উঠিবারে   শাপে[২] বর অষ্টাবক্র[১] দিলেন তাহারে।
একদিন মাঝপথে বালা ভগীরথে   শিশুসঙ্গে শিশুখেলা খেলে মাঝপথে।
খেলাসাঙ্গে জত শিশু হইল বিদায়   মাঝপথে ভগীরথ একেলা খেলায়।
দৈবজোগ ভগীরথ জায় নিজ ঘর   কত দূরে দেখে তাহা বক্র মুনিবর।
ঘরে জায় ভগীরথ আকিয়া বাকিয়া   মুনি বলে ইঙ্গিত কর আমারে দেখিয়া।
আমারে ইঙ্গিত জদি কর রে স্বরূপে[৩]   তবে ভস্ম হইবে সত্য[৪] মোর শাঁপে।
নহে কুচ্ছাকার থাক জদি হয় রে সুন্দর   সদয় হইয়া আমি তোরে দিলাম বর।
জেইমাত্রে এতবাক্য কহে তপোধন   বালা ভগীরথ হইল রূপে ভুবনমোহন।
অস্থিচর্ম্মহাড়মাংসপূর্ণ ভগীরথ   মুনির চরণে বালা হইল দণ্ডবত।
স্তুতি প্রতি স্তুতি করি করে নিবেদন   শরীর মুক্ত হইল তোমাদরশন।
জনম-অবধি মুঞি ছিনু আকাবেকা   কতো ভার্গ্যফলে প্রভু তোমা পাইনু দেখা।

[১] অকা-   [২] সাপে   [৩] সরূপে   [৪] সর্ব্ব

সাপে বর হইল মোর তোমার বচনে এক নিবেদন করি তোমার চরণে।
জদি অধমেরে দয়া হইল কৃপায় তবে এক উপদেশ কহিবে আমায়।
মোর পিতৃকুল[১] ধ্বংস হইল কপিলের সাপে গঙ্গার পরশ পাইলে মুক্ত হয় পাপে।
গঙ্গা না আনিঞা মৈল পিতৃ-পিতামহ[২] কেমনে পাইব গঙ্গা কহ মহাশয়।
এতেক শুনিঞা কহে বন্ধু মুনিবর সকল কহিতে তোরে নইব তৎপর।
তপস্যার কাল মোর জায় হে বহিয়া এক উপদেশ কহি শুন মোন দিয়া।
শিব দুর্গার তপস্যা কর দশ হাজার বৎসর তবে গঙ্গা আনিবে বাপু প্রথিবিভিতর।
এতেক শুনিঞা তুষ্টু হইল ভগীরথে একভাবে আরাধন করে বিশ্বনাথে।
দ্বাদশ বৎসর শিবপূজে একভাবে কৈলাস হইতে শিব দুর্গা আইল তবে।
সদয় হইয়া কহে প্রভু বিশ্বনাথ বর মাগ একমনে শুন ভগীরথ।
ভগীরথ বলে প্রভু বর দিবে জদি এই বর দেহ মোরে পাই ভাগীরথী।
এতেক শুনিঞা তারে বলে ত্রিলোচনে ব্রহ্মার নিকট জাহ হরিদেব ভনে॥

প্রভুনাভি হইতে পদ গেল উর্দ্ধলোকে মেরুশ্রঙ্গে উপনীত ব্রহ্মার সমুখে।
আইল বিষ্ণুর পদ ব্রহ্মা জানি মনে জল চায়্যা বোলে প্রভু পদপিক্ষালনে।
সকল ব্রহ্মলোক চায়্যা জল নাহি পায় কমণ্ডল নেড়্যা দেখে গঙ্গা আছে তায়।
পরম কৌতুক মনে হইল বেদাননে কমণ্ডল ঢেল্যা দিল প্রভুর চরণে।
জেইমাত্র বিষ্ণুপদে গঙ্গা ঢাল্য বিধি মেরুশ্রঙ্গে উপনীত হইল চারি নদী।
সীতা ভদ্রা বঙ্কু নাম ঝোর মন্দাকিনী অলোকনন্দ তীর্থবর নিবাস অবনী।
চারি নদীর ধারা দশ হইল উৎপত্তি আছৈ্র ভারথি গঙ্গা জমুনা সরেস্বতী।
ফটীকপ্রমাণ জল দৌত-আকার সরযু গণ্ডকী শ্বেতকৌশি নাম আর।
ভোগবতী[৩] পাতালে গেল স্বর্গে মন্দাকিনী অলোকনন্দা তীর্থবর নিবাস অবনী।
তীর্থবর গঙ্গাপ্রিতি আইল জেরূপে সেইকথা শুন সভে কহিব সংখেপে।
ব্রহ্মার কাছে ভগীরথ তপস্যা করিয়া তারে আজ্ঞা দিল ব্রহ্মা গঙ্গা জায় লয়্যা।
তোর পিতৃকুল[২] উদ্ধার হইব এই গঙ্গা হইতে বিলম্ব নাহিক কর চল ভগীরথে।
এতেক শুনিঞা বালা হরষিতমনে প্রণাম করিল বহু ব্রহ্মার চরণে।
গঙ্গার চরণে কত প্রণতি করিয়া চলিলেন ভগীরথ শংখ বাজাইয়া।
শুনিঞা শংখের ধ্বনি গঙ্গা ভাগীরথী ভেজর্ঘর চলিলেন দুকালিয়া ক্ষিতি।
ভগীরথসঙ্গে গঙ্গা চলিল[৪] দক্ষিণে জাহ্নুমুনি তপ করে বসিয়া বিপিনে।

১ প্রিথি- ২ পিতিরী-মোহ ৩ ভগবতি ৪ চলিলে

তপস্ত করয়ে মুনি অক্কুরে বসিয়া উদরে রাখিল গঙ্গা গণ্ডূষ করিয়া।
দ্বাদশ বৎসর রাজা সেবিয়া মুনিরে জানু চিরি জানু মুনি দিল জাহ্নবীরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল খ্যাতি ভগীরথ সঙ্গে কর‍্যা চলে ভাগীরথী।
পর্বত ঠেলিয়া আর না পারি জাইতে ... ...।
পর্বত-উপরে গজ নিদ্রা জায় শুয়্যা তাহারে আনিতে পার তপস্ত করিয়া।
ঐরাবত চিরে জদি দেহ গোহাগিরি তবে তব পিতরো-নাম উর্দ্ধারিতে পারি।
ভগীরথ বলে মাতা করি নিবেদন তোমারে ছাড়িয়া জাইতে স্থির নাঞি মন।
গঙ্গা বলে শুন বাছা বচন আমার আমার লাগিয়া চিন্তা না করিহ আর।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি আন ঐরাবতে এত শুনি ভগীরথ উঠিল পর্বতে।
হেনকালে ঐরাবত নিদ্রা তেজি উঠে ভগীরথ কহে কথা দাণ্ডায়ে নিকটে।
শুন শুন ঐরাবত বচন আমার শরণ লইনু আমি চরণে তোমার।
ব্রহ্মশাপে পিতরোকুল হইল ভস্মরাশি তাহা উর্দ্ধারিতে আমি গঙ্গা লয়্যা আসি।
আসিতে পর্বতে গঙ্গা ঠেকিল আসিয়া কৃপা করি দেহ মোরে গোহারি ধরিয়া।
ঐরাবত বলে শুন আমার ভারথি তোর গঙ্গা মোর সহ[১] বঞ্চে এক রাতি।
তবে ত গোহা বিদারিয়া দিতে পারি আমি তোর গঙ্গারে কয়ে ঝাট আইস তুমি।
এত শুনি ভগীরথ ভয় পাইল মনে কান্দিতে লাগিল আসি গঙ্গার সদনে।
শুন মাতা ভাগীরথী না দেখি উপায় তোমার সঙ্গে থাকিতে হাথি একরাত্রি চায়।
গঙ্গা বলে ঝাট গিয়া কহ ঐরাবতে এক ঢেউ আমার জদি পারে সামালিতে।
তবে তার সঙ্গে আমি রব এক রাতি হরিদেব বলে প্রাণে হারাইবে হাতি॥

ভজিব গঙ্গার সনে কুঞ্জর আনন্দমনে
দিল গোহা দন্তে বিদারিয়া
ক্রোধে গঙ্গা ঢেউ এড়ে সর্ব্বরি জোজন পড়ে
প্রাণ গেল হাত্যাগড়ে গিয়া।
ভগীরথ কুতুহলে শংখ বাজাইয়া চলে
সপ্তগ্রামে হইল উপস্থিতী
শুনহ কাণ্ডারী ভাই জানিঞা কারণ[২] ঠাঞি
ত্রধারা হইল ভাগীরথী।

---

১ সহ ২ কারণ

জমুনা পূর্ব্বেতে আইল সরস্বতী পশ্চিমে গেল
পাপকনাশিনী মর্দ্ধভাগে
সগরবংশ উদ্ধারিতে চলিলেন আনন্দিতে
পাছে গঙ্গা ভগীরথ আগে।
হাথেগড়্যা ভাগীরথী উপস্থিত হইল জদি
দেখে হাথি আছয়ে পড়িয়া
গঙ্গাজলে পাপ নাশে গেল হাথি স্বর্গবাসে
অবিলম্বে গেল মুক্ত হয়্যা।
গঙ্গা বলে ভগীরথ তোর পিত্তৃকুল জত
ভস্ম হইয়াছে কোনখানে
চল পুত্র জাই তথা বিলম্ব নাহিক হেথা
মুক্ত পাউক মোর পরশনে।
ভগীরথ বলে বাণী আমি কিছু নাঞি জানি
আপুনি করহ অন্তাসন
শীতলা-কমলপায় দ্বিজ হরিদেব গায়
তুমি মোরে হয় সুপ্রসন্ন॥

ভগীরথবাক্য মাতা পরমকৌতুকী তেজময় সেইখানে হইল শতমুখী।
শতমুখী হয়্যা জেই সাগরে প্রেবেসে সগরবংশ ভেসে উঠে গঙ্গার পরশে।
কপিল মুনির শাপ অতি নিদারুন বড়ি সগরবংশ হইয়াছিল অঙ্গারের গুড়ি।
পাতালভিতরে ছিল ভস্মরাশি হয়্যা গঙ্গার পরশ পায়্যা উঠিল ভাসিয়া।
গঙ্গা বলে ভগীরথ চেএ দেখ হোর ভস্মময় হইয়া ভাসে পিতৃকুল[১] তোর।
ভগীরথ বলে মাতা কর প্রিতিকার তোমাবিনে কেবা আছে লইবে মোর ভার।
এতেক শুনিঞা মাতা পরিতোষমনে সগরবংশ মুক্ত হয় গঙ্গাপরশনে।
কায়ধারী সগরবংশ হইল স্বর্গবাসে উর্দ্ধবাহু নাচে বালা দেখিয়া হরিষে।
পিণ্ডদান ভগীরথ করিল সাগরে পরম কৌতুকে গেল আপনমন্দিরে।
পরমকারিনী গঙ্গা পতিতপাবন সগরবংশ উদ্ধারি রহিল প্রথিবীভুবন।
পরমকারিনী গঙ্গা চারিবেদের সার পরশমাত্রে সগরবংশ হইল উদ্ধার।
হরিদেব বলে সার শীতলাচরণ গঙ্গার পিরিতে হরি বল সর্বজন॥

---

১ পিতিরী-

গঙ্গাসাগর গেল পশ্চাত করিয়া বাবুর মোকাম বালা উত্তরিল গিয়া।
দেখিয়া দরিয়ার পীর কহে কর্ণধারে সিরনি সকলে দেহ পীরের গোচরে।
তাহার বচন শুনি যতজন নেয়া পীরের সিরনি দিল হরষিত হয়্যা।
তাহার তাবুরক লয়া যত নেএগণ রাত্রি দিন তরী বায়্যা করিল গমন।
রাত্রি দিন বায় তরী মনে হরষিত উৎকল সহরে গিয়া হইল উপনিত।
ধ্বজ পতকা তথি দেখিতে পাইল খিয়াএ বিষ্ণুর পদ নৌকা চাপাইল।
সিন্ধুতটে পিণ্ডদান বটে-আলিঙ্গন দশ অবতার দেখে দেউল উত্থান।
দেখিল রুহিনিকুণ্ড বাজে করতাল নানাবিধি বাদ্য বাজে ফুকরে কাহাল।
প্রসাদ ভোজন করি যত নেএগণ গোবিন্দে প্রণাম করি করিল গমন।
যত যত তীর্থ ছিল ভ্রমি সর্বস্থান সকলে প্রণামী বন্দে দেব ভগবান।
কহ শুনি কর্ণধার এহার কারণ কেন বা হেথায় আইল প্রভু ভগবান।
তার পুর্ব্ব কথা কই শুন কর্ণধার যেমনে গোবিন্দ হেথা কৈল অবতার।
হরিদেব বিরচয়ে সেবিয়া[১] শীতলা রক্ষিবে করুণাময়ই প্রলয়ের বেলা॥

শুন কর্ণধার বাণী অতেক পুরাণখানি
সংসারেতে রাখিলে ঘোষণা
মহাভারথের কথা অমৃতসমান গাথা
পাপীসনে করিতে ছলনা।
অধমতারণ হরি কলুষনাশনকারী
উদ্ধার করিতে জগজনে
শংখচক্রগদাধারী অপারমহিমা হরি
রমণ করিলা গুপীগণে।
বধিতে অসুর কংসে জন্মিলা দৈবকী-অংশে
শকট ভাঙ্গিল নন্দঘরে
নারদ গেলেন তথা কংস নরপতি যথা
ধনুর্দ্ধ কৈল তথাকারে।
হস্তী হয়-আদি যত দ্বারেতে রাখিল শত
অক্রুর পাঠাইল তারে লইতে

১ সিবিয়া

কৃষ্ণপদ দেখি পথে অক্রুর কান্দয়ে রথে
তথা লয়্যা গেল নন্দসুতে।
বধিলা কংসের দূত হয়্যা কৃষ্ণ পুলকিত
কংস নিপাতিল পদাঘাতে
দৈবকীনন্দন হরি দ্বারকায় স্থিতি করি
উড়িস্যায় বলায় জগন্নাথে।
ইন্দ্রদ্যুম্ন[1] [মহা]রাজা করিল বিষ্ণুর পূজা
স্বার্প কৈল প্রভু নারায়ণ
দক্ষিণ জলধিকূলে অক্ষয়বটের মূলে
নাম হইল দারিদ্রভঞ্জন।
সর্বক্ষেত্র নিবারিয়া জলদিকূলেতে গিয়া
উড়িস্যায় না করি বিচার
ব্রাহ্মণ শূদ্রেতে জায় সভে অর্ন্ন কিনে খায়
জগর্ন্নাথক্ষেত্র একাকার।
শুন কর্ণধার তুমি সংক্ষেপে কহিনু আমি
ভারথের অতেক কথন
দ্বিজ হরিদেব কহে শুনিতে শরীর[2] মোহে
কৃষ্ণের অতেক বিবরণ ॥

শুন কর্ণধার তুমি আমার বচন সত্যযুগে[3] মহারাজা ছিল ইন্দ্রদ্যুবন।
প্রথমে সুবর্ন্ন দেউল দিল নৃপবর সলিলে ডুবিয়া গেল পাতালভিতর।
দ্বাপরের অন্ত দেউল দিল মহাশয় সংসার ডুবিয়া সব হইল জলময়।
তিতিয় যুগেতে রাজা তাম্র দেউল দিল ব্রহ্মার সাক্ষেতে সব গিয়া বিজ্ঞাপিল।
ব্রহ্মার তপস্য সাটী সহস্র বৎসর জলময়[4] হইল সৃষ্টি[5] দেখে নৃপবর।
স্তব করিতে বিধিবর আইল তখন কহিতে লাগিল ইন্দ্রদ্যুম্ন জে রাজন।
পাষাণ দেউল গিয়া করহ নির্ম্মাণ বিমলা দেবীরে তথা করহ স্থাপন।
তবে নারায়ণ পাইবে আপন ভবন এতেক শুনিঞা রাজা হরষিতমন।
পাষাণ দেউল রাজা করিল নির্ম্মাণ বিমলা দেবীরে তথা করিল স্থাপন।

১ -দ্যুম্ন ২ শরির ৩ সর্ত- ৪ -ময় ৫ সৃষ্টী

সেই বলে এথায়ে আইলা নারায়ণ   স্বর্গবাস গেল রাজা করিয়া পূজন।
এত শুনি কর্ণধার ভালে কাটে ফোটা   প্রদক্ষিণ হইল গোবিন্দের সপ্তকোটা।
দণ্ডবত সর্বজন গোবিন্দচরণে   অন্ন বেঞ্জন তথা কিনে সর্বজনে।
অন্ন বেঞ্জন তথা সভে মেলি খায়   আচমোন প্রদক্ষিণ গোবিন্দের পায়।
প্রণাম করিয়া জগন্নাথে নীলাচলে[১]   বাহিয়া চলিল তরী সুত মহীপালে।
রাত্রি দিন বায় তরী মনে নাঞি সন্ধে   উপনীত সর্বজন হইল সেতবন্ধে।
সেতবন্ধে উপনীত রাজার নন্দন   অপূর্ব দেখিল তথা সমুদ্রবন্ধন।
জিজ্ঞাসা করিল তারে রাজার কুমার   কহ কহ শুনি সেতবন্ধ-সমাচার।
হরিদেব বলে সার শীতলাচরণ   সেতবন্ধ-উপাক্ষন অপূর্ব কথন॥

শুন সেতবন্ধের কথন
রঘুবংশ-ইতিহাস   শুনিলে কলুষনাশ
যমমুখ নহে দরশন।
ত্রিভুবনে অবতংস   আছিল মহীর বংশ
দশরথ নামে মহীপাল
সুখে রাজা রায্য করে   অপুত্রিক নৃপবরে
নানা সুখে ছিল কতকাল।
রূপে স্বর্গবিদ্যাধরী   নৃপতির তিন নারী
কৌশল্যা সুমিত্রা কৈকৈ
কৌশল্যানন্দন হরি   ত্রিভুবনে অবতরি
রণভূম নিশাচরজৈ।
ভরথ কৈকৈ-সুত   রূপে গুণে অদ্ভুত
সুমিত্রার দুই ত নন্দন
দুর্দ্ধনন্দে নিশাচর   ত্রাসি বড় মুনিবর
গেলা জেথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লয়্যা   মুনি পুলকিত হয়্যা
মহামন্ত্র দিল দুই জনে
তাড়কা বধিয়া পুনু   দুহা কৈল আগমন
উপনীত জনকভুবনে।

---

১ নিলাচলে

চারি পুত্র বিভা দিয়া রাজা পুলকিত হয়্যা
নিকেতনে কৈল আগমন
পরুসরামের দর্প ইঙ্গিতে করিল খর্ব
স্বর্গদ্বার বান্ধিল তখন।
পরুসরামে জিনি রাম গেল আপনার ধাম
পুত্রবধূ লৈল নিকাতনে
এইরূপে কথোদিন ছিল আনন্দিতমন
তাহে হইল দৈবের ঘটনে।
নৃপতির স্বম্পর্ত্ত আছিল পূর্বের সর্ত্ত
কৈকৈ তায় পাড়িল পাষণ্ড
বনবাসে গেল হরি সঙ্গে লক্ষণ সুন্দরী
ভরথ ধরিল ছত্রদণ্ড।
তথা আসি সুর্পনখা রামসনে কৈল দেখা
নাক কান কাটিল লক্ষণ
খরের ধুসন আইল তারে রাম বিনাশিল
গেল নারী কনকভুবন।
সুর্পনখা গেল লঙ্কা দশাননে লাগে শঙ্কা
ক্রোধে কাপে লঙ্কার রাবণ
মরিচিরে মৃগ করি সন্ন্যাসি-আকার ধরি
রথে কৈলা সীতারে হরণ।
জটাউ নামেতে পক্ষ রথ ধ্বজ করে ভক্ষ
পরাজয় মানে দশানন
জটাউ নামে পক্ষরাজ দশরথের মিত্রকাজ
সংকার করিল কপিগণ।
পক্ষের সংকার করি বোনবাস গেল হরি
কহ বান্ধব মুক্তিনিরূপোন
এক বাণে বালি মারি সুগ্রীবের[১] মিত্র করি
স্ববশ[২] করিল কপিগণ।

---

১ সুগ্রিবের ২ সবস

হনুমানে পাঠাইয়া সীতা সতীর[১] বাত্রা লয়্যা
কৈল রাম সমুদ্রবন্ধন
হনুমান মহাবীর বিষম সমরধীর
পার হইলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পার হয়্যা সর্বজন গেলা জথা বিভীষণ
তারে মৈত্র কৈল রঘুনাথ
দ্বিজ হরিদেব গায় ভাবিয়া শীতলা মায়
উমাপদে কৈল প্রণিপাত॥

লঙ্কায় প্রবেশ কৈল জত কপিগণ হান হান কাট কাট বলে সর্বজন।
প্রথমে করিল বধ জত সেনাগণ মেঘনাদ-আদি জত বধিল লক্ষ্মণ[২]।
মহীরাবণ বধ করে আদি জত সেনা লঙ্কাপুরে কপিগণ কৈল অস্ত্রহানা।
মহামায়া পূজা কৈল প্রভু রঘুনাথ রঘুপতি রাবণেরে করিল নিপাত।
হনুমানে আজ্ঞা কৈল শ্রীরঘুনন্দন লঙ্কাপুরী হনুমান কর রে দাহন।
রামের আদেশ পায়্যা পবনকুঙর লেজে অগ্নি করি পোড়াইল সর্ব ঘর।
সীতার উদ্ধার করি প্রভু রঘুপতি পুষ্পরূপী আজ্ঞা কৈল লক্ষ্মণের[২] প্রিতি।
পূর্বে অঙ্গীকার কৈল সাগরের সনে ধনুকের হুলে মুক্ত করহ বন্ধনে।
এইরূপে কৈল রাম সীতার উদ্ধার সেতবন্ধ-উপাক্ষন শুন কর্ণধার।
শুনিঞা অপূর্বকথা জতজন নেএ রঘুনাথে প্রণমিয়া তরী জায় বায়্যা।
একে একে কত দেশ বায় নেএগণ হ্রদদহে আসি তরী দিল দরশন।
কিমি হদেতে তথা তরণী ঠেকিল দেখিয়া রাজার পুত্র মনে ভয় পাইল।
নগান কাটারি ডিঙ্গার অগ্রেতে বান্ধিয়া বেগেতে চলিল তরী হদে জে কাটিয়া।
সেই দহ পশ্চাত[৩] করিয়া নরপতি জোকদহে আসি তরী হইল উপনীতি।
করিকর সমান ভাসিল জোকগুলা দেখি নৃপসুতমুখে উড়ে গেল ধুলা।
চুন খার কত গুলিয়া তাহাতে পেল্যা দিল ত্রাসে সকল জোক রসাতল গেল।
সেই দহ পশ্চাত[৩] করিল নেয়েগণ চিংড়িড়াদহেতে তরী দিল দরশন।
নলখাকড়া সম[৪] মাছ ভাসিয়া উঠিল তরণী তাহার মর্ধ্যে সরণী[৫] পাইল।
কর্ণধার ছিল তার বুদ্ধের আগুলি সেই দহে পেল্যা দিল গুড় চাউলি।
আহার পাইল মৎস্য গেল রসাতল বাহিয়া চলিল তরী আনন্দতরল।

১ স্বতির ২ লক্ষণ ৩ পশ্চাত ৪ সম ৫ সরণি

সেই দহ হরষিতে গেল এড়াইয়া   কাঁকড়াদহেতে তরী উত্তরিল গিয়া।
দাড়ায় ধরিয়া তথা তরণী রাখিল   রাজার নন্দন দেখি মনে ভয় পাইল।
কর্ণধার ছিল তায় বুদ্ধের সাগর   শ্রীকালের ডাক ডাকে তরীর উপর।
পাইয়া শ্রীগাল-শব্দ কাকড়া পলাইল   বাহিয়া তরণী সেই দহ এড়াইল।
তরণী বাহিয়া জায় রাজার নন্দন   সর্পদহ আসি তরী দিল দরশন।
শত শত লাখে লাখে ভাসয়ে ভুজঙ্গ   দেখিয়া রাজার পুত্র জন্মিল আতঙ্ক।
কর্ণধার মহাশয় বুদ্ধের আগুনি   সেই দহে ফেলে দিল ইসের মূলখানি।
ইসের মূলের গন্ধ পায়্যা পলায় ভুজঙ্গ   বাহিয়া চলিল তরী মনে বড় রঙ্গ।
সেই দহ পশ্চাত করিয়া নরপতি   কুম্ভীরদহেতে উপনীত শীঘ্রগতি।
তালগাছ সম কুম্ভীর ভাসে শত শত   ভয়েতে কম্পিত বড় হইল নৃপসুত।
কর্ণধার বুদ্ধিমন্ত অতিশয় বড়   সেই দহে পেল্যা দিল ছাগল গাড়ড়।
আহার পাইয়া কুম্ভীর তথা হইতে গেল   সেই দহ পশ্চাত করিয়া নৃপতি চলিল।
কড়িয়াদহেতে বালা হইল উপনীত   ভাসিয়া উঠিল কড়ি নৃপতি বিস্মিত।
লোহার বাড় দিয়া তথা কড়ি বন্দী কৈল   কূলেতে করিয়া গর্ত্ত পুতিয়া রাখিল।
সেই দহ গেল রাজা হরিষে বাহিয়া   শঙ্খদহেতে পুত্র উর্ত্তরিল গিয়া।
ঐমত শঙ্খ বন্দী করিল সর্বজন   মোল্লার পাঠোনে গিয়া দিল দরশন।
কর্ণধার বলে শুন আমার বচন   দামা দগড়া বাদ্য কর সর্বজন।
তাহার বচন শুনি জত জনগণ   দামাম্যা করিল সভে হরষিতমন।
মহাবাদ্যভাণ্ড[১] শুনি দুর্জ্জয় নৃপতি   পাত্র[২] মিত্র চমৎকার হইল বিস্মীতি।
ক্রোধে কম্পবান তবে দুর্জ্জয় ভূপাল   ক্রোধিত হইয়া ডাকে কোটাল কোটাল।
রাজার আদেশে শীঘ্র আইল নিশাপতি   প্রণাম করিয়া ভূপে কহেন ভারথি।
কি কারণে মহারাজা ডাকিলে আমারে   দেখিয়া তোমার ক্রোধ কম্পিত অন্তরে।
রাজা বলে কোটালিয়া শুন সমাচার   কোন জন বটে এসে আমার নগর।
কিবা রাজসেনা আইল হইয়া ছত্রধারি   সাধু মহাজন কিবা বলিতে না পারি।
ডাকাতি বাউড় কিবা কিছুই না জানি   মার মার বলে কেবল দামামার ধ্বনি।
এতেক কোটাল শুনি লইয়ে নিজ সেনা   গুড় গুড় দগড় বাজে ব্যারলিস বাজনা।
চলিল কোটালগণ নিজ অস্ত্র লয়্যা   দ্বিজ হরিদেব গান শীতলা ভাবিয়া॥

রাজার আদেশ পায়্যা   কোটাল চলিল ধায়্যা
ধরিবারে বৈদেশীনন্দন

১ -ভণ্ড   ২ পার্থ

মার মার করা্যা জায় সৈন্যগণ যড়ে ধায়
নানাবাদ্য করিল সাজন।
সাজ সাজ বলি কেহ হাথে অস্ত্র করে লহ
চলে কোটাল গর্জন করিয়া
আপনার সেনা লয়্যা চলে হরষিত হয়্যা
মার মার সঘনে ডাকিয়া।
কোটালের সাজন দেখি গুনরব হইল দুখি
কর্ণধারে জিজ্ঞাসে তখন
রাজঘাটে দেয় থানা সেজে আইল কোন জনা
কহ ভাই এহার কথন।
কর্ণধার বলে বাণী শুন সাধু গুণমুনি
কহিব রাজার আগে গিয়া
হেনকালে কোটালিয়া আইল কুপীত হয়্যা
কুবাক্য[১] বলিছে ডাক দিয়া।
শুন সাধু মোর কথা কেন বা আইলি হেথা
মরিবার বাঞ্চা আছে মনে
রাজার হুকুম মোরে ধরিয়া লইতে তোরে
নিয়্যা জাব রাজার সদনে।
দুই জনে বলাবলি হইল বড় গালাগালি
তর্জন করিছে কোটালিয়া
মার মার শব্দ করে চড়ে ডিঙ্গার উপরে
সঘনেতে গোপে তা দিয়ে।
সাধুসুত বাধিয়া[২] লয়্যা জায় কোটালিয়া
রাজসদনে উপনীত
সাধুসুতের রূপ দেখি রাজা বড় হইল সুখী
জিজ্ঞাসিল বচন পিরিত।
কাহার নন্দন তুমি কহিবে শুনিব আমি
কহ বাছা আমার[৩] সর্ত্তরে
রাজঘাটে দেয় হানা কর শব্দ বাজনা
চমকিত আমার দরবারে।

---

১ কুবাক্য ২ বাদিয়া ৩ আমায়

বাত্তরব শুনি তোর সহর ভাজিল মোর
কহ বেটা কিসের লাগিয়া
পলায় প্রজাগণ মোর বাত্তরব শুনি তোর
স্ত্রী পলায় পুরুস তেজিয়া।
শুনিঞা রাজার বাণী কহে সাধু শুনমুনি
শুন রাজা আমার বচন
বানিজ্য করিবার তরে আসি তব নগরে
শীতলাই বলিল বচন।
রাজসম্পদ ধোন দিবে তুমি অনক্ষন
এহা লাগি আইলাম হেথা
আজ্ঞা দিল শীতলা মাই আইলাম তোমার ঠাঞি
কহিলাম সকল তোমায় কথা।
শুনিঞা শীতলা নাম রাজা হইল কম্পবান
অনলসমান হেন জলে
রাগাই বাগাই নামে ডাকে রাজা দুই জনে
কারাগারে বন্দী কর বলে।
রাজার আদেশ পায়্যা চলে কোটাল দুই ভেয়ে
গৌরব তেজিয়া উঠায় তারে
হাথে হাথে সর্ব্বে লয়্যা কারাগার-ঘর গিয়া
বুকে দেই জগ্গল পাথরে।
আনিল বন্ধনদড়ি হাথে পায় দিল বেড়ি
মুখে দিল গরল বিষের[১] বড়ি
রাজ-আজ্ঞা পায়্যা তারে বান্ধিলেক নিশাচরে
জায় সাধু ভূমে গড়াগড়ি।
শীতলায় স্মরণ করে শুনরব উচ্চস্বরে[২]
হরিদেব কহে এই বাণী
কারাগারে স্তবন করে তব ভক্ত প্রাণে মরে
সহায়[৩] হয়্যা রক্ষ্য নারায়ণী॥

১ বিসের ২ উস্বর্ে ৩ সহায়

কারাগারে সাধুপুত্র করেন স্তবন   উর গো শীতলা মাতা লইলাম স্মঙরণ।
আপুনি বলিয়াছিলে চাঁদমুখের বাণী   স্মঙরণ করিলে পুত্র উরিব আপুনি।
শশীরাশি মুক্তকেশী পিঙ্গললোচন   কারাগারে উর দেবী লইলাম সঙরণ।
ভবানী ভাবিনী দুর্গা অসুরবিনাশিনী   মাইন্দ্র-আদি করেন স্তব লোটায় ধরণী।
ইন্দ্র থুইল নাম ইন্দ্রাক্ষী বলিয়া   ভবানী ভুবনে নাম হর-মন ভুলাইয়া।
শঙ্করীসহায় কালি রক্ষে কর মোরে   তব পুত্র গুনন্নব ডাকে উচ্চস্বরে।
তুমি রাত্র তুমি দিবা তুমি গো কামিনী   পুরুষ প্রকিতি তুমি ব্রহ্মার জননী।
রামেরে হইলে সহায় রাবণে হলে বাম   তোমা পূজি রাবণলঙ্কাজিই রাম।
সবংশে মরিল রাবণ বীর কুম্ভকর্ণে   লঙ্কাপুরী ছারখার করিলে আপনে।
কে বুঝিতে পারে মাতা তোমার মন্ত্রণা   শ্রীহরি করেছ পার প্রলয়জমুনা।
ভবানী ভাবিনী সীতা লক্ষ্মী রূপে নারায়ণী   ব্রহ্মা দিতে নারে সীমা আর শূলপাণি।
জগতজননী তুমি গলে মুণ্ডমালা   কারাগারে প্রাণ জায় উর গো শীতলা।
ব্রহ্মা-আদি দেব স্তব করে স্তুতিবাণী   কারাগারে উর গো শীতলা নারায়ণী।
শ্রীমন্তে করেছ রক্ষে দিয়া পদছায়া   অপারমহিমে মাতা কর মোরে দয়া।
আপনি করেছ রণ হয়্যা ভদ্রকালী   ধুম্রলোচন বধ করিলে গলে বনমালী।
সৃষ্টি[১] করিলে রক্ষে নিশুম্ভরে[২] বধিয়া   হইল সুরত রাজা তোমারে বিয়ায়ে।
বীরসিংহের মশানেতে রক্ষিলে সুন্দরে   সেইমত গুনন্নব স্তবন জে করে।
হরিদেববিরচন ভাবিয়া শীতলা   রক্ষিবে করুণাময়ি প্রলএর বেলা॥

ভাবিয়ে শীতলা   গুনন্নব বালা
কারাগারে প্রাণ জাএ
মা দক্ষিণ মশানে   দুর্জয়ে রাজনে
অবিচারে[৩] প্রাণ লয়।
সঙরণ রায়   শীতলা মায়
রক্ষা কর নারায়ণি
তোমার ঠাঞি   মাগিলা বিদাই
মনই তর্পণের[৪] [পা]নি।
স্তব করে বালা   মঙ্গল শীতলা
দেখি মলয়াভুবনে

১ শ্রীষ্টী   ২ নিসম্ভুরে   ৩ রবিচারে   ৪ তপনের

সিংহাসন টলে চক্ষে জল পড়ে
মুখে তাম্বুল খসে ঘনক্ষনে।
ঘনক্ষন দেখি কহ ছিতি সখি
কি লাগিয়া হেন হইল
মোর নাম করি যুন ল সুন্দরি
ভকত কে কোথা মল্য[১]।
ছিতি বলে মাই কহি তব ঠাঞি
শুন মাতা মন দিয়া
মর্দ্দির পাটনে রাজার নন্দনে
গেছে জনগণ লয়্যা।
শুনি দামাধ্বনি[২] মূড় নৃপমনি
বন্দিলেক কারাগারে
তোমার তরে ডাকে উচ্চস্বরে[৩]
রাখ গিয়া তার তরে।
শুনি নারায়ণী সাজিলা তখনি
অরুন হইল আঁখি
দুরন্ত রাজনে বধিব জে প্রাণে
কার বাপে আজি রাখি।
ক্রোধিত[৪] দেখিয়া জোড়কর হয়া
বলিচেন ছিতি দাসী
স্বপনের[৫] কথা কহ গিয়া তথা
তবে জেন ভালবাসি।
ছিতিকা-বচনে ভাবিচেন মনে
কহিবে উপায় মোরে[৬]
কোন মরতারে জাব সে নগরে
কব দুরন্ত রাজারে।
দাসী বলে মাতা শুন বলি কথা
ব্রাহ্মণীর বেশে জাবে

১ মল ২ -ধ্বনি ৩ উচ্চস্বরে ৪ ক্রোধিত ৫ স্বপনের ৬ মোরে

শুন নরপতি আমার ভারখি
অদ্ধ রাজা কুম দিবে।
যদি সে রাজনে তব নাঞি মানে
দাহন করিব পুরী
তোমার চরণে কৈল নিবেদনে
শুন রাজরাজেশ্বরী।
সখীবাক্য শুনি ব্রনের জননী
আনন্দিত হইল মনে
ব্রহ্মণীর বেশ জান রাজদেশ
হরিদেব রস ভনে॥

ভক্তে[র] কারণহেতু ব্রনের জননী ব্রহ্মর বেশ মাতা হইলা তখনি।
শর্ম্ব ভরে রাজপুরী প্রেবেশে তখন নিদ্রাগত হয়্যা যথা দুর্জ্জয় রাজন।
শুন রে অবোধ[১] ব্যেটা বলি তোর তরে সাধুপুত্র বন্দী করিয়াছ কারাগারে।
কারাগারে কি [কহি] অথ দুখ পায় কি কহিব শেল জেন বাজে মোর[২] গায়।
শিয়রে বসিয়া বলি বসন্তজননী [সাধুপুত্রে] বিভা দিব্য তোমার নন্দিনী।
এত বলি মহামায়া অন্তধান হএ প্রভাতে উঠিয়া স্বপ্ন পাত্রে মিত্রে কয়।
রাজা বলে পাত্র মিত্র শুন মোর[২] বাণী স্বপন দেখিলাম আজি অপুর্ব কাহিনী।
জট্যবুড়ী মোর[২] তরে বলে স্বপ্নকথা সাধুপুত্রে খালাস কর বলিল বারতা।
মর্ধ্য রাজা কন্ত বিভা দিবেক নন্দনে রাজ্যপাট বারা ঝারা আর সিংহাসনে।
পাত্র বলে মহারাজা শুনহ বচন স্বপনের কথা সত্য না হয় কখন।
স্বপনে সুবর্ণ পায় জাগিলে না রহে আমার বচন রাজা শুন মহাশয়ে।
এত বলি পাত্র বেটা স্বপ্ন নিন্দে করে শিয়ানে আনিলা মাতা বলেরাশিখরে[৩]।
হিতিকার তরে দেবী বলে[ন] বচন স্বপ্নকথা নিন্দে করে পাত্রের নন্দন।
দাসী বলেন মহামায়া বুদ্ধি কেন হয় তব পুত্র জরাসুরে আজ্ঞে তুমি কর।
ব্রনগণ লয়্যা পুরী করুক দাহন যবন্ত খালাস হবে সাধুর[৪] নন্দন।
এত শুনি ভগবতী ডাকিল ব্রনেরে হরিদেব বলে রক্ষা কর নাএকেরে।

যেই ডাকে স্বরূপ-দেবী
ভগবতীরে

১ মবধ ২ মর ৩ -সিকরে ৪ শতর

শুনিঞা বচন জরাসুর তখন
চলে শীঘ্রগতিরে।
দুরন্ত বসন্তগণ চলিলা তখন
দেবীর আদেশে
জরাসুর রঙ্গে বসন্তগণ সঙ্গে
রাজপুর প্রবেশে।
চৌসটি বসন্ত হরষিত্য আনন্দ
মুল্লার পাটনে
দেবীর আজ্ঞা পায়্যা ব্যধগণ ধায়
ধরিল রাজনে।
কাকুড়ে কাঁঠালে শীঘ্র ধায় বিয়লে
পাত্রের মন্দিরে
অঙ্গ[1] ফাটি ফাটি খেতে জেন কাফুটি
আর ধ[রে] তার রমণীরে।
বাটুলে খেসারে বসন্ত মুসুরে
ঘেরিল নৃপতির বাড়ি
তেজিয়্যা বসতি পালায় যুবতী
স্বামীপুত্র ছাড়ি।
রক্তদল চলিল পুখুরে মিলিল
ধরিল সকল তরে
ব্রহ্মক্ষেত্রে সুপ্রবন্ধ্য য়াদি
সকলে বসন্ত আরে।
বনিক জত ছিল বসন্তগণে ধরি
কেহ না নিস্তার পায়
পুরুনে বসন্ত কাটাল দুরন্ত
ক্রোধগতি ধরিল তায়।
বসন্তের দল কয়্যা মহাবল
রাজার রাজ্যপাটে

---

১ রঙ্গ

নৃপতিকামিনী লুটায় ধরণি
কঙ্কণ হানে ললাটে।
কি হইল বলিয়া ভূমেতে পড়িয়া
কান্দে রাজার নন্দিনী
কেন হেন হইল কে বাদে লাগিল
প্রাণ তেজি তবে আমি।
চন্দ্রামুখী রামা কান্দে মনে নাঞি ক্ষেমা
পিতা সকলি মরিল
পুরীমধ্যে আমি রহিলাম একাকিনী
বিধি মোরে বাম হইল।
বসন্তের জ্বালা ধরে কেহ কেহ প্রাণে মরে
তবে কেন আমি আর জিই
ঈশ্বরির নাম করয়্য ঝাপ দিব সাগরে
অভাগী প্রাণতে জিই।
চন্দ্রমুখী এত বলে জায় সমুদ্রের কূলে
জলে প্রাণ তেজিবার তরে
অন্তরজামিনী শীতলা নারায়ণী
কহিবেন হিতি দাসী তরে।
দ্বিজ হরিদেব করিচেন স্তব
রক্ষা কর গ শীতলা
তোমার চরণ লইয়া স্মঙরণ
ভবার্ণবে[১] বান্ধ্যেচি ভেলা॥

রাজকন্ন্যা জায় তবে জলে ঝাপ দিতে শীতলা বসিয়া দেখে মলেয়াপর্বতে।
দেবী বলে কহ ফিরয় হিতিকা সুন্দরি কেমনে করিব রক্ষা বল ত্বরাত্বরি।
হিতিকা বলেন শুন ত্রনের জননি রাজকন্ন্যা উপদেশ কহ গ আপনি।
এই বাক্য[২] কহ গিয়া নন্দিনীর তরে শীঘ্রগতি পূজা কর শীতলা দেবীরে।
দাসীসঙ্গে যুক্তি করি সিত[লা] ভগবতী আপনার নিজমূর্ত্তি হইল শীঘ্রগতি।

১ ভবজবে ২ বার্ক

গর্দ্দববাহন মায়ের আসাবাড়ি হাতে মুল্লার পাটনে জান নন্দিনী ছলিতে।
মস্তকের [জটা]ভার ভুমেতে লুটায় মার্জ্জনী কলস-কলে ধীরে ধীরে জায়।
শীতলা বলেন শুন চন্দ্রমুখি রামা কাতর দেখে উপদেশ কএ জাব তোমা।
কর পুজা শীতলার ব্যস্ত নাঞি য়ার তব পিতা বন্দী করে স্যেবক য়ামার।
ঐই সাধু তব বর শুনহ নন্দিনী খালাস কর‍্যা বিভা দিবে মুড় নৃপমনি।
সুবর্ণের বারা ঝারা দিবে ন[র]পতি। ... ...।
রাজসম্পদ ধন নৃপ লয়াচে জে জত সাজন করিয়া তার দেহ জেন তত।
কন্ত বলে মহামায়া জগতজননী য়াপনার গুণ মাতা প্রকাশ আপনি।
পিতার রাথ্য মজিল মা গ বসন্তজ্বালাএ কিরূপে হইবে মুক্ত কহ না উপাএ।
দেবী বলে পূজা করুক শীতলাচরণ তোমার পতি বন্দী আছে রাজার নন্দন।
জোড়হস্তে চন্দ্রমুখী কহেন হাসিয়া মাতা পিতাএ রক্ষা কর পদছায়া দিয়া।
তুষ্ট হয়া পদধূলি সর্ব্বজোনে দিল হুহুংকারে ত্রনগণে য়ংজে করি নিল।
তথন ত মহারাজা হরষিত হইল পুরহিত দ্বিজবরে ত্বরায় ডাকিল।
ঘট আবাহন কর‍্যা দ্বিজার নন্দন একচিত্রে পূজা করে শীতলার চরণ।
নানা উপহারে সভে করিল পূজন সন্তুষ্ট হয়া দেবী বলেন বচন।
সভাসন্নিধানে[1] মাতা কহেন রাজারে কি কারণে বন্দী মোর কৈলে সেবকেরে।
রাজা বলে শুন মাতা আমার বচন দস্যুরূপে প্রেবেশিল য়ামার ভুবন।
তেকারণে বন্দী আমি করিনু যোঁহারে ভগবতি পুহুরূপি কহেন রাজারে।
শুন শুন নরনাথ এই ত দোষ পায়া অল্পদোষে দুই জনে রাখিলে বান্ধিয়া।
মোর তরে দেহ রাজা খালাশ দুই জন ঘুষিব তোমার জস সকল ভুবন।
খিতিতলে বহুতর আছিল কু[য়]তি তোমাসম ধর্ম্মশীল কেহ নাঞি খিতি।
কাশীরাজা দুখাসন শার্ষ নৃপবর দুখান্ত পাণ্ডব আর লঙ্কার ঈশ্বর।
সুর্য্যবংশে কত রাজা আছিল সংশারে তোমার সমান আমি না দেখি কাহারে।
দানের সমান আর নহে প্রথিবীতে স্তব স্তুতি নহে করি তোমার সাক্ষ্যাতে।
কর্ণের সমা[ন] দাতা কেহ নাই খিতি সমরে শরীরদান দিলা নরপতি।
রহিল কর্ণের জশ প্রিথিবী ব্যাপিয়া বলির রহিল জশ খিতিদান দিয়া।
তাম্রধ্বজ অঙ্গ দেখ ক্রফে দিল দান দুই জন খালাশ দিয়া তুমি রাখ মান।
শুনিঞা নৃপতি তবে করজোড়ে কয় খালাশ করিব তোহে শুন মাহারায়।
তিনসত্যবার লইয়ে দেবী অন্তর্ধ্যান সাধুসুতে বন্ধোনমুক্ত হরিদেব গান।

১ -শান্নি-

প্রভাতে[র] কালে রাজন কোটালে ডাকে ঘন ঘন
খালাশ কর বলে সাধুসুতে
ডাক শুনি নিশাচর রাইলেন সত্তার
প্রণমিয়া কহে জোড়হাতে।
কি লাগিয়ে নরপতি আজ্ঞে কৈ[লে] আমাপ্রিতি
কহ প্রভু শুনি জে বচন
রাজা বলে নিশাচর মোর বাক্যে[1] ত্বরাপর
খালাশ করা রান দুই জন।
তবে কোটাল হইল হরষিত
উভরড়ে দুই জনে গেল দক্ষিণ মশানে
বন্ধমুক্ত করএ ত্বরিত।
হাস্যবদন[2] রাজার নন্দন
কোটাল করিয়া সংঙ্গে সাধুসুত জায় রংঙ্গে
উপস্থিত নৃপের সদন।
রূপ দেখে মুহিত রাজন
ডাকিলেন পুরহিতে বেভার লগ্ন করিতে
বিলম্ব নাহি কন্যা দিব দান।
রাজা হরষিতমনে পাত্রমিত্রপ্রজাসনে
হরষিত হইয় নৃপবর
নিজ পুরহিত দ্বিজে রানিলেক মহারাজে
দিন লগ্ন কৈল দ্বিজবর।
পুরীখণ্ড মহাপুলকিত
মঙ্গল উবাস[3] দিন বুধবার বিলক্ষণ
নিশি প্রহরে দিন নিত।
নৃপ হইল হরিশ মন্তরে
কন্যারে জে দিব দান শুন রানি পুন্নবান
শীঘ্র ডাক জত রমণীরে।
নিরিমিষ্যা আচমন কৈল নানা রাআজন
রাজপুরে বাদ্যভাণ্ড হএ

১ বাক্যে ২ হাস্য- ৩ যোজন উবাশ

শীতলার কমল পাএ দ্বিজ হরিদেব গাএ
চন্দ্রমুখী কন্যা বিভা দেএ ॥

চতুর্দ্দিগে বাদ্যভাণ্ড উল্লাসিত হইল নগরে নাগরী সব ডাকিয়া আনিল।
আইলেক রাজরামা প্রসন্নবদন অলঙ্কারে রূপ জলে ভুবনমোহন।
কেহ বলে আস আই প্রাণধন হিয়া হাসিতে হাসিতে সব ধায় রমণীরে।
ললিতা বিশখা নাম আইল বিষ্ণুপ্রিয়া হরি হর চিত্রা সতী আনন্দিত হয়া।
কালিন্দি জমুনা সীতা পার্বতী তুলসী লক্ষ্মী সুলোচনা আইল রম্ভাবতী শশী।
রাধা নামা সত্যভামা ভবানী ভাবিনী হৈমবতী অরুনধুতি চলে করি[১] ধ্বনি।
এই সব রামাগণে ডাকিলেক রাজা নান্দিমুখ বিদ্ধিশ্রাদ্ধ[২] আদি কৈল পূজা।
তৈল হলিদ্রা রামা অঙ্গে[তে] ভূষিত মোঙ্গলহাঁড়ি জলসএ আইল তুরিত।
বরকন্ত স্নান করাএ জত নারী নানা অলঙ্কার দিল বলিতে না পারি।
বিভার সমএ বর চলিল সাজিয়া সবে ধন্ন ধন্ন বলে সুন্দর দেখিয়া।
বসিলেন জত রাজা রাজসভা কয়্য শঙ্খ বাদ্য নানা শব্দ রাজার নগরে।
পুরহিত আচমন স্বস্তিবাচন কৈল অঙ্গন্যস ভূৎশুদ্ধি আদি সারাইল।
গুণবতী চন্দ্রমুখী সাজায় ত্বরাএ হলিদ্রা বাটিয়া তবে তার গাএ দেয়।
বরণডালা বামাগণ হরষিতে আনে বেদমন্ত্র পড়ি দ্বিজ ঘট-আবাহনে।
নারায়ণ তৈল দিয়ে আচড়িল চুল বান্ধিল বিনদ খোপা আর নাক্রি মুল।
চারিভিতে দিল চাঁদ চন্দনের রেখা প্রথম দিনে উদয় জেন কুমুদফুলে সখা।
বুকেতে কাঁচলি দিল দেখি যুগভন অলঙ্কারে রূপ জলে ভুবনমহন।
কন্তদান করে রাজা বেদের বিধানে ষোড়শ[৩] দাক্ষিণ তবে করে শুবক্ষণে।
হরিদেব ভনে এত শীতলার খেলা আনন্দিতে বসিলেন সাধুসুত বালা ॥

॥ ত্রিপদী ॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

হরষিতে নৃপমনি বসাইল কন্তখানি
অধিবাস করিল পূজন
মহী গন্ধ শিলা-আদি দুর্ব্বা পুষ্প ফল দধি
গোরকচন্দা চামর দর্পণ।

---

১ পরি ২ -শ্রাদ্ধ ৩ ষোড়োশ

আর জত দির্ব্য ছিল এক্কে একে সমাপিল
হরষিত হইয়া রাজন
কৈল রাজা সর্ব্বনিষ্টি স্বহা স্বধা সান্তি পুষ্টি
বসুধারা দিলেন তখন।
হরষিতে নৃপসুতে আচমন করিল তাথে
দিল রাজা কনক-অঙ্গুরি
মধুপর্ক-আদি দিল হাথে হাথে সমাপিল
দুহে বন্দী হৈল নমস্কারি[১]।
দ্বিজ করে বেদপড়া দুহে বাধে গ্রান্থিচুড়া
সভাসতে প্রণাম হইল
লইল বাসরঘরে খিরখণ্ড ভোজন করে
নিশি দুজনে বঞ্চিল।
এথা এইরূপে কন্যা বর আনন্দিতে করে ঘর
দ্বাদশ বছরে বই জায়
আনন্দিত কুতুহলী বঞ্চে নিশি রসকেলি
পাসরি শীতলা মহামায়।
হেথা দেবী শীতলাই ভুবনবিজয়জই
হিভিসঙ্গে কহিচে বচন
শুন দাসি বারতা ভুলে রইল সাধুসুতা[২]
কেমনেতে আসিবে নন্দন।
হিভি বলে ভগবতী তব পদে করি স্তুতি
উ[প]দেশ[৩] কহিবে রাজনে
মায়ারূপে[৪] স্বরাপর[৫] ব্রাহ্মনীর[৬] বেশ ধর
তবে দেশে আসিবে নন্দনে।
দ্বিজ হরিদেব বলে শীতলার পদতলে
নাএকের করহ কল্যাণ
তোমার [চরণ বিনে] অন্য আর নাই মনে
ধনপুত্র বাড়াবে সম্মান॥

---

১ নমসস্কারি ২ সাহু- ৩ উদেস ৪ -রূউ ৫ স্বরা- ৬ ব্রাহ্মনির

এইরূপে কতদিন বঞ্চিল রাজন   শীতলার পূজা লয়ে[1] নাই তার মন।
মলেয়াশিখরে ভাবে ব্রহ্মার জননী   হিভিসঙ্গে যুক্তি দেবি করেন আপনি।
শুন গো হিভিকা সই শুন বলি তোরে   কেমনে রাজার পুত্র আসিবে দেশেরে।
হিভিকা বলেন মাতা করি নিবেদন   মূলার পাটনে গিএ করহ ছলন।
এই বাক্য কহ গিয়া সাধুর কুমারে   বারা ঝারা[2] শিরে নেন আনে ত্বরাপরে।
ব্রর্দ্ধা বাভনির বেশ হইল ভগবতী   সাধুপুত্রে উপদেশ কহ শীঘ্রগতি।
দাসীর বচনে মাতা ব্রহ্মণির বেশে   সাধুপুত্রে কন কথা নিশি-অবশেষে।
মাথায় জটার ভার হাথে আসাবাড়ি   শিঅরে বসিয়া কথা কন দড়বড়ি।
শুন রে অবুধ বাছা বচন আমার   অন্ধ হএ পিতেমাতা মরিল তোমার।
তব শোকে রাজা রানী হএচে কাতর   বারা ঝারা লএ দেশে চলহ সত্তর।
শীতলার পূজা বাছা নাই তোর মনে   মরিল সকল পুরী[3] তোমার বিহনে।
আমি রে শীতলা দেবী বলিল তোমায়   কোলে পেয়্যা রমণী ভুলেচ বাপা মায়।
এতেক বলিয়া দেবী অন্তধ্যান হলো   নিদ্রাভঙ্গ রাজপুত্র কান্দিতে লাগিল।
খটা তেজি শুনলব উঠিল তখন   চমকিত দেখি রামা কহেন বচন।
গুণবতী বলে প্রভু নিবেদিই তোমারে   বিষন্ন[4] বদন কেন কহিবে আমারে।
গুণোলোয় বলে রামা বলি[5] জে তোমায়   স্বপনে[6] অমঙ্গল আজ দেখি বাপ মায়।
আমা লাগি মাতা পিত্যা শুনিছে হুতাষ   নাইরব পাটনেতে জাব নিজ বাস।
গুণবতি বলে প্রভু শুনহ[7] বচন   তোমার সঙ্গেতে আমি করিব গমন।
শুনলব বলে রামা বলি জে তোমায়   বাপ মার গ্রেহে থাক না ভ্যাব আমায়।
সাধুর নিকটে রামা কহে জোড়করে   রমণী তেজিয় কেবা গেছে কোথাকারে।
আর এক কথা বলি সাধুর নন্দন   মোন দিয় শুন হে ভাগবত রামায়ণ।
পিত্যার সত্য পালিতে রাম গেল বন   সিত্যা লক্ষ্মী সঙ্গে রাম আর গেলেন লক্ষ্মণ।
চন্দো বৎসর[8] যুদ্ধ-কেলেশ পাইল বীরে   রাবণ বধি উধারিলো দক্ষিণ সিত্যারে।
আরকথা সাধু যুন [পুন] দেএ মন   দুর্যধনে[9] সঙ্গে বাদ কৈল পাণ্ডোগন।
পাশা হারি গেল বনে দ্রপতি লইয়া   হইল অনেক দিন বিরাটগ্রেহে রয়ে।
হরিচন্দ্র গেল বনে মদনসংহতি   স্ত্রীপুত্রর রাজার সঙ্গে গেল চিন্তে সতী।
বনচারী হলো এরা না ছাড়ে রমণী   কি দোষে তেজিবে মোরে শুন গুনমণি।
বারোমাসে দিব সেবা রমণী বুজায়   ভাবিয়া শীতলা দ্বিজ হরিদেব গাই॥[10]

---

১ -রলে   ২ জারা   ৩ পুজি   ৪ বিসন্তা   ৫ বলে   ৬ সপোনে   ৭ বুনহো
৮ বস্যর   ৯ দ্রযু-   ১০ অতঃপর অতি. পিতা ভুবনাথ

বৈশাখে রবির তাপ শুন নৃপরায়[1]   খটায় করিব সেবা চামর চন্দনে বাএ[2]।
জৈইটি গিরিটিকালো প্রাণে নাই সয়   অভাগ্য পুরুষ জার নারী নাই হয়।
অম্ব কাঠাল প্রভু কুড়াইব তথি   নানাফল জোগাইব শুন নরপতি।
আষাঢ়ে দারুণ মেঘ ঘন ঘন ডাকে   পড়এ ঝনঝনা চিকুর শুনে প্রাণ কাপে।
শ্রাবণে দুরন্ত বাদল দিবস রজনী   বসিএ হরির গুণ গাব গুনমণি।
ভাদ্রপদাত্তিক মাস কাদা ঘরে ঘরে   বয়ে বানে একাকার পায় পাকুই ধরে।
আশ্বিনে অম্বিকাপূজা করে ভূমণ্ডলে   গঙ্গাজল বিল্যপুষ্পঞ্জলি দিব পদতলে।
কাত্তিকে কালীর পূজা আর লক্ষ্মী নারায়ণী   ভাইফোটা দিবে ভায়্যা আননে ভগিনি।
আঘানে নতুন[3] ধাঙ্গা লবন্ন্য করিব   বাড়িব শিত্যার জন্ম দিনে দিনে বাড়াইব।
আইল পউষমাস সিত্যা আনন্দ বিশেষে   খিরখণ্ড মিষ্ট পিট ভজিবে হরিষে।
মাঘেতে মলেয়া[4]-জনম শীত[5] মুন্দে মুন্দে   বঞ্চিব রজনী দিবস মনের আনন্দে।
ফাগুন মাসেতে সব ফোটে নানা ফুল   মুলিকে মালতি জাতি সমতুল।
গাত্তিব বিনদ মালা হরষিত হয়্যা   কোতুকে দোলাব গ্রিহে রাধা বিনোদিয়া।
বসন্তে কখিল ডাকে প্রাণে নাই সয়   ধিক থাক নারীর পুরুষ প্রবাস করএ।
চৈইত্র মাসের কথা শুন নররায়   ঘন ঘন এ মাসে বায় শীতল নাশে গায়।
পুলকিত অঙ্গ হব নিবেদন করি   স্নানদানে বিল্ল্যদলে পুজিব ত্রপুরারি।
বারোমাসে জে জে ভোগ কহিলেম তোমায়   অবশ্য করিব সেবা না ছেড়ো আমায়।
নারী হয়্যা পুরুষের সেবা নাই করে   সাত জর্ম্ম হয় তার বেবস্তের ঘরে।
শুনহ অবুঝ রাজা নিবেদিয় চরণে   শুনিল পণ্ডিতমুখে কহিল পুরাণে।
যুগে যুগে কেবা কোথা নারী তেজিআছে   শীতলা ভাবিএ দ্বিজ হরিদেব রচে॥

রাজপুত্র দেশে জাবে শুনি রাজরানী   কান্দিয়া বেকুল পড়ি লোটায় ধরণী।
আরে রামা চন্দ্রমুখি বলি জে তোমায়   কেমনে ছাড়িয়া জাবে অভাগী মায়ে।
বড় সাদ ছিল মনে থাকিবে গ্রেহেতে   জাহ জাবে সশুরঘর বিধি লাগিল বাদেতে।
জামতা ডাকিএ রানি বলিছে বচন   ঘরজামাএ হয়্যা থাক সাধুর নন্দন।
ভাল খায়াইব রাজা ভাল পরাইব   উঠিলে মনের আগুন বদন হেরিব।
চন্দ্রমুখী বলে মাতা শুন দিয়া মন   সশুর-আলয় জামাই[6] না থাকে কখন।
থাকিলে অনেক দোষ সর্বলোকে কয়   নানা অপমান তার গৌরব[7] তেজয়।

---

১ নিঃ.   ২ বায়এ   ৩ তভুন   ৪ মএলা   ৫ সিত   ৬ রামাই   ৭ উরব

আমারে বিদায় কর শুনহ জননি শোক দুর হয়ে জাক নি:বেদিল আমি।
জখন জন্মিলে তুমি নিজ বাপে ঘরে এই ঘর বর তব দিলেক তোমারে।
জখন জন্মিল ঝিএ পরের অধীন পর হল ঘর মা গ মাতা পিত্যা ভিন।
শুনিঞা কন্যার কথা বলে রাজরানী কেমনে ধরিব প্রাণ[১] অভাগী জননী।
সাত নয় পাচ নয় একেলা কানাই ডণ্ডেকে না দেখিলে নয়ানে হারাই।
কান্দিয়া বেকুল রানী লোচনের নীরে এ পাট পড়সি মাজে বুঝায় রানীরে।
হেনকালে শুনোলব বলিছে বারতা আমার শোকে [বাপ মায়ে] কান্দিছে সর্বতা
রামেরে পা[ঠা]ইএ বোনে দশরথ মল পুত্রশোকে দশরথ বাসিমড়া হল।
কৃষ্ণহারা হয়্যা দৈবকী পথে পথে নন্দ জশোদা কাদে হরি জাইতে মথুরাতে।
আর এক [ক]থা বলি শুন রাজরানি গৌরাঙ্গ সন্যাসে গেলে তেজিএ জননী।
বিষ্ণুপ্রিএ তেজি হরি সন্যাসী হইল মুড়াই চাচর কেশ করে কুমু[ণ্ড]লে নিল।
মুড়ালে চাচর কেশ কোরঙ্গো কপিন শচিমা তা কোঙালিনি হরিপ্রেমে উদাসিন।
পুত্রশোকে শচীমাতা কেঙ্গালিনি হল আমা লাগি জনক জননী পায়া গেল।
ব্রসকেতু দান দিল দেব গদাধরে অন্ধমুনি হয়্যা হরি কন্যার দুয়ারে।
সত্য করি রাজা রানী পুত্রে দিল দান পুত্রশোকে পদ্মাবতী তেজয়ে পরাণ।
শুনর্ল্বের বাক্য শুনি দুর্মুক রাজন মন্ধকার হইল পুরী আমার ভুবন।
এতেক শুনিঞা রাজা কহেন পাত্রেরে সাজায় তরণী শীঘ্র ব্যজ নাঞি আরে।
রাজার আঙ্গতি পাইয়ে পাত্রের নন্দন সপ্ততরী মনহর করিচে সাজন।
নানা দির্ব ফল মূল কতো উপহার বসন ভূষণ আদি তুলিল অপার।
কতো বর্ণে ঘোড়া হাতি নানা বর্ণে পাখি তুলিল নিশান জত অপরূপ দেখি।
বাজাঅ নিস্তন কাড়া শুনিতে রসাল ঝাঝরি মৃদঙ্গ বাজে আর করতাল।
তরল সানাই বাজে আর জয়ঢোল প্রিথিবীর মর্দ্ধে জেন হলো সরোগোল।
নানা বর্ণের ডাড়ি মাঝি সাজিল তখন আনন্দে হরিষ বালা উঠিল তখন।
শশুর শাশুড়ির পায় প্রণাম করিএ উঠিল ডিঙ্গায় সাধু সিতলা ধিয়াএ।
হরিদেব বিরচিল সহায় নারায়নী দেশেরে গমন এখন করে শুনমুনি॥

লইএ শীতলার বারা দেশেরে হইল ত্বরা
ডাঁড়ি মাজি উঠিল তখন
বাহ বাহ করি জাএ পুলকিত আনন্দে বাএ
এড়াইল মর্দ্দার পাটন।

১ কেমন ধরিল পান

মানিকপাটন গেল শঙ্কর[১]-দহ উত্তরিল
কড়িদহে হইল উপনীত
কুম্ভীরদহ জায় বাএ হরি শব্দে গুণ গাএ
সর্পদহে পাইল ত্বরিত।
বাহ বাহ বলে কেহ সম্মুকে কাঁকড়াদহ
চিঙ্গড়িদহেতে ত্বরাতরি
কাণ্ডার বাঙ্গালগণ গাএ ত শীতলার গুণ
নানা বাদ্য[২] করিল শর্ব্বরী।
বাহ বাহ বলে কেহ এড়্যাইল জোঁকদহ
হরিষ হইল সাধুসুতা
হেঙ্গাদহ জায় বাএ জতেক কাণ্ডারয়ে
সেতবন্ধে উপনীত তথা।
সেতবন্ধে জয়ধ্বনি করে সাধু গুনমনি
স্নান[৩] তর্পণ কৈল সর্বজনে
রামচন্দ্রে প্রণামিয়া বাহিল জতেক ভ্রম্য
হরি হরি [বলে] জে বদনে।
আনন্দিতমন সভে ক্ষেত্র নীলাচল তবে
দেখে সভে ধ্বজ পতকা
নোঙ্গর করিয়া ঘাটে গলেবস্ত্র জোড়পুটে
আঠারনলাএ দিল দেখা।
পুরীর ভিত[র] জায়ে সভে মর্ম কিছু খায়ে
দেখে প্রভুর কমল চরণ
সুভদ্রা বলাই আর জগবন্ধু রবতার
সাধুসুত প্রণামি তখন।
প্রণাম প্রভুর পায় রম্যের বাজারে জায়
আটক্য কিনিল সর্বজন
প্রসাদ ভোজন করি উঠে ডিঙ্গা ত্বরাতরি
মহাপ্রভু করি সঙরণ।

---

১ সংঙ্কর্ ২ বাৰ্জ্জা ৩ স্থান

এড়্যাই[আ] খেত্রস্থান তরণী বাহিয়া জান
সংগ্রামেতে দিল দরশন
সাগরতীর্থ্যর স্থা[ন] সকলে করি[ল] স্নান[১]
প্রিতিপুর্ণে করিল তর্পণ।
গঙ্গাসাগর বায়ে মগরায়ে জায়ে নেয়্য
হেতেগড় করিল পশ্চাত
পবনবেগেতে জায় খুনিএগায়ে এড়াআ রাএ
বোড়ালে ত্রপুরায়ে প্রিনিপাত।
পুনর্ব্ব হরষিতে কুদল এড়ায় তাতে
রসাঘাটে দিল দরশন
মনে মানি পুলকিত কালীঘাট একচিত্ত[২]
নিরক্ষিল কালীর চরণ।
নোঙ্গর করিয়া তরী উঠে সভে ত্বরাতরি
দরশন করএ ঈশ্বরী
ভাবিয়্য শীতলার পায় হরষিতে দেখি মাএ
কবিতা রচিল দেব হরি॥

দেখিয়ে কালীর পদ পুলকিত হইল গঙ্গাজলে বিল্ব্য-জবাএ পুষ্পাঞ্জলি দিল।
কালিকা প্রণামি বালা হরষিতমন চড়িয়া ডিঙ্গায় সভে করিল গমন।
এড়াইল ভবানীপুর বেতড়ে দরশন ভক্তি করি বন্দিলেক চণ্ডীর চরণ।
চিতপুরে চিত্রেশ্বরির সঙরন লয়্যা দক্ষিণ সহর তবে তরী জায় বায়্যা।
পবনগমনে ডি[ঙ্গা] খড়দহে জাএ জোড়হাথে শ্যামসুন্দরে প্রণমিল পাএ।
আনন্দিতে সাধুসুত চলে কুতুহলে দেখিতে সুভদ্রা বলাই মাহেশেতে চলে।
জগবন্ধু বলরাম সুভদ্রা ঠাকুরানী প্রণাম করিআ চলে সাধু গুণমনি।
এড়াইয়া বল্লভপুর দেগঙ্গায়ে গেল নিমগাছে জবাফুল জথাএ ফুটিল।
য়মনি চলিল ডিঙ্গা সকলে বাহিএ চুচুড়ায় সাঁড়েশ্বরের চরণ বন্দিএ।
বাহ বাহ বলি তবে রাজার নন্দন ত্রিবিনির তীর্থস্থান পাইল তখন।
ত্রিবিনিতে স্নান দান করে রাজবালা বাহিয়া চলিল তরী দুইপ্রহর বেলা।

---

১ স্থান ২ -চিত্ত

পবনবেগেতে তরী চলিল ত্বরায়   হস্তুলি সহ[র] ব্যায়ে নিজঘাট পাএ।
নিজঘাটে সাধুপুত্র আইল তখন   দূত পাটাইয়া দিল আপন ভুবন।
দূতমুখে রাজারানী শুনিল বারতা   হরষিত্য রামাগণে ডাকিল সর্বতা।
শঙ্খবাদ্য ঘণ্টাবাদ্য শুনি জয়ধ্বনি   ধান দুর্বা পুষ্পমাল্য অগোর[১] চন্দনে।
পুত্রবধূ বরে রানী হরষিতে লয়ে   শীতলার বারা ঝারা তুলিল ত্বরায়ে।
সপ্ততরী মনহরের তুলে নানা ধন   দারিদ্র ব্রাহ্মণে কত বিলায় রাজন।
সাতডিঙ্গার ধন রাজা ভাণ্ডারে তুলিল   হেনকালে গুনর্ব্ব কহিতে লাগিল।
গুনর্ব্ব বলে বাপা নিবেদন করি   শীতলার পূজা করে রক্ষ্যা কর পুরী।
ব্রহ্মণ ক্ষেত্রি বৈশ্য শূদ্র পশু পক্ষ বিক্ষ্য মরে   জীবন্যাস[২] দেহ বাপা দেবীপূজা করে।
পুত্রবাক্য শুনি রাজা হরষিত হইল   পঞ্চখানি গ্রাম জে মাগিতে চলিল।
বিন্দাবন মথুরা পৈরাগ আর কাশী   শীতলার পূজা লাগি হইল সর্ন্ন্যাসি।
হরিদেব বলে জত শীতলার মায়া   কর গ করুণামহি নাএকেরে দয়া॥

যাও ভিক্ষ্য দে গ য়   মথু[রা]বাসি গুনর্ব্বে জয়ে জয়ে॥
বিক্রমকেশরী[৩] রাজা গুনর্ব্ব লএয়া   গলেবস্ত্র ভিক্ষা করে পূজার লাগিয়া।
অবন্তি নগরে ভিক্ষা মাগেন রাজন   ভিক্ষ্যা দেহি ভিক্ষ্যা দেহি ডাকে ঘনে ঘন।
সোনার পাচ কড়া কড়ি ভিক্ষ্যা আনি দেও   একেএক কড়ার মূল্য পঞ্চাশ মোহর হয়।
অবন্তি নগরে ভিক্ষ্যা মাগিল রাজন   বিন্দাবনে গুনর্ব্ব দিল দরশন।
ভিক্ষ্যা দেহি ভিক্ষ্যা দেহি বলে মহারাজা   বিন্দাবনবাসীয়ে বলে লাগি শীতলার পূজা।
ঐইরূপে বিন্দাবন মাগিয়া চলিল   মথুরাবাসীর বাড়ী দরশন দিল।
রজৎ কাঞ্চন তথায় বহুত পাইল   কাশী তীর্থস্থানে তবে রাজন আইল।
গলেতে কুঠারি দেখি জিজ্ঞাসে কাশীবাসী   রাজা বলে শীতলার পূজার লাগি আসি।
এতো শুনি কাশীবাসী ভিক্ষা আনি দিল   রজতো কাঞ্চন ভিক্ষা সঙ্গে ত আনিল।
কাশী হত্তে পৈরাগে চলিল রাজন   বহুত পাইল তথা রজৎ কাঞ্চন।
পঞ্চখানি গ্রাম রাজা মাগিয়ে জে আনে   পূজা পূজা বলিয়ে পড়িয়া গেল মনে।
দেবীর পূজার হেতু বিক্রমকিশর   পুরহিত দ্বিজবরে ডাকিল সর্ব্বর।
নানাবাদ্যকোলাহল অবন্তি নগরে   ষোড়শ[৪] উপচারে রাজা পূজে শীতলারে।
অগোর[৫] কুমকুম পূর্ণ[৬] চন্দনের বাটি   শতদল কুমদ পূজার পরিপাটি।

১ অগোউরব   ২ জিবর্ন্যাষ   ৩ -কিষ   ৪ সোড়স   ৫ রগোরব   ৬ পুন্ন

চাপাকলা সক্করা সন্দেশ খণ্ডচিনি বিক্রমকিশর দেবী পুজেন আপনি।
আতব তণ্ডুল নিল বিশাশয়[১] ভার গঙ্গাজল পরিপূর্ণ আর মুক্তহার।
ঢাক ঢোল বাজিচে মৃদঙ্গের ধ্বনি ধুপ ধুন ঝঙ্কার কৈল নৃপমনি।
নানা উপহার আনে নানা আয়োজন শঙ্খ সিনি বাস্তধ্বনি উঠিল তখন।
আঁচমন রজস্নস ভুংশুদ্ধি কৈল সংকল্প করিয়া পঞ্চদেবতায় পূজিল।
তবে ত শীতলামায়ে করিল স্তরণ মলেয়াশিখরে মাতা জানিল তখন।
লক্ষ গণ্ডা মেষ মহিষ রজা বলিদান মহাবিষ্ণু জপ করে হয়া সাবধান।
মন্ত্রের রধিন দেখ জতেক দেবতা স্তরন করিতে দেবী জানিলেন তথা।
হিতিকা সহিত দেবী মন্ত্রণা জে করে ঐই দেখ বিক্রমকিশরী পূজেন আমারে।
হিতিকা বলেন শুন ঈশাননন্দিনী চর্দ্ধভার বসন্তসংঙ্গে উরিবে আপনি।
এতেক সখীর বাক্য দেবী ত শীতলা গর্দ্ধববাহন মাতা শীঘ্রগতি নিলা।
গলে দোলে চাঁদমালা হয়া এলোকেশ কপাল যুড়ে সিন্দূর জেন ভৈরবীর বেশ।
রাজার পুরেতে মা গ জান ধীরে ধীরে নয় হাজার মাছি রঙ্গে ভনভন করে।
মস্তকে স্বুবর্ণ কুলা দু দিগে দুই দাসী পূজা আবাহন জতো সেই সিঙ্গাসনে বসি।
জরাস্বুরে বসন্তে মা গ ডাকিল ঈশ্বরী ছিদাম চুদাম কেল বলা হবা নরহরি।
নবা সোবা খোনা মোনা যেদ জেদ ঈশ্বরী চৌসষ্টি বরণ বসন্ত আইল লইয়া জে ভারি।
রাজার সমুকে রাখে বসন্তের ভার দেখিয়া ত মহারাজায় লাগে চমৎকার।
দেবী বলে পুষ্পজল দেহ না সভারে তবে পরিত্রাণ পুরী হইবে সর্ব্বরে।
এতেক শুনিঞা রায় আনন্দিত হল একে একে গন্ধ পুষ্প বসন্তেরে দিল।
পূজায় সন্তুষ্ট রাজা করিল মাএরে পুনুরূপি ভগবতী বলেন রাজারে।
পদধূলি দিল দেবী রায়ের ভুবনে মরেছিল জত জন পাইল প্রাণদানে।
জীব জন্তু পশু পক্ষ বিক্ষ প্রাণদান আনন্দ হইল দেবী করিল কল্যাণ।
জেই দিন পূজিলেন বিক্রমকিশরী সেই [হ]ইতে প্রিথিবীমণ্ডলে পূজা করি।
হরিদেব বলে জত শীতলার খেলা অষ্টমঙ্গলা মা গ কহিতে লাগিলা॥

রাজা বলে নারায়ণি আমি [কি] বলিতে জানি
তুমি জে ভাবিতে পার সভা
জানিছ তোমার গুণ কিছু নাহি নিরূপণ[২]
কে করিতে পারে তুয়া সেবা।

১ বিসাময় ২ নিরূপণ

আদেশিলা পাত্রগণে[১] পূজার সামিগ্রী[২] আনে
ধূপ দীপ মধুপর্ক-আদি
দিব্য[৩] রম্ভা দধি ঘ্রত আতব তণ্ডুল কত
বলিদান দিল অথাবিধি।
দ্বিজগণ বেদ পড়ি পূজিল শীতলার বারি
সিংহাসনে বসাইলা তথা
শীতলার পূজন হইল হরি হরি সভে বল
রাজারে শুনাল ব্রতকথা।
আনন্দিত রাজপুরী কৃতাঞ্জলি সভে করি
শুনে গুণ শ্রবণ-পূরিয়া
শীতলাচরণতলে দ্বিজ হরিদেব বলে
রাখিবেন পদছায়া দিয়া॥

॥ অষ্টমঙ্গলা॥

শুন শুনর্ব্ব নৃপরায়
অষ্ট দিনের গুণ শ্রবণ পূরিয়া শুন
শীঘ্রগতি চল সুরালয়।
জলেতে ব্যপিত খিতি একামাত্র মহামতি
বটপত্রে করিয়া আসন
মহাবিষ্ণু মহাকায় য়নন্তশয়নে তায়
নাগপিষ্টে ছিলা নারায়ণ।
হইল দুই দুরাশয় কাহারে না করে ভয়
বিধাতারে গেল খাইবারে
প্রজাপতি মো[র] ডরে অনেক বিনয় করে
দৈত্য নাশি রাখিনু ব্রহ্মারে।
বিধি কৈল জজ্ঞকার্য্য আনন্দিত সুররায্য
তাহে আমি হইনু য়ধিষ্টান

১ পাত্রগনে ২ সামিগ্র ৩ দিব্যা

প্রজাপতি মোর তরে অনেক স্তবন করে
মলেয়াশিখরে দিল স্থান ॥১॥
। একগুয়া ।১।

সাবিত্রী আমার মাতা তাহারে দহিল তথা
জরাসুর[১] আমার কুমার
অতেক বসন্তগণে আজ্ঞা দিল ততক্ষণে
সাবিত্রীরে কৈল ছারখার।
বিধি মোরে কৈল স্তব সম্বরণ কৈনু সব
নিজ অঙ্গে বসন্ত করিয়া
বিহদ্রত নৃপরায় রানীসঙ্গে বনে জায়
মুনির আশ্রয়ে রয় গিয়া ॥২॥
অম্রফল দিল মুনি কুতুহলে দুই রানী
দুই জনে করিল ভক্ষণ
দুই গর্ভে দুই অঙ্গ চমকিত সভা ভঙ্গ[২]
বনবাস বঞ্চিল রাজন।
জরা নামে আছিল দুইখানি অঙ্গ নিল
জীবন্যাস[৩] দিলাঙ তাহারে
নাম তার জরাসিন্ধু রূপেতে কুমুদবন্ধু
তেজময় বিদিত সংসারে।
পুত্র পাইএ নৃপমুনি মোরে দিল পুষ্পপানি
আশীর্বাদ করিল রাজনে
দুই পুত্রে আশ্বাসিয়া বনে দিল পাঠাইয়া
দাহন করিল পক্ষগণে ॥৩॥
জেমত খাণ্ডববন দহিল পাণ্ডবগণ
তেন আমি দহিল কানন
অতেক বসন্তগণে পাঠাইল সেই বনে
জীয়ন্ত দহিল পক্ষগণ।
সেই বন বিনাশিয়া দুর্মুর্ক রাজারে দিয়া
নাম থুইল মুল্লার পাটন

১ জরাধির ২ -ভঙ্গ ৩ জিয়াস

তবে আমি পাতালেতে গেলেম আপন রথে
নাগলোকে করিল দাহন।
পাণ্ডরি নাগের কন্যা রূপে গুণে অতিধন্যা
বিভা দিল পুত্র জয়াসুরে
উৎপাদিত[১] নাগজ্বর পাতালেতে করেন ঘর
রহিলেন নাগের বাসরে ॥৪॥
নাগলোক পরিচ্ছেদে পূজিল আমার পদে
নাগলোকে দিল নাগজ্বর
নাগের পূজন লইয়া পরম হরিষ হইয়া
উত্তরিল ভলুক সহর।
ভলুকেরে দিল বর দণ্ডে দণ্ডে হইব জ্বর
ভলুক নামেতে হইল জ্বর
এই বর তারে দিল আমাসনে যুদ্ধ কৈল
বুদ্ধিহরা করিল সর্ব্বর ॥৫॥
তবে সে বসন্তরায় আমার কুমার তায়
পাঠাইল জতেক বসন্ত
গর্দ্ধবের বসন্ত হইল আমারে স্মরণ কৈল
সবংশেতে রহিল জীয়ন্ত।
গন্ধবের রক্তা ছিল বসন্তেরে বিভা দিল
তবে আমি হরষিত অতি
এই হেতু বসন্তেরে বলে নাগসুরমরে
সাযুজ্যা বলিআ হইল ক্যাতি ॥৬॥
আপন সকর্মভোগ তাহারে ধরএ রোগ
লোকে বলে দৈব নিদারুন
সমান সকর্ম কথা মনেতে ভাবেন বেথা
ধরে দিনে নয় ত দ্বিগুণ।
তবে আমি নিজ রথে গেলাম গগনপথে
শুণ্ডে মোরে ধরে করিগণ

[১] উপাদিত

আজ্ঞা দিল বসন্তেরে ধরিল হাথির তরে
সবংশেতে করিল দাহন ॥৭॥
তবে আইল পৃথি[বী]তে[1] মনুষ্যের পূজা লইতে
জলে হইল কনকের বারি
ধীবরনন্দন দোহে আপনার দুখে কহে
মোরে পাইল মুকুন্দ মুরারি।
তোমার জনক তারে বন্দী কৈল কারাগারে
আমারে সে করিল স্মঙরণ
মনে বড় দুখ পায়্য অতেক বসন্ত লইয়া
তব পুরী করিনু দাহন।
কান্দি ব্যকুল তুমি সদয় হইনু আমি
দিল শীঘ্র তরণী[2] সাজিয়া
অতেক বসন্তগণে দিলাম তোমাসদনে
দাড়ি মাঝি বসন্ত করিয়া।
চলিল দুর্গমপথে মোরে ভাব একচিত্তে[3]
গেলে শীঘ্র মুর্দ্ধার পাটনে
শুনিঞা দামার ধ্বনি আজ্ঞা দিল নৃপমুনি
রাথে লইয়া করিয়া বন্ধন।
তোরে কারাগার দিলে আমারে স্মর[ণ] কৈলে
তার পুরী করিনু সংহার...
গুণবতী কন্যা ছিল তোমাপ্রিতি বিভা দিল
দেশে রাসি করিল্য পূজন
দ্বিজ হরিদেব গায় সর্বজন প্রণ[4] পায়
স্বর্গ মর্ত তোমার ভবন ॥৮॥

দেবী বলে শুন পুত্র বিক্রমকিশোর[5] সুরপুরে লইয়া জাই আমার কিংকর।
করিলে আমার পূজা লইয়া পরিবার প্রকাশ করিলে খিতি পূজন আমার।
দাস দাসী লইয়া আমি জাই সুরালয় কলির চরিত্রকথা শুন নৃপতিতনয়।
মোর মোর বলিতে অবনী হাসে নিত্য কেহ কার নয় রাজা সকলি অনিত্য।

১ পৃথিতে ২ তরনি ৩ -চিত্রে ৪ প্রন· ৫ বিক্রমকিসোর

আমার বচন রাজা কর অবধান   কলির চরিত্রকথা শুনহ রাজন।
বিষম কলির কথা শুন দিয়া মন   বহুপাপী হইব লোক অকালমরণ।
দ্বিজ না মানিব শূদ্র নাঞি দিব দান   শূদ্র হইব দ্বিজ ছাড়িয়া নিজজান[১]।
বেদবিত্তা ছাড়িব অতেক দ্বিজগণ   সেই পাপে হইবেক অকালমরণ।
গুরু না মানিব লোক পাপে দিব মতি   অকালমরণ আর অশেষ দুর্গতি।
জেই গুরু হইতে হইব ই তিন সংসার   হেন গুরু নিন্দা হইব কলির ব্যোবহার।
তপজপহীন হইব অত সাধুগণ   সেই পাপে হইবেক অকালমরণ।
শিশুকাল হইতে লোকে প্রবেশিব শোক   দ্বাদশ বৎসরে জরা হইব অত লোক।
কুলবতী অতেক ছাড়িব কুলধর্ম   নারীর বচন পুরুষের হইব ব্রহ্ম।
দেব ছাড়িব খিতি তীর্থ হইব নাশ   অবনাস্ত হইব খিতি ধর্মে উপহাস।
বিষম[২] কলির কথা শুন দিয়া মন   খুড়ি জেটী মাসি পিসি করিবে গ্রহণ।
শিষ্য হইয়া হরিবেক গুরুর রমণী   শশুর[৩] হরিবে বধূ হরিবে ভগিনী।
বিমাতাজননী পুত্রে করিবে হরণ   জামতা সাষুড়ির সঙ্গে করিবে রমণ।
কন্যারে দেখিয়া পিতা ধরিবেক বলে   ভাষুর ভাদ্রবউ হরিবেক কলিকালে।
দেয়র ভাজে ভজিবেক শূদ্রে হরিবেক ব্রহ্মজনি   ভাইজি হরিবে খুড়া মামা ভজিবে ভাগিনী।
মুখের বচন রাজা লঙ্ঘন করিব   একগুণা ধার দিয়া দ্বিগুণ লইব।
প্রজায় সবেশ[৪] হইব রাজা হইব কবুতর   খাটিয়া খাইয়া সব পূরিব উদর।
মেঘে হরিবে জল হইবে অনাবিষ্টি   প্রিথিবী হরিবে শস্য নষ্ট হইবে ছিষ্টি।
পুষ্প হরিবে গন্ধ দুগ্ধ হরিবে গাই   বিষম কলির কথা কহি তব ঠাঞি।
শেষ কলিকালে রাজা হইবে অন্ধকার   গো-খোবর দিঘি নর দিবেক সাতার।
সপ্তম বৎসর পুরুষ পঞ্চম বএসের সতী   কলির মাহিত্রি সেই হবে গর্ভবতী।
একটী পুরুষ লাগি পঞ্চ নারী কান্দে   মহাযুদ্ধ করিব তারা পঞ্চহেতের বান্ধে।
আর এক কথা শুন রাজা মহাশয়   সাষুড়ি বএতে কথো অনাচার হয়।
ভাই ভ্যারে দন্দ করে দুয়ারে দিবে কাটা   বধূ হইয়া সাষুড়ির মাথায় মারে ঝাটা।
আর এক রাজা তুমি শুন অপরূপ   মামাশশুর[৩] ভাগিনীবধূ[৫] করিবে কৌতুক।
পুত্র হইয়া মাতাপিতা অন্ন দিবে নাই   এই অপরূপ কথা কহি তব ঠাই।
আমান্য সামান্য হইব অকলা কলিবে   অঘাট হইবে ঘাট অবলা বলিবে।
অভিনী হইএ সেহ করিবে ভাতার   হিন্দু মুছ[ল]মানে ঘর হইবে একাকার।

---

১ -জেন   ২ বিসম   ৩ সশুর   ৪ সবেস   ৫ ভাগ্নিবিধু

কহিতে কলির কথা বিস্তারকথন   সংক্ষেপে কহিনু কিছু শুন দিএ মন।
এতেক কলির কথা শুনিয়া রাজন   কিতাঞ্জলি হইয়া ধরেন শীতলার চরণ।
অপরাধ খেমা কর জগতজননি   প্রিথিবী ছাড়িয়া স্বর্গ লহ গো নারায়ণি।
রাজ্যভূমসুখে মোর নাহি প্রয়জন   প্রিথিবী ছাড়িয়া জাই অমরাভুবন।
অখিল-ঈশ্বরি দেবী জদি হইলে সখা   দুরন্ত কলির সনে না হয় জেন দেখা।
এতেক শুনিয়া মাতা আনন্দবিধান   দ্বিজ হরিদেব বলে রাজা স্বর্গে[1] জান॥

মা নাকি কৈলাসে জান লোকে দিয়া বর   রথের উপর মা নাকি কৈলাসে জান॥

ইন্দ্রে আজ্ঞা দিয়া মাতা পুষ্পরথ আনাইল   সপুরীসহিত[2] রাজা স্বর্গেতে[1] চলিল।
ইন্দ্র-আদি দেব পুষ্প চন্দনের বিষ্টি   সকল সংসারে দিয়া জায় শুভবৃষ্টি[3]।
ধনপুত্র-আশীর্বাদ[4] নাএকে করিয়া   দাস দাসী নিল দেবী বিমানে তুলিয়া।
বায়ুবেগে রথখান করিল গমন   মন্দাকিনীসনে[5] করি দেহ পালটন[6]।
সুরপুরে অবতরি ব্রহ্মার জননী   চামর ঢুলায় অঙ্গে কিন্নররমণী।
রত্নসিংহাসনে মাতা করিল শয়ন   চামর ঢুলায় জত দাসদাসীগণ।
নাএকের তরে রক্ষ শীতলা ভগবতী   তোমার চরণে জন্মে জন্মে রয় মতি।
জমিদারবর্গে রক্ষ শীতলা নারায়ণি   রাজবিত্তি ধনপুত্র বাড়াবে আপনি।
গোমস্তা পাটারিবর্গে রক্ষ মহামায়   এই নিবেদন মাতা করি তব পায়।
সোলআনাবর্গে রক্ষে করিবে শীতলা   ধনপুত্র [রাজবৃত্তি বাড়াবে কমলা]।[7]

১ স্বর্গের   ২ সপুরি-   ৩ সুবৃষ্টি   ৪ আসির্ব্বাদ   ৫ মন্দাকিনি-   ৬ পাল জল
৭ প্রতিলিপির পুষ্পিকাপত্রখানি পাওয়া যায় নাই।

শীতলার শাড়িগান[১]

---

১ যাত্রি-

॥ শ্রীদুর্গা নম গণেশায় নম নম ওঁ নম শীতলাই নম নম ॥

একদিন দেবতাগণ করিআছে সভা ব্রহ্মা-আদি বিষ্ণু লএ অনন্তদুর্লভা।
ইন্দ্র-আদি শচীকান্ত[1] জত দেবগণ ব্রহ্মার সাক্ষ্যেতে সভে আনন্দিতমন।
হেনকালে তথায় আইল মহারিসি অন্তরীক্ষে[2] তথায় চলিল গুণরাশি।
ব্রহ্মার সাক্ষ্যেতে মুনি করি জোড়হাত কহিতে লাগিল মুনি করি প্রণিপাত[3]।
স্বর্গ মর্ত পাতাল করিল তলাতল শক্তি হই[তে] উৎপত্তি জনম সকল।
আগম পুরাণ ছিষ্টি কৈল যুগেশ্বর সপ্তম পাতাল-আদি শশীদিবাকর[4]।
দশদিগপাল আর সপ্তম সাগর রিসি মুনি স্থজিল[5] গন্ধর্ব[6] নাগ নর।
স্থাবর জঙ্গম[7] অথা পশু[প]ক্ষ্যগণ আপনি করেন প্রভু দেব নিরঞ্জন।
পালন করিতে ব্রহ্মায় দিল অধিকার এইরূপে রাখিলেন এ তিন সংসার।
তবে মহামনি বলে ব্রহ্মার সদন ব্রহ্মজজ্ঞ কর প্রভু মোর নিবেদন।
মুনির বচন শুনি বলে প্রজাপতি জজ্ঞর আরম্ভন আজি করি শীঘ্রগতি।
প্রজাপতি বলেন তবে জজ্ঞ করি আমি দেবতা গন্ধর্ব[6] নি[ম]ন্ত্রিয়ে আন তুমি।
রিসি মুনি নাগলোক পশুপক্ষ আছে জজ্ঞনিমন্ত্রে আবাহন সভায় কাছে।
ব্রহ্মার আজ্ঞায় পাএ চলে মুনিবর স্বর্গ মর্ত পাতাল তবে ভ্রিমিল বিস্তর।
ব্রহ্মজজ্ঞ শুনি সব দেবের গমন ঐরাবতে শচীপতি সহস্রলোচন।
কশ্যপ দুর্বসা মার্কণ্ড বংস্থ মহামুনি মেধস চলিল ব্যাস ব্রহ্মজজ্ঞ শুনি।
লমসো সোমোসো অষ্টো সিদ্ধু মনিবরে সভেতে আসিএ সভা করে ব্রহ্মাপুরে।
তবে মুনি ত্বরাপর কৈলাসশিখরে হরগৌরী আনিবারে চলে মুনিবরে।
জোগেশ্বরবিনে জজ্ঞ সব মকারণ দক্ষ রাজার ছাগমুণ্ড হইল তেকারণ।
হর হরি পার্বতী নারদ সঙ্গে করি নন্দী ভ্রিঙ্গী লইআ তবে আইল ব্রহ্মপুরী।
ভরধ্বজ বশিষ্ট অষ্টক সিদ্ধু আসি বাল্মিকপুরাণ সৃষ্টি জা হতে প্রকাশি।
স্বর্গে কপিলা ডাকি দিলেক পবন জাহার গুমুত্রে মুত্রে শুদ্ধ হয় স্থান।
জোজনপ্রমাণ কৈল জজ্ঞ-আয়োজন চারিদিগে বসিল সকল দেবগণ।
সাজায় অঘকাষ্ঠে সুমেরু পর্বত আগম সত্তোয়[8] সোম হইল সেইমত।
জোড়হাতে প্রজাপতি বলেন তখন জোগেশ্বর জজ্ঞ তবে কর আরম্ভন।
আরতি পাইয় তবে দেব মহেশ্বর হরি-অঙ্গে শক্তিসঙ্গে বসি[লে] তৎপর।
কুণ্ডুপালে ব্যাঘ্রছালে[9] বসি পঞ্চানন রুদ্ররূপে পঞ্চমুখে জোগ-আরম্ভন।

---

১ সহিকান্তো ২ রন্তোরিক্ষ্যে ৩ প্রিণি- ৪ সষি- ৫ স্থিজিল ৬ গর্ন্ধর্ব
৭ স্থাপর জঙ্গল ৮ সর্ত্তের ৯ বেগ্রি-

দ্বাদশ স্থর্যের[১] সোম জলন্ত আনল   অগ্নি সোম দেখি ক্রম দেবতায় ভাবিল।
স্তবন করেন ব্রহ্মা শুন শূলপাণি   আপনায় সিষ্টি প্রভু পোড়ায়ো আপনি।
ব্রহ্মাএ করেন স্তব জত দেবগণ   রক্ষ্যে কর স্থিষ্টি তুমি দেব ত্রিলোচন।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত তুমি ত পাতাল   সপ্তম সাগর তুমি অষ্ট দিগপাল।
দেবতা করেন স্তব রিসিমুনিগণ   স্থষ্টি নষ্ট করিলে প্রভু জোগ-সোম্বরণ।
শক্তিসঙ্গ জোগভঙ্গ শ্রমযুক্ত[২] হইল   পঞ্চমুখ উর্দ্ধচক্ষু ঘম্ম জে টলিল।
ঘম্ম পুচি হস্তা খুসি ফেলি অগ্নিশালে   অঙ্গনিসম্ভ[বা] কন্য জম্মে জোগবলে।
হরিদেবস্থরচন ভাবিএ ব্রহ্মাণী   জজ্ঞসেনী নাম যা স বসন্তজননী॥

জজ্ঞে[র][৩] কারণ   জত [দেব]গণ
বসিলা আরম্ভ করি
চতুর্মুখে ধাতা   বিষ্ণু-আদি তথা
আর দেব ত্রিপুরারি।
পার্বতী শঙ্কর   জত মুনিবর
দিতে জে জজ্ঞের আহুতি
দেব দিগেম্ব[র]   হরিষ-অন্তর
সঙ্গতি [হ]ইয়া শক্তি।
শক্তিসঙ্গে লএ   শ্রমযুক্ত[২] হএ
লর্ল্লাটের ঘম্ম টলে
ঘম্ম হস্তে লএ   শ্রমযুক্ত[২] হএ
ব্রহ্মজজ্ঞশালে ফেলে।
ঘম্মে[র] কারণে   রগ্নি হুতাশনে
এক কন্য জনমিল
দেখি পীতাম্বরে   প্রজাপতিতরে
তার তরে সর্মপিল[৪]।
পালনের তথি   শুন প্রজাপতি
এই কন্য লএ জাবে
সাবিত্রীর তরে   লহ দিব তার তরে
প্রিতিপালন হইবে।

---

১ ষোদস যুজ্ঞের   ২ ছিম-   ৩ পাজার্য   ৪ সোমপি.প্রল

রাসভবাহন অরুণবরণ
চামরি জিনিঞে কেশ
মাজ্জন কলসী হএ যে এলোকেশী
ভুবনমোহন বেশ।
রাসভবাহন অরুণবরণ
দেখিএ ভাবি দেবগণ
জজ্ঞের আহুতি হইল উৎপত্তি
এয়ার দেখি কেমন।
কহে পঞ্চানন শুন সর্বজন
এহার নাম শীতলা
জোগেতে উদ্ভব অগ্নির সম্ভব
মস্তকে সুবর্ন্যের কুলা।
অনন্তরূপিনী ভুবনমোহিনী
দিবাকর জিনি আভা
চাচর কুন্তল বাক্য জে কথিল
দেবগণের মনলোভা।
নাসিকে মাণিকে চন্দ্র জে জলিছে
কর্ণে[1] শোভে কানবালা
হৃদি পরাপর কুচের[2] উপর
কাচলি করেছে আলা।
নাভি সরবরে কটির উপরে
কিঙ্কিণী এহাতে সাজে
রতন নূপুর[3] রুনু ঝুনু স্বর
চরণে নূপুর[3] বাজে।
রূপের বর্ণিমা দিতে নাহি সীমা
তুলনা কি কব আমি
হরিদেবের মন ভাবি অনক্ষন
কৃপা কর জজ্ঞসেনী[4]।

---

১ কর্ণ্যে ২ কচের ৩ নপুর ৪ জজ্যাজনি

জজ্ঞোর আহুতি দিএ জত দেবগণ   জজ্ঞ্য ভক্ষ্য করি সভে করিলা গমন।
জজ্ঞ্যর অঙ্গার জত জজ্ঞ্যকুণ্ডে ছিল   হস্তে করি ত্রিপুরারি অমনি লইল।
জজ্ঞোর অঙ্গার হর লইন আপনি   বসন্তের সৃষ্টি তবে করেন শূলপাণি।
চৌসষ্টী বসন্ত হইল অগ্নির বাহন   নানাবর্ণে উৎপত্তি চৌ[স]ষ্টী ধরে নাম।
বসন্ত দেখি[য়ে] হর হইল আনন্দিত   রাখিল চৌসষ্টী নাম জার গুণ জত।
জরাসুর বসন্ত রায় করিল জনম   শীতলার তরে তবে করেন সমর্পণ।
জরাসুর বসন্ত রায় দেখে দেবগণ   প্রকাণ্ড শরীর দেখে কম্পে সুরগণ[১]।
জোড়হাত করি তবে বলেন হরেরে   দেবতাগন্ধর্পনাগনরভোগ মোরে।
হর বলেন জাহ বাছা তোরে দিনু বর   সভাকার শরীর[২] বাছা ভোগ হবে তোর।
শীতলা বলেন বাপা দেব ত্রিলোচন   ক্যমনে পাইব পূজা এ তিন ভুবন।
হর বলে শুন তবে বসন্তর মাই   বসন্ত হইতে পূজা পাবে সর্ব ঠাঞি।
ব্রহ্মজজ্ঞ্য ভোগ করি রিসি মুনি গেল   ব্রহ্মপুর হইতে সব দেবতায় চলিল।
হরগৌরী চলিলেন কৈলাসবসতি   ঐই ব্রহ্মার পুরে ত[৩] থাকে শীতলা ভগবতী।
ব্রহ্মার সাবিত্রী ডাকি দেব দিগম্বরে   থাকহ শীতলা তুমি ঐই ব্রহ্মপুরে।
সকল দেবতাগণ বিদায় হইল   রিসি মুনি নাগ জত নিজস্থানে গেল।
হরগৌরী দুই জন কৈলাসশিখরে   বসন্তজননী ঐই থাকে ব্রহ্মপুরে।
এইরূপে থাকেন মাতা ব্রহ্মার বসতি   সিদ্ধের[৪] কারণহেতু জান প্রজাপতি।
দ্বাদশ হাজার বৎসর সিদ্ধের[৪] কারণ   দ্বিজ হরিদেব ভাবে শীতলার চরণ॥

বিধেতা গেলেন তবে সিদ্ধের[৪] কারণে   সাবিত্রী শীতলা মাতা থাকি দুই জনে।
জননী বলিয়া আছে সাবিত্রীর ঘরে   দন্দ জে[৫] বাদান তথা আসি মুনিবরে।
আপন বাহ চাপি আইসে মহারিসি   অন্তরীক্ষে[৬] তথায় আইল গুণরাশি।
ভেজান জোগাল সদা জে জেখানে জাই   মাগু ভাতারে ছাড়াছাড়ি বাপে পোএ ভাই ভাই।
বাদাই দন্দ জে[৫] মুনি তার কম অনুক্ষণ[৭]   আসিয়া বন্দিলা তবে দেবীর চরণ।
করজোড় করিয়া নারদমুনি বলে   তোমা দরশন মা গ বহুভাগ্যফলে।
এক নিবেদন মা গ শুনিবে আমার   বিপরীত দেখি বড় চরিত্র তোমার।
ত্রতাযুগে দশরত ককুইয়ের সনে   সত্যে[৮] বন্দী রাজা রামেকে পাটায় বনে।
মাতাপিতাগ্রেহেতে জেবা করে বাস   দেবতা গন্ধর্বে তারে করে উপহাস।

---

১ কম্প সুরনন   ২ সরি   ৩ পুত্তে   ৪ সর্দ্ধের   ৫ দন্দর   ৬ অন্তরিক্ষ্যে
৭ রনক্ষ্যন   ৮ সর্ত্তে

আপনার গুণ মা গ প্রকাশ না হয়   দেবতাগন্ধর্ব্বমাজে না পূজে তাহায়।
এতেক বলিয়া মুনি গেল দিগেন্তর   শুনিঞা শীতলা মাতা ভাবেন অন্তর।
মুনির বচন শুনি বসন্তজননী   সাবিত্রীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব বাদিল তখনি।
মাএ ঝিএ দুই জনে লাগিল কোন্দল   প্রলএর ঝড় জেন অগ্নি-উথরল।
এইরূপে দ্বন্দ্ব বাদে দোহেঁতে সমান   দিখিয়া দেবতা সভে হইল কম্পমান।
কেহ কারে নাহি পারে সমান দু জনে   সাবিত্রী কম্পিতী[1] ডাকে দানব দৈত্যগণে।
মদু কৈটবের জুদ্ধ জেমন প্রলয়   মুক্তকেশী করে-অসি হইলেন ত্বরায়।
উগ্রচণ্ডা করে খাণ্ডা দেখে দর্প্তে ভয়   দেখিয়া দেবতাগণ হইল বিস্ময়।
আপন আপনি মাতা মনেতে বিস্মিত   জরাসুর বসন্তগণে ডাকেন তুরিত।
রণমদ্ধে মহামায়া ছাড়ে হুহুকার   আইসে বসন্ত সব লয়া চর্ম্ম ভার।
বসন্তজননী বলে শুনহ বচন   দর্প্তে দানবে সবে করহ দাহন।
দেবীর আরতি পেএ বসন্তের রায়ে   দানব দর্প্তে[র] রঙ্গে ধরিল ত্বরায়ে।
মাথাবেথা জরজাড়ি করিএ তর্জ্জন   তবে তো বসন্ত গিয়ে দিল দরশন।
শ্রীফলে বসন্ত তবে ধরে দর্প্তের গায়   পাহাড় পর্বত জেন গড়াগড়ি জায়।
পাতুরে[2] বসন্ত তবে ধরে জারে হটে   কাঁকুড়ে কেটালে সভের অঙ্গ জায় ফেটে।
চড়চড়ে বসন্ত জারে ধরে গুটি গুটি   ধুকুড়ে চামদল ধরে উঠে ফাটি ফাটি।
দানব দর্প্তেরে সবে ধরিল বসন্ত   নঠুর ফটুকিরে তারা সভার দুরন্ত।
রক্তবীজে ধরে জে অঙ্গ জর জর   তবে তো সাবিত্রে মাএ করে ছারখার।
প্রমাদ পড়িল বড় স্বর্গ ব্রহ্মপুরে   ভয়েতে দেবতাগণ পাতালভিতরে।
ইন্দ্র-আদি দেব সভে ভএতে কম্পিত   নারদ মুনিরে তবে ডাকিল তুরিত।
নারদ মুনিকে বলেন জত দেবগণ   ব্রহ্মারে কহিতে চল এ সব বিবরণ।
দেব-আজ্ঞা পাইয়া চলিল মুনিবর   ব্রহ্মার সাক্ষাত গিয়া কহে জোড়কর।
শুন শুন ছিষ্টিকর্ত্তা বচন আমার   শীতলা করিল ব্রহ্মপুর ছারখার।
প্রলয় হইল বড় ব্রহ্মপুর গেল   শুনিঞা মুনি[র] ঠাঞি তপিস্তে ভাঙ্গিল।
সংহতি করিএ মুনি আসি ব্রহ্মপুরে   দিখিল বসন্ত সব সাবিত্রী-উপরে।
দেবতা দানব দর্প্তে সভে আছে[ন]   ভএতে কম্পিত ব্রহ্মা ভাবি মনে মন।
চতুর্মুখে[3] করেন স্তব ব্রহ্ম্য জজ্ঞসেনী   আন্ত মনান্ত তুমি মনস্তরূপিনী।
বিধেতা করেন আজ্ঞা নারদ মনিবরে   হরেরে আনিতে জাহ কৈলাসশিখরে।

---

১ কম্পিতি   ২ পাত্তোরে   ৩ -মুখে

ত্বরাপর চলে মুনি কৈলাসশিখর   ব্রহ্মপুর রক্ষ্যেহেতু আনিতে দিগেম্বর।
হরিদেব করে সার শীতলার চরণ   প্রকাশ করিতে পূজা এ তিন ভুবন॥

মহেশ বসিএ আছেন পার্বতীসংহতি   ব্রহ্মপুর হ[ই]তে নারদ উপনীতি।
জোড়হাত করি তবে বলেন তপধন   ব্রহ্মপুর রাখিবারে চল ত্রিলোচন।
শীতলা হইতে ব্রহ্মপুর ছারখার   চৌসষ্টি বসন্ত ধরে রক্ষ্যে নাহি আর।
শুনিঞে নারদের বাক্য দেব দিগেম্বর   ব্রসববাহন শিব চলি ত্বরাপর।
উপ[নী]তি[১] আসি হর দেখে ব্রহ্মপুরে   প্রমাদ পড়েচে বড় সা[বি]ত্রী-উপরে।
চতুর্মুকে বিধেতা হরেরে করে স্তুতি   রক্ষ্যে কর সদানন্দ আমার বসতি।
শুনি বিধেতার কথা ভাবে শূলপাণি   শীতলার[২] তরে শিব বলেন আপনি।
শীতলার[২] তরে তবে কহে দেবের দেব   রক্ষিবে সাবিত্রী মাএ ব্রহ্মাএ পূজিব।
শুনিঞা হরের কথা অনন্তরূপিনী   উগ্রচণ্ডা কোপ মা সম্বরে আপনি।
চতুর্মুখে বিধি মাকে করেন স্তবন   সাবিত্রে বসন্তেদাহো কর নিবারণ।
ব্রহ্মা শুনিঞা কথাএ সন্তুষ্ট হইল   হুহুকারে বসন্তেরে সংঙ্গে করে নিল।
শং শং শ্রিং শ্রাং বলে মহাপুষ্প জলে দিল   রং রং জং জং মহাজীবন পাইল।
দেখিয়া আনন্দ হই[ল] দেবদেবীগণ   উঠিএ বসিল সভে পাইয়া প্রাণদান।
বসন্তেদাহনে মুক্ত দেখে সব দেব   পূজে বিধি শীতলা নানামত স্তব।
ব্রহ্মা বলেন তবে শীতলার তরে   আনন্দে থাকিবে গিএ মলেয়াশিখরে।
সংঙ্গেতে দোসর নাঞি কহেন শীতলা   কেমনে মলেয়া আমি থাকিব একেলা।
দেবীর বচনে তবে দেব পঞ্চানন   চাহিতে দেবীর পানে ছিতিকাজনম।
সঙ্গেতে করিয়া লহ ছিতিকা সুন্দরী   মলেয়াবাসিনী হয় বসন্তকুমারী।
জনগণ বসন্তরায় সংঙ্গে জরাসুরে   আনন্দিতে থাক গিএ মলেয়াশিখরে।
শীতলা বলেন তবে শুন পঞ্চানন   পূজার কারণতত্ত্ব কহ বিবরণ।
শুনিঞে দেবীর বাক্য[৩] বলেন শূলপাণি   দেবতা গন্ধর্ব নাগ রিসি-আদি মুনি।
বহ্নিব্রত রাজা নামে শনিপীড়া হবে   দুই ভাজ্য সংঙ্গে করে বনবাসে জাবে।
মুনি-বরে দুই গর্ভে জরাসিন্ধু নাম   খাণ্ডবদাহন বনপশুপক্ষগণ।
নরলোকে পূজিবেক হবে স্বর্গবারি[৪]   ধীবরনন্দনে পূজে মকুন্দ মুরারি।
অষ্টাহ করিবে পুজা এই তিন ভুবনে   রাজা রাজেশ্বরে পূজে বলে পঞ্চাননে।
এত শুনি গেল মা[তা] মলেয়াগমনে   আনন্দে রহিল মাতা হরষিতমনে।
হরিদেববিরচিত ভাবি জজ্ঞসেনী   অন্তকালে পাই জেন ঐই চরণ দু খানি॥

১ উপান্ত   ২ দিতোর   ৩ বাক্য   ৪ স্বর্গ্য-

ওঁ শ্রীশ্রী গণেশায় নম নম

ওঁ শীতলায় নম নম

॥ জরাসিন্ধুর জন্মপালা লিখ্যতে[১] ॥

স্বর্গের দুয়ারে আছে[২] বহিদ্রিত রাজা   দেবতাবিখ্যাত[৩] সেই ইন্দ্রিসম তেজা।
একদিন মহারাজা দেবসভা করি   দৈববশে করে নৃত্য[৪] ইন্দ্রের ষপর্চ্ছরি।
তাহা দেখিবারে আইল জত দেবগণ   নৃত্যয়ে[৫] মোহিত[৬] সভে পুষ্পবরিষণ।
ব্রহ্মচারী রূপ ধরি শনি বসেছিল   গন্ধ লয়ে সেই পুষ্প ব্রহ্মণকে দিল।
সভার মদ্ধেতে ব্রাহ্মণ পাইল বড় তাপ   কুপিএ রাজাপ্রিতি দিল ব্রহ্মসাপ।
কোপদিষ্টে বলে তবে বহিদ্রিতে তরে   বনচারী জাহ রাজা দ্বাদশ[৭] বর্চ্ছরে।
শনিসাঁপে মহারাজা জায় তবে বন   সংহতি চলিল সেই রানী দুই জন।
ব্রহ্মসাপে[র] বাক্য কহনে না জায়   দেখ গৌতমের সাপে ভগ পুরন্দরের গায়।
লজ্জিত হইয়া জায় পাতালভুবন   মনিবাক্যে পুন্ন ইন্দ্রি সহস্রলোচন।
গৌতম সাঁপিল তবে অহল্যে[৮] পাষাণ   ত্রেতাযুগে উদ্ধার করিবে তোরে রাম।
সাঁপিল রাজাকে তবে বনবাসে জাব   রাজ-যভরণ জত ভগ্নিবেশ হয়।
ব্রহ্মসাঁপের কথা শোন দিয়ে মন   সত্যযুগে সগরবংশ হয় ত নিধন।
কপিলের সাঁপে দেখ শত পুত্র মল   যার্জোপাট শম্রোকার বংশ নিপাত হল।
ব্রাহ্মণে[র] বাক্য এই না জা[য়] খণ্ডন   ব্রহ্মসাঁপে ইন্দ্রপুত্র কুম্ভীর-জনম।
এই সব কথা শুনি চম[ৎ]কার হইল   রানী সংঙ্গ লএ তবে বন প্রেবেশিল।
ভ্রমণ করএ রাজা কাননে কান[ন]   সুখের শরীরে দুখ্ পাই অনক্ষণ।
বনফল খাই তবে বাস তরুতলে   বিপত্তের কালে কেহ সখা নাহি মিলে।
এমন শনির সাপ কহনে না জায়   শুক্যদ্রব্য[৮] আনিলে সকল উড়ে জায়।
এমনি শনির দিষ্টি জারে প্রেবেশ করে   গৃহ শন্নকার[৯] হয় লক্ষ্মী না রয় ঘরে।
বনে বনে জায় রাজা মনে করে ভয়   ব্যাঘ্র[১০] ভল্লুক দেখে পাছে আজি খায়।
এত ভাবি কান্দিতে লাগিল তরুতলে   বসন ভিজিয়ে গেল নয়ানের জলে।
হায় হায় বলে রাজা কান্দে নিরবধি   এতদিনে আমারে হইল বাম বিধি।
এই দুখ্ মহারাজা ভাবি মনে মন   শনিপীড়া হয় জায় নাহি পরিত্রাণ।

---

১ লিক্ষ্যতে   ২ আছি   ৩ -বেক্ষিত   ৪ নিত্য   ৫ মহিত   ৬ মদন   ৭ মর্ডে -দির্ব   ৯ সর্য্য-   ১০ বেগ্র

এতেক বলি[য়া] ভাবে বহিশ্রিত রাজা মনে মনে ষরিষ্টি দেবতা কৈল পূজা।
হরিদেব বলে ভাব শীতলার চরণ দেবীপদেসার পার এ তিন ভুবন ॥

এতেক ভাবিয়ে রাজা ইষ্টদেবতার পূজা
অভিলষে কৈল সেইক্ষেণে
হায় বিধি হলি বাম কেবা করে পরিত্রাণ
এত দুর্খ দিল ভগবানে।
এহা ভাবি রাজা রানী বনমধ্যে তিন প্রাণী
তরুতলে করএ রোদন
কি হইবে কোথা জাব কেবা উপদেশ দিব
শনিসাঁপ হবে বিমচন।
কাতর হইয়া জদি কান্দে রাজা নিরবধি
সদা ভাবি মত[য়] চরণ
জোগে জানি ভগবতী হিতিকায় জিজ্ঞাসা তথি
আজি কেন প্রাণ উচাটন।
হিতিকা বলেন মাতা শুন বিশেষ কহি কথা
বহিশ্রেত্তে শনি সাপ দিল
মাআ করি তুমি জাবে রাজাকে রানীকে কবে
মুনির তপবনে জ্যাত্তে বল।
শুনিঞা হিতিকাবাণী মাআরূপে জগজ্জনি
শন্যে থাকি বলেন মাতা তবে
মনির আস্রা[সে] জাবে পুত্রবর মনি দিবে
জরাসিংন্ধু নামে পুত্র পাবে।
এত শুনি নৃপমুনি কে কহে আকাশবাণী
তথা হইতে করেন গমন
চলিত্তে শকতি নাঞি খুধায় জলিত প্রাণী
ধীরে ধীরে জান তপবন।
এত বলি ভগবত্তী অদর্শন[১] হইল তথি
উপনীত মলয়াভুবন

১ অদরসোন

আকাশ[পথে] হৈল বাণী মনে ভাবি রাজা রানী
তবে চলে মুনিনিকেতন।
শুনিঞা আকাশবাণী তথা হইতে নৃপমুনি
সংহতি করিয়া দুই রানী
ইন্দ্র ফল পাঠাইল বর্দ্ধুকার জল নিল
সঙ্গে করে আইল তথা মুনি।
দেখি সেই তিন জনে জিজ্ঞাসয়ে তপধনে
কেন আইলে এই তপবন
শুনিঞা মুনি[র] বাণী জোড়হাত রাজা রানী
শনিসাপ কর বিমচন।
তবে কহে রাজা রানী নিবেদন শুন মুনি
ব্রহ্মসাপ দিল মোর তরে
তেকারণে বনে বন পাই তব দরশন
কহি এই তব বরাবরে।
হরিদেব করি স্তব শীতলায় দণ্ডবত
বরদাতা হয়ো তবে মুনি
জে তোমা চরণসার ভবভয় নাহি তার
অন্তকালে রক্ষিবে আপনি॥

তপিস্তে করিএ মুনি আসি নিকেতনে দেখেন আলয় বসে আছে তিন জনে।
কোষা কুষি কুশাকুর রাখিয়া তখন রাজার তরেতে কিছু কহে তপধন।
জোড়হাত করি রাজা বলেন তখন শনিসাঁপে দ্বাদশ বচ্ছর বনে বন।
মুনি বলে জদি এলে এই তপবনে[১] আমার বচনে সাঁপ হব বিমচনে।
তবে তপধন বলে শুন নরপতি বাউ পুরাণের কথা জগতবেক্ষিতি।
ব্রহ্মসাপ ইন্দ্র রাজার বিড়ালজনম কালিকার ব্রত তার সাপ-উদ্ধারণ।
আজি হতে আমার তপিস্তেবলে রবে মলআবাসিনী দেবী সদাই পূজিবে।
ব্রহ্মার দুহিতা হয় নাম জজ্ঞসেনী বিপদ ভঞ্জন করেন অনন্তরূপিনী।
এইক্ষে[ণে] তোমরা থাকহ করে বাস তিন দিন বৈইভুক্ত আছি উপবাস।

১ পত বোনে

সুরপুর হইতে পাটায় ইন্দ্র ফল   তপিস্তে করিএ সন্ধেকালে খাই জল।
আজি আমায় তিন ফল ইন্দ্র জে পাটাই   চারি জনে তিন ফল আনন্দিতে খাই।
রাজা বলে শুন গ ঠাকুর তপধন   রিসি মুনির দির্ব্ব খাইতে না পারি কখন।
মুনি বলেন য়তিত রাখিএ জল খাব   দেবতাসভায় আর স্থল নাঞি পাব।
অতিত বসায়ে রেখে করএ ভক্ষণ   নানামতে জম[1] তারে কর[এ] তাড়ন।
উত্তম মধ্যম নীচ সেবএ আলয়   সর্বতীর্থ[2] ফল সেই ঘরে বসে পায়।
আমার আশ্চর্যেতে য়তিত হইলে তুমি   তোমা রাক্ষিএ জল না খাইব আমি।
রাজা বলে শুন গ ঠাকুর মুনিবরে   প্রসাদ করিয়া ফল দেহ জে আমারে।
এতেক শুনি[য়া] রিসি ভাবে মনে মন   তিন ফল চারি জন করিব কেমন।
ইন্দ্রপুর হইতে এই তিন ফল পাই   দেবতাবেক্ষিত এই চারি জনে খাই।
আগে নিল তপধন মর্দ্ধেতে রাজন   শেষ ফল আছে তবে রানী দুই জন।
অর্ধ অর্ধ[3] এই ফল দুই জনে খাব   দুই গর্ভে এক পুত্র অর্ধ[3]-অঙ্গ করি হব।
রাজা বলে মহাশয় করি নিবেদন   অর্দ্ধ ফল খাই পুত্র হবে কি কারণ।
মুনি বলে মোর বাক্য না হবে খণ্ডন   মুনির বরে সগরবংশে[4] ভগীরথজনম।
দিলিপের দুই নারী বিধবা হইল   দুর্ব্বাসার বরে দেখ তার পুত্র হল।
শর্বানী সুধনী[5] রানী র্ধ-র্ধ[3] খাব   দুই গর্ভে এক পুত্র মোর বরে হব।
মলেয়াবাসিনী আসি দেবেক জীবন   জরাসিন্ধু নামে বন খাণ্ডবদাহন।
এতেক শুনিঞে দুহে র্দ্ধ ফল নিল   প্রণাম করি তবে অর্ধ করে খাইল।
এইরূপে জরাসিন্ধুর হইল জনম   দিনে দিনে[6] বাড়ে সেই রিসির বচন।
হরিদেববিরচিত দেবীপদে গতি   জরাসিন্ধুজন্ম হইল জগতবেক্ষিতি॥

এতো বলি মুনিবর তপির্ষে গেলো   জরাসিন্ধু রানীর গর্ভে বাড়িতে লাগিল।
এক দুই তিন চারি পঞ্চম সময়   কপিলার দুগ্ধ দিএ পঞ্চ ফল খায়।
দিনে দিনে দুই জনার নইল অবশ   শরীরে সামর্ত নাঞি মুখে নাঞি রস।
য়লসে য়বশ সদা জায় গড়াগড়ি   কি হল কি হল বলে ভুমিতলে পড়ি।
হা রে দারুন বিধি এতো দুক্ষু দিলে   কান্দিয়ে বেকুল রানী ভাসে নয়ানজলে।
অষ্টমেতে কষ্ট বড় সুক নাঞি পায়   নবম হইলে সেই য়লসে ধরায়।
দশম দশ দিন জদি সম[য়] পূর্ণ[7] হল   জোড়হাতে বিধেতারে কহিতে লাগিল।
গর্ভেতে থাকিএ তবে ভাবে মনে মন   আর না সহিতে পারি জননীর জাতন।

১ জোম   ২ সর্ব্বতিথ   ৩ র্দ্ধ র্দ্ধ   ৪ -বংশে স   ৫ সর্ব্বানি সুধনি   ৬ দিনে দিনে   ৭ পুন্না

তপিস্বে বসি হোতা জানিলেন মুনি   জোগবশে তর্ত্তে এ সব জানিল আপনি।
ডাক দিএ মনি বলে শুন বাছাধন   কতো কষ্ট পাও তোমার জননীর জাতন।
মাগেতে মলেখা বহে দশমীর তিথি   সেইদিনে দুই রানী বেদনা-উবিস্তিতি।
প্রসব হইল জদি দিন যুবক্ষন   অর্ধ অর্ধ অঙ্গ দেখি করেন রোদন।
শর্বানী সুধনী বলে আর কি করিব   এমন সন্তান লএ বনবাস দিব।
এতেক বলিয়ে তবে বনবাস দিল   গহন কাননে জরা পড়ি[য়া] রহিল।
বনমর্দ্ধে জরাসিন্ধু কিছু নাঞি খাই   তিন দিন ঐইরূপে উপবাস জাই।
বনমদ্ধে পড়ে শিশু সখা কেহ নাঞি   মলয়াশখরে থাকি বসন্তের মাই।
হিতিকাসংঙ্গতি যুক্তি করেন তখনে   ভ্রমণ করিব আজি গহন কাননে।
শুন শুন হিতিকা গ আমার বচন   মচ্ছস্থিতে প্রাণ কেন হয় উচাটন।
দাসী বলে শোন মা গ ব্রহ্মার দুহিতা   ভকত প্রমাদ মা গ পড়িয়াছে কোথা।
শুন শুন ভগবতি মোর নিবেদন   প্রমাদ পড়েচে কোথা জীবজন্তুগণ।
উদ্ধার করিবে তারে নিবেদন করি   হইবে প্রকাশ পূজা রাজ রাজেশ্বর্যারি।
সখীর বচন শুনি ভৈরবীর বেশ   রাসভবাহন মা ভ্রমি[১] নানা দেশ।
স্বর্গ[২] মর্ত পাতাল আর গন্ধর্বনগর   ভূলোক[৩] ভবিস্ত মাতা বেড়ায় বিস্তর।
তবে তো খাণ্ডবন দিল দরশন   বনমর্দ্ধে দুই-মঙ্গ শিশুর কিন্দন।
তিন দিন সেই শিশু দুগ্ধ নাঞি পাই   দেখে দয়াময়ই কোলে নিলেন তথাই।
দুই দুই মঙ্গ দেখে ভাবেন জননী   দুই হস্তে দুই মঙ্গ জোড়ে[ন] আপনি।
কপিলের দুগ্ধ মা গ দিল তার মুখে   পরম কৌতুকে শিশু দাণ্ডাই[ল] সমূখে।
জরাসিন্ধু বলে নাম রাখেন ভগবতী   খাণ্ডববনের রাজা জগতবেক্ষিতি।
জরাসিন্ধু কোলে করি জান মায়াছলে   বহিদ্রিতে রাজার রানীর দিল লএ কোলে।
পুত্র পায়ে রাজা রানী জিজ্ঞাসে তখন   কোতা হইতে আইলে কেবা কাহার নন্দন।
ভগবতী বলে তবে শোন মন দিয়ে   গহন কাননে পুত্র আছিল পড়িএ।
কিন্দন শুনিঞা বড় আমি দয়াময়ই   মঙ্গে মঙ্গ ধরি তবে জোড়া দিলেম ঐই।
জোড়হাতে রাজা বলে তুমি কোন জন   সত্য বাক্য কহ মাতা এই বিবরণ।
দেবী বলে শুন বাছা আমি জজ্ঞাখ্যানি   ব্রহ্মজজ্ঞা-আদিষ্টান ব্রেনের জননী।
শীতলা নামেতে রাজা করহ পূজন   তোমা হইতে প্রচার হব গহন কানন।
এতেক শুনিঞা রাজা ভূমেতে লোটায়   জোড়হাতে রাজা রানী ধরে দেবীর পায়।

---

১ ভ্রিমি   ২ সর্গ   ৩ ভুলক

গলে বস্ত্র[১] দিয়া তবে করেন স্তবন   অনন্তরূপিনী তুমি পতিতপাবন ।
জগতজননী তুমি সর্ব্বজীবের মাতা   বিষ্ণু-আদি দেবগণ না জানে বিধেতা ।
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত তুমি গ জামিনী   আন্তের[২] অনাগ্যে[৩] তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
তুমি গয়া তুমি গঙ্গা তুমি বারাণসী   পৈরাগ মথুরা তুমি বৃন্দাবন কাশী ।
সত্ব[৪] রজ তম তিন তুমি প্রদায়নী   আগম পুরাণ চারিবেদমাতা মনি ।
দেবী বলে আজি হইতে করহ পূজন   এতোদিনে শনিসাপ হব বিমচন ।
এতেক শুনিঞা রাজা হরষিতমনে   আনন্দিত হয়ে পূজে লএ রিসিগণে ।
ধুপ দীপ নৈবিদ্ধ[৫] বাজে শঙ্খ[৬] ঘন্টাধ্বনি[৭]   একচিত্রে হয়ে রাজা পূজে নারায়ণী ।
দশ লক্ষ[৮] জবা আর নানা বনফল   বল্লুকার[৯] জল দিএ বির্ষ্য শতদল ।
পূজা করে মহারাজা নানা স্তব করি   জনম সাফল মা[তা] করেন ঈশ্বরী ।
পূজা নিঞে ভগবতী হলেন যন্তর্দ্ধান   নিজগ্রেহে জাহ রাজা হরিদেব গান ॥

॥ বহিধ্রতপালা সাঙ্গ হইল ॥

তপবন জরাসিন্ধে রাজভার দিয়ে   মলয়াশিখর গেলেন হরষিত হয়ে ।
বহিধ্রিতে রাজা রানী নিজগ্রেহে গেল   জরাসিন্ধু রাজা হোতা বাড়িতে লাগিল ।
মনে মনে সিন্ধুরাজা করে যনুমান   সিঙ্গের প্রতাপ জেন ইন্দ্রের সমান ।
একানে খাণ্ডব রাজা লএয়ে হাতীগণ   সিকার করিব আজি গহন কানন ।
রাবণসমান জেন রার্জ্য-যধিকারী   নয় লক্ষ রায়বেসে চালি তীরন্দাজি ।
পদভরে ধূলা উড়ে দিনে অন্ধকার   সিপাই সন্ধার তারা বলে মার মার ।
চারিদিগে বন বেড়ে রাজার নস্কর   না পায় সিকার রায় খুধাএ কাতর ।
খুধাজুক্ত বনফল করয়ে সন্ধান   পর্বতে বসেচে রাজা সুবর্ন্য বর্ন্যান ।
মৃর্ত্ত মাঙস খায় রাজা শূকরবদন   দেখিল খাণ্ডবরায় অপূর্ব কতন ।
রাজা বলে শুন অহে পর্বতের রায়   সুবর্ন্য আকার দেখি মৃর্ত্ত মাঙস খায় ।
সেতরাজা কহে তবে শুন হে রাজন   করিছি অনেক দান রজতো কাঞ্চন ।
কুর্দ্ধমুখে করি দান শুন নৃপবর   তেকারণে হইআছে বদন শূকর ।
অন্নদান নাহি দেই বড় ক্লেশ পাই   এই পাপে পর্বতে বসিএ মাঙস খাই ।
রাজা বলে অন্ন ভিক্ষ্যা কর কার ঠাঞি   কহেন ভারতে অন্নাবিনে দান নাঞি ।
হেনকালে সেই স্থানে অগস্ত মহামুনি   কদাচার দেখি রিসি ভাবেন আপনি ।

১ বস্ত্র   ২ আদ্যের   ৩ অনাদ্যে   ৪ সত্ত্ব   ৫ নৈবিদ্ধা   ৬ শঙ্খ   ৭ -ধ্বনি
৮ লক্ষ   ৯ বুল্লুকায়

মুনি বলে কেন রাজা এ কি কদাচার   রাজা বলে নাহি দান অন্নের বেভার।
কহে মুনি অগস্ত শুন হে রাজন   লক্ষ্মীহীন হইআছিল জত দেবগণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব-আদি হইল কাতর   ধ্যিআন না জানিল লক্ষ্মী সমুদ্রভিতর।
স্বর্গ[১] মর্ত্ত পাতালেতে না পাই অন্বেসন   নারায়ণ যুক্তি দিল করিতে মথন[২]।
দেবতা অসুর মেলি মথন[২] করিল   লক্ষ্মীর সংহতি দেখ সুধা উপজ্জিল।
সুধার লাগিয়া যুদ্ধ দেবতা অসুরে   তবে লক্ষ্মী পাইলেন দেব গদাধরে।
অসংখ্যে লক্ষ্মীর গুণ কহনে না জায়   পুরাণ ভাগবতে এই সর্বশাস্ত্রে কয়।
রাজা কহে তবে লক্ষ্মী কোথা আমি পাবো   দেবতা ব্রহ্মণ রিসিগণে দান দিব।
ভাবে মুনি মহাশয় চারি পানে[৩] চায়   কোসা কুসি কুণ্ডু তথাই দেখিবারে পায়।
তাহাতে আতব তণ্ডুল ছিল অর্ঘ্যদানি   সেই তণ্ডুল রাজারে দিলেন মহামুনি।
পাইয়া তণ্ডুলভিক্ষ্যা সেত রাজন   তথাকারে উপস্থিত বশিষ্ট তপধন।
শিবপূজা করেন মুনি দিয়ে বিল্বদল   অর্ঘ্যি নাঞি পাই জদি শুদ্ধ বলুকার জল।
সেতরাজার ঠাঞি তথা অর্ঘ্য ভিক্ষ্যা নিল   একগুণ দিতে তার শতগুণ হল।
শ্রীমতভাগবত এই শুনিমু পুরাণে   বাল্মিকপুরাণে সাতকাণ্ড রামায়ণে।
শুনিঞে মুনির ঠাঞি খাণ্ডব রাজন   সিকার লাগিআ রাজা জায় বনে বন।
নানা বন ভ্রমণ করএ মহারাজা   রাবণসমান জেন ইন্দ্রসম তেজা।
কতদিগে কত দেখে কত অবতার   মৃগ-আদি পশু পক্ষ্য না পায় সিকার।
নয় লক্ষ্যা জোজোন সেই বন-অধিকার   তার মধ্যে জরাসিন্ধু ইন্দ্রি-অবতার।
ঢালি পাইক পদাতিক তীরেন্দাজ জতো   ধূলা উড়ে অন্ধকার দিনে নিশিমতো।
প্রতাপে কাপএ মহী করে টলটল   বনপশুপক্ষ্য হত পা[লা]য়ে সকল।
ইন্দ্রর সমান জরাসিন্ধু সুরপুরী   দেব দত্য বসেচে জেমন লঙ্কাপুরী।
নৃত্যাকি[৪] করয় নৃত্য[৪] সিন্ধুর সমুক   দেখিতে নৃত্যাকি[৪] নৃত্য[৪] সভার কৌতুক।
বনমর্দ্দে মহাশব্দ শুনিবারে পায়   পাত্র মিত্রে[৫] জরাসিন্ধু জিজ্ঞাসে সভায়।
ঘন শব্দ শুনি আজি গহন কাননে   কেবা ঐরি হয়ে আইল মোর বির্দ্ধমানে।
দূত বলে মহাশয় করি নিবেদন   তব রাজ্য বিড়িলেক খাণ্ডব রাজন।
শুনি জরাসিন্ধু রায় পাবকপ্রমাণ   অগ্নিনিক্ষে ঢালিলে যৃত জলে খরসান।
কেবা কোথা হতে আইল হয়্যা মোর ঐরি   বধিব পরাণ তার লব সব পুরী।
হেনকালে দেখে তথা খাণ্ডব রাজন   দেখিয়ে বিস্ময়[৬] হইল ভাবে মনে মন।

---

১ সর্গ   ২ মতন   ৩ অভি. দিশে   ৪ নিত্যকি   ৫ মন্ত্রি   ৬ বির্ষায়

সুমেরুপর্বতে বসে জেন জরাসিন্ধু দেখিয়া খাণ্ডব রাজার মনে লাগে ধন্দ।
মনে করে এ জেন রাবণ অবতার এতোদিনে গেল বুঝি বন-অধিকার।
বলি বালি মানধাতা গন্ধর্ব পুরন্দর কিবা রাজা দশরথ বুঝি অ[জু]ধ্যা নগর।
ডাক দিয়ে বলে তবে খাণ্ডবের রাজন বনমর্দ্ধে রাজভার দিল কোন জন।
সূর্যবংঙস কোন রাজা কহ মোর আগে কোন বংঙেস উৎপতি কহিবে তুমি তবে।
প্রকাণ্ড শরীর দেখি মনে করি ভয় তপনতনয় কিম্বা দেহ পরিচয়।
জরাসিন্ধু বলে শুন আমার বচন স্বর্গের দুয়ারে বহিঃখিরি নন্দন।
জজ্ঞখ্যানি মোর তরে স্বহায় হইল বনমর্দ্ধে রাজভার ভগ[ব]তী দিল।
শুনিঞা কম্পিত এই খাণ্ডব হইল মোর রার্য্য-অধিকার তোরে দেবী দিল।
দেখিব কেমন দেবী তোমায় দয়াময় মর রার্য্য কাড়ি লএ তোমায় রার্য্য দেয়।
আজি যুদ্ধ করি পুনু লব এই বন কেমন করিএ তোমা রাখে কোন জন।
এতেক বলিএ রাজা কম্পিত হইল জরাসিন্ধুর সঙ্গে বড় যুদ্ধ জে বাদিল।
হরিদেববিরচিত ভাবিয়ে শীতলা রক্ষিবে করুণাময়ই প্রলয়ের বেলা॥

কার বামা রণমাঝে নেচে নেচে আয়ে রে।
বামা নেচে নেচে জাএ মাএর নপুরে পঞ্চম গা[এ]
আগে হএ সুধা লয়ে জগিনী জোগা রে।
শুম্ভ[১] কয় নিশুম্ভ[২] তায় এ বামা মানব নয়
এলোকেশী ধরে অসি ব্যধি ছিদে বারে।
কমলাকান্তে কয় এ মানবরূপে মহামাএ
পদতলে শব[৩]-ছলে শম্ভু পড়ে তায় রে।
বামার গলে দোলে মুণ্ডু[মালা] বিজলিত শেঘ[৪]-আলা
রূপেতে ভুবন-উজ্জলা জলধর তারে॥

জরাসিন্ধে খাণ্ডবেতে বুদ্ধপরিমাণ দুই জনে জুদ্ধ করে মোহে বলবান।
ঢালি পাইক পদাতিক জত তীরেন্দার চারিদিগে বন ঘেরি বলে মার মার।
তার মর্দ্ধে জরাসিন্ধু জুঝিচে আপনি রাবণ রাজা জেন কাপে লঙ্কাখানি।
শেল শূল মুগুর জরাসিন্ধুর উপরে লম্প দিয়া সিন্ধু তবে ধরে খাণ্ডবেরে।

---

১ সম্ভু ২ নিসম্ভু ৩ সব ৪ মেঘ

অর্ধ-অঙ্গ শীতল মায়ের জ্বলে অর্ধ-অঙ্গ   রত্নসিংহাসনে বসি মধ্যে শ্রীঅঙ্গ

[হরিদেবের শীতলামঙ্গল, পৃষ্ঠা ২০৩

কেহ কারে নাহি পারে সমান দু জনে   এইরূপে মল্ল্য যুদ্ধ গহন কাননে ।
তবে রাজা জরাসিন্ধু মনের বিস্মৃতি[1]   মনে মনে জপ করে শীতলা ভগবতী ।
কোথা মাতা ব্রহ্মমাই জগতের মাতা   ত্রিগুণধারিনী বিধি-রগচর ধাতা ।
মা সত্যযুগে শক্তি নাম ব্রহ্ম সনাতনী   ত্রেতায় ত্রিগুণ নাম পূজে চক্রপাণি ।
অনন্তরূপিনী শশী ভালে-নিবাসিনী   ভৈরবী হইয়া রক্ষ্যা কৈলে যজ্ঞসেনী[2] ।
পূর্ব্বেতে কহিআছিলে হইয়ে সদয়   বিপত্তো পড়িলে আসি হব দয়াময় ।
জরাসিন্ধু করে স্তব ভয়ভীতু আতি   মলয়া বসি তবে জানিল ভগবতী ।
অর্দ্ধ-রঙ্গ শীতল মায়ের অঙ্গে রর্দ্ধ রঙ্গ   রত্নসিংহাসনে বসি মনে প্রীতভঙ্গ ।
দুই আকি নাচে মাএর দেখি রনক্ষ্যান   কুন্তল এলায়ে পড়ে অন্তভূৎ কারণ ।
হিড়িকা ডাকিয়া মাতা কহে সমাচার   আজি কেন দেখি সকি অমঙ্গল আমার ।
কেবা কোথা দেব রিসি পড়েচে বিপাকে   রাজ-আদি পশু পর্ক্য ডাকএ আমাকে ।
হিড়িকা বলেন মা গ করি নিবেদন   জরাসিন্ধু বরপুত্র করিচে স্মঙরণ ।
খাণ্ডবের রাজা তারে করএ প্রহার   তোমার তরেতে মাতা ডাকে বারে বার ।
সখীর বচন শুনি বসন্তজননী   রক্ত হইল রাঙ্গা কম্পিত ধরনী ।
ক্রধেতে হইল কম্প মলয়াশিখর   দেবতা অসুর আর কাঁপে সুর নর ।
দাসী বলে শুন মা গ ব[স]ন্তের মাই   এক নিবেদন মাতা কহি তব ঠাঞি ।
আপনি হএচ তুমি আপন বিস্মৃতি   তব পুত্র বসন্তরায় ডাক সিগ্র্গতি ।
খাণ্ডব সহিত চল[3] দহিবে কানন   প্রজা-আদি পশু পক্ষ্য জীবজন্তুগণ ।
এতেক বচন বলি হিড়িকা সুন্দরী   হুঁকার ছাড়েন মাত মলয়া-ঈশ্বরী ।
শুনিঞা দেবীর ডাক বসন্তের রায়   পথপোক যেমন রবনী উড়ে জায় ।
দেখিয়া বসন্ত সব দেব দত্যগণ   পাতালে লুকায় সভে ভএ কম্পমান ।
চৌসট্টি বসন্ত আইসে সঙ্গে চর্ব্ব ভাষী   স্বর্গ[4] মর্ত পাতাল কাঁপএ থরহরি ।
হরিদেববিরচিত শীতলার গীত   জিজ্ঞাসা করেন শুণ মনে আনন্দিত ॥

শুন গ করুণাময়ী আমার দুখের কথা কই   কান্ত ভববন্ধনে মায়াজালে বন্দী হই ।
আসিএ ভবের হাটে মত্ত হলেম বিষয়মদে   ছয় রিপু ছয় কাল হএ মন কেয়ে ফেলালে রঐ ।
কমলাকান্তের মন ভাবি সদাই ঐ চরণ   করমদোষে ছয় কুজন আমার মন হরে জে নিলে রই ॥

বসন্তজননী ডাকে আইসে চর্ব্ব তায়   দেবীর আজ্ঞায় চলে অম[5]-অবতার ।
আকাশ পাতাল ছায় জেন পঙ্গপাল   রক্তদল বৈইবে ধায় জেন কাল ।

১ বিঘিতি   ২ যজ্ঞাথাবি   ৩ জল   ৪ মর্ত্য   ৫ জোম

ধুকুড়ে কাকুড়ে কেটালে চলে করি মহাদম্পে   আলকুষে বসন্ত আইসে সুরাসুর কম্পে।
জালাপাত্য ডুমুরে চলয় একসাথ[১]   ফটকিরে কদলে জায় কয়য়ে নিপাত।
পুখুরে তেউড়ে চলে বচে বসন্ত   পোড়া মুষুরে জায় সভায় দুরন্ত।
চোনা মুষুরে রাই আইসে লাকে লাকে   তালবির্ছ্যি খেজুরছড়ে আইসে ঝাকে ঝাকে।
কামরাঙ্গা তেতুলে আইসে করে বল   জাম জাম ফলের প্রতাপে রসাতল।
চৌসষ্টি বসন্তসঙ্গে রায় জরাসুরি   কেবা কত গুণ ধরে বলেন ঈশ্বরী।
জার জত গুণ আছে একে একে কহে   শুনিঞা শীতলা মাতা আনন্দহৃদয়।
শীতলা বলেন শুন বসন্তের রায়   জরাসিন্ধু বরপুত্রে রাখ গে স্বরাজ।
আমার কিঙ্কর বটে জরাসিন্ধু রাজা   জাহা হতে কাননে প্রচার হব পূজা।
দলেবলে সঙ্গে জত খাণ্ডব রাজনে   জেমন লঙ্কাপুরী পোড়ায় বীর হনুমানে।
সীত্যার উদ্দিশে জেমন পবননন্দন   সীত্যা-অন্বেষণে[২] ভাঙ্গে অশোকের বন[৩]।
আমার নন্দন তুমি বসন্তের রায়   কাননসহিত দহ খাণ্ডব রাজায়।
খাণ্ডবের রাষ্য বাছা করহ দাহন   পূজার প্রচার হবে গহন কানন।
দেবীর বচন শুনি বসন্তের রায়   চৌষষ্টি বসন্তসঙ্গে চলিল ত্বরায়।
রাজসেনা[৪] জত ছিল গহন কাননে   কঙ্ক ঠাণ্ডি মাথাবেথা ধরে সর্বজনে।
হাতি ঘোড়া আছিল জতেক সেনাপতি   কাকুড়ে কেটালে ধরে সভে শীঘ্রগতি।
উট গাদা খচর গণিতে কেবা পারে   মৈষেদল আলকুষে সভাকারে জারে।
গুড়গুড়ে চড়চড়ে জত জন ছিল   শীতলার হুটে সভে পরাণ তেজিল।
এ বার বচ্চর জেমন রনাবিষ্টি হইল   শনি বধিবারে[৫] জেম[ন] দশরথ গেল।
পোড়াএ প্রিথিবী সেই হঅ রনাবিষ্টি   রাজা দশরথের মুণ্ডু উক্তে শনিদিষ্টি।
জটাই নামেতে পক্ষ্য বড় ধার্মিক ছিল   পাখা পসারিএ মুণ্ডু শর্ষ্যমার্গে[৬] নিল।
সেই মুণ্ডু পক্ষ্য রাজকন্ধে বসাইল   অমৃতকুণ্ডের জল তাহে ছড়া দিল।
প্রাণ পায় দশরথ চারিদিগে চায়   সুমেরুপর্বত পক্ষ্য দাণ্ডাএ তথায়।
রাজা বলে কেবা তুমি দেহ পরিচয়   পক্ষ্য নিবেদন করে শুন মহাশয়।
নাম জটাধরী তুমি রাজা ধন্য   সূর্য্যবংশের রবতার রাম-অবতীর্ণ[৭]।
রাজা বলে আজি হতে মেইএ হলে তুমি   বিপত্ত্যে পড়িলে উদ্ধার করিলে অমনি।
শনির দিষ্টিতে জেমন পৃথিবী[৮] পুড়িল   তেমনি বসন্তের রায় খাণ্ডবে দহিল।
বনপক্ষ্য পশু বির্ক্ষ জতেক কানন   শীতলার হুটে দাহে রায় বসন্তগণ।

১ -সাত   ২ অন্বেষনে   ৩ বনকে বোন   ৪ রাজা সেনা   ৫ বধিবার   ৬ সর্য্য মার্গে
৭ -অবতিরা   ৮ পৃথিবি

শ্রীরাম-আদেশে জেমন বীর হনুমান   নেজে অগ্নি করিয়ে পোড়ায় লঙ্কাখান।
অশোকের[১] বন ভাঙ্গে পবননন্দন   হায় হায় মূর্চ্ছাগত খাণ্ডব রাজন।
কি হল কি হল বলে খাণ্ডবভূপতি   জরাসিন্ধু রাজার কাছে গেল শীঘ্রগতি।
রক্ষা রক্ষ্য মহাশয় এইবার এইবার   বুঝিতে পারিনু তুমি দেবীর কিঙ্কর।
আজি হতে অধিকার গহন কানন   পুত্ররূপি প্রাণদান দিবে সর্বজন।
জরাসিন্ধু বলে পূজ শীতলার পদ   ঘুচিবে সকল দুর্খ খণ্ডিবে আপদ।
কুরুবংশ[২] জেমন করিচে অর্জুন   রথের সারথি জেমন দেব নারায়ণ।
আজি হৈতে জরাসিন্ধু তুমি সেইরূপ   গলেবস্ত্র বচ্চ তব[৩] খাণ্ডবের ভূপ।
হরিদেববিরচিত ভাবি নারাঅনী   অন্তকালে পাব অভয় চরণ দু খানি॥

ইন্দ্রালয় হইতে তথা আইসে তপধন   দেখিল বিপত্ত[৪] বড় গহন কানন।
বসন্তে দহিচে জত খাণ্ডবের সেনা   জীব জন্তু পশু পক্ষ্য নাহি একজনা।
ত্বরাপর ঐমনি চলিল মুনিবর   বীণ্যাজন্ত্রে কৃষ্ণগুণ গান নিরন্তর[৫]।
রতন সিঙ্গাসনে বসি বসন্তজননী   জোড়হাত করি বলে লোটাইয়া ধরনী।
মুনি বলে শুন মা গ মোর নিবেদন   খাণ্ডবকাননে ত্বরাএ কর গ গমন।
বসন্তে দহেচে জত পশুপক্ষ্যগণে   উচ্চস্বরে ডাকে তোমায় খাণ্ডব রাজনে।
এতেক শুনিঞা মাতা বসন্তের মাই   ধরিএ ভৈরবীবেশ চলিল ত্বরাই।
হেত্যায় খাণ্ডব রাজা করয়ে শুবন   রক্ষা রক্ষ্য ভগবতী লইলেম স্মরণ[ণ]।
ভৈরবী হইয়ে বেশ কয় ভগবতী   করহ আমার পূজা খাণ্ডবভূপতি।
পূজিলে আমার পদ দুর্খ-নিবারণ   জীব জন্তু তব পুরী পাইবে জীবন।
দেবীর বচন শুনি খাণ্ডবের রায়   গলেবস্ত্র[৬] দিয়া রাজা লটাইল পায়।
জোড়হাত করি বলে শুন গ জননি   আদ্যের অনাদ্যে তুমি ব্রহ্ম সনাতনী।
বিধি-মগচর হন্ত পতিতপাবন   সর্বজীবের গতি হয়া অন্তিমে তারণ।
তবে মোর মাথা পুরী দেহ প্রাণদান   করিব তোমার পূজা বেদের বিধান।
এতেক শুনিঞা মাতা বসন্তজননী   পদছায়া দিয়ে মেঘ ডাকেন আপনি।
অমৃতকুণ্ডের জল বরিষণ করি   জীব জন্তু প্রাণদান পায় রাজ্যপুরী।
দেখিয়ে খাণ্ডবরাজা হরষিতমন   নানা উপহারে দেবী করয়ে পূজন।
দশ লক্ষ[৭] শতদল জবা বিল্বদলে   একচিত্তে[৮] দেয় দেবীর চরণকমলে।

১ রসকের ২ -বংশস ৩ অতি. হুতি ৪ বিপত্যা ৫ নিরেন্তর ৬ -বস্ত্র দ্বা'র ৭ লক্ষ্য ৮ -চিত্তে

নানাম্বতো নৈবির্দ্ধ করএ সাবধান   গণ্ডায় মহিষ মেষ ম্বজা বলিদান ।
কৃতাঞ্জলি[১] হয়্যা রাজা তব স্তুতি করি   জনম সাফল মাতা কয় গ ঈশ্বরি ।
শঙ্খ[২] ঘণ্টা ঢাক ঢোল বাজায় সহরে   আশি[৩] মণ[৪] ধূনা পোড়ায় মস্তক-উপরে ।
পূজায় সন্তুষ্ট মাতা হইল তখন   রাজার তরেতে বলে মধুর বচন ।
বর মাগ খাণ্ডবরাজা বলেন ঈশ্বরী   তোমায় বর দিয়ে জাই মলেয়ানগরী ।
রাজা [বলে] শুন মা বসন্ত ভগবতি   তব পাদপদ্মে মা গ জেন রয় মতি ।
দেবী বলে শুন বাছা তোমায় বর দিব   আজি হতে মুল্লার পাটন [জে] হব ।
বারি সিঙ্গাসন হএ রব এই দেশ   কলিকালে গুনলব পাবে বড় ক্লেশ ।
এত্তেক বলিয়া মাতা হইল অন্তধ্যান   খাণ্ডবের পালা সাঙ্গ হরিদেব গান ॥

১ কৃতা-   ২ সংঘ   ৩ আসি   ৪ মোন

ওঁ শ্রীশ্রীগণেশায় নম নম ॥

লিখিতং নাগদাহন পালা ॥

জরাসিন্ধে রাজভার দিয়া ভগবতী   রত্নসিঙ্গাসনে মাতা বৈসে হরষিতি।
হিতি দাসী সহি[ত] কিছু বলেন বচন   নাগলোক মোর তরে না করে পূজন।
বিধি বিষ্ণু হরি হর পোজে সর্ব্বত্তরে   কোন ছার নাগলোক কি ভাব মস্তরে।
মায়া করি নিজ রথে কর আরাহণ   পাতাল-নাগের পুরে করহ গমন।
আছয়ে পাণ্ডরি নাম নাগের প্রধান   সর্ব নাগে পূজে তারে অনন্তসমান।
শুনিঞা সখীর বাক্য জগত-ঈশ্বরী   চামর ঝাঘর ঘণ্টা রথসজ্জা করি।
পাতালপুরী জাবেন মা করিচে সাজন   হেনকালে তথায় আইল তপধন।
জোড়হাত করিয়ে বলেন মুনিবর   আজি বড় দেখি কেন কম্পিত অন্তর।
মুনির ত্বরেতে বলে ত্রেনের জননী   নাগলোক মোর তরে নাহি পূজে মুনি।
নারদ বলেন মা গ মোর বাক্য লবে   পাতালপুরেতে তুমি আগে উর্ত্তরিবে।
দেখ বামনরূপে নারায়ণ ছলিল বলিকে   তিনপদ সত্য করি মাগিল বলিকে।
নাহি পারে তিনপদ বলি মহাশয়   দানে বদ্ধ সত্য লাগি পাতালেতে জায়।
নারায়[ণ]রূপে হরি তাহার দুআরি   সেই হতে বলিরাজা আছে পা[তা]লপুরী।
পাতালের পথে মা গ আছে বলিরাজা   বিষ্ণুর সহিত বলি করিবে তোমার পূজা।
এতেক বলি[য়া] মনি হইল বিদায়   শুনিঞা এই সব কথা ভাবিতহৃদয়।
হিতি কান্তি দাসী মায়ের কহে ডাক দিএ   জাইবে নাগের পুরে ত্রিনগণ লএ।
সখীর বচন শুনি বসন্তের মাই   জরাসুর বসন্ত রায়ে ডাকেন ত্বরায়।
হুহুকা[র] ছাড়েন মাতা জোগেন্দ্র শহরে   আইল বসন্তগণ দেবীবরাবরে।
জরাসুরসংহতি বসন্ত চন্দ্র ভার   মায়ের আজ্ঞা জেন সুগ্রীব অবতার।
সঙ্গ[1]-সামন্তসঙ্গে মায়ের মিতালি   তেমতি শীতলা মোর পাতালেতে চলি।
রত্নসিঙ্গাসন পুষ্পরথ-আরাহণ   বলির দুআরে আগে দিলা দরশন।
হরিদেববিরচিত দেবীপদে গতি   নায়েকের তরে মাতা রক্ষ্য ভগবতী ॥

জথা বলি মহাশয়   হেনকালে মহামায়ে
দেখে বলি উঠে জোড়হাতে
কহ রাজ রাজেশ্বরি   কি লাগি পাতালপুরী
ত্রিনগণ দেখি তব সাথে[2]।

---

১ শয়্যা   ২ সাতে

আজি মোর দিন ধন্ন গ্রেহে জেন অন্নপূর্ণ[১]
গিরিগ্রেহে এসে ভগবতী
দেখে বলি প্রিণিপাত করয়ে যুগলহাত
গলেবস্ত্র করি স্তব স্তুতি।
বলির ভকতি তথা আনন্দিত ত্রিনমাতা
কহে তবে বলিবিত্তমানে[২]
শোন রাজা মহাশয় জজ্ঞসেনী[৩] নাম হয়
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুজে দেবগণে।
স্বর্গদ্বারে[৪] বহিদ্রিত শনিপীড়্যায় দুখ্য কত
গেল রাজা মুনিতপষনে
মুনি তারে বর দিল জরাসিন্ধু পুত্র হলো
জীবন্যাস[৫] দিমু ততক্ষণে।
রহিল খাণ্ডববন লএ এই ত্রনগণ
তবে রাজা করিল পূজন
তবে আসি পাতালেতে দরশন তোমাসাথে[৬]
জাব আজি নাগের ভুবন।
এতো শুনি বলি তুষ্ট হল
গঙ্গাজল লাল জবা জেন পাইল দশভূজা
পুজে মায়ের চরণ কমল।
তথা হইতে পুষ্পরথে দেখা হয় নাগসাথে[৭]
বড়ই বিষম-ব্যবহার
ফুল ফুল শুনি শব্দ[৮] দেখি মনে হএলেন স্তব্দ[৯]
নাগভবাহনে চমৎকার।
ভুজঙ্গ ভুজঙ্গ জতো দেখি মনে ভয় কতো
ধরে ফণী পর্বতের চূড়া
ঢাঁড়ুল পাঁড়ুল নাগ তারা সত্তে একুচাপ
পাহাড় পর্বত জেন যোড়া।
রঙ্গিনী বঙ্গিনী কাল শঙ্খচূড় বেড়াজাল
খির্দ্দ নির্দ্দ ফণী সব[১০] কতো

১ অন্নপূর্ণা ২ বিদ্যমানে ৩ জর্দাজানি ৪ শনৈশ্চরে ৫ জিয়াণ ৬ -সাতে
৭ -সাতে ৮ শব্দ ৯ স্তব্ধ ১০ সব

নাগপুরে ফণী জতো পুণ্ড্র্নাগ বেড়ি শতো
দেখে মাএ আগলিল পথ[১]।
অসংখ্যে অতেক ফণী ফোঁস ফাস শব্দ[২] শুনি
জেন করে মেঘের গজ্জন
বসন্তজননী তবে কি করি উপায় ভাবে
বিদ্যাবুদ্ধি ডাকে ত্রিনগণ।
দ্বিজ হরি বলে বাণী ত্রিন ডাক অজ্জসেনী[৩]
নাগপুরী করিবে দাহন
এই নিবেদন করি শুন রাজ রাজেশ্বরি
তবে সে পুজিবে নাগগণ॥

শুনিঞা দেবীর আজ্ঞা বসন্ত ধুকুড়ে রাজগাড় কুমীরে চলে বসন্ত বড় গড়ে।
তবে চলে রক্তদল জৈমন[৪] অনাবিষ্টি নাকে মুখে ছুটে রক্ত উঠে বিযুকি বিযুকি।
মশে চামদলে চলে সাতভাষে দল জার ভরে ধরে সেই জায় রসাতল।
আলকুষে বসন্ত তবে আইসে ত্বরাতরি জাহার ভরেতে ধরে জায় জমপুরী।
ধুকুড়ে কাঁকুড়ে সব উভদলে ছুটি জৈইষ্ট মাসেতে অঙ্গে জলে ফাটে ফুটি।
বচে মটুরে বসন্ত চলিল ত্বরায় দেবতা গন্ধপর্ব জারা দেখি[ল] ত্বরায়।
ফটিকিরে পাথুরেকুচে কুষ্মাণ্ড চলিল পুথুরে খেজুরে তালবিচ্ছা দেখা দিল।
চৌসষ্টি বসন্তসংঙ্গে জরাসুর রায় আসিআ দেবীর কাছে প্রণমিল পায়।
শুন বাছা জরাসুর বচন আমার তুরন্ত নাগের ভয়ে ত্বরাপর ধর।
পাইয়ে দেবীর আজ্ঞায় জরাসুর চলে লইয়া বসন্তগণ চলিল পাতালে।
পর্বতপ্রমাণ নাগ জত পাতালপুরে কক ঠাঞিজর জাড়ি ধরে সভাকারে।
বড় বড় নাগ জত ছিল পাতা[ল]পুরী পর্বতের প্রায় সব জায় গড়াগড়ি।
অষ্ট নাগ নয় বোড়া পাহাড়ের প্রাএ ধরিল বসন্ত সভায় জেন তাল ফলে পায়।
সিন্ডরচাঁদা ছাতাবিয়্যা নাগ চর্ম্মকোবা ছিবুলে সুকলে ইকুনল বনে বাসা।
কালদন্ত মেঘলাল গখুরা কালিনী শংখচুড় চন্দ্রবোড় মরাল হালিনী।
তক্ষক রক্ষক পানিবোড়া জত ছিল কেউটে হেলে মেটিলে ভারাব সভারে ধরিল।
কার কার অঙ্গ পচে কেহ কেহ ফাটে মরিল পাতালপুরী শীতলার হটে।

[১] পতো [২] শব্দ [৩] অজ্ঞাতনি [৪] জেমন

অনন্ত বাসুকি কাঁপে শতফণা জার   থরহরি কাপে মহী রক্ষ্যা নাঞ্চি আর।
ব্রহ্মা ছিল জোগে বসে বিষ্ণু বসে ধ্যানে   কৈলাসে পার্বতীসংঙ্গ আছেন ত্রিলচনে।
দেবাসুর কম্পমান সবে থরহরি   বাম-অঙ্গ কম্প কেন বলে ত্রিপুরারি।
জোগে বসে জোগেশ্বর জানিলা তখন   নন্দীরে দিলেন আজ্ঞে ডাক তপধন।
আজ্ঞ্যা পাএ নন্দী ত্রিজি ত্বরায় চলিল   নারদমুনি তরে ডাকিএ আনিল।
আসিয়া প্রণাম করি পার্বতী শংকরে   বীণা[1]-জন্ত্রে কৃষ্ণগুণ গায় মুনিবরে।
মুনি বলে কিব্যা আজ্ঞা মহেশ গোসাঞি   আমারে করহ [আজ্ঞা] তথাকারে জাই।
হর বলেন শুন বাছা রিসি তপধন   বাম-অঙ্গ কম্প আজি কিসের কারণ।
হরিদেববিরচিত শীতলার কর্ম   ধ্যানজোগে দেখ প্রভু পাবে সব মর্ম॥

হর দিগ্যাম্বর   পার্বতী শঙ্কর
দয়াময় দেব হরি হে।
শিঙ্গা ডুম্বুধারী   ব্রসবেহারী
জগতে জগতকল্পতরু হে।
দেব দেবরাজে   ভবেতে নরমাজে
সবেতে ভাবি তব পদ হে।
কমলাকান্তের মন   সদা ভাবি শ্রীচরণ
অন্তে দিয় ঐ পদ হে।
তোমা বিনু আর   না দেখি নিস্তার
ভুবনে দেব ঃ দেবমাজে হে॥

শুনিঞা মুনির বাক্য[2] দেবতা ঈশ্বর   ধ্যানজোগে [সভ] প্রভু জানিলা সর্ত্তর।
শুন শুন মুনিবর আমার বচন   পাতালের পথে তুমি করহ গমন।
আছএ পাণ্ডুর নাগ নাগের প্রধান   নাগের পুরেতে সেহ অনন্তসমান।
শিবের বচনে তবে চলে তপধন   স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে করএ ভ্রমণ।
দেখিল পাতালপুরে বড় মনাচার   নাগপুরে বসন্তে হইয়াচে ছারখার।
বাসুকি সহস্রফণা কাপে থরহরি   শীতলার হটে মজে পাণ্ডুর নাগপুরী।

১ বিনা   ২ বাক্য

মুনি বলে শুন নাগ উপা[য়] কহি তোরে   শীতলার পূজা কর দুঃখ জাউক দূরে।
মুনির বচনে এথন পাণ্ডুর নাগ কয়   প্রাণদান পাইল্যা পুরী পূজিব তাহায়।
নারদের বাক্য শুনি নাগের রাজন   মম[১] পুরহিত হয়া পূজ তপধন।
দেবপুরহিত তোমাএ সর্বদেবে জানে   জেবা রক্ষ্য করে তারে কন্ত দিব দানে।
এত শুনি নাগবাক্য নারদ তপধন   করএ শীতলা-ধ্যান হইয়া একমন।
রক্ষ্য রক্ষ্য জজ্ঞসেনী[২] জগতের মাতা   বিধি বিষ্ণু ইন্দ্র চন্দ্র য়গচর-ধাতা।
হরঘর্ম্মে উৎপতি হইলা ভগবতী   জজ্ঞসেনী[২] নাম তোমার রাখে পশুপতি।
নারদ একান্তমনে স্মঙরণ কৈল   রথছরে শীতলা মা পাতালে চলিল।
শূন্যমার্গ[৩] রথভরে বসন্তকুমারী   ত্রিনগণ রথসজ্জ্য সংঙ্গ-জরাসুরি।
পাতালপুরে[তে] পড়ে জয় জয় ধ্বনি[৪]   অনন্ত বাসুকি স্তব করেন আপনি।
স্তব করে মুনিবর বাসুকিসংহতি   প্রাণদান দেহ নাগে শুন ভগবতি।
দেবী বলে শুন বাছা নাগের ঈশ্বরে   তব কন্ত দান দেহ পুত্র জরাসুরে।
অঙ্গীকার কৈল তবে নাগের রাজন   অমৃত হই[ল] বিষ্টি নাগের ভুবন।
ছয় মাসের পচা মড়া অস্থি জার ছাড়া   নিদ্রে ভাঙ্গ্য উঠে সব দিয়্যা পাশমোড়া।
দেখিয়া বাসুকি নাগ লাগে চমৎকার   করএ দেবীর পূজা নানা উপহার।
বিল্ব্যদল নীলকমল সহস্র লক্ষ[৫] জবা   শরতে জেমন পূজা পাএ দশভুজা।
পূজাএ সন্তুষ্ট মাএ করে তপধন   বাসুকিসহিত নাগে করেন স্তবন।
পাতালভুবনে পূজা সর্ব[৬] নাগে করে   তবে বিভা আয়ম্ভিল পুত্র জরাসুরে।
পাণ্ডরী[৭] নাগের কন্ত আনে নাগগণে   বিভাহের বেবস্তা করয় ততক্ষণে।
জাহাদের জেমন রীত[৮] সেই তাহা করে   জয়র্দ্ধনি শঙ্খধ্বনি[৯] হইল নাগপুরে।
আএও পাণ্ডুর নাগ কন্তে করে দান   পুরহিত ভট্টাচার্জ্য নারদ তপধন।
বিভাহ দিলেন দেবী পুত্র জরাসুরে   প্রাণদান পায় নাগ পাতালের পুরে।
দেবী বলে বর মাগ নাগের রাজন   তোমায় বর দিএ জাব মলআভুবন।
পাণ্ডু নাগ বর মাগে দেবী[বি]দ্যমানে[১০]   এই বর মাগি মা গ ও রাঙ্গা চরণে।
তোমার চরণে মা গ কি বলিতে জানি   বাসুকি করেন স্তব সহস্র জার ফণি।
হরিদেববিরচিত শীতলার পাএ   ভজ মন তারিণীপদ দিন বএ জায়।

॥ নাগপালা সাঙ্গ হইল ॥

১ মঃম   ২ জগ্যথ্যানি   ৩ সন্নমার্গ্য   ৪ -র্দ্ধনি   ৫ লক্ষ্য   ৬ সব্ব
৭ পাণ্ডরি   ৮ রিত   ৯ সংর্দ্ধেনি   ১০ -র্দ্ধমানে

পাণ্ডু নাগপতি স্তব করে যতি
শুন মাতা ভগবতি
তোমার মহিমা দিতে নারে সীমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু পশুপতি।
অনন্তরূপিনী সত্যে সনাতনী
অন্ত পায় নাহি জার
জগতজননী প্রলয়কারিণী
অষ্ট শত নাম তোমার।
অপর্ণা অম্বিকা আর অপরাজিতা
অন্তে যরজ মাই
শিবসনাতনী হও জজ্ঞসেনী
ভুবনে তুলনা নাঞি।
মা জন্ম ভবভালে জজ্ঞসেনী হলে
ভুবনে ভরসা তোমা
বিধি বিষ্ণু জারে স্তব[১] স্তুতি করে
সুরাসুর দেবগণে
অগচর-ধাতা না জানে বিধেতা
কি জানি তোমা মহিমা[২]।
॥ নাগপুরের পালাগান সাঙ্গ এই জানিবে ॥

১ স্তব ২ এই ভনিতাহীন বন্দনাংশ লিপিকরের প্রক্ষেপ হইতে পারে।

৭ ওঁ নম গণেশায় নম নম

ওঁ নম শীতলাদেব্যাং নম নম ॥

নাগের পুরেতে মাতা লইয়া পূজন   জোগেন্দ্র সহর মাতা করিলা গমন ।
হিতি কাতি দাসীসংঙ্গে রত্নসিঙ্গাসনে   হেনকালে তথাএ আইল তপধনে ।
বীণ্যা[১] -জন্ত্রে কৃষ্ণগুণ গাই অনক্ষণ   আসিআ বন্দিল মনি দেবীর চরণ ।
করজোড় করি তবে বলেন মহাঁমনি   এক নিবেদন [শুন] বসন্তজননী ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেব-আদি তব পূজা করে   অনন্ত করিল পূজা পাল নাগপুরে ।
তবে কেন নাহি পূজা ভল্লুক সহর   এই মনদুঃখ´ মা গ ভাবিচি অন্তর ।
এতেক বলিএ মনি গেল ব্রহ্মপুরে   মনিবাক্যা মহাঁমাএ কম্পকলেবরে ।
হিতিকাসহিত বসি রত্নসিঙ্গাসনে   কিরূপে লইব পূজা ভল্লুকভুবনে ।
দাসী বলে শু[ন মাতা মোর] নিবেদন   জাইব ভল্লু´কপুরী রথ-আরোহণ ।
রথসজ্জ্য বসন্ত জেমন পুষ্পঝারা   কখিলের রব হবে ভ্রমরঝংকারা ।
ভল্লুকসহরে আছে সুসেননন্দন   [তা]হার পুরিমুন্ত্রী[২] [হয় তো] জাম্বুবান ।
ভৈরবীর বেশে চল শুন ভগবতি   সহরের মধ্যে[৩] আছে য়নেক বসতি ।
ত্রেতাযুগে রামরূপে দেব নারায়ণ   পিতের সত্য পা[লিতে চলে]ন কানন ।
জগিবেশে রাবণ হরিল তার সীত্যা   বনমধ্যে[৪] হারাল জনকদুহিত্যা ।
ভ্র[ম]ণ কর[এ] রাম পঞ্চবটী বন   সুগ্রীবসংহতি[৫] দেখা হয় নারা[য়ণ] ।
[তাহাসনে] মিতালি করি দেব চক্রপাণি   একবাণে বালি রাজার বধিল পরাণি ।
বলির দুআরে গেল কশ্যপনন্দন[৬]   তিনপদ ভূমি মাগে হইএ বামন[৭] ।
শুক্রাচার্য[৮] বলে রাজা নিবেদন করি   এক ভুবা [দান দিয়ে বলি] ধরহরি ।
দান দিয়ে বলিরাজা গেল পাতালপুরী   সেইরূপে ছলনা করিবে রাজেশ্বরী ।
সেতবন্ধ বান্ধিতে জেমন রঘুরাজা   অকালে আশ্বিন [মাসে পূজে] দশভুজা ।
উগ্রচণ্ডা হইয়াছিল রাবণ-আলয়ে   তেজিএ রাবণ রাজাঅ রামেরে সদয় ।
রামেরে ভজনা করে মুন্ত্রী জাম্বুবান   ভল্লুক সহর মধ্যে স[তে কম্পমান] ।
হিরনকর্ষ্যসনে যুদ্ধ করিলেন বলে   সম্ভু নি[স]ম্ভু বধ হইল মায়াছলে ।
সেই হতে নষ্ট কৈল অসুরের বংস   হিরনকর্ষ্য হি[র]ণ্যকশুব মধু কংস ।
রক্ত[বীজ সকলে দ]মন কৈল তিনি   সেইরূপে জাত্রা কর বসন্তজননি ।
এতেক বচন বলে হিতিকা সুন্দরী   শুনি আনন্দিত মাতা[৯] বসন্তকুমারী ।

---

১ বিন্তা   ২ পুরি মুন্ত্রি   ৩ মর্দ্ধ্যে   ৪ বোনমর্দ্ধে   ৫ সুগ্রিব-   ৬ কশ্যব-   ৭ বামন
৮ সুক্রচার্য্য   ৯ মাথা

মলয়াশিখর হতে রা[খ তার পু]রী   হইআ ভৈরবীবেশ পুষ্পরথে উরি।
রথসজ্জ্য রুহু ঝুনু ঘা[ঘ]র ঘণ্টা বাজে   রবির পতঙ্গ জেন মানিক বিরাজে
মাএর বর্ণিমে[১] কিবা জেন শশিকলা   চাচর[চিকুর আ]র বদন-উজ্জলা।
খোপাএ ছুলিচে রূপে বিজলি খেলিচে   নাসায় নোলক জেমন মানিক জলিচে।
পুর্ণমের[২] চন্দ্র জেমন উদয় গগনে   নানা অঙ্গ [সুশোভন] অতি বিচক্ষণে।
রথেতে[৩] বসন্ত শোভা চন্দ্র বেড়ি তারা   সুধাময় মকরন্দ গন্ধপুষ্পধারা।
বসন্তে চালায় রথ ভ্রমর ঝংকারে   পবন ডাকয় জেন কথিলের স্বরে।
দ্বিজ হরিদেব গান ভাবি নারায়ণী   নাএকেরে তরে দয়া কর জজ্ঞসেনী[৪]।

॥ ত্রিপদী ॥

বসে মাতা পুষ্পরথে   পবনবেগের পথে
শন্নে[৫] উঠে পবনের ভরে
বসন্তগণ অঙ্গশোভা   [মাএর] প্রিতি অঙ্গ-আভা
দেবতা দেখিআ চমৎকরে।
পর্বতপ্রমাণ বসি   কেহ বলে ধর শশী
হাদে দেখ এ কি অসম্ভব
চন্দ্র জেন খসে পড়ে   রবির কি[র]ণ ঝরে
মনে সং[কল্প]নি স্তব।
এইরূপ অনুমানি   কেহ কিছু নাহি জানি
ভাবি সব বিস্মিত অন্তরে
হাত বাড়াইয়া কেহ   ধর সভে চাঁদ এহো
এই সে মন্ত্রণা সভে করে।
নাহি পারে ধ[রিবারে   মাতা] হুহুংকার ছাড়ে
দেখে ভয় মনে লাগে শঙ্কা
বুঝিতে না পারি কিছু   কলরব কিচুমিচু
সহরের মধ্যে[৬] বাজে ডঙ্কা।
সুমেরুপর্বত জেন বসি

১ বরিনে   ২ পুর্ন্নমের   ৩ রথেতে   ৪ জর্গস্থানি   ৫ সর্গে   ৬ মর্ত্তে

সভে ব[লে অচম্বিত] রাজসংবাদ প্রিনিপাত
দেখি চাঁদ ভূমি পড়ে খসি।
দেখ আসি ভল্লুকের রায়
বুঝি তব গেল গর্ব[1] সহর মজিল সর্ব[2]
এতদিনে তব রাজ্য জায়।
[শুনিয়া] ভল্লুক রায় অন্তরে লাগএ ভয়
কহ মন্ত্রি বুঝিতে না পারি
এই কি শুনি অকস্মাত[3] রাজ্যমধ্যে বজ্রাঘাত
শূন্যমার্গ[4] রথ এলো ধরি।
অতেক ভল্লুক জায় প[র্বত ধরিতে চায়]
হাত বাড়াইল জেন চাঁদে
দ্বি[5] লক্ষ[6] জোজন থাকি চাদ করে ঝিকিমিকি
না ধরিতে পড়িল প্রমাদে।
দ্বিজ হরিদেব গায় না জান ভল্লুক রায়
পুষ্পরথে বসন্ত[জননী]
[সবে] সাবধান হবে রনগণে রাজ্য লবে
আইল এই নাম জজ্জসেনী॥

এইরূপে মন্ত্রণা করএ সবে বসি কেহো বলে আকাশে উদয় দিল শশি।
সুমেরুপর্বত জেমন [উদয় গগন] নানামতে ভাবনা করয় সর্বজন।
হেনকালে মায়া করেন বসন্তের জননী পুষ্পরথ হইতে দেবী নাবিল অবনী।
করালবদন মায়ের বিকট দশন মাজনীকলসকরে পিঙ্গলোচন।
ভল্লকে[7] ছলিতে মায়া করে ভগবতী সেইরূপে লক্ষি আজি ভল্লুকবসতি।
চমৎকার লাগে তবে দেখিএ সভায় হিমেল[য়ে] জ্যামন আইল মহামায়।
কেহ কেহ বলে ভাই এ কেমন রূপসী চরিত্র বুঝিতে নারি মনে ভয় বাসি।
কোপদিষ্টি হয়া তবে বসন্তজননী ব্রহ্মার দুহিত্যা মাতা[8] নাম জজ্জসেনী[9]।
দেখিএ বিকটমূর্ত্তি সভাসভজন ভাবিত হইল তবে বুড় জাম্বুবান।
কে[হ] তো বলে ছাড়ি আইল ভবানী মেঘের কোলে জেন খেলে সুদামিনী।

১ গর্ব্ব্য ২ সর্ব্বা ৩ হকষাত ৪ সয়্যমাগ্র্য ৫ দি ৬ লক্ষ্য ৭ সভুকে
৮ মাথা ৯ জৰ্য্যখ্যানি

দেখিএ ভাবিত যুক্তি করে সর্বজন   ইন্দ্রের অপচ্ছরি কিবা গন্ধর্পবির্ণন। ...
দেখিয়া ভাবেন তবে ভল্লুক রাজন   জোড়হাতে জরাসুরে করে নিবেদন।
ত্রতাযুগে ভজি [আমি রাম রঘু]নাথ   কিসের কারণে রাজ্যে পড়ে বজ্রাঘাত।
জরাসুর বলে শোন ভল্লুকরাজন   দেবী গৃহে জারে ধরে খণ্ডে কি কারণ।
হরিদেববিরচিত শীতলার চরণে   গৃহপীড়া [জাবে] শুন ভল্লুকরাজনে॥

দেখ ত্রতাযুগে রঘুনাথে   ব্রহ্মশাঁপে দশরথে
সত্যে বন্দী কৈকুএর সনে
রাজা হবে অধিবাস   গৃহসত্যে বনবাস
সীতাসঙ্গে গেল কেন বনে।
সঙ্গেতে ভাই লক্ষ্ম[ণ]   ভ্রমে পঞ্চবটীর বন
সীতারে[১] লইআ নারায়ণ
বনচারী রঘুবর   ভাই লক্ষ্মণ সহদর
দুই ভাই বেড়ায় কানন।
দেখ বনমধ্যে[২] অকস্মাত[৩]   গৃহপেতে বর্জঘাত
রাবণ জানিল হেনকালে
মারীচে[৪] হরিণ করি   হরিতে রামে[র] নারী
জোগিবেশ হইল মায়াছলে।
গণ্ডীর ভিতর থাকি   সীতা শশধরমুখী[৫]
দুয়াতে দাণ্ডাএ রাবণ
ভিক্ষ্যে[৬] দেহি মাআছলে   ঘনে ঘনে জোগী বলে
পক্ক ফল লইল তখন।
স্বর্ণপাত্রে[৭] ফল করি   বলেন রামে[র] নারী
ভিক্ষ্য লহ জোগিমহাশয়
দণ্ডী কহে শোন সতী   গণ্ডীর বাহির জদি
তবে ভিক্ষে নেয়া উচিত হয়।
এতেক শুনিঞা নারী   হইল গণ্ডীর বাহির
কেশে ধরে রাবণ দুরাশয়

১ সিতেরে   ২ বোনামধ্যে   ৩ অকর্স্যাত   ৪ মারিচে   ৫ সোষধরমুখি
৬ ভিক্ষ্যে   ৭ সর্ন-

রথেতে তুলিল তর্ক্য   জটাই নাযেতে পর্ক্য
রথ শয়ে পিলিল সর্ত্তর।
গৃহ[১]-সীতা সত্য হয়   রাবণ মাগে পরাজয়
ত[বে] জায় অশোকের[২] বন
মারীচেরে বধি প্রাণে   গণ্ডী আসি দেখি শয়
দু ভাই বেড়ায় বনে বন।
বনমধ্যে ভ্রমি রাম   অতি দুঃখ রবিশ্রাম
সুগ্রীবসংহতি হইল দেখা
সীতে রম্বেষ[ণে তা]কে   মিতালি করিয়া তাকে
বিপদের কালে হয়ো সখা।
বালি রাজায় বধ[৩] করি   সুগ্রীবে মিলি হরি
বানরকটক লএ রঘুপতি
গাচ পাথর হনুমানে   আনি সভায় বি[ভমানে]
সাগর বান্ধেন রঘুপতি।
ভগ[ব]তী পূজা করে   বধিবারে লঙ্কেশ্বরে
সীতে উদ্ধার বারের কারণ
আশ্বিনেতে রঘুপতি   পূজা কৈইল ভগবতী
বধিবারে লঙ্কার রাবণ।
হনু[মানে] পাটাইল   লঙ্কাপুরী পোড়াইল
ইন্দ্রজিতে বধিল লক্ষ্মণ
শক্তি বিনে নাহি মুক্তি   পূজা করে শিবশক্তি
তবে বধে দুর্জয় রাবণ।
সাগর হইল পার   লঙ্কা কৈল ছারখার
[সীতা উ]দ্ধার করে দেশে রাম
হরিদেব কহে বাণী   জনি পূজ জগজ্জনী
তবে পুরী পাবে প্রাণদান॥

আর কিছু ধন চাই [না মা] কেবল[৪] চাই তো[র] চরণ রাঙা
ও মা তাও তো নেচেন ত্রিপুরারি অতেব হলেম সাহসভাঙা।

১ গৃহ   ২ রসকের   ৩ বদ   ৪ কিবোল

মা ভাই বন্ধু দারা সুত সবাই হল ধনে রত
ধন পেলে সকলের ভাল [লাগে মা তারা] করে সাহসভাঙ্গা।
মা ভাই বন্ধু সুত দারা খাবার কুটুম্ব তারা
নিদেনকালে ঘর বাড়ি সব সার হবে সব শ্মশানডাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা মাকে বলব ম[নের ক]থা
জপের মালা ছিড়ে কাথা জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥

জরাসুরের বাক্য[1] শুনি ভল্লুক রাজন জোড়হাত করি বলে জরাসুর বিদ্যমান[2]।
দেখিয়া বরণ সভার লাগিল তরাস ভল্লুকসহরে পূজা করিতে প্রকাশ।
মনে যুক্তি ভগবতী ভল্লুকসভায় কিরূপে লইব পূজা ভাবেন তথায়।
জরকার বিনে দেখ কেহ নাহি পূজে হুহংকা[র] ডাকি মাতা[3] জরাসুর রাজে।
জোগেন্দ্রসহরে বসি পুত্র জরাসুরে টঙ্কার পড়ে আসি তাহার মস্তরে।
মনেতে ভাবেন তখন কে করে সঙরণ জোগবলে জরাসুর জানিল তখন।
একাকিনী নাহি জাব মাএর গোচর সংঙ্গে করে লইয়া জাই বসন্তের ভার।
এত বলে জরা সুর ক্রোধে ডাক ছাড়ে প্রলয়পবন জেমন ধায় উভরড়ে।
জরার আদেশ পাই জত ব্রনগণ উল্কাপাত ঝড় বিষ্টি পতঙ্গপ্রমাণ।
আকাশ পাতাল [উড়ে] যেমন পঙ্গপোকা আরতি পাইয়া ব্যধ দিল সভে দেখা।
হরিদেববিরচিত সেবি নারায়ণী চৌসষ্টি বসন্ত রায় ডাকেন আপনি॥

নে তুলে কোলে কালী ও গ কালী ব্রহ্মমই
মা বিনে সন্তানে প্রভি[4] ও মা আর কে আচে তোমা বৈই।
মহাকালী মা তুমি অকৃতি[5] সন্তান আমি
দয়ামই মাএর ও পদে দেই পুষ্পাঞ্জলি
ও মা জ দিন ভবে বেচে রই।
কুপুত্র জদি মা হয়[6] কুমাতা কখন নয়[7]
জদি মা হলে পাষাণ মেয়ে
এবার বিমাতার গে শরণ লই।

১ বাক্যো ২ অতঃপর, 'দেখিয়া বরণ সভার' হইতে ২৫৯ পৃষ্ঠার 'একালে'...পর্যন্ত অংশ, ২৫৬ পৃষ্ঠার 'গর্ব্ব পর্বিনি।...' এই ছত্রের পরে পঠিতব্য।
৩ মাথা ৪ পিৃতি ৫ রক্তিৃতি ৬ হই ৭ লই

রামপ্রসাদে কই   কালী নাকি দয়াময়ই
এবার কালী নামে কালি দিএ
এবার হরের কাছে এই দুঃখ কই ॥

॥ বসন্তের ডাক : মহলা ॥

দেবী বলে কহ দেখি বস[ন্তের] রায়   কার কত গুণ বাছা প্রকাশ আমাএ।
চৌসষ্টি বসন্ত সভে করে নিবেদন   জার জত গুণ মা গ শোন দিয়ে মন।
দেবীর বচন শুনি বসন্তের [রায়]   জাহার জতে[ক] গুণ দেবী-আগে কয়।
বসন্তের গুণ [জত] কহিতে লাগিলা   শুনি আনন্দিত মাতা শীতলা হইলা।
কোপদিষ্টি হয়া মাতা বলে বসন্তেরে   ত্বরাপর [ক]রি ধর ভল্লুকসহরে।
দেবীর আরতি পাএ জত ব্রনগণ   আকাশ পাতাল ছাই করিল গমন।
পাহাড় পর্বত সম ভল্লুকের দেহ   গড়াগড়ি বনমধ্যে পড়ে কান্দে কেহ।
অকস্মাত ধরে জ্বর কম্পিত সহর   জেন গুবাক নারিকেল ফলে অঙ্গের উপর।
কার কার ধরে হটে রক্ত চামদল   নাকে মুখে রক্ত উঠে জায় রসাতল।
কাঁকুড়ে কেটালে ধরে অঙ্গ জায় ফেটে   ধরিল আলকুসে জারে বনমধ্যে ছুটে।
গুড়গুড়ে কুমণ্ডে তবে ধরে জার গায়   জামিরে ধরিল জার অঙ্গ পচে জায়।
খেজুরছড়ে তালবিছা জার গাএ ধরে   বিছার কামড় জেন জান জমপুরে।
করালে বসন্ত জারে ধরে ছড়া ছড়া   গঙ্গাজলে ভাসে জেমন ছ মাসের মড়া।
বনমধ্যে বনজন্তু জত জত ছিল   চৌসষ্টি বসন্তজাতি সকলে ধরিল।
জেমন করিল আজ্ঞে প্রভু রঘুরাম   অশোকের[১] বন জেমন ভাঙ্গে হনুমান।
পাখী পক্ষ্য বনজন্তু জত জত ছিল   একালে[২]...
ত্রেতাযুগে পূজা ভজি রাম রঘুমণি   তবে পূজি ভগবতী সভে পাবে প্রাণী।
এতেক শুনিঞা তবে বসন্ত রায় বলে   জে পূজে শক্তিপদ সময়ে ঘটলে।
শক্তিমুক্তিভক্তিদাতা নাম জজ্ঞসেনী   বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মা পূজেন আপনি।
সত্ব রজ তম তিনে দেব ত্রিপুরারি   অযোনিসম্ভবা দেবী কি বলিতে পারি।
পূজহ দেবীর পদ ভল্লুক রাজন   বসন্তে হইবে মুক্ত পাবে প্রাণদান।
বসন্ত রাএর কথা শুনিঞা তখন   দেবরিসি ব্রহ্মরিসি ডাকিল রাজন।
আইল বশিষ্ট মুনি রামের পুরহিত   করএ দেবীর পূজা বেদের বিহিত।

---

১ রসকের   ২ অতঃপর পুঁথির কিয়দংশ খণ্ডিত

শতদল ক[ম]ল লক্ষ লক্ষ[1] বিম্বদলে গন্ধ চন্দন লাল জবা আর গঙ্গাজলে।
ছাগ অজে হমে পূজে দেবীর চরণ জয়ধ্বনি শংখধ্বনি উঠিল গগন।
ভল্লুকসহরমধ্যে পূজে জাম্বুবান ছয় মাসের মড়া উঠে পায়ে প্রাণদান।
জীব জন্তু বৃক্ষ[2]-আদি জত মরেছিল দেবীর আজ্ঞেয় ইন্দ্র অমৃতবিষ্টি[3] কৈল।
জীব জন্তু বৃক্ষ[2]-আদি জত মরেছিল দেবীর বরেতে তবে উঠিএ বসিল।
রন্তি জার মাংস ছাড়া গলিত শরীর উঠিয়া বসিল সভে জেন মহাবীর।
পূজা নিঞা ভগবতী দিলেন তবে বর তোমার সহরমধ্যে দণ্ডে দণ্ডে জর।
জোড়হাতে করেন স্তুতি দেবীর বরাবরে কি বুঝিআ এই বর দিলে গ আমারে।
কেমন তোমার মায়া বুঝিতে না পারি কারেও দিচ্ছ ইন্দ্রপদ কেহ নাছের ভিকারি।
জোড়হস্তে জাম্বুবান করেন স্তু[ব]ন সত্যযুগে সত্যবতী বলে সর্বজ[ন]।
ত্রেতাযুগে ত্রিগুণধারিণী নারায়ণী দ্বঃপরেতে দুর্গা নামে দুঃখবিনাশিনী।
কলিকালে কালী নাম গলে মুণ্ডমালী বৃন্দাবনে বাজাও বাঁশী হইয়া বনমালী।
স্বর্গে হলে মন্দাকি[নী] পাতালে ভগবতী তারক ব্রহ্ম গঙ্গা হয়া মুক্তি কর খিতি।
গয়া গঙ্গা বারাণসী দ্বারকে মাধবী পৈরাগে বৈগ্নি হই গোকুলে জাহ্নবী।
অনন্ত [না জানে] মাআ অনন্তমহিমা ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র-আদি দিতে নারে সীমা।
জগতজননী তুমি জগতের মাতা দেবের দেবতা তুমি অগচর-ধাতা।
তোমার মহিমা মা গ কি বলিতে [জানি প]চাএ গলিত মাংঙস তার দেহ প্রাণী।
এতেক স্তবন করে বুড় জাম্বুবান তুষ্টু হইআ পূজা নিঞে হইল অন্তর্ধান।
জয়াস্থর বসন্তগণ লইআ সংহতি মলেআশিখরে [জান দে]বী ভগবতী।
হরিদেববিরচিত শীতলার পায় হরি বল ভল্লুকসহরের পালা সায়॥

॥ ভল্লুকের পালা সাঙ্গ হইল ॥

এই জানিবে শীতলা[র শা]রি গান এই তারিখ

---

১ লর্ক্ষা ২ বিক্ষ ৩ অম্রিত-

শ্রীশ্রীদুর্গা
লিখিত শীতলার সারি[গান]
ওঁ নম গণেশায় নম নম

॥ গন্ধর্ব্বের পালা ॥

ভদ্রুকের পূজা লএ বসন্তজননী   হিতিকাসংঙ্গতি যুক্তি করেন আপনি।
হাস পরিহাস মাতা করে সকিসনে   হেনকালে তথায় আইল তপধনে।
জোড়হাত করি তবে বলেন মুনিবর   আজি পূজার কারণে চল গন্ধর্পনগর।
হাহা হুহু রাজা আছে গন্ধর্প নগরী   দশ হাজার কন্য আছে স্বর্গবিদ্যাধরী।
আশি জোজন পর্বত তাহার অধিকার   প্রতাপে কাঁপএ মহী ইন্দ্র-অবতার।
দুর্বসা মুনির বরে গন্ধর্প্পের রাজা   নাহি মানে দেবতাএ না করয় পূজা।
দেবতার অধিকার নাহি সে নগরে   রাবণ সমান রাজা কেহ নাহি পারে।
তার ঠাঞি পূজা লবে শুন জগজ্জনী   কি কব মহিম্যা তুমি অ[ন]ন্তরূপিণী।
এতেক বলিয়া মুনি সুরালয় গেল   তপধনের বাক্যে মাতা জলন্ত আনল।
কত বড় রাজা সে গন্ধর্প অধিকারী   বিনাশ করিব আজি তার সব পুরী।
হিতিকাসংহিত যুক্তি করেন তখন   কিরূপে জাইব বল গন্ধর্প ভুবন।
সখী বলে শুন মাতা নিবেদন কই   জরাসুর পুত্র তোমার জগতবিজই।
জীব জন্তু বৃক্ষ জারে সভে পরাজয়   হইবে তোমার পূজা কত বড় দায়।
দাসী বলে শুন মা গ মোর নিবেদন   আশ্বিনে পার্বতী জেমন করেচে ভ্রমণ[১]।
স্বর্গ মর্ত পাতাল আর বলির দ্বার[২]   পৈরাগ মথুরা বিন্দাবন হরিদ্বার[২]।
দেবাসুরে করেন পূজা পাএ দশভুজা   মানবে প্রকাশ পূজা করে সুরত রাজা।
উগ্রচণ্ডা[৩] হএ লঙ্কা করিলেন রক্ষ্য   রামরূপে পূজে হরি রাবণে বিপক্ষ্য।
শতকন্ধ বধি সীত্যা হইয়া মুক্তকেশী   স্বর্গ মর্ত পাতাল বদন বাম করে অসি।
শতকন্ধ বধি দেখ রামে লজ্জা দিল   বাল্মীকপুরাণে ইহা জগতে ব্যক্ত হল।
অসুর বধিতে মা অসুর খণ্ড কলা   রক্তবীজ বধে জে গলায় মুণ্ডমালা।
কত বড় তেজ ধরে গন্ধর্প রাজনে   জরাসুর সংজে কর হরিদেব ভনে॥

বাসভবাহন মা গ ভৈরবীর বেশ   গন্ধর্প্পে ছলিতে জান ভ্রিমি[৪] নানা দেশ।
কাশী কাকী[৫] মথুরা পৈরাগ আর বারাণসী   হরিদ্বার দ্বারিকা বেড়ান দিবানিশি।

---

১ ভ্রমন   ২ দ্বার   ৩ উগ্র-   ৪ ভ্রিমি   ৫ কাঞ্চি

লঙ্কাপুরী রাবণের করি নিরক্ষণ   গন্ধর্ব্বের পুরে মাতা দিলা দরশন।
দেউলের চূড়া জেন গন্ধর্ব্বের ভূপ   বিদ্দেধরী নৃত্য[1] করে দেখিতে যদ্ভুত।
চারিদিগে বেষ্টিত নৃত্যকী করে গান   পর্বতে বসেচে জেন রাবণ সমান।
পাত্র মুন্ত্রী বেড়িয়া বসেচে সভা করি   চামর ঢুলায় অঙ্গে গন্ধর্ব অপচ্ছরী।
শঙ্কভয়ে জান মাতা রাসভবাহন   কেহ বলে চন্দ্র আজি উদয় গগন।
মেঘের কোলেতে জেন বিজলি খেলিচে   টস টস সুধা জেন অবনী পড়িচে।
মেঘের কোলেতে জেন শোভে সুধাম্বিনী   কি দিব তুলনা রূপ রবি শশী জিনি।
কেশেতে ভ্রমর[2] অলি শুনি গুণ গুণ   চরণে বাজয় নপুর করে রুনুঝুন।
কেহ বলে সিংহরথে আইল পার্বতী[3]   কোন জন বলে চাদ খসে পড়ে খিতি।
পর্বত উপরে বসে গন্ধর্ব্বের ভূপ   পাত্র মুন্ত্রী চমৎকার দেখিএ অদ্ভুত।
এইরূপে অনুমান বিদ্দেধরীগণ   কেহ বা নাচিতে নারে বিচলিত মন।
মায়াছলে ভগবতী পর্বতে নাবিল   তিমির নাশিয়া জেন চন্দ্র উদঅ হল।
[মো]হ গেল গন্ধর্ব্বের রাজা মহাশয়   কে তুমি হেতা এলে দেহ পরিচয়।
দেবী বলেন শুন রাজা পরিচয় নেবা   জজ্ঞসেনী নাম মর ব্রহ্মার দুহিত্যা।
স্বর্গে পুজে দেবগণ খাণ্ডব রাজনে   পাতালে বাসুকি পুজে লএ নাগগণে।
তবে পুজে মুন্ত্রী ভল্লুক জাম্বুবান   জাহারে মহেন্দ্র কৈল লঙ্কা জিনে রাম।
তবে কেন নাঞি পুজা তোমার নগরী   আশি জোজ[ন] পর্বতমদ্ধে তুমি অধিকারী।
শুনিঞা ক্রোধিত হইল গন্ধর্ব্বের রায়   দেবা দেবী মদ্ধে আমি না পুজি কাহায়।
দেবতার গুরু শিব পুজা করি তারে   এ কেমন দুর্বাক্য[4] বল পুজিতে আমারে।
দেবী বলে শুন ওরে রাজা জে গন্ধর্ব   না পুজিলে তব পুরে ঘটিব আপদ।
এত শুনি কম্পিত জে গন্ধর্ব্বের রাএ   জলন্ত আনল জেন ঢেলে দিল গায়ে।
দশ হাজার নারী জার বাটি হাজার কন্যা   ধর ধর সভারে বলেন অপমান্যা।
গন্ধর্ব্বের আরতি পায় জত বিদ্দেধর   তাহা দেখি ভগবতী কম্পিত-অন্তর।
কোপে কম্পমান মাতা হএ অন্তর্ধান   জোগেন্দ্র সহরে আসি রাসভবাহন।
হরিদেববিরচিত শীতলার পায়   গন্ধর্বে পুজিবে তাক বসন্ত স্বরায়।

॥ ত্রিপদী ॥

রত্নসিংহাসনে বসি   বুদ্ধি বল হিস্তি দাসী
নাহি পুজে গন্ধর্ব্বের রাজা

---

১ নিত্য   ২ ভ্রমর   ৩ পার্বতী   ৪ দুর্বাক্য

বুদ্ধি বল স্মরাপর প্রচার গন্ধর্পপুর
কেমনে পাইব তথায় পূজা।
জোড়হাত হিতি করে ডাক পুত্র জরাসুরে
এই যুক্তি শুন মহাঁমায়
বসন্তগণ পাঠাইবে বিদ্যাধরীদের বধিবে
তবে পূজে গন্ধর্পের রায়।
হিতিকাবচন শুনি কোপে তবে জজ্ঞসেনী
ডাকি মাতা ব্যধ জরাসুরে
জীব-অঙ্গে করি ভোগে জানিলেন ধ্যানজোগে
আইলেন দেবীবরাবরে।
জোড়হাত রাজা রোগে কহিচে দেবীর আগে
কিবা লাগি ডাক গ ব্রনমাই
তুমি জদি আজ্ঞা কর স্বর্গ ছায় পাতালপুর
দিষ্টিতে করিতে পারি ছাই।
দেবী বলে জরাসুর আছএ গন্ধর্পপুর
বসন্তেতে করিবে দাহন
কফ ঠাণ্ডি মাথাবেথা সংঙ্গে করে জাবে তথা
লইআ জতেক ব্রনগণ।
শীতলার আজ্ঞা পাএ জরাসুর ক্রুধো হয়ে
ডাকি জত বসন্তের দলে
করিয়া যুগলহাত হরিষেব প্রিণিপাত
রেখ মাতা চরণকমলে।

মা মোরে করুণা করে স্থান দিও রাঙ্গা চরণে
আমারে জে আমা বলে মা এমন নাঞি মা এ ভুবনে।
পড়িচি মায়াবন্ধনে পেছেতে আছে শমনে
পঞ্চভুতে লাগদাবি কি করি কি হয় মনে।
রামপ্রসাদে কয় না কয় মন শমনভএ
কালীপদ সারাৎসার গতি নাঞি মা তারা বিনে।

দেবী বলে শুন বাছা পুত্র জরাসুর   বসন্তে করহ দাহন গন্ধর্পের পুর।
অহংকার করে পূজা না করে আমারে   ডাক রে বসন্তগণ চল ত্বরাপরে।
দেবীর আরতি পায়্যা বসন্তের রায়   ডাকেন বসন্ত তবে দেবীর কৃপায়।
আগুদলে শ্রীফল বিয়াল ত্বরাতরি   কাঁকুড়ে কেটালে চলে বড় দর্প করি।
তাল খাল ধুকুড়ে জায় মেঘের গর্জন   স্বর্গেতে কাপয় দেব সুরাসুরগণ।
হাড় হাসি নচুর আইসে দেখে লাগে শংকা   পোড়া মুসুরে জায় জালায় জেন লঙ্কা।
রক্তদল আত্‌লা পাতে খায় অবশেষে   দেখিএ দেবতাসুর পালায় তরাসে।
চৌ[স]ট্টী বসন্তসংঙ্গে জরাসুর নাচে   কফ ঠাণ্ডি মাথাব্যথা খায় আগু পাছে।
দেখিয়া সন্তুষ্ট মাতা বসন্তজননী   আর জত নিজগুণ কহ দেখি শুনি।
ঝুলিকান্ধে জরাসুর নাচে খাই দিয়্য   তাথেই তাথেই নাচে দেবীর আজ্ঞা পায়ে।
প্রলএর ঝড় জেন চলিল বসন্ত   স্বর্গেতে দেবতা কাঁপে পাতালে অনন্ত।
চলিল বসন্তগণ জেন মেঘচাপ   ঝড় বিষ্টি উল্কাপাত পবনপ্রতাপ।
এইরূপে বসন্ত চলিল ত্বরাতরি   হরিদেববিরচিত ভাবিয়া ঈশ্বরী॥

কে তোর রেখেচে নাম দয়াময়ই তারা
জে ডাকে মা তারা তারা তারে কর সারা।
দয়ার নাহিক লেশ কেবল কঠিন রেশ
কলঙ্কে পূরিল দেশ ও গ ভবদারা।
রামপ্রসাদ কয় মা জদি পাষাণ হয়
সুরধনীর স্মরণ লব ভবে পারাপারা॥

দেবীর আরতি পায়্য বসন্তের দল   কম্পিত মেদনীখান করে মহাবল।
জেমন রামে[র] আরতি পাএ বানরকটক সেনা   জেন লঙ্কাপুরী হনুমান দিতে জায় হানা।
অঙ্গদ জেমন জায় সাগরের পারে   তেমত বসন্তসংঙ্গে চলে জরাসুরে।
পর্বতে বসিয়া আছে গন্ধর্পের নাথ   জোড়হাত পাত্র মুন্ত্রী করেন প্রিণিপাত।
হাহা হুহু রাজা বসে পর্বত-উপরে   রাবণসমুখে জেন দাণ্ডায় মজল বীরে।
আশি জোজন পর্বতখান জত বিদ্যাধরী   কফ ঠাণ্ডি মাথাবেথা ধরে ত্বরাতরি।
পবনগমনে জায় বসন্তের দল   ধরিল গন্ধর্পগণে করে মহাবল।
জরের জালায় কেহ গড়াগড়ি জায়   কেহ বা অবনী পড়ে করে হায় হায়।
ধরিল বসন্ত সভায় শীতলায় হটে   কার কার অঙ্গ পচে কেহ মরে ফেটে।

কার বা গাএতে সব তালগুলা কলে   কেহ বা চুলকালে আকুল পড়ে গিয়া জলে।
রামের আদেশে জেন বীর হনুমান   ভাঙ্গিল অশোক বোন[1] পোড়ার লঙ্কাপার।
কেহ কেহ নৃত্য করে উভ করে হাত   মিনি মেঘে পৌষ মাসে পড়ে বজ্রাঘাত।
পড়ি গড়াগড়ি জায় ধরণী উপরে   ধরিল বসন্তে[র] জ্বালা হায় হায় করে।
গন্ধর্ব্ব নগরে জত বিদ্যাধরী ছিল   বসন্তে[র] জালায় কেহ পরাণ তেজিল।
কুরুবংশ ধংস জেমন অর্জুনের বাণে   শীতলার হটে মজে গন্ধর্পভুবনে।
রক্তবীজ বধিতে জেমন কাত্যায়নী[2]   মজাঅ গন্ধর্পপুর মাতা জজ্ঞসেনী।
হায় হায় করে সবে কি হল কি হল   শ্রীরামের হটে জেন লঙ্কাপুরী গেল।
ভাবএ গন্ধর্ব্ব রায় উপায় না দেখি   কম্পিত সদাই অঙ্গ নাচে ডুটি আখি।
উপায় না দেখি কিছু ভাবি মনে মন   ভরসা গুরুর পদ পুজি ত্রিলোচন।
পর্বতে বসিয়া তবে শিবপূজা করি   কৈলাসে পার্বতীসংঙ্গ আছি ত্রিপুরারি।
টল টল করে অঙ্গ অমঙ্গল হল   শিরে গঙ্গা ফণিমণি জলন্ত আনল।
হরিদেব ভাবি সদা শীতলার চরণ   অন্তকালে দিবে পদ দেব ত্রিলোচন॥

শিব ভজ রে মন   জেই হইবি জম   বগল বাজাও মুখে বল বোং বোং॥

জোগেতে জানিএগা ভর্ত্ত দেব মহেশ্বর   নন্দী ভ্রিঙ্গি সংঙ্গেতে নারদ মুনিবর।
হর বলে শুন বাছা মুনি তপধন   প্রমাদ পড়েচে বড় গন্ধর্ব্ব ভুবন।
শীতলার সঙ্গে হট গন্ধর্ব্বের রায়   জরাসুর বসন্তগণ পাটায় তথায়।
দশ হাজার নারী জার বাটী হাজার কন্তু   লইআ বসন্তদলে করিচে দাহনে।
চল চল ত্বরপর শীঘ্র তথা জাই ...
এতেক বলিয়া হর ব্রসবব্যাহারী   রাখিবারে জান প্রভু গন্ধর্বের পুরী।
দেবগুরু দেখি রাজা হাত করি জোড়   অষ্টাঙ্গে পড়িয়া রাজা হয়ে কৈল গড়।
হর বলে দেখি আজি বড় অনাচার   বসন্তে তোমার পুরী করে ছারখার।
হর বলে পূজা কর দেবী শীতলাই   বিদ্যাধর বিদ্যেধরী তবে প্রাণ পাই।
হাহা হুহ রাজা হয়ে নিবেদন করি   প্রাণদান দিব আগে জত বিদ্যাধরী।
তবে ত পূজিব প্রভু শীতলার চরন   উপদেশ কহি গেলা মলআভুবন।
হরেরে দেখিয়া উঠে বসন্তকুমারী   কি লাগিয়া বাপা তুমি আইস মোর পুরী।

[1] রমক বোন   [2] কার্ত্তে,অনি

হর বলে শুন বাচা আমার বচন   গন্ধর্পনগর হয় বসম্বে দাহন।
বিদ্যাধরী সভাকায়ে প্রাণদান দিবে ...
শুনিঞা বাপের কথা ঈশাননন্দিনী   ভৈরবীর বেশ মাতা হইল আপনি।
শুনিঞা বাপের কথা বসন্তজননী   রাসভবাহন মাতা উরিল আপনি।
গন্ধর্ব্বনগরে গিয়া দিল দরশন   দেখিয়া গন্ধর্ব্বপুরী ভাবি মনে মন।
ইন্দ্রে আজ্ঞে দিয়া তবে মেঘেরে ডাকাল...
অমৃতকুণ্ডের জল করে বরিষণ   অস্থিছাড়া[১] পচা মড়া পাইল চেতন।
অসংখ্য দেবীর মাআ না জায় বর্ণন   গলিয়া পচিয়া জার পায়ে জে জীবন।
দেখিএ গন্ধর্ব্বরাজ চমৎকার হইল   নানা আয়োজনে মাএর পূজা আরম্ভিল।
কর[এ] দেবীর পূজা কত কব তার   ধূপ ধূনা পরিপাটি নানা উপহার।
লক্ষ লক্ষ গণ্ডার মহিষ মেষ অজা   শত লক্ষ পদ্ম বিম্বদল লাল জবা।
সংঙ্ক ঘণ্টা বাদ্যধ্বনি উঠিল গগনে   গন্ধর্ব্বের রাজা পূজে বিদ্যাধরগণে।
পূজায় সন্তষ্টু মাতা তথায় হইল   হাহা হুহু রাজাতরে কহিতে লাগিল।
শুন হাহা হুহু [রাজা] মোর বাক্য লবে   উর্বশী নামেতে কন্য বসন্তরাএ দেবে।
দেবীর [বচন] শুনি আনন্দিত হইল   দেবপুরহিত তবে ত্বরায় ডাকিল।
তাহার জেমন নীত[২] নানা আয়োজন   বসন্তরাএরে কন্য করে সমর্পণ[৩]।
প্রাণদান দিয়া মাতা গন্ধর্ব্ববসতি   পূজা নিঞা অন্তধান হইল ভগবতী।
মলআপর্বতে বৈসে আনন্দিতমনে   গন্ধর্ব্বনগরের পালা হইল সমাপনে[৪]॥

---

১ স্থি-   ২ নিত   ৩ সোমার্প্প্ন   ৪ সোমার্প্নে

॥ তৃতীয় পালা লিক্ষ্যতে ॥

একদিন দেবতাগণ ইন্দ্রালয়সভা   ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ অনন্তদুর্লভা।
কুবের বরুণ আসি রিসিমুনিগণ   পাজ্যাতহরণের কথা করিতে শ্রবণ[১]।
ব্রসববাহনে আইসে দেব পশুপতি   সিংহবাহনে চাপি অভয়া পার্বতী।
লক্ষী সরস্বতী আর গ্রহ গজানন   ময়ূরেতে ষড়ানন পবনগমন।
সকল দেবতা আসি জে জার বাহনে   আইসে দেবতা মুনি ইন্দ্রের ভুবনে।
দুর্বাসা অগস্ত মুনি গৌতম আইল   বশিষ্ট মার্কণ্ড রিসি বিভাণ্ড চলিল।
সহস্রেক ভগগাত্র ইন্দ্র শচীপতি   পুণ্যবর দিল মুনি সহস্রলোচনখ্যাতি।
ইন্দ্রপুত্র কলাধর নৃত্য করে তথা   চারি ভিতে বসে সভা সকল দেবতা।
বিদ্যাধরী নাচে গায় মৃদঙ্গের ধ্বনি   কৃষ্ণ[২]-গুণ গাতে গাতে এসে [সব] মুনি।
রাম নাম কৃষ্ণ নাম গোবিন্দ গোপাল   স্বর্গেতে দুন্দুবি বাজে শুনিতে রসাল।
বীণ্যাজয়ে করে গান দেবপুরমাঝে   সকল দেবতামাঝে বসে ইন্দ্ররাজে।
শন্যভরে পারিজাত পুষ্পবৃষ্টি হইল   দেখিয়া দেবতাগণ জয়ধ্ব[নি] দিল।
গাথিআ পাজ্যাতমালা ভাবে পুরন্দর   সকল দেবতাগণ চিন্তিত-অন্তর।
রিসি মুনি দেবগণ ভাবেন তখন   পারিজাত মালা কারে করি সমর্পণ।
দুর্বসা বলেন শুন আগমের বাণী   চূড়ামণি তীর্থ[৩] নাম আগমে বাখানি।
বসন ভূষণ দিল বস্ত্র অলঙ্কার   নানা পুষ্প-আদি দিল কিছু নাঞি আর।
সকল সামিগ্রী জত শুরু সমাপ্তিআ   বেঘ্রছাল পরিধান বিভূতি মাখিআ।
সিদ্ধিভক্ষা ভাঙধুতুরা খাইবার তরে   জটা ভস্ম পরিধান ফণিমণি শিরে।
তবে ত পূজেন শুক দেব চক্রপাণি   ব্রবরূপ নারাঅণ হইলা আপনি।
জোগেতে জানিঞা তাহা দেব দিগেম্বর   শিরেতে ধরিআ নাম হইল গঙ্গাধর।
চূড়ামণি সুরধনী আগমেতে শুনি   ভগীরথ হএ গঙ্গা আনিল অবনী।
দুর্বাসা বচন শুনি বলেন দেবগণ   সেইরূপ নারাঅণ কর সমর্পণ।
হরিদেববিরচিত ভাবিএ সারদা   অন্তকালে চরণ দিবে জজ্ঞসেনী মাতা॥

কে না কেন কোলে কালী ও গ কালী ব্রহ্মময়ী
মা বিনে সন্তানে স্নেহ আর কে করিবে তোমা বৈই।
দয়াময়ী মা তুমি   অকৃতি[৪] সন্তান আমি
ও পদে দিই পুষ্পাঞ্জলি জদি ভবে বেচে রই।

---

১ হরণ   ২ কৃষ্ণ   ৩ তীর্থ   ৪ অক্রিতি

সেইরূপ মালা সবে দিল নারায়ণে   রুক্মিণীর গ্রেহে হরি করিলা গমনে।
পারিজাত হার দেখি আনন্দ বাড়িল   রত্নসিঙ্গ্যা[সনে] বসি রুক্মিণীকে দিল।
ইন্দ্রালয় হইতে তথাই আই[ল] তপধন   বীণ্যাজন্ত্রে কৃষ্ণগুণ গান অনক্ষ্যণ।
রুক্মিণী পরি মালা দেখি মহামুনি   মৃদু মৃদু হাসিয়া বিদায় গুণমণি।
পঞ্চাশ বেঞ্জ[ন] হোভাঞ রুক্মিণী রন্ধনে   সত্যভামা কাচে তবে গেল তপধনে।
কি কর কি কর বলে জিজ্ঞাসা তখন   তোমার আলএ নাঞি দেখি নারায়ণ।
রুক্মিণীর মন্দিরেতে আনন্দ করে হরি   পারিজাত মালা পরি পরম সুন্দরী।
কোন্দলভেজান মুনি বিদাঞ হইল   অভিমানে সত্যভামা অবনী পড়িল।
কুন্তল আলাএ ভুমি হএয়ে বিবসন   ধুলাঞ ধুসর তনু নাহিক চেতন।
ফিরি আসি দেখে এই নারদ মুনিবর   বীণা-জন্ত্র ভূমি পড়ে চলে ত্বরাপর।
ভোজনে বসিচে হেতা দেব চক্রপাণি   সত্যভামা আছে কি না আছে বলে মুনি।
ভোজন রাখিঞা হরি অমনি চলিল   ধুলাঞ ধুসর তনু আপনি তুলিল।
কেন কেন সত্যভামা ই কি বিপরীত   মিনি মেঘে বজ্জাঘাত হয় অচম্বিত।
জাহ জাহ হরি তুমি রুক্মিণীর মন্দিরে   দুখিনী জে সত্যভামা কি কাজ তোমারে।
অন্তরজামিনী হরি জানিলা তখনে   পারিজাত মালা লাগি তেজেচ জীবনে।
এক মালা লাগি কান্দ শত হার দিব   ইন্দ্রের নগরে জাএ এখনি আনিব।
এতেক বলি[ঞা] হরি চক্র হাতে নিল   ইন্দ্রের ভুবনে গিয়া দরশন দিল।
নিশিতে আছেন ইন্দ্র বজ্জর হাতে করি   পুষ্পের মালকে গিয়্যা প্রেবেশিলা হরি।
বর্জ্জর হাতে পুরন্দর আছি তথা বসি   চেনা পরিচয় নাঞি অন্ধকার নিশি।
করএ দুর্জ্জঞ রণ ঘোর অন্ধকার   দেবতা পালায় ডরে লাগে চমৎকার।
কৈলাসেতে সমাচার দেন তপধন   আইল পার্বতী শঙ্কর রণ নিবারণ।
শচী আসি লজ্জা দিঞাল শুন সত্যভামা   পুষ্প লাগি এত কেন গরবিনী তোমা।
ভারত পুরাণ এই শুন সর্বজন   হরিদেব ভাবি সদাই শীতলার চরণ॥

এইরূপে নারাঅণ   নিজগ্রেহে আগমন
কৈলাসেতে শঙ্কর পার্বতী
তথা হইতে মুনিবর   ত্রস্ত[১] হঞা ত্বরাপর
উপনীত মলআবসতি।

---

১ দ্রুত।

বসে আছেন জজসেনী প্রণাম করিআ মুনি
শুন মা গ নিবেদন করি
দেবগণ সভা করি নৃত্য করে বিদ্যাধরী
এ সব না জান রাজেশ্বরী।
জদি জাবে স্বর্গপুরে তবে পুজে পুরন্দরে
কুঞ্জর সহিতে সুরালয়
তবে সে পুজিবে সর্বে দেবতা মানববর্গ্যে
নিবেদন করি গ তোমায়।
এত বলে তপধনে বীণ্যজন্ত্রে করে গানে
দেবপুরে চলে জান তথা
শুনিঞা মুনির বাণী মনে বড় ক্রোধ মানি
হি[ডি]কাসংহতি যুক্তি মাতা।
হিডি বলে শীতলাই নিবেদিব তব পায়
জ্বরগণ সংজে করে লবে
জ্বরাসুর পুত্র তব লইআ বসন্ত সব
দেখে ভয়ে তোমায় পুজিবে।
রাসভবাহনে তুমি সাজাইআ দিব আমি
শুন মাতা বিধেতার ঝি
হরিদেব কন মাতা শীঘ্রগতি চল তথা
জ্বরসংজে জাবে ভাব মা গ কি।

দেখ দেখি মন বিচার করে জায়া কি সামান্ত মেয়ে
অন্ত[১] য্যায়ার কর্ম কি রে শিবের মন ভুলাতে পারে।

শুনিঞা মুনির কথা বিধেতার ঝি অরুণ হইল আখি[২] নিবেদিব কি।
কহ না হি[ডি]কা দাসী উপায় আমারে অবশ্য জাইব আজি স্বর্গের দুআরে।
পারিজ্ব্যাতহরণ হয় কহে মুনিবর বসন্তে দাহন কর ইন্দ্রের কুঞ্জর।
হি[ডি]কা বলেন শুন বসন্তজননী রথের সাজন শীঘ্র করে দিব আমি।

---

১ অন্যা ২ আখি

দ্বাদশ সূর্জের উদয় পিঙ্গলবরণী জেন শম্ভু নিশম্ভু বধে সাজি কাত্যাঅনী।
রক্তবীজ বধিআ গলায় মুণ্ডমালা লাল জবা ব্রনমালে সাজেন শীতলা।
উগ্রচণ্ডা ধরে খাণ্ডা বিকটবদন রাসভে বসিলা মাতা অঙ্গে ব্রনগণ।
রূপের বর্ণি[ম] মাএর কি দিব তুলনা প্রভাতকালেতে জেন রবির কিরণা।
চলিলেন স্বর্গদ্বার ইন্দ্রের ভুবন ইন্দ্রালঅ সভা করি আছেন দেবগণ।
ইন্দ্র ঐরাবত আছে স্বর্গের দুআরে রাসভবাহন দেবী জান স্বরাপরে।
রূপের তুলনা কিবা বিজলি খেলিচে দেখিআ কুঞ্জর তাহা মনেতে গণিচে।
দেখিয়া সিন্দুর বরণ মনে পাইল ভঅ ঐরি হঅা কেবা আজি আইল সুরালয়।
ক্রোধ হইআ কুঞ্জ[র] রাসভে ধরিল জলন্ত আনলপ্রায় কম্পমান হইল।
আইস বাছা জরাসুর লএরে ব্রনভার কুঞ্জর সহিত স্বর্গ কর ছারখার।
মেঘের আচ্ছয়ে মাতা থাকি মেঘভরে ইন্দ্রজিত মেঘ আড়ে জেন যুদ্ধ করে।
ঘন ঘন ডাকে মাতা বসন্তের রায়ে লইআ বসন্তগণ জরাসুর ধাএে।
তিনমুণ্ড যড়চক্ষু ছঅ জার বাহু কুপিয়া ধাইল জরা জেন আইসে রাহু।
ছয় মাসের পথ আইসে দেখিয়া কুঞ্জর কর[১] পাতি পড়ে তবে ধরণী উপর।
গড়াগড়ি জাঅ জদি ঐরাবত বীর ধরএ বসন্তদল করঅ অস্থির।
কাঁকুড়ে কেটালে ধরে ধুকুড়ে বসন্ত করালে ফটকিরে তারা বড়ই দুরন্ত।
তাল বিআল ধরে জেন [তাল] ফলে গায় কুম্মাণ্ডে বসন্ত জেন পাহাড়ের প্রায়।
অতেক দেবতা ছিল ইন্দ্রের নগরে ভয়েতে কম্পিত হঅা পালায় পুরন্দরে।
দশভূজা হঅা জেন বধে মৈষেস্বর ভএতে কম্পিত পালায় দেবতা অসুর।
কি হল কি হল তবে বলে সুরপুরী নৃত্য রাখি তালভঙ্গ হইল বিদ্যাধরী।
চতুর্মুখে ব্রহ্মা কাম্পে বিষ্ণু থরথরে প্রমাদ পড়িল বড় ইন্দ্রের নগরে।
অতেক দেবতা যুক্তি করেন তখন দেবরাজার ঐরাবত তেজিল জীবন।
হরিদেব বিরচিল সেবি ভগবতী ঐরাবত পায় প্রাণ আইলে পশুপতি॥

আরে মন না ভাবিও দুখ সুখ
কালী জখন জেমন রাখে তখনি সে সুখ।
কালের ভার কালেরে দিয়ে থাক রে নিচিন্তে হএ
কালী ক্যামন খ্যাপা মেএ দেখ না কৌতু[ক] কত।

---

১ কড়

কমলাকান্তেতে কয় মা কয় মন শমনভয়
যেমন শবছলে পদতলে যেমন শিবী হয়েছে অনুগত ॥

প্রমাদ পড়িল বড় ইন্দ্রের নগরে ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ ভাবে পুরন্দরে
উপায় না দেখি কিছু বলে দেবগণে হরেরে আনিতে এখন পাটা[অ] তপধনে।
ইন্দ্র-আজ্ঞে পাএ তবে জান মুনিবর রাম নাম গোবিন্দ গান চলে ত্বরাপর।
পার্বতী শঙ্কর বসে আছেন একাসনে জোড়হাতে নি[বে]দন করেন তপধনে।
কি কর কি কর বসে বলেন মুনিবরে শীতলা প্রমাদ পাড়ে ইন্দ্রের নগরে।
দেবতা গন্ধর্ব্বে সব বসন্তেতে জারে রাখিবারে চল শীঘ্র দেব দিগেম্বরে।
এতেক বচন শুনি বলেন মহামুনি দুর্গারে প্রবোধ[১] করি চলিলা আপনি।
কার্ত্তিক গণেশ লএ ঘরে থাক গৌরী দেখিতে জাই আজি ইন্দ্রের নগরী।
বৃষভবাহনে হর করিল গমন সংঙ্গে প্রেত ভূত দানা সাজিল তখন।
চটু ঘুটু করি চলেন বৃষভবেহারী ত্বরাপর চলে দ্রুত ইন্দ্রের সুরপুরী।
আপনি উঠেন ব্রহ্মা বিষ্ণুর সহিত সহস্রলোচন দেখি উঠিল ত্বরিত।
রক্ষা কর বিশ্বনাথ বসন্তে দাহন সুরপুরী তেজি প্রাণ কুঞ্জরবাহন।
জোড়হাতে স্তব করে সহস্রলোচনে করিতে দেবীর পূজা বলে ততক্ষণে[২]।
এত বলি ত্বরাপর চলেন দিগাম্বরে শীঘ্রগতি পশুপতি মলআশিখরে।
দেখিয়া দাণ্ডায় তবে ত্রনের জননী কি লাগি মলেয়াপুর আইলে আপনি।
হর বলে কেন মা গ কর অবিচার ঐরাবত প্রাণ তেজে পুড়িল সংঙ্সার।
কুঞ্জর মরিলে মা গ মজিবেক ছিষ্টি জল বিনে সংঙ্সার হইবে অনাবিষ্টি।
ত্বরাপর প্রাণ দেহ কুঞ্জরের তরে তবে সে করিবে পুজা ইন্দ্র পুরন্দরে।
শুনিঞা বাপের বাক্য[৩] এড়াইতে নারে চলিলেন ভগবতী ইন্দ্রের নগরে।
ভৈরবী উলঙ্গবেশা পিঙ্গলবরণে মাজ্জনী কলস করে রাসভবাহনে।
দেখি জায়্যা সুরপুরী বসন্তে দাহন মৃদু মৃদু হাস্যজাল ইন্দ্রের ভুবন।
উঠিআ করেন স্তব দেব শচীপতি কুঞ্জরে কর গ রক্ষ্যা শীতলা ভগবতী।
[আপনি] রাখিবে নাম দেবতার পুরে করিব তোমার পূজা নানা উপহারে।
শুনিঞা দেবতার কথা তবে জজ্ঞসেনী ব্রহ্মকুমণ্ডলের জল নিলেন আপনি।
হস্তেতে করি দেবী দিল তথা ছড়া নিদ্রাভঙ্গে উঠে জেন ছয় মাসের মড়া।
বিদ্যাধরী অপচ্ছরী জতেক মরেছিল প্রাণদান পাএ সবে উঠিআ বসিল।

১ প্রবধ ২ তৎক্ষে ৩ বাক্য

দেখিআ ত ইন্দ্ররাজার লাগে চমৎকার   করএ দেবীর পূজা নানা উপহার ।
গন্ধ চন্দন পুষ্প-আদি শতদল কমল   বিল্বদল পূজে মাএর চরণকমল ।
দেব-উপযুক্ত নৈবিদ্য [নানা] আআজন   সকল দেবতাএ মাকে পুষ্পবরিষণ ।
শঙ্খ ঘণ্টা[১] বাদ্যধ্বনি ইন্দ্রের নগরী   নৃত্যকী করয় নৃত্য আর বিদ্যাধরী ।
পূজা নিঞা মহামায়া ইন্দ্রের ভুবনে   প্রাণদান দিয়া আইলেন মলআ গমনে ।
রত্নসিংহাসনে মাতা বসিলা তখন   এতদূরে হস্তিপালা হইলা সমাপন[২] ।[৩]

---

১ শংখ ঘন্টা   ২ সমার্পন   ৩ এইখানে প্রাপ্ত পুথির সমাপ্তি ।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

(ক*)

॥ রায়মঙ্গল ॥

[৬(১২)ক শ্রীরামঃ ॥

ত্রদেবা করিল প্রীতি   মহাদেব দেহ ত্রষ্টি
প্রজার পালন মহীপাল
ব্রহ্মা বলে মহাশয়   শুন ভাই ত্রর্ত্ত ময়
সৃষ্টিতে করহ অনুবল।
তবে পুন হিমালয়   হিঙ্গুলি সহরে রয়
পুন ব্রহ্মা সৃষ্টির কারণ
হিঙ্গুলিতে দক্ষরাজা   করিবে যজ্ঞের পূজা
তথা লইয়া চল দেবগণ।
মহেশ্বর বলে শুন   অহে ভাই নারায়ণ
দক্ষযজ্ঞ বিনাশ কারণে
চামুণ্ডা চণ্ডী কালী   শ্মশানবাসিনী বলি
হিঙ্গুলিতে চল দেবগণে।
ভদ্রা বিকলা কালী   ডাকিলা দানা বলি
তথা জত রাক্ষসগণে
তোমার মহিমাবাণী   আমি কি বলিতে জানি
বিজ্ঞাবিত না জানে ধ্যানে।
ধরিয়া ব্রহ্মার পায়   দ্বিজ হরিদেব কয়
মহীপাল রক্ষা সর্বজনে
বর্দ্ধি বলরাম   পাটআরি মকরধ্বজ
ঘোড়হাটের প্রজা জত জনে॥

মহাদেবে ডাকিলা দেব নারায়ণ   তোমারে ডাকিলা আমি সৃষ্টির কারণ।
কপিলার সত্য কথা পড়িল স্মরণ   কপিলারে ডাক দিলা দেব ত্রিলোচন।

---

* কবির হস্তলিখিত মূল পুঁথির ভিতর পৃষ্ঠা হইতে এই অংশ সঙ্কলিত হইল।

নারদ শান্তন-আদি জত মুনিগণ   ভরদ্বাজ ভার্গব দুর্বসা কারণ।
সংকেতমাধব-আদি ব্যাস তপোধন   একে একে ডাক দিলা জত মুনিগণ।
বিশ্বনাথ জিজ্ঞাসা করিল সভাকারে   মুনিগণ সত্য কথা কহিবে আমারে।
মুনিগণ বলে [তবে] শুন বিশ্বনাথ   গগনেতে ঘোরদণ্ড দেখ ঐরাবত।
[৬খ নারদা কহেন মামা বলি হে তোমারে   বিভার সমন্ধ তোমার করি হে সত্তরে।
হিঙ্গুলিতে দক্ষ্যরাজা অনক কারণ   তাহার বনিতা নাম কঙ্কালমালন।
তোমার বিভার জোত্র করি সেইখানে   দক্ষ্যরাজা এক কন্যা দিতে চাএ দানে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ কহিল বচন   পুলকিত হয়্যা তবে বলে দেবগণ।
হেনকালে দক্ষ্যজজ্ঞের আইল নিমন্ত্রণ   নারদা বলেন মামা শুনহ বচন।
লইয়া জত মুনি ঋষি তথাকারে চল   হরিদেব বলে রায় স্বপনে শিখাইল॥

॥ পঠমঞ্জরী রাগ ॥

॥ অথ প্রথম পালা সমাপ্ত ॥

জজ্ঞে জাব চল জজ্ঞে জাব চল   দক্ষ্য দানা প্রেত ভূত তখনি ডাকিল।
প্রেত ভূত পিচাস দক্ষ্য দানব গন্ধর্ব   দন্তাহীন কড়মড়ি সশাণিত খর্ব।
উশ্চখস্তা রক্তমুখা মুণ্ডমালা গলে   হুহুঙ্কার ডাক শব্দে গগনেতে চলে।
চামুণ্ডা চণ্ডিকা কালী শ্মশানবাসিনী   মুণ্ডমালা গলে দোলে খর্পরধারিণী।
লহ লহ করে জিভা বিকট দশন   হরিদেব কহে সার রাএের চরণ॥

হেনকালে কালী তথা দিল দরশন   চামুণ্ডা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলা ত্রিলোচন।
বিশেষে কহিলা কালী নিজ পরিচয়   স্বামীর সমুখে কালী কহিলা নিশ্চয়।]
এতদিন ছিলা কালী শ্মশানবাসীতে   হেনকালে আইলে তুমি জজ্ঞ বিনাশিতে।
কহিলা জে ভদ্রকালী বিশাললোচনী   [৭(৯০)ক একে একে কহে দেবী পূর্বের কাহিনী।
হেনকালে চণ্ডিকা চিন্তিল আন কাজ   ঈশ্বর-সদনে তারে সত্তে দিলা লাজ।
রায়পদসরসিজে ভরসা কেবল   দ্বিজ হরিদেব কহে রাএর মঙ্গল॥

জাত্রা করি দেবগণ করিল গমন   উপনীত হইল গিয়া হিঙ্গুলি ভুবন।
শুনিঞা জে দক্ষ্যরাজা আইসে ধারাধাই   বড় ভাজ্ঞমানি মুনি আইলা এথাই।
অনুবর্তিয়া লইয়া জায় জত ঋষি মুনি   জজ্ঞের আরম্ভ করে কঙ্কালমালিনী।
বিশেষে জজ্ঞের স্থানে আরম্ভ করিয়া   মুনি ঋষি বেদ পড়ে পুলকিত [হ]ইয়া।

বসিলা যে দক্ষ্য রাজা জজ্ঞ বিশেষে দেবগণ মুনি ঋসি চারিভিতে বৈসে।
বিল্লপত্র তণ্ডুল ঘ্রত বিল্লকাষ্ট লয়্যা চামুণ্ডা চণ্ডিকা আইসে দানব হাকিয়া।
দেবগণ মুনি ঋসি বেদ উচ্চারণে হরিদেব বলে রক্ষ্য দক্ষ্যবিনাশনে॥

॥ ধানসি রাগ ॥

শ্যামা আনন্দ-রসে না চেন দেবী তারা বৃন্দাবনে দেখ রাধা নীল বরণ ধারা॥

দক্ষ্য হরষিতমনে বৈসে সেই জজ্ঞস্থানে
মুনিগণে করে বেদধ্বনি
বেদ পড়ে মুনিগণ দক্ষ্য পুলকিতমন
শঙ্খধ্বনি করিছে রমণী।
নৈবিদ্দের সাজ জত তাহা দেখে বিধিমত
তবে পুন কৈল আচমন
ধূপ দীপ নৈবিদ্দাদি পূজিল জথাবিধি
কৌসকি পূজি [৭খ -ল তখন।
ত্রিবিধির দেব জত পূজে তাহা মননীত
পুষ্প দিল সভাকার নামে
পূজিল বরুণ জম তবে পুন করে হোম
ঘ্রত বিল্ল পেল্যা দিল হোমে।
তাহা দেখে ভীষণা ডাক দিল জত দানা
দক্ষ্যজজ্ঞ বিনাশকারণ
চামুণ্ডা চণ্ডিকা কালী ডাকিইলা দানা বলি
তবে দেখে জত দানাগণ।
চণ্ডীর চরিত্র ছলে দানাগণ পদতলে
হুহুকার ছাড়িল নিশ্যাষ
তথা জত দানাগণ নৈবিদ্দ [কৈল] ভক্ষ্যণ
দক্ষ্যজজ্ঞ করিল বিনাশ।
দানব পিচাশ লয়্যা পড়ে তাহে ঝাপ দিয়া
নৈবিদ্দ্যা করিল ভক্ষণ

রায়পদসরসিজে শ্রীহরিদেব দ্বিজে
নৈতন মঙ্গল সুরচন ॥

দক্ষ্যজজ্ঞ এতদূরে হইল বিনাশ হুহুঙ্কারে দক্ষ্য রাজা ছাড়িল নিশ্বাষ।
হেনকালে শাজন মুনি বলিল বচন চামুণ্ডা চণ্ডিকার তরে ডাকিল তখন।
উপনীত হইল [সভে] দেবতাসভায় মুনি ঋষি জজ্ঞ করে ভক্ষিল দানায়।
চণ্ডিকা বলেন বাপা আমি নাঞি জানি কোন দোষে দক্ষ্যজজ্ঞ কৈল বিনাশিনী।
চণ্ডিকা বলেন শুন দক্ষ্য মহাঁশয় আমার স্বামীরে তোমার কন্যা উচিত হয়।
দক্ষ্য রাজা বলে শুন চামুণ্ডা চণ্ডিকা [৮(৯৪)ক বিশ্বনাথে আমি দান করিব অম্বিকা।
দক্ষ্য রাজা তুলসি দিল সভা বিজমানে রাএর মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভনে॥

॥ চৌপদী ॥

দেবতা মুনিতে বসি অন্তঃসপুরে গেলা রিসি
সভামদ্ধে করে নিবেদন
দক্ষ্য রাজা পুলকিতে কহিলা সে সত্যাভিতে
ত্রিলোচনে দিব কন্যাদান।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হেনকালে বলে দক্ষ্যপদতলে
শুন রাজা আমার বচন
জত দেখ মুনি রিসি তপিস্তা কারণে বসি
সভাকারে করি নিবেদন।
বিশ্বনাথের বিভা দিব তবে পুন স্বর্গে জাব
ডাক দক্ষ্য রাজা মহাঁশয়
আমার বচন শুন বলে দক্ষ্য রাজন
বিশ্বনাথের বিভার নিশ্চয়।
সংক্ষেপে কহিলাম সার ইহা বহি নাহি আর
শিব দানা ডাকিল তখন
প্রেত ভূত পিচাশ হুহুঙ্কার নিশ্বাষ
রক্তমুখা বিশাললোচন।
দেখি জত দানাগণ শঙ্কর হরিষমন
হরিদেব এহ রস ভনে

হিঙ্গুলি সহরে মুনি রিসিবরে
পুন দক্ষ্য বৈসে সম্প্রদানে ॥

বাউরা দিগাম্বর আইতে মুণ্ডমালা জপিতে জপিতে।
বিভার আনন্দে হর সাজেন যুগপতি প্রেত ভূত দক্ষ্য দানা করিলা সংহতি।
দুই কর্ণে পরিলা হর কুচিলা আলথি বলদবাহনে হর পরম কৌতুকি।
পরিধান করিলা হর [চর্ম ব্রেঘ্রের ছাল শিঙ্গা ডুম্র পিনাক হর করিলা ম্ররনাল।
মধুরস বাজ্য বাজে পিনাক ম্রদঙ্গ ঘমির সরিতি বাজে গেঙ্গরী বরঙ্গ।
নানা করি সঙ্গে চলে [জত] দেবগণ উপস্থিত হইল গিয়া হিঙ্গুলি ভুবন।
শুনিঞা জে দক্ষ্য রাজা পুলকিতমনে বসিলা জে দক্ষ্য রাজা কন্যাসম্প্রদানে।
হরিদেব বিরচয় রাএর মঙ্গল শ্রীমসমেত রক্ষ্য [রাএ] সেবকবৎসল ॥

দক্ষ্য হরষিতমনে বৈসে কন্যাসম্প্রদানে
মুনিগণে বেদ-উচ্চারণ
পুজিল বরুণ জম দেবতার জত নাম
পুন তবে কৈল আচমন।
শচী সঙ্গে অর্চনা জামাতা বর্জনা
কৌসকি পুজিল তখন
ধুপ দীপ নৈবিদ্যাদি পুজিইল জথাবিধি
মুনি রিসি করিল পুজন।
করে সঙ্গে বেদস্তনে জামাতা বর্জনে
কনক-অঙ্গুরী দান
জামাতার নয়ানে ছামুনি নাড়নে
নিছিঞা পেলিল পান।
ছামুনি নাড়িতে শিব ক্রোধধিতে
শিরে জটা ছিড়িল তখন
হুহুঙ্কার শব্দে ত্রিভুবন স্তব্ধে
মহাযুদ্ধ হইল ততক্ষণ।
শম্ভু নিশম্ভু বীরে ডাকিইলা মহেশ্বরে
তবে আইসে চামুণ্ডা চণ্ডিকা

তাহা দেখি ভীষণা ডাক দিল ভুত দানা
মহাযুদ্ধে উরিলা অম্বিকা।
দেখে ভুত দানাগণ শিব পুলকিতমন
তবে ডাকে ভীষণা বসন
দ্বিজ হরিদেব কয় রক্ষিবে দক্ষিণ রায়
তব [পদে] লইলাম শরণ ॥ ৮খ]...

[১০(৯৫)ক কান্দে দেব পশুপতি হইয়া আপুঘাতি
কপিলা দিলাম পাঠাইয়া
ব্রহ্মা বিষ্ণু হেনকালে আইলা সভে কুতুহলে
বিশ্বনাথে জিজ্ঞাসে ডাকিয়া।
নারদ কহেন মামা ক্রন্দনেতে দেহ ক্ষেমা
ব্রহ্মা বিষ্ণু তোমারে ডাকিলা
কেন কান্দ বিশ্বনাথ কহো মোরে সত্য বাত
কি কারণে কাঁদিতে লাগিলা।
হেনকালে বিশ্বনাথ তারে কহেন সত্য বাত
শুন সভে আমার বচন
ব্রষ দিলাম তার সঙ্গে কপিলা চলিলা রঙ্গে
প্রসবিছে উত্তম নন্দন।
শুনিঞা সে সব বাত কাঁন্দে দেব বিশ্বনাথ
সভাকারে করি নিবেদন
দ্বিজ হরিদেব গায়ে বিশ্বনাথ মোহ জাএ
সভে শুনে কপিলার কথন ॥

বিশেষে কপিলার কথা শুনেন নারায়ণ নারদ কহেন মামা শুন হে বচন।
কপিলারে বিশ্বনাথ ব্রষ দিলা সঙ্গে হরিষে কপিলা গাভী চলে নিজ রঙ্গে।
হেনকালে মঙ্গলা ব্রষ মামারে কহিলা কপিলার কথা শুনি অচেতন হইলা।
সে কথা শুনিঞা মামা কান্দি[১০খ* -তে লাগিলা বিশেষ বিত্যান্ত কথা আমারে কহিলা।
এত শুনি দেবগণ নিরস্ত হইয়া পুন ত্রিলোচনে বলে বিষাদিত হইয়া।
শুন শুন বিশ্বনাথ আমার বচন হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥

* ৭গ্রীয়াম।— সন ১১২৮

ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে বাণী বিশ্বনাথ তাহা শুনি
ত্রভ মন করিল তখন
ভবানী শর্বাণী গৌরী বিশ্বনাথের পায়ে ধরি
তবে পুন করে নিবেদন।
আমি বলি কপিলাএ কাননে পাঠাই[লা] তাএ
সত্যের কপিলা কোথা গেল
কাত্যায়নী বলে বাণী মহেশ্বর তাহা শুনি
বিষাদিতে কান্দিতে লাগিল।
মহেশ্বর বলে বাণী কাত্যায়নী তাহা শুনি
ত্রভ মন করিল তখন
কপিলার কথা শুনি ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে বাণী
শুন সভে আমার বচন।
নারদ কহেন মায়া ময়ূরথ করে হায়া
শুনিলাম কপিলার কথন
শার্দুল সমান যুদ্ধে ময়ূরথ মহাবুদ্ধে
শুন সভে উল্টস কারণ।
ময়ূরথ লয়্যা কথা শুনিল জগতকর্তা
ময়ূর [১১(২৭)ক -[খ] শার্দুল জোজনে
বিশেষে কহিলাম সার ময়ূরথ কর পার
ময়ূরথ বিষাদিতমনে।
পরিত্রাহি জত জন শার্দুল সমান মন
কপিলার দুগ্ধে সমর্পণে…
দুই বাঁট ময়ূরথ খায়্যা হইলা পুলকিত
দুই জনে যুদ্ধ আরম্ভিল
তাহা দেখে শার্দুল মনে হয়্যা কুতুহল
হরিদেব মধু সমপিল॥

॥ একবলি ॥

কপিলার পুত্র জদি ময়ূরথ হইল শার্দুলের সঙ্গে সেই যুদ্ধ আরম্ভিল।
কপিলা না শুনে তাহার যুদ্ধের কাহিনী সমুদ্র যখান দেখে কপিলা আপনি।

রাএর আশ্রম ভাঙ্গে মহুরথ বলে আড়াই দিবসে সাঁড় বেড়ায় কুতুহলে।
মৃর্ত্তিকা উর্জ্জিন করে মহুরথ বীরে শাদ্দু‌র্ল কিরণে ডাকে দক্ষিণ ঈশ্বরে।
সোনা রূপা চলে বাগ রাএর চড়নঘোড়া তাহার পশ্চাতে চলে নাম ঘাটিজোড়া।
নেকা ভেকা উপস্থিত হইল সেই স্থানে সমুদ্রকালা চন্দ্ররেখা গেলা ততক্ষণে।
মহীপালে রক্তমুখা [১১খ মারুত সমান হীরা নীলা চাদা চিলা হুস্কার দশন।
সমুদ্রকালা নীলাম্বর বাতাস কোঁঙর নীলামুটা রক্তমুখা বাগ নীলাম্বর।
হুড়াঝাড়া আইল বাগ বিরলদশনা তাহার পশ্চাতে চলে বাগ ধানভানা।
হাত্যাগড় হইতে আইল বাগ রক্তমুখা জম হেন কালান্তক চলে দাগাবুকা।
বজ্রপিষ্ট উগ্রচণ্ডা দশন বিকট চলে বাগ রক্তমুখা বিকট সঙ্কট।
নীলহরি বাগ চলে পিষ্টে জার দাগ চাঁদা চিলা দেখিলেক বিসারিত রাগ।
চলে বাগ সিয়ালছুকা ধুলান্ধ ধুসর কালাপাড় রাড়মর্দ্দ আর নীলাম্বর।
সমুদ্রকালা হীরামুখা মারুত সমান ভারাভুলা চলে বাগ বিকটদশন।
বাওর হাজার বাগ একে ঠাঞে বসি তাহার পশ্চাতে চলে ডোকোরার রাসী।
বাওর হাজার বাগ হইলম যুত তাহার পশ্চাতে চলে ডুমু শত শত।
শাদ্দু‌র্লের গণ দেখি কালুরার হাস আছুক মনস্তের কাজ দেবের লাগে ত্রাস।
হরিদেব বলে সার রাএর চরণ মহুরথে করো রক্ষ্যা দেব ত্রিলোচন॥

॥ ত্রিপদী ॥

[১২(৮০)ক শ্রীরামঃ॥

রায় বলে বাঘগণ মোর বাক্যে দেহ মন
কোন কর্ম্ম পার করিবারে
সোনা রূপা বলে বাণী শুন রায় গুণমনি
থাকি আমি তোমার গোচরে।
কালাপাড় বলে বাণী শুন রাএ নৃপমনি
মারুত করিতে বায়
বলে বাঘ স্বর্ণরেখা রণে গেলে নাঞি দেখা
অন্তিকে জায় জমালয়।
বলে বাঘ রক্তমুখা দিবসেতে নাঞি দেখা
বিহান বিকালে দের হানা

নীলাম্ব[র] বলে বাণী শুন রায় গুণমনি
ধান ভানে বাঘ ধানভানা।
বলে বাঘ সমুদ্রকালা গলে আর রত্নমালা
দশনে পর্বত করি গুড়া
আহার উদ্দিশে জাই জদি নাঞি আহার পাই
ক্রোধে ভাজি পর্বতে[র] চূড়া।
হড়াবাড়া বলে বাণী শুন রায় গুণমুনি
ঝাড়ি আমি জত খেতের হড়া
গন্ডনে পাইলে খাই হড়া গায় দিয়া জাই
কাঁমড়েতে অস্থি করি গুড়া।
লাকলকী হীরামুখী দিবসেতে নাই দেখি
দিল সেই কোমরঝমড়া
প্রভাতে উঠিয়া জাই স্ত্রীলোক ধরিয়া খাই
দয়া নাঞি হাঞা আঁটকুড়া।
লকলকি বলে বাণী শুন রায় গুণমুনি
থাকি আমি জঙ্গল ভিতরে
[১২খ বলে বাগ হুকারিয়া কোপদিষ্টে চাহিয়া
লাকলকি গাছের উপরে।
বলে বাগ রাড়মন্ন আজ্ঞায় হইল সন্ন
লাফ দিল দাদশ জোজন
বলে বাঘ সিয়ালমুকা তবে বলে নেকাডেকা
দেখি রাএ পুলকিতমন।
হরিদেব রস গায় শার্দ্দুলের মহিমা পায়
দেখি রাএ পুলক-অন্তরে
হেনকালে কালুরাএ ক্ষেত্রপালের তবে কয়
বলি আমি তব বরাবরে॥

॥ চৌপদী। রাগান॥

উর হে দক্ষিণ রায় শার্দ্দুলবাহনে আপন মঙ্গল শুন লয়্যা নিজগণে।
কালুরার কথা শুনি দক্ষিণ ঈশ্বর হইল দারুণ ক্রোধ কাঁপে কলেবর।

আমার আশ্রয় তাহে এতেক দুর্গতা   ময়ূরথের সনে যুদ্ধ করএ অক্যতা।
পুনরপি বলে রায় কালুরায় শুনে   ময়ূরথ লয়্যা কীছু শুন বিবরণে।
লইয়া শার্দ্দুলগণ [১৩(২৬)ক পুলকিতমনে   শার্দ্দুল স্থাপিত করি রাখিল কাননে।
নির্ভয় হইয়া মুনা বেড়ায় বনে বনে   সেইদিন দেখা হইল শার্দ্দুলের সনে।
বিশেষে শার্দ্দুলগণ কোপদৃষ্টে চায়্যা   ময়ূরথ কাননেতে বেড়ায় ভ্রমিয়া।
শার্দ্দুল দেখিয়া পুন করিছে ভাবন   বাঘ দেখি ময়ূরথের উড়িল পরাণ।
প্রথমেতে সোনা রূপা যুদ্ধমহীপতি   দুহেঁ মহাযুদ্ধ হইল ময়ূরথের প্রিতি।
রায়পদসরসিজে মধুলুব্ধমতি   হরিদেব বিরচিল মধুর ভারথি॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রথমেতে সোনা রূপা   ময়ূরথের ক্রোধরূপা
মহাযুদ্ধ হইল ততক্ষণ
গ্রজনের পাক নাড়ে   পর্বত উপাড়্যা পাড়ে
ময়ূরথ করিছে গর্জন।
ময়ূরথ কুতুহলে   দ্বাদশ জোজনে পেলে
সোনা রূপা নিশ্বাস ছাড়িল
হুহুঙ্কার শব্দে   ত্রিভুবন স্তব্ধে
হীরা নীলা যুদ্ধ আরম্ভিল।
যুদ্ধ নাবে হীরা নীলা   ময়ূরথে ডাক দিলা
তাড়কা সমান যুদ্ধময়
জেন রাম বনবাসে   দৈবের নির্বন্ধ-আশে
তাড়কা মারিলা মহাশয়।
হেনকালে সমুদ্রকালা   লাফ দিয়া তথা গেলা
ময়ূরথ দেখিল সমুখে

[১৩খ শ্রীরামঃ ॥ অথ যুদ্ধ বাপান ॥

অরে বাছা হনুমান বিহানে আনিহ রাম   জদি না আনিবে পরাণে মরিব ঘুচাব জানকী নাম

॥ তোপদি ॥

তাবে মনে মুয়ুরথ চাহিছে গগনপথ
ছুঁহে যুদ্ধ করিছে কৌতুকে।
অনেক ভাবিছে মনে ময়ুরথ নাই স্থানে
ত্বুঃখে মুনার বুক শুখাইল
হেনকালে চাদা চিলা যুদ্ধহেতু উড়িলা
দ্বাদশ জোজনে লাফ দিল।
হেনকালে বাড়মল আজ্ঞায় হইল সন্ন
ময়ুরথ তাহারে দেখিল
সমুদ্র শুখান দেখি ত্বুঃখে পুরিলা শশিমুখী
কপিলা সেইস্থানে আইল।
দেখিয়া শার্দ্দূলগণ কপিলার উড়িল প্রাণ
তথা দেখে শার্দ্দূলের গণ
যুদ্ধ সমাপ্ত হইল শার্দ্দূল অরণ্যে গেল
হরিদেব করিল রচন ॥

শচী বলে বা রাধার নাম লইতে সুরধনীর তীরে গোরা কাঁদিতে কাঁদিতে ॥

কপিলা বলেন শুন পুত্র ময়ুরথ ত্বুই স্তনের ত্বুগ্ধ খাইয়া হও পুলকিত।
ময়ুরথ স্তনপান করে হরষি [১৪(১৮)ক -তে কপিলা কহিছে কথা কাঁদিতে কাঁদিতে।
আহার উদ্দিশে গেলাম সমুদ্রের কূলে সমুদ্র পূর্ণিত কৈলাম ত্বুগ্ধ হেতু জলে।
সেইদিন ময়ুরথ কহে নিজকথা নির্ভয় হইয়া আমি বেড়াই জথা তথা।
একদিন দেখা হইল শার্দ্দূলের সনে কোপদৃষ্টে বাগগণ চাহে আমাস্থানে।
অরণ্য কানন বনে ভ্রমিঞা বেড়াই শার্দ্দূলের সনে দেখা হইল তথাই।
কপিলা শুনেন সেই ময়ুর কথন শুনিঞা সে সব কথা করিছে ক্রন্দন।
তুমি তার ভক্ষ্য বট সেই বনজন্তু সাবধানে কর যুদ্ধ মনে হইয়া কিন্তু।
ময়ুরথ বলে মাতা শুনহ বচন নিজদেহে পরিবার কহিব কথন।
হরিদেব বলে সার মাএর চরণ প্রাণসমেত রক্ষা [সভে] ভৈরবনন্দন ॥

। বিরাগ । ত্রিপদী ॥

মনুরথ বলে মাতা শুনহ পূর্বের কথা
জে কালে থুইয়া গেলে বনে
আড়াই দিবস হইল জননীর দেখা নইল
কাননেতে ভ্রমণ কা [১৪খ -রণে।
রায়ের আশ্রয় তথা অরণ্য ভিতরে জথা
শ্রক দিয়া মৃত্তিকা উর্জনে
রাএ কৈল কোপমন ডাকিল শাদুর্লগণ
পুনরপি স্থাপিল কাননে।
দেখিলাম শাদুর্লগণে চাহে সভে মুনে মুনে
সভে তারা যুদ্ধ আরম্ভিল
প্রথমেতে সোনা রূপা ক্রোধমনে অতি কুপা
দুই জনে কুতুহল হইল।
শ্রক্কের শবদ নড়ে জোজন অন্তরে পড়ে
তবে আইল বাগ কালাপাড়ে
আইল বাঘ সমুদ্রকালা গলে তার রত্নমালা
লাফ দিয়া পড়ে মোর ঘাড়ে।
হরিদেব রস গাএ মনুরথ মারে কএ
নিবেদিলাঙ পূর্বের কাহিনী
তুমি গেলে ভ্রমণে রহিলাম নিজস্থানে
আকস্মাত হইল দৈববাণী।

সীতা জাইতে পাতালপুরী রঘুনাথ কেশে ধরি
হাথে কেশে রহিলা পাতালে
বসুমতী সীতাহীনে ধর্মঘট সেই স্থানে
তবে মাতা সীতা কৈল কোলে।
মন্দার বাসকি নাগে দেখিলা জে নিজভাগে
সুতমত সীতার পালনে...

[১৫(৮১)ক শাদুর্লের সনে জদি [দি]ক্‌গা হইল এইহেতু ক্ষেত্রপাল অন্তরে চিন্তিল
রূপরায়ের তরে বলেন বিশেষ কথনে মনুরথ বীর লএ শুন সর্বজনে।

হেনকালে কালুরায় বলিলা বচন   আপনি হইয়া জাও জয়াদী ব্রাহ্মণ।
মহুরথে ছলিবারে জাহ মহাশএ   জয়াদী ব্রাহ্মণ হইয়া আসাবাড়ি লয়ে।
মাথায় বিনোদ চুড়া আসাবাড়ি হাথে   ধীরে ধীরে জাও তুমি গগনের পথে।
হেনকালে ক্ষেত্রপাল শার্দুলবাহনে   উপস্থিত হইলা গিয়া মহুরথের স্থানে।
দেখিয়া জে মহুরথের উড়িল পরাণ   থাক থাক বলে রায় বিশেষ কথন।
শুন শুন মহুরথ আমার বচন   তুমি দেব-অংশী বট সার্থক জীবন।
তুমি ত দেবতা বট কহিলাঙ সার   কোন দেব বট তুমি কহ সারদ্ধার।
পরিচয় দেহ মোরে শুনহ বচন   হরিদেব কহে সার রায়ের চরণ॥

॥ ত্রিপদী ॥

করিয়া যুগলহাত   মহুরথ বলে বাত
শুন রাএ বচন আমার
বিশ্বনাথের বিভা হৈল   কৈলাসশিখরে গেল
জননীরে ডাকে মহেশ্বর।
সত্যের কপিলা তুমি   তোমারে ডাকিলা [১৫খ -ম আমি
প্রিথিবির নরের পালনে
জননী বলিছে তাএ   দেব ঋসি সভাএ
হেনকালে বলে ত্রিলোচনে।
পঞ্চ ষাঁড় করি সঙ্গে   জননী চলিল রঙ্গে
ত্রপদী দেখিল পুলকিতে
জননী কাননে থুয়া   ব্রষ পুলকিত হৈয়া
উত্তরিল শিবের সাক্ষ্যাতে।
শুনিঞা জননীর বাত   কান্দে দেব বিশ্বনাথ
পুন কান্দে অপর্ণা পার্বতী
ব্রহ্মা বিষ্ণু হেনকালে   আইলা সভে কুতুহলে
জিজ্ঞাসিলা নারদের প্রিতি।
শুনিঞা সে সব বাণী   ব্রহ্মা বিষ্ণু মনে গুণি
বিষাদিত হইল সর্বজনে
জননী প্রসব হইল   বিশ্বনাথ বাঞ্ছা পাইল
আমি এই দেখ বর্ত্তমানে।

আড়াই দিবস হৈল জননী ভ্রমণে গেল
গেলাঙ আমি কাননভ্রমণে
তোমার আশ্রয় দেখি হৈলাম আমি মহাদুখি
শ্রম দিয়া মৃত্তিকা উর্জনে।
তুমি কৈলে কোপমন ডাকিলে শার্দ্দূলগণ
পুনরপি স্থাপিলে কাননে
গেলা আমি ভ্রমণে কোপদৃষ্টে বাঘগণে
মহাযুদ্ধ শার্দ্দুলের সনে।
দিলাম আমি পরিচয় [১৬(৮৭)ক শুন রাএ মহাশয়
নিবেদিলাম পূর্ব কাহিনী
ক্ষেত্রপাল হেনকালে নিজ পরিচয় বলে
হরিদেব বলে শুদ্ধবাণী॥

॥ একাবলি ॥

ক্ষেত্রপালে ময়ূরথে পরিচয় হৈল শার্দ্দুলবাহনে রাএ কৈলাসে চলিল।
কালুরাএ বলে রায় বিশেষ কথন শুন শুন কালুরাএ আমার বচন।
দেব-অংশী ময়ূরথ শুন মহাশয় ময়ূরথের পরিচয় পাইলাম নিশ্চয়।
পিতা মোর গঙ্গাধর তার তাত হয় কালুরাএ কহে রাএ হইয়া নির্ভয়।
বিশেষে কহিলা রাএ কালুরাএর তরে তুমি গিয়া থাক ভাই হিজুলি সহরে।
কালুরাএ বলে ভাই শুন মহাশয় জে কথা কহিলে তুমি সকলি নিশ্চয়।
হরিদেব বলে রাএর চরণ ভাবনা হাস্তপদ হয় কিবা রহে তো ঘোষণা॥

॥ ত্রিতিও পালা সমাপ্ত ॥

কপিলার ব্রত জদি সমাপ্ত হইল মন্থনের কথা তবে স্মরণ পড়িল।
সমুদ্র গুথান ছিল দ্বাদশ বৎসর তেজাযুক্ত ছিলা সেই কপিলা অমর।
সেই হইতে দুগ্ধহেতু কৈলা জল [১৬খ -নিধি আকস্মাত রক্তবৃষ্টি করিলা জে বিধি।
তবে দেখে উল্কাপাত বিহ্বলিত জনগুনা রক্তময় সমুদ্রেতে করিছে ভাবনা।
ব্রহ্মা হরি হর তবে করিছে ভাবন দুর্বলা মুনির প্রিতি করে নিবেদন।
শুনিঞা জে মহামুনি চমৎকারমনে কহিতে লাগিলা মুনি বিশেষ কথনে।
শুন শুন ব্রহ্মা বিষ্ণু আমার বচন প্রচণ্ড রাজারে বল দৈত্যের নন্দন।

রুধির ভক্ষ্যণ সেই করে দৈত্যগণে   হেনকালে দুগ্ধে পূর্ণ সমুদ্র জোজনে।
হেনকালে আকর্ষাত হইল দৈববাণী   আহার উদ্দিশে গেলা সুধার বচনী।
বাচ্চার কারণ হেতু আহার আনিতে   এক গাঁটির কিঞ্চিত মাত্র পড়িল তাহাতে।
দধিপূর্ণ হইল সেই সমুদ্র কারণ   হরিদেব বলে সার রাএর চরণ॥

[১৭(৮৬)ক শ্রীরামঃ॥ ত্রিপদী॥

সমুদ্রেতে রক্ত হৈল   ব্রহ্মা বিষ্ণু ত্রাস পাইল
সেই কথা দুর্বসায় কহিল
প্রচণ্ড মুহিনি রাজা   রিপুসম পালে প্রজা
দৈত্য রাজা সে কথা শুনিল।
ডাকিল রাক্ষ্যসগণ   রুধির কৈল ভক্ষণ
পুনরপি ঘোর অন্ধকার
বিদ্যুত ঝনঝনাঘাতে   উল্কাপাত আশ্চর্যিতে
বার্ত্রা পাইল প্রচণ্ড ঈশ্বর।
নারদ মামার তরে   কহিলা জে সারোদ্ধারে
সভে চল মন্থন করিতে
ব্রহ্মা বিষ্ণু হেনকালে   নারদের বাক্য ছলে
তারা সভে হইলা পুলকিতে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বলে বাণী   মহামুনি তাহা শুনি
সভে ডাকে মন্থন করিবারে
পুলকিতে দেবগণ   ভাবে সভে মনে মন
হরিদেব বলে রক্ষ্য দেব মহেশ্বরে॥

দুর্বাসা মুনির স্থানে গেলা দেবগণ   পুনরপি গেলা সভে করিতে মন্থন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ নারদ শান্তন   ভরদ্বাজ ভার্গব জত [১৭খ মুনিগণ।
প্রচণ্ড দৈত্যর রাজা বিশেষ কহিল   বাসুকি মন্দার নাগ তখনি ডাকিল।
মন্দার বাসকি নাগ সেইস্থানে আল   তারা সভে গেলা পুন খিরোদের কুল।
হেনকালে ইন্দ্র তথা দিল দরশন   প্রচণ্ড দত্যের রাজা করে নিবেদন।
পুনরপি বলে ইন্দ্র বিশেষ কথনে   দেবগণ মুনি রিসি গেলা সেইস্থানে।
সমুদ্র দধি দেখি ব্রহ্মা পুরান্দর   কহিতে লাগিল পুন দৈত্যের ঈশ্বর।

বাসুকি মন্দার নাগ কহিছে কথন   প্রথমে মথিতে গেলা দেব নারায়ণ।
একে একে দেবগণ করিছে মন্থন   হরিদেব বলে সার রায়ের চরণ ॥

প্রথমেতে নারায়ণে   মন্থনের দড়ি টানে
তাহে লক্ষ্মী জন্মিলা তখনি
তবে পুন মথিতে   হয় উচ্চশ্রবা সুতে
তাহা নিল হস্তিকামিনী।
তবে পুন দেবগণে   মন্থনের দড়ি টানে
তাহাতে জন্মিলা সরস্বতী
দুর্বসা মুনির হাথে   মন্থনের দড়ি তাতে
পারিজাত উঠিল সম্বথি।
অবশেষে বি ১৭খ]...

[১৯(৮৩)ক কথা নারদের তরে   মন্থনে মূর্ছিত হইল দেব মহেশ্বরে।
বিশ্বনাথের কথা তবে নারদ শুনিল   হিমালয় মহাগিরি গমন করিল।
উপস্থিত হইল গিয়া পার্বতীর সমুখে   মন্থন করিতে গেলা জত সুরলোকে।
হরিদেব বলে পার কর দেবগণ   এ ঘোর সংসারে রক্ষা ভৈরবনন্দন ॥

নারদ কহেন মামী শুনহ বচন   দেবগণ গেলা পুন করিতে মন্থন।
অমৃত উঠিল অগ্রে কালকূট শেষে   বিশ্বনাথ মহো গেল কালকূট বিষে।
সে কথা শুনিঞা কান্দে অভয়া পার্বতী   পতির সম্বাদ শুনা হইল আপুথাতি।
নারদের কথা শুনি ধরণী পড়িয়া   কান্দিছে অভয়া মাতা ললাট ধরিয়া।
বিশেষে অভয়া দেবী কান্দে সকাতরে   দেখিবারে চল জাই দেব মহেশ্বরে।
নারদ মামীর তরে বলে বাক্যছলে   ললাটের ঘর্ম পুছ্যা পেলে ভূমিতলে।
তাহাতে হইল জন্ম দক্ষিণ ঈশ্বরে   [১৯খ প্রিথিবি ফুড়িয়া উঠে কালু মহাবীরে।
দুই জনে দেখে পুন অভয়ার ক্রন্দন   এইহেতু দুই ভাই করেন ভাবন।
পুত্র দেখি জিজ্ঞাসিলা হরের ঘরিনি   দক্ষিণ ঈশ্বর কহে আপন কাহিনী।
হরিদেব বলে সার রাএর চরণ   রঘুগ্রামে কর রক্ষা ভৈরবনন্দন ॥

কালুরাএর জন্ম জদি হইল ক্ষেতিতলে   বিশেষ বিত্তান্তকথা কহে ক্ষেত্রপালে।
ক্ষেত্রপালে কালুরাএ হইল দরশন   কালুরাএ কহে রাএ বিশেষ কথন।

পার্বতীর ক্রন্দন শুনে দুই সহোদর   কালুরাএ কহে কথা দক্ষিণ ঈশ্বর।
পার্বতী ক্রন্দন করে শুনে মহাশয়   তথাকারে গিয়া দুহেঁ দিলা পরিচয়।
দুই বর দেখে মাতা অভয়া পার্বতী   কহিতে লাগিলা দুহে মধুর ভারথি।
শুন শুন মহামায়া আমার বচন [২০(১৯)ক   কি কারণে নিজদেহে করহ ক্রন্দন।
হেনকালে মহামায়া কহে নিজকথা   মন্থনে মূহিত হইল ত্রিদ[শে]র কর্তা।
এই সব কথা মোরে নারদ কহিল   অলন্ত আনলে জেন ঘ্রত ঢাল্যা দিল।
না দেখি পতির মুখ বিদরিছে প্রাণ   আমার দুক্ষের কথা কব কতখান।
প্রথমে জন্মিলাম আমি হিমন্তের ঘরে   তাহাতে করিল বিভা দেব মহেশ্বরে।
দ্বিতীও জর্ম হইল মোর দক্ষ্য রাজার ঘরে   তাহাতে করিল বিভা দেব গঙ্গাধরে।
পূর্বের দুক্ষের কথা কহন না জায়   নিজ পরিচয় দেহ শুন মহাশয়।
শুন শুন আগ মাতা আমার বচন   নিশ্চয় কহিব আমি আপন কথন।
কহিতে লাগিলা রাএ মধুর বচনে   আমার জনম হৈল ঘর্ম-ছেদনে।
তুমি মোর জননী বিশ্বনাথ পিতা   নিজ পরিচয় আমি কহিলাম সর্বতা।
রাএপদসরসিজে ভরসা কেবল   হরিদেব বিরচয় রাএর মঙ্গল॥

[২০খ॥ ত্রিপদী॥

ক্ষেত্রপাল বলে মাতা   কহ না পিতার কথা
কহ গ পূর্বের কথা শুনি
পার্বতী হরিষমনে   নিজকথা সেইস্থানে
কহিতে লাগিলা সত্য বাণী।
ক্ষেত্রপালে কালুরাএ   কহিলা জে মহামাএ
মহেশ্বর ত্রিদশের কর্তা
মন্থনে মূহিত পতি   না জানি দৈবের গতি
কি লিখিল কপালে বিধাতা।
দেবগণ মন্থিতে   গেলা সভে পুলকিতে
প্রথমেতে অমৃত উঠিল
অবশেষে বিশ্বনাথ   মন্থনে দিইল হাথ
কালাকূটি তাহাতে জন্মিল।
স্বর্গে থুইলে ভষ্ম হয়   কহিলাম নিশ্চয়
বিশ্বনাথ গরল ভখিল

ক্ষেত্রপাল হেনকালে কাত্যায়নীর তরে বলে
চারি জনে তথাকারে চল।
ক্ষেত্রপাল বলে বাণী কাত্যায়নী তাহা শুনি
এক নিবেদন মোর রাখ
তথা জত দেবগণ জদি জাই চারি জন
বর্ত্তমান জত সুরলোক।
উপস্থিত কাত্যায়নী দেবগণ বলে বাণী
বিশ্বনাথ মরনে মুছিতে
হরিদেব কহে সার পূর্বজন্মের সমকার
[২১(৮২)ক ছিল মোর দৈবলিখিত॥

খিরোদ সাগরে গেলা দক্ষিণ ঈশ্বর পরিচয় দেহ মোরে তুই নৃপবর।
জিজ্ঞাসিল সুরপতি বিশেষ কথন পরিচয় দেহ মোরে শুন তুই জন।
কহিতে লাগিলা রাএ মধুর বচনে আমার জনম হৈল ঘর্ম-ছেদনে।
কাত্যায়নী মোর মাতা পিতা মহেশ্বর পরিচয় দিলাম আমি শুন পুরান্দর।
কহিলা জে সুরপতি মধুর বচন দক্ষিণ ঈশ্বর আইল শুন দেবগণ।
দেবগণ বলে আইস দক্ষিণ ঈশ্বর বসিতে আসন দিল সভার ভিতর।
হেনকালে জিজ্ঞাসিল দেব নারায়ণ কহিতে লাগিলা রাএ মধুর বচন।
পিতা মোর মহেশ্বর নাম বিশ্বাধর পরিচয় দিলাম আমি শুন দামুদর
কাত্যায়নী দেখে তবে জত দেবগণ নারদ কহেন সভে শুনহ বচন।
মামারে জীয়াইতে আইলা দক্ষিণ ঈশ্বর কালুরাএ দেখে সভে তুই সহোদর।
বিশ্বনাথ জীয়াবারে আইলা তুই ভাই তক্ষক সর্পের তরে [২১খ ডাকিল তথাই।
আসিয়া জে সর্পরাজ বলেন বচন দক্ষিণ ঈশ্বর কহে আপন কথন।
পিতারে জীয়াইয়া দেও সর্প মহাশয় তবে সে বিশেষ কথা কহিব নিশ্চয়।
পাদুকাএ সর্পরাজ কামড় খাইতে তখনি উঠিল দেব কাশী-বিশ্বনাথে।
বিশ্বনাথ জীল জদি দেখে দেবগণ ক্ষেত্রপালের মহিমা বাড়াল সর্বজন।
বিশ্বনাথ দেখে পুন অভয়া পার্বতী হরিদেব বিরচয় মধুর ভারথি॥

॥ পয়ার॥

আজি বড় শুভদিন হইল
গোকুল ছাড়িয়া গোরা নবদ্বীপে আইল॥

জদি জীল প্রাণনাথ করিয়া যুগলহাথ
দাণ্ডাইল রাএর সমুখে
ভাগ্যে পুছিয়া দিলাম তেঁঞি হেন পুত্র পাইলাম
বিদ্যমান জত সুরলোকে।
আমি কি করিব স্তব তোমার স্রজন সব
জল স্থল স্থাপন আকাশ
বলে মাতা মাহেশ্বরী তুমি কামচরি হরি
স্রজন পালন হেতু নাশ।
অর্জুনসারথি জেন রথেস্তরে নারায়ণ
কৈলাসেতে করিলা গমন
[২২(১৮)ক অজোধ্যায় রাম রাজা সুতসম পালে প্রজা
অবনী পালিল মহীগণ।
হস্তিনায় যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র অবতীর
এইরূপে ভ্রাতিগণ পালে
দ্বিপী লইয়া যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই মহাবীর
গেলা সভে সরোবরের জলে।
তথা ধর্ম মায়াধারী ছলনা করিতে হরি
রাজহংস তখনি হইল
তবে গেলা সহদেবে জল আনিবারে ভাবে
জলঘাতে সহদেব মৈল।
কাত্যায়নী বলে বাণী ক্ষেত্রপাল তাহা শুনি
দেবগণ করিছে প্রণতি
দ্বিজ হরিদেব গায় রক্ষিবে দক্ষিণ রায়
তব পাদপদ্মে রহুক মতি॥

॥ একবলি ॥

পুনর্বার বিশ্বনাথ প্রাণদান পাইল বিশেষে রাএর তরে কহিতে লাগিল।
শুন শুন ক্ষেত্রপাল আমার বচন সাক্ষাতে দেখহ তুমি জত সুরগণ।
এইরূপে জদি তুমি আমারে জীয়াইলে পশুপতি বলে পুন শুন ক্ষেত্রপালে।
[২২খ আমারে জীয়াইলে জদি শুন মহাশয় ক্ষেত্রপালে কহে পুন দেব মৃত্যুঞ্জয়।

তোমারে কহিলাম আমি সকলি নিশ্চয়   অষ্টাদশ ভাটি তোমায় দিতে উচিত হয়।
ক্ষেত্রপাল বলে পিতা শুনহ বচন   দক্ষিণে অরণ্যে আছে পীর একজন।
তাহা ত শুনিঞা বলে দেব গদাধর   যুদ্ধ করি লও গিয়া দক্ষিণ ঈশ্বর।
এতেক শুনিঞা দেবগণ কহে কথা   কালুরাএ পাঠাও তুমি হিজুলির দেবতা।
হিজুলিতে দক্ষ্য রাজা তাহার কথন   হিমালএ জাউক সেই কহ সর্বজন।
তবে সে কালুর স্থান হিজুলি সহরে   তবে সে দক্ষিণে পাঠাও দক্ষিণ ঈশ্বরে।
এইরূপে দেবগণ ক্ষেত্রপালে থুইয়া   বৈকুণ্ঠে চলিল সভে পুলকিত হয়্যা।
হরিদেব বলে সার রাএর চরণ   অনুগত কর রক্ষ্যা ভৈরবনন্দন॥

রূপ দেখিইব চল   রূপ দেখি গিয়া চল॥ ২২খ]···

[৪৫(২১)ক ইহা ত শুনিঞা পাত্র বলে হায় হায়   মহাপ্রাণী বধ রাজা না কর নিশ্চয়।
জে যুক্তি বলিনু আমি শুন হে রাজনে   রত্নাকর প্রিতিলোকে করিব তর্পণে।
শুন শুন মহারাজা আমার বচন   পরীক্ষিত রাজায় সাঁপ দিইল ব্রাহ্মণ।
প্রাণবধ না করিয় শুনহ বচন   রতারে সংহতি করি দেহ সর্বজন।
এইরূপে রত্নাকর ভাবে রাত্র দিনে   আসন টলিল রাএর মনে মনে গুণে।
কালুরায়ে জিজ্ঞাসিলা বিশেষ কারণ   হরিদেব বলে সার রাএর চরণ॥ ৫০॥

জখন তরুর তলে ফেলে রাধা গোপী   জশদার নন্দন হরি গেলা সেইরূপী।

কালুরায়ে ক্ষে[ত্রপালে] করে নিবেদন   নৃপতির সনে তাঁর হইব মশান।

আসন টলিল তায়   কম্পমান হৈল রায়
কালুরায়ে করে নিবেদন
শুন শুন কালুরায়   নিবেদিতে মোর পায়
মন কেন করে উচাটন।
গনিএল বল [৪৫খ -হ ঝাট   শীঘ্র খড়ি লয়্যা উঠ
গণ দেখি ই তিন ভুবন
গনিএল জানিলা রায়   কম্পমান হৈলা তা[র]
দুই আখি করোএ সমান।
কাদিতে কাদিতে রায়   ক্ষেত্রপালের তরে কয়
রত্নাকর করিল স্মরণ

কহিল তোমার কথা বাণেশ্বর নৃপ তথা
শুনি রাজা হৈল কম্পমান।
কালুরায় কথা শুনি ক্ষেত্রপাল মনে গুণি
ক্রোধে ডাকে শার্দ্দুলের গণ
কালুরায় বাঘ হাঁকে আলুম আলুম ডাকে
দেশ[জোড়া] আইল সেই স্থানে।
হরিদেব রস গায় কম্পমান হইল রায়
জবাফুল বাঘের লোচনে ॥৫১॥

কালুরায় কথা শুনি জত বাঘগণে দেশবুলা হাঁএড়্যা বাঘা গেল স্থানে।
ভদ্রকাল বেড়াজাল চলে রক্ত[মুখা] দেখি রায় বাঘগণে মনে পাইল শঙ্কা।
লকলকি চন্দ্রমুখী কানন ছাড়িল কালেশ[্বর কালা]বছ বাঘ কালোধন।
রাড়মল্ল নয়শিরা চলে নরমুখা শশিকলা অঙ্গে তাঁর ৪৫খ]···

[৪৭(১০০)ক ···দি ব্রাহ্মণ।
বিপ্রমূর্ত্তি ধরি রায় রত্তার সমুখে কয়
হেন মোর কিবা অপরাধে
বিপ্র দেখি রত্নাকর নিবেদিল সর্ত্তর
জদি মতি রহে তব পদে।
শ্বেতমাছিরূপ হয়্যা রত্তার ললাটে গিয়া
তথা রায় গেল শ্বেত ছলে
স্তবভঙ্গ কৈল রত্তা নৃপতিরে কহে কথা
হরিদেব ইহ রস বলে॥

রত্নাকর গেল জদি নৃপতির স্থানে কহিতে লাগিল রত্তা মধুর বচনে।
শুন শুন মহারাজা মোর নিবেদন প্রিত্যলোকে জলাঞ্জলি করিলাম তর্পণ।
জগুপি করহ রাজা ক্ষেত্রপালের পূজা পরলোকে স্বর্গে জাবে শুন মহাঁরাজা।
এত শুনি মহাঁরাজা কাঁপে থরেথর কোন কালে পূজিয়াছে দক্ষিণ ঈশ্বর।
এত শুনি নৃপতি বলেন হান হান মশানেতে ঘোর ঘোর টঙ্কা বাজন।
একমনে [রত্নাকর ভাবে] [৫৭খ রায়পদে এইবার রক্ষ্য বাপা বিপাকে প্রমাদে।

চোকো চোকো খরসান তলআর জমধার   রত্নাকর বলে আজি নাহিক নিস্তার।
একমনে ভাবে রত্না দক্ষিণ ঈশ্বর   মশানেতে কর রক্ষ্যা দেব বিদ্যাধর।
এত জদি রায়পদ ভাবে রত্নাকরে   দেশবুলা বাঘ গেল মশান ভিতরে।
কালমুখা ভদ্রকাল গেল সেই স্থানে   বেড়াজাল উগ্রদন্তা গেল সে মশানে।
লাফ দিয়া জত বাঘ গেল সেইখানে   রাএর মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভণে॥

॥ ত্রিপদী ॥

নৃপতির কথা শুনি   ক্রোধমনে রায়মনি
হা হা করি ডাকে বাঘগণে
চলে বাগ কালাপাড়ে   লাফ [দিয়া] ঘাড়ে পড়ে
উপস্থিত হইল মশানে।
ক্ষেত্রপালের ডাক শুনি   চলে জত কাদম্বিনী ৪৭খ]...
[৫২(৫৯)ক শ্রীরামঃ। নৃপতি হরিষ হৈয়া   অনুচরগণ লৈয়া
গেলা নৃপ মৃগয়া শিকারে
দেখিয়া অপূর্ব বন   ভ্রমে জত সেনাগণ
মৃগয়াতে নিশাচর ফিরে।
নাঞি পায়্যা মৃগআত   শিরে হানে করাঘাত
বিষাদিতে কাঁদে নৃপবর
মৃগয়া না পায়্যা সভে   কম্পমান হৈল কোপে
সভে তারা গেল ঘরে ঘর।
বিষ্ণু নামে বিপ্র এক   দুক্ষ পায়্যা রতিরেক
বনবাসে করয়ে বসতি
নানা দুক্ষ ক্লেশ পায়্যা   তাহার বাটিতে গিয়া
উপনীত হইল নৃপতি।
ব্রাহ্মণী প্রসব হৈয়া   একখানি ঘর লৈয়া
কুড়্যা বান্ধ্যা রয়্যাছে ব্রাহ্মণ
রাজারে দেখিয়া বিপ্র   মনে বড় হৈল খপ্র
জিজ্ঞাসিল জত বিবরণ।
শুন রাজা নিবেদন   এ ঘোর দুর্গম বন
ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে [করি] ঘর

তুমি ত শ্রীষ্টির রাজা আমি ত তোমার প্রজা
স্থান নাঞি শুন নৃপবর।
শুন নৃপ নিবেদন বসিতে নাহিক স্থান
দুয়ারেতে করহ শয়ন
ছয় দিন সাট্যারাকালে বিধাতা লিখিতে ভালে
হরি[৫৯খ] -দেব কৈল বিজ্ঞাপন ॥১॥

॥ পয়ার ॥

সন্ধ্যাকালে বিপ্র আইল ষষ্টিপূজনে নিতক্রয়া জত ছিল করিল ব্রাহ্মণে।
করে অসি মসী পত্র মহীতে থুইয়া উজ্জল প্রদীপ বিপ্র রাখিল জালিয়া।
নল রাজা রহিলেন দুয়ারে শুইয়া বিধি আনন্দ্যি[ত]মনে হরষিত হৈয়া।
রাজারে কহিল বিধি উঠ নৃপবর এত শুনি নল রাজা উঠিল সত্ত্বর।
বিধির চরণে ধরি কৈল বিজ্ঞাপন পরিচয় দিল বিধি হাস্তবদন।
অর্ধ-অঙ্গ নৃপতি জে করিল গটন প্রিদিপ নিভিল বালা করয়ে রোদন।
বিধি হরষিত হৈয়া লিখে বিপরীত বাসরে খাইব বাঘে ললাটলিখিত।
হরষিত হৈয়া বিধি,করিল পয়ান জাত্রাকালে নল রাজা কৈল বিজ্ঞাপন।
হরষিত হৈয়া বিধি সকলি কহিল নৃপতি জাগরণ করি নিশি ত বঞ্চিল।
হরষিত হৈয়া রাজা ব্রাহ্মণেরে কয়ে বিপরীত লিখে বিধি তোমার বালায়।
হরিদে[৬০(৬০)ক -ব বলে সার রায়ের চরণ ব্রাহ্মণেরে লৈয়া রাজা করিল গমন ॥২॥

॥ একাবলি ॥

শুন শুন দ্বিজবর সপ্নের বিষম উত্তর তোমার সুতের ভালে বিপদ বিভার কালে
বাসরে খাইবে বাঘে বিধি লিখে অনুরাগে শুন শুন দ্বিজবর চলহ আমার ঘর
অর্ধেক রাজত্তি দিয়া রাখিব স্নেঁহতা করিয়া রাজার কথন শুনি কহে ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী
চল জাই দ্বিজবর শুনহ আমার উত্তর থাকিব পরম সুখে কেন মরি ব্রথা দুখে
চল নৃপ জাব তথা নিশ্চয় কহিনু কথা ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে জায় হাস্তমুখে ভূপ কয়
শুন শুন দ্বিজবর আমার বচন ধর দ্বাদশ বৎসর কালে বিভা দিব কুতুহলে
নৃপতি হরিষ হৈয়া ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী লৈয়া শতদেওড়ি মন্দিরে রাখিল বিপ্রের কুমারে
নৃপতি হরিষমনে পুরহিতে ডাক্যা আনে বিপ্রের সম্বন্ধ হেতু পাঠাইল দির্ঘ সেতু
দ্বিজ হরিদেব ভনে বিভালগ্ন শুভক্ষণে ॥৩॥

[৬০খ ॥ ত্রিপদী ॥

নৃপতি আদেশ পায়্যা বিপ্র হরষিত হৈয়া
কোন বিপ্র কন্যার চেষ্টায়
দ্বিজের বাটিতে গিয়া বিপ্র হরষিত হৈয়া
বসিলেন তাহার আলয় ।
পদপ্রক্ষালনহেতু ভেজার আনিল সেতু
বসিলেন কর্ত্তাসন্নিধানে
দেখিয়া অদর্ত্তা মায়্যা বিপ্র হরষিত হৈয়া
কহে বিপ্র মধুর বচনে ।
শুন শুন দ্বিজবরে বৃর্দ্ধ কন্যা রাখ ঘরে
অবিবাহি কিসের কারণে
বিপ্রের কথন শুনি দ্বিজবর বলে বাণী
কুলে শীলে পাব জেই জনে ।
ইথে কিছু নাঞি আন তার পুত্রে কন্যাদান
দিব আমি কৈল্ হু অঙ্গীকার···
সম্মত হইল দুহে হর্ষিত অন্তরে কহে
বিভালগ্ন কৈল নিরূপণ
দুহে হরষিত হৈয়া হাস্যমুখে সম্ভাষিয়া
নিজদেশে করিল পয়ান ।
দ্বিজ হরষিত হৈয়া নৃপতিসাক্ষ্যাতে গিয়া
কহিলেন জত বিবরণ
বিপ্রের কথন শুনি তুষ্ট হৈয়া নৃপমুনি
বর সাজে বিপ্রের নন্দন ।
নৃপ হরষিত হৈয়া নিজ অন্তঃপু[৬১(৬১)ক -রে গিয়া
বর সাজে করেন সাজন···
বরজ নিথম খোল বাজের বিসম ঢোল
কাড়া দণ্ডি বিসম বাজনা
হরিদেব কহে সার জোড়হাটে বসতি জার
রায়েপদে করিয়া ভাবনা ॥৪॥

॥ পয়ার ॥

চল কুঞ্জে চল কুঞ্জে জাব বা নয়ন ভরিয়া মোরা শ্যামরূপ দেখিব বা ॥

নৃপতির পুরী জত আনন্দিত হৈয়া নৃপতিসাক্ষাতে কহে অনুচর গিয়া।
ব্যালিশ বাজনা বাজে আর বাজে সানি শুনি হরষিত বড় হৈল নৃপমনি।
নৃপতি হরিষ হৈয়া কহে সর্বজনে সাজন করহ গিয়া বিপ্রের নন্দনে।
নৃপতি আদেশ পায়্যা হরষিতমন হাথে হেমতাত বালা খঞ্জননয়ন।
নানা অলঙ্কার দিল জেখানে জে সাজে হেম বাজুবন্ধ শোভে দক্ষিণের ভুজে।
অলঙ্কারে সর্ব অঙ্গ হইল ভূষিত দিব্য পট্টাম্বর জোড় কটির শুভিত।
চড়িয়া পাটের দোলায় বিপ্রসুত চলে বিপত্ত্য ঘটিব আজি হরিদেব বলে ॥৫॥

[৬১খ দ্বিজ হরষিতে কন্যা সম্প্রদিতে
ঘট লৈয়া করিল স্থাপন
করিল আঁচমন শ্রীবিষ্ণু স্মরণ
সংকল্প করিলা ব্রাহ্মণ।
গণেশপূজনে পূজে ষড়াননে
কৌসকি করিল পূজন
সাবিত্রীপূজন করিল ব্রহ্মণ
অধিবাস করিল ব্রাহ্মণ।
ধান্য দুর্ব্বা দিয়া পূজে হৃষ্ট হৈয়া
কন্যা লৈয়া করে নিষ্টি
পূজি সর্বজন বসুর পূজন
স্বাহা স্বধা শান্তি পুষ্টি।
করি সর্ব নীত জে ছিল উচিত
বিভালগ্ন শুভক্ষণে
তাহার দুয়ারি আছিল অপছরি
সর্ব মায়া সেই জানে।
নানা মায়া করি আইল সুন্দরী
মায়াচিত্ত ডাকিল সর্ত্তর
নানা বাদ্য সঙ্গে চলে নিজ রঙ্গে
প্রেবেশিল বিপ্রের নগর।

বাপের নিবান শুনিঞা ব্রাহ্মণ
অনুবর্ত্তিবারে জায়
কোন্দল করিয়া হরষিত হৈয়া
যেউটি নিবায় তায়।
অনুবর্ত্তি আনি বসিল তখনি
দ্বিজ কন্যা করে সম্প্রদান
জিনি সর্ব-অঙ্গ রসা[৬২(৬২)ক -ল রঙ্গ
হরিদেব রস গান ॥৬॥

॥ পয়ার ॥

চৌদিগে বেষ্টিত বৈসে জতেক ব্রাহ্মণ হরষিত হৈয়া করে কন্যাসম্প্রদান।
পাদ্য অর্ঘ্য জামাতারে দিলেন ব্রাহ্মণ হরষিতে বিপ্র কৈল জামাতা অর্চ্চন।
স্ত্রী-আচার করিবারে লৈয়া রামাগণে অর্চ্চনা করিল সভে হরষিতমনে।
পুনরপি কন্যা বর আনি সয়ম্বরে সম্প্রদান হুঁহে কৈল বহি নমস্কারে।
হরষিতে দুঁহে কৈল খিরভোজন সেই নিশি দুই জনে করিল বঞ্চন।
প্রভাত হইল নিশি দেখিল রাজন কহিতে লাগিল রাজা বিপ্রসন্নিধান।
শুন শুন দ্বিজবর আমার উত্তর জামাতা বিদায় কর জাই নিজ ঘর।
শুনিঞা রাজার কথা আপন শ্রবণে জামাতা বিদায় কৈল বহু রত্ন ধনে।
হরষিত হৈয়া রাজা গে[৬২খ -ল নিজ ঘরে কন্যা বর রাখিইল সুবর্ণ মন্দিরে।
দাস দাসী চৌদিগে বেষ্টিত সর্বজন কন্যা বর কৈল তবে কৌতুক খেলন।
নিদ্রারে আলিঙ্গ হৈল দুই জনে যুতি হরিদেব বলে কাল হইল যুবতী ॥৭॥

॥ ত্রিপদী ॥

লুকায়্যা নন্দের ঘরে দারুণ কংসের ডরে
সাদ নাঞি বাহির হইতে
না দেখিয়া যদুপতি আকুল জগদামতি
কানুহারা হৈল কোন পথে।
না দেখি তাহার পদ কাঁদিইছে কাদ কাদ
বসুদেব করে নিবেদন

শুনিঞা কৃষ্ণের কথা বসুদেবে লাগে ব্যাথা
কহ শুনি তাহার কথন।
দারুন কংসের ভয় করপুটে অছুয়ায়
বসুদেব উপদেশ কহ
শুনিঞা কৃষ্ণের কথ বসুদেব কহে তত্ত
মথুরায় জদি তুমি জাহ।
আমার বচন শুন জদি বা বাঁচাও প্রাণ
রাখাল হইয়া তুমি জায়
হরিদেব কহে সার ইহা বিনে নাঞি আর
প্রকারে বন্ধন হয় ক্ষয় ॥৮॥

॥ ত্রিপদী ॥

[৬৩(৬৩)ক কন্যা বলে শুন প্রভু নিবেদন করি কভু
অন্যমথ না কয় কথন
না দেখি শার্দ্দুলকায় কেমন গঠন তায়
তেন কায়া করহ লিখন।
শুনিঞা কন্যার কথা হরষিত হৈয়া তথা
আঁগারি পাইল তথাকারে
লিখিতে আঁগারি বাঘ অরুণসমান ভাগ
চিত্র কৈল সেই বাসঘরে।
হইল শার্দ্দুলকায় অরুণসমান হয়
দশন ঝাঁকয়ে ঘনে ঘন
পুন বাগরূপ হৈয়া পড়ে গায় লাফ দিয়া
বধ কৈল বিপ্রের নন্দন।
দিল তারে পাকসাড় কাঁমড়ে ভাঙ্গিল ঘাড়
জেন ঘন বজ্রপাত হয়
মারিয়া দ্বিজের সুত ভক্ষিইল মননিত
হরষিতে ভক্ষণ করয়।
বিপ্রমাংস করি ভোগ হরষিত হৈয়া বাগ
গর্জন গম্ভীর ঘন ডাকে

শুনিঞা বাঘের শব্দ নৃপতির পুরী স্তব্ধ
সভাকার ধূলা উড়ে মুখে।
শুনিঞা বাঘের কথা নৃপতি পাইল ব্যথা
মন্দিরে চলিল শীঘ্রগতি
দেখিয়া দুর্গন্ধ বাঘ নৃপতির কাঁপে ভাগ
কেন মোরে হইল দুর্গতি।
কেন বা আনিনু [৬৩খ বিপ্র কেন হৈল হেন খিপ্র
বিধি মোরে আজু হৈল বাম
হরিদেব কহে সার নৃপতি না দেখে তার
তাহার দুয়ারি দেব কাম ॥৮॥

॥ পয়ার ॥

কান্দয়ে বিপ্রের সুতা হৈয়া সকাতর বৃথা কর্ম মহীতলে দুকের সাগর।
পতিহীনে জীয়ে নারী জীবন নিষ্ফল তোমার সংহতি হব ভখিয়া গরল।
আনলে দিইলে ঘ্রত বহ্নি বহু বাড়ে তোমার বিহনে প্রাণ উছটিয়া পড়ে।
কাঁদয়ে বিপ্রের সুতা ধরণী পড়িয়া তুমি কোথা গেলে প্রভু আভাগী এড়িয়া।
বৃথা জন্ম মহীতলে হইল আমার এই বিধি লিখ্যাছিল ললাটে আমার।
দ্বিজের দুহিতা কাঁদে পড়িয়া ধরণী মূর্চ্ছাভঙ্গ হৈল সেই দ্বিজের নন্দিনী।
তাহার ক্রন্দন শুনি নল নরপতি সুবর্ণ মন্দির ঘরে গেল শীঘ্রগতি।
বিপ্রসুত নাঞি দেখি হৈল চমৎকার বিপ্রসুতা কহে তারে সত্য সমা[চা]র
এত শুনি নল রাজা কৈল বিজ্ঞপন শুন শুন কামদেব [৬৩(৬৪)ক আমার বচন।
না দেখি বিপ্রের সুত একাকী ব্রাহ্মণী শার্দুলগর্জনে মোর উড়্যা গেলা প্রাণী।
এত শুনি কামদেব জলয় আনল শক্তিশেল করি করে হাসে খল খল।
শার্দুল বধিতে জায় ক্রোধে কম্পমান শক্তিশেল করি করে বলে হান হান।
এতেক শুনিঞা বাঘ ভয়যুত হৈয়া তেজিল শার্দুলকায় মহাভয় পায়্যা।
চতুর্ভুজরূপধারী বনমালা গলে বিপত্যকালেতে মুখে জতুবংশ বলে।
সেই হৈইতে জতুবংশ করে উচাটন শ্বাপায় কুটি জতুবংশ করিল শাজন।
হরিদেব কহে সার বাঘ খেয়াইয়া এইহেতু নল রাজা স্বর্গে থাক গিয়া ॥৯॥

॥ পয়ার ॥

শার্দ্দুল দেখিয়া রাজা করিল শয়ন   হেমের পালঙ্কে নিদ্রা জায়ে ত রাজন।
একাকী বসিয়া প্রভু দক্ষিণ ঈশ্বর   স্বপ্ন কহিবারে গেলা জথা নৃপবর।
বিপ্ররূপে ক্ষেত্রপাল কহেন রাজারে   পূজন করহ তুমি দক্ষিণ ঈশ্বরে।
এত শুনি নল রাজা হইল সংর্জ্জান   তখনি ধরিল রাজা বিপ্রের চরণ।
শুন শুন মহাশয় দেহ [৬৪খ পরিচয়   ব্রহ্মবধে কাঁদি আমি না দেখি উপায়।
রায় বলে শুন রাজা আমার উত্তর   সত্যভাবে কর পূজা দক্ষিণ ঈশ্বর।
এতেক শুনিঞা রাজা ক্রোধে কম্পমান   চরণে ধরিয়া তথা রাখিল ব্রাহ্মণ।
কামদেবের তরে রাজা ডাকিল তখন   আইস আইস কামদেব বধহ ব্রাহ্মণ।
এতেক শুনিঞা রায় কাঁপে থর থর   অঙ্গ নাড়া দিলা প্রভু দক্ষিণ ঈশ্বর।
রায়ের শরীরে হৈল ক্ষেত্রপাল জত   লেখাজোখা নাঞি বীর উঠে শত শত।
কোপে আজ্ঞা দিল রায় বধহ রাজন   নল রাজার পুরীমধ্যে হৈল মহাঁরণ।
কামদেবে ক্ষেত্রপালে হইল সমর   হরিদেব বিরচয় রায়ের কিঙ্কর ॥১০॥

॥ ত্রিপদী ॥

দেখি জত ক্ষেত্রগণ   জেন জলে হুতাশন
কামদেব ভয় নাঞি করে
পবনে করিয়া ভর   করে লৈয়া ধনু শর
রণে আগু [৬৫(৬৫)ক কামদেব শরে।
জটাপক্ষ্যে করি ভর   যুদ্ধ করে তক্ষ্যবর
গগনপথেথে কৈল উধা
বাণে করে অগ্নিবিষ্টি   পোড়ায় সকল স্মৃষ্টি
কামদেব রণে বড় জোদ্ধা।
বাণে অন্ধকার করে   গগন ছাইল শরে
রায় করে বাণবরিষণ
দিবসে তিমির হয়   কেহ নাঞি করে ভয়
ক্রোধে করে অস্ত্রবরিষণ।
পড়িয়া রায়ের অঙ্গে   দুই খান হৈয়া ভাঙ্গে
জত বাণ হৈয়া গেল গুণ্ডা
ক্রোধে রায় কম্পমান   তবে ছাড়্যা দিল বাণ
কামদেব ত্যাগ কৈল খাণ্ডা।

ক্রোধেতে দক্ষিণপতি অস্ত্র এড়ে শীঘ্রগতি
চলে অস্ত্র জেন হুতাশন
এক বাণ এড়ে রায় পঞ্চমুখে আগে ধায়
বানে বানে কৈল নিবারণ।
পঞ্চমুখ একদ্বন্দ্বে দেখিয়া লাগিল ধন্দে
জেন বাণ কালান্তক জম
প্রলয় বিষম হয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ মুখে লয়
রক্ষ্য পিতা হইল বিষম।
পুত্রের স্তবন শুনি উরিলেন চক্রপাণি
খগেশবাহনে পীতাম্বর
বিপত্ত্যে দক্ষিণেশ্বর স্মরণ করয়ে হর
পিতা মোরে করহ উদ্ধার।
[৬৫খ শুনিঞা পুত্রের কথা ভূতনাথ পায় ব্যাথা
আইসেন করিবারে রণ
চিতাভস্ম মাখি গায় ভূতনাথ আগে ধায়
হরিদেব কৈল বিজ্ঞাপন ॥১১॥

॥ পয়ার ॥

চলিলেন ভূতনাথ করিবারে রণ নন্দী ভৃঙ্গী সংহতি করিলা দুই জন।
উপনীত হৈল গিয়া রায়ের গোচর আমারে শ্বশুর কেন দক্ষিণ ঈশ্বর।
ক্ষেত্রপাল বলে পিতা শুন নিবেদন কামদেব পিতারে জে ডাকিল তখন।
রণমধ্যে পিতা পুত্র হৈল দুই জন ভয় পায়্যা করি আমি তোমার স্মরণ।
মহেশ বলেন পুত্র মন কর স্থির সর্ত্তরে বধিব আমি কামদেব বীর।
সর্ত্তরে চলিলা হর মহাক্রোধ হৈয়া পলাইলা কামদেব মহাভয় পায়্যা।
ক্ষেত্রপালে কামদেবে পুন হয় রণ দিবসে তিমির হয় ছাইল গগন।
পুনরপি রায় করে অস্ত্রবরিষণ দুহেঁ দুহাঁর বক্ষস্থলে বাজিল জে বাণ।
দুই জনে মুর্চ্ছাগ[ত] হইল সর্ত্তর হর হরি করে যুদ্ধ [৬৬(৬৭)ক বড় ভয়ঙ্কর।
গদা চক্র করি করে রহে পীতাম্বর শেল করে রহিলেন দেব গঙ্গাধর।
দুহেঁ দুহাঁ করি হাথে রহিল দাণ্ডায়া কৈলাসে নারদ ঋষি উত্তরিল গিয়া।
বামীরে কহিল গিয়া সত্য সমাচার হর হরি হয় যুদ্ধ মহাচমৎকার।

স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ব্রহ্মার স্রজন   হেন বুঝি সৃষ্টিনাশ হইব এখন।
তুমি জদি কর রক্ষ্যা ই তিন ভুবন   এক নিবেদন করি জদি লয় মন।
সমর ভিতরে জাও হইয়া উলঙ্গ   তবে হর হরি রণে দিইবেন ভঙ্গ।
রণমধ্যে জদি আমি হই দিগাম্বরী   কহিবেন জত লোক ভাস্বরভাতারি।
নারদ বলেন মামী ইথে নাঞি লাজ   স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল রক্ষিবে সমাজ।
হরিদেব কহে সার সেবিয়া ঈশ্বরী   রণমাঝে ভবানী হইলা দিগাম্বরী ॥১২॥

॥ ত্রিপদী ॥

নারদের কথা শুনি   হরষিত নারায়ণী
রক্ষিবারে ব্রহ্মার সৃষ্টি
সৃষ্টিপতি গেল জথা   নব [৬৬খ গ্রহ আদি তথা
বরুণ পবন গেলা দিষ্টি।
শুনিঞা এ সব বাণী   হরষিত নারায়ণী
গেলা জথা যুঝে হর হরি
বুঝিয়া হরের মন   দেখিয়া হরির জ্ঞান
রণমধ্যে হৈলা দিগাম্বরী।
দেখিয়া ভবানীর মুখ   হরের হইল সুখ
হরি তথা পায়্যা মহালাজ
ভঙ্গ দিয়া গেলা রণে   লজ্জা বড় পায়্যা মনে
রণমধ্যে হইল কি কাজ।
কামদেব মহাবীরে   লৈয়া গেলা পীতাম্বরে
উপনীত দ্বারিকা নগরে
রণে হর দিয়া ভঙ্গ   অভয়া করিয়া সঙ্গ
উর্ত্তরিলা কৈলাসশিখরে।
একাকী হইয়া রায়   শার্দ্দূল ডাকেন তায়
দেশবুলা আর বেড়াজাল
চলে বাঘ হীরামুখী   জেন হুতাশন দেখি
তারপর চলে ভদ্রকাল।
নৃপতির পুরী জত   শার্দ্দূলেতে সুবিষ্টিত
বাঘগণ ডাকে ঘনে ঘনে

কেহ কাড়ে খোড়ে গিয়া কেহ ধরে লাফ দিয়া
ধরিলেক জত প্রজাগণে।
একভাবে নৃপবর ধরিয়া দক্ষিণেশ্বর
পূজা করে ধরিয়া চরণে
ধূপ দীপ নৈবিদ্যাদি পূজি [৬৭(৬৬)ক -ইল জথাবিধি
পুত্র কাটি দিল বলিদানে।
পূজিল রায়ের পদ স্বহস্তে করিল বধ
দিল বলি আপন তনয়
নৃপতির ভক্তি দেখি রায়মনি হৈয়া সুখী
কৃপাদৃষ্টি হৈলা তারে রায়।
জী[য়া]ইয়া বিপ্রের সুত নৃপ হৈল হরষিত
তবে দিল নৃপতিনন্দন
হরিদেব রস গায় রায় হৈল কৃপাময়
চল রাজা বৈকণ্ঠ ভুবন ॥১৩॥

॥ শ্রীরাম সত্য ॥

নল রাজার পূজা লৈলেন রায় মহাশয় সেবক দেখিতে মাতা হৈলা বরদায়।
জগত-ঈশ্বরী মাতা হরির ঘরণী হরিদেবে দেহ জ্ঞান সেবকতারিণী ॥

আসিয়া বসিলা লক্ষ্মী দৈমন্তীর সনে কহিতে লাগিল মাতা মধুর বচনে।
শুন শুন নল পুত্র আমার উর্ব্বর তোমারে করিব আমি ধনের ঈশ্বর।
রায়পূজাহেতু তুমি আছিল ত্রিভুবনে পূর্ব্বজন্মে ব্যাধ ছিলা দেখ্যাছি নয়নে।
মোর পতি নারায়ণ সেবকবৎসল তাঁর বরে হৈল তোর সকলি মঙ্গল।
করিলে আমার সেবা পরম জতনে তে কারণে [৬৭খ কামদেব ঘারী তোর স্থানে।
এতদিনে পাপ তোর হৈল বিমচন কুবির হইয়া থাক বৈকণ্ঠ ভুবন।
এতদিনে দিমু তোরে ধন-অধিপতি স্বর্ণকলসেতে তোরে করিব সংহতি।
আজি হৈইতে হও তুমি শিবের ভাগিনা প্রিথিবীর নরলোক করিবে ভাবনা।
দিলাম সকলি আমি ধনের ভাণ্ডার অদ্যাবধি হৈয়া থাক ধনের ঈশ্বর।
রাজারে বৈকণ্ঠে লৈয়া রাখিল তখন ভবানীর শাপহেতু অন্ধ ত্রিলোচন।

রাজারে স্বর্গেতে রাখি আইলা ভুবনে   স্থাপ্য করি রাখিলেন সুত অত জনে।
হরিদেব বলে রক্ষ্য সেবকবৎসল   অন্তকালে মহাশয় করিবে কুশল।
হরিদেব শিশুমতি কি জানে ভাবনা   মূর্খ হৈয়া স্তব ব্রত করিনু রচনা ॥১৪॥

॥ অষ্টম পালা সমাপ্ত ॥৬৭খ]

॥ পরিশিষ্ট ॥

(খ)

[৯গ /৭শ্রীশ্রীরামা।—

সন ১১৩৬—

শ্রীশ্রীরামা।—

সন ১১৩৬—

[১১গ,ঘ শ্রীরাম—

সন ১১৩৪ সাল—

তালিক আউষ ধান্ত—

একজাই জমা—

আশামী— ধান্ত—

সাং চণ্ডিতলা

রাএথন ৵৮।

পার— ৻৯

মাড়া— ৻১৩৸

কুড়ের—

হাড়্যাকালা্য /১১।

১৫ রোজ— ৵১৭৸

মাড়া ৵১

|৵১

নিজ ।১৭

১৩৸ /১১

৮ ১৭৸

৯ ৵৩

/৸ ।১১৸

কহিনী

আহতা—৬

দফে—৫

সাজ—১০

/১০

ফাল্গুন

গৌরী—২

/৩

শু. নারিকেল বরাবর

কীনু চক্রবর্ত্তি—৭।৩ সাতকুড়ি তিনত্যা

১৬

৯

৮৸

/১০৸

শ্রীরাম—

সন ১১৩৪ সাল—

একজাই ধান্ত—

বরাবররাম লস্কর—

শু. হরিদেব—

পরানের জোতের—

প্রথম—৻১৬॥

মাড়া— ৵৬

পহছা—৻১৫

/১৭।

শ্রীরাম—

সন ১১৩৪ সাল—

শু. কীনু কটাল—

বরাবর ঘোশাল—

আশামী—কড়ি—

১৮ ভাদ্র—১৵২৸

ই. খাজনা—বং বাণেশ্বর পান—

ভাং আশাড়—

আশামী—অদদ—

শু. দয়ারাম দা—

আশাড়— /০

শ্রীবন /৫ কাত— ৻১০

ভাদ্র /৫ কাত— ৻১০

১ মূল পুঁথির ভিতর পৃষ্ঠা হইতে সঙ্কলিত কবির বরোজা হিসাবপত্র।

[১৪ঘ
৭ শ্রীরামঃ ॥—
সন ১১৩৫ সাল—

আশামী	দাগ	দির্ঘ	প্রস্থ	শাক্কা	নিজ—
গোপাল দাং—					
তদতস্য—	১	২/২	৬/৪	২।•	শালী—
কৃষ্ণ দাং—					
তউত্তস্য—	২	৸৪	৸৪	৸৩	যুনা—
গোপী দাং					
তদুত্তস্য—	৩	১৷•	১৷•	১।১	কর্প—
				৪৸৪	

ঐ—

শালী—	যুনা—	কর্প—	লদ্ধ—
২॥•	৸৩	১।১	৻•

[৩২ঘ
৭ শ্রীরাম
সন ১১৩৩ সাল—

প্রণামা নিবেদনঞ্চ আগে মহাসয়ের মঙ্গলাদি সমাচার না পাইয়া বড়ই উদ্বিগ্ন আছি তাহাতে আমার এখানে বড়ই ক্লেশ হইয়া আছে একারণ জাইতে পাই নাই মনে কীছু না করিবেন ইতি তাং ২৯ ফাল্গুন—

[৩৬গ

কালীঘাট—	১
হিঙ্গুলাট—	১
বর্গভিমা—	১
খিরগ্রাম—	১
কামীক্ষ্যা—	১
যৌলায়—	১
	৬
জলামুখি—	১
	৭

[৫৩গ ৭ শ্রীরামঃ ॥—
ইং—খাজনা—
কহাত বাণশ্বর পান—
গুং চাদের মা—
আসামী— আদর—
৭ শ্রাবণ— ৴
গু. কীছু কোটাল—৴
৬ ভাদ্র—
গু. মাহ কর্ত্তিক— ৴
২২ রোজ—

[৮৮ঘ ...শ্রীশ্রী...
তালিক গতি ধান্য মৌজে খোড়হ[াট]—
রামচন্দ্রপুর জোত অনন্ত বাগালি—
আশামী— কাতি ধান্য—
২৯ পৌষ— ৻৩॥
তালিক গতি ধান্য—মৌজে রামচ—
ন্দ্রপুর আন

৴৭শ্রীশ্রীরাম।—
ইং ধান্য—
আসামী— ধান্য—জায়।—
মুনিরাম
কাওরা— ৻৫॥

[৮৯গ,ঘ শ্রীরাম—
সন ১১৩২ সাল—
পং বোড়ো—
মৌকেরো—

শ্রীহরি—

পরিশিষ্ট

(গ)

[?[১]...স পায়্যা ভদ্র নিশাচর   কাণ্ডারি স[হি]ত আনে শত মধুকর।
খাড়ি জড়ির ঘাটে ভাসে সহস্রেক তরি   দেখি পুলকিত বড় খাড়ির নগরি।
সহস্র বাউল্য আর জত নায়্যগণ   সহস্রক রইঘর বান্ধিল তখন।
বাইস কুঠারি দা অস্ত্র ছিল জত   বাউলিয়্যা নৌকায় তুলিল শত শত।
ভক্ষণের দিব্ব জত প্রচুর করি লয়্যা   জননী চলিল গন্ধ পুষ্প লইয়া।
খাড়ি জুড়ির ঘাটে ভাসে সহস্র তরণী   হরষিতে পূজা কৈল রতার জননী।
শুভক্ষণে রত্নাকর পূজা কৈল হর   তবে গিয়া নৌকায় উঠিল রত্নাকর।
শুভক্ষণে রত্নাকর মাগিল মেলানি   কহিতে লাগিল তবে রতার জননী।
চন্দ্র রিতু বেদ বনে শক পরিমিতি   হরিদেব বিরচিল রায়ের সংহিত॥

॥ ত্রিপদী ॥

কর্ণধার আনি রত্নাকরে অর্পিল সভায়

পুত্র জাবে বনবাসে   মরিব জে হাবাসে
শোকে প্রাণ ধরণে না জায়।
জেন রাম বনবাস   নৃপতি হইল নাশ
তেন হইল আমার ভুবন
শুন পুত্র নায়্য তথা   বনের দেবতা তথা
সাবধানে করিহ গমন।
পক্ষী ....

[?ক[২] ॥ শ্রীরামঃ ॥
বৃন্দাবনে আনন্দের অবধি বা নাঞি।
রাধা কানু [বৃন্দাবে]ন দেখে এককায়   শ্যাম অনু[রাগে] বনমালা রাধার গলায়।
মোহনকালা চিকনিঞা নাচে রা[ধা] লৈয়া   নাচিছে গোপিনী সব [কর]তালি দিয়া।
ব্রজসঙ্গে মোহনকালা নাচে গোপীগণ   হরিদেবে কয় দয়া নন্দের নন্দন॥

---

১ খণ্ডিত অর্বাচীন প্রতিলিপি হইতে হরিদেবের রায়মঙ্গলের 'জাগরণ' পালার অনুবৃত্তি।

২ কবির হস্তলিখিত অপ্রাপ্ত পুঁথির বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ হইতে ঐ অনুবৃত্তি।

রত্নাকরের কথা শুনি নৃপ কম্পমান   নিশাচর ডাক দিয়া বলে হান হান।
ঢাক ঢোল বরঙ্গ বাজিছে বিস্তর   খাড়িনা নগর মধ্যে হৈইল সমর।
দেখি অত সেনাগণ রত্নাকর কয়   এক নিবেদন করি শুন মহাশয়।
অতবি বধিবে রাজা শুন নিবেদন   পিতলোকে জলাঞ্জলি করিব তর্পন।
রত্নাকরের কথা শুনি বলেন রাজন   বড় দুষ্ট এই বেটা শুন সর্বজন।
নৃপতির কথা পাত্র শুনিলা শ্রবণে   কহিতে লাগিল পাত্র মধুর বচনে।
শুন শুন মহারাজা আমার উত্তর   তর্পন করিতে সঙ্গে দেহ নিশাচর।
নিশাচরসঙ্গে রত্না চলিল তর্পনে   রামের মঙ্গল দ্বিজ হরিদেব ভনে ॥৩৪॥

[১৮খ ... ... গমন পবন বায়

এই নানামতে বধে সেনাগণে

দেখি নৃপ এত সব   রামেরে করেন স্তব

নিবেদয়ে [রাজা মধুর বচ]নে।

তুমি দেবতার বিধি   তুমি সে পরম নিধি

তুমি দেব সংসারের সার

তোমার মহিমা অত   কহি অদি ব[ক্র] শত

কে কহিবে মহিমা তোমার।

মোরে দেহ পদছায়া   কে জানে তোমার মায়া

অত আমি তোমার নন্দন

তবন শুনহ বাপা   মোর প্রিতি কর কৃপা

পূজিইব তোমার চরণ।

রাজার স্তবন শুনি   তুষ্ট হৈয়া গুণমনি

কহেন প্রভু মধুর বচন

দ্বিজ হরিদেব ভনে   কৃপা কর সর্বজনে

তব পদ হইব পূজন ॥৩৬॥

॥ পয়ার ॥

আজু বড় শুভদিন রে হৈল   সীতাসঙ্গে রঘুনাথ নিজদেশে আইল।
দেখিতে রামের মুখ আইল অত লোক   কৌশল্যার এতদিনে নিবরিল শোক।
পুত্র কোলে করি রানী করেন রোদন   তুমি বনে গেলে রাজা তেজিল জীবন।

তুমি গেলে বনবাস ভরথ-অধীন তোমা লাগি কান্দিয়া মরিতাম সারাদিন।
প্রণমিল সীত্যা সতী করি জোড়হাথ হরিদেব বলে কৃপা কর রঘুনাথ॥

গলায় কুঠারি বাঁধি খাড়ির [ঈশ্বর] কাতর হইয়া বলে রায়ের গোচর।
ক্ষেম অপরাধ প্রভু··· দুর্গতি দেখিয়া দেহ ··· ১৮খ]

[?ক*···ক্রোধেতে চলিলা রায় খড়িনা ভুবনে শার্দুল [সংহ]তি গেলা রতার সদনে।
জিজ্ঞাসিল রত্নাকরে সত্য সমাচার কহ পুত্র কী জন্মেতে এ দশা তোমার।
[রত্নাক]র কহিলেন সত্য বিবরণ শার্দুলেতে জত সেনা করিল ভক্ষণ।
প্রাণ লইয়া একজন গেল পলাইয়া ক[হিল সক]ল ভর্ত্ত নৃপতিরে গিয়া।
এত শুনি বাণেশ্বর বলে হান হান কোপে দুই আখি হৈল অরুণ সমান।
খাড়িনা নগর মর্দ্ধে হইল সমর হরষিত হৈল বড় দক্ষিণ ঈশ্বর।
ভদ্রকাল বেড়াজাল দেশজোড়া লৈয়া সমরে প্রবেশে রায় হরষিত হৈয়া।
নৃপতিসাক্ষ্যাতে সভে মেলাপড়া করে হরিদেব বলে রক্ষ্য দক্ষিণ ঈশ্বরে॥৩৫॥

॥ ত্রিপদী ॥

প্রথম রণে দিয়া হানা চলিল পাইক সেনা
ঢাক ঢোল ববজ্ঞ বহুত
করে সভে মেলাপাড়া রায়বাস্তা ঢাল খাড়া
অব্যক্ত জমের জেন দূত।
অস্ত্র লৈয়া খরসান কেহ বলে হান হান
কাট কাট ঘন শব্দ উঠে
রায়মনি এত দেখি মনে বড় হৈয়া দুখি
আইলা রায় রতার নিকটে।
ভদ্রকাল তথা গিয়া পড়ে অঙ্গে লাফ দিয়া
বধ করে জত সেনাগণ
দেশজোড়া ভবে ছোটে লাঙ্গট পেলিয়া পিটে
মশানেতে দিল দরশন।

* ৩১১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় পাদটীকার অনুরূপ।

বেড়াজাল ভবে জায় গমন পবন বায়
প্রবেশিল সমর ভিতরে
দন্তাঘাতে কারে মারে কারে নখাঘাতে চিরে
বধিলেক জত নিশাচরে।
লাফ দিয়া আগে ধায়… …

[২৫থ শ্রীরামঃ ॥

লৈয়া জাই তোমার গোপাল জাও গ ভবনে আন্যা দিব তোমার গোপাল বিলি অবসানে।
লৈয়া জাইতে তোমার গোপাল না ভাবিয় দুর্খঃ বেণুরবে ধেনু আইসে এ বড় কৌতুক।
লৈয়া জাইতে তোমার গোপাল রাখিব বসায়্যা আমরা চরাব ধেনু চাঁদমুখ চায়্যা।
জননীরে প্রবোধিয়া জতেক রাখাল কৃষ্ণের সংহতি লয়ে গোধনের পাল।
আনন্দে চলিল তথা জত শিশুগণ হরিদেবে কর দয়া নন্দের নন্দন ॥

স্নানহেতু রত্নাকর সঙ্গে সেনাগণ রাত্রিদিবা ভাবে নায়্যা রায়ের চরণ।
নায়্যার স্তবনে রায় টলিল আসন কালুরায়প্রিতি আজ্ঞা করিল তখন।
শুন শুন কালুরায় আমার উত্তর শীঘ্রগতি গণি মোরে বল তত্তর।
এত শুনি কালুরায় করে খড়ি লৈল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল সকলি গণিল।
গনিঞা পাইল রায় জত উপাক্ষণ রত্নাকর তোমাপ্রিতি করয়ে স্মরণ।
কহিল তোমার কথা নৃপতিগোচর তেকারণে রত্নাকরে বধে…
…বিপত্যে পড়িয়া তোমা করয়ে স্মরণ শার্দ্দূল লইয়া … সেনাগণ।
এত শুনি মহা ২৫খ] * …

* এই অংশ (পরিশিষ্ট গ) এবং ২৯৪ পৃষ্ঠার [২০(২২)ক হইতে ২৯৬ পৃষ্ঠার ৩৭খ]…অংশ যথাক্রমে পঠিতব্য

পরিশিষ্ট

(ঘ*)

॥ শীতলামঙ্গল ॥

[১৩(২০)ক ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ।— ৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ ।—

.. হরিযেতে উৎপতি ব্রহ্মকুমণ্ডে স্থিতি
হরশিরে বাস তার সেষ ।
এক কালে পশুপতি পঞ্চ মুখে করে স্তুতি
গান গাত হরিসন্নিধানে
সভা সমাপ্রিত মন দ্রব হইল নারায়ণ
বিধি কৈল কুরঙ্গ ধারণে ।
সেই কালে বলি রাজা দানে কৈল বিপ্রপূজা
দানহেতু গেল নারায়ণ
এক পদ প্রথিবিতে আর পাঁ বলির মাথে
নাভিপদ ব্রহ্মার সদন ।
ব্রহ্মলোকে পদ দেখি বিধি বড় হইল সুখি
কুমণ্ডলে ছিল ভগিরথি
হরিপদ-অনুবলে সিতা ভদ্রা কুতুহলে
চারি ধারা হইল শীঘ্রগতি ।
সাধিতে ইন্দ্রের মান তথা গিয়া ভগবান
দেবরাজা হইল পুরান্দর
অদিতিনন্দন দেব বিস্তর করিল স্তব
তুষ্ট হইল সকল অমর ।
ত্রিভুবনে অবতংস আছিল মহীর বংশ
ত্রক নাম মহা মহীপাল
সুখে রাজা রাযা করে অপুত্রিক নৃপবরে
শেষ পক্ষে হইল মৃত্যুকাল ।

---

* আদর্শ প্রতিলিপির ভিতর পৃষ্ঠা হইতে। দ্বিতীয় পত্রের ভিতর পৃষ্ঠায় অস্পষ্ট অক্ষরে দ্বিজ রঘুনন্দনের ভণিতায় শীতলাবন্দনা আছে।

নৃপ হইল মূর্ত্তকায় তার পত্নি সঙ্গে আয়
বসুমতী হইল দণ্ডহত
শরীর ত্যাগ করি রানি তথা আসি উর্বসিনি
তার কোলে জন্মিল নন্দন সুত।
তার নাম হইল বাহু খপুচণ্ডে যেন রাহু
অজধ্যায় হইল নৃপতি
তার পুত্র সগর রাজা করিল জজ্ঞের পূজা
[১৩খ অশ্ব দিল পুত্রের সংহতি।
পতি বিড়ম্বিতে রাখিল পাতালভিতে
রাখে অশ্ব মুনিবিত্তমানে
সগরের শত সুত প্রেবেশে পাতালপথ
দেখে হয় কপিলের স্থানে।
হয় দেখি কম্পবান করেতে লইল বাণ
মুনিপ্রিতি মারিল তখন
মহামুনি কোপে চায় সভে ভস্ম হয়্যা জায়
হরিদেব করিল রচন॥

সগরের পুত্র জদি হইল ভস্মরাশি সগরে কহিতে গেল নারদ তপস্বী।
নারদ বলিল রাজা জজ্ঞ অকারণ মুনিসাঁপে তব বংশ হইল নিধন।
এতেক শুনিঞা রাজা হইল চমকিত অংশুমানপ্রিতি আজ্ঞা করিল তুরিত।
শুন শুন অংশুমান আমার বচন তব খুড়া তর্ত্তহেতু করো আগমন।
পিতামহ-আজ্ঞা জদি পাইল অংশুমান উপস্থিত হইল কপিলের বিত্তমান।
খুড়া সভায় ভস্ম দেখি হইল বিকল তর্পণ করিতে চায় নাই পায় জল।
কপিল মুনি বলে কেবা চায় অংশুমান গঙ্গাজল বিনা কার নাঞি পরিত্রাণ।
অশ্ব লয়্যা অজধ্যায় করহ গমন এত শুনি অংশুমান চলিল তখন।
অশ্ব লয়্যা গেল রাজা পিতামহস্থানে কহিল সকল তর্ত্ত রাজাবিত্তমানে।
এতেক শুনিঞা রাজা তপ আরম্ভিল … …

[২১গ শ্রীশ্রীশ্রীরাম॥
বীরসিংহের মশানেতে রক্ষিলে সুন্দরে কালিকে কপালিরূপ নানা মায়াধরে।

সেই মত শুণব শ্বশুরণকারী   দুর্জয় রাজনে দমন কর মহেশ্বরী।
হরিদেব বিরচন ভাবিএ শীতলা   রক্ষিবে করুণাময়ই প্রলয়ের বেলাএ॥

উচ্চারএ শীতলা শুনব বালা
কারাগারে প্রাণ জায়
ও মা দক্ষিণ মশানে দুর্জয় রাজনে
অবিচারে প্রাণ লয়।...

লক্ষি লাভ কর বোলবোলাঃ॥

পরিশিষ্ট

(ঙ*)

[২৯গ, খ শ্রীশ্রীহরি সহায়।—

মহামহীম শ্রীযুৎ রঘুনাথ সরবরাকার—

মহাসয় বরাবরেষু—

লিখিতং শ্রীপিরিতরাম যুগী

ও শ্রীবদ্দিনাথ যুগী—
ও শ্রীকানু যুগী—
ও শ্রীনবাই যুগী—
ও শ্রীরাধু যুগী—
ও শ্রীরামমোহন যুগী—
ও শ্রীহাড় যুগী—
ও শ্রীরাধাচরণ যুগী—
ও শ্রীদুর্গারাম যুগী—
ও শ্রীনিলু যুগী—
ও শ্রীদয়াল দাস—
ও শ্রীরামজয় যুগী—
সাং ধোপাপাড়াদার—
রামমোহন যুগী—
ও শ্রীগঙ্গাহরি যুগী—
ও শ্রীরতন যুগী—
ও শ্রীনিধিরাম যুগী—
ও শ্রীরামকান্ত যুগী—
সাং খিদীপুর—
শ্রীকালিসহায় যুগী—
শ্রীরামপ্রসাদ যুগী—
ও শ্রীরামসুন্দর যুগী—

লিখিতং সোল আনা কস্য একরারনামা পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমারা সোল আনা কুমপানির আসামী তাহাতে তুমি আমাদের সরবরাকার অতএব তোমাকে লিখিয়া দিতেছী আমারা কেহ বাকী বাথরার কুড়ি কোন মতে দিব নাঞী ইহাতে মোকর্দ্দমা করিতে জত টাকা খরচ খরচা জত হইবেক তাহা আমরা দিব এবং জত দায় হয় তাহা সোল আনার আছে তাহাতে তোমার কোন ভাবিত নাঞী আমারা বাকী না দীয়া জত্তপী ইহাতে

* শীতলামঙ্গলের আদর্শ প্রতিলিপির ভিতর পৃষ্ঠায় ১২১৯ সালে লিখিত একটি একরার পত্র।

অনেক খুন হয় তাহা আমরা দীব—এই করারে আপন আপন খুসিতে একরারনামা পত্র লিখিয়া দিলাম—ইতি—সন ১২১৯ সাল—১১ কার্ত্তিক—

সাং মনিখালি—
শ্রীকানু পরামানিক—
শ্রীপাচকড়ি—
শ্রীকায়রি যুগী—
শ্রীনারাণ পরামানিক—
শ্রীকানাই পরামানিক—
শ্রীপাদাড় যুগী—
সাং কৃষ্ণনগর—
গদাধর যুগী—
ধনঞ্জয় যুগী—
সাং জগন্নাথনগর—

পরিশিষ্ট

(চ*)

॥ শীতলামঙ্গল ॥

[? শ্রীশ্রীহরিনাম ।

একান্তভাবেতে পূজি দেব ত্রি[নয়ানে   শিব বিনে অন্য দেবতারে নাঞি মানে] ।
জদি তার পুজা লবে শুন সিতলাই   নিবেদন মহামায়া করি তুয়া ঠাই ।
বিড়ম্বনা বিনে পুজা [না করে নৃপবর]   হরিদেব বিরচিল সিতলাকিঙ্কর ।

শুন নারায়নি   নি[বেদ]ন বানি
নৃপতি বিক্রমরায়
তবে পুজে তোমা   কহি শুন উমা
নিবেদিয়ে কমলপায় ।
মহারাজজনে   তোমা নাহি চিনে
দুখীজনে দয়া কর
মতি দুঃখী দুই জন   দ্বিবরনন্দন
উজানি তাহারি ঘর ।
তাহাসম দুখি   ত্রিভূবনে নাহি দেখি
মুকুন্দ মুরারি দুহে
ভিক্ষা মর্থে জায়   কোথাও না পায়
মরনি ভিতরে লহে ।
নাহি সন্তাপনা   পরিধান টেনা
ভিক্ষে মাগে ঘরে [ঘরে]
তৈল নাহি মুড়ি   মস্তে মোড়ে খড়ি
মস্ত্যার কেলেসে মরে ।
তারে কর দয়া   দেহ পদছায়া
দুখ জাগ [তার] দুরে
জমুনার নিরে   দুই সহদরে
জাল এড়ি মৎস্য ধরে ।

* দ্বিতীয় অর্বাচীন পুঁথির (দ্র. পুথি-পরিচয় দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৭১) পাঠবৈচিত্র্য (তু. বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ১৭৬-৭৯) দ্রষ্টব্য ।

তুমি তথা গিয়ে সরবারি হয়ে
তাহার জালেতে রহ
রহিয়ে জালেতে গগনপথেতে
তারে উপদেস কহ।
শুন দুই জন শিবরনন্দন
রামার পূজন কর
রামি রে সিতলা ভকতবথ[সলা]
তোর তরে দিব বর।
এতেক শুনিয়া হরসিত হইয়া
লইবে তোমার তরে
শুনয়া কোটাল কহিবে মহিপাল
নৃপ[তি] দিবে কারাগারে।
বন্ধি দুই জনা বিসম জাতনা
তোমারে করিবে ধেন
সঁরন করিতে হইবে সাক্ষ্যাতে
তারে [হইবে] রাজিষ্টান।
তবে নারায়নি জথা নৃপমুনি
দাহন করিবে পুরি
তোমার চরণে কৈন্থু নিবেদনে
শুন রাজরাজেশ্বরি।
সকীবাক্য শুনি ব্রনের জননি
রানন্দ্রেত হইল মনে
সিতলাচরন লইয়া স[র]ন
হরিদেব রস ভনে॥

এতেক সকীর বাক্য শুনি ব্রনমায় উগত হাসেন মাতা পিন্ধুসের প্রায়।
বুনিয়া সকীর বাক্য ব্রনের জননি সরবারি মহামায়া হইল তখনি।
মুকুন্দ মুরারি তথা ভাই দুই জনে নিরবধি মৎস্ছা তারা ধরে দুই জনে।
রাব দিন তারা মস্ছা ধরিবারে জায় কীছুই না পারে [মৎস্ছ কান্দে] উভুরায়।

[? খ শ্রীশ্রীহরি ॥

হেনকালে জালে উটে কনকের বারি   মুকুন্দ ডাকীয়ে কীছু কহিছে মুরারি।
মুরারি বলেন দাদা দেখ না চাহিয়ে   মিত্তিকের দুট ভাড় য়াইল উঠিয়া।
মুকুন্দ বলেন চল ঘরে লয়া জাব   পাইনু যুগ[ল] ভাও মোরা জল খাব।
এতেক শুনিয়া বলে খিবরের বালা   না জাব লইয়া ঘরে জলে টেনে ফেলা।
এতেক বলিয়ে জলে ফেলিবারে জায়   মলয়াসিখ[রে] দেবি দেখিবারে পায়।
দেখিয়ে সিতলা মাতা ভাবে মনে [মনে]   না চীন[ল] মোর তত্ত্বে খিবরনন্দনে।
জার তত্ত্বে নাহি ক্রপা সেই য়ল্পমতি   জাহারে য়াছয়ে ক্রপা য়ল্পকার বাতি।
এতেক ভাবিয়ে মাতা বলেন বচন   শুন শুন মুকুন্দ মুরারি দুই জন।
য়ামী রে সিতলা দেবি ব্রাহ্মার দুহিতা   পরমকারিনি য়ামি সিদ্ধমুক্তিদাতা।
য়ামিরে মিত্তিকে নই কহি তোর তত্ত্বে   দুখিত দেখিয়া দয়া জন্মি̮ল য়ন্তরে।
করহ য়ামার পুজা ভাই দুই সহদর   চলই য়াপন ঘর তোরে দিব বর।
এতেক শুনিয়া দোহে প্রণাম করিয়ে   দ্বিজ হরিদেব [গায়] কমলা ভাবিয়ে ॥…

শব্দকোষ : টীকা-টিপ্পনী

অ

অক্ষয় বট ১৪২, ১৯৮ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৫৫ 'পলাশ-পাত্র'; রামায়ণে (২-৫৫-৬), মহাভারতে (৩-৯৫-১৪) ও বায়ুপুরাণাদিতেও (৩.৮৭-১১) ইহার উল্লেখ আছে। দ্র. 'বটে আলিঙ্গন'। **অক্ষসূত্রপাণি** ৩০ রুদ্রাক্ষের জপমালাধারী ব্রহ্মা। **অক্ষ্যতা** ২৮৭ (অক্ষত) অবিচ্ছিন্নভাবে। **অখণ্ডিত** ১৫ অন্যূনীকৃত (রঘু ৯-১৭)। **অগুয়ায়** ৪৬ অগ্রসর হয়। **অগৌর** ১৫৪, ১৮০, ২১৯ অগুরু, অগরচন্দন। **অগ্নি** ১১ বৈদিক দেবতাগণের অন্যতম। আকাশে সূর্য, বায়ুমণ্ডলে বজ্র এবং পৃথিবীতে অগ্নি—ইঁহার এই তিন রূপ। অগ্নির প্রচারে ও প্রসাদে দীর্ঘজীবন, ধন ও সৌভাগ্য লাভ হয়। শত্রু ও বিপদ্ হইতেও ইনি উপাসককে উদ্ধার করেন। **অগ্নি-উথরল** ২৩৩ (উথল+উতরোল) আগুন উথলানো (দ্র. পুঁ-প ২, পৃ ৩০৭)। **অগ্নিনিতে ঘৃত** ১০৩, ২৪১ অগ্নিতে ঘি। তু. 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব' ই.। **অগ্নিনী** ১০৩ অগ্নিতে। **অঙ্গন্যাস** ৯৮, ১১০, ১৭৯, ২১২, ২২০ দেবপূজার সময়ে স্বশরীরের বিভিন্নাংশে মন্ত্রবিশেষের ন্যাস বা আরোপ। **অচম্বিত** ২৬৮ আচম্বিতে। **অজনিসম্ভবা কন্য জজ্ঞসেনী** ২৩০ শত্রুহননের উদ্দেশ্যে যজ্ঞাগ্নিজাত আভিচারিকা শক্তির নাম কৃত্যা। সীতা বা দ্রৌপদী এইরূপ কৃত্যা কন্যা। দ্রৌপদীর নামান্তর যাজ্ঞসেনী। এখানে, শীতলার নামান্তর 'জজ্ঞসেনী' কল্পনা করায়, হরিদেব শীতলাকে অশুভনাশিনী কৃত্যারূপেই উপস্থাপিত করিয়াছেন। **অটব্যরণ্য** ৭৯ মৃগয়ার্থ যেখানে যাওয়া যায়, এইরূপ বন। **অতিরেক** ১৬২ অতিশয়। **অতুলসম্ভব** ৫ এক এবং অদ্বিতীয় দেবাদিদেব মহাদেবসম্ভূত। **অদদ** ৩০৮ (আ. আদাদ্) সংখ্যা; আসল; মূল (ধন)। দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৪৮৮ 'আদদা'। **অদর্ত্তা মায়্যা** ২৯৮ অবিবাহিতা কন্যা ('দত্তাদত্তয়োঃ স্বরূপম্'—মিতা.)। **অধিবাস** ২১২, ২৫৬ যাগ পূজা অভিষেক ও বিবাহাদিতে গন্ধাদি দ্বারা করণীয় সংস্কারবি.। **অধোক্ষজ** ৭, ২৪ 'অধঃ' অর্থাৎ হীন 'অক্ষজ' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান যাঁহার (বিষ্ণু)। **অনইচ্ছায়** ১২৯ অনিচ্ছায়। **অনন্ত** ২৭৭ বহুশীর্ষত্বহেতু অপরিচ্ছিন্ন নাগরাজ ('অনন্তশ্চাস্মি নাগানাম্—গী, ১০-২৯)। **অনাদ্য গোসাঞি** ১১ আদিদেব ধর্ম নিরঞ্জন। **অনুবজিয়া** ২৭৬, ৩০০ অনুগমন করিয়া। **অনুবল** ৬৭, ১১৩, ২৭৫, ৩১৫ সহায়। **অনুরাগে** ৭৮, ২৯৭ আসক্তিতে; অবশ্যই। **অন্ধকারে বাতি** ১৭৮ ইহা নূতন প্রবচন। **অন্নবেঞ্জন কিনে** ১৯৯ জগন্নাথক্ষেত্রে মহাপ্রসাদ 'অন্নব্যঞ্জন' কিনিয়া খাইবার প্রথা আছে। পঞ্চকোষাত্মক শরীরের ভরণের নিমিত্ত দেবতার নিকট এই অন্নক্রয়ের বিধি। **অন্যতা জে দারা** ১৫০ যে নারী অপরের পত্নী। **অপমান্যা** ২৬২ অবজ্ঞাপূর্বক। **অপৃমিত** ১২২ (অপ্রমিত) প্রচুর। **অবতংস** ১৯১, ১৯৯, ৩১৫ অলঙ্কার, ভূষণ (ক-চ, পৃ ২)।

অবতির ১৩৬, ২৯৩ অবতীর্ণ। **অবর্ণ্য** ১৩০ অবর্ণনীয়। **অবশ্য হইব স্নুত** ১৬০ দেখা যাইতেছে, দক্ষিণরায় পুত্রবরদানকারী দেবতাও বটেন। **অবিধান** ১২৬ অভিধান। **অবুধ** ১২৬ অবোধ, বুদ্ধিহীন। **অব্যক্ত** ৩১৩ যাহা বলা বা বর্ণনা করা যায় না। **অভয়াসঙ্গীত** ৮১ রায়মঙ্গলে দেবীস্তোত্রাংশের এই অভিধা মুকুন্দরামের প্রভাবজাত। **অমরণ** ১০ অমর, অমরাবতী। **অমরের (অমৃতকুণ্ডের) জল** ৯৭, ১৫৪, ১৫৬, ২৪৪, ২৭৫, ২৬০, ২৬৬ অমৃতকুণ্ডের বা জীয়ৎকুণ্ডের জল। দ্র. 'সেই জল পরশনে প্রাণ', 'ঝারা', 'বারা'। তু. 'ইন্দ্রজল' (সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃ ৪)। **অম্বকাণ্ঠে সুমেরুপর্বত** ২২৯ (তু. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৩৩, পা-টী ৬; পুঁ-প ২৭, ভূ. পৃ ১৫, পা-টী ২)। **অম্রফল** ২২২, ২৩৮ দ্র. ঐ। আমের স্বপ্ন দেখিলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা বেশী থাকে বলিয়া এখনও প্রচলিত বিশ্বাস—দ-রা। **অর্দ্ধ-অঙ্গ শীতল…জলে** ২৭৩ দেবী শীতলার প্রদাহিনী ও আরোগ্যকারিণী অভিনব রূপকল্পনা। অশোকাবদানে এক যোগীর এইরূপ বর্ণনা আছে। 'আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ'—এই মূল বৈদিক কল্পনার ইহা রূপকসৃষ্টি হওয়াই অধিকতর সম্ভব। ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য। **অর্ধ দারা পুরুষ** ১৪৮, ১৭৯ দক্ষিণরায়ের অর্ধনারীশ্বর রূপভাবনা (তু. ক-চ, পৃ ৩০১)। **অলকুলেশ** ১০৪ (*আকুল+ঈশ) আলকুশি লতার ফল, গায়ে লাগিলে চুলকায়। সেইরূপ অসহ্য কামভাব। **অশ্চন** ৩০০ অর্চন। **অশ্চম্বিত** ৮৭, ৯১ আচম্বিত। **অষ্ট দিনের গুণ** ২২১ শীতলাপক্ষে, প্রথম দিনে সৃষ্টিপত্তন, দ্বিতীয় দিনে বৃহদ্রথপালা, তৃতীয় দিনে জরাসন্ধপালা, চতুর্থ দিনে নাগপুরের পালা, পঞ্চম দিনে ভল্লুকপালা, ষষ্ঠ দিনে গন্ধর্বপালা, সপ্তম দিনে হস্তী পালা এবং শেষ বিক্রমকিশোর-গুণার্ণবপালায় অর্থাৎ এই আলোচ্য অংশের মাহাত্ম্যবর্ণনা।— ইহা শ্রবণ করিলে ইহলোকে মঙ্গল এবং অন্তে স্বর্গবাস হয়। **অষ্টনাগ** ২৪৯ অনন্তাদি অষ্ট নাগ (অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মোঽথ তক্ষকঃ, কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খোঽষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ)। অষ্টনাগ পার্থিব জলাধিপতি। পুষ্করিণীপ্রতিষ্ঠার কর্মে 'স্বর্ণ অষ্টনাগ' উপচার প্রদানের প্রথা প্রচলিত দেখা যায় (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ১৩৬)। **অষ্টমঙ্গলা** ২২০, ২২১ দ্র. 'অষ্ট দিনের গুণ'। **অষ্ট শত নাম** ২৫২ (অষ্ট+শত) অষ্টোত্তর শত। **অষ্টসিদ্ধা (ভগবতী)** ৭৬, ৭৮ ভগবতীর অষ্ট সিদ্ধপীঠ,—(১) কালীঘাট (২) হিঙ্গুলাট (৩) তমলুক (৪) খিরগ্রাম (৫) কাঙুর (৬) মৌলা (৭) জলামুখী এবং অষ্টম পীঠের উল্লেখ নাই। দ্রষ্টব্য ৩০৯ পৃষ্ঠায় কবির স্বহস্তলিখিত সিদ্ধপীঠের হিসাব। এই অষ্ট সিদ্ধপীঠের প্রসঙ্গ বৌদ্ধতান্ত্রিক প্রভাবজাত হওয়া অসম্ভব নহে (তু. 'এথা অট মহাসিদ্ধি সিঝএ উজূবাট জাঅন্তে'—চ-প, পৃ ৬৬)। **অষ্টাঙ্গ খসিয়া** ৭৮ প্রচলিত একান্নপীঠের কল্পনা হইতে ইহা স্বতন্ত্র। দ্র. 'অষ্টসিদ্ধা (ভগবতী)'। **অষ্টাদশ ভাটদেশ (ভাটি)** ৬৫, ৭৯, ৮১, ১৫৭ ই. 'ভাটি'—জোয়ার

নামিয়া যাওয়ার পরে, তীরস্থ পলিজমা মগ্নভূমি (নদীপক্ষে, 'মানা', সমুদ্রপক্ষে, 'ভাটি')। আঠারো বার ভাটিতে নৌকা বাহিয়া যে দেশের এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্যন্ত অতিক্রম করা যায় তাহাই আঠারোভাটি প্রদেশ। সুন্দরবনের দক্ষিণাংশ আঠারোটি 'ভাটির' সমবায়ে গঠিত বলিয়া এই অংশের সম্ভবতঃ এই নাম; ভেট, দক্ষিণা বা শুল্ক (তু.'রাজভাটি', 'গ্রামভাটি'); মদচোলাইয়ের ('বারুণী বাঁধার') 'শুঁড়ি'খানা (*distillery*)। রায়মঙ্গলে ভাটির সংখ্যা আঠারো; চর্যাপদে, 'চউশঠি ঘড়িয়ে পসারার' উল্লেখ (দ্র. চ-প, পৃ ৫০-১) আছে; সুপ্রাচীন ঈজিপ্টে 'নীল' নদীর দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ 'জাত' ('*Djat*'—রাজা) বা 'দক্ষিণদার' ('*the Door of the South*') ত্রিরিশ ভাটির (*collectorates and distilleries*) রাজা ('*Great One of the Southern Thirty*')। মস্ত 'গঙ্গাভাটির' দক্ষিণরায়ের পূজোপচার। এবং 'জাতাল' (∠'জাত') উৎসব আঠারো ভাটির রাজা দক্ষিণরায়ের বিশেষত্ব (দ্র. *P-I-A-E, pp. 17-19*)। **অষ্টাহ পূজা** ২৩৪ মঙ্গলা বিমলা সর্বমঙ্গলা কালী রাত্রিকালিকা বিকটা কামাখ্যা ও ভবানী —এই অষ্টমূর্তিতে আট দিন ধরিয়া চণ্ডীর বা 'শীতলা ভগবতীর' পূজা। দ্র. 'অষ্ট দিনের গুণ'। **অসীমমুরারি** ১৪৮, ১৬৭ শিবের এই অভিধায় শিবকে অনন্ত বিষ্ণুও বোঝায়। **অস্থলে** ১১৩ বিপদসঙ্কুল স্থানে। **অস্থান** ১৮৫ শরীরের গুহ্যস্থান। **অহল্যা মুক্ত সীতার সেবনে** ৭৬ ইহা প্রচলিত ধারণার অন্যথা। কিন্তু হলকর্ষণেই পাষাণের মুক্তি পাওয়া স্বাভাবিক।

আ

আএও ২৫১ আগত হইয়া বা আসিয়া। **আওাষ** ১৮০ আবাস। **আঁগারি** ৩০১ অঙ্গার; অঙ্গারজাত। **আঁটিব** ২৪ জয় করিবে; পাল্লা দিতে সমর্থ হইবে। **আঁড়্যা গরু** ২৮ এঁড়ে গরু, বৃষ। **আখণ্ড রম্ভার পাত্রে রুধির** ১২০ তু. ধর্মপূজায় রুধির দিতে হয় 'পলাশ পাত্রে' (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৪৪)। **আগ** ২৯১ ওগো। তু. শ্রী-কী, পৃ ৮৬ ই.। **আগচুল** ১৪৭ কেশাগ্র। **আগড়** ৪২ বাখাড়ির কবাট (দ্র. চি-প-স২, পৃ ৪৮৭)। **আগম পুরাণ…চারিবেদ** ২২৯, ২৪০ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃ ২। **আগম সত্ত্যের সোম** ২২৯ (আম্রকাষ্ঠে সজ্জিত) সুমেরুপর্বতস্থ অমৃতস্রাবী চন্দ্র; আগমনির্ণীত ব্রহ্মশক্তিরূপা সোম। **আগমের পুথি** ৬৫ ধর্মঠাকুরের শাস্ত্র। তু. 'আগম পোথা, -পোথী', 'আগম-বেএ' (চ-প, পৃ ৯৮, ৮৪)। দক্ষিণরায়ের বগলে তন্ত্রের পুঁথি। ইহাতে ইনি তান্ত্রিক দেবতা—ইহাই সূচিত করে। **আগমের বাণী** ২৬৭ তন্ত্রের উপদেশ। ইহা শৈব শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমবায়। তন্ত্রশাস্ত্র সপ্ত লক্ষণান্বিত,—সৃষ্টি প্রলয় দেবতার্চন সর্বসাধন পুরশ্চরণ ষট্‌কর্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যান। **আগুরি** ২০২ অগ্রণী। **আগুয়াই** ১০৫ আগাইয়া

যাই। **আগুলি** ২০১ (<*অগ্রলিকা) আকর; বাড়া (দ্র. 'ডোম্বিত আগলি নাহি চ্ছিণালী'— চ-প, পৃ ৭০; 'আগলি'—ক-চ, পৃ ২৩৬)। **আগুসরে** ৫৩ অগ্রসর হয়। **আগুসার** ৫৬ অগ্রসর। **আগে হএ** ২৪২ আগ বাড়াইয়া। **আচ্ছয়ে** ২৭০ আশ্রয়ে; আচ্ছাদনে। **আজু** ৩০২ (ব্রজ.) আজ। **আটক্য** ২১৭ (সং অট্ট7 অট্টক) জগন্নাথের মহাপ্রসাদ। 'আটিকা ভোগ'—এক হাঁড়ী বাঁধা ভোগ। **আঠার নলাএ** ২১৭ শ্রীক্ষেত্রের নিকটস্থ স্থানবি., ক্ষুদ্র নদী, কাটা খাল বা বিল। আঠারো খিলানের সাঁকোহেতু এইরূপ নাম (চৈ-ভা)। **আড়ি** ১৭৭ (আড়+ই) আড়ভাবে পাতিয়া বা ফেলিয়া। তু. 'এড়ি'; মাছ ধরিবার 'আড়া'—দ-রা। **আত্‌লা** ২৬৪ বসন্তের নামবি.। **আতঙ্গিয়া** ৬১, ১৪৭ (নামধাতু) আতঙ্কিত হইয়া। **আদদ** ৩১০ (আ.) প্রকৃত, ঠিক। **আদিত্য-প্রসিদ্ধ** ৭৩ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির অনুষ্ঠিত পুত্রেষ্টিপ্রভাবে দশরথ রামাদি পুত্রচতুষ্টয় লাভ করেন। ইনি কাশ্যপ বিভাণ্ডকের পুত্র। এই প্রসিদ্ধ মুনিই এখানে দক্ষযজ্ঞের ঋত্বিক্‌। **আগু য়নাগু তুমি** ২৩৩ শীতলাকে ধর্ম ঠাকুরের অভিধায় অভিহিত করা হইয়াছে। **আগুশক্তি** ২২, ৩২, ৭৭ 'আদিভবা' দুর্গা; আদিদেবের শক্তি কালী তারা প্রভৃতি। এই সৃষ্টিপত্তন-বর্ণনা ধর্মঠাকুরের সৃষ্টিপত্তন-বর্ণনার অনুরূপ। **আগুের অনাগু্যে তুমি ব্রহ্ম সনাতনী** ২৪০, ২৪৫ ইহা শীতলার অভিধা। আগ্যাশক্তি; সর্বদা সর্বত্র বিগুমানা দুর্গা। **আন** ২৭৬ অন্য। **আনমূর্তি** ১৬১ অন্য মূর্তি; পরিবর্তিত রূপ। **আনলে দিইলে ব্রত** ৩০২ তু. 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব' ই.। **আনিইল** ১৩৬, ১৪৪, ১৪৫ আনিল। **আপন হস্তে তনয় কাটি** ১২০ যাদুনাথের হরিশ্চন্দ্রের অনুরূপ (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৮৫)। **আভাগী** ৩০২ অভাগী (শ্রী-কী, পৃ ৩৪৪)। **আমন্ত্রীয়** ৮৮ (নামধাতু) আমন্ত্রণ করিয়া। **আমানীত** ১১৬ (আ—স্বরাগম) মান্য করে; (আ. অমানত্‌) গচ্ছিত বা তদারকের ভার। **আমান্য** ২২৫ মাননাযোগ্য মানার্হ হইবে; (আমান্ন) ধান্য ও অন্য রবিশস্যাদি। **আয়াসে** ২৩৬ আবাসে। **আরতি** ২১৬, ২৫৮, ২৫৯ সনির্বন্ধ অনুরোধ; আদেশ (শ্রী-কী, পৃ ৩৮৯ 'আরতী')। **আল** ২৮৯ আসিল। **আলাএ** ২৬৮ এলাইয়া; এলো করিয়া। **আল্যকুশী** ৩১ শূকশিম্বী লতা। চুলকানিকারক। **আল্লা** ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ (আ. অল্‌লাহ্‌) শাহজাহানের সময় ইহাকে বৈদিক দেবতা করিয়া লওয়া হইয়াছে (দ্র. অথর্ববেদীয় অল্লোপনিষৎ)। **আশামী** ৩০৮ (আ. অসামি) প্রজা, রায়ত, নাম, বিষয়সমূহ। দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৪৮৯। **আসাবাড়ি** ২১০, ২১৪, ২৮৭ (আ.) স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্মিত রাজদণ্ড; বেঁটে লাঠি। **আহতা** ৩০৮ আহড়া। তু. 'আওড়া' ওঠা—গাছ ধানের আহৃত পরিমাণ—এই অর্থে—দ-রা। **আহূতি** ২৩১ আহুতি।

ই

ইং ৩১০ (ফা. ইআদ্ দাস্ত্) এই শব্দের সংক্ষেপ। স্মারকলিপি ; কড়চা। দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৪৯০। **ইতিহাস** ১২৬ 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশসমন্বিতম্, পূর্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে'।—মনু ৩-২-৩২। সবিস্তর আলোচনার জন্য দ্র. সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃ ২। **ইন্দ্র আহার দিব** ১৪ তু. পোষণের নিমিত্ত 'ইন্দ্রজল' (সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃ ৪) ; 'মই অহারিল গঅণত পণিআঁ' (চ-প, পৃ ৯২)। **ইন্দ্র কৈল পুষ্পবৃষ্টি** ১২, ২২৬ তু. 'আছের পুষ্পগাছি নাঞি তার পাত, আপনি নিরঞ্জন তাহে দিলা পদ্মহাথ। সহস্র বাখুড়ি পদ্ম হইল শতদল, আপনি রহিলা প্রভু কমল ভিতর। কমলের সন্ধি আছে চৌদিগে বারা… মনেতে ভাবিয়া তবে কহে পুরন্দর, পুষ্প তুলিব কিশে স্থন মায়াধর' (ধ-পূ-বি, পৃ ১৯১-৯২)। সহস্রলোচন ইন্দ্র কর্তৃক সম্ভবতঃ এই সহস্রদল পদ্মপুষ্প-বৃষ্টির কল্পনা। **ইন্দ্রপুত্র কুম্ভীর জনম** ২৩৫ ব্রহ্মশাপে সম্ভবতঃ অর্জুনের কুম্ভীররূপ। তু. 'চিত্রাঙ্গদা কুম্ভিরিণী'। **ইন্দ্রফল** ২৩৭, ২৩৮ দ্র. 'ইন্দ্র আহার দিব'। **ইন্দ্ররাজা বিড়াল** ২৩৭ ইহা বায়ুপুরাণের আখ্যান। কালিকার ব্রত করিয়া ইন্দ্র এই ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তুলনায় দ্রষ্টব্য কবীরের 'বিলাই কাঁড়ারী' (চ-প, পৃ ১৪২) ; নাথসাহিত্যের 'বিড়ালে বসিয়া প্রতি-আশে' (গো-বি, পৃ ১২৮)। **ইন্দ্রে আজ্ঞা দিয়া পুষ্পরথ** ২২৬ তু. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ (সা-প্র ৩, পৃ ১০১-৩)। **ইন্দ্রের কুঞ্জর** ২৬৯ ঐরাবত। বেদে ইন্দ্র—হস্তী (ঋক্ ৮-৩৩-৮) ; পুরাণে হস্তী ইন্দ্রের বাহন। দ্র. 'কুঞ্জর মারিলে অনাবিষ্টি'। **ইনাম** ১১০ (আ. ই'ন্আম্) পুরস্কারস্বরূপ দান, ভূখণ্ডাদি।

উ

উগ্র ১০৪ অনুচিত ; অযোগ্য। ভবিষ্যপুরাণমতে, অষ্টমূর্তির অন্যতম বায়ুমূর্তি শিব। **উচাটন** ৮৪, ১৬৪, ২৩৬, ৩০২ অধীর, ব্যাকুল ; অপ্রকৃতিস্থ। **উচাটিল** ৩৯ বিচ্ছিন্ন হইল। **উছটিয়া** ৩০২ হুঁচোট খাইয়া বা উচ্চস্থানে ঠোকর লাগিয়া পড়া। **উছটে** ৪৭ আঘাতার্থ উঠাইয়া ; ঠোকর দিয়া। **উজানি** ১৭৬, ৩২০ (উদ্+যান—ফোয়ারা) যেখানে জল উপরে তোলা হইতেছে। মুকুন্দরামের কাব্যপরিকল্পনার অনুসরণে অথবা প্রাচীনতর ঐতিহ্যানুসরণে এই নাম আসিতে পারে। তু. 'ধর্মে নৌকা বাহে উজানি ভাটালি'—দ্র. শূ-পু, পৃ ৫৬ ; 'না আছিল ভাটি আর উজানি'—গো-বি, পৃ ১২৩। **উড়ন্তা জগন্নাথ** ১৪২, ১৯৮ (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪৭ 'জগন্নাথ')। **উথা** ১৪, ১৫, ই. উর্ধ্বগামী (তু. সা-প্র ৩, পৃ ৭৫-৬, ১৪০)। **উপকর্ণ** ১৪৫ উপকরণ। **উপঘ্রাত** ১৪৫ (উপঘ্রাত) গন্ধ ধূপাদির কৃতঘ্রাণ। **উপসন্ধি** ১৩৮, ১৪৮ মন্ত্রণা বা উপদেশ ; কর্তব্যকর্মে সঙ্কেতে

আদেশ। **উপহ(হি)তি** ৪১, ৮৯ দায়; উপকার। **উপাক্ষণ** ৩১৪ উপাখ্যান, পূর্ববৃত্ত কথন। **উবিস্থিতি** ২৩৯ উপস্থিতি, উপস্থিত। **উভদলে** ২৪৯ উর্ধ্বশ্বাসে। জাঁকজমকে বর ও তোড়জোড়ে ডাকাত আসা অর্থে 'উবুদোলা'—দ. রা। **উভরড়ে** ৭২ উল্লম্ফন-পূর্বক। **উভুরায়** ৩২১ (উর্ধ্বরাব) উচ্চৈঃস্বরে। **উভে** ২৩৫ উৎপাত বা হাওয়া হওয়া। **উ(উ)র** ১,৫ই. অবতীর্ণ হও। **উর্জনে** ২৮২, ২৮৬, ২৮৮ স্বশক্তিতে উৎক্ষেপণ; উঝাল—শুঁতনো। **উলূক** ১১ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪১ 'উলূক মুনি'; তু. 'উরুক' (ঐত-ব্রা. ২-৭)। **উলূকবাহন** ১১ ধর্ম ঠাকুর। **উল্লাসী দেবী** ১৮৬ উল্লাস (স্ত্রীং)—ইহা দেবীর বিশেষণ। **উশ্চশ্বস্তা** ২৭৬ *উচ্চশ্বাসযুক্ত বা 'হুমকো'(দ-রা) ভূত; (উচ্চশার্ধা—অর্ধতৎসম) লম্বামাথা। **উশ্চস** ২৮১ (উৎশ্বাস, উচ্ছ্বাস) যুদ্ধ, *combat*। **উসত** ৩২১ ঈষ(স)ত। **উষ্ম** ১৮৬ (উষ্ণ) উত্তপ্ত।

ঊ

ঊড়িলেন ১২৮ অবতীর্ণ হইলেন। **ঊলিমিলী কেউট্টা** ৩৩ *কুণ্ডলীকৃত কেঁউটে সাপ। **ঊষাস** ২১১ (উষস্) প্রভাত। 'মঙ্গলের ঊষা বুধে পা—দ-রা.।

ঋ

ঋনি ৩১৬ (ঋণী) পিতৃগণ প্রভৃতির ঋণযুক্ত। **ঋপুচণ্ডে** ১৯২, ৩১৬ (রিপু) প্রচণ্ড শত্রুতায়।

এ

একগুয়া ২২২ একটি; তু. 'গোটা'—শ্রী-কী। **এক ঢেউ আমার** ১৯৫ (তু. পুঁ-প ২, পৃ ৩০৭)। **এক ঢেউ হৈতে হাথি হাত্যাগড়ে** ১০৭ দ্র. পুঁ-প ঐ। হেতেগড় তীর্থের প্রসিদ্ধি সম্পর্কে সর্বপ্রথম হরিদেবই আমাদের অবহিত করাইলেন। আলোচনা দ্র. 'হাত্যা (হেতে) গড়'। **একদিল ঈশ্বর** ৮১, ১৪৪ (ফা. দিল্—চিত্ত) একচিত্ত হইয়া ঈশ্বরকে বা মহম্মদকে; একদিল শাহ্ ফকিরের বারা হইতে পারে। **একরারনামা পত্র** ৩১৮, ৩১৯ (আ. ই'ক্‌রার্) স্বীকার বা অঙ্গীকারপত্র। **একুচাপ** ২৪৮ একস্থানে চাপযুক্ত বা সংহত, একজোট (দ্র. চৈ-ভা 'একচাপ'; ই.)। **একেশ্বরে** ৪১ একা, অসহায়। **এড়ি** ৩২০ হাতে লইয়া ছুঁড়িয়া ফেলা (দ্র. ক-চ, পৃ ৫২)। তু. 'ঝাড়ি'। **এড়ি(ল্য)স** ১০, ৮৪, ১২৯ দিলাম; ছাড়িল; দিল; প্রস্তুত হইল (শ্রী-কী, চৈ-ভা, পৃ ২৫৩)। **এড়ে** ৫৩ নিক্ষেপ করে। **এয়ার** ২৩১ এ আর; ইহা আর। **এসে** ২০২, ২৪৮, ২৬৭ আসে।

ঐ

ঐরাবত্ত ২৭১ (ইরাবৎ) গজ—সমুদ্রজাত বা মেঘজাত। দ্র. 'ইন্দ্রের কুঞ্জর'।

ঔ

ঔষধের ডালা ৩৪ বশীকরণের জন্ম তুক্ মন্ত্রৌষধীর ডালা। **ঔশীক বাণ** ৮৪ (ঐশিক) শিবের প্রদত্ত বা শিবমন্ত্রপূত।

ক

কক্ষ্যতলে পুথি কর্ণেতে কলম ১২৫ আচার্যঠাকুরের বেশ। **কঙ্কালমালন** ২১৬ হিঙ্গুলির দক্ষরাজার স্ত্রীর নাম। **কঙ্কালমালিনী** ২১৬ ঐ; কালীর নামান্তর। প্রসঙ্গতঃ তুলনীয়,—বীরভূমের সুপ্রসিদ্ধ 'কঙ্কালী পীঠ'। এই মহাপীঠে দেবীর কঙ্কাল পতিত হইয়াছিল। এখনও প্রতি চৈত্রসংক্রান্তিতে অসংখ্য অজা মেষ বলিদানে দেবীকুণ্ডে দেবীর পূজা হয়। এই বলির উদ্বোধন করা হয় (বর্তমানে বনান্তরালে) শূকর বলি দিয়া। এবং এই আরাধনার বিশেষ দিনে দাহ হইবার জন্ম শবদেহ এই তীর্থে অনিবার্যভাবে আসিয়া থাকে।—ইহা এখানে সুপ্রাচীন নরবলিপ্রথার ইঙ্গিত বহন করে। দেবীর নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি শনি মঙ্গলবারে ইহার বিশেষ পূজা ও যাত্রিসমাগম হয়। পূজোপচারের মধ্যে 'খেলাফুল' (দ্র. *'ঝারা'), 'চাঁদমালা' এবং 'নৌকা' প্রধান। মানতশোধে দেবীকুণ্ডে নৌকা ভাসাইয়া দেওয়া হয়। **কটিতে** ১৬২ কাঁকালে; কোলে। **কটু** ১৭৫ উগ্র। **কড়পাতি** ২১০ পদসন্ধি হাঁটু গাড়িয়া। **কড়ি** ১৪৩ (কপর্দিকা) ধন কড়ি। **কড়িদহ** ২১৭ ইহা শঙ্খদহের পরে অবস্থিত। নাথযোগিগণ এই পবিত্র কড়ির কুণ্ডল কর্ণে ধারণ করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ গ ৫)। **কথি** ১৪ নিবেদন করি; বলি। **কনকের বারি** ৩২২ বারিপূর্ণ সোনার ঘট। দ্র. 'স্বর্ণ-বারি', 'জলে হৈল কনকের বারি'। **কন্ধ মুণ্ড** ১৫৬ তু. সা-প্র ৩, পৃ ৮৭-৮৮। **কপিলা** ১১ দ্র. চি-প-স ১ম খণ্ড, পৃ ৯২ পা-টী। **কপিলার দুগ্ধ** ২৩৮ জীবের পোষণের নিমিত্ত। দ্র. 'কপিলা'। **কপিলার ব্রত** ২৮৮ কপিলাকৃত দক্ষিণরায়ের ব্রত। **কমটে পিটিল নড়ে** ৪৭, ১১৭ কূর্মপৃষ্ঠস্থিত পৃথিবী কম্পিত হয় (তু. পুঁ-প ২, পৃ ২৫৩ 'কুড়মের পিঠে নড়ে বসুন্ধরা' (বাঙ্গালা মঙ্গ)। **কমলা** ২২৬, ৩২২ শীতলার নামান্তর। **কম্পিতী** ২৩৩ কম্পিত (স্ত্রীং)। **কয়া** ২০৮ বলিয়া অথবা করিয়া। **কয়ড়ি** ২৫ দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪২। **করনাল** ৩২ শৃঙ্গবৎ বাদ্যযন্ত্রবি.। **করাঘাত** ১৫৪ দ্র. 'ললাটের ঘর্ম পুছ্যা' ই.। **করিইতে** ১১০ করিতে। **করুণা** ১৬, ৩৯, ৪৫, ৫৬, ১৮৮, ১৯০ সকরুণ বাক্য। **করে অসি মসীপত্র** ২৯৭ বাঁকুড়ার কোন কোনও অঞ্চলে এখনও আঁতুড়ঘরে ছয় দিনে ষেটেরা পূজায় এই বিধি পালনের বিধান আছে। **করোঞ্জ** ২৯৪ (করমচা,-আ/ করঞ্জ) এই ফল কাঁচায় লাল থাকে। **কর্ণঝাঁপা** ৩৩ 'কাণঝাপটা'। দক্ষিণরাঢ়ে অদ্যাপি সুপরিচিত বিশিষ্ট কর্ণালঙ্কারবি.। **কর্ণমূলে প্রসবিল** ১২৯ 'কানীন' অর্থাৎ কন্যাকালীন সন্তানপ্রসবের ইহা

লৌকিক ব্যাখ্যাবি.। **কর্প** ৩০৯ (∠কার্পাস) কাপাস ফসলের জমি; দো ফসলের জমি (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৪৯৪)। **কলম্বা** ১৯০ একজাতি নেবুগাছ ও তাহার ফল। **কলিকাতা** ১৯০ 'কলিকাতা' ইত্যাদি গ্রামসমূহ বাহিয়া আসিয়া শুণার্ণবের তরণী 'কালীঘাটে' পৌঁছিল। ইহা লক্ষণীয় যে,—এই দুই স্থানের নাম স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যাইতেছে। (তু. মানিকদত্তের উল্লিখিত 'কলিকিটা' বা 'কালকিটা')। **কলিকালে শুণল্লব** ২৪৬ 'শীতলায় শাড়িগানের' অষ্টম বা শেষপালা, প্রস্তুত গ্রন্থের 'শীতলামঙ্গলে' মুদ্রিত (পৃ ১৭০-২২৬) আখ্যানভাগে বিবৃত। **কলিঙ্গরাজ** ১৪৫ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যে পরিকল্পিত চরিত্রবি.। **কলির চরিত্রকথা** ২২৪, ২২৫ তু. সা-প্র ৩ পৃ ৯৪। **কস্তুকালে** ১২৯, ১৯৩ কোনও কালে। **কহ গিয়া নন্দিনীর তরে** ২০৯ স্ত্রীলোকের মাধ্যমে স্ত্রীদেবতা শীতলায় পূজার প্রচার। **কহাত** ৩১০ কহতমতে। **কহিইব** ১৪৫ কহিব। **কাওরা** ৩১০ শূকরপালন ও ধাত্রীগিরি ইহাদের পেশা। **কাঁশী-বিশ্বনাথ** ২৯২ বিষপানে মৃত শিবের দক্ষিণরায় কর্তৃক তক্ষকের সাহায্যে প্রাণদান এবং তক্ষক শিবের পাদুকায় দংশন করিলে, কাশীর বিশ্বনাথের উদ্ভব—এই কাহিনী অভিনব। **কাজি** ১৪৪ (আ. কা.জী.) মুসলমান বিচারপতি। **কাড়া** ৯৪, ১৭৯, ২৯৮ (সং কটাহ) বাদ্যযন্ত্রবি.। **কাত** ৩০৮ (আ. ক. তা'—খণ্ড) ভূমিখণ্ড, কিতা। **কাতকা সহর** ১৯০ আধুনিক 'কাটিয়া' সহর। কেতকা মনসার নাম হইতে মূলতঃ এই নাম আসিতে পারে। **কাতি ধান্য** ৩১০ কার্ত্তিকী জেঠো ধান। **কাতী** ১২৭ কাত্তান; ত্রিবক্র, একচক্ষু বিশাল খড়্গাবি.। **কামচরি** ১৫১, ২৯৩ যথেচ্ছগামী ('নারদঃ কামচরঃ'—কু-স, ১-৫০)। **কামপুরে প্রিবিল্যা** ৮১ কাঙুরের প্রমীলা—এই ধারণা প্রচলিত কাহিনী হইতে ভিন্ন। **কামান** ১৫৩ (ফা. কমান্) ধনু ('কামাণ সদৃশ শোভে ভ্রূহি যুগল'—শ্রী-কী, পৃ ৬); তোপ, *Cannon*। **কাম্পে** ২৭০ কাঁপে; কম্পিত হয়। **কায়ধারী সগরবংশ** ১৯৬ তু. 'সগরবংশ কায়ধারী' (সা-প্র ৩, পৃ ৯৮)। **কায়বার পড়ে ভাট** ১১০ কায়বার (*ফা.) বা 'রায়বার' (আলোচনার জন্য দ্র. পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ৪)। বীরভূমের নানুর-অঞ্চলে ঘটক ভাটের পদবী আছে 'রায়বার'। **কারণ তত্ত্ব ব্রহ্ম** ৪৬ কার্যকারণতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব। পুরাণোক্তা কপিলবর্ণা গবী কপিলার মুখে এই তত্ত্বসমূহের অবতারণা করা হইয়াছে। **কার বাপে আজি রাখি** ২০৬ ইহা প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের রাবণসভায় অঙ্গদের উক্তি স্মরণ করায়। **কালকুটি বিষ** ২৯০ সমুদ্রমন্থনজাত তীব্র বিষ। অমরকোষ-টীকায় সর্বানন্দ বলিয়াছেন, ইহা 'কালের' অবসাদক বা 'দাহক'। **কালকেতু** ১৩৬, ১৪৫ চণ্ডীকাব্যের 'আখটি' খণ্ডের নায়ক। **কালসর্প ধরে জেবা হৈয়া মন্ত্রহীন** ১২৯ (প্রাচীন প্রবচন) তু. শ্রী-কী, পৃ ৩২২, 'গোপালবিজয়' পুঁথি ই.। **কালিকার ব্রত সাপ উদ্ধারণ** ২৩৭ দ্র. 'ইন্দ্ররাজা বিড়াল'। **কালিঘাটে মুণ্ডপূজা** ৭৮ কালীঘাটে নর বলি

দিয়া 'হাকণ্ড' সেবনের কথা পূর্বে কেহ বলেন নাই। প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৬৪ 'মুণ্ড-বলিদান'। **কালিদহে ঝাঁপ** ১১২ যমুনাহ্রদে অর্থাৎ কালিয়দহে 'কালিয়' নাগকে দমন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ 'কালীদহে' ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাহাতে কালী নাগ যমুনাহ্রদ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বাস করে। **কালীঘাট** ১৯০, ২১৮ একান্ন পীঠের অন্যতম। এইস্থানে সতীর দক্ষিণ পাদের চারিটি অঙ্গুলি পতিত হয়। ইহার দেবী কালী এবং ভৈরব নকুলীশ বা নকুলেশ। মীন-গোর্খের কাহিনীতে এই দেবীপীঠের ও এখানে প্রত্যহ নরবলির ইঙ্গিত আছে (গো-বি, পৃ ২০)। **কালীপদ** ৯৪, ১২৭ কালীবিষয়ক পদ বা শাক্তপদ। **কালু নাম** ৫৮ কালুরায়ের জন্মকথা। অম্বিকারূপিণী উর্বশীকে দেখিয়া বিচলিত (চন্দ্রস্বরূপ) হরবীর্যে দুই সহোদর দক্ষিণরায় ও কালুরায়ের জন্ম। দ্বিতীয়ের বর্ণ 'কৃষ্ণ' দেখিয়া ইন্দ্র এই নাম রাখেন। **কালুরাএ হিজুলি** ২৯৪ হরিদেবের মতে, দক্ষরাজাকে হিজুলি হইতে হিমালয়ে পাঠাইয়া, হিজুলিতে কালুরায়ের দেবত্বাধিকার দেওয়া হয়। **কালুরায় অশ্ব পায়্যা** ৫৮ কালুরায়ের বাহন অশ্ব। আশ্চর্যে হরিদেব কুত্রাপি কালুরায়কে 'কুম্ভীরে' আরোহণ করান নাই। দ্র. 'তুরঙ্গবাহন'। **কালুরায় সহোদর** ১৪৩ দ্র. 'কালু নাম'। **কালের ভার কালেরে দিয়ে** ২৭০ দৈবনির্ভর সুগভীর নিরাসক্ত অধ্যাত্মচেতনা (তু. রবীন্দ্রনাথ—কণিকা, 'উদ্বোধন')। **কাশ্যপ বাপেরা** ১৫০ মুকুন্দরামের অনুকরণে বর্ণনা (তু. 'বল্ল বংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল'—ক-চ, পৃ ৬৩)। **কাহাল** ১৯৭ (কাহলী) ধুতুরাফুলী বৃহৎ ঢাকবি.। **কিমির্থে** ৩০ (কিমর্থ) কি জন্য। **কিমিহদ** ২০১ দ্র 'হৃদদহ'। **কিরণে** ২৮২ (=কারণে)। **কুচনীর পাড়া** ৭০ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ২৭-৩১। **কুচিলা আলখি** ২৭৯ কুরুচি ও আলগ বা আলোক লতা। **কুচ্ছাঁকার** ১৯৩ কুৎসিত আকার (তু. 'কুচ্ছিত আকার'—সা-প্র ৩, পৃ ৭৮)। **কুঞ্জর** ৩৯ হস্তী। (তু. ধর্মপুরাণের বর্ণনা—সা-প্র ৩, পৃ ৯৯ ; ঐ ভূ. পৃ ৩৯-৪০)। **কুঞ্জর মারিলে অনাবিষ্টি** ২৭১ দ্র. 'ঐরাবত'। হস্তী আকাশের জলদেবতা। মেঘজাত কুঞ্জর মরিলে সংসার জলশূন্য হইয়া ধ্বংস হইবে। যৌগিক পরিভাষায়,—'আকাশে থাকিয়া হস্তী পাতালে তোলে পানি',—গো-বি, পৃ ১৭৬। প্রসঙ্গতঃ, কমলে কামিনীর হাতী গিলিয়া পুনরায় উগরাইয়া দিবার প্রসঙ্গ স্মরণীয় (ক-চ, পৃ ২৪১ দ্র.)। **কুঞ্জর সহিতে সুরালয়** ২৬৯ ইন্দ্র ও ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের পূজা। সংবর্তাদি মেঘের অধীশ্বর সোমপ্রিয় ইন্দ্র ও মেঘজাত ঐরাবতের পূজা করিলে স্বর্গবাসের অধিকার জন্মে। **কুড়ি** ১৮৬, ৩১৮ কুষ্ঠরোগ ; কড়ি। **কুড়ি কুষ্ঠী** ১৮৬ 'কুড়কুষ্ঠ'; শ্বেতকুষ্ঠ (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪৩)। **কুড়ের** ৩০৮ বিঘাপরিমাণ (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৪৯৭ 'কুড়া') জমি হইতে জমির নামবি.। **কুণ্ডু** ২৪১ দেবতার স্নানের নিমিত্ত বৃত্তাকার তাম্রপাত্রবি.; 'তামার

কুঁড়ি'—দ-বা। **কুন্দ** ১৭৫ কুঁদফুল। **কুবির হইয়া থাক** ৩০৬ নলরাজার কুবেররূপে বৈকুণ্ঠে অবস্থিতি, পৌরাণিক বর্ণনার সহিত মিলে না ; যক্ষরাজ কুবেরের স্থান কৈলাসে। **কুলজি** ১৫৯ দেওয়ালে কৃত ত্রিভুজাদি আকারের গর্ত—দ্রব্যাদি রাখিবার স্থান। **কুলীন দ্বিজের মায়্যা**-১০১ সতেরো-আঠারো শতকের বাঙ্গালীসমাজের মূল্যবান্ আলেখ্য। **কুশ্ছাকার** ৩৩ দ্র. 'কুচ্ছাঁকার' (তু. পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ২৯)। **কুসণ্ডের ঘণ্ট** ২৬১ কুষ্মাণ্ডের বা কুমড়ার ঘণ্ট। **কেশরী** ২৭ কিশোরী। **কৈইল** ২৫৭ কৈল, করিল। **কৈকৈ** ১৯৯ কৈকেয়ী। **কৈবর্তের জন্ম আদ্যকথা** ১৪৩ (কেবর্ত—শুক্লযজু ৩০-১৬) মৎস্যবধকারী কেওট বা ছেলে। কৃষিজীবী 'হেলে কৈবর্ত'ও' আছে। এই পেশার রূপক, পরে, যোগরূপক হইয়াছে। মীনগন্ধা ও মীননাথ ইহারই প্রকারভেদ। **কৈলাসের কামিলা** ১৫৮ (সং কর্মিন্—শিল্পী ; ফা. কামিল্—নিপুণ) দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বাস কৈলাসে—এই কথা হরিদেব প্রথম বলিলেন। **কোকিলবাহিনী** ৬ সরস্বতী। ইহা নূতন ও উপযুক্ত কল্পনা (দ্র. রু-ধ ১খ, ১সং, পৃ ৯)। **কোঙালিনি** ২১৬ কাঙ্গালিনী। **কোন্দলভেজান** ২৬০ ঝগড়াবাধান। **কো(কু)পিয়া** ৯১, ১৮১, ২৭০ (নামধাতু) ক্রুদ্ধ হইয়া। **কোরঙ্গো** ২১৬ (করঙ্ক) করঙ্গ ; কমণ্ডলু ; করোয়া ; জলপাত্রবি.। **কোরোলা কুরোলি** ১৫ (কুরর, কুররী—*Osprey*) চিলজাতীয় পক্ষিবি.। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহারা সুপরিচিত। **কৌসকি** ২৪৭, ২৭৬, ২৭৯, ২৯৯ (কৌষিকী) কালিকার কায়কোষজাতা চণ্ডিকাদেবী ('কায়কোষনিঃসৃতা বা (সা কৌষিকী)—কালিকা পুরাণ)। **ক্রোধভুপা** ২৮৪ প্রচণ্ড ক্রোধ। **ক্ষিয়াতি** ১৯৫ খ্যাতি ; খ্যাত। **ক্ষেত্রপাল** ৪৬, ৬০, ২৯২, ২৯৪, ৩০৩ ই. শস্যক্ষেত্ররক্ষক উনপঞ্চাশসংখ্যক দেবতাগণবি. ; ভৈরববি.। হরিদেবের মতে, ইহারা দক্ষিণরায়ের অঙ্গজাত।

খ

খঅঙ্ক কলা ২৬১ ক্ষয়কর ক্রিয়াকারিণী ; নাশিনী। **খচর** ২৭৪ (সং কচ্চর) অশ্বতর (*mule*)। **খনক** ১৭৯ (খনক) বাস্তবি.। **খপ্র** ২৯৬ ক্ষিপ্র। **খয়ের দুসন** ২০০ (খর দূষণ) পঞ্চবটীবনে রামের সহিত যুদ্ধে নিহত প্রসিদ্ধ রাক্ষসদ্বয়। **খর্ব** ৭১ সহস্রকোটি। **খাইতে আগুনি** ৮৫ সেকালের সতীদাহপ্রথার মূল্যবান্ সামাজিক ইঙ্গিত। **খাড়ি** ৩১৩ উপসাগর ; উপসাগরসন্নিহিত ভূখণ্ড। **খাড়ি জড়ি** ৩১১ (খাড়ী, জোলি ∠ জোলা (দ্রবি) তিনদিকে স্থলবেষ্টিত সাগরাংশ ও বড়ো খাত বা জুলি (তু. চ-প, পৃ ৮৮, 'খাল বিখলা' ; গো-বি, পৃ ৯২ 'খালজোড়া')। **খাণ্ডব দাহন** ২৩৮ ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটে যমুনাতীরস্থ বনবি.। এই বন ইন্দ্ররক্ষিত। অগ্নির প্রার্থনায় অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ ইহা দগ্ধ করেন। **খাণ্ডববনের রাজা** ২৬৯ হরিদেবের মতে, খাণ্ডববনের রাজা জগদ্বিখ্যাত 'জরাসিন্ধু'। **খালাস** ১৬৭ (আ. প.

লাস্‌) ছাড়ান। **খাসা জোড়া** ৯ (আ.খ.াস্‌) উৎকৃষ্ট জোড় অর্থাৎ পরিধেয় ও উত্তরীয়। **খিপ্র** ৩০২ হঠকারিতা। **খিরখণ্ড** ২১৫ ক্ষীর ও খাঁড়মিশ্রিত মিঠাই। **খিরগ্রামে জোগসিদ্ধা** ৭৮ (তু. পুঁ-প ২, পৃ ১৩৩-৩৫ ; ঐ তু, পৃ ১৫-১৬)। **খুঙ্গি** ১৭২ (অল্লিক) (বংশনির্মিত) পেটিকাবি.। **খেতি** ৪৩ ক্ষতি। **খেমক** ১৭৯ দ্র. 'খনক'। **খোজা** ৯২, ৯৪, ৯৮ (ফা. খ. বাজ. হ্‌) ছিন্নমুষ্ক পুরুষ (*hermaphrodite*)। **খোদা** ৮১ (ফা. খু. দা) ঈশ্বর। **খোরাসানি** ৯২ খোরাসানদেশীয় যবনজাতিবি.।

গ

গগন (উদয়) ২৫৫ ইহা সুমেরুপর্বতে চন্দ্র ও সূর্যোদয় (তু. 'উদি গেল চন্দ্রা রবি অষ্টাঙ্গে, গগনশিখর মাঝে পবন হেণ্ডারে' (চ-প, পৃ ১১৬)। **গঙ্গাজল** ৩১৬ প্রাণসঙ্কলনকারী গঙ্গাবারি। **গঠিল কনকবারি** ৩০ (বারিপূর্ণ করিবার জন্য) স্বর্ণঘট গঠন করিল। এই অর্থে কিছু অসঙ্গতি লক্ষিত হয়। 'বারি' বা 'বারা' অর্থে যে 'মুণ্ড' বোঝায় (দ্র. 'একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়'—বা-সা-ই, ১খ, ২সং, পৃ ৫৫৪), এই গঠনে যেন তাহার ইঙ্গিত মিলে। **গড়** ২৬৫ ভূমিষ্ঠ প্রণাম। **গড়ে** ২৪৯ কুঁড়ে অর্থাৎ যে শীঘ্র যাইতে বা সারিতে চাহে না। **গণনাথ** ১৭৯ গণেশ, সত্যস্বামী, প্রমথগণের পতি, শিব ; ইনি হস্তিমুখ। পার্বতীর গৃহীত পুত্র বলিয়া 'শিবনন্দন'। ইনি জ্ঞানদাতা, 'বিঘ্নরাজ', সর্বাগ্রে পূজ্য এবং কার্যসিদ্ধি-কারক। **গণিলা** ১৪৮ জ্যোতিষিক গণনা করিলেন। **গণেশের মাথা** ৩৯ দ্র. 'দক্ষিণে পড়িয়া সেহ'। এই 'মাথা' হরিদেবের কল্পনায় 'হুড়মুড়্যা ক্ষেত্র' (দ্র. ঐ) এবং ইহাই সম্ভবতঃ কৃষ্ণরামের 'বারা' (দ্র. 'গঠিল কনকবারি')। **গণ্ডার বলিদান** ২৪৬ শীতলাপূজায় গণ্ডার বলিদান (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১৬৬ 'রানী'—'গণ্ডা বলিদান অভয়া কৈল পান', ই.)। দ্র. 'শীতলাই'। **গতি ধান্য** ৩১০ ভাগে 'প্রাপ্ত' ধান্য (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৫০১) ; 'গতি'=প্রাপ্তি (তু. গী, ২-৪৩, মনু, ১-১১০)। **গধিনীরূপেতে** ১৩৬ স্বর্ণগোধিকারূপে রূপান্তরিতা চণ্ডীদেবীকে। **গন্ধর্পবির্ণন** ২৫৬ গন্ধর্ববর্ণন বা গন্ধর্বের অনুরূপ (তু. 'মরুমরীচি-গন্ধবনইরী' —চ-প, পৃ ১০০)। **গন্ধাহত** ১৪৩ পদ্মগন্ধা মীনগন্ধার প্রতি কামাহত বা কামমোহিত। **গলায়ে কুঠারি বাঁধি** ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ২১৯, ৩১৩ ইহা সম্পূর্ণ বশ্যতাস্বীকার বা আত্মসমর্পণ ; দৈন্যস্বীকার। রুদ্ররোষের দ্বারা সম্পূর্ণ উচ্ছেদযোগ্য, প্রত্যয় করাইয়া দেবতার অনুকম্পাকর্ষণ। 'কুঠার', সম্প্রদায়বিশেষের টোটেমও হইতে পারে। **গাঁটি** ২৮৯ গাঁইট, গ্রন্থি, জোড়-অংশ। **গাতে গাতে** ২৬৭ গাহিতে গাহিতে। **গাভা** ৩৩ (গর্ভক) খোপায় জড়াইবার ফুলের কুঁড়ির মালা। **গাম্ভারি** ৭৯ (গম্ভারিকা) গামার গাছ। আজ গম্ভীরের (মহাশিবের বা ধর্মঠাকুরের) পূজায় এই গাছ লইয়া বিশেষ কৃত্য আছে (দ্র. 'গাম্ভারী বন্দনা'—শূ-পু, পৃ ১৪১)। ইহার কাঠ হইতে 'ধর্মশূল' ও 'ধর্মপীঠ' নির্মিত হয়। **গারড়** ৮৮ মেষ। কিন্তু

ক্রিয়ায় ব্যাত্রবৎ উল্টা। তু. 'গাকড়ি' বিবৈস্ত অর্থে। **গাল্যাইতে** ১৫০ (নাম ধাতু) গাল দিতে দিতে; গালাগালি করিতে করিতে। **গিমা** ১৬১ (*গ্রীষ্মসুন্দরক) শাকবি.। 'ভিমা শাক'—দ.রা। **গিরিটিকাল** ২১৫ (অর্ধতৎসম *গ্রীষ্ট7) গিরিসি বা গ্রীষ্মকাল। **গুড়ি** ১৯৬ গুঁড়া। **গুণার্ণব** ১৮৮ হরিদেবের পরিকল্পিত শীতলার অষ্টমঙ্গলা গানের শেষদিনে গীত শেষ পালার (জাগরণ?) নায়কের নাম। অবশ্য দেবতার দৃষ্টিতে ভক্তমাত্রই 'গুণার্ণব'। **গুণ্ডা** ৩০৩ (∠গুঁড়া) তু. (সং√গুণ্ডি7গুঁড়ি—চাউলচূর্ণ—দ-রা); তু. চর্যাকারের নাম 'গুণ্ডরী পাদ' (মশলা ইত্যাদি গুঁড়া করা যাহার পেশা)—চ-প, পৃ ৯ দ্র.। **গুমুত্রে মুত্তে শুদ্ধ** ২২৯ কপিলা গাভীর গোময় ও মূত্রে স্থান শুদ্ধ হয় (আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৯১-৯২, পা-টী)। **গুয়া কাটিবারে** ৩৩ ইহা বিবাহে স্ত্রীআচারবি. (দ্র. ক-চ, পৃ ৪৮ 'গুয়া কাটায় হৈল গণ্ডগোল')। **গুরি** ৩২ (গৌরী) গৌর বা স্বর্ণবর্ণা সুন্দরী। **গৃহপেতে** ২৫৬ গৃহে ও মণ্ডপে। **গে** ২৫৮ ই. গিয়া। **গেঙ্গরী** ২১৯ বাস্তযন্ত্রবি.। **গো-খোপর** ১২৯, ২২৫ গরুর খুরের গর্ত। **গোচোনা** ৩৪ (গোরোচনা) গোমস্তকস্থ পীতবর্ণ শুষ্ক পিণ্ড। **গোমস্তা** ২২৬ (ফা. গু. মাশ্‌ত) তহসিলদার। **গোরকচনা** ২১২ দ্র. 'গোচোনা'। **গোলা খাঁ** ১৭০ লোকবিশেষের নাম। **গোলামালি** ১৭০ ঐ। এই নামে সুবিখ্যাত এক পীরও আছেন (দ্র. পুঁ-প ২, পৃ ১২৯-৩০; ঐ তু. পৃ ১০)। **গোহাগিরি** ১২৫ পর্বতগুহা। **গোহারি ধরিয়া** ১২৫ পণ; শপথ (সম্ভবতঃ গো হরণ করার); দোহাই (তু. 'গুহাড়া'—চ-প, পৃ ৮২; 'গোহারি'—ক-চ, পৃ ৬)। **গৌরব** ২০৪, ২১৫ সম্মান, মর্যাদা। **গ্রান্থিচুড়া** ২১৩ গাঁটছড়া। পরস্পরের সতত ঘনিষ্ঠ সাহচর্যসূচক। **গ্রামবর্গে** ২৪, ৯৮ ই. স্বগ্রামের সকলকে।

ঘ

ঘরজামাএ ২১৫ গৃহজামাতৃরূপে। **ঘরাঘরি** ১৬২ ঘরে ঘরে। **ঘর্ম-ছেদনে** ২৯১, ২৯২ (√ঘৃ—ক্ষরণ) ঘর্ম—বীর্য (তু. 'কালু নাম', 'দক্ষিণ ঈশ্বর')। **ঘর্মের কোণা** ৪৬ দেবী দুর্গার ঘাম হইতে বাঘের জন্ম। **ঘর্ম পুচি**…২৩০ দ্র. 'ঘর্ম-ছেদনে'। **ঘাঘর** ২৪৭ (সং ঘর্ঘরা) ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, কিঙ্কিণী, ঘুঙ্ঘুর। **ঘাটু** ৮ বাঁকুড়া জেলার পড়াশ গ্রামের প্রসিদ্ধ দেবতা ঘেঁটু (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৮; র-ধ ১খ ১সং, পৃ ১৬)। ইনি চর্মরোগবিনাশক দেবতা। দক্ষিণ রাঢ়ে ফাল্গুন-সংক্রান্তিতে অরুণোদয়কালে সদর নাছে প্রতি গৃহস্থ ঘেঁটুর বিশেষ পূজা করেন। অকেজো কালো তিজেল হাঁড়ীভাঙ্গা ঘেঁটু দেবতার মুণ্ডপ্রতীক। গোময়ের ডেলায় ইঁহার কড়ির চোখ বসাইয়া, তাহাতে সরিষার তেল ঢালিয়া, সেই চক্ষুদ্বয় হলুদকালি দিয়া ঢাকা দিতে হয়। উপুড়-করা হাঁড়ীর ভিতরে জলে প্রাণপ্রতীক প্রদীপশিখা। গুড় চাউল ও ঘেঁটুফুল ইঁহার পূজোপচার। বাড়ীর গৃহিণী কর্তৃক অর্চিত হইবার পরে, এই ঘেঁটুমুণ্ডকে

লগুড়াঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে হয়; অতঃপর ইহার দিকে ফিরিয়া তাকানো নিষিদ্ধ। পূজান্তে ইহার পাতখোলায় কাজল পরিলে দৃষ্টি স্বচ্ছ হইয়া থাকে। কড়ির চোখ দুইটি সারা বছরের আরোগ্যকামনায়, বাসগৃহের প্রবেশদ্বারের চৌকাঠে বসাইয়া রাখা হয়, জাগ্রত প্রহরীরূপে। চর্মরোগনিরোধ বিষয়ে ঘেঁটুর দীর্ঘ ছড়া আছে। সেই ছড়াগান গাইয়া কলাবাস্নের দোলায় বাহিত 'ঠাকুর' দেখাইয়া আবালবৃদ্ধ দলে দলে প্রতিঘরে সন্ধ্যায় দান মাগিয়া, চাউল ডাইল তেলের সংগৃহীত দানে, পরে, প্রীতিভোজে আপ্যায়িত হয়। **ঘৃতের বাতি** ৬২ ইহা মঙ্গলসূচক। 'ঘৃতং পূতম্,'—ঋ, ৪-১০-৬। **ঘোরদণ্ড** ২৭৬ (-দন্ত*) ভীষণাকৃতি। **ঘোরদৃষ্টি** ১৫৩ ক্রূরদৃষ্টি।

চ

চণ্ডিপাটে কয় ১০৭ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যে আছে। **চন্দ্র রিতু বেদ বনে** ৩১১ 'বাণ বেদ' ই.-র (পৃ ৬৬) পাঠান্তর। 'বাণ' স্থলে 'বনে' পাঠ অর্বাচীন অর্থহীন লিপিকরপ্রমাদ। লক্ষণীয় যে, অঙ্কের 'বামাগতি' এখানে আগেই ধরিয়া ইহা লিখিত হইয়াছে। **চর্দ্দি ভারী** ২৪৩ চতুর্দশ ভারবহনকারী। **চলিল দক্ষিণ দেশে** ৬৪ দেবতা দক্ষিণরায় দক্ষিণদেশে অর্থাৎ ভাটির দেশে চলিলেন। **চাচর** ২৩১ (* চর্চরী) কোঁকড়া। **চাটি** ৬৬ জন্তু জানোয়ারের পিছন পায়ের লাথি। **চাঁদ অধিকারী** ৫২ প্রধান পাত্র বা পার্ষদ চন্দ্র। (তু. ক-চ, পৃ ১৬১ 'সাধু অধিকারী')। **চাঁদ খসি** ২৫৫ সুমের পর্বত হইতে চাঁদ ভূমিতে যেন খসিয়া পড়িতেছে। এই রূপক ব্যর্থক। **চাঁদ বাস্তা** ১০৫ মনসামঙ্গলের নায়ক। ইনি দেবী বিষহরিকে স্বীকার না করায়, দেবী শঙ্খচিলরূপে ইহার 'মহাজ্ঞান' হরণ করিয়া লইয়াছিলেন। **চাপান** ১৫৩ চড়াও করা। **চামুণ্ডা চণ্ডিকা** ৭ দুর্গার মূর্তিভেদ (যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা। চামুণ্ডেতি·· ভবিষ্যতি।—চণ্ডী)। **চারি ধারা** ১৯১, ৩১৫ দ্র. ভাগ, ৫-১৭, বৃহ-পু, মধ্য, ১১ অ। হরিপদজাত গঙ্গোদকের চারি ধারা—সীতা ভদ্রা অলকানন্দা ও বক্ষা। দ্র. 'হরের হরির গানে', 'মেরুশৃঙ্গ', 'সীতা', 'ভদ্রা' ও 'বক্ষা'। **চারি পাড়ে** ১৫৯ চারিটি পাড় বা পাটিতে। ঘরের চালের আধারস্বরূপ চারিদিকের চারিটি পাড়নকাষ্ঠে। **চিংড়িভা দহ** ২০১ তু. ক-চ, পৃ ২৬৬; গো-বি, পৃ ১২৯ 'সমুদ্র মাঝারে কৈ মৎস্য উজাএ রে'। **চিকনিআ** ১২৫ (হি. চিকনিয়া) মনোহর; স্নিগ্ধ। **চিতপুরে চিত্রেশ্বরী** ২১৮ কলিকাতা-চিতপুরের দেবী চিত্রেশ্বরী। এখানে পূর্বে অসংখ্য নরবলি হইত (দ্র. পূ-প ২, পৃ ১২৮ 'চিতপুরে মঙ্গলার বন্দিনু চরণ, অজা মেষ নরবলি হয় অনুক্ষণ')। **চিত্র করে** ১৫৯, ৩০১ দেওয়ালচিত্র (*Fresco*) আঁকে। **চিত্রবতী গোপী** ১৮ ই. হরিদেবের উপস্থাপিত এই নারীচরিত্রটিকে আমরা দেখি, কপিলাধেনুরক্ষার্থ প্রয়াগতীর্থে শিবের তপস্যারতা এবং যেন

রায়মঙ্গলকাব্যের সূত্রধারিকারূপে। দ্র. ভূ.। **চিত্রাঙ্গদা কুম্ভীরিণী** ১০৩ অর্জুনের শাপে চিত্রাঙ্গদার কুম্ভীরিণী রূপগ্রহণ সম্পূর্ণ নূতন সংবাদ। ইহার সহিত তুলনীয়, গন্ধমাদন পর্বতের গন্ধকালী কুম্ভীরিণী। হনুমান্ ইহাঁকে বধ করিয়া দক্ষ মুনির শাপ হইতে মুক্ত করেন। চর্যাপদে, গাছের তেঁতুল কুম্ভীরে খাওয়ার রূপক আছে (দ্র. চ-প, পৃ ৪৮)। **চুন খায়** ২০১ (চুণ কায়) এই বর্ণনা মুকুন্দরামের বর্ণনায় অনুরূপ (দ্র. ক-চ, পৃ ২৩৬)। **চূড়ামণি তীর্থ আগমে বাখানি** ২৬৭ গরুড়পুরাণ মতে, 'চূড়ামণি' যোগবি. (সূর্যগ্রহঃ সূর্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা, চূড়ামণিরয়ং যোগঃ…)। রঘুবংশে, ইহা 'পাদপীঠ' বা আসনরূপে উল্লিখিত আছে। তন্ত্রে, চূড়াস্থ অর্থাৎ মস্তকস্থ সহস্রাররূপে শ্রেষ্ঠ (চূড়া) তীর্থরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। যুধিষ্ঠির অশ্বমেধযজ্ঞে বা গাজনে 'চূড়া দান' করিয়াছিলেন (দ্র. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৩১, পা-টী ৬)। ইহা মুণ্ড-বলিদান বা ধর্মপুরাণের হাকন্দ সেবনের (দ্র. ঐ ভূ. পৃ ৪৫) অনুরূপ। মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে 'চূড়ামণি স্নানের' উল্লেখ আছে (দ্র. বা-সা-ই ১ খ ২ সং, পৃ ৩১৩)। মাধব আচার্যও তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে চূড়ামণির ('শিরে সহস্রদল') বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন (বা-সা-ই, ১খ, ২সং, পৃ৩৬৫)। **চূড়ামণি সুরধনী আগমেতে শুনি**…২৬৭ তন্ত্রোক্ত চূড়ামণি বা সহস্রারনিঃসৃত 'লাক্ষাভ পরমামৃত'-বাহী (গো-বি, পৃ ২৩২) সুরধনী (তু. ধর্মপুরাণের 'হাকন্দ নদী'—সা-প্র ৩, প্রবে, পৃ ৪) বা গঙ্গাধারা ভগীরথ অর্থাৎ কায়সাধক কর্তৃক অবনীতে অবতারিত। **চেতায়** ২৩৮ চেতন করায় বা জাগায়। **চেমক** ১১৯ বাদ্যযন্ত্রবি.। **চেয়াড়ে** ৬০ চেঁচাড়ি; চিয়াড়ি (বাঁশের তৈয়ারী)। **চৈইত্র** ২১৫ চৈত্র। **চৌউকাটা** ১৫৯ চারিখণ্ড কাঠে রচিত কপাটের আধার। **চোরাধেনু** ৪১ যে গাই দোহনকালে নিঃশেষে দুধ দেয় না। তু. বি-ম-বিধৃত কাহিনী (বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ১২৭)। **চৌসট্টী বসন্ত** ২৩২ দেবী শীতলার ফৌজ চৌষট্টি প্রকারের বসন্ত (দ্র. 'বাওয় হাজার বাগ')।

ছ

ছড়া ২৪৪ (ছটা) ছিটা। **ছন্দবন্ধ** ১৮১ চাতুরীযুক্ত; 'ছেঁদো কথা'—কল্পিত কথা—দ-রা.। **ছয় জন** ১৮৭ মনসামঙ্গলের নায়ক চাঁদ বেণেরও ছয় পুত্র ছিল। **ছয় মাস গর্ভ স্বামী মরে** ৮৬ সুকুর মামুদের 'গোপীচাঁদের সন্ন্যাস' গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে,—'কামরূপ নগরে আছে পুরুষের বসতি, তথা জাএ নারী জে জন হএ রিতবতি। কামরূপ জায়া নারী ভুঞ্জেন শৃঙ্গার, রিতু রৈক্ষা করি হএ গর্ভের সঞ্চার। গর্ভের ভিতরে যায় সৃজন হয় বেটা, রামচক্রবাণে পুত্রের মুণ্ড জাএ কাটা'। হবিবেবে পাই, পুত্র স্থলে স্বামী। **ছয় মাসের মড়া উঠে** ২৭০ ইহা লখিন্দরের প্রাণসঞ্চলনপ্রসঙ্গ স্মরণ করায়। **ছদ্মধারি** ২০২ ছল বা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া। **ছলঙ্গ** ১৯০ (মাতুলুঙ্গ) টাবা লেবু (শ্রী-কী, পৃ ২০৬; ক-চ,

পৃ৭৮)। **ছান্দনপাশ** ৫২ মন্থনদণ্ডের বেষ্টনরজ্জু। তু. 'ছান্দক বান্ধ'—চ-প, পৃ ৪৮। **ছান্দলা** ৩০ বিবাহার্থ রচিত মণ্ডপ। **ছামুনি (নাড়লে)** ৩৪, ২৭৯ (ছাদন) বস্ত্রাচ্ছাদনের মধ্যে বর-কন্যার শুভদৃষ্টি। **ছায়ারূপে (বুলেন)** ১৩১, ১৫৭ প্রতিবিম্ব বা দ্যুতিরূপে বিচরণ করেন (তু. সা-প্র ৩, পৃ ২৪ 'ছায়া-স্বপন')। **ছারখার** ১৩, ৮৫ই. তু. গো-বি, ভূ. পৃ ১—কচ 'মায়ালতা কাটিয়া করিল ছারে খারে' ই.। **ছিলিম** ৮৯ (হি. চিলম) তামাক সাজার কলকে। **ছেনিপারা** ৬১ ছোট রকমের— দ-রা।

জ

জখন জন্মিল ঝিএ... ২:৬ ইহা সুপ্রচলিত প্রবচনের প্রাচীনরূপ। **জগতবেক্ষিতি** ২৩৭ জগতবিখ্যাত। **জগন্নাথক্ষেত্র একাকার** ১৭৮ জাতিধর্মনির্বিশেষ ব্যবহার। **জগন্নাথে নীলাচলে** ১৯৯ দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৫৪ 'নীলগিরি', 'নীলাচার' ই.। **জগাতি** ৪২, ১৫৩, ১৫০, ১৪১, ১৪২ (আ. জ. কাত্) শুল্ক, দান ;(ফা. জ. কাতী) ঘাটের দানী, ঘাটওয়ালা। **জঙ্গ** ১৩৯ (ফা. জঙ্গ্) যুদ্ধ, বিবাদ। **জঙ্গলবিলাস** ৮১ জঙ্গলভ্রমণে মহিমাপ্রচার। **জঙ্গলরাজা** ১৫২ তু. 'জঙ্গলবসতি বন্দো ঠাকুর দক্ষিণরায়, জেই স্থানে বাগে মানুষে কথা কএ'—পুঁ-প ২, পৃ ১২৮)। **জজ্ঞসেনী** ২৩০ ই. হরিদেবের মতে, ইহা শীতলার নামান্তর। মহাভারতের দ্রৌপদীর নামান্তর 'যাজ্ঞসেনী'। দ্র. 'অজনিসম্ভবা কন্যা জজ্ঞসেনী'। **জজ্ঞের অঙ্গার** ২৩২ হরিদেবের মতে, ব্রহ্মযজ্ঞের অঙ্গার লইয়া শিব বসন্তের সৃষ্টি করিলেন। **জট্যবুড়ী** ২০৭ শীতলার জটাধারিণী জরতীরূপ-কল্পনা। (তু. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ২৬, পা-টী ৭)। **জতি** ৫৪ যূথী। **জত্নিনী** ২২৫ (যত্ন—স্ত্রীং) উদ্যোগী স্ত্রীলোক। **জনেক খুন হয়** ৩১৯ এই অংশের পুঁথির লিপিকর মুসীদের জিদ লক্ষণীয়। **জন্ম ভবভালে** ২৫২ হরিদেবের মতে, শিবের ললাটজাত ঘর্ম হইতে দেবী শীতলার উৎপত্তি। **জন্মিইলা** ১৫৪ জন্মিলে। **জপের মালা ছিড়ে কাথা** ২৫৮ আদারি ও গুধড়ি (দ্র. গো-বি, ভূ. পৃ ঘ ৩)। **জবনাস্ত খিতি** ২২৫ যবনপরিপ্লাবিত ক্ষিতি। **জমধাম** ৫৮ মারাত্মক অস্ত্রবি.। **জমধার** ১৪৬, ১৪৭, ২৯৬ (যমদাড় ∠ যমদণ্ড) দ্র. ক-চ, পৃ ৫৩, ৭৬ দ্র. 'জমধাম'। **জমুনা পুর্বেতে গেল** ১০৭ ইহাদের ভৌগোলিক সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ আছে। গঙ্গা—ইড়া, যমুনা—পিঙ্গলা, সরস্বতী—সুষুম্না (দ্র. 'মদ্ধে গঙ্গা সতী')। বামদিকে অমৃতধারাবাহী ইড়া বা গঙ্গা বা চন্দ্র, দক্ষিণদিকে বিষধারাবাহী সূর্য বা যমুনা বা পিঙ্গলা এবং মধ্যদেশে শুক্রবাহী সরস্বতী (চ-প, পৃ ১৫৫)। **জমুনার জল উঠে আকাশ পাতালে** ১০৭, ১০৯ তু. সা-প্র ৩, পৃ ৩১ 'উভে সপ্ততাল ঢেউ দেখি লাগে ভয়'। আলোচনার জন্য দ্র. ঐ, ভূ. পৃ. ১৮, পা-টী ৬। **জম্বুপতি** ৩১ জম্ভপতি ; মকরবাহন কামদেব। **জয়ঢোল** ২১৬ বৃহৎ ঢাক। **জয় বিজয়** ১২২ তু. 'কাল বেকাল দ্বারী'— সা-প্র ৩, পৃ ১৪৩।

জয় মঙ্গল ৫৯ শুভহেতু জয়জয়কার। **জরাদী** ২৮৭ (জরৎ) জরতী; (জবে) বৃদ্ধ। **জরাসিন্ধু** ২০৫, ২৩৬ই. (জরাসন্ধ) জরা (হরিদেবের মতে, শীতলা) কর্তৃক সন্ধা (দেহ সংযোজন বা সন্ধলিত যাহার); চন্দ্রবংশীয় রাজাবি.। পিতা বৃহদ্রথ। পৌরাণিক কাহিনী হইতে এই প্রসঙ্গের বৈশিষ্ট্যাবলী ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। **জলঝারি** ১৮৫ ভৃঙ্গার, গাড়ু। **জলন্ময়** ১৯৮ জলময় (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৩৮)। **জলসএে** ২১২ বিবাহে স্ত্রী-আচারবি.। গোপালবিজয়ের পুঁথিতে এই কৃত্যের প্রাচীনতর বিস্তৃত বর্ণনা আছে। **জলে ছৈল কনকের বারি** ২২৩ 'বিষধারাবাহী' যমুনার জলোদ্ভূত স্বর্ণঘট। ইহা শীতলার প্রতীক। দ্র. 'শীতলাই'। দেবী মঙ্গলচণ্ডীও 'সরিত্তীরে সমুৎপন্না' (ধ-পূ-বি, পৃ ১০৩) এবং ইহার জড় রহিয়াছে অথর্ববেদে (১-১-৫-১)। তুলনা 'সরোবর'-তীরে 'হেমবারি জলগর্ভার' প্রতীকে চণ্ডীপূজা করিয়াছিলেন (ক-চ, পৃ ১১৫, ১৯২ ই.)। **জসরভুবন** ১৩৮, ১৪৮ যশোরের মদন রাজার কাহিনী হরিদেবের নিজস্ব। **জাকু** ১৮৮, ১৮৯ যাউক। **জাগরণ** ১৬৭, ২৯৭ আগমবিধানে, পুরুষ দেবতার নিকট গেয় 'দ্বাদশপালা' (দ্র. 'দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা') এবং স্ত্রীদেবতার নিকট গেয় 'অষ্টম পালা' (দ্র. 'অষ্টাহ পূজা') দেবার্চনার চরম ফল লাভের প্রত্যাশায় রাত্রি জাগিয়া গাহিবার নাম 'জাগরণ'। অর্ধরাত্রে শ্বশুর নিদ্রা গেল, বউড়ী 'জাগিয়া' ('জাগয়')। কণ্ঠে লগ্ন নৈরামণি বালিকা জাগিয়া ('জাগন্তে') থাকিলে মঙ্গল ('সুবাড়ী'—'সুঘটং'—চ-প, পৃ ৪৮-৯, ১১২-৩)। 'সকল রজনী জাগিল'—(শ্রী-কী, পৃ ৩৬০); 'শনি মঙ্গলবারে জাগাইবে নিশা রাতি'—(ক-চ, পৃ ১৩৬); 'জাগাল গাষার গাছে'—(ঘ-শ্রী, পৃ ৩৪); 'ঔষধ জাগাইয়া আস্তিক স্মরিবা'—বি-ম দ্রষ্টব্য)।—এই সকল 'জাগরণের' যৌগিক ও রূঢ় উভয় অর্থই আছে। কোথাও ইহার উদ্দেশ্য, অধ্যাত্মবোধের উদ্বোধন (তু. 'জাগো জোগী অধ্যাত্ম লাগৌ'—গো-বি, তু. পৃ ছ ৪) এবং কোথাও বা আভিচারিক কার্যে শক্তিসম্পন্ন বা মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া অথবা দেবানুগ্রহ লাভ করা। দৈবযোগে 'জীবন্যাসের' জন্য 'নিশিজাগরণ' (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৫৩) করিতে হয় এবং গীতার মতে, 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী, যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ। —২-৬৯)। **জাটী** ৬০ (যষ্টি—তু. 'নাগযষ্টি') জাট। প্রতিষ্ঠিত পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে নিখাত দীর্ঘ নিম্ব বা বিল্বকাষ্ঠদণ্ড; ঘানির জাট। **জাড়ি** ২৪৯ (জাড়া) জাঁকিয়া ধরা; 'জেড়বেড়' করিয়া ধরা—দ-ব্য। **জাতি** ২১৫ (জাতী) চামেলী; মালতী। **জাত্রা করি গমন** ২৭৬ বৃহৎসংহিতা (৮৬-৩) মতে, উৎসবোপলক্ষ্যে গমন; বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রস্থানমাত্র। তু. 'জারী' (ফা. জা. রী—শোক) মহরমপর্বের শোকযাত্রা হইতে মুসলমানের শাস্ত্রসম্বন্ধী যাত্রামাত্র। **জানাতা করিয়া** ১২৬ এই প্রসঙ্গ কালিকামঙ্গলের

'বিদ্যাসুন্দর'-পালার আভাসে রচিত। **জামির** ১৯০ (সং জবীর) লেবুবি.। **জায়** ৩১০ (ফা.) ফর্দ (*list*)। **জার তরে কৃপা নহি**...১৭৮, ৩২২ নূতন প্রবচন। **জার ধর্ম তার সনে**...৪৯ ধর্ম ধার্মিকের সহিত এবং পাপ পাপীর সহিত যুক্ত হয়। পাপীর কুফলভোগ এবং ধার্মিকের বৈকুণ্ঠবাস অবশ্যম্ভাবী। **জার্ম** ১৯৫ জায়। **জারে** ২৪৪, ২৭১ দ্র. 'জাড়ি'। **জিবৎবান** ১৬৬ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪৮ 'জীবৎবান'। **জিষ্ণু** ১২৮ বিষ্ণু, ইন্দ্র, অর্জুন, সূর্য। **জী** ১৮৮ জীবিত থাকি। **জীবন্যাস** ৩৮, ২১৯, ২২০, ২৪৮ মন্ত্রবলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৪৭, ৪৮)। **জুগ্য** ৬৫ যোগ্য। **জুতি** ৩০ জ্যোতি। **জুয়ায়** ৮৭ যোগ্য হয়। **জে(আ)ল্যা** ১৮০ (জালিক) জেলে, ধীবর। **জৈই** ২৬৫ জয়ী। **জৈইটি** ২১৫ জইষ্টি ∠জ্যৈষ্ঠ। **জোকদহ** ২০১ মুকুন্দরামের অনুসরণে এই বর্ণনা (দ্র. ক-চ, পৃ ২৩৬)। **জোগ-আরম্ভন** ২২৯ ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থে ব্রহ্মযোগ। **জোগবশে** ২৩৯ যোগবলে। **জোগ মাতা কৈল**...৭০ শিবনিন্দা শুনিয়া সতী নিজ কায়া পালটিবার জন্য যোগ আরম্ভ করিলেন। **জোগি তাঁতি** ৯৫ (যোগি তাঁতী)। তাঁতবোনার পেশাগ্রাহী গৃহস্থ যোগী। **জোজনে** ২৮১, ২৮৯ সংযোগকরণে। **জোড়** ১১৯ ধুতি ও উত্তরীয়। একবস্ত্রে মঙ্গলকর্ম অবিধেয়। **জোত** ৩০৮, ৩১০ (যোক্ত) রাইয়তের বা ভাগদারের নিজ-চাষের এলাকাভুক্ত জমি। **জোত্র** ২৭৬ (যোক্ত) জো; যোগাযোগ। **জৌতুক খেলন** ৩০০ বধূবরসম্বন্ধী কামক্রীড়া। **র্জরা** ১৮৫ জরাজীর্ণ। **জরা রাক্ষ্যসী** ১১৩ দ্র. 'জরাসিন্ধু'। জরা রাক্ষসী জরাসন্ধের দ্বিধাবিভক্তভাবে জাত দেহকে সংযোজিত করিয়া জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথকে দান করেন। এই 'জরা রাক্ষসী' ষষ্ঠী দেবীর পূর্বরূপ (দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৯১, পা-টী); দ্র. 'দুই গর্ভে জরাসিন্ধু'। **জরাসুর** ১৮৩ ঋ. ঋগ্বেদে (১-৭২-৮) 'জর' শব্দ পাওয়া যায় 'সন্তাপ' অর্থে। সুশ্রুতে (৬-৩৯-৪) ব্যাধিরূপে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। জরোৎপত্তি ও পশুপক্ষিস্থাবরাদির জরভেদপ্রসঙ্গ সবিস্তর বর্ণিত দেখা যায় মহাভারতে। চাণক্য জরের নানা শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। কালিদাসের কাব্যে ও সংস্কৃত পুরাণাদিতে জরের উল্লেখ পাওয়া যায়। হরিবংশে (১৮১-১; ৮) জরাধিদেবতার রূপকল্পনা আছে।—ইহাই বাঙ্গালা পুরাতন কাব্যে জরাসুর দেবতার জড় বলিয়া মনে করি। 'জরাসুরের পুঁথি' একাধিক মিলিয়াছে। মুদ্রিত ও অমুদ্রিত এই সকল পুঁথিতে দেবতা জরাসুরের কৌতুককর বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চব্বিশ পরগণা ও হাওড়া জেলার দক্ষিণাংশে বিভিন্ন গ্রামে আমি জরাসুর দেবতার বিচিত্র-মূর্তি দেখিয়াছি। কোথাও কোথাও ধর্মরাজ মনসা শীতলা পঞ্চানন্দ দক্ষিণরায় ঘণ্টেশ্বর প্রভৃতি দেবতার সহিত ইহার পূজা হইতেছে। পাশখালি গ্রামের (চব্বিশ পরগণা) জরাসুরের দোলপূর্ণিমায় বিশেষ পূজা হয় আবীরসহযোগে। 'জরাসুরের বার' করিতে হয় মানত থাকিলে। পূজার উপচার

আমার নৈবেদ্য। বসন্ত, জরাদি নিরাময়ের জন্য মানসিক করা হয়। ৭"×৭" কালো পাথরের কূর্মমূর্তিই এখানকার জরাসুরের প্রতীক। কূর্মের চারিধারে ঘোড়া খোদাই করা আছে। পিছনে আছে সমৃণাল পদ্ম। 'সলন' (ছলন) দেওয়া হয় আরোগ্যান্তে মানত শোধে; 'সলন' হইতেছে মাটির ঘোড়া বা ঘোড়ায়চাপা রাউত-মূর্তি। দেবতার দেহারা খোলায় ছাওয়া। আটচালায় হয় হরিনামসংকীর্তন। তিওড়(তেঁতুলী)পাড়া গ্রামের (হাওড়া) জরাসুর গণেশাকৃতি (সম্ভবতঃ 'শুঁড়ের' জন্য)। ইনি চতুর্ভুজ; ৪°×৩" কালো পাথর। জর মেহ ছানি ইত্যাদি রোগ নিরাময় করেন ইনি। ইঁহার বার করা হয় দোলপূর্ণিমায়; যাত্রীরা ইঁহার নিকট বাতি দান করেন। মানতশোধে কোন বলি দেওয়া হয় না। 'ছলন' দেওয়ার প্রথা আছে। শাবলপুরেও (হাওড়া) জরাসুর আছেন অনুরূপভাবের। **জ্বালামুখি ঊর্দ্ধমুখী** ৭৮ হরিদেবের মতে, ইহা অষ্ট সিদ্ধপীঠের অন্যতম। তন্ত্রমতে, এই পীঠে সতীর জিহ্বা পতিত হয়। ইহার ভৈরব 'উন্মত্ত'। দেবীর জলা জিহ্বাই মুখ বলিয়া, ইহা 'জ্বালামুখী'। 'শিবলিঙ্গ' পর্বতমালার নীচে এই তীর্থ কাংড়া উপত্যকায় অবস্থিত। পাঠানকোট হইতে জ্বালামুখী ও যোগীন্দর নগর যাইতে হয়। দেবীর বর্তমান মন্দিরগঠনে সপ্তদশ শতকের মুসলমান স্থাপত্যভাস্কর্যের নিদর্শন আছে। মন্দির স্বর্ণচূড়। দেবীর মূর্তি নাই; কুণ্ড আছে। কুণ্ডের ভিতর হইতে নির্গত হইতেছে অনির্বাণ অগ্নিশিখা। মন্দিরগাত্র ভেদ করিয়া বিচ্ছুরিত হয় তাহারই নীলাভ বিচিত্র রশ্মি। এই রশ্মিসমূহ দেবীর বিভিন্ন জ্যোতি বা মূর্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। যেমন,—মহাকালী অন্নপূর্ণা চণ্ডী হিংলাজ অম্বিকা বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি। গোর্খনাথ ও সিদ্ধ নাগার্জুনের কাহিনী জড়িত আছে এই তীর্থের সহিত; 'গোর্খকুণ্ড' বা 'রুদ্রকুণ্ড' তাহারই সাক্ষ্য বহন করে। 'বীরকুণ্ডে' স্নান করিলে বন্ধ্যা নারী সন্তানবতী হয়।

ঝ

ঝমকে ১২৫ নেশা, তন্দ্রাদিহেতু অবসন্ন হইয়া ঢুলা বা ঝিমা। **ঝাঝরি** ২১৬ (সং ঝর্ঝর) করতাল বাদ্য বি.। **ঝাঁট্যাইতে** ৪২ (নাম ধাতু) ঝাঁট দিতে। **ঝাপান** ২৮৩ দ্র. যুদ্ধ ঝাপান'। **ঝারা** ১০৯, ১১০ই. (√ক্ষর 7, *ক্ষারিকা; ঝর 7 ঝার—শিঙ্গত) ঝরা; ঝরানো; ক্ষরিত করানো; জলপাত্র; ঘট (তু. 'সহস্রঝারা ঘট'; দক্ষিণ রাঢ়ে দেবপূজার প্রারম্ভে দেবতা-আনয়নে জলঝারি হইতে 'ঝারা' দেওয়ার প্রথা এখনও বর্তমান। জল এবং দুধ—উভয়েরই ঝারা দেওয়া প্রচলিত আছে। শোলার ঝারার নির্মাণেও জলপ্রবাহের চিহ্ন সুস্পষ্ট। ইহারই নামান্তর 'খেলা ফুল'। দক্ষিণ রাঢ়ে দুর্গা কালী প্রভৃতি তান্ত্রিক দেবীর পূজায় মালাকারেরা শোলার বা অভ্রের নির্মিত 'ঝারা' দিয়া পূজামণ্ডপ ও প্রতিমা সাজাইয়া থাকেন। এই 'ঝারার' গঠনপদ্ধতি প্রতীকধর্মী ও এই ব্যাখ্যার অনুরূপ। তু. 'কমলের সন্ধি আছে চৌদিগে

'ঝারা'—ধ-পূ-বি, পৃ ১৯১)। **ঝিএ** ১৮৮ (প্রা. ধীএ) বৎসে (সম্বোধনে)। **ঝেঁটা-ঝাঁটা** ৪১ ঝাঁটার ঘা বা বাড়ি। **ঝোঁটে** ৪৬ (হি. ঝোঁটা) চূড়া। **ঝোড়হাট** ২০, ২৭ ই. কবির বাসগ্রাম। হাওড়া জেলার বর্তমান বাণীপুরের সন্নিকট। ভূমিকায় আচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের কৃত স্কেচ্ দ্রষ্টব্য। **ঝোর** ১২৪ নির্ঝর।

ট

টঙ্গে ৮ (তুঙ্গ) তুঙ্গস্থান। মাচায়, খাটে কিংবা চিলেছাদে। **টমকি** ১৩২ বাদ্যবি.। **টাটি** ১৪৫ (দেশী) মাটির ছোট বাটী ; কটরা। **টালনি** ১২৫ হেলনি ; বক্রতা। তু. 'টাল' 'ভুল' অর্থে,—চ-প, পৃ ১০০। **টেনা** ১৭৭, ১৮০, ৩২০ জীর্ণ বস্ত্র।

ঠ

ঠমক ১০১ (ঠমক) সবিলাস গমনভঙ্গি। **ঠাঞ্জে** ২৮২ স্থানে।

ড

ডণ্ডিবেশ ২৩৫ (দণ্ডী) চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী। **ডম্প** ১৭৯ (ফা. দফ্) বাদ্যবি.। **ডাকইতা** ১৮০ ডাকাইতি। **ডাকিইলা** ২৭৭ ডাকিলা। **ডাড়ি মাজি** ১৮৮ নৌকার দাঁড়ী ও মাঝী। **ডারাশ** ২৪৯ (দাঁড়াশ) দণ্ডবৎ দীর্ঘ নির্বিষ সর্পবি.। 'ঢেমনা' সাপ—দ-ৱা। **ডাঁস মাচি মশা** ২০ ধর্মপুরাণ ও হরমঙ্গল সাহিত্যের মাধ্যমে ইহারা সুপরিচিত। **ডুম্ব** ১৯, ২৮২ বাঘের প্রকারভেদ। **ডোমচিল** ৫০ চিলবি.। নামসাদৃশ্যে ইহাকে 'ডোম্বী' বা 'চণ্ডীর' অনুকল্প বলিয়া ধারণা করা যায়।

ত

তউ(দ, তু)তস্ত ৩০৯ (এতৎ তস্য) এই (ঋষি) তাহার। **তর্ক্য** ২৫৭ (তর্ষ) অতিস্পৃহান্বিত ; লালসাযুক্ত। **তবে জিল ধনঞ্জয়** ৮৬ তু. সা-প্র ৩, পৃ ৮৮ 'লুইচন্দ্র জীল' ; ঐ পৃ ১৪৮ 'জীল'। **তমুলুর্ত্তে বর্গভীমা** ৭৮ মেদিনীপুর জেলার রূপ-নারায়ণের দক্ষিণতীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন নগর তাম্রলিপ্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বর্গভীমা। ইনি দেবী দুর্গার প্রকারভেদ। ইঁহার মন্দির ধনপতি সদাগরের নির্মিত বলিয়া প্রবাদ আছে। দেবীর কুণ্ডজলের স্পর্শে সদাগরের নৌকা সোনা হইয়া গিয়াছিল। তন্ত্রমতে, 'তাম্রলিপ্তি প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে'। কিন্তু আসলে মূর্তিটি নাকি পদ্মপাণি বুদ্ধের এবং তান্ত্রিক পীঠ—ইহারই পরবর্তী রূপান্তর। **তা** ২০৩ (* তাব) গোঁফ পাকাইয়া তাবের মতো করা। **তাড়বালা** ৫ তাড়া, বাহুভূষণ বি.। **তাড়িল** ৭২ আক্রমণার্থ পশ্চাদ্ধাবন। **তাবুরক** ১৯৭ (আ. তাব্‌রক্‌) দৈবাদির উপদ্রবনিবারক মন্ত্রকবচাদি। **তামুক্ষর** ১৮৫ বসন্তের নামবি.। **তাম্র্রখোল** ১২৯ কর্ণ সূর্যপুত্র বলিয়া নিরাপত্তার নিমিত্ত অরুণবর্ণ তাম্রখোলে ভাসাইবার এই কল্পনা, মনে হয়। তু. পূ-প ২, পৃ ৩১৬ : অবৈধ সন্তান মানিক পীরকে ভাসিয়া

'তাম্ব্ খোপুরি বাদি দরিয়ায় ভাসায়'। **তাম্ব্ দেউল** ১২৮ ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক চারি যুগে জগন্নাথের যথাক্রমে স্বর্ণ রজত তাম্র ও পাষাণের দেউলনির্মাণ।—এই কাহিনীর প্রকারভেদ দেখা যায়, যাদুনাথের ধর্মপুরাণে, রানী মদনার যথাক্রমে সুবর্ণ রজত তাম্র ও মৃত্তিকার ঘটে 'চণ্ডিকার বারি' বহিয়া প্রাণসঙ্কলিত পুত্রের অন্বেষণে (দ্র, সা-প্র ৩, পৃ ৮৯-৯০)—এবং এই সকল বর্ণনার সূত্র, অথর্ব বেদের বিরাজ সূক্তের (৮-৫-৫-১-১০) অসুরগণ, পিতৃগণ ও মানবাদির পোষণের নিমিত্ত ঈশ্বরের 'মায়া'রূপকে অয়স্ রজত ও মৃৎপাত্রাধারে দোহন ও রক্ষণের কল্পনা হইতে মূলতঃ আসিয়াছে, অনুমান করি। **তার অবিধান** ১৫৮ তাহার অবধান কর; শোন। **তালিক** ৩০৮ (আ. তালীক্.) সূচীপত্র; নির্ঘণ্ট; ফর্দ (*list*)। **তিতয়ে** ১৭৭ (*তিমিত, *তিত্তিরিয়) আর্দ্র হয়; ভিজে। **তিন ঠাঞি তিন মুর্তি** ২২ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর—এই পুত্রত্রয়ের নিকট 'গৃহিণী' আদ্যাশক্তির যথাক্রমে সাবিত্রী কমলা ও সতীমূর্তি। **তিন ডাক** ১২৬ তুক বি.। তু. সা-প্র ৩, পৃ ৭৬ 'রাজা রাজা বলি ডাক দিল তিন বার'। **তিনত্যা** ৩০৮ তিনটা। **তিন পুত্রের গৃহবাস** ২২ দ্র. 'তিন ঠাঞি তিন মূর্তি'। **তিন পুরুষের নাম** ৩৫ (ক) উগ্রকণ্ঠ বা রুদ্রকণ্ঠ শিব (খ) শিতিকণ্ঠ বা শ্বেতকণ্ঠ শিব (গ) নীলকণ্ঠ বা সমুদ্রমন্থনে উত্থিত কালকূট বিষপানে নীলকণ্ঠ শিব। **তিন ফল** ২৩৮ ইন্দ্রপ্রেরিত তিনটি আম। **তিন মুখ** ১০৭ গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। **তিন সত্য** ৪৫, ২১০ তিন বার দিব্য (দুই বারে বৈধ, তিন বার বৈধহীন)। **তিল পাত** ১৮৬ বসন্তের গুটির অপসারণ। **তীরেন্দার** ২৪০,-১,-২ (ফা. তীর্ অন্দাজ্.) ধনুর্ধর। **তুর্ক** ১২৬ তর্কশাস্ত্র (*Logic*)। **তুমা** ১৭৫ (তমস্) তমোগুণ। **তুমি ত্রিদশের সার অর্ধ অঙ্গ নারী** ১৫৮ দ্র. 'অর্ধনারী পুরুষ'। **তুয়া** ৮০, ১৭১, ১৭৬, ৩২০ (ব্রজ.) তোমার। **তুরঙ্গবাহন** ৫৮ কালুরায়ের বাহন অশ্ব। এই রূপে ইনি অসন্দিগ্ধ ভাবে ধর্মঠাকুর 'কালুরায়'। **তুলসি দিল** ২৭৮ কর্মসিদ্ধির উদ্দেশ্যে আপৎপ্রতিকারার্থ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নারায়ণকে তুলসীদান। তামা-তুলসীহাতে শপথেরও বিধান আছে। **তুঁশের ধুঁয়া** ৪১, ১২৬ তু. 'তুঁস মৃত্তিকার মুছি', 'তুসের নৌকা' (পুঁ-প ২, পৃ ৩১১; ঐ ভূ. পৃ ২৮, পা-টী ৪, ৯)। **তুষ্ঠু** ১২৭, ৩১৫ তুষ্ট। **তেজম্বর** ১২৪ তেজোমূর্তি; আকাশ বা স্বর্গ ত্যাগ করিয়া। **তেজিতাঁও** ৪২ তেজিতাম। **তেজিল শার্দুলকায়** ৩০২ বাব নিজমূর্তি ত্যাগ করিয়া বনমালাগলে চতুর্ভুজ বিষ্ণুরূপে আবির্ভূত হইল। **তেঁঞি** ৬৬,৭৪ (তেন + হি) সেইজন্য। **তেথাই** ১৭১ (তু. তেথাই*) বাদ্যযন্ত্রবি.; ইহা তিন পরতের বাদ্য হইতে পারে। **তেলি** ৯৫, ১৮৮ (সং তৈলিক 7 প্রা. তেল্লিঅ 7 তেলি,-লী বা 'তিলি')। তিলাদি বীজের পেষ্টা ও ব্যবসায়ী বৈশ্যজাতিবি. (দ্র. 'তিলি', 'তেলি'—চি-প-স ২, পৃ ৫১৪,-৫)। **তৈল হলিদ্রা** ২১২ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৯১। **তোবা তোবা** ১৪৪,-৫ (আ. তউবহ্.) অনুতাপসূচক শব্দ। **তোলা**

দেয় ৬০ পাকাইয়া উঠায়। **তর্পণ** ৩১২ (তর্পণ) দেবর্ষি, পিতৃ ও মনুষ্যগণের তৃপ্তিসাধক জলাঞ্জলিদানরূপ পিতৃযজ্ঞ। **ত্রদেবা** ২৭৫ ত্রিদেব—ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। **ত্রধারা ভাগীরথী** ১৯৫ গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী। **ত্রাসি** ১৯৯ (নাম ধাতু) ত্রাস বা ভয় পাইয়া। **ত্রাসিত** ১৭ ত্রাসযুক্ত; ভীত। **ত্রিগর্ত্ত লাহুর দিল্লি** ১৩৬ জালন্ধর, লাহোর ও দিল্লী (তু. পুঁ-প ২, পৃ ৩০৬)। **ত্রিপুনাথে** ১৬৮ ত্রিপুরাসুরনাশক শিব। **ত্রিবিনী** ১৯০, ২১৮ বর্ত্তমান হুগলী ত্রিবেণী (বিস্তৃত আলোচনা দ্র. পুঁ-প ২, তু. পৃ ৬-১১)। **ত্রৈ** ১৭৫ ত্রাণকারিণী; ত্রিবেদস্বরূপিণী।

থ

থানাঘাট ১৯০ মুকুন্দরামও এইস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. ক-চ, পৃ ২২৭)। **থুত্‌কুড়ি** ৭১ থুথু। ইহা প্রধানতঃ ভূতাতঙ্কের প্রতিষেধক। নিজের বুকে থুৎকুড়ি দিয়া, ভূতুড়ে স্থল অতিক্রম করিলে ভূতের আক্রমণাশঙ্কা থাকে না বলিয়া বিশ্বাস। পানের জল ইত্যাদি পড়িলে সে স্থল ডিঙ্গাইতে নাই; থুথু দিয়া সেই সকল স্থান শোধন করিয়া লইতে হয়।—দ-বা।

দ

দক্ষিণ অরণ্যে পীর ২৯৩ বড়-খাঁ গাজী। **দক্ষিণ ঈশ্বর (রায়)** ৫৮ হরিদেবের মতে, অম্বিকারূপিণী উর্বশীকে দেখিয়া শিবের স্খলিত চন্দ্রসম বীর্য হইতে ধবলবর্ণ ('শত বিধু জিনি শোভা' —পৃ ১০) দক্ষিণেশ্বরের জন্ম। ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য। **দক্ষিণ পাটন** ১০৭ রায়মঙ্গলে হরিদেব এই পাটনের কোনও নাম নির্দেশ করেন নাই। ইহা মুকুন্দরামের 'কালীদহের' সহিত উপমিত হইতে পারে। হরিদেবের বর্ণনায় ইহা পদ্মদহের 'মায়া'-কানন। দক্ষিণরায়ের ইচ্ছা, তিনি 'কামীকাভুবনে' রাজা বলিভদ্রের পূজা লইবেন। রায় রাজাকে 'পদ্মদহের বারা বারা' আনিতে আদেশ করিলেন। বলিভদ্রের আদেশে 'সপ্ত মধুকর' সাজানো হইল। নাবিকগণ কর্ণধারের নিকট গঙ্গার জন্মকথা ও রূপান্তরকাহিনী শুনিতে শুনিতে যমুনায় জল বাহিয়া চলিতে লাগিল। যমুনায় স্নান দান সারিয়া প্রণাম করিয়া সকলে 'সাড়ি গান' গাহিল; রাত্রি দিন 'নিঃসন্দেহে' নৌকা বাহিয়া 'পদ্মদহে' (তু. 'পঁউআ খালে' অর্থাৎ পদ্মা বা পদ্মখালে—চ-প, পৃ ১১০) পৌছিল। তাহাদের মন বুঝিতে কালুরায়ের পরামর্শে স্বয়ং দক্ষিণরায় ছলনায় কমলেকামিনীরূপ ধরিলেন। নাবিকগণ কামাহত হইতেই দক্ষিণরায় তাহাদের নৌকা ডুবাইয়া দিলেন। অতঃপর মুকুন্দরামের মগরায় অনুকরণে প্রলয়ঙ্কর ঝড় জল। সমুদ্রের উপর 'বাউ বরুণের' মিলিত প্রচেষ্টায় 'জমুনার জল' আকাশে পাতালে তোলপাড় করিতে লাগিল। দিন দুপুরে ঘোর অন্ধকার। যমুনার জলে রবির কিরণ নাই। প্রলয়দুর্য্যোগে তেজে নাগ নর দৈবপুরী

সুমেরশিখর অনিল অনল গন্ধর্ব অমর থরহরি কম্পমান। জলজন্তু অস্থির। রায়ের চরণ সার করিয়া, কর্ণধারের নিকট গঙ্গার বৃত্তান্ত শুনিয়াও এত বিপদ্। 'পদ্মদহের ঝারা বারা' মিলে না। তখন 'কৌতুকে' মৃণালবনে দক্ষিণরায় 'পুষ্প ঝারা বারা' পাইবার আশ্বাস দিয়া, তিনি স্বয়ং 'বারা'-রূপে জলে ভাসিয়া উঠিলেন। রত্নময় ঝারা বারা জলে ভাসিতে লাগিল এবং ফিরিয়া (অর্থাৎ 'উলটি') চাহিতেই 'পদ্ম' দেখিতে পাইল। নাবিকগণ রায় পূজিয়া যত্ন করিয়া 'ঝারা বারা' তুলিয়া লইয়া 'দক্ষিণ পাটন' হইতে উত্তর মুখে যাত্রা করিল কামাখ্যাভুবনের উদ্দেশ্যে বলিভদ্র রাজার পূজার জন্য। **দক্ষিণ সিত্যারে উধারিলো** ২১৪ 'দক্ষিণস্থ' অর্থাৎ লঙ্কায় বন্দিনী সীতাকে উদ্ধার করিলেন। **দক্ষিণে দক্ষিণ ঈশ্বর** ২৯৪ দক্ষিণ দেশের ক্ষেত্রপাল দেবতা (অনুকূল) রুদ্র দক্ষিণরায়। **দক্ষিণে পড়িয়া সেহ** ৩৯ হরিদেবের মতে, গণেশের মৌলিক নরমুণ্ড শনিশাপে উৎপাটিত হইয়া, দক্ষিণ দেশে পড়িয়া, দেবতা 'হুড়মুড়্যা' ক্ষেত্রপালের জন্ম হইল। শিবসুত এই ক্ষেত্রপাল দেবতা, 'রূপরায়ের' সহচর। আমার মনে হয়, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্'—এই বৈদিক মন্ত্র হইতে অনুকূল রুদ্রের প্রসন্ন 'মুখ' ক্ষেত্রপালরূপে পালনকারী দেবতার আকারে কল্পিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, এই মুণ্ডই সম্ভবতঃ 'বারা' 'দক্ষিণদার' (তু. প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৮ 'নিম্নবঙ্গের দুইটি আদিম দেবতা'। ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য। **দক্ষের নন্দিনী শত** ২৬, ৬৭ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম; ভার্যা প্রসূতি; প্রসূতির ষোড়শ কন্যা; তন্মধ্যে সতী কনিষ্ঠা। অন্য কন্যাগণের সপ্তবিংশতি কন্যা চন্দ্রের এবং অদিতি দিতি প্রভৃতি ত্রয়োদশ কন্যা কশ্যপের পত্নী। দক্ষের শত নন্দিনী কল্পনা সম্ভবতঃ হরিদেবের নিজস্ব। **দগড়** ১৮২ (দ্রগড়) বড়ো ঢোল। **দড়বড়ি** ২১৪ (প্রা 'দডবড'—শীঘ্রার্থে) ত্বরায়। **দণ্ডহত** ১৯২, ৩১৬ শাস্তিদ্বারা নিহত; ভগ্নফণ; হৃতদণ্ড অর্থাৎ শাসনহীন। **দণ্ডি** ২৯৮ (দণ্ডিম) ডিণ্ডিমি; বাদ্যযন্ত্রবি.। **দফর খাঁ গাজি** ৮ ইঁহার সম্পর্কে সর্বশেষ বিস্তৃত আলোচনা দ্র. পুঁ-প ২, তু. পৃ ৬-১১। **দবন** ৩১৭ দমন। **দরি** ১৮৩ (ফা.) অধীনস্থ ফৌজ। আলোচনা দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৫১৬। **দলজে** ১৭২ (ফা. দেহ্লীজ্) বৈঠকখানা। **দশ অবতার** ১৯৭ জগন্নাথক্ষেত্রে দেবতা দশ অবতারের মন্দির ও উদ্যান। **দশ অবতারি তুমি** ৬৯ দশাবয়বা মহাবিদ্যা: কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী ও কমলা—এই দশ আদ্যাশক্তি। নাথসাহিত্যের পরিকল্পনায়, গৌরীর সাত বার মৃত্যু হইয়াছিল (দ্র. গো-বি, পৃ ৬)। **দশ জন দক্ষের দুহিতা** ৬৭ এই দশ জন দক্ষদুহিতা ধর্মঠাকুরের স্ত্রী।—এই কল্পনা অভিনব। **দশভুজা** ৪২, ২৫১ দুর্গা। এই দেবী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূতা হন। **দশরথের মুণ্ড উড়ে** ২৪৪ শনির দৃষ্টিতে দশরথের মুণ্ড উড়িয়া যাওয়ার

এই কাহিনী সম্পূর্ণ মৌলিক। **দসাত** ১৬৪ দশম দিনের শ্রাদ্ধকৃত্য। **দাং** ৩০৯ দিগর; দফাদিক্রমে। **দাগদারি** ২৬১ (ফা. দাগা' দরী) বঞ্চনা, শঠতা। **দাতির্ব** ২১২ (দাতব্য) দান। যোড়শ দান (বিবাহে)। **দান** ১৫০ শুল্ক; খেয়ার কড়ি (দ্র. শ্রী-কী, পৃ ২৮)। **দানব হাকিয়া** ২৭৭ দানবের পৃষ্ঠে বা স্কন্ধে আরোহণ করিয়া। ঘোড়া, গাড়ী বা পাল্কী 'হাঁকাইয়া' যাওয়া (বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে)—দ-রা। **দাম** ৪২ গোবন্ধন রজ্জু। **দাম** ২০২ (ফা. দমামহ্) দামামা; নাগরা। **দায়** ৪১, ৪২ উপদ্রব; বিপদ্; বন্ধন। **দায়ন** ১৬৬ দায়ক; দানকারী। **দারু** ৮৯ (ফা. দারু) মদ্য। **দিস্কা** ২৮৬ দেখা। **দিননাথ** ৯৮ দিনপতি; সূর্য। **দিল্লির ঈশ্বর** ২৫ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার নবাব মুর্শীদকুলী খান (খৃ. ১৭০৩-১৭২৭) এবং দিল্লীর বাদশা মহম্মদ শাহ (খৃ. ১৭১৯-১৭৪৮)। **দিবসে দেউটি জলে** ১৬৯ দিবসে দীপ জলে। অন্ধকারে দেউটি জলাই স্বাভাবিক। কিন্তু শিবের কৃপা হইলে দিবসেও দীপ জলে অর্থাৎ 'উন্টা' ধারায় সহজসিদ্ধি লাভ হয়। **দুইখান হৈয়া** ১২৩ রাজা নল গোবিন্দপ্রীতে দুইখান হইয়া, পুনরায় প্রাণদান পাইয়া, দ্বারকায় গোবিন্দের দ্বারী হইয়াছিলেন—এই কল্পনা নূতন। **দুই গর্ভে জরাসিন্ধু** ২৩৪ ঋষিদত্ত আম্র বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করায়, ইনি মাতৃদ্বয়ে দ্বিখণ্ডিত হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। **দুই সুত** ১৬০ প্রবর ও মালাধর। **দুঃপরেতে** ২৬০ দ্বিপ্রহরে। **দুন** ১৫১, ১৫২ (দ্বি) দুই; দ্বিভাব। দু 'দোনা মোনা'—দ-রা। **দুফালিয়া** ১৯৪ (নাম ধাতু) হলকর্ষণে ফালের দ্বারা মাটীকে দ্বিধাবিভক্ত করার ন্যায় ক্ষিতি বিদারণ করিয়া (তু. দ্বিফালবদ্ধাশ্চিকুরাঃ শিরস্থিতম্'—নৈষধ)। **দুয়াতে** ২৫৬ দুয়ারেতে; 'দাওয়াতে'—দ-রা। **দুরহ** ৩৮ দূর হ। **দুরাচার** ১৬০ দুর্লক্ষণ (তু. সা-প্র ৩, পৃ ৭০, ১৫১)। **দুর্গজ বাঘ** ৩০২ দুর্গজাত বা দুর্জয় বাঘ। **দৃবির ভুবন** ১৭২ দ্রবিড় দেশ। হরিদেবের মতে, তথা লোকবিশ্বাসে, জগন্নাথক্ষেত্র দ্রবিড় দেশের অন্তর্গত। মুকুন্দরামও জগন্নাথকে দ্রবিড়ভুবনে বসাইয়াছেন (ক-চ, পৃ ২৩৪); কিন্তু স্কন্দপুরাণোক্ত 'পঞ্চ দ্রাবিড়ের' (কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জরা রাষ্ট্রবাসিনঃ, আন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ।) মধ্যে কলিঙ্গ পড়ে না। **দেউটি** ৩০০ (দীপবর্তিকা) প্রদীপ। **দেউলের চূড়া** ২৬২ মন্দিরশীর্ষের মতো উত্তুঙ্গমহিম ও মাননীয়। **দেখিহল** ১৬৪ দেখিল। **দেখে হাথি আছয়ে পড়িয়া** ১৯৬ 'হাড্যা-গড়ের' (তু. ক-চ, পৃ ২২৯) এই মরা হাতীর কাহিনী হরিদেবই প্রথম শোনাইলেন। **দেবমূর্তিময়** ১১৬ মূর্তিমান্ দেবতা। **দৈব অনুবল** ৬৩ দৈবশক্তি। **দোসরি** ১৭৯ বাদ্যযন্ত্রবি.। তু. 'ধুসরি'। 'দোসরী'—ক-চ, পৃ ২০৩। **দ্বাদশ বছরে বই** ২১৩ বারো বৎসরের পরে, শুণার্ণবের মনে শীতলাপূজার কথা স্মরণ করানো, দ্বাদশ বৎসরান্তে হরিশ্চন্দ্রের দ্বিতীয় ধর্মপূজার কথা স্মরণ করায় (তু. সা-প্র ৩, পৃ ৭৮)। **দ্বাদশ বৎসর বন্দী** ১৪৭ যশোরবাজ মদন কারাগারে নাবিককে

বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন বারো বৎসর (তু. ক-চ, পৃ ২০৬)। **দ্বাদশ বৎসর রাজা দেখিয়া** ১৯৫ ভগীরথ গঙ্গার নির্গমন পথ চাহিয়া বারো বৎসর জহ্নু মুনির সেবা করিয়াছিলেন—এ কথা হরিদেবই বলিলেন। **দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা** ১৬৮, ১৯৪ ব্রহ্মাকে পূজা করিতে হয় ষাট হাজার বৎসর, বিষ্ণুপূজার বিধি এক শত বৎসর ধরিয়া; কিন্তু শিব তুষ্ট হইয়া থাকেন বারো বৎসর পূজা পাইলেই। দ্বাদশ বৎসরে এই শিবপূজার বিধি হইতেই মনে হয়, শিবসম্পর্কিত দেবতাগণেরও (যেমন ধর্মঠাকুর, দক্ষিণরায় প্রভৃতি) দ্বাদশ বৎসরের অনুকল্পে দ্বাদশ দিন পূজাবিধির প্রচলন হইয়াছে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের প্রাসাদোদ্যানে 'দক্ষিণাভিমুখ হরি', 'কৃষ্ণরায়াদি' তেরো দেবতাও চৈত্র শুক্লা একাদশীতে আবির্ভূত হন 'বারো দোলে'। দক্ষিণরায়ের এগারো পালায় 'সারি' পূজাবিধির আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। ধর্মঠাকুরের পূজার নাম 'বারো মতি'। 'মতি' শব্দের বিভিন্ন অর্থ সংস্কৃত সাহিত্যে নির্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে সঙ্কল্পপূর্বক (রা, ১-২-১৭) নীতি ('নীত')-শাস্ত্রীয় (সা-দ, ৩-১৬৩) পূজা,—এই অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১৫৪ 'নীত'; ঐ, ভূ. পৃ ৩৬, পা-টী ৩)। পক্ষান্তরে, শিব যোগাধিপতি 'যোগেশ্বর'। 'দ্বাদশ' শব্দের সাঙ্কেতিক অর্থ 'শরীর' (দ্র. গো-বা,—'মূলাধার পদ্ম হ'তে উঠি সহস্রারে, প্রাণ-পুরুষ যবে বসবাস করে। তখন 'দ্বাদশে' হংস করে উল্টাগতি, তখনই প্রকাশ পায় অনুপম জ্যোতিঃ' (৮৫), অথবা, 'দ্বাদশ' পিঙ্গলা মধ্যে সূর্যের বিকাশ' (৯৩)—না-গু-বা, পৃ ২৪-৫,২৭। ধর্মপূজাপদ্ধতির পুঁথিতে আছে,—'দেখহ পণ্ডিত ভাই ধর্ম অবতার, 'দ্বাদশ' অঙ্গুল বটে হংসরাজের চার' (সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৩৭, পা-টী ৩)। সুতরাং সংকল্পপূর্বক 'নীত' আচরণ দ্বারা বারো বৎসর বা বারো দিন যোগেশ্বর শিবপূজার তাৎপর্য 'শরীর বিচার' করিয়া (ঐ, প্রবেশক, পৃ ৫) কায়সাধনা। **দ্বাদশ সূর্জের উদয় পিঙ্গলবরণী** ২৭০ পীতলার বর্ণ উদিত দ্বাদশ সূর্যের ন্যায় পিঙ্গল। **দ্বাদশ সূর্যের লোম** ২৩০ দ্বাদশ আদিত্যের শক্তিরূপা লোম। **দ্বারাচিত** ২৯৯ উপযুক্ত দ্বাররক্ষিণী মহিলাদের। **দ্বির্ঘ লেভু** ২৯৭ দীর্ঘ টীকাদখলিত লগ্নপত্র; দ্বিজ ঘটক ব্রাহ্মণ। **দ্বিজ কৃষ্ণরাম** ১০৫ সম্ভবতঃ হরিদেবের পিতার নাম (দ্র. ভূ.)। **দ্বিপী লইয়া যুধিষ্ঠির** ২৯৩ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হাতী ও ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া 'সরোবরের' কূলে গিয়াছিলেন। সেখানে মায়াধারী 'ধর্ম' ছলনা করিতে 'রাজহংসের' রূপ ধারণ করিলেন। সেই সরোবরে জল আনিতে গিয়া 'জলের আঘাতে' সহদেবের মৃত্যু হইল।—এই পর্যন্ত হরিদেবের উক্তি। এই উক্তির কাঠামো মহাভারতের। কিন্তু ধর্মপুরাণের বর্ণনা ইহা হইতে স্বতন্ত্র। ধর্মপুরাণে যাদুনাথ বলিয়াছেন,—রাজা যুধিষ্ঠির কলির কথা শুনিয়া পৃথিবী ছাড়িতে ইচ্ছা করিলেন। পঞ্চ পাণ্ডব একত্র হইয়া পুণ্য বালুকাকূলে ধর্মের 'ঘরভরণ' আরম্ভ করিলেন। (এই 'ঘরভরণ' পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহে)। ধর্মের 'আবিষদ' হইবার উদগ্র

কাঙনায় অবশেষে 'মুণ্ড-বলিদানে' যুধিষ্ঠির ধর্মের 'ঘরভরণ' পূজা করিলেন। ইহা লাউসেনের 'হাকণ্ড স্নানের' অনুরূপ (দ্র. বিশ্বনাথ দাসের 'জাগরণ পালা' (সা-প্র ৫ম খণ্ডে প্রকাশয়িতব্য)। তাহাতে নিরঞ্জন ধর্ম তুষ্ট হইয়া, মুণ্ড জোড়াইয়া দিয়া, সঙ্গে করিয়া তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে লইয়া গেলেন। যাদুনাথের মতে, হাতী বলি দিয়া ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়াছিলেন ব্রহ্মা শ্বেতপণ্ডিতরূপে। ইহার বিস্তৃত বর্ণনার জন্য দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৯৮-৯৯। **তিলক্ষ জোজন** ২৫৫ যাদুনাথের মতে, 'তিন লক্ষ যোজন' (তু. সা-প্র ৩, ভূ পৃ ৪১, পা-টী ৫)। **দ্বীপী হইল** ৭৮ 'চিত্রচর্মবান্' মহাব্যাঘ্রের (রা, ২-৯৩-৭) জন্ম হইল। হরিদেবের মতে, ভগবতীর ঘর্ম হইতে শার্দুলের জন্ম হইয়াছে। অমরকোষটীকায় সর্বানন্দ 'দ্বীপ' শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—যেখানে জল দুই বার (দুই দিক্ দিয়া) গত হয়। মূল শব্দের এই তাৎপর্য স্মরণ রাখিলে ভাটাচর ব্যাঘ্র ফৌজের পরিকল্পনার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। **দোহা** ১৭৯, ২১০, ২৩৩, ২৪২ (দ্বি+দোহা) উভয়ে। **দড়** ৪৫, ২৮১ দৃঢ়। **দ্রমকোড়** ১৬ (দ্রুম-অঙ্কুর) সতেজ বৃক্ষচারা ; গাছের কোঁড়। (দ্রুম-কোটক 7 -কূটক 7 কুঁড়ি—ক্ষুদ্রার্থে) গাছের শৃঙ্গ।

ধ

ধনবাদে ১১৫ ধনজাত বিবাদহেতু। **ধর্ম আদি জামাতা** ২৬ ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দক্ষের জামাতা—এই কথা হরিদেব প্রথম বলিলেন। দ্র. 'দক্ষের নন্দিনী শত'। **ধর্ম উপাক্ষণ** ১৬৮ পাড়িনা নগরের রাজা বাণেশ্বর তাঁহার পাত্র অরবিন্দের নিকট 'ধর্ম-উপাখ্যান' শুনিতে চাহিলে, দ্বাদশ বৎসর শিবপূজার মাহাত্ম্যবর্ণন এবং অবশেষে শিবের 'মুণ্ডমালা'-গ্রহণের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে। (তু. 'প্রয়াগে ঈশান')। এইসূত্রে স্মরণীয় যে, ধর্মপূজা-বিধান মতে, বাণেশ্বর ধর্মঠাকুরের মহাপাত্র (দ্র. পৃ ১০৯)। **ধর্মকায়ে ধর্মচিত্ত** ১২৯ কায়মনোবাক্যে 'ধর্ম'-সেবক রাজা 'সুবলকে' কৃষ্ণের পিতামহ বা কুন্তীর পিতা বলিয়া উল্লেখ সম্পূর্ণ অপৌরাণিক। 'সুবলের' স্থলে 'শূর' বসাইলেও সম্পূর্ণ মেলে না। **ধর্মঘট** ২৮৬ ধর্মার্থ বৈশাখ মাসে প্রত্যহ দেয় মঙ্গলকলসরূপে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় ভবিষ্যপুরাণে। ধর্মসাক্ষিপূর্বক স্থাপিত ঘট (বারি); ধর্মঠাকুরের বারি। মনসামঙ্গলে ইহার উল্লেখ আছে। পুরাতন চিঠিপত্রে, কার্য-উদ্ধারের জন্য ধর্মঘটের ব্যাবহারিক উল্লেখ পাইয়াছি (দ্র. চি-প-স ২ পৃ ২৬৩, ৫১৯)। হরিদেব শেষোক্ত অর্থে এই শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। **ধর্মচ্যুত হব কেন** ৪৪ গর্ভবতী কপিলার নিকটে প্রাণ অপেক্ষা 'ধর্মের' মূল্য বেশী। **ধর্ম-পূজা** ১০০ চন্দ্রকেতুর ধর্মপূজার কাহিনী, ধর্মপুরাণে যাদুনাথও বলিয়াছেন (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৩৫, ১০০-১)। **ধর্ম আয়াধারী** ২৯৩ দ্র. 'দিপী লইয়া যুধিষ্ঠির'। **ধর্মে উপহাস** ২২৫ তু. বিদ্যাপতির রচনা,—'একক ধম্মে অওকো উপহাস'—ম-বাং-বা, পৃ ৬। **ধর্ম মালা** ৯১, ৯২

(সং ধবল ঃ তামিল 'বা-না') শ্বেত পতাকা। **ধাই** ২৬৪ (ধাবক) দৌড়। **ধায়াধাই** ২৭৬ সকলে মিলিয়া সবেগে দৌড়। **ধারা দশ** ১৭৪ আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সরযূ গণ্ডকী শ্বেতকৌশিকী ভোগবতী ও অলকানন্দা। **ধিষণ** ১০, ১২ই. (√ধৃষ্‌+অন) বৃহস্পতি ; মতিমান্‌। **ধীবরকুমার পূজে** ১৮০ জলজীবী কৈবর্ত্তদের প্রথম দেবীপূজা বিশেষ অর্থবহ। দ্র. 'জলে হৈল কনকের বারি'। তু. মনসাবিজয়ের 'জালু-মালুর' কাহিনী—বা-সা-ই ১খ, ২ সং, পৃ ১৪০। **ধুনা পোড়ায়** ২৪৬ ইহা ধর্মগাজনে অনুষ্ঠিত কৃত্যাদির কথা স্মরণ করায়। **ধুম** ৪০ ধোঁয়া। **ধ্রুব** ৩১৫ ধ্রব।

ন

নইব ১৭৪ (√নহ্‌—ভবি.) না হইব। **নইল** (√নহ্‌) ২৮৬ নৈল, না হইল। **নইল অবশ** ২৩৮ (লইল) অঙ্গ অবশ হইল। **নব** (নৈব) ২৩, ৯৭ না হইবে। **নবদ্বীপ** ১৯০ বাণিজ্য-যাত্রাপথের বর্ণনায় চৈতন্যপরবর্ত্তী অধিকাংশ কাব্যকারই এই স্থানের নাম বিস্মৃত হননি। **নমস্কারি** ২১৩ নমস্কার করিয়া। **নর্ত্তা** ১৬৩ ইহার বিস্তৃত আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৭২-৩ 'নতা'। **নয় বোড়া** ২৪৯ (সং বোড্‌) বিষধর মধ্যমাকৃতি সর্পবি.। দ্র. 'বোড়ো' (চ-প, পৃ ১০০), ক-চ, পৃ ৬৩। ইহার নয় প্রকার ভেদ আছে,—চন্দ্রবোড়া, পানিবোড়া, চ্যাংবোড়া ইত্যাদি। **নয়মুখা** ২৯৫ নয়মুখযুক্ত বাঘ। তু. 'দেবকায় সপ্তমুখ পুচ্ছপদভাগে'—বি-ম, পৃ ২১। দ্র. ভূ.। **নয় হাজার মাছি** ২২০ অসংখ্য মাছি। বিজোড় সংখ্যা, অসংখ্য বোঝায়। **নলখাকড়া** ২০১ তু. ক-চ, পৃ ২৩৬। **নসান** ২০১ নিশিত বা শাণিত (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৬৬ 'নসান কাতি'। **নাগজ্বর** ২২৩ দেহস্থ বায়ুভেদ হইতে এই জ্বরের উৎপত্তি হয় (তু. 'নাগ উদ্গিরণকরঃ'—বে-সা)। **নাগান্তক** ১৪ গরুড়। **না করিবেন** ৩০৭ ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের চিঠিপত্রের গদ্যরীতিতে উর্দ্ধপদবিন্যাসপ্রকরণ লক্ষণীয়। **নাঙ্গও** ৪১ লেজও। **নানা চিত্র** ১৫৭ দেওয়ালচিত্র (*Fresco*)। **নান্দিমুখ** ২১২ (নান্দীমুখ) বিবাহাদি কার্যে অনুষ্ঠেয় আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ। **নাপিত** ১৬১ জাতকৃত্যে নাপিতের বিশেষ স্থান সম্পর্কে আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৮৭। **নাব** ৬৬ নিঃসৃত হয় ; লাভ হয়। **নায়্য** ৩১১ নাবিক। **নারদ শার্দুলকায়** ৪৪ হরিদেবের এই পরিকল্পনা অভিনব। **নারায়ণ তৈল** ৩২, ২১২ ঔষধপক্ব তৈলবি. (দ্র. ক-চ, পৃ ১৩৩)। **নারিঙ্গি** ১৯০ (সং নাগরঙ্গ ; ফা. নারনজ,-নৃগ্‌) কমলালেবু। **নিথম** ২৭৮ (* থমক) বাদ্যযন্ত্রবি.। **নিগুড় বন্ধন** ১৭৮ (নিগড়) শৃঙ্খল, বেড়ী। **নিছিঞা** ২৭৯ বরণ করিয়া। **নিত** ২৯১ দ্র. 'নীত'। **নিতক্রিয়া** ৩২, ২৯৭ (নীত-) শাস্ত্রীয় বা সামাজিক আচার-ব্যবহার। **নিবরিল** ৩১২ নিবৃত্ত হইল। **নিবান** ৩০০ (নির্বাণ) থামানো। **নিরঞ্জন দেব** ২২৭ ধর্মঠাকুর কর্ত্তৃক সৃষ্টিপত্তনকাহিনীর কবিকৃত বিবৃতি। **নিশাকর** ৫৮ চন্দ্র—বীর্য। দ্র. 'দক্ষিণ ঈশ্বর'। তু. 'শুক্রং চন্দ্রেণ সংযুক্তং' ই.

(গো-বি, পৃ ২৬৬ দ্র. 'রবিশশী')। **নিশাচর** ৩১১ নগররক্ষার্থ রাত্রিচর প্রহরী। **নিশাভাগ রাতি** ১২৭ অর্ধরাত্রি। তু. ধ-পূ-প 'হংস চরিয়া যায় নিশাভোগ রাতি' (বা-সা-ই ১খ, ২ সং পৃ ৪৯১)। **নিশ্চিন্থি** ১৯৫ নিশ্চিন্ত; 'নিশ্চিন্দি'—দ-রা। **নিষ্টি** ২৯৯ (নৈষ্ঠিক) নিষ্ঠাযুক্ত শাস্ত্রকৃত্যাদি। **নিসাব** ১৩২ (নিসান ∠ নিঃস্বন) রণভেরী; ডঙ্কা। **নিস্তন** ২১৬ (নিঃস্বন) ঘোররবে বাদ্যধ্বনি। **নীত** ১৬৩, ২৬৬ (নীতি) শাস্ত্রীয় আচার-ব্যবহার (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১৫৪)। **নীরে যাইলে করাঘাত** ১২১ জলে নল রাজা করাঘাত করিলে শিব ক্রুদ্ধ হইলেন। ইহা সম্ভবতঃ নল কূবরের প্রসঙ্গের সহিত গোলযোগ। **নুতি** ১৯৩ নতি। **নৃত্যকি** ২৪১, ২৭২ (নর্তকী)। **নৃসিংহের স্থানে ছাওয়াল পঠন** ১২৫ হিজুলিরাজ নৃসিংহের বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করা। ইহাতে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর আভাস মিলে। উপরন্তু, তু. সেকালের পাঠশালার চিত্র,—'অষ্টাদশ ছাওাল পড়িছে নিরন্তর, অষ্টশব্দী আদি করি পড়িল অমর। বিবিধ প্রকারে অঙ্ক শিখিয়াছে সভে, অষ্টকোঠা অষ্টপর সিক্ষা করে ইবে' ই.—পুঁ-প ১, পৃ ১০ দ্র.। **নেচেন** ২৫৭ লইয়াছেন। **নৈরিত** ১১ (নির্ঋতি) রক্ষোজাতি দেবতা (ঋ, ১-৩৮-৬); মৃত্যুদেবতা। **নৈল** ৫৭ না হইল।

প

পং ৩১০ 'পরগণা'—এই শব্দের সংক্ষেপ। **পক্ষ সাজনি** ৫০ পক্ষীদের সজ্জা বা উদ্যোগ। ভূমিকায় পক্ষীদের নামতালিকা দ্র.। **পক্ষতাক্ষ** ১৪ গরুড়। (তার্ক্ষ্য অরিষ্টনেমি গরুড় অরুণ প্রভৃতি বিনতার ছয় বা পাঁচ পুত্র)। **পখিআজ** ১১৯ (পক্ষাতোজ) মৃদঙ্গবি.। **পত্মপোক** ২৪৩ পদ্মপোকার পাল। **পত্নপোকা** ২৫৮ পদ্মপাল। **পঞ্চখানি গ্রাম** ২১৯ এখানে, অবন্তী বৃন্দাবন মথুরা কাশী ও প্রয়াগ। **পঞ্চ তরী** ১০৭ পাঁচখানি নৌকা (তু. 'পাঞ্চ কেড়ুয়াল'—চ-প, পৃ ৬৪)। **পঞ্চ পীর...** ৩১১ সম্ভবতঃ পাঁচ পীরের প্রসঙ্গ। **পঞ্চ ফল** ২৫৬ পাঁচটি ফল। **পঞ্চ মাসে সাদ** ১৬২ পঞ্চম মাসে গর্ভিণীর সাধভক্ষণ। আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৮৬। **পঞ্চম গাএ** ২৭২ স্বরসপ্তকের পঞ্চম স্বর 'পা'; কোকিল-কূজিতানুকারী স্বরবি.। **পঞ্চ সাঁড়ি করি সজ্জে** ২৮৭ ইহা নূতন কল্পনা। **পঞ্চ হেতের** ২২৫ পাঁচটি হাতিয়ার বা অস্ত্র। **পঞ্চাধ্যাপক** ১৮ পাঁচ জন অধ্যাপক। মহাভারতের শান্তিপর্বে 'বলিবাসবসংবাদে' বলির পাণ্ডিত্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পঞ্চ অধ্যাপক লইয়া বলির পাতাল গমনের কাহিনী সম্ভবতঃ ইহা হইতেই উদ্ভূত। **পট পর** ১৯, ১৩৯ (পটি+অ) পট্ট বা পাটের বেষ্টনীবস্ত্রপরিহিত। **পটু** ১১৩ *ষড়জ বেদজ্ঞ। **পঠমঞ্জরী রাগ** ২৭৬ রাগিণীবি.; গাহিবার সময় রাত্রি দ্বিপ্রহর, ঠাট কোমল গ ও নি, জাতি সম্পূর্ণ। **পড়া** ১৭৯ (পটহ) ঢাক। দ্র. 'ভবনির্বাণে পড়হ মাদলা'—চ-প, পৃ ৭২। **পতঙ্গ** ২৫০ প্রজা। **পতঙ্গপ্রমাণ** ২৫৮ সূর্যের মতো উজ্জ্বলবৃষ্টি।

পতিহীনে জীয়ে নারী ৩০২ তু. 'হও যুবতী পতিয়ে হীন'—বা-সা-ই ১ম, ২ সং, পৃ ১৫৮। **পত্ত্য** ২৩ (আদিস্বর লোপ) অপত্য। **পদ্ম কোঁটী** ১০৫ শত নিখর্ব বা দশ শঙ্খ সংখ্যক কোটী। **পদ্মদহ** ১০৮ দ্র. 'দক্ষিণ পাটন'। ইহা চণ্ডীকাব্যের 'কালীদহের' অনুরূপ। **পবন জিনিএ...পর্বতের চূড়া** ১৪ গরুড়ের গতিবেগ পবন অপেক্ষা দ্রুততর এবং মেরুশীর্ষবিদীর্ণকারী। **পবিত্রবন্ধন** ৪২ পইতার দ্বারা বন্ধন। **পর্বতের চূড়া ধরে ফণী** ২৪৮ সুমেরুচূড়া সর্পবেষ্টিত। **পর্বতে সুবর্ণ বর্ণ্যান** ২৪০ পর্বতে উপবিষ্ট স্বর্ণ-ছটাযুক্ত। **পয়ান** ৭২ প্রস্থান। **পরমেষ্টি** ৭৬ পরম ইষ্ট। **পরিছেদে** ২২৩ অপরিচ্ছেদে; সকলে। **পরিত্রাণ ব্রত** ৮ রক্ষাব্রত। 'রায়মঙ্গল' পরিরক্ষণ বা আপদুদ্ধরণ ব্রত। মরজন্মের আপৎ হইতে উদ্ধার পাওয়াই কবির চরম উদ্দেশ্য (দ্র. 'পুনরপি জন্ম জেন')। **পরিশেছদ** ১৯৫ ইয়ত্তা, নির্ণয়, পরিমাণ। **পরিহার** ২৩, ১৩৫, ১৪২, ১৫০, ১৫৩ প্রসাদভিক্ষা (শ্রী-কী, পৃ ২৮৮)। **পশরি** ৭৯ বৃক্ষবি.। **পহছা** ৩০৮ পৌছা কিম্বা পিছের। **পাকসাট** ১৪, ১৮২ পাখার আঘাত; পক্ষতাড়ন; হাতের নড়া ধরিয়া পাক বা ঘূর্ণনা। **পাকসাড়(-া)** ১৫, ৪৮, ৩০১ হাতের নড়া বা ঘাড়ে ধরিয়া আঘাত করা; পক্ষতাড়নশব্দ। **পাকুই** ২১৫ (পঙ্কক্ত) ভাদ্রমাসের পচা কাদায় পায়ের বা হাতের ঘা; 'হাজা'—দ-রা.। **পাচির মন্দির** ১৮১ প্রাচীরপরিবেষ্টিত মন্দির। **পাছুয়ানি** ৪৬, ৭৮ (হি. পছিআনা) পিছন কাটিয়া অর্থাৎ পিছাইয়া। **পাটআরি** ২৭৫ (আ.) যে কর্মচারী প্রজার জমিজমার পরিষ্কার হিসাব কিতাব রাখেন। **পাটন** ১০৭ ই. (* পত্তন) নগর। ভুসুকুর চর্যায় 'পঙ্ক পাটণ'-এর উল্লেখ আছে (দ্র. চ-প, পৃ ১১২)। **পাট পড়সি** ২১৬ (পাটক-প্রতিবেশী) পাড়া পড়শী। **পাটা** ১৫৯ (পাট) তখতা। **পাটারিবর্গে** ২২৬ দ্র. 'পাটআরি'। **পাঠান** ৯২ (পশতো) আফগানিস্তান ও ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের মুসলমান অধিবাসী। **পাড়ুয়াতে** ৮ পাণ্ডুয়া। বিস্তৃত আলোচনা দ্র. পূ-প ২, ভূ. পৃ ৬-১১। **পাণ্ডরি নাগ** ২০৩, ২৪৭ নাগরাজো ইঁহার অনন্ত নাগের অনুরূপ মর্যাদা; নাগরাজ। **পাণ্ডুর নাগ** ২৫০ দ্র. 'পাণ্ডরি নাগ'। তু. 'পাঁড়ুল নাগ' (পৃ ২৪৮); (পূ-প ২, পৃ ৩৯২ 'পাঁউর নাগ')। **পাতালভিতে** ৩১৬ পাতাল-ভাগে (দ্র. 'যেন চিত্র রহে ভিতে'—চৈ-ম, পৃ ১৮৪)। **পাতালে ভগবতী** ২৬০ পাতালগঙ্গা ভোগবতী। **পান** ৩০৮ লোকের পদবী। **পাবন** ১০ পবন। **পাবক** ৮৭, ১৬৬ পারগ; সমর্থ। **পায়া** ২১০ পাইয়া। **পায়া গেল** ২১৬ বুঝি মরিল। **পাশতাণ্ড** ৫১ মন্থনদণ্ডের দড়ি ও মন্থনের ভাঁড়। **পাশুলি** ৩২ (∠পাদপাশ-) পাদাঙ্গুলির ভূষণ বি.। **পাষণ্ড** ২০০ বিরুদ্ধাচরণ। **পাষাণ দেউল** ১৯৮ দ্র. 'তাম্র দেউল'। **পাসরি** ২১৩ ভুলিয়া। **পিঙ্গল** ১৯, ১৩৯ পিঙ্গলনাগকৃত প্রাকৃত ছন্দোগ্রন্থ-অনুসারী কোনও অপরিচিত ছন্দে রচিত এই শিবস্তোত্র। **পিট** ২১৫ পিষ্টক। **পিণ্ডদান** ১৯৬ শ্রাদ্ধে পিতৃ প্রভৃতিকে যের বিধাকার

অন্নাদি। **পিত্তলোকে** ৩১২ পিতৃলোকে। **পিনাক** ২৭৯ হরধনু ; শিবশূল। **পিনাকুট** ১৯ দ্র. 'পিনাক'। **পিয়ন** ১২৭ পানকরণ। **পীর** ১৪৪ (ফা.) আল্লার ভক্ত পীর। **পীরানী** ১৪৪ পীরের স্ত্রী। **পীরের গোচরে** ৮১ বড়খাঁ গাজীর নিকটে। হরিদেব পীরদের বিবরণ সম্পর্কে উদাসীন। কারণ বোধ হয়, তাঁহার কাব্যের ইঙ্গিত স্বতন্ত্র। **পুছিয়া দিলাম** ২৯৩ বার পুঁছিলাম। কিন্তু ইহা মাহেশ্বরীপক্ষে অসঙ্গত উক্তি। **পুত্র বলিদান** ১৫৪, ১৫৫ যশোররাজ মদন কর্তৃক দক্ষিণরায়ের নিকটে পুত্রবলিদানপ্রসঙ্গ (তু. যাদুনাথের ধর্মপুরাণে হরিশ্চন্দ্রের পুত্রবলিদান—সা-প্র ৩, পৃ ৮৫ই.)। **পুত্রহীনে পিতা জীয়ে** ১৫৫ নূতন প্রবচন। তু. 'পতিহীনে জীয়ে নারী'। **পুনরপি জন্ম জেন** ১০২, ১২৯, ১৬৬ কবির কামনা—পুনর্জন্মনিরোধ। জন্ম মৃত্যু হইতে উদ্ধার পাইতেই তাঁহার এই 'পরিত্রাণ ব্রত' (পূর্বে দ্রষ্টব্য) রচনা। **পুরঃসরে** ২৯ (পুরঃসর) -পূর্বক ; (ভক্তিপূর্বক)। পুরন্দরের কৃত স্তব শুনিয়া মহাদেবের ধ্যান ভাঙিল। **পুরাণ (-ভারথি,-কথন)** ৭৩, ১২৬ বেদের নিগূঢ় বুঝান না যায়, পুরাণবাক্য সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়'।—চৈ-চ, মধ্য ৬। আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, প্রবেশক পৃ ২। **পুষ্প স্তজন** ৫৪ দ্র. 'পদ্মদহ'। তু. ধ-পূ-বি, পৃ ১৯১-৯৮ ; ধর্মমঙ্গলে পশ্চিমোদয় পালায় লাউসেনের হাকন্দসেবন অংশ ; অনাদ্যের পুথি (সা. প্র ৩, পৃ ১২৩, ১২৫ই.)। **পূজা কৈল রতার জননী** ৩১১ সেকালের বাণিজ্যযাত্রাকালে সুপ্রাচীন ঐতিহ্যগত নৌকাপূজার প্রসঙ্গ। **পূজিইব** ১৫৮, ৩১২ পূজিব। **পূজিইল** ২৭৯ পূজিল। **পূর্ণবেশে** ২৭ স্বেচ্ছায় নানাশক্তিপ্রকাশক মূর্তিতে। **পূর্বজন্মের সংস্কার** ৯, ২৯২ পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মবাসনা 'দৈবলিখিত' সংস্কাররূপে ইহজন্মে এই রচনায় কবিকে প্রবৃত্ত ('প্রবর্ত'—পৃ ১০) করাইয়াছে। **পেছেতে** ২৮৩ পিছেতে। বর্তমান বীরভূমের উপভা.। **পৈরাগে ঈসান** ১৬৮ দ্র. 'প্রয়াগে ঈশান'। **পৈরাগে বৈগ্রি** ২৮০ প্রয়াগের দেবী—সম্ভবতঃ দুর্গার মূর্তিভেদ। **পোক** ৫৫ পোকা। এখানে মধুমক্ষিকা। **পোনাস** ১৬১ (পোনা (∠ পোহান)+মৎস্য) মাছের ছানা। রুই কাতলা ই. বড়ো মাছ—দ-রা। **প্রকারণ** ১৮১ (প্রকরণ) আরাধনাপদ্ধতি। **প্রকারে** ৩০১ কৌশলে। **প্রচ্ছাপ** ৭০ প্রস্রাব। **প্রণমহো** ১৭৫ প্রণাম করি। **প্রণাম্বী** ১৯৭ প্রণাম করিয়া। **প্রতক্ষে** ৬৪, ১৬৭ প্রত্যক্ষে অর্থাৎ সাক্ষাৎসম্বন্ধে। **প্রপিতাম** ৫৫ প্রপিতামহ বিধাতা। **প্রবন্ধ** ২৩ কৌশলী। **প্রবর** ১৬০ ইন্দ্রপুত্র ; প্রধান। **প্রবর্ত** ১০ (প্রবৃত্ত) রচনায় প্রবৃত্তি হইল ; প্রণয়ন করিলাম। **প্রভাতিয়া** ১৬৩ (নাম ধাতু) প্রভাত হইয়া। **প্রমাদপ্রায়** ৬৪ বিপৎসংঘটন। **প্রয়াগে ঈশান** ৮৪ ত্রিবেণীতীর্থে শিবের অধিষ্ঠান এবং সেখানে স্বহস্তে কাটামুণ্ডপ্রেরণ—হাকণ্ডসেবনের পরে, 'ভেকাটা'-উপরে লাউসেনের মুণ্ড রাখার প্রসঙ্গ স্মরণ করায় (তু. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৩৫)। **প্রলয় জমুনা** ২০৫ প্রলয়সদৃশ ভীষণ সঙ্কুতাল ঢেউযুক্ত যমুনা (দ্র. 'জমুনা

পূর্বেতে গেল,' 'জমুনার জল উঠে আকাশ পাতালে')। **প্রলয়ের বেলা** ১৯৭, ২০৫ মৃত্যুকালে বা কল্পান্তকালে। **প্রিতিব** ১৮৬ (প্রতি+ইব) প্রত্যেকটি। **প্রিত্যলোকে** ২৯৫ পিতৃলোকে।

ফ

ফকির অরুণসমান ১৩৪ সূর্যের ন্যায় কান্তিযুক্ত ফকিরবেশী কালুরায়। **ফকিরের বেশ কালুরায়** ১৩২ কবির এই উক্তিতে, দক্ষিণরায়ের সহোদর কালুরায়ে 'মুসলমানের মগর-পীর কালু শাহার' (তু. ই-বা-সা, পৃ ৮২) আদল আসে। **ফল** ১৮৯, ১৯০ হরিদেবের কল্পনায়, ফলের আকারে বসন্তব্যাধিবাহন। মাণিকরাম গাঙ্গুলি তাঁহার 'শীতলামঙ্গলে' বসন্তবীজের বর্ণনা করিয়াছেন, 'কলায়ের ছানা'রূপে (দ্র. ব-সা-প্র ২, পৃ ৩২)। **ফলতার বিল** ১০ সেকালের (খৃ. ১৭২৩) সরস্বতী নদীর (পরবর্তীকালের 'কাটিগঙ্গা') মজা মোহানা। এই 'কাটিগঙ্গাই' বর্তমানের ভাগীরথী বা হুগলী নদী এবং আদিগঙ্গা বিলুপ্তপ্রায়। রায়মঙ্গলে আদিগঙ্গা ও তাহার উভয়পার্শ্বস্থ তীর্থসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল স্থানের বর্ণনা, নিম্নবঙ্গের সুপ্রাচীন ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার আলোচনায় অমূল্য উপকরণ যোগাইতেছে (দ্র. পু-প ২, ভূ. পৃ ২৬)। **ফিরিয়া চাহিতে পদ্ম** ১১০ দ্র. গো-বি, পৃ ২৪৪ 'উলটি'। তু. কবীর, 'উলটৈ কমল সহস্রদল বাস'। দ্র. 'দক্ষিণ পাটন'। **ফুকরে** ১৯৭ (ফুৎকার) উচ্চ শব্দ করে। **ফুঙ্** ৯ (ফুঁক ∠ ফুৎকার) মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। **ফুল্লরা** ১৩৬ চণ্ডীকাব্যের আখটিখণ্ডের নায়িকা। এই নামে বীরভূমের লাভপুরে 'মহাপীঠ' আছে। **ফেউ** ৯৫ (ফেরু7 ফেউর) শৃগাল; বাঘের ভয়ে বিকৃতস্বর শৃগাল।

ব

বকরি ১৪৫ (সং বর্কর; আ. বক্‌র্) ছাগী। **বগল বাজাও** ২৬৫ তু. চৈ-চ, পৃ ১৬৪ 'কক্ষ তালি বাজায়'। **বঘ্রছড়ি** ১৯, ১৩৯ বাঘছাল। **বঙ্ক, -ঙ্কু নদী** ১৮, ১৯৪ তু. ক-চ, পৃ ১০ 'সিতা ভদ্রা বংখু শ্রীঅলকানন্দা'। বঙ্ক—বাঁকা নদী। ইহার ভৌগোলিক স্থিতি বর্ধমানে। যৌগিক অবস্থান অন্যত্র (দ্র. গো-বি, পৃ ২৬১ 'বেঙ্কানাল'; সা-প্র ৩, প্রবেশক, পৃ ৪)। **বঙ্কমুনি** ১৯৩, ১৯৪, ২২৯ অষ্টাবক্র মুনি। **বচে** ২৪৪, ২৪৯ গভীর, বিস্তৃত ও পচা ঘায়ের আকারে। বচ ফলের সহিত সাদৃশ্যার্থে বসন্তের এই নাম। **বচ্ছ** ২৪৫ বৎস; অপত্য। **বটে আলিঙ্গন**·১৯৭ জগন্নাথক্ষেত্রে অক্ষয়বটবৃক্ষ আলিঙ্গন করার কৃত্য। দ্র. 'অক্ষয়বট'। মুকুন্দরাম 'বটতরুর' অভিনব স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন,—'সুমেরু-উপরে আছে কুমুদ ভূধর, তাহার উপরে আছে বট তরুবর। এগার যোজন সেই তরুবর বট, তার মূখে হয় নাহি ছাড়েন নিকট। তাহার কোটরে আছে পাঁচখানি নদী, তাহে বহে খণ্ডক্ষীর ঘৃত মধু দধি। তাহে বুলি খেলে চণ্ডী মেলি সখীগণে'—ক-চ, পৃ ১৫৭)। বিনয়লক্ষ্মণের হয়মঙ্গলেও ইহার

উল্লেখ আছে (দ্র. পূ-প ২, পৃ ৩৭২)। **বড়াই বুড়ি** ১৪১ বৃদ্ধা বড়াই। যশোদার মা পাটলার সহচরী, যশোদার ধাই, কৃষ্ণের আই ; ('বড়ায়ি'—শ্রী-কী) মাতামহী। **বড়ি** ১৮৬ বড়ো ; অত্যন্ত। **বদল** ১৬২ পরিবর্তন। **বনচারী দ্বাদশ বচ্ছর** ২৩৫ বারো বৎসর বনবাস। তু. ধর্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্রের দ্বাদশ বৎসর বনবাস (সা-প্র ৩, পৃ ১৪ই.)। **বন্নে বানে** ২১৫ বন্যা ও বানে একাকার, জলপ্লাবন। **বরগ** ২৭৭ (*বরণ) নীলবর্ণ ধারা— যমুনা। **বরজ** ১৭৯, ২৭৯, ২৯৮ (ফা. বর্গ্) বাস্তব্রবি.। **বরদায়** ৩০৬ বরদানকারী। **বরা** ১০৪ শ্রেষ্ঠ ; সুন্দর। **বরাবররাম** ৩০৮ মানুষের নাম। **বর্জনা** ২৭৯ বরণ। **বলরাম** ২৭, ১১০, ২৭৫ হরিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (দ্র. ভূ.)। **বলাইল** ১৮০ (আ. বল্-বলাহ্) উন্নত করিল ; তুলিল। **বলাবলি** ২০৩ বলপ্রয়োগ। **বলি** ২৫৩ দৈত্যরাজবি.। প্রহ্লাদের পৌত্র বিরোচনের পুত্র এবং বাণের পিতা। ইঁহার 'অতি দান' দমন করিতে বিষ্ণু বামনরূপে ইঁহার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করিয়া, পাদদ্বয়ে স্বর্গ ও মর্ত ব্যাপ্ত করেন ও তৃতীয় পাদ বলির মস্তকে স্থাপনপূর্বক ইঁহাকে পাতালে প্রেরণ করেন। **বলিবে** ২২৫ (অবলা বা অবোলার মুখেও) বোল ফুটিবে। **বল্লজি বলরাম** ২৭৫ কোনো মারাঠা কর্মচারীর নাম হইতে পারে। **বল্লু্কার জল** ২৩৭, ২৪০, ২৪১ ধর্মঠাকুরের নিজস্ব নদী বল্লুকাকে আমরা বিপ্রদাসের মনসাবিজয়ে (পৃ ৭), বিনয়লক্ষ্মণের হরমঙ্গলে (পূ-প ২, পৃ ৩৭১) শিব দুর্গার সহিত এবং হরিদেবের এই শীতলামঙ্গলে শীতলার সহিত সম্পৃক্ত দেখিতেছি। বিভিন্ন কবির পরিকল্পনায় কখনও ইহা নদী, কখনও সমুদ্র (সা-প্র ৩, পৃ ৩১ ই.), কখনও দ্বীপ, কখনও বা বনের রূপ ধারণ করিয়াছে। হরিদেবের মতে, সন্তানকামনায় গ্রহণীয় ইন্দ্রকলের সহিত বল্লুকার জলের সম্বন্ধ আছে। শীতলাপূজা করিতে বল্লুকার জল বিম্ব শতদলের সহিত প্রয়োজন এবং শিবপূজায় কোনও অর্ঘ্য না মিলিলেও কেবল শুদ্ধ বল্লুকার জলই যথেষ্ট।—ধর্ম ঠাকুরের ঐতিহ্যে সুপরিচিত এই বল্লুকার ভৌগোলিক অবস্থিতি বর্ধমান জেলায় ; কিন্তু ইহার তাৎপর্য নিঃসন্দিগ্ধভাবে ভিন্ন (দ্র. সা- প্র ৩, ভূ. পৃ ১৮, পা-টী ৪)। **বসতি** ২৩৪ বাড়ী ; স্ত্রী। **বসন্তগণ** ১৮৩ বিভিন্ন বসন্তরোগ। শীতলার বসন্ত ফৌজের নামাবলী ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। **বসন্তসময় অগ্নি** ১৯ ইহা কুমারসম্ভবের উমার তপস্যা স্মরণ করায়। **বসন্তে চালায় রথ** ২৫৪ ব্রণবসন্তগণ শীতলা দেবীর রথ চালায় ; অর্থাৎ এই ব্যাধিতে ভর করিয়া মারীর দেবীর আগমন হয়। এইরূপ রূপকারূঢ় ইতিহাস শুনিয়াই দেবীর মাহাত্ম্যে সাধারণের মন বিস্ময়ে শ্রদ্ধাবনত হইয়া থাকে। **বসুগণ** ২০ দক্ষকন্যা বসুর গর্ভজাত ধর ধ্রুব সোম অহ অনিল অনল প্রত্যূষ ও প্রভাস—এই অষ্ট বসু (মহা, ১-৬৬-১৮)। **বসুধারা** ২১৩ আভ্যুদয়িকে চেদিরাজ বসুর উদ্দেশ্যে গৃহভিত্তিতে কর্তব্য ঘৃতধারা। **বত্সর** ৬২, ৩১২ (বৎসর)। **বহি** ২৭৮ বৈ, বিনা। **বহিরিন্দ্রিত** ২৩৪ (বৃহদ্রথ)

জরাসন্ধের পিতা। ইঁহার স্ত্রী কাশীরাজ কন্যাদ্বয়—শর্বাণী ও সুধনী। দ্র. ভূ.। **বহ্নিগড়** ১২৬, ১২৭ বাণরাজার বহ্নিগড়ের ঐতিহ্য অন্যত্রও আছে (মদীয় অপ্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 'কাইতির খেতগঙ্গা বা বিধ্বস্ত প্রাচীন একটি ধর্মপীঠের কাহিনী'—সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৩৮, পা-টী ৫)। **বাইস** ৩১১ (বৈদিক 'বাশী') কুঠার বি.। কুঠারের প্রকারভেদ। **বাউড়** ২০২ (বাতুল) পাগল। **বাউনি(লি)য়া(ল্যা)** ১০৭, ১৭০, ৩১১ কাঠুরিয়া; ('বাহল্যা'—কৃ-রা)। **বাউপুরাণ** ২৩৭ বায়ুপুরাণ। **বাউরা** ২৭৯ দ্র. 'বাউড়'। **বাখরার কুড়ি** ৩১৮ বকেয়া টাকা। **বাওন্ন হাজার বাগ** ২৮২ এই সংখ্যা মূলতঃ একান্ন বলিয়া মনে করি। দক্ষিণরায়ের বাহন সোনা রূপা বাঘ ব্যতীত একান্ন সিদ্ধপীঠের ইহারা একান্ন দেবীর বাহন কল্পিত হইয়াছে (তু. 'আইলা চণ্ডিকাদেবী যে বাগবাহিনী'—পুঁ-প ১খ, পৃ ৩৫)। এই ব্যাঘ্রসমূহই সম্ভবতঃ দক্ষিণরায়ের বাহার হাজার ব্যাঘ্রবাহিনী বলিয়া গিয়াছে। অনুরূপভাবে লক্ষ্মীর চৌষট্টি বসন্ত শীতলার; চৌষট্টি বিড়াল ষষ্ঠীর; অষ্ট নাগ, নয় বোড়া মনসার ইত্যাদি। বি-ম-অনুসৃত ব্যাঘ্রজন্মের অনুরূপ কাহিনী দ্র. বা-সা-ই ১খ, ২ সং পৃ ১২৬। **বাঙ্গাল কাণ্ডারী** ১৮৯ মুকুন্দরামের অনুসরণে হরিদেবও কাণ্ডারীদের 'বাঙ্গাল' সাজাইয়াছেন। নৌসাধনায় ইঁহাদের সুনামেরও সুপ্রাচীন ঐতিহ্য আছে। সুতরাং এই বর্ণনা ঐতিহ্যমূলকও হইতে পারে। **বাঁট** ২৮১ (তু. 'বেণ্ট'—সর্বানন্দ) স্তনের বোঁটা (দ্র চ-প, পৃ ১৮৩)। **বাড়** ২০২ (বাট) বেষ্টন (ক-চ, পৃ ১৫১)। **বাড়ব** ১০ (বড়বা) রুদ্রাগ্নি।. **বাণদ্বারী ষড়ানন** ১২৭ বাণরাজার প্রহরী কার্তিক। কিন্তু হরিবংশমতে, বাণপুরী রক্ষা করিতেন শিব। **বাণ বেদ**…৬৬ গ্রন্থরচনার শকাব্দ—১৬৭৫ শকাব্দ বা ১৭২৩ খৃষ্টাব্দ। **বাণেশ্বর** ১৬১ ইনি পৌরাণিক বাণরাজা নহেন। ইনি খাড়িনার রাজা ভদ্রেশ্বরের পুত্র। মাতার নাম বিমলা। ভদ্রেশ্বর স্বর্ণমন্দির দান করিয়া দক্ষিণেশ্বরের পূজা করায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এই হেতু রাজা বাণ দক্ষিণরায়ের মন্দির ভাঙ্গিয়াছিলেন। অতঃপর কাহিনী ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। **বাণেশ্বর সালবান** ১৬২, ১৬৪ রাজা বাণেশ্বর ও তাঁহার সহোদর সালবান। **বাত্ত** ৮, ২৮০, ২৮৭ (বার্তা) বাক্য। **বাতাস পাইয়া শঙ্খ** ১৭ 'মহানাদ'-পত্তনে অনুরূপ কাহিনী পাওয়া যায় (দ্র. মহানাদ, পৃ ১-৩)। **বাত্রা** ২০১ (বার্তা) সংবাদ। **বাথানে** ১৩০ (বাসস্থান) গোরু প্রভৃতির রক্ষার স্থান। **বাজভাণ্ড** ১৮০ বাদনীয় পাত্র; বাজানার শব্দ। **বাবুর মোকাম** ১৯৭ আলোচনা দ্র. পুঁ-প ২, ভূ. পৃ ১০-১১। **বামন বটু** ১১৩ খর্বাকার ব্রহ্মচারী। **বায়ুবেগে রথখান** ২২৬ তু. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ,—'বায়ুবেগে রথখান করিল গমন' (সা-প্র ৩, পৃ ১০১; ঐ ভূ. পৃ ৪১, পা-টী ৪, ৫)। এই রথের রথীকে চেনা এবং তাঁহার প্রসাদলাভই সকল পূজার আন্তর ও বাহ্য উদ্দেশ্য (তু. 'আত্মানং রথিনং বিদ্ধি'—কঠ)। **বারা** ১০৯, ১১০ ই. বারা—বারি। (আ. বারী—দেবতা; (বাজানায়) দেবতার অধিষ্ঠানভূত

মৃত্তিকার অথবা স্বর্ণ রজত তাম্রাদি ধাতুর নির্মিত কলস বা ঘট (বারিপূর্ণ)। স্তূপ। কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'বা-রা' (*twin-gods*) যমজ দেবতারূপে। কিন্তু দক্ষিণরায়ের যমজ 'সোনা-রায়ের' সহিত নহে, কালুরায়ের সহিত (তু. *P-I-A-E, p 18* ; দ্র. প্রস্তুত গ্রন্থ, পৃ ৫৮), এবং কালুরায় ছাড়া, 'উত্তররায়ও' আছেন (দ্র. ব-সা-রা-ম, তু. পৃ ৪)। '*Door of the South*' হইতে 'দক্ষিণ দ্বার' ('দক্ষিণদার', 'দক্ষিণদর') এবং 'দ্বার' 7 বার 7 'বারা' শব্দ ব্যুৎপন্ন হওয়া বিশেষ অসঙ্গত নহে। বিস্তৃত আলোচনা ভূমিকায় দ্রষ্টব্য। **বারি** ১৭২ বাহির। **বারি সিঙ্গাসন** ২৪৬ সিংহাসনে রক্ষিত বারি (দ্র. 'বারা')। **বারের** ২৫৭ করিবার। **বার্য্যাইল** ১৮ বাহির হইল। **বালকী কাল** ২৭ বালিকা বয়স। **বালকেরে কর দয়া** ৮০ এই উক্তিতে মনে হয়, হরিদেবের এই গ্রন্থ শিশুর মতো অল্পবুদ্ধির অথবা অল্প বয়সের রচনা। **বালা** ১৯৩, ২১৮, ২৯৭, ৩২২ বালক অর্থে। **বাল্মিকপুরাণ** ২২৯, ২৬১ রামায়ণ। রামায়ণকে এই নামে যাদুনাথও তাঁহার ধর্মপুরাণে অভিহিত করিয়াছেন (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ২৭, ১৬০)। **বাশকল** ৬০ অসুরের নাম বি.। **বাসরে খাইবে বাঘে** ২৯৭ মনসামঙ্গলের সহিত রায়মঙ্গলের এই অংশের পরিকল্পনায় পার্থক্য কেবল 'সাপের' বদলে 'বাঘে'। **বাহু চাপি** ২৩২ বাহু চাপি। বাহুদ্বয় বক্ষস্থলে ন্যস্ত করিয়া। **বাহ্নন** ২৩২ অগ্নিবহিষ্কৃত ; অগ্নিজাত। **বিকলা** ২১৫ রাক্ষসীবেশা। **বিক্রমকিশোর** ১৭৬ উজানিরাজ। কবিকঙ্কণে ইনি 'বিক্রমকেশরী'। **বিজা(*চা)ড়িত** ২৭৫ (বিজর—তরুণ) তরুণবয়স্ক ; বিচারী-কৃত। **বিড়ম্বনা** ১৭৬, ৩২০ প্রতারণাপূর্বক পীড়িত করা। **বিততাকালে** ১০০ (বিতথাকালে) বিপদ বা সঙ্কটের সময়ে। **বিদ্ধিশ্রাদ্ধ** ২১২ বৃদ্ধির নিমিত্ত শ্রাদ্ধ। **বিদ্ধ** ১২৬ প্রত্যক্ষ। **বিদ্যাধর** ২০, ৫৬, ১৩৫, ২৯২ ইহা দক্ষিণরায়ের নামান্তর (দ্র. 'শ্রীবিদ্যাধর')। ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য। **বিধিসুত দশ জন** ৩১ ব্রহ্মার তপস্যাজাত মরীচি অত্রি অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতাঃ বসিষ্ঠ ভৃগু ও নারদ। **বিন্ন** ২৫০ বিনা। **বিপাকে** ২৯৫ দৈবদুর্বিপাকে। **বিবিত্ত নিতম্ব** ১৭৬ (বিবৃত নিতম্ব) প্রশস্তনিতম্বা। **বিমলা দেবী** ১৯৮ দেবী দুর্গার প্রকারভেদ। **বিঝুকি বিঝুকি** ২৫৯ বুদ্বুদযুক্তভাবে অর্থাৎ ঝলকে ঝলকে। **বিরজ** ৫ রাগকালুষ্যহীন ; অপাপবিদ্ধ ; শুদ্ধ সত্ত্বময়। **বিলি** ৩১৪ বেলি, বেলা। **বিল্যাবুদ্ধি** ২৪৯ নষ্টবুদ্ধি ; মার্জারবুদ্ধি। 'বেলেবুদ্ধি'—দ-রা। **বিশালক্ষী, (-লাক্ষী)** ১২৯ পার্বতী ; যোগিনীভেদ ; চণ্ডী ; কালী। **বিশাশয়** ২২০ বিংশত্যধিক শত ; এক শত কুড়ি। **বিশ্বকর্ম প্রিতি** ১৩৫ বিশ্বকর্মাকে। **বিষম** ৭১ অসম ; অবৈধ ; উল্টা। **বিষহরি** ১০৫ (∠বিষধরী) মনসাদেবী। **বিষাণ** ৪৬ পশুশৃঙ্গ। **বিষ্ণুকুণ্ড** ১১২ বিষ্ণুকুঁড় ; জীবৎকুঁড় (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১৪৮ 'জীবৎবান')। **বিষ্ণুপদি** ১৪০ বিষ্ণুসম্পর্কিত পদ (তু. 'কালিপদ')। **বিষ্ণুর পুরাণাত্মিকা** ১৭৫ বিষ্ণুপুরাণবিবৃতা। **বিসন্ত মান রাগ** ১৩৭ *সঙ্গীতে রাগবি.। **বিসারিত রাগ** ২৮২ সমধিক ক্রুদ্ধ। **বিস্মৃতি**

২৪৩ বিস্মৃতিমুক্ত হইয়া। **বিহঙ্গত** ২২২ দ্র. 'বহিভ্রিত'। **বীরসিংহের মশানেতে রাখিলে সুন্দরে** ২০৫, ৩১৬ বিভাসুন্দরের উপাখ্যানের উল্লেখ। **বীর্য জেন নিশাকর সমে** ৫৮ দ্র. 'নিশাকর'। **বুড়াইলা** ১০৮ (প্রা√বুড্‌,ড7 বুড়) ডুবাইল। **বৃন্দারক** ১৪, ৪৯ দেবতা; সুন্দর; শ্রেষ্ঠ। **বেণী** ৩০ বাদ্যযন্ত্রবি.। দ্র. 'মন পবণ বেণি করও কণালা'—চ-প, পৃ ৭২। **বেতড়** ২১৮ বর্তমান বাঁ্যাটরা। **বেদ পড়ে** ৭৪ বেদপাঠরত। **বেদমন্ত্র** ২১২ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ। **বেদাধম** ১২৪ ব্রহ্মা। **বেদের বিধান** ২৪৫ বৈদিক নিয়মে (পূজা করিব)। **বেবস্তের** ২১৫ বেভার। **বেভার** ২১১ বিবাহের। **বেরুইতে** ১৮৬ (নাম ধাতু∠বাহির) বাহির হইতে। **ব্যেটা** ২০৭ (পুত্র7 বিট্ট7 বেটা) তু রু-ধ 'বেটা বলি বাসা দিল'—পৃ ১৮। **বৈই** ২৫৮, ২৬৭ বৈ, বিনা। **বৈইভুত** ২৩৭ (বহির্ভূত) অতিক্রান্ত। **বৈকুণ্ঠপুরী** ৩৬ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪৪, পা-টী ২। **বৈদিগ ছন্দে বেদ উস্চারণ** ৬৩ বৈদিকমন্ত্র-উচ্চারণ। **বৈষ্ণবস্তা** ১২১, ১২২ বৈষ্ণবাত্মা; বৈষ্ণব। **বৈসূতি** ১৫৪ বিনি সূতায় গাঁথা ফুলের হার। তু. 'আলগ ছাতি'—গো-বি, ভূ. পৃ ঘ ৩। **বোং বোং** ২৬৫ (ব্যোমকেশ7 বম্‌) শিবের নামাংশ, ইহা শিববাচক। **বোকা** ১৪৫ (সং বুক, দেশী. বোকড) ছাগ, পাঁঠা। **বোড়া** ২৪৮ দ্র. 'নয় বোড়া'। **বোল** ১৮১ বুল, বেড়াও। **বোলবোলা** ৩১৭ (*আ. বল্‌বলাহ্‌) অভ্যুদয়; নামডাক। **ব্যজ** ২১০ বিলম্ব। **ব্যধ** ২৫৮, ২৬৩ ব্যাধি। **ব্যহাঙ্গম** ৬ বিহঙ্গম; গরুড়। **ব্যাজ** ১৮২ বিলম্ব। **ব্যাধ করি দিল** ১০২ বধ করিল। বিশ্বামিত্র অভিশপ্ত কল্মাষপাদ রাজার দেহে রাক্ষস প্রবেশ করাইয়া, তাহা দ্বারা বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি ও অন্য পুত্রগণকে নিহত করেন। **ব্যায়ালিস বাজনা** ১৮২ বিয়াল্লিশ (৪২) প্রকারের ('খুলি'—'দফা' অর্থে—দ-রা) বাজনা। **ব্যায়ে** ২১৯ বাহিয়া। **ব্রক** ১৯১ মহীর বংশধর বৃক নামক রাজা। **ব্রতকথা, -রচনা** ২২১, ৩০৭ শাস্ত্রবিহিত উপবাসাদি নিয়মপূর্বক ধর্মকর্ম (ব্রত); আখ্যান বা চরিতেতিহাস (কথা)। দেবতাবিশেষের পূজাদিপ্রকাশার্থ দেবানুগৃহীত নরনারীগণ সাধারণতঃ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া ব্রতদাস বা ব্রতদাসীরূপে দেবতার পূজা প্রকাশ করিয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন—তাহারই বিবরণ; মর্ত্য মানবের শ্রীবৃদ্ধি ও ভবরোগ আরোগ্যকামনায় বা ভবসিন্ধু পার হইতে এই শ্রাব্য মঙ্গলব্রতকথা। **ব্রনমাই** ১৭৫ ব্রণ মাতা অর্থাৎ গাত্রক্ষতাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। **ব্রম্ভর বেশ** ২০৭ ব্রাহ্মণীর বেশ। **ব্রম্মুলি** ১৭৯ বাদ্যযন্ত্রবি.। **ব্রহ্যা অবতার** ১২২ বরাহ অবতার। **ব্রহ্ম** ২২৫ একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ (পরিহাসে); শিরোধার্য। **ব্রহ্মযজ্ঞ** ১৭৫ ব্রহ্মার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। **ব্রহ্মাজনি** ২২৫ ব্রাহ্মণ নারী। **ব্রাহ্মণ বর্ণের গুরু** ১২২ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের অনুকূলে উক্তি। **ব্রাহ্মণে বধিতে জায়** ৭১ ইহা এই কাহিনীর আর্যেতরত্বের ইঙ্গিত হইতে পারে।

ভ

ভক্ষিইল মননিত ৩০১ ইচ্ছামতো ভক্ষণ করিল। **ভগবতীর ঘমে' শার্দুলের জন্ম** ৭৮ ইহা হরিদেবের নিজস্ব পরিকল্পনা। **ভণ্ডকথা** ১৫২ মিথ্যা; প্রতারণা। **ভদ্রা** ১৮, ১২৪, ৩১৫ ব্যোমনদী; গঙ্গার শাখানদীবি.। তু. 'গগনগঙ্গা' (চ-প. পৃ ৬৮)। **ভবসিন্ধু কর পার** ১৫১ দ্র. 'ব্রতকথা' 'পুনরপি জন্ম জেন'। **ভবার্ণবে ভেলা** ২০৯ দ্র. 'ভবসিন্ধু কর পার'। **ভয় বাসি** ২৫৫ ভয় লাগে। তু. 'ভালোবাসি'। **ভল্লুক নামেতে জ্বর** ২২৩ ইহা অরুকণস্থায়ী জ্বর। **ভল্লুক সহর** ২৫৩ এই কল্পনা হরিদেবের নিজস্ব। বিশ্বকর্মার বাহন ভল্লুক (পৃ ৩৯)। **ভাগ** ৩০২ হৃদয়ভাগ। **ভাঁগিরে** ২৮, ৩৩ সিদ্ধিখোরকে (গালি)। **ভাগ্যবতী** ১১০ হরিদেবের মায়ের নাম। **ভাজিইবে** ১৬১ ভাজিবে। **ভাজিবে রায়ের ঘর** ১৬৩ দক্ষিণরায়ের পূজাপ্রচার ও জহুরাপ্রকাশের পরিকল্পনায় বিধি কর্তৃক লিখিত (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১২)। **ভাজা-পোড়া** ৪১ গোহালে ভাজা পোড়া খাওয়া ('চর্বণ') গরুর পক্ষে অকল্যাণকর। **ভাজ্যমানি** ২৭৬ (ভাগ্যমানী) সৌভাগ্যশালী; ভাগ্যক্রমে; বড়ো ভাগ্য ভাবিয়া। **ভাটির রাজন** ৬৩, ১৬৭ আঠারো ভাটির (*distillery*) রাজা, 'ভাজী' শিবের সন্তান, মধুর মালিক দক্ষিণরায়। দ্র. 'অষ্টাদশ ভাটদেশ'। **ভাতার** ১৩৪ (ভর্তৃ) পতি (দ্র. 'খমণ ভতারে'—চ-প, পৃ ৭২)। **ভাদ্র পদাতিক** ২১৫ (ভাদ্রপদ) ভাদ্রপদী পৌর্ণমাসীযুক্ত মাস; ভাদ্র মাস। **ভারতে অন্নদান** ২৭০ ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে অন্নদান শ্রেষ্ঠদান বলিয়া স্বীকৃত। **ভারথতত্ত্ব** ১০২ মহাভারতের গূঢ়ার্থ। **ভারি** ১০১ (ভারী) ভার বা দায়যুক্ত। **ভালাই** ১৫২ (হি.) ভালো; মঙ্গল। **ভাসুরভাতারি** ১১৮, ৩০৫ (ভ্রাতৃশ্বশুরভর্তৃকা) বিষ্ণু শিবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দুর্গা বিষ্ণুর ভ্রাতৃবধূ।—বাঙালীসমাজে উভয়ের মুখদর্শন ও বাক্যালাপ নিষিদ্ধ। এই নিষিদ্ধসম্পর্কহেতু এই কার্যে এইরূপ গালির আশঙ্কা। **ভূতশুদ্ধি** ৯৮, ১১০, ২১২, ২২০ তন্ত্রমতে, দেহারম্ভক, পৃথিব্যাদি ভূতের শোধন। পূজারম্ভে বীজবিশেষ দ্বারা বাম কুক্ষিস্থ পাপপুরুষ দহনপূর্বক দেহের সংস্কার দ্বারা দেবরূপত্ব সম্পাদন। ভূতশুদ্ধিন্যাসে পূজক, মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীর সহিত হৃদয়স্থ দীপকলিকাকার জীবাত্মাকে সুষুম্নাপথে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া শিরস্থ সহস্রারে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত করেন। তখন ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। **ভেজান** ২৩২ (হি. √ভেজ) লাগানো; বাধানো। **ভৈরবনন্দন** ২৮৫, ২৯০ দক্ষিণরায়। ভৈরব—শিব। **ভৈরব বেতাল** ৩১, ৯৩ তন্ত্রসারে অষ্টভৈরবের উল্লেখ আছে। বেতাল শিবানুচর ভৈরব। ইনি শবাধিষ্ঠিত ভূতবি.। **ভ্রতি** ১৯৩ (ভৃতি) ভৃত্যকর্ম। **ভ্রমুল** ১৪৬ (ভ্রমরোল) বোলতা জাতীয় দংশক কীটবি. (*hornet*)। তু. বি-ম 'হাসন হোসেন' পালা—বা-সা-ই ১খ, ২সং পৃ ১৩৯। **ভ্রষ্টতণ্ডুল** ৪১ ভর্জিত চাউল, ভাজা চাল, 'মুড়ি'—বীরভূম; 'চালভাজা'—দ-রা।

ম

মইত্র ২৬২ মৈত্রী ; মিত্রতা। **মইথন** ৩৬ মৈথুন। **মকরদ্দিম** ২৭৫ (আ. মুক. দ্‌দমহ্‌) অভিযোগ বা নালিশ (ফয়সালাকারী)। **মকরন্দ** ১৬১ পুষ্পমধু। (লক্ষণায়) আনন্দিত। **মগদ-ঈশ্বর** ১১৪ মগধেশ্বর জরাসন্ধ। দ্র. 'জরাসিন্ধু'। **মঙ্গল রাগ** ২১২ মঙ্গল-গুর্জরী রাগ (দ্র. ক-চ, পৃ ২৮৩)। **মড়াকাঠ** ১৫৩ শবদাহাবশিষ্ট কাষ্ঠখণ্ড। **মড়াকাঁন্ধে** ১৫৩ ধর্মঠাকুরের বা শিবের গাজনে অথবা দুর্গাপূজায় কোন কোনও স্থানে অনুরূপভাবে অনুষ্ঠেয় 'পাতা' নৃত্য স্মরণ করায়। **মৎস্‌ছা** ৩২১ মৎস্য+মাছ। **মধু** ২৮১ কবি হরিদেব প্রসঙ্গতঃ রায়-'পাদপদ্মাসব' সমর্পণ করিলেন। **মধুপর্ক** ২১৩ মিশ্রিত দধি ঘৃত মধু জল ও শর্করা। ইহা ষোড়শ পূজোপচারের একতম উপচার। **মধুর মক্ষিকা… গাত্রমলা** ৫৫ ব্রহ্মা গাত্রমলা দ্বারা মধুমক্ষিকা সৃজন করিলেন। **মধ্যে(দ্ধে) গঙ্গা সতী** ১০৭ দ্র. 'জমুনা পূর্বেতে গেল'। যমুনা পূর্বে, সরস্বতী পশ্চিমে এবং গঙ্গা মধ্যস্থলে অবস্থিত।—এই বর্ণনার দার্শনিক ক্রমে পারম্পর্য নাই (তু. 'অধোর্ধ্বং প্রাণসঞ্চারঃ বহতে চৈব নিত্যশঃ, উর্ধ্বে চারে ভবেদ্ গঙ্গা যম্না চাধো ব্যবস্থিতঃ (জ্ঞা.) ; 'গংগা যমনা অংতর বেদ, সুরসতী নীর বহৈ পরসেদ (দা.), ই.। **মনই** ২০৫ মনেই ; মনেতে। **মনুরথ** ৪৪ (মনোরথ) কপিলা বা কামধেনুর বৎসের নাম। তু. বি-ম-অনুসৃত কাহিনী—দ্র. বা-সা-ই, ১খ, ২সং পৃ ১২৬-১২৮। **মনের আগুন**…২১৫ ইহা শাশুড়ীর পক্ষে জামাতার প্রতি অসঙ্গত উক্তি। **মন্ত্রের য়ধিন দেখ** ২২০ তু. রূ-ধ ১খ, ১সং, পৃ ১৩১ 'মন্ত্রের অধীন বলে সকল দেবতা'। **মন্দাকিনী সনে দেহ পালটন** ২২৬ সবিস্তর আলোচনা দ্র. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, পৃ ১০৩ ; ঐ ভূ. পৃ ৪৩, পা-টী ৬ (সা-প্র ৩)। **মমো** ১৭০ (সং *ময়ন ; ফা. মোম্) মৌচাকের উপাদান বি. (*wax*)। **মর** ২৪২ মোর। **মলআশিখর** ১৭৬ ই. 'চন্দন ধারক' দক্ষিণাচল। ইহা মলবার উপকূলে অবস্থিত এবং সপ্ত কুলাচলের একতম। ইহারই শিখরে আরোগ্যদেবী শীতলা ভগবতী আবাস। মলয়গিরির পার্শ্বেই 'শঙ্খদহ'। 'উজানির' অধিপতি বিক্রমকেশরীর 'শঙ্খ চন্দনের' অভাব ঘটিলেই সপ্ততরী মেলিয়া দক্ষিণপাটনে রওনা হইতে হয় মধ্যসমুদ্রে 'গঙ্গা' 'যমুনার' স্রোত বাহিয়া। ভারতবর্ষের ভূসংস্থানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া কায়যোগের তত্ত্বকে এইরূপে ছাঁদিয়া, 'ইতিহাসে' দেশীয় বিভিন্ন বৃত্তির (*industry*) রূপকে কাব্যরূপ দেওয়া হইয়াছে, 'প্রবীণ' লোকসমাজকে এই বিষয়ে 'প্রবর্ত' করিবার উদ্দেশ্যে। ভারতবর্ষের 'ভুবনকোষে' (তু. কূর্মপুরাণ) উত্তরে হিমগিরি সুমেরুশিখরে (কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে) অর্থাৎ সহস্রারে ধর্মসদাশিব ও গঙ্গোত্রী-সরোবরের অবস্থান ; এবং দক্ষিণে মলয়শিখরে অর্থাৎ মূলাধারে চণ্ডী-মনসা-শীতলার আলয় ও গতাগতি। কায়যোগে পরস্পরের এই যোগাযোগের 'ব্যাপারেই' 'দক্ষিণপাটনে'

বাণিজ্যযাত্রায় গুণার্ণব-শ্রীমন্ত সদাগরদের আনাগোনা। স্বয়ং ধর্মঠাকুর এই 'উজানি' 'ভাটালিতেই' নৌকা বাহিয়া থাকেন। **মসান** ১৬৩ (শ্মশান) তু. ক-চ, পৃ ২৫৩, ২৬৭। **মসীপত্র** ১৬৩ (মসিপাত্র) মস্যাধার, দোয়াত। **মহলা** ২৫৯ (মহড়া) সেনার অগ্রপঙ্‌ক্তি বা মুখ (যাহারা প্রথমে আক্রমণ করিয়া শত্রুকে হটাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়)। **মহাজ্ঞান** ১০৫ শিবের সর্বজ্ঞতা শক্তি; দিব্য গারুড়বিদ্যা। নাথ-সাহিত্যে ও মনসামঙ্গলে ইহা সুপরিচিত। 'মন-পবনেতে জীব পরিচয়' (বি-ম, পৃ ৩৯) করিবার ইহাই সর্ববিষয়ের আত্মজ্ঞান। **মহাদানি** ১৪০ খেয়ার শুল্কসংগ্রাহক (তু. শ্রী-কী, পৃ ৪২)। **মহাদেব বিনে পূজা** ১৭৬ উজানির রাজা 'বিক্রমকিশোর' একনিষ্ঠ শিবভক্ত। মুকুন্দরামও এই কথা বলিয়াছেন। বিভিন্ন পদ্ধতিতে সকল কবিই যেন সাধারণ উৎস হইতে আহৃত একই ভাব প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন। **মহাপুষ্প জলে দিল…মহাজীবন পাইল** ২৩৪ মন্ত্রপূত জবাফুল জলে ভাসাইতেই প্রাণ সঞ্চলিত হইল (দ্র. তু.)। **মহাবলৎকার** ১২ প্রচণ্ড বল-প্রকাশপূর্বক। তু. সা-প্র ৩, পৃ ১৩১। **মহাবাই** ১৬৪ মহাবায়ু। কুপিতবাতধাতু (দ্র. ভা-প্র, পৃ ২৫৬)। **মহাবিদ্যা** ২২০ দ্র. 'মহাজ্ঞান'। **মহাভারথের কথা** ১২৬ মহাভারতের তত্ত্ব হরিদেব 'ইতিহাসে' বিবৃত করিতেছেন। **মহামন্ত্র** ৮, ১৯৯ দেবাদির সাধনার জন্য তন্ত্রাদিকথিত অপার্থ গূঢ় শব্দভেদ। হরিদেবকে ইহাই 'রচনা' করিতে দক্ষিণরায় দীক্ষায় আদেশ দিয়াছিলেন। (তু. ক-চ, পৃ ৬); আভিচারিক মন্ত্র (শক্তিলাভার্থ)। **মহারণকক্ষ্যা** ১১৮ ভীষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধে সমর্থ। **মাইন্দ্র** ২০৫ মহেন্দ্র, দেবরাজ। **মা কৈলাসে জান** ২২৬ প্রস্তাবনের মলয়াবাসিনী শীতলা গ্রন্থশেষে কৈলাসে যাইতেছেন। আলোচনা দ্র. 'মলআশিখর'। **মাগেতে মলেয়া বহে দশমীর তিথি** ২৩৯ শীতলার পবিত্র দিবস মাঘ মাসের দশমী তিথি (তু. মনসার জ্যৈষ্ঠ দশমী—বা-সা-ই ১ম, ২সং, পৃ ১১৩)। **মাড়া** ৩০৮ মাড়াই করা ধান্য। **মাতুল** ৫৬ (মাতলি) ইন্দ্রসারথি। **মানপত্র** ১৭ (মানক) মানকচু গাছের পাতা। **মানিক পাটন** ২১৭ (মাণিক পট্টন) মাণিক সহর। ইহা শঙ্খদহের পূর্বে অবস্থিত। **মাহমুদ ঠাকুর** ১৪৭ হিন্দু কবি 'যবন'দের মুখেও হিন্দুভাবাপন্ন উক্তি বসাইয়াছেন। **মিনস** ১৬২ (মীন+মৎস্য) মাছ। **মিনি…** ২৬৫, ২৬৮ বিনা। প্রবচনবি.। **মীন-অভাবন** ১৫৭ মাছের অভাব (তু. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ—সা-প্র ৩, পৃ ৭৭)। **মীনের অম্বল** ১৬২ মাছের টক। ইহা দক্ষিণরাঢ়ের প্রসিদ্ধ ব্যঞ্জন। **মুক্তকেশে রোদন** ৪১ এলোচুলে বধূগণের ক্রন্দন। ইহা দুর্ভাগ্যের সূচনা করে বলিয়া বিশ্বাস। **মুক্তহার** ২২০ ধর্মঠাকুরের 'মুক্তা'-প্রসঙ্গ স্মরণ করায় (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৬৩)। **মুখ্য** ৮৯ শোধন। **মুখের তাম্বুল খসে** ২০৬ সর্বদা মুখের পান খসিয়া পড়া, অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে বলিয়া বিশ্বাস। **মুগুরিয়া লাঠি** ১৪৫, ১৬৪ মুদ্গরের মতো ভারী মোটা

লাঠি। **মুগ্ধবোধ** ১২৬ বোপদেবকৃত ব্যাকরণ। **মুঞ্জি** ৭, ১৯৩ (বয়ম্ 7 মো 7 মুই, -ঞ্জি) আমি। **মুড়াই** ২১৬ মুণ্ডিত করিয়া। **মুনা** ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬ দ্র. 'মনুরথ'।—ইহার সংক্ষেপ। **মুসুড়ি পাটন** ১৮৯ *মুসৌরী পত্তন, মসুলি পত্তন। **মুহিল** ৩৫ মোহিত করিল। **মৃত্তিকাশঙ্কর** ২৭ মাটির শিবমূর্তিপূজার প্রসঙ্গ কবিকঙ্কণে আছে (দ্র. পৃ ৩৬), পরবর্তীকালের সমাজেও আছে (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ১৩৫)। **মৃত্যু(র্ত)কায়** ১৯২, ৩১৬ শবদেহ (তু. 'পরম-কায়'—সা-প্র ৩, পৃ ৫৮, ১৫৪)। **মৃর্তমাঙস খায় শূকরবদন** ২৪০ শূকরবদন স্বর্ণকান্তি শ্বেতরাজা মৃতের মাংস খায়। হরিদেবের মতে, ক্রুদ্ধমুখে দান করার পাপে রাজা 'শূকরবদন' হইয়াছেন এবং 'অন্ন'দান না করায় তাঁহাকে মৃতমাংস খাইতে হইতেছে। **মেইএ** ২৪৪ (মেইত্র) মৈত্র, মিত্র। **মেঘচাপ** ৬১, ২৬৪ ইন্দ্রধনু। **মেটিলে** ২৪৯ (মেটেলী) মেটে রঙের নির্বিষ সর্পবি.। **মেরুশৃঙ্গ** ১৮, ১৯৪ সুমেরুচূড়া। ইহা পৌরাণিক পর্বত; স্বর্ণরত্নময়। এই হেতু ইহার নাম 'হেমাদ্রি', 'রত্নসানু'। ইহার পৃষ্ঠ স্বর্গ, এইহেতু ইহা 'সুরালয়'। ইহা ইলাবৃতবর্ষের নাভিদেশে স্থিত। সূর্যাদি গ্রহগণ ইহার চতুর্দিকে ভ্রমণ করে। গঙ্গা ইহার চূড়া হইতে শেতা, ভদ্রা, অলকানন্দা ও বঙ্কা—এই চারি ধারায় (দ্র. 'চারি ধারা') পৃথিবীতে অবতীর্ণা হন। এই 'সুমেরুশিখর' (দ্র. ঐ) ধরিয়া গগনে প্রবিষ্ট হইতে হয় (তু. চ-প, পৃ ১০৮, 'মেরু-শিখর লই গঅণ পইসই')। প্রসঙ্গতঃ আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ৯৭, ১৬৫ ঐ তু. পৃ ৪৩, পা-টী ৭। **মেলানি** ৩১১ তু. 'মেলানা'—মুক্তি, ত্যাগ (চ-প, পৃ ১৮৭), বিদায় (ক-চ, পৃ ২২৭)। **মেলাপড়া করে** ৩১৩ সমবেত ও প্রণত হয়। **মৈইত্র** ৮১ মিত্র। **মোগল** ৯২ (আ. মুগল্) মঙ্গোলিয়ার অধিবাসী। **মোঙ্গল হাঁড়ি** ২১২ বিবাহে চিত্রিত পরস্পরসংযুক্ত মঙ্গলার্থ ব্যবহার্য ক্ষুদ্র চারিটি ভাঁড় (তু. 'আহিবাতি'—সা-প্র ৩, পৃ ১৩৯-৪০); হাঁড়ি-মঙ্গলানো—বিবাহে স্ত্রী-আচারবি. (দ্র. চি-প-স ১, 'বিবাহ')। **মোর খুড়ি** ৩৮ গঙ্গা বিষ্ণুপাদজাতা বলিয়া, বিষ্ণুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবের পত্নীর সহিত এই সম্পর্ক। **মো (ম, মু)ল্লার পাটন** ২০২, ২০৬, ২০৮ ই. (মূলাধার পদ্ম) দ্র. 'দক্ষিণ পাটন'। **মোহরি** ১৮৩ (আ. মুহরির্) মুহরি, মুনশী। **মৌকেরো** ৩১০ গ্রামের নাম হওয়াই সম্ভব। সম্ভবতঃ মৌজে—কেরো(গ্রাম)। **মৌথাল** ১৭০ (মৌয়াল ∠ মউল্যা ∠ মউল ∠ মধুল) মধুসংগ্রহকারী। (তু. 'মউল্যা'—কু-বা)। **মৌলায় রঙ্কিণী** ৭৮ মৌলা গ্রামের দেবী— (রণপ্রিয়া) কালী বা দুর্গা। হরিদেবের মতে, অষ্টসিদ্ধপীঠের অন্যতম। **ম্রনাল** ২৭৯ (মৃণাল) *বাদ্যযন্ত্রবি.।

য

যচ্ছন্নিতে ২৩৯ আচম্বিতে; অকস্মাৎ। **যজ্ঞসূত্র** ৯ যজ্ঞসংস্কৃত উপবীত। দক্ষিণরায় ব্রাহ্মণ। **যতিত** ২৩৮ অতিথি। **যতিরেক** ২৯৬ অতিশয়। **যম্নজ মাই** ২৫২ অন্নজাত

বা জীবপালিনী অন্নরূপিণী অন্নপূর্ণা মাতা (তু. অন্নতেহন্তি চ ভূতানি তস্মাদন্নং তদুচ্যতে—তৈত্তি.); অন্নদা মাতা। **যরিষ্টি দেবতা** ২৫৬ অশুভ(নাশক) দেবতা। **যর্ঘ্যথালি** ২৪১ অর্ঘ্যথালী ; অর্ঘ্যপাত্র। **যানন্দেত** ৩২১ আনন্দিত। **যুগান্তরে** ৭৮ বারো বৎসর পরে। **যুগী** ৩১৮, ৩১৯ গৃহস্থ যোগীর পদবী। **যুগ্য কন্যা** ২৯৮ বিবাহযোগ্যা কন্যা। **যুগ্যতা** ২৮৪ যোগ্যতা; ক্ষমতা। **যুদ্ধ ঝাপান** ২৮৪ যুদ্ধে আক্রমণ বা 'ঝাঁপ' দিয়া আপতিত হওয়া; কৌতুকে যুদ্ধক্রীড়া করা; সাপ খেলানো; সংসর্গ করানো। **যোগপাটা** ৫ যোগিধার্য পট্টসূত্রবি.; ইষ্ট-পীঠ; দৈব-যূপ।

র

রইঘর ৩১১ (সং রতিগৃহ 7 প্রা. রইঘর) নৌকার মধ্যস্থলে নির্মিত রতিগৃহতুল্য সুসজ্জিত গৃহ। **রক্ষতা** ২২৩ রক্ষিতা, পালিতা নারী। **রঘুরাম** ২৯০ সম্ভবতঃ হরিদেবের পুত্র। **রঙ্গন** ১৩২ রঙ্গে ভঙ্গে কৌতুকে বাজানো। **রঙ্গি** ১০ অনুরাগী। **রচনা** ৮, ২০ বিন্যাস; প্রণীত। **রড়ারড়ি** ৬১, ১৬৪ দ্রুতিগতিতে। **রড়ে** ২০৩ বেগে। **রথের উপরে মা কৈলাসে জান** ২২৬ তু. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪১, পা-টী ৪। **রসা ঘাট** ২১৮ (*Rassah*) কলিকাতার 'রসা পাগলার' ঘাট। **রসাল পল্লবমুখে ঘট** ৩২ আম্রশাখাযুক্ত ঘটবারি। দ্র. 'অম্রকল'। **রাএথন** ৩০৮ রাএর বা দক্ষিণরায়ের 'থন', 'থান' বা স্থান। **রাএর চড়নঘোড়া** ২৮২ ইহা 'সোনা রূপা' বাঘের বিশেষণ। দক্ষিণরায়ের 'চড়নঘোড়ার' নাম 'সোনা রূপা বাগ'। অর্থাৎ রায় আসলে ঘোড়াতেও চড়েন না, বাঘেও চড়েন না।—ইহা আসলে 'রচিত ইতিহাস' মাত্র। **রাক্ষসীভুবন** ৯৯ কাঙুর কামাখ্যা। যাদু বা রাক্ষসী মায়ার জন্য এই অভিধা হইতে পারে। **রাখিইল** ৩০০ রাখিল। **রাগাই বাগাই** ২০৪ ক্রোধী ও হিংস্র-স্বভাবের কোটাল ভ্রাতৃদ্বয়ের এই দুই নাম যথার্থ হইয়াছে। **রাঙ্গা লাঠি** ৯৭ রক্তবর্ণ বা লাল লাঠি। **রাজঘাটে** ২০৩ সদরঘাটে। **রাজবিত্তি** ২২৬ রাজার বা জমিদারের প্রদত্ত বৃত্তি। **রাজহংস** ২৯৩ মায়াধারী ধর্মঠাকুরের 'রাজহংসের' রূপ ধর্মপূজাপদ্ধতির পুঁথিতে সুপরিচিত। আলোচনা দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৭০ 'হংসরাজ', 'হংসরাজ ঘোড়া'; ঐ ভূ. পৃ ৪৭, পা-টী ৩; প্রবেশক, পৃ ৫; গো-বি, পৃ ২৭১ 'হংসী'। **রাড়িমল্ল** ২৮২ ইহা ব্যাঘ্র-বিশেষের নাম; কিন্তু এই নামের অন্তরালে সেকালের রাঢ়ী মল্লবীরদের শৌর্যও উঁকি দিতেছে, নিঃসন্দেহ। **রাধাচক্র** ১৩৪ রাজা ভগদত্ত তাঁহার কন্যা ভানুমতীর বিবাহে লক্ষ্যভেদ পণ করিয়াছিলেন বলিয়া হরিদেব অবতারণা করিয়াছেন। তিনি 'রাধাচক্রেরও' উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ক্রুপদরচিত রাধার (অর্থাৎ লক্ষ্যের) নিরন্থ চক্র। মহাভারতে, যন্ত্রের ছিদ্রপথে পঞ্চ শরে লক্ষ্যভেদের কথা আছে। ইহাতে বোধ হয়, 'রাধাচক্রের' 'রাধা',—'লক্ষ্য' এবং 'চক্র', লক্ষ্যের নিরন্থ 'যন্ত্র'। তান্ত্রিক অনুষ্ঠানেও 'চক্র' নির্মাণ করিতে

হয় (তু. 'মণ্ডলচক্র', 'যোগিনীচক্র'— চ-প, পৃ ২২)। **রামকৃষ্ণের সুত** ১২৫ ইনি সম্ভবতঃ দ্বিজ কৃষ্ণরাম— কবি হরিদেবের পিতা। দ্র. 'দ্বিজ কৃষ্ণরাম'। **রামরূপে পাল প্রজা** ১১১ ভারতবর্ষে 'রামরাজ্য'-পরিকল্পনার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই উক্তি। **রামাই** ১৮১, ১৮৭ উজানির রাজা বিক্রমকিশোরের কোটালের নাম। **রায় বলে হনুমান ...অনুজ** ১৩০ দক্ষিণরায় শিবের পুত্র। কিন্তু শিব ও হনুমানের পিতা-পুত্রের সম্পর্কের কথা পুরাণে পাওয়া যায় না। অথচ দক্ষিণরায় হনুমানের 'পিতার সম্বন্ধে' নিজ 'অনুজ' বলিতেছেন। হনুমান 'পবনকুমার'। শিব জীবাত্মারূপে 'পবনহংস' (দ্র. বি-ম, পৃ ৩৯)। এই সূত্রে 'পবনকুমার' হনুমান শিবের সন্তান বটেন। সুতরাং হনুমানের পক্ষে, দক্ষিণরায়ের 'পিতার সম্বন্ধে' অনুজ হওয়া সম্ভব। **রায়বাঁস্যা** ১৩০, ১৩২, ২৪০, ৩১১ রায়বাঁশের যোদ্ধা (ক-চ, পৃ ২৪৩)। **রায়মল্ল** ৬২ যোদ্ধা দক্ষিণরায়। **রায়ের মন্দির ভাঙ্গ্যা** ১৬৪ যাদুনাথের ধর্মপুরাণের হরিশ্চন্দ্রের অনুরূপ ব্যবহার (সা-প্র ৩, পৃ ১২) রায়মঙ্গলের রাজা বাণেশ্বরের। **রায়ের শরীরে হৈল ক্ষেত্রপাল জত** ৬০, ৩০৩ হরিদেবের মতে, দক্ষিণরায় ক্ষেত্রপাল-দেবতাগণের অধিপতি। **রায়ের সুত ভৈরব বেতাল** ৭৯ হরিদেবের মতে, দক্ষিণরায়ের পুত্রের নাম 'ভৈরব বেতাল'। **রীত** ২৫১ রীতি। **রূপরায়** ৩৯, ১৩৮, ২৮৬ শিবসুত 'হড়মুড়্যা ক্ষেত্র' ইঁহার সহচর; দক্ষিণরায়ের পূজা করিয়া হিজুলিরাজ নৃসিংহের নাম হইল—'রূপরায়'। ইনি দক্ষিণরায়ের পাত্র। মদনরথের প্রসঙ্গে দক্ষিণরায় রূপরায়ের সহিত 'বিশেষ কথা' কহিয়াছিলেন। **রূমল** ১৭৯ ডমরু জাতীয় বাদ্যধ্বনি। **রুহিনি কুণ্ড** ১৯৭ জগন্নাথক্ষেত্রে অবস্থিত রোহিণীকুণ্ড। **রোল** ৭০ কোলাহল।

ল

লএয়া ২১৯ লইয়া। **লঙ্গ** ৩০৯ লাঙ্গল; অস্ত্রের প্রকারভেদও হইতে পারে। **লঙ্ঘিলে** ১৬ লঙ্ঘন বা নাশ করিলে। **লবন্ন্য** ২১৫ নবান্ন। **লম** ২০ লোম। **ললাটের ঘম পুছ্যা দক্ষিণ ঈশ্বর...কালু মহাবীর** ২৯০ দ্র. 'ধর্ম-ছেদনে'। শিবের ললাটের ঘাম পুছিয়া ফেলিয়া দক্ষিণরায়ের জন্ম এবং কালুবীর উঠিয়াছিলেন পৃথিবী ভেদ করিয়া—ইহা আসলে প্রতারণাবাক্য। দ্র. 'দক্ষিণ ঈশ্বর', 'কালু নাম'। **লহরি** ১৭৯ স্বরতরঙ্গ। **লাঙ্গট** ৪৭ (লাঙ্গুল) লেজুড়; লেজ। **লৈইয়া** ১৭২ লৈয়া, লইয়া। **লোহাজঙ্গে** ১৮৭ এখানে রাজার কোনও পদিকের নাম। সম্ভবতঃ লৌহবৎ সুদৃঢ়গঠনের সভাসদ্ মল্ল। লৌহকারদের দেবতাও আছেন এই নামে (দ্র. রূ-খ ১খ, ১ম সং, ভূ. পৃ ৸৹)। **লৌকতা** ১৭ (লৌকিকতা) শিষ্টাচার।

শ

শং শং…২৩৪ এই মন্ত্রে শীতলা সাবিত্রীর প্রাণসঞ্চলন করিয়াছিলেন। ইহা বীজমন্ত্র। তন্ত্রমতে, বীজমন্ত্র দেবতাবিশেষের সারভূত বর্ণাত্মক মন্ত্র। **শকতি** ১৩২ কালুরায় আপন শক্তিকে মৃগরূপে পরিবর্তিত করিলেন। **শঙ্কিত রচিত্ত কথা** ১০ দৈবতন্ত্র জন্তু ত্রস্ত কবিকে এই গ্রন্থ রচনার বিষয়ে আদেশাজ্ঞা। **শঙ্খচিল** ১০৫ গলা-সাদা চিলবি.। মনসামঙ্গলের এই প্রসঙ্গের সহিত তুলনীয় ধর্মপুরাণপ্রসঙ্গ (সা-প্র ৩, পৃ ৫৪-৫৫; ঐ, তু. পৃ ২৮, পা-টী ২)। **শঙ্খ তুলসী** ১৫ দ্র. ভূমিকা। শঙ্খাসুর ও তাহার স্ত্রী। হরিদেবের মতে, শঙ্খাসুর হিরণ্যকৌশীক দৈত্যের পুত্র। ইহাঁর চরিত্র যাদুনাথের ধর্মপুরাণের লুইচন্দ্রের অনুরূপ এবং হরিদেবের গরুড় যাদুনাথের উলুকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে (তু. সা-প্র ৩)। এই অসুর দেবগণকে পরাজিত করিয়া বেদ সমুদ্রতলে লইয়া যায়। মীনাবতারে বিষ্ণু শঙ্খাসুর বধ করিয়া বেদের উদ্ধার করেন। 'শঙ্খ' অর্থে যাহা দ্বারা অশুভ শান্তি হয়। সমুদ্রজাত জীববিশেষের কোষাস্থি, এই শঙ্খের প্রতীক। বিষ্ণুপূজা ব্যতীত (পৃ ১৭) প্রায় সকল দেবার্চনাতেই শঙ্খ বা 'পানিশঙ্খের' বিশেষ স্থান আছে। ধর্মপূজাবিধানে শঙ্খের গুরুত্বপূর্ণ-'প্রচার'-কথা বিবৃত হইয়াছে। বারমতিপূজায় 'আদি শঙ্খ' আবশ্যক; 'হরিহর শঙ্খ' পাপনাশক; ভবনদী পার হইতে চাহিলে, শঙ্খের 'দ্বাদশ' অঙ্গুলি 'চার' অর্থাৎ বিচরণক্ষেত্রের পরিচয় জানার প্রয়োজন। 'পানিশঙ্খ' শোভা পায় কমলে ভর করিয়া এবং 'দক্ষিণাবর্ত' শঙ্খ প্রাণসঞ্চলন করিয়া থাকে; এই শঙ্খ 'ক্ষীরনদী সমুদ্র'জাত। এই শঙ্খের নাম অজয় শঙ্খ, বিজয় শঙ্খ এবং অধিকার মহামনি শঙ্খ (ধ-পূ-বি, পৃ ২৫৫-৬)। **শঙ্খদহ** ২০২ হরিদেবের মতে, ইহা 'মুরায়' পাটনের সন্নিহিত। মুকুন্দরামের মতে, লঙ্কার কাছাকাছি (ক-চ, পৃ ২৩৬)। দ্র. 'যোলায় পাটন' 'মলআশিখর'। **শতকন্ধ বধি** ২৬১ শতস্কন্ধ রাবণ (অদ্ভুত রামায়ণ মতে), বধ করিয়া। **শতদল** ২৪০, ২৭২ সহস্রার পদ্ম। তু. ধর্মমঙ্গলে হাকণ্ডসেবন-অংশে ইহার উৎপত্তিপ্রসঙ্গ। **শত দেওড়ি মন্দির** ২৯৭ শতদ্বারী আবাস। **শত মধুকর** ৩১১ এই বর্ণনা কবিকঙ্কণের অনুকরণজাত। সুতরাং 'শত' স্থলে 'সপ্ত' হইতে পারে। দ্র. 'সপ্ত মধুকর'; 'মধুকর' নৌকার নাম। মধুব্যতিরিক্ত শঙ্খচন্দনের ব্যাপারেও এই নামের নৌকার ব্যবহার—প্রণিধানযোগ্য বিষয়। **শম্ভুরিব** (-রীশ) ৭, ২৫ মহাসুখের ভাবয়িতা শিব; ভগবান্ শম্ভু (অ-কো.)। **শরঘরে** ১২৭ শরগৃহে অর্থাৎ শরবনে। **শরীর হৈল জেন কমলের দল** ১৫২ শিবসুত কৃষ্ণবর্ণ কালুরায়ের বিপ্র-রূপের বর্ণনা। এই রূপ পদ্মের পাপড়ির মতো সুকোমল। **শর্বাণী** ২৩৮ জরাসন্ধের মাতৃদ্বয়ের অন্যতমা (হরিদেবের মতে)। **শাকম্ভরী** ৭, ২৫ দুর্গা (দ্র. 'ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরা-বৃষ্টৈঃ প্রাণধারকৈঃ'—চণ্ডী)। **শাড়ি পান** ২২১ ('শাট'—হি. সাঁট—মন্ত্রণা।)

সংকেত, ইঙ্গিত, ইশারা (তু. 'আলি-কালি বেণি 'সারি' সুপেআ'— চ-প, পৃ ৭০); 'সন্ধা' ভাষায় রচিত গান। শাড়ি গান সমাপ্তির পরে (দ্র. 'সারি') 'জাগরণ' পালা আরম্ভ করাই রীতি (দ্র. 'জাগরণ'), সংকেতে আরাধনার অন্তে উদ্বুদ্ধ হইবার প্রত্যাশায়। দ্র. 'সন্ধি'। **শারঙ্গপাণি** ১৭ শৃঙ্গধর; বিষ্ণু; কৃষ্ণ। **শাল** ১১ (শল্য) লোহার কাঁটা। তু. 'শালেভর'—ধর্মমঙ্গল। **শার্দুলবাহন ক্ষেত্রপাল** ৯ ব্যাঘ্রবাহন ক্ষেত্রপাল দেবতা দক্ষিণরায়। **শালাজ** ১৪১ (শ্যালজায়া) শালার স্ত্রী; 'শেলেজ'— দ-রা.। **শিত্যার** ২১৫ শীতের। **শিবপুজা** ২৬২ শিবকে 'দেবতার গুরু' অর্থাৎ দেবাদিদেব বলা হইয়াছে। **শিব পুজে নিরঞ্জন** ২৯ ধর্মঠাকুর সকলের বড়ো। 'নিত্য নিরঞ্জন' ধর্মঠাকুরকেই শিব ধ্যানে চিন্তা করিতেছেন (তু. ধ-পূ-বি, পৃ ২১৫-১৭)। **শিবের ভাগিনা** ৩০৬ কুবের। হরিদেবের মতে, দক্ষিণরায়ের পূজা করায় ইনি জন্মান্তরিত নল রাজা। **শিরম পাগড়ি** ১৪৭ (শিরস্) মাথার পাগড়ী। **শিশুবুদ্ধি** ১০ বালবুদ্ধি; অবোধ। এই গ্রন্থ হরিদেবের অল্পবয়সের রচনা হইতে পারে (দ্র. 'বালকেরে কর দয়া')। **শিরসি** ১৭ (শিরস্—৭মী, ১ব.) মস্তকে। **শীতলাই** ১৭৫ (শীতলা আই) (ত্রি)তাপহারিণী দেবী; পার্বতীর প্রকারভেদ। রামায়ণের 'ন্যগ্রোধম্'...'শীতলম্' (২-৫৫-২৩) উল্লেখ হইতে অনুমান হয়, বটের শীতল ছায়ায় শীতলাপূজা প্রশস্ত। স্কন্দপুরাণমতে, মাঘের শুক্লা ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে ইঁহার অর্চনা বিধেয়। হরিদেবের মতে, মাঘী দশমী (তু. 'মাগেতে মলয়া বহে দশমীর তিথি') প্রশস্ত।

দক্ষিণ-রাঢ়ের কোন কোনও স্থানে (বর্ধমান-ছোটবৈনান) সর্বরোগহারিণী, অশ্বখ-বাসিনী পাষাণমূর্তি ('হারিতী' নহে) দেবী শীতলার তন্ত্রমতে, হ্রীং শ্রীং মন্ত্রে নিত্যপূজা এবং অন্নভোগ, শীতল ও আরতি হয়। ষোড়শোপচারে পূজাও প্রচলিত। বিশেষ পূজা হয় কার্তিকী অমাবস্যায়, গৃহদেবী কালীর পূজার মহানিশায়, নিখুঁত কৃষ্ণবর্ণের ছাগবলিসহযোগে। আবার বাসন্তী রামনবমীতে শীতলার দোলযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, যথারীতি চাঁচড় পোড়াইয়া। চৈত্র-সংক্রান্তিতে মহাপ্রভুর নিকটে 'বর-কাটাকাটি' (বোলান), বুড়ো ধর্মের 'রাৎগাজন', দক্ষিণেশ্বরের 'দিনগাজন' এবং শীতলার 'চড়ক'—এই অঞ্চলের বিশিষ্ট উৎসব। পক্ষান্তরে, ধর্ম-জগন্নাথের সোজা-উল্টা রথযাত্রা-মেলাও এই দেবীর প্রধান নীত। জোড়া বাঘে (বাঘ ও বাঘিনী) আরোহণ করিয়া শীতলা ও দক্ষিণেশ্বর, দিদিঠাকরুণকে সঙ্গে লইয়া, গভীর রাত্রে 'পুরাণো জাঙ্গালের' (বাদশাহী সড়ক) দক্ষিণা কালীর নিকটে বেড়াইতে যান বলিয়া প্রচলিত বিশ্বাস। পূজক চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। শ্রীনাথ কবিভূষণ (দ্র. পুঁ-প ১, পৃ ২১২-১৩) দৈবযোগে মূর্তি পাইয়াছিলেন দামোদরে স্নান-তর্পণকালে (শ্রীযুক্ত তারকদাস মহান্ত-সংগৃহীত তথ্যাবলী হইতে সঙ্কলিত)।

কোথাও কোথাও (হুগলী-তিরোল) কাপালী (='কোরঙ্গা'—বাঁকুড়া অঞ্চলে উপজাতি 'করঙ্গা' (দ্র. আ-বা-প, ২৩ বৈশাখ, ১৩৬৮) আছে। তাহাদের নির্মিত জোড়া মূর্তিগুলি ('লক্ষ্মী নারায়ণ', জোড়া হাতী ই.) লক্ষণীয়। ইহা যমজ দেবতার (*twin-gods*) প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া মনে করি। অষ্ট্রিক সাঁওতালদের ভাষায় 'দুই' সংখ্যাবাচক শব্দ—'বারেয়া'। *বারেয়া 7 বারআ 7 বারা—('বারা ঠাকুর'—দ্র. 'বারা') শব্দের বুৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। দক্ষিণরায় বা শীতলায় 'বারা' সম্ভবতঃ ইহারই প্রকারভেদ) কোরঙ্গারা শীতলার মূর্তিবহনপূর্বক গৃহস্থের ও গোহালের গরু বাছুরের জর হাম মিলমিলে বসন্তাদির প্রতিষেধ কামনা করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মাগিয়া থাকে।

হুগলী-কাচগড়িয়ার শিব-বৈদ্যনাথের মন্দিরের ঈশানকোণের বেদীতে ব্রহ্মার এবং অগ্নিকোণের বেদীতে শীতলার পূজা হয়, বারোয়ারী কালীপূজার সময় (শ্রীমান্ রামরতন রায়ের বিবৃতি)। স্মরণীয় যে,—হরিদেবের মতে, শিবের ঘর্ম হইতে 'অগ্নিশালে' (পৃ ২৩০) শীতলার জন্ম এবং ইঁহার পালকপিতা ব্রহ্মা।

শ্রীনিকেতনসন্নিহিত সুরুল গ্রামের অভিজাত জমিদার সরকারবাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে আনীত বীরভূম জেলার ইলামবাজার-ভগবতীবাজারের শ্রীদাম হাজরার (হাড়ী) গৃহদেবী 'বসন্তকুমারীর' (ধর্ম, শীতলা ও মনসার মিশ্রিত এক অভিনব রূপ) মূর্তি দেখিয়াছি। কালী চণ্ডী বিষহরি দেবীর স্বতন্ত্র মূর্তিও পূজিত হয় ভগবতীবাজারের একই পাটে। 'বসন্তকুমারীর' মূর্তি আদিমভাবাপন্ন ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কালো পাথরের ত্রিকোণাকার কূর্মাসনের উপর বসন্তকুমারীর সিন্দূরমণ্ডিত মুণ্ডমূর্তি। উচ্চতায় প্রায় দেড় ফুট। মুণ্ড পরিবেষ্টিত সফণ নাগচতুষ্টয়ে। মাথার মুকুটে খচিত সোনা রূপার চন্দ্র সূর্য ও তারকারাজি। (তু. 'কালিঘাটে মুণ্ডপূজা'—কালীর মুণ্ডমূর্তির পূজা)। 'বসন্তকুমারীর' পূজা হয় জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দশমীতে বা দশহরায় এবং ভাদ্রমাসে। পাঁঠা বলি হয় দেবীর প্রীত্যর্থে; 'হাঁসা' বলি হয় না; 'চরানো' হইয়া থাকে, ছাড়া অবস্থায়। এই বসন্তকুমারীর সহিত দেবী কঙ্কালীর যোগ আছে। দেবী দিদিঠাকরুণও আছেন পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে।

দক্ষিণ-রাঢ়ের কোন কোনও স্থানে (ছোটবৈনান) দিদিঠাকরুণের পূজক (বাঁকুড়া-পুরুষ্যানিবাসী মদন) পণ্ডিত জাতিতে মুচি বা 'রোহিদাস' (∠*রোহিতাশ) এবং দেবীর পূজা হয় বৈশাখী বুদ্ধপূর্ণিমায়। গ্রামের উপান্তে সরোবরতীরে বটতলায় মাটির ঘরে কষ্টি-পাথরের দুইটি (!) বিষ্ণুমূর্তি (দ্র. পূ-প ১, তু. পৃ *১৪) দিদিঠাকরুণের প্রতীক। পূজা হয় জবা ও পদ্মফুলে এবং ছাগবলিসহযোগে। বিশেষ পূজা হয়, 'গাঁ গরম' অর্থাৎ গ্রামে ওলাউঠা বসন্তাদির মহামারী আরম্ভ হইলে। ব্রাহ্মণের শীতলাপূজা অপেক্ষা মুচি পণ্ডিতের এই পূজা বেশী জোরদার ও আশু ফলপ্রসূ। এই পূজায় হাকণ্ডসেবন ও পাতাবৃত্তোয় অদ্ভুত

সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, লক্ষ্য করা যায়। দিদিঠাকরুণের পূজা হয় শীতলায় (মতান্তরে, চণ্ডীর) থানে। মাটির ঘোড়া দেওয়া হয় মানত থাকিলে। ইনি বর্ধমান-বাঁকুড়া সীমান্তের বোয়াই গ্রামের সুবিখ্যাত 'বসন্ত চণ্ডীর দিদি' বলিয়া স্থানীয় বিশ্বাস এবং এই বিষয়ে গল্প-কাহিনীও প্রচলিত আছে। মুচিপণ্ডিত মদন ধর্মরাজের গাজনও করাইয়া থাকেন; কালী মনসা শীতলার পূজাও করেন। ইনি 'তান্ত্রিক' মতে, ভূতপ্রেতাদির সাধনায় নিরত। মানভূম ও ওড়িষ্যাতেও মদন পণ্ডিত 'দিদিঠাকরুণের' পূজা করাইয়া থাকেন। প্রেতাত্মার উপাসক এই সম্প্রদায়ের (*'অগ্নিক', 'বৌদ্ধ' নিশ্চয়ই নহে) বিস্তার সর্বভারতীয় বলিয়া মনে করি (তু. *The Chamars, Briggs, 1920*)।

সধবারা অন্য গহনা গ্রহণের সময় খালি-হাতের কঙ্কণাদির আভরণ 'শীতলিয়া' রাখেন। সান্ধ্যভোগে বিগ্রহেরা সেবা করিয়া থাকেন 'শীতল'। দেবী শীতলায় পূজোপচার চন্দন পদ্ম মুক্তাদি। মসূরিকা-স্ফোটকাদির ইনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। যাবতীয় জীর্ণতা ও অমঙ্গল বিদূরিত করেন ইনি। হরিদেবের মতে, শীতলা চন্দ্রস্বরূপা (পৃ ২৬২ ই.), অমৃতবর্ষণে আরোগ্যকারিণী দেবী; স্বর্ণমার্জনী (পৃ ১৭৫ ই.)-প্রহারে, সূর্পান্দোলনে (পৃ ১৭৫, ২৩১ ই.) ইনি জ্বর ও ব্রণবসন্তাদি বিতাড়িত করেন। ইঁহার এই রূপ কল্পনায় দ্রবিড় বা বৌদ্ধ প্রভাব থাকিতে পারে; কিন্তু হরিদেব ইঁহাকে যে রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার ব্যঞ্জনা অন্যরূপ (দ্র. ভূমিকা)। বিষধারাবাহী যমুনাবারি হইতে ইঁহার জন্ম। ইনি রাসভবাহনা ধূসর মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পক্ষান্তরে, মলআশিখরে সখী হিঙ্গিকার পরামর্শে, মৃতের প্রাণসঞ্চলন করাই ইঁহার আসল কাজ। দ্র. 'অর্দ্ধ-অঙ্গ শীতল মায়ের জলে অর্দ্ধ অঙ্গ'। **শীতলার ঝারা বারা** ১৮৯, ২১৬, ২১৯ দ্র. 'শীতলাই' 'ঝারা', 'বারা', 'মলআশিখর'। **শুন ভাই সর্ব নর,-জন** ১৩, ৮৭ ই. তু. '···সজ্জন' (ক-চ, পৃ ৬)। **শুন রে ভকত সব,-ভাই** ২২, ৩৬ ই. তু. '···ভকতলোক' (সা-প্র ৩, পৃ ৩৯ ই.)। **শূন্যমার্গ রথ** ১১, ২৫১, ২৫৫ দ্র. 'রথের উপরে মা'। তু. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৪২, পা-টী ১। **শেষ** ১৯১ অবশেষে। **শেষ-আলা** ২৪২ অনন্তনাগের মণির আলোক। **শেষ পক্ষে** ৩১৫ আয়ুঃশেষে। **শেষ বেলা** ১৭৫ সায়াহ্নে। 'বেলা' শব্দের অন্য অর্থও আছে (দ্র. গো-বি, পৃ ২৬২ 'বেলা')। **শ্বেত মাছি** ৩৫ তু. পূ-প ২, পৃ ৩৯৩। **শ্বেত মাছি শ্বেতছলে** ২৯৫ দক্ষিণরায় 'শ্বেত' মক্ষিকার রূপ ধরিয়া গেলেন। **শ্মশান জাগিয়া ছিল** ১৫৩ শ্মশানকালী। **শ্রবণের পাক নাড়ে** ২৮৪ শৃঙ্গ বা শিং ঘুরাইয়া নাড়া দিয়া। **শ্রবণা** ১৪৬ কর্ণরেখা; তীর। **শ্রীকাল** ২০২ শৃগাল (তু. ক-চ, পৃ ২০৬)। **শ্রীবিদ্যাধরের পুত্র (সুত)** ২০, ৭৪ শ্রীবিদ্যাধর—দক্ষিণরায় (দ্র. 'বিদ্যাধর')। 'শ্রীবিদ্যাধরের পুত্র' অর্থে, দক্ষিণরায়ের সন্তান বা অনুগৃহীত পুত্র—হরিদেব। ইষ্টদেবতা ও গুরু হিন্দু-ঐতিহ্যে

পিতার সমান। প্রসঙ্গতঃ তু. বাহ্নাথের পিতৃপরিচয় (সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৬)। **শ্রীরাম লক্ষণ** ১৭৬ শখের নাম। ইহা পুরাতন-সাহিত্যে সুপরিচিত।

ষ

ষণ্ডির ২৭৯ (ওথমক) বাতবি.। **ষাটারা** ১৬৩, ২৯৭ শিশুর জন্মের ষষ্ঠ রাত্রিতে বিহিত ষষ্ঠীপূজা। **ষুলা** ৩০৯ শুখ্‌না বা ভাঙা জমি (দ্র. চি-প-স ২, পৃ ৫৫৩)। **ষুরঙ্গ** ১৮৩ গাঢ় বর্ণের। **ষুরিত** ৬ (স্বরক্ত) সুলোহিত। **ষোল শ গোপাল** ৭ গঙ্গাতীরের বিনোদ রাখালের ষোল শত গোপাল—মনে হয়, সাহচর নিত্যানন্দ। অথবা কৃষ্ণলীলার 'যমুনা' অর্থে 'সুরধনী' প্রযুক্ত হইয়াছে।

স

সংকলনি স্তব ২৫৪ প্রাণসঙ্কলনী মন্ত্র (জীবন্ন্যাসের জন্য)। তু. গো-বি, ভূ. পৃ ল ৩-৫ ; সা-প্র৩, পৃ ৪৭, ৪৮, ১৪৮। **সংখচিল** ৫০ সলাসাদা চিলবি.। এই চিল দেবী দুর্গার প্রতীক। দ্র. সা-প্র৩, পৃ ৫৪-৫৫ ; ঐ ভূ. পৃ ২৮, পা-টী ৩। **সংগ্রাম** ২১৮ (সঙ্গম) সাগরসঙ্গম। **সংহতি** ৭৯ সঙ্গী, সহযাত্রী (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৬৮)। **সংজ্ঞান** ১২৬, ৩০৫ জ্ঞানযুক্ত ; জ্ঞানী। **সকুশল** ১৮৯ মঙ্গলকর, কল্যাণকর। **সক্ষ** ৯৫ (শক্য) সমর্থ। **সঙ্কেতমাধব** ২৭৬ জনৈক মুনির নাম। **সঞ্জব** ২৩১ সংযোগ। **সত্যভিতে** ২৭৮ সত্যভিত্তিতে। **সত্যের কপিলা** ৩৮, ২৮১ দ্র. 'কপিলা'। সত্যযুগের বা প্রথমসৃষ্ট কপিলা। **সদাশিব** ৭, ৬৯ ইনি পরম পদ্মের গৃহপতি (তু. 'পরম কমল আছে সদাশিব ঘরে'—রূপরাম)। আলোচনা দ্র. সা-প্র৩, পৃ ১৮২ : অথর্ববেদে বর্ণিত (দ্র. ১৫শ কাণ্ড) উপনয়নাদিসংস্কার-বিহীন পুরুষ ব্রাত্যদেবের ইনিই মনে হয়, ক্রমবিবর্তিত রূপান্তর। **সদ্ম** ৯, ১৭৬, ১৮০ সদন; ভবন, গৃহ। **সন্ধি** ১২৬, ১৬৬ সন্ধা, ঠার, সঙ্কেত, ইশারা। এই শব্দটিতে 'ধ্যৈ' (বা 'ধা') ধাতুর অর্থ প্রকট। যে ভাষায় বা শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয়, অথবা যে ভাষায় শব্দের অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট তাহাই সন্ধা (সন্ধা) ভাষা বা 'সন্ধি'—চ-প, পৃ ২৪ দ্র.। তু. 'হন্ধি'—বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৯৬৫ ; 'কমলের সন্ধি'—ধ-পূ-বি, পৃ ১৯১ ; 'গিরিবর-সিহর সন্ধি'—চ-প, পৃ ৮৪। দ্র. 'শান্তি গান'। **সন্ধে** ১০৮ সন্দেহ। **সন্ধ্যাকালে পথমধ্যে দেখা** ৭১, ৯২ কবির আত্মকাহিনীর সহিত এই কথার সামঞ্জস্য নাই। দক্ষিণরায় হরিদেবকে দুই বার দেখা দিয়াছিলেন, এই কথারও উল্লেখ নাই। তাহা হইলে, এই 'রচিত কথার' উদ্দেশ্য অন্য কি না, বিবেচ্য। কবির জীবনপথের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালে (দ্র. 'বালকেরে কর দয়া') তাঁহার উপাস্য দেবতার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন,—এই অনুমান অসঙ্গত নহে। **সন্ধ্যাগায়ত্রী** ৪৩ ওঁং সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—এই বৈদিক মন্ত্র 'সন্ধ্যায়' জপ (তু. 'পূর্বাং সন্ধ্যাং জপং

ত্বিষ্ঠেৎ'—মনু ৪-৯৩)। **সন্নিপাতে** ১৬৪ বাতপিত্তশ্লেষ্মদোষের সংযোগে। **সপি** ১৩৯ সমর্পণ করিয়া। **সপ্ত কোটা** ১৯৯ সাতমহলা মন্দির। **সপ্তগ্রাম** ১৯৫ তু. ক-চ, পৃ ১৯৬ ই.; (*Saatgong*)। **সপ্তডরী মনহর** ২১৬ কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তের বাণিজ্য-সজ্জায় অনুরূপ বর্ণনা। **সপ্তদ্বীপা পৃথিবী** ৫২ পৃথিবীর জম্বুপ্রকাদি সপ্ত বিভাগ। **সপ্ত মধুকর** ১০৭, ১৭১ দ্র. 'সপ্তডরী মনহর'। তু. 'শত মধুকর'। **সপ্তম সাগর** ২৩০ সপ্ত সমুদ্র। **সবিনাশি** ১২৮ সর্ব নাশকারী। **সবিসিন্ধু** ১৩৪ (সবিশেষ+গুণসিন্ধু) হিজলিরাজ নৃসিংহের প্রতি সম্বোধন। **সবেশ** ২২৫ (সর্বেশ) *পক্ষিবি.; সয়চান; শ্যেন। **সভাতে পণ্ডিত** ১৬৪ বিচারসভায় পণ্ডিত; কক্কাকৃতী। **সমতা** ১২১ সমান। **সমাজ** ১১৮ সকল। **সমাধান** ৯৫ একাগ্রস্থিতি। **সমাধি** ২৭ একাগ্রধ্যান। **সমাপ্লিআ** ২৬৭ সমর্পণ করিয়া। **সমিস্যাপূরণ-কথা** ৮৬ দ্র. 'হিয়ালী'। **সমুদ্রবন্ধন** ১৯৯ তু. 'সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল'—ক-চ, পৃ ২৩৬। **সমুদ্র শুখান দ্বাদশ বৎসর** ২৮১, ২৮৮ খিরসমুদ্র শুষ্ক ছিল বারো বৎসর। তু. 'দ্বাদশ বৎসর শিবপূজা', 'দক্ষিণ পাটন'। মননের বা সাধনার অভাবে শিরস্থ 'সোম সরোবর' শুষ্ক ছিল (বি-ম মতে, 'বহুকা সমুদ্র'—বা-সা-ই ১খ, ১সং পৃ ১২৭) এবং দক্ষিণ দিকের বিষধারাবাহী সূর্য বা পিঙ্গলা নাড়ী খিরসমুদ্রকে 'রক্তময়' করিয়া তুলিয়াছিল। **সম্পাতি** ৫০ পক্ষিবি.। ইহার পিতা অরুণ, মাতা শ্যেনী এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা জটায়ু। **সম্বহ** ৫৬ সম্যক্ বাহিত বা আগত। **সম্ভাপোনা** ১৮০, ৩২০ (সম্ভাবনা) অর্থসামর্থ্য (তু. শ্যামপণ্ডিত)। **সয়চানের ভীত** ৫০ শ্যেনপক্ষী হইতে আতঙ্কিত। **সরবরাকার** ৩১৮ (ফা. সরবরাহ্‌কার্) যে সরবরাহ করে; ম্যানেজার; *agent*। **সরল সফরি** ১৬১ সরলপুঁঠি মাছ। **সরস্বতী পশ্চিমে** ১০৭ দ্র. 'মধ্যে গঙ্গাসতী'। **সরাভরা** ১৪৫ (শরাব) ছোট মৃৎপাত্রবি.। **সরিতি** ২৭৯ বাস্তযন্ত্রবি.। **সরোগোল** ২১৬ সোরগোল। **সর্ত্তরি জোজন** ১৯৫ সত্তর যোজন। **সর্ত্তে-লয়্যা** ২০৪ (আ. শর্‌ত) করার, *on condition*। **সর্বনিষ্ঠি** ২১৩ সর্ব-অভিমত বিধিপালন। **সল্ল** ২৮৩, ২৮৫ (সল্লক ∠শল্যক) (ভল্লুক, উল্লুক) সল্লক জাতি। **সষ্টমে** ৫২, ১৬২ ষষ্ঠে। তু. 'ষষ্ঠমে বন্দিমু ধর্ম রাম-অবতার' (সা-প্র ৩, পৃ ৬)। **সহরস্রোর্ণ্যে** ১৭০ অরণ্য সহর খাড়িনায়। **সহস্র শিব** ১৭০ ইহা মূলতঃ সহস্রদলপদ্মের এক একটি দলে একটি করিয়া ঘর বাঁধিয়া অর্থাৎ মন্দির স্থাপন করিয়া প্রত্যেকটিতে এক একটি করিয়া সহস্র শিব স্থাপনের পরিকল্পনা। **সহস্রেক ভার জৌউ** ১৬৩ এক হাজার ভার জতু বা গালা। **সাগরে** ১৯১ সাগরসম্বন্ধে। **সাঁচের নির্মাণে** ১৬৪ (সত্য 7 *সংচ 7 সাঁচ) সত্য আদর্শের (*model*) অনুকরণে। **সাজ** ৩০৮ সাঁজা-বিলি জমির ধানের ভাগ। **সাঁজে হারাইয়া ভোমা** ১২৫ বৈষ্ণবতার প্রভাব লক্ষণীয়। **সাড়ি(রি) গান** ১০৮, ১৬৭, ২৬১ দ্র. 'শাড়ি গান'। **সাঁড়েশ্বর** ২১৮ চুঁচুড়ার গ্রামদেবতা।

সাত সতিনী ১৪৯ ইহা অভিনব পরিকল্পনা। **সান্তি** ২১৩ স্বাতী। **সাদ** ১৬১, ৩০০ সাধার। আলোচনা দ্র. চি-প-স ১, পৃ ৮৬ ; সাধ, অভিলাষ। **সাধু মাইল** ১৮০ কোনও বণিক্ মারিল অর্থাৎ বণিকের বাড়ী লুণ্ঠন করিল। **সান্তল** ১৬১ (সন্তল) সাঁতলাও। **সাঁপ বৃত্ত নৈল** ৭৪ শাঁপ নিবৃত্ত না হইল। **সামর্ত্ত** ২৩৮ সামর্থ্য। **সারদা** ২৬৭ শীতলাকে সরস্বতী বা দুর্গার অভিধায় অভিহিত করা হইয়াছে। **সারা** ৩০৯ শেষ মাপ অর্থাৎ সর্বমোট। **সারোজার** ১৮, ৫৭, ৮৯, ১৪৮, ১৫৪, ২৮৭ সারসংক্ষেপ। **সালবান** ১৬২ রাজা বাণেশ্বরের সহোদর (দ্র. 'বাণেশ্বর সালবান')। **সালী** ৩০৯ (শালি) শালিধান্যের জমি। **সাশুড্যা** ২২৩ (শাশুড়িয়া) শাশুড়ীর সহিত অবৈধ সম্পর্কিত। **সিংহা** ৯৪ (শিঙা) বাদ্যযন্ত্রবি.। **সিগদার** ২৫ (ফা. শিক্‌দার্, সিগ্‌দার) মোগলরাজত্বে করসংগ্রাহক ও শান্তিরক্ষক কর্মচারী (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৬৭ ; চি-প-স ২, পৃ ৫৫০)। **সিত্যা, সীতা** ৮৯, ২১৫ শীত, শৈত্য (দ্র. 'শিত্যায')। **সিদ্ধের কারণ** ২৩২ সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য। **সিনি** ১৭৯ (সানি) সানাই। **সিন্দুরে মুণ্ডিত গণ্ড** ৯ দক্ষিণরায়েরও গণেশের মতো সিন্দুরপ্রীতি। **সিন্ধুতটে পিণ্ডদান** ১৯৭ জগন্নাথক্ষেত্রের বিশেষ কৃত্য। **সিন্ধুয়ান** ১৭৯ বাদ্যযন্ত্রবি.। **সিরনি** ১৯৭ (ফা. শীর্‌নী) মিষ্টান্নমাত্র। দুধ আটা চিনি বা গুড় ও রম্ভা মিশাইয়া খাদ্য এবং বাতাসা—পীরের ভোগ। **সির্দ্ধমুক্তিদাতা** ১৭৮, ৩২২ ইহাই শীতলার আসল স্বরূপ। দ্র. 'ধারা', 'বারা', 'মলআশিখর', 'দক্ষিণপাটন', 'শীতলাই'। **সীতা** ১৮, ১৯৪, ৩১৫ (∠শ্বেতা) গঙ্গার ধারাবি.। দ্র. 'শ্বেতগঙ্গা' (সা-প্র ৩, পৃ ১৪১ 'উলুকমুনি'; ঐ তু. পৃ ৩৮, পা-টী ৫ ; পুঁ-প ২, পৃ ২৭১)। **সীমন্তিনী** ১৪৯ স্ত্রী। **সুখে গ্রহবাস** ৩৬ তু. 'হরগৌরী কৈল গৃহবাস'—গো-বি, পৃ ৮। **সুদামিনী** ২৫৫ সৌদামিনী। **সুধনী** ২৩৮ জরাসিন্ধুর মাতৃদ্বয়ের দ্বিতীয়া (দ্র. 'শর্বানী')। **সুন্দরী** ৭৯ সুঁদরী গাছ। **সুবর্ণ পাঞ্জর** ১৭০ স্বর্ণপিঞ্জর (তু. ক-চ, পৃ ১৫১)। **সুবর্ণ মার্জনী** ১৭৫ শীতলার প্রহরণ সুবর্ণমার্জনীর ধারণাসম্পর্কে ভূমিকায় আলোচনা দ্রষ্টব্য। প্রসঙ্গতঃ দক্ষিণরাঢ়ে সম্মার্জনীর দুইটি বিশেষ ব্যবহার লক্ষণীয়.—(১) অসাধ্য ব্যাধিবিশেষের আরোগ্যকামনায় গ্রহবিপ্রেরা ঝাঁটাকাঠির উপচারে সূর্যপূজা করিয়া, মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে ঝাঁটাকাঠি দ্বারা রোগীর গা ঝাড়িয়া থাকেন।—(প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল বারিকের বিবরণ হইতে)।—এই ব্যবহারে ঝাঁটাকাঠি সূর্যকিরণের প্রতীক বলিয়া অনুমান করি। (২) বিষবৈদ্যদের মধ্যে, ঝাঁটা মারিয়া বিষ ঝাড়িয়া দিবার ব্যবহার ও এই বিষয়ে লোকবচন সুপ্রচলিত। **সুবর্ণের কুলা** ১৭৫, ২২০ দক্ষিণ-রাঢ়ে কুলায় বাতাস দিয়া উপদ্রব অশান্তি অমঙ্গল বিদূরিত করার প্রথা প্রচলিত। কুলার আকার অর্ধচন্দ্রের মতো। চন্দ্রের উপকারিতা যাহাই থাকুক, অর্ধচন্দ্র-সহযোগে অবাঞ্ছিত বিতাড়নের ব্যাপার সুপরিজ্ঞাত।—এই সকল তথ্য হইতে মনে হয়,

সূর্য চন্দ্রের অনুকল্পরূপে শীতলার প্রহরণের মধ্যে ঝাঁটা ও কুলার এইরূপ লৌকিক রূপকল্পনা। **সুভাবন** ১২ সুসাধন ; উত্তম চিন্তা বা ধ্যান। **সুমেরচূড়** ১৬ সুমেরুচূড়ার স্থায় সুদৃঢ়। **সুমের(পর্বত)শিখর** ১০, ৪৬, ১০৯, ২৪২, ২৪৪, ২৫৫ দ্র, 'মেরুশৃঙ্গ'। তু. 'মেরু শিখর লই গরুণ পইসই'—চ-প, পৃ ১০৮ ; সা-প্র ৩, পৃ ১০৪, ১৬৫ ; ঐ তু. পৃ ৪৩, পা-টী ৬, ৭। **সুরততাণ্ডব-সূত্রধারী** ৩৫ কামক্রীড়ার প্রযোজক। **সু(ষো)লস্তা** ১০১, ১৩৬, ১৪৮ (ষোড়শীয়া) ষোলবর্ষীয়া। **সেই জল পরশনে প্রাণ** ২৩ জীয়ৎকুণ্ডের জল প্রাণসঞ্চারক। দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৪৮ 'জীবৎবান' ; 'জিওচ কুণ্ড'—পূ-প ২, পৃ ২৭১। **সেই পুণ্যের ফলে** ৪০ তু. মুকুন্দরামের 'সেই পুণ্যের ফলে' (বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৩৬৯)। **সেতবন্ধে** ১৯৯ তু. ক-চ, পৃ ২৩৬ 'সেতুবন্ধ রামের জাঙ্গাল'। **সেত রাজা** ২৪০ শ্বেত রাজা। হরিদেবের মতে, ইহা ভাগবত ও রামায়ণের বিধৃত কাহিনী। দ্র. 'পর্বতে সুবর্ণ্য বর্ম্যান', 'মূর্ত মাওস খায় শূকরবদন'। **সোনার পাচ কড়া কড়ি** ২১৯ ইহা রাজা বিক্রমকিশোরের ভিক্ষাপ্রার্থনা। দ্র. 'কড়ি', 'কড়িদহ'। **সো(সু)সর** ৩০, ১৮১ (সোঁসর ∠ সমসর) সমান, তুল্য। **স্তব্ধমান** ১৫০ (তু. কম্পমান) স্তব্ধ। **স্তাক** ২৩ দ্র. 'পঙ্কস্তাক'। **স্তান** ২১২, ২১৮ স্নান। **স্নেঁহতা** ২২১ স্নেহ। 'চেঁহতা'—দ-রা। **স্থাপল** ২৯৩ বিন্যস্ত ; প্রতিষ্ঠিত। **স্থাপ্য কৈল** ১৪২, ১৯৮, ৩০৭ স্থাপন বা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। **স্নান দ্রবে** ১৬৪ কবিরাজী ঘৃত মাখাইয়া 'বারুণ'-স্নান করাইতে। **স্বধা** ১৭৫ মাতৃকাবি. ; দক্ষকন্যা ; অগ্নিপত্নী। **স্বপনে শিখাইল** ২৭৬ স্বপ্নে প্রদত্ত দক্ষিণরায়ের 'মহামন্ত্র'বলে এই রচনা। দ্র. 'মহামন্ত্র' ও ভূমিকা। **স্বপনে সুবর্ণ পায়**…২০৭ প্রবচন। **স্বর্গে লহ** ২২৬ মঙ্গলকাব্যের চরম পরিণতিতে স্বর্গগমন (তু. ক-চ, পৃ ৩০৮ ; সা-প্র ৩, পৃ ৯৪ ; ঐ তু. পৃ ৪৩, পা-টী ৬, ৭। **স্বর্গের দুয়ারে বসিইলেত** ২৩৫, ২৭২ জরাসন্ধের পিতা বৃহদ্রথকে স্বর্গের দ্বারে বসানো হইয়াছে। ইহা বাদুনাথের কল্পনায়, হরিশ্চন্দ্রের 'শূন্যস্বর্গ'বাসের অনুরূপ (তু. সা-প্র ৩, পৃ ১০২, ১০৩)। **স্বর্ণ কলসেতে তোরে**…৩০৬ ধর্মাশ্রিত নল রাজাকে বৈকুণ্ঠে কুবের-রূপে ধনাধিপতি করিয়া 'স্বর্ণ কলসে' স্থান দেওয়া হইয়াছে। **স্বর্ণ চিত্র্য** ৯ পাগড়ীর ঢেউ-খেলানো রঙীন (রেশমী) কাপড় ; রেশমী পাগড়ী। কাহারও মতে, ইহা দক্ষিণরায়ের '*White crown (Het)*'— ইহার অর্থ '*South*' *and* '*Southern Government*' (দ্র. *P-1-A-E, pp. 17-19*)। ধর্মমনরাম মহ্তাবচন্দ্-প্রকাশিত (১৭৯৫ শকাব্দ) 'প্রশ্নোত্তরমালা' নামক গ্রন্থে ৪৫ সংখ্যক 'ভাবে' এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—'শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা সময়ে এবং শিবরাত্রিতে শিবপূজাকালে বঙ্গদেশের বিবাহ-কালীন টোপর ব্যবহারের স্থায় শিবলিঙ্গোপরি টোপর প্রদত্ত হইয়া থাকে, ইহা পাশ্চাত্য কি বঙ্গীয় কোন্ শাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রমাণের সহিত লিখিবেন ইতি'। **স্বর্ণ-ঝারি** ১৭৬, ৩২১ স্বর্ণনির্মিত বারিপূর্ণ ঘট। তু.

বৈদিক 'সোমপাত্র', তান্ত্রিক 'শ্রীপাত্র'। **স্বর্ণ সেচে** ১৫৯ স্বর্ণ ছেঁচে বা চূর্ণ করে অথবা ছিটায়। **স্বহা** ১৭৫ (স্বাহা) স্বাতুকান্তে; প্রসূতি ও দক্ষের কন্যা; অগ্নিস্ত্রী। **স্বামীরা ঘোষাল** ১৫০ হরিদেবের বর্ণনায়, দুর্গার স্বামিবংশ বাৎস্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ (ঘোষাল)। মুকুন্দরামের মতে, 'বাপেরা ঘোষাল' (ক-চ, পৃ ৬৩), আবার 'স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন'ও পাওয়া যায় (ক-চ, পৃ ২৫৯)। হরিদেবের মতে, বাপেরা কাশ্যপগোত্রীয়।

হ

হইয়া (ল) আগুঘাতি ২৮০, ২৯০ নিজেকে আঘাত করিয়া। **হএরে** ২৬৮ হইয়া। **হটে** ২৬৩ ই. ক্রোধে। **হনুমান (পবননন্দন)** ৩৯ গণেশের স্কন্ধে সংলগ্ন করিয়া, জীবন্যাসের জন্য, ব্রহ্মার আদেশে ইনি উত্তরশিয়রে নিদ্রিত কুঞ্জরের মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া দিয়াছিলেন। **হয়** ১৯২ অশ্ব; বজ্রাশ্ব। **হরঘর্মে উৎপত্তি** ২৫১ শীতলা শিবের ঘর্ম হইতে উৎপন্না। তু. 'ললাটের ঘর্ম পুছ্যো' ই.। **হরি** ১৮৮ হরিদেব—প্রস্তুত গ্রন্থাবলীর রচয়িতা। **হরিদেব গাই** ২১৪ তু. 'কুক্কুরীপাএঁ গাইউ, গাইঙ'—চ-প, পৃ ৫০। **হরিদেব শু.** ৩০৮ (শু.—শুভবৎ ∠কা. শু. ক্র.বৃদন্—মার্চ্ছ); (কবি) হরিদেবের মার্চ্ছ জোতের ধান্য আদায়ের খরোয়া হিসাব। **হরির গুণ গাব শ্রাবণে** ২১৫ দুরন্ত বাদলের দিন রাত্রে হরিগুণ গানের প্রতি-শ্রুতি 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' ইত্যাদি বৈষ্ণব পদাবলীর সুস্পষ্ট মুদ্রাঙ্কিত। **হরিশ্চন্দ্র মহারাজা**…১৫৫ ইহা ধর্মপুরাণের, বিশেষতঃ, স্থানীয় ও প্রায় সমকালীন ধর্মপুরাণকার যাদুনাথের রচনায় প্রত্যক্ষপ্রভাবজাত (তু. সা-প্র ৩, পৃ ৮৫-৮৮)। **হরের হরির গানে** ১৩ বৃহৎ-'ধর্মপুরাণে' বর্ণিত গঙ্গার উৎপত্তিপ্রসঙ্গে বিষ্ণুসভায় শিবের গান শুনিয়া ভাবতন্ময় বিষ্ণু শিবকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। বিস্তৃত আলোচনা দ্র. প্রা-বাং-বা, পৃ ৪৮-৪৯। **হলিদ্রা বাটিয়া** ২১২ দ্র. 'তৈল হলিদ্রা'। **হস্তীরে মারিলে হয়** ১৮৫ কুঞ্জর বধ করিলে শীতলার প্রীতি হয়। তু. যাদুনাথের ধর্মপুরাণ, 'কড়িয় খণ্ড কাণ্ডারিয়া কুঞ্জর বলিদান দিয়া পূজা কৈল অনাদি পার্বতী' (সা-প্র ৩, পৃ ৯৯)। আরও লক্ষণীয়, 'গগনেত মত্ত হস্তী ছুটে নিরন্তর, ছান্দিয়া বান্ধিয়া রাখ মন্দির ভিতর'— গো-বি, পৃ ১০, অথবা, 'খেমারে অঙ্কুশ দেয় হস্তিরার মুণ্ড। অঙ্কুশ মারিয়া হস্তী সদায় দেয় তুড়ি, যদি সে সামিয়া যোগ রহ স্থান জুড়ি'—গো-বি, পৃ ২৫। **হাঁএকা** ২৮৩ হইয়া। **হাড়** ৩১৮ যোগীদের পরবীরি.। 'হাড়' শক্তির আধার। আলোচনা দ্র. গো-বি, ভূ পৃ ৫১; সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ৭৫, পা-টী ৪। **হাড়মালা** ২৮, ২৯, ৬৯ তু. 'তোহোর অন্তরে মোএ ঘল্লিলি হাড়েরি মালী'—চ-প, পৃ ৬০; 'মহাদেবে বলে গৌরী কহিয়াছ তায়, তোমার অস্থির মালা গলাতে আমার'— গো-বি, পৃ ৬। দ্র. 'দশ অবতারি'। চর্যাগীতির রূপকে দেখি, কাপালী কৃষ্ণাচার্য 'হাড়ের মালা' পরিয়া, ডোম্বীকে সাঙ্গা করিয়া চৌষট্টিদল পদ্মে চড়িয়া নৃত্য

করিতেছেন (চ, ১০)। ধর্ম-শীতলা-মনসা-দিদিঠাকরুণ, ডোম কাপালী হাড়ী মুচি জাতির একচেটিয়া দেবতা। মনসা ও দিদিঠাকরুণের পূজা, রুদ্রাক্ষ ও 'হাড়মালা'ধারী মুচি পণ্ডিতের আত্মকথা এই,— ধর্মের নিকট 'আভি চুবলি' (দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৩১) বাজাইতে ঢাক ছাহিবার জন্য তখন যে গো-চর্মের প্রয়োজন হইত তাহার বিধিনির্দিষ্ট অংশ মাত্র রোহিদাসেরা কাটিয়া লইবার পরে, শক্তিবলে ইঁহারা পুনরায় সেই মৃত গরুর জীবন্যাস করিতে পারিতেন। কিন্তু মাংসে ইঁহাদের লোভ বৃদ্ধি পাওয়ায়, বিধিনির্দিষ্ট সীমার অতিরিক্ত অংশ একদা ছেদন করেন ; ফলে, ইঁহাদের প্রাণসঞ্চলনী-শক্তি লোপ পায়। এবং বিধির শাপে ইঁহারা মৃত গরু ভক্ষণ করিতে বাধ্য হন (তু. 'মুর্তমাওস খায় শূকরবদন')। এই-ভাবেই 'পরম বৈষ্ণব' রোহিতাশ বা রোইদাসদের পতন ঘটে বর্তমানের চর্মকার মুচিরূপে (বর্ধমান-ছোটবৈনাননিবাসী শ্রীনগেন্দ্রনাথ রোহিদাস-বিবৃত)।

দক্ষিণ-পূর্ব বর্ধমানের এই মুচিদের মধ্যে তাহাদের নিজস্ব একটি সাংকেতিক ভাষা প্রচলিত আছে (দ্র. *I-L, S. K. C. Com. Vol. pp. 16-20*)। এই ভাষায় 'বাসুলী' শব্দের অর্থ তেমাথা রাস্তার মোড় এবং এই তেমাথা মোড়েই তুক্ করা হয় পেঁচোধরা বা পালাজ্বরাদির আরোগ্যকামনায়, মোড়ের অধিষ্ঠাত্রী 'বাসুলী' (অনুরূপ দেবী বাঁকুড়াতেও আছেন) দেবীর নিকটে। লক্ষণীয় যে, এই ভাষায় জ্বরের প্রতিশব্দ 'ভালুক' (তু. 'ভলুক নামেতে জর'), 'গেঁজান' (তু 'গেঞ্জরী') ইহাদেরই বাজযন্ত্র, 'বাঁগ্‌লি' বলে ইহারা বাঙালীকে এবং 'হাড়ী' বোঝাইতে ইহাদের পরিভাষায় 'সাট' (তু. 'সাড়ি গান')।—(পল্লীশ্রী-লাইব্রেরীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকদাস মহান্ত-সংগৃহীত শব্দভাণ্ডার হইতে সঙ্কলিত)।

বর্ধমান-হুগলী সীমান্তে 'হাড়মালাধারী' কোরঙ্গা কাপালী যোগী (তু চর্যা, সং ১০, ১১, ১৮) জাতির বসতি আছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় আচারেই অভ্যস্ত ইঁহারা। 'হরিনাম' উচ্চারণ ইঁহাদের ধর্মে নিষিদ্ধ ; অথচ শীতলা বহন করিয়া ভিক্ষা করা ইঁহাদের পেশা ; গৃহদেবতা ধর্ম মনসাদি। গো মহিষ ছাগাদির বন্ধ্যাকরণ করেন ইঁহারা ; পক্ষান্তরে, হিন্দুসন্তানের জাতকর্মে 'বাধাই সাধিতে' (তু. ব্র-খ ১খ, ১সং পৃ ১২৬) গিয়া থাকেন মুচি ও হাড়ীদের মতো। ইঁহাদের বর্তমান অস্পৃশ্য সামাজিক সংস্থান 'হাড়ী-কাবারী'— এই প্রবচনে এখনও দক্ষিণরাঢ়ে সমধিক প্রচলিত, অসামাজিক বা শ্লীলতার সীমাছাড়া 'চোয়াড়ি' বা উচ্চরোলে গালাগালি অর্থে। **হাড্যাকাল্যা** ৩০৮ আউশ জাতীয় 'কেলে' ধানের (তু. বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৩৭৪ 'কাল্যা ধান') প্রকার ভেদ। দ্র. ধ-পূ-বি, পৃ ২৩৫ 'কালা' ধান। বর্তমান 'কেলেশ'—দ-রা। **হাত্যা(হেতে)গড়** ১১০, ১১৫, ১২৬, ২১৮ (হস্তিগড়) তীর্থ। মৃত ঐরাবত (পৃ ১২৬) এই তীর্থের দেবতা। হস্তী এখানে 'গড়বন্দী' আছে বলিয়া সম্ভবতঃ বিশ্বাস ছিল। (তু. মোকামাঘাটের সন্নিকটে 'হাতিদহ' আছে)। **হাপুতি**

১৩৯, ১৫৫ পুত্রোভাবে কাতরা নারী। **হাব্যসে** ৩১১ দ্র. 'হাব্যাস' (সা-প্র ৩, পৃ ১৭১)। **হাম্বা** ২৮১ (হম্বা,-ম্বা) হাম্বা রব। **হারুং মুরা সারা** ১৪৭ যশোরেশ্বরের সৈন্যদলের অথবা সেনাপতির নাম। **হাত্তিমুণ্ডি** ১৯০ স্থানের নাম। 'হস্তিমুণ্ড' দেবতা থাকিতে পারেন। হাতী মর্ত্য কামনার বা কামভাবের প্রতীক। সেইজন্য মদমত্ত হস্তীর মুণ্ড ছেদন করিলে পার্বতী, গঙ্গা বা শীতলা প্রীত হন। তু. চ-প, পৃ ৫৮-৯ 'অবিন্তা করী' দমর্কু অকিলেসে'। দ্র. 'হাত্যা-গড়'। **হাস্যপদ** ৯৪, ২৮৮ হাস্তাস্পদ। **হিঙ্গুলাটে পুজা** ৭৮ অষ্টসিদ্ধপীঠের এই অন্যতম পীঠে দেবী কাত্যায়নীর পূজা। **হিঙ্গুলি** ১২৫, ১৩৬ দক্ষিণরায়ের প্রধান পীঠস্থান। **হিঙ্গুলিতে দক্ষ্য ··· হিমালএ জাউক** ২৯৪ দ্র. 'কালুরাএ হিঙ্গুলি'। **হিতিকা** ১৭৬ শীতলার হিতৈষিণী সহচরী সখী। **হিঁদুর ভুত** ১৪৪ মুসলমানের মুখে হিন্দুকবি হিন্দুদেবতার এই অভিধা বসাইয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয়, হরিদেব উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ নহেন। **হিন্দু মুছলমানে একাকার** ২২৫ তু. 'হিন্দু মুছলমানে সব হবেক একাকার'—অনাদ্যের পুথি (সা-প্র ৩, পৃ ১১৫)। **হিয়ালী** ৮৯ অপভ্রংশে লৌকিক কাব্যের বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল প্রহেলিকাবিলাস। এই লক্ষণ চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলে আছে (বা-সা-ই ১খ, ২সং, পৃ ৩৮৪-৮৫), রায়মঙ্গলেও পাওয়া গেল। ইহাই 'সারি' গানের আসল ভূমিকা মনে করি (তু. 'শাড়ি গান')। এই হেয়ালী বা পরোক্ষ ভাষা দেবগণের ভাষা। দেবতারা এই ভাষায় কথা বলিতে ভালোবাসেন এবং জনগণ বলে প্রত্যক্ষ বা সোজা ভাষায় ('পরোক্ষপ্রিয়াহি দেবা ভবন্তি, প্রত্যক্ষ বিশঃ'— গো-পূ, ১-৭, ২-২৯)। **হিরা্য** ২১২ হের, দেখ। **হুঁকার** ২৪৩ 'হুম্' শব্দের উচ্চারণ (তু. 'হেটে থাকি মীননাথ 'হুকার' পূরএ'—গো-বি, পৃ ৭); বীজমন্ত্রবি. (তু. 'ওঁ মণিপদ্মে হুম্')। **হুগুলি** ২১৯ (*Hoogly*) বর্তমান হুগলী। **হুড়মুড়্যা ক্ষেত্র** ৩৯ দ্র. 'দক্ষিণে পড়িয়া সেহ'। ধ্বন্যাত্মক ও ভাবাত্মক রূপে লৌকিক দেবতার এইরূপ নামের কল্পনা হইতে পারে। 'গণ' (গণেশ) বা জনতার সহিত বলপূর্বক হুড়মুড় করিয়া গৃহপ্রবেশের ভাব ইহাতে আছে ; ইনি ধানক্ষেতের (অষ্ট্রিক 'হুড়ু'—ধান) ক্ষেত্রপাল দেবতা হইতে পারেন। **হুড়া** ২৮৩ ক্ষেত্রের ঘাস ও আগাছার রাশি। **হুলে** ২০১ সূক্ষ্ম অগ্রভাগে। **হুহুংকার** ৯, ২১০ দৈববলে বলীয়ান্ হইয়া 'হুং' শব্দের উচ্চারণ (দ্র. 'হুঁকার', 'শং শং'···)। **হৃদদহে** ২০` (হৃদয় দহে) হ্রদদহে। উজানি হইতে সুমেরুপর্বতবেষ্টিত (ক-চ, পৃ ২০০) লঙ্কাগড়ে (গো-বি, তু. পৃ ৩ ৫-৬) 'কায়াপাটনে' মনসাদেবীর 'ব্যাপার'-পথে (ঐ, তু. পৃ হু ৪) শঙ্খদহ, কড়িদহ, কালীদহ ইত্যাদি বিচিত্র হ্রদদহরূপী পদ্মাদির রূপক বর্ণনা, অসন্দিগ্ধভাবে কায়সাধনার সুগভীর ব্যঞ্জনা বহন করিতেছে। **হিতিকা** ২৩৪ই. হিতকারিণী শীতলার সখী। **হেটেতে** ৩৩ (∠অধস্তাৎ) নীচে। **হেন্তাল** ৭৯ (হিন্তাল) বৃক্ষবি.। মনসামঙ্গলে, মনসা ও সর্প বিদূরিত করিবার জন্য চাঁদোর সুপরিচিত যষ্টি ইহা হইতে নির্মিত হইয়াছিল। **হেদোদহ** ২১৭ দ্র. 'হৃদদহে'।

হেনক্রি ৪৪, ১৬৮ (প্রা. হেন্ন) এমনই। **হেমগাড়া** ৪০ (গড়া ∠ গর্ত) গরুর 'জাবনা' খাইবার জন্য গর্তযুক্ত স্বর্ণময় (সাধারণতঃ ইহা মাটীর তৈয়ারী হয়) পাত্র; নাদা। **হেমঘট** ১৪৪ দ্র. 'ঝারা'। **হেমঝারা** ১৫৯ দ্র. 'ঝারা'। **হেমতাড়** ২৯৯ স্বর্ণতাড়ের (বালা)। **হেমবারা** ১৩৭ দ্র. 'ঝারা'। **হেলাহি মাহাম্মদ বাস** ১৪৪ (আ. ইলাহী) ঈশ্বর। এলাহী মহম্মদ আশ্রয় বা ভরসা। **হেলে** ৪৬ অবহেলায়; অনায়াসে। **হৈইল** ৩১২ হৈল, হইল। **হোর** ১৭৬ (সম্বোধন) দ্র. সা-প্র ৩, পৃ ১৭১॥

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল
১৮-৬-১৯৫৯

সংকেত । গ্রন্থপঞ্জী

সংকেত। গ্রন্থপঞ্জী

অ—অধ্যায়; অন্ত পাঠ, পাঠান্তর

আ—আরবী

ই.—ইত্যাদি

এ-সো-গ—এশিয়াটিক সোসাইটি, গবর্ণমেণ্ট-সংগ্রহ

ক-বি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সংগ্রহ

খৃ—খৃষ্টাব্দ

চ—চর্যা

তু.—তুলনীয়

দ-রা—দক্ষিণ রাঢ়

দ্র.—দ্রষ্টব্য

দ্রবি—দ্রবিড়

পা—আদর্শ পুঁথির পাঠ

পা-টী—পাদ-টীকা

পৃ—পৃষ্ঠা

প্রবে—প্রবেশক

প্রা—প্রাকৃত

ফা—ফারসী

ব-সা-স—বর্ধমান-সাহিত্যসভা

বি-ভা-পুঁ—বিশ্বভারতীর পুঁথি

ব্রজ—ব্রজবুলি

ভূ—ভূমিকা

সং—সংখ্যা, সংস্কৃত

হি—হিন্দী

*—সম্ভাবিত

আ-বা-প—আনন্দবাজার পত্রিকা (দৈনিক, কলিকাতা)

চব্বিশ পর—চব্বিশ পরগণা (সাপ্তাহিক, আলিপুর)

দেশ—দেশ (সাপ্তাহিক, কলিকাতা)

পল্লীর কথা—পল্লীর কথা (সাপ্তাহিক, অধুনালুপ্ত, বর্ধমান)

প্র—প্রবাসী (মাসিক, কলিকাতা)

প্রজা—প্রজা (ত্রৈমাসিক, জয়নগর-মজিলপুর)

ব-দ—বঙ্গদর্শন (মাসিক, নবপর্যায়, অধুনালুপ্ত, কলিকাতা)

ব-বা—বর্ধমান বাণী (সাপ্তাহিক, বর্ধমান)

ব-সা-স-প্র—বর্ধমান সাহিত্যসভা-প্রকাশিকা (বার্ষিক, গবেষণা-পত্রিকা, বর্ধমান)

সঙ্কলন—সঙ্কলন (ত্রৈমাসিক, নবদ্বীপ)

সা-প-প—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ত্রৈমাসিক, কলিকাতা)

সাহি—সাহিত্যিক (ত্রৈমাসিক, অধুনালুপ্ত, বর্ধমান)

সো-প্র—সোমপ্রকাশ (ত্রৈমাসিক, বারুইপুর)

অনাদ্যের পুথি—(দ্র. সা-প্র ৩, বিশ্বভারতী, ১৯৫৮)

ই-বা-সা—ইসলামি বাংলা সাহিত্য, শ্রীসুকুমার সেন, বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত, ১৩৫৮

উপ—উপনিষদ্, বিধুশেখর শাস্ত্রী, বিশ্বভারতী প্রকাশিত, ১৩৫৩

ক-ক—কবিকর্ণের 'বোলপালা', অরুণোদয় প্রেস, কটক, ১৯৪৬, ৪৭ ই.

ক-কৃ-গ্র—কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী, শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৫৮

ক-চ—কবিকঙ্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৩; (সচিত্র) ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ, কলিকাতা, ১৯২১

কা-গা-চ-ব—কালুগাজী চাম্পাবতী, আবদুল আজিজ কর্তৃক প্রকাশিত, (দ্র. বো-বি-জ না)

কৃ-উ—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কার্যালয় প্রকাশিত, ১৩১০

কৃ-রা—কৃষ্ণরাম দাসের রায়মঙ্গল, শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, বর্ধমান সাহিত্যসভা প্রকাশিত, ১৩৬৩

কৃ-শী—কৃষ্ণরাম দাসের শীতলামঙ্গল (দ্র. ক-কৃ-গ্র)

কণিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩০৬

গো-গা-টী—গোপীচন্দ্র গানের টীকা (দ্র. চ-বো ১, পৃ ২০৪)

গো-প—গোরক্ষ পদাবলী ২য় খণ্ড, শ্রীরাজমোহন নাথ, নাথসাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৩৬৬

গো-বি—গোর্খ-বিজয়, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী প্রকাশিত, ১৩৫৬

ঘ-শ্রী—ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল, গুরুদাস-সংস্করণ (দ্র. সা-প্র ৩, ভূ. পৃ ১০)

চ-প—চর্যাগীতি-পদাবলী, শ্রীসুকুমার সেন, সাহিত্যসভা, বর্ধমান, ১৯৫৬

চ-বো—চণ্ডীমঙ্গল-বোধিনী প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯২৫, ১৯২৮

চি-প-স—চিঠিপত্রে সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী প্রকাশিত, ১৩৬৯; ঐ প্রথম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

চৈ-চ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ, তৃতীয় সংস্করণ, ভক্তিগ্রন্থ-প্রচার-ভাণ্ডার, বালিগঞ্জ, কলিকাতা, ১৩৫৫-৫৯; দ্র. বি-ভা-পুঁ, সং ১২২৫, ১২২৬

চৈ-ভা—শ্রীচৈতন্যভাগবত, অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, সিমুলিয়া, কলিকাতা, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৪, ফাল্গুনী পূর্ণিমা

চৈ-ম—শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল, কবি জয়ানন্দ বিরচিত, নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ সম্পাদিত, কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১২

জী-কো—জীবনী-কোষ, ভারতীয়-পৌরাণিক, শশিভূষণ বিদ্যালংকার, ৮১, ওয়েষ্ট কম্পাউণ্ড, রেঙ্গুন; ম্যানেজার, চুপ্টা-প্রকাশ, ১১ ক্লাইভ রো, কলিকাতা, *১৩৩৬

জয়াহ্নুরার পুথি—সায়ের মুন্সী এনাতুল্লা সরকার সাহেব, মনিরুদ্দীন আহ্‌মদ এণ্ড সন্স দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩৪৮

ত-প—তন্ত্রপরিচয়, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৯

তা-গু—তান্ত্রিক গুরু, স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস, চতুর্থ সংস্করণ, সারস্বত মঠ, যোরহাট, আসাম, বঙ্গাব্দ ১৩৩১

ধ-পূ-প—ধর্মপূজাপদ্ধতির পুঁথি (বিশ্বভারতী- ও পল্লীশ্রী-সংগ্রহ)

ধ-পূ-বি—ধর্মপূজা-বিধান, শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩

ধ-বৈ-জা-পা—ধর্মদাস বৈদ্যের জাগরণ-পালা, সাহিত্য-প্রকাশিকা, পঞ্চম খণ্ড (যন্ত্রস্থ), বিশ্বভারতী

না-গু-বা—নাথগুরু-বাণী, শ্রীরাজমোহন নাথ অনূদিত, নাথ-সাহিত্য সংসদ্, কলিকাতা, ১৯৫৮

প-ব-সং—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, বিনয় ঘোষ, পুস্তক প্রকাশক, কলিকাতা, ১৯৫৭

পুঁ-প—পুঁথি-পরিচয় প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ড, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, বিশ্বভারতী, ১৯৫১, ১৯৫৮; ঐ তৃতীয় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

প্র-ভা—বঙ্গভাষার লেখক, প্রথম ভাগ, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী, ১৩১১

প্রশ্নোত্তরমালা—বর্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ মহ্‌তাব চন্দ্‌ বাহাদুর কর্তৃক নানা দিগ্‌দেশীয় অধ্যাপকগণের ব্যবস্থা সঙ্কলন পূর্ব্বক স্বীয় সভাসদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা সংশোধনান্তর নিজ মন্তব্য সহ প্রকাশিতা। বর্দ্ধমান সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তম দেব চট্টরাজ দ্বারা মুদ্রাঙ্কিতা। শকাব্দা ১৭৯৫। অগ্রহায়ণ।

প্রা-বা-বা—প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী, শ্রীসুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৯৫৩

ব-শ—বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিশ্বকোষ' ও 'স্বাক্ষো' প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪০-৫৩ বঙ্গাব্দ

বা-ই—বাঙালীর ইতিহাস, আদি পর্ব, নীহাররঞ্জন রায়, বুক এম্‌পোরিয়ম্‌, কলিকাতা, ১৩৫৬

বা-ভা-ভূ—বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬

বা-ভ্র—বাংলায় ভ্রমণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে প্রকাশিত, ১৯৪০; ঐ, ঐ দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪০

বা-সা-ই—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীসুকুমার সেন, মডার্ণ বুক এজেন্সী ১৩৫৫; ঐ পূর্বার্ধ, তৃতীয় সংস্করণ, ইষ্টার্ণ পাব্‌লিসার্স, কলিকাতা, ১৯৫৯

বি-ম—বিপ্রদাসের মনসাবিজয়, শ্রীসুকুমার সেন, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৫৫

বীরবল—প্রবন্ধসংগ্রহ, প্রমথ চৌধুরী, প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৫২, ১৯৫৪

বো-বি-জ-না—বোন বিবী জহুরা নামা, সায়ের মুন্সী মোহাম্মদ খাতের মরহুম, কসিহউদ্দীন আহম্মদ এণ্ড ব্রাদার্স দ্বারা প্রকাশিত, কলিকাতা, *১৩৪৮

ভা-ই—ভাষার ইতিবৃত্ত, শ্রীসুকুমার সেন, চতুর্থ সংস্করণ, বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫০

ভা-উ-স—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, প্রথম ভাগ, অক্ষয়কুমার দত্ত, দ্বিতীয় সংস্করণ, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৮৮

ভা-গ্র—ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, বঙ্গবাসী, ১৩০৯

ভা-সং—ভারতের সংস্কৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৫০

ভা-সা-ঐ—ভারতীয় সাধনার ঐক্য, শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, বিশ্বভারতী, ১৩৫২

ম-চ—মনসা চরিত, স্বামী শঙ্করানন্দ, ৮৮ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, ১৯৫৭

ম-বাং-বা—মধ্য যুগের বাংলা ও বাঙালী, শ্রীসুকুমার সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৫২

ম-বি—মনসাবিজয় (দ্র. বি-ম)

ম-ম—কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল, প্রথম খণ্ড, শ্রীযতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯

ম-স—মহাভারতের সমাজ, শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩

মহানাদ—মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস, প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩৩৫

মেয়েদের ব্রতকথা—জেনারেল লাইব্রেরী, শতদল প্রকাশন, কলিকাতা, ১৩৬৪, ১৩৬৬ (দ্র. পৃ ৮২, পা-টী ৯)

যা-ধ—যাদুনাথের ধর্মপুরাণ (সা-প্র ৩, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫)

রা-প্র-স—রামপ্রসাদী সঙ্গীত, শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, জেনারেল লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৬২

রা-ম—রায়মঙ্গল (দ্র. কৃ-রা)

রা-মা—শ্রীরাজমালা, প্রথম লহর, কালীপ্রসন্ন সেন, রাজধানী আগরতলা, ত্রিপুরা রাজ্য, 'রাজমালা' কার্যালয় প্রকাশিত ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ

রু-রা—রুদ্রদেবের রায়মঙ্গল (সা-প্র ৫, যন্ত্রস্থ, বিশ্বভারতী)

রূ-ধ—রূপরামের ধর্মমঙ্গল প্রথম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, সাহিত্যসভা, বর্ধমান, ১৩৫১

ঐ, ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ, ঐ, ঐ, শ্রীসুনন্দা সেন, এপিক পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৩৬৩

শি-চ—শিল্পচর্চা, শ্রীনন্দলাল বসু, বিশ্বভারতী, ১৩৬৩

শূ-পূ—শূন্যপুরাণ, নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩১৪

ঐ, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা, ১৩৩৬

শ্রী-কী—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চতুর্থ সংস্করণ, বসন্তরঞ্জন রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৬

শ্রীধ-পু—শ্রীধর্মপুরাণ, ময়ূরভট্ট বিরচিত, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, ১৩৩৭

শ্রীধম—শ্রীধর্মমঙ্গল (দ্র. ঘ-শ্রী)

সা-প্র—সাহিত্যপ্রকাশিকা-গ্রন্থমালা, শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৬, তৃতীয় খণ্ড ১৯৫৮

কবী—কবীর, হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী-গ্রন্থ-রত্নাকর কার্যালয়, বম্বই, ১৯৪৭

গো-বা—গোরখ-বানী, পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল, হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলন, প্রয়াগ ১৯৪২

দা—দাদূ, ক্ষিতিমোহন সেন, বিশ্বভারতী, ১৩৪২

অ, অগ্নি-পু—অগ্নিপুরাণ

অ-কো—অমরকোষ

অথ—অথর্ববেদ

অন্নোপ—অন্নোপনিষৎ

আ-ল—আনন্দলহরী

ঋ, ঋক্—ঋগ্বেদ

ঐত-ব্রা—ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ

কঠ-উপ—কঠোপনিষৎ

কালি-পু—কালিকা পুরাণ

ক-সা—কথাসরিৎসাগর

কু-স—কুমারসম্ভব
কূর্ম-পু—কূর্মপুরাণ
কৌ-উ—কৌলোপনিষৎ
গর্গ—গর্গসংহিতা
গী—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা
গীতসার—গীতসার
গো-পু—গোপথ ব্রাহ্মণ, পূর্বভাগ
চণ্ডী—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী
জ্ঞা—জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র
ত-সা—তন্ত্রসার
তৈত্তি-সং—তৈত্তিরীয় সংহিতা
দেবী-ভা—দেবী ভাগবত
নিঘ—নিঘণ্টু
নী-রু-উ—নীলরুদ্র-উপনিষৎ
নৈষধ—নৈষধচরিত
পদ্ম-পু—পদ্মপুরাণ
প্র-সা-ত—প্রপঞ্চসার তন্ত্র
বরা-পু—বরাহ পুরাণ
বাজ-সং—বাজসনেয়ী সংহিতা
বাম-পু—বামন পুরাণ
বায়-সং—বায়বীয় সংহিতা
বায়ু-পু—বায়ুপুরাণ
বিষ্ণু-ধ—বিষ্ণু ধর্মোত্তর
বিষ্ণু-পু—বিষ্ণুপুরাণ
বৃহ-উ—বৃহদারণ্যক-উপনিষৎ
বৃহ-উপ—বৃহজ্জাবালোপনিষৎ
বৃহ-পু—বৃহদ্ধর্ম পুরাণ
বৃহৎ সং—বৃহৎ সংহিতা
বৃহন্না-পু—বৃহন্নারদীয় পুরাণ
বে-সা—বেদান্তসার
ব্রহ্ম-বৈ-পু—ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
ব্রহ্মা-পু—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ
ভবি-পু—ভবিষ্য পুরাণ
ভা, ভাগ, শ্রীভা, শ্রীভাগ—শ্রীমদ্ভাগবত
মৎস্য-পু—মৎস্যপুরাণ
মনু—মনুসংহিতা
মহা, মহাভা—মহাভারত
মা-চ, মার্ক-চ—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী
মার্ক-পু—মার্কণ্ডেয় পুরাণ
মিতা—মিতাক্ষরা
মুণ্ড-উপ—মুণ্ডক-উপনিষৎ
রঘু—রঘুবংশ
রা, রামা—রামায়ণ
লি, লিঙ্গ-পু—লিঙ্গপুরাণ
শত-ব্রা—শতপথ ব্রাহ্মণ
শিব-ধর্ম—শিব ধর্মোত্তর
শিব-পু—শিবপুরাণ
শির-উপ—শির-উপনিষৎ
শুক্ল যজু—শুক্ল যজুর্বেদ
শ্বেত-উপ—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ
সর্বানন্দ—টীকাসর্বস্ব
সা-দ—সাহিত্যদর্পণ
সা-মা—সাধনমালা
সুশ্রুত—সুশ্রুত-সংহিতা
স্কন্দ-পু—স্কন্দপুরাণ
হরি—হরিবংশ।+

+ সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর প্রায়শঃই একাধিক সংস্করণ দেখা হইয়াছে।

A-B-P—Amrita Bazar Patrika (Daily), Calcutta

Cen—Census 1951, West Bengal, District Hand Books, A. Mitra, Howrah, 1953 ; Midnapore, 1953 ; 24-Parganas, 1954.

I-F-L—Indian Folk Lore, Calcutta, 1959

I-L—Indian Linguistics, Calcutta

J-A-S-B—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta

J-D-L—Journal of the Department of Letters, Calcutta University, 1922

M-R—Modern Review, Calcutta

O-H-R-J—The Orissa Historical Research Journal, Bhubaneswar, 1958

The Illus—The Illustrated Weekly of India, Divali issue, 1959

A-S-M—The Archaeological Survey of Mayurabhanja, vol I, Nagendranath Basu, the Mayurabhanja State, 1911

C-R-I—Caste and Race in India, G. S. Ghurye, Kegan Paul & Co., London, 1932

E-B—Encyclopaedia Britannica, William Bentan, Publisher, 1957

E-H-I—Elements of Hindu Iconography, T. A. Gopinath Rao, vol. I, Part I, Madras, 1914 ; vol. II, Part I, Madras, 1916

Epi-In—Epigraphia Indica, vol. XV, Edited by F. W. Thomas, 1919-20

E-R-E—Encyclopaedia of Religion and Ethics, James Hastings, 1955

F-T-I—Folk Toys of India, Ajit Mookherji, Calcutta, 1956

Gaṇa—Gaṇapati, Haridas Mitra, Visvabharati Annals, vol. VIII, 1958

H-A—History of Assam, E. Gait, 1926

H-A-I-B—Some Historical Aspects of the Inscriptions of Bengal, Benoy Chandra Sen, University of Calcutta, 1942

H-B—History of Bengal, vol. I, R. C. Majumdar, The University of Dacca, 1943

Do. vol. II—Jadunath Sarkar, 1948

H-N-E-I—History of North-Eastern India, Radhagobinda Basak, Calcutta, 1934

I-B-B-S—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, N. K. Bhattasali, Dacca, 1929

Ins-Bengal—Inscriptions of Bengal, Vol. III, Nanigopal Majumdar, the Varendra Research Society, Rajshahi, 1929

I-P-A—Indian Primitive Art, Ajit Mookherji, Calcutta, 1959

I-S—Indian Sculpture, Stella Kramrisch, Calcutta, 1933

K-J-K—Kirāta-Jana-Kṛti, Suniti Kumar Chatterji, Royal Asiatic Society of Bengal, 1951

M-D—Mohenjo-Daro and the Indus Civilization, vol. I, John Marshall, 1931

P-I-A-E—Prehistoric India and Ancient Egypt, Sudhansu Kumar Ray, New Delhi, 1956

R-Ś—Rudra-Śiva, N. Venkataramanayya, University of Madras, 1941

S-B—The Satapatha Brahmana, The Sacred Books of the East, vols. XII (Vide R-Ś, p. 32), XLIV, Edited by F. Max Müller, Oxford, 1900

S-E-D—A Sanskrit-English Dictionary, Monier Williams, Delhi-Varanasi-Patna, 1956

S-H—A Study of History, Vol. I, Toynbee, A. J., Oxford University Press, 6th impression, 1955

Shi—Shivaji and His Times, Jadunath Sarkar, Calcutta, 1919

S-I—Select Inscriptions bearing on Indian History and Civilization, vol. I, Dines Chandra Sircar, University of Calcutta, 1942

S-P—The Sākta Pīthas, D. C. Sircar, J-R-A-S-B, L, vol. XIV, No. I, 1948

S-W—Sadāśiva Worship in Early Bengal, Haridas Mitra, J-A-S-B, N. S., XXIX, 1933, Article No. 18

The Cha—The Chamars, Geo. W. Briggs, Calcutta, 1920

The Hit—The Hittites, O. R. Gurney, Pelican Book, 1952

Ve-My—Vedic Mythology, A. A. Macdonell, Strassburg, 1897

V-G-S-I—The Village Gods of South India, Whitehead, Henry, Calcutta, 1921

পাঠ পাঠান্তর পুনশ্চ শুদ্ধি

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর বা পুনশ্চ	শুদ্ধি
৯		২২	যন্ন			
১০	২	১৭	শঙ্কিত		সজ্জিত	
২৫	১	২১	সংহিত		সংহতি	
৩০	১	২	প্রনিপাত	শ্রীনি-		
৩৮		২	দুরহ			দুর হ
৪৭		৮	বিষাণে[১]			বিষাণে[২]
৫০	১	৬	দইয়ান		দইয়াল	
৬৫	১	৬	আত			অতি
৬৬	২	১৯	গাত			গীত
৭১	১	১২	খর্ব বীরাবাসে		খর্ব বীর রোসে	
৭৭		৩	স্নুখে			সুখে
৭৮	১	১১	ক্লা-			জ্বলা-
৮১	১	১২	একদিন		একদিন	
১০২	১	৭	মথরায়			মথুরায়
১১৪		২৬	অরা	জরা		
১৩২		২৫	চমকি			টমকি
			নিসাব রঞ্জন		ঝিংসাড় রণ	
১৪৩		১৮	গঙ্গাহত			গজাহত
১৪৬		২৮	ধীরে			বীরে
১৫৩	১	২৭	সর্বজন			সর্বজন
১৬২	২	৩	-ভক্তি	ভক্তিতা		
১৭০	২	১২	মৌখাল			মৌয়াল
১৭৫		১৯	পুরাণাত্মকা			পুরাণাশ্রিকা
১৭৬		১	কর্ক'হুলে	বর্ক'হুলে		
১৯৬		২	পাপক-			পাচক-
১৯৮	১	২১	বাপরের জত			বাপরে রজত
২০৮		২১	ব্রজক্ষেত্রে সুপ্রবধ্য			ব্রজ ক্ষেত্রি পুত্র বধ
২১৩		১৩	কন্তা	কন্ত		
২১৪	২	১৭	নাইশ্রব			নাই শ্রব

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠ	পাঠান্তর বা পুনশ্চ	শুদ্ধি
২১৫	১	১৯	নিবেদির			নিবেদি র
২১৮	২৫	২			খাঁড়েশ্বরের গাজন, বিবাহ, বঁটিঝাঁপ, আবির্ভাবাদির সম্পর্কে বিবরণ দ্র. আ-বা-প (৯-১-১৩৬৭)। চুঁচুড়ার শেষ ওলন্দাজ গবর্ণর, ডক্ত এলথনি ওভারবেক (১৮২৪) খাঁড়েশ্বরকে পিতলের সুবৃহৎ ঢাক উপহার দিয়াছিলেন।	
২২৩		১৭	গর্ন্ডবের	গন্ধর্বের		
		১৯	গন্ধবের	গন্ধবের		
২৩০		৯	অজ্যে[র]		পূজার্থা	
২৪৪	১	২৬	মেইএ	মেইত্র		
২৫৬	২	১	গন্ধর্পবির্ণন।...	গন্ধর্পবিন'ন		
২৭০	২	১৪	কর			কড়
২৭৭	১	৫	না চেন			নাচেন
২৮১	২	২৯	বখান			বুখান
২৯৫		৪	গণ			গণ...
২৯৫		৬	স্থানে।			স্থানে
২৯৭	৪	২৭	দির্ঘ সেতু			দির্ঘ সে ত
২৯৮		১০	যুদ্ধ´			যুগ্ম
২৯৯	২	৬	হেমভাত			হেমতাড়
৩০৮	৩	১২	আহতা			আহড়া
৩৩১		১৪			(শ্রীমান্ শঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিবৃত)।	
৩৩৩		২১	মারিলে		মরিলে	
৩৩৪		৮,১২	জেলে, স্র-ধ			জেলে,স্র-ধ.
৩৪১		১৭	অয়া			অয়া
৩৪৩		১৯	(ভর্ব)			ভার্ক, পঙ্ক্তি বি. দ্র. বঙ্ক ১০-১৭৮-১।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	স্থলে	পাঠান্তর বা পুনশ্চ	শুদ্ধি
৩৪৯	৮	শার্দ্দূলের		শার্দুলের
৩৫২	১৮	চ-প		চ-প
৩৬০	২২	ভগবতী		ভগবতীর
৩৬৬	২৩	'বর-	'বড়-	
৩৭১	২১	পল্লব ১৭০		পল্লব ১৬৪, ১৭০
৩৭৪	৮		গরু মরিলে, ইহাদের ছুরি স্পন্দিত হয়, বা নাচিতে থাকে বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস।	
৫	২৮	১৮৩		১৮৩
৭২	১০		বারমাসীর বার-সেবার বর্ণনায় সেকালের গৃহস্থ- জীবনের আভাস মিলে ; কিন্তু সর্বোপরি, বল্লালী কৌলীন্যের জের-স্বরূপ 'জামাই-বারিকের' অপমান ও অগৌরবের গুঞ্জনও শোনা যায় চন্দ্রমুখীর জবানীতে (পৃ ২১৪-১৫)।	
৭২	২	পঙ্ক্তিতে		পঙ্ক্তিতে
২৯	২৩	মুকুন্দ		মুকুন্দ
৫৬	২৯	রক্ষসেরা		রাক্ষসেরা
৬০	১০	পুরাকীর্ত্তি		পুরাকীর্ত্তি
৬২	১১	রুক্মিণী		রুক্মিণী
৬৮	১৫	গৃধিনী-		গধিনী-
৭৬	২৫	···*pi*		(*Epi*
৮৭	২৫	হিন্দু		বৈদিক
৮৯	৫	চিত্র বাঘ		চিত্র-বাঘ
৯৪	৩০	সম্পৃক্ত		সম্পৃক্ত
১০৮	২৯	১৫ পৃ ৩:৯।		বাদ যাইবে
১২২	৯		জয়াল দাসের বি-কা-পু সং ১০১৬, ১১৫০।	

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	স্থলে	পাঠান্তর বা পুনশ্চ	শুদ্ধি
৭২২	২১	কৌতুক		কৌতুক-
৭২৩	২৫	ক-কৃ-দা-প্র		ক-কৃ-প্র
৭২৮	১৮		(১০-১০-১৯৫৯ তারিখে বিবৃত)	
৭৪৪	২৫		সম্ভবতঃ 'মলঙ্গী ঘটের' প্রাচীনতম নিদর্শন-চিত্র (দ্র. M-R, Sept, 1948, B. K. Datta লিখিত প্রবন্ধ, p. 207)।	
৭৪৫	৯		রূপকথার 'শিবু-সদাগর' এই পাটনেই পাড়ি দেন, বিবাহের উদ্দেশ্যে।	
৭৪৬	২৭	ছত্র : করেকটি		করেকটি ছত্র :
৭৫২	১২	শাতলা		শীতলা
৭৫৩	২৬, ২৭	উলক		উলুক
	২৭	বলক		বলুক
৭৬০	৮	করিয়াছেন		করাইয়াছেন